প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

নিবেদন

আলাওল সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পদ্মাবতী কাব্য আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা। অনুবাদ কর্ম হলেও 'পদ্মাবতী'র মধ্যে আলাওলের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে। আলাওলের সম্পূর্ণ পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদনা এ পর্যন্ত হয় নি। যে দু-তিনখানি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটি হল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত সংস্করণ, দ্বিতীয়টি আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত সংস্করণ এবং তৃতীয়টি আলি আহসান সম্পাদিত সংস্করণ। এর মধ্যে সাহিত্য বিশারদের সংস্করণটি ক্ষুদ্রতম, কিছুকাল আগে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত, বাকি দুখানি ঢাকা থেকে প্রকাশিত, তার মধ্যে শহীদুল্লাহ সংস্করণটি প্রাচীন, আলি আহসান সংস্করণটি শহীদুল্লাহ সংস্করণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সম্পাদনা,—এটি একটি অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ বলা যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে শহীদুল্লাহ সংস্করণ এবং আহসান সংস্করণ,—দুটি সংস্করণই আংশিক; সম্পূর্ণ পদ্মাবতী কাব্যটি ছাপা অবস্থায় পাওয়া যায় হবিবী সংস্করণ দুটিতে, কিন্তু হবিবী সংস্করণে সুযোগ্য সম্পাদনার অভাবে প্রচুর ভুলভ্রান্তি থাকায় একে ঠিক সম্পাদিত গ্রন্থ বলা চলে না। নাগরী লিপিতে পদ্মাবতীর একটি সংস্করণ আছে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের সম্পাদনায় কিন্তু বঙ্গলিপিতে সম্পূর্ণ পদ্মাবতীর কোন সম্পাদিত গ্রন্থ না থাকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-পুস্তক পর্ষদ এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে বর্তমান লেখকের উপর সম্পাদনার গুরুভার ন্যস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গে পদ্মাবতীর কোন পুঁথি না পেয়ে অগত্যা বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর দ্বারস্থ হতে হল। সৌভাগ্য-ক্রমে দুটি সংস্থা থেকে দুখানি মূল্যবান পুঁথির জেরক্স কপি হাতে আসার ফলে নতুন উদ্যমে সম্পাদনাকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া গেল। সম্পাদনা করতে গিয়ে মনে হল মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া অনুবাদ গ্রন্থের যথার্থ সম্পাদনা সম্ভব নয়; তখন বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গলিপিতে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যটি প্রথমে সম্পাদনা করি। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সেটি কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। মূল গ্রন্থটি মধ্যযুগের হিন্দী সাহিত্যের স্তম্ভ বিশেষ, জনপ্রিয়তায় ও শ্রেষ্ঠত্বে তুলসীদাস ও সুর-দাসের পরেই জায়সীর স্থান। জায়সীর হিন্দী কাব্যটির নানা সংস্করণ আছে। এর মধ্যে গ্রীয়ার্সন ও সুধাকর দ্বিবেদীর এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রাচীন। এর সঙ্গে লালা ভগবানদীন সংস্করণকে মিলিয়ে এবং রামচন্দ্র শুক্লা ও মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সংস্করণ দুটিকে নির্ভর করে প্রথমখণ্ডটি সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রথমখণ্ড সম্পাদনার পর মূলটিকে সামনে রেখে চলল দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ আলাওলের অনুবাদ খণ্ড সম্পাদনার কাজ। ইতিপূর্বে হাতে এসেছে বাংলাদেশ থেকে দুখানি হস্তলিখিত পুঁথির জেরক্স কপি—একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি খণ্ডিত পুঁথি এবং অপরটি বাংলা একাডেমীর একখানি অখণ্ড পুঁথি। এছাড়া ছাপা বই এর মধ্যে আছে হবিবী প্রেসের দুটি সংস্করণ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম এবং আলি আহসানের সংস্করণগুলি। এর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণটিও যুক্ত হল।

॥ পুঁথি পরিচয় ॥

এবারে প্রাপ্ত পুঁথি দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি পুঁথি বর্তমান। এদের পরিচয় আলি আহসান তাঁর সম্পাদিত পদ্মাবতী গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন। সেই পরিচয়সূত্র ধরে যে দুখানি পুঁথির জেরক্স কপি বর্তমান সম্পাদকের হাতে এসে পৌঁছায় তার মধ্যে একটি হল ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ২৯৫ সংখ্যক পুঁথি। এই পুঁথিটিকেই বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে আদর্শ পুঁথিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পুঁথিটির শেষাংশ খণ্ডিত, এবং প্রথমদিকেও কয়েকটি পাতা নেই। ১৭৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ—রত্নসেনের মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের দিল্লীদরবার পর্যন্ত প্রায় সবটাই আছে, শেষের দুএকটি পাতা বিনষ্ট। পুঁথিটির আকার ১১"×৬"। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ লাইনের ৬টি করে স্তবক আছে। লিপিকাল ১২০ থেকে ১২৫ বছরের পুরাতন।

হাতের লেখা সুন্দর ও স্পষ্ট। পান্ডুলিপির প্রথমে কাব্যবর্ণিত বিষয়ের পূর্ণ সূচী দেওয়া আছে। পুঁথির মালিক ও লিপিকরের নাম মুন্সী হায়দার আলি। একটি পাতায় 'হাএদর আলি' বলে নাম স্বাক্ষর আছে, পৃষ্ঠাটির ফটোচিত্র গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হল। পান্ডুলিপির সর্বশেষ ছিন্ন পত্রটিতে লেখা আছে পীর আবদুল গফুর সাং—কেসুয়া; সেখানে জমিজমা সংক্রান্ত যে জীর্ণ দলিল-লিপি আছে তার ভিতর থেকে ১২২৫ মঘীসন-এর পাঠোদ্ধার করা যায়,—সুতরাং এটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পরের পুঁথি কিছুতেই নয়। বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারেও পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি পুঁথি রক্ষিত আছে। তার মধ্যে প্রায় সবগুলিই খন্ডিত ও জীর্ণ। এর মধ্যে একখানি অখন্ড পুঁথি আছে—সেটির ক্রমিক সংখ্যা—৫/আ/৫/প৫। পুঁথির পত্র সংখ্যা ১৭৪। পুঁথির আকার ১০″×৬″। প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাধারণত ২৩টি করে চরণ আছে। লিপিকাল সম্ভবত একশো বছর আগেকার। পুঁথির শেষে পুষ্পিকা আছে, কিন্তু পুষ্পিকায় লিপিকাল না থাকায় সঠিক তারিখ জানা যায় না। হস্তাক্ষর একটু বেশী জড়ানো, স্থানে স্থানে অন্য হাতের লেখাও চোখে পড়ে। দুই হস্তলিপি সম্বলিত একটি পৃষ্ঠার ফটোচিত্র দেওয়া হল। লিপিকরের নাম আবুল হোচন। আলাওলের ভণিতার পর অনেক-সময় লিপিকরের নামসহ দুচারটি চরণ সংযোজিত। 'বা' পুঁথির শেষে একটি দীর্ঘ পুষ্পিকায় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) পুঁথি-লেখকের আত্মবিবরণ আছে। তাতে জানা যায় লিপিকর আবুল হোচনের পিতার নাম গোলাম হোচন। চক্রশালা গ্রামে তাঁদের বাস। পুঁথিলেখক মুশাখাঁর বংশের অধম সন্তান। শ্রীকামদর আলি তাঁকে পুঁথিলিপির জন্য আদেশ করেন। লিপিকরের পৃষ্ঠপোষকতা করেন কামদর আলি বংশের মুহম্মদ মুকিম এবং হায়দর আলি। এই হায়দর আলিই কি 'ঢা' পুঁথির হাএদর আলি ?

বাংলা একাডেমীর পুঁথিটি চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে বসে লেখা হয়েছিল। পুঁথিটিও চট্টগ্রাম থেকেই প্রাপ্ত বলে জানা গেছে। চক্রশালা গ্রামটি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার থেকে দুমাইল দূরে অবস্থিত। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সহায়তায় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ খান দক্ষিণ চট্টগ্রাম দখল করেন। কিন্তু ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজ পুনরায় দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং উক্ত চক্রশালায় নতুন শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। এর পর থেকে চক্রশালা গ্রামটি আরাকান রাজ্যের অন্যতম শাসনকেন্দ্র রূপে বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। পুঁথিলেখকও চক্রশালা গ্রামকে বিশেষত চক্রশালা গ্রামের অন্তর্গত হুলাইন অঞ্চলকে নগরতুল্য বলে পুষ্পিকায় উল্লেখ করেছেন। প্রাপ্ত পুঁথিদুটির তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় 'ঢা' পুঁথির প্রথমে একটি সূচীপত্র আছে যা 'বা' পুঁথিতে নেই। 'বা' পুঁথিটি পুষ্পিকাসহ সম্পূর্ণ, কিন্তু 'ঢা' পুঁথিটি খন্ডিত। প্রদর্শিত পুঁথিপাঠ এবং পাঠান্তরের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে উভয় পুঁথির মধ্যে কয়েকটি লক্ষণীয় পার্থক্য—

১। 'বা' পুঁথি অপেক্ষা 'ঢা' পুঁথিতে ভাষার প্রাচীনতা লক্ষণীয়। সর্বনামে আহ্মি তুহ্মির ব্যবহার 'ঢা' পুঁথিতে আছে, 'বা' পুঁথিতে আছে আমি, তুমি। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' এবং সপ্তমী বিভক্তিতে 'ত' চিহ্নের ব্যবহার 'ঢা' পুঁথিতেই লক্ষণীয়, 'বা' পুঁথিতে তার পরিবর্তে আধুনিক কালের বিভক্তি চিহ্ন 'কে' এবং 'তে'।

২। 'ঢা' পুঁথি অপেক্ষা আবার 'বা' পুঁথিতে বঙ্গালী উপভাষার উচ্চারণ গত বৈশিষ্ট্যগুলি অধিক পরিমাণে লক্ষিত। অপিনিহিতির ব্যবহার 'ঢা' পুঁথির তুলনায় 'বা' পুঁথিতে বেশী। 'ঢা' পুঁথিতে যেখানে সর্বত্রই কন্যা, 'বা' পুঁথিতে সেখানে সর্বদাই 'কৈন্যা'। 'ঢা' পুঁথির চেয়ে 'বা' পুঁথির ভাষা মৌখিক উচ্চারণের অধিকতর নিকটবর্তী; শ, ষ ও স এর ব্যবহারে উভয়ক্ষেত্রেই যথেচ্ছাচার লক্ষণীয়,—তবে 'বা' পুঁথিতে 'স' এর ব্যবহার বেশী, আর 'ঢা' পুঁথিতে 'শ' বেশী ব্যবহৃত।

৩। 'ঢা' পুঁথির তুলনায় 'বা' পুঁথিতে সংযোজনার পরিমাণ সর্বদাই বেশী। পাঠান্তর অংশের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে, 'ঢা' পুঁথির মূল পাঠের সঙ্গে প্রায়ই 'বা' পুঁথিতে কিছু না কিছু অতিরিক্ত অংশ যোগ করা হয়েছে যা হিন্দী মূলে নেই। এর বিপরীত দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। 'বা' পুঁথির এই ধরণের কিছু দীর্ঘ সংযোজনার অংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরিশিষ্টে দেওয়া হল। 'বা' পুঁথিতে লিপিকর বা গায়েনের বেশী প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে অনুমান।

৪। 'ঢা' পুঁথির শেষাংশ না পাওয়ায় এর পুষ্পিকাও মেলে না। শুধু আভ্যন্তরীণ একটি স্বাক্ষর প্রমাণ থেকে জানা যায় যে জনৈক হাএদর আলি এর মালিক এবং সম্ভবত লিপিকর, কারণ পুঁথির হস্তলিপির সঙ্গে স্বাক্ষরের হস্তলিপি হুবহু এক। অপরদিকে 'বা' পুঁথির শেষকালে উল্লিখিত সুদীর্ঘ পুষ্পিকা থেকে পুঁথিলেখকের বিস্তৃত আত্মবিবরণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আলাওলের ভণিতাশেষে মাঝে মাঝেই পুঁথিলেখকেরও দু একটি চরণ সংযোজিত। যথা—

শ্রীজোত কামন্দর আলি আজ্ঞাবলে এ পঞ্চালি
লেখিলেক আবুল হোচন।
পদেতে অক্ষর উন জদি হএ কদাচন
শুধি দিতে আরতি বচন ॥

বাংলা একাডেমীর পুঁথিটি অখন্ড হওয়া সত্ত্বেও যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটিকেই আদর্শ পুঁথি হিসাবে রাখা হয়েছে তার নানাবিধ কারণ বর্তমান। প্রথমত 'ঢা' পুঁথির সর্বশেষ ছিন্নপত্রটিতে জমিজমা সংক্রান্ত খাজনা দাখিলের দলিলে ১২২৫ মঘী সনের একটি তারিখ আছে, কিন্তু 'বা' পুঁথিতে কোথাও কোনো তারিখ না থাকায় সময়কাল অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণে 'বা' পুঁথি অপেক্ষা 'ঢা' পুঁথিকেই প্রাচীন বলে মনে হয়। তৃতীয়ত 'ঢা' পুঁথির পাঠ মূল হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদের অনেক কাছাকাছি, 'বা' পুঁথিতে সেই তুলনায় সংযোজনা ও প্রক্ষেপ অনেক বেশী। এ সত্ত্বেও বাংলা একাডেমীর পুঁথিপাঠটিকে অবহেলা করা যায় না। কারণ পুঁথিটি চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া গেছে এবং এর মধ্যে বঙ্গালী উপভাষার মৌখিক রূপটি যতোটা ঘনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় 'ঢা' পুঁথিতে তা পাওয়া যায় না। এই জন্য পুঁথিপাঠের ক্ষেত্রে বানানে, শব্দে ও কাব্যপংক্তিতে যেখানেই 'ঢা' পুঁথির সঙ্গে 'বা' পুঁথিতে কোনরূপ অনৈক্য চোখে পড়েছে পাঠান্তরে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

॥ সম্পাদনা প্রসঙ্গে ॥

এবার গ্রন্থ সম্পাদনা প্রসঙ্গে আসা যাক। পদ্মাবতী গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার বাঁ দিকের সারিতে আছে পুঁথিপাঠ এবং ডানদিকের সারিতে আছে সম্পাদিত পাঠ। মধ্যযুগের কোনো কাব্য সম্পাদনা করতে গেলে সম্পাদকের প্রধান সমস্যা হয় কোন্ পাঠটি অনুসরণ করা হবে? পুঁথিপাঠ হুবহু রক্ষা করলে পুঁথি সম্পাদনা হয়, কিন্তু কাব্য সম্পাদনা হয় না। পুঁথিতে এত রকমের ভুলভ্রান্তি থাকে যে তার বানান বিপর্যয় ও শব্দবিপত্তির জঞ্জাল ও পাঁক থেকে বিশুদ্ধ কাব্যকমলের সৌন্দর্য আস্বাদন অনেকক্ষেত্রেই রুচিকর হয় না। এইজন্য কাব্যসম্পাদনাকালে সম্পাদককে কাব্যের শুদ্ধরূপটিকে অন্বেষণ করতেই হয়। কিন্তু সেই অন্বেষণের ফল যে সর্বদা অবিতর্কিত ভাবে নির্ভুল হবেই এমন আশা করা যায় না, বিশেষত একাধিক পুঁথির একাধিক পাঠ থাকলে কোনটি প্রকৃত পাঠ এ নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক উঠবেই। সেক্ষেত্রে সম্পাদক নিজের মনোমত পাঠটি গ্রহণ করলে তা অনেকটা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া পুঁথিপাঠের অন্তরালে ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অনেক উপকরণও থেকে যায়। সুতরাং গবেষকদের কাছে পুঁথিপাঠের চেহারাটা চোখের সামনে থাকলে অনেক সুবিধা হয়। বিশেষ করে তা যদি আলাওলের পদ্মাবতীর মতো দুষ্প্রাপ্য পুঁথি হয় যা পশ্চিমবঙ্গে মোটেই সুলভ নয় এবং ভিন্নরাষ্ট্র হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে পাওয়াও দুষ্কর। সুতরাং একদিকে পুঁথিপাঠটুকু রাখলে শুদ্ধ কাব্যরূপটি অন্তর্হিত হয়, অপরদিকে বিশুদ্ধ কাব্যপাঠটি রাখলে পুঁথিপাঠের মূল্য থাকে না; এই দ্বিবিধ সমস্যার কথা ভেবে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকের কলমে রাখা হল আদর্শ পুঁথির পাঠ এবং ডানদিকের সারিতে দেওয়া হল সম্ভাব্য সংশোধিত পাঠ। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত পুঁথি দুখানির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিকে আদর্শ ধরে (কারণ আগেই বলা হয়েছে) তার পাঠটিকে বাঁদিকে রাখা হল, কেবল খন্ডিত পৃষ্ঠাগুলির ক্ষেত্রে রাখা হল বাংলা একাডেমী পুঁথির পাঠ। আর ঢাকা পুঁথির সঙ্গে তুলনায় বাংলা একাডেমী পুঁথির বানানে, শব্দরূপে ও কাব্যপংক্তিতে যেখানে কোনরূপ পার্থক্য অথবা অতিরিক্ততা আছে বাঁদিকে সারির তলায় সেখানে ব্যতিক্রমটি পাঠান্তর রূপে দেখিয়ে দেওয়া হল। এতে গবেষকদের পক্ষে দুটো পুঁথির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার কিছু সুবিধা হতে পারবে। পুঁথির পৃষ্ঠাসংখ্যা সচেতনভাবেই বর্জন করা হয়েছে তার

কারণ মূল পুঁথি দুটোয় যে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল তাকে পরবর্তীকালে কেটে সংশোধন করা হয়েছে এবং সেই সংশোধন কর্মের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে। মূল পুঁথি দুটি বাংলাদেশে থাকায় জেরক্স কপি থেকে আসল পৃষ্ঠা সংখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তার ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা বর্জন করেই পুঁথিপাঠ প্রদর্শিত হয়েছে।

এবার আসা যাক গ্রন্থের ডানদিকের কাব্যপাঠ সম্পাদনার প্রসঙ্গে। বাঁদিকের সারিতে পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেমন 'যদৃষ্টং তৎ ছাপিতং' নীতি অনুসৃত হয়েছে ডানদিকের সারিতে সম্পাদিত পাঠের রীতি কিন্তু ভিন্নরূপ। আদর্শ পুঁথিরূপে প্রদর্শিত 'ঢা' পুঁথির পাঠ এবং পাঠান্তররূপে প্রদত্ত 'বা' পুঁথির পাঠ মিলিয়ে সম্ভাব্য পাঠটি প্রথমে বিবেচনা করা হয়েছে, অতঃপর শহীদুল্লাহ সংস্করণ, হবিবী সংস্করণ, আবদুল করিম সংস্করণ, আলি আহসান সংস্করণ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের নাগরী সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে পরিশেষে মূল হিন্দী সংস্করণ ও সম্পাদকের বিচার বুদ্ধির পরামর্শ অনুযায়ী একটি সম্ভাব্য পাঠ ঠিক করা হয়েছে। সম্পাদিত পাঠে প্রদত্ত সেই পাঠটির সঙ্গে যদি পুঁথি-প্রদর্শিত পাঠের মিল না হয়ে থাকে তাহলে সম্পাদিত পাঠের নীচে ঐ পাঠটি কোন সংস্করণ থেকে গৃহীত তার উৎস নির্দেশ করা হয়েছে, যথা, শ=শহীদুল্লাহ সংস্করণ, হ=হবিবী সংস্করণ, ক=আবদুল করিম সংস্করণ, আ=আলি আহসান সংস্করণ, স=সত্যেন্দ্র সংস্করণ ইত্যাদি। তবে এই ধরণের কর্ম-জটিলতা বেশীদূর বহন করতে হয় নি, কারণ অধিকাংশ সংস্করণই কাব্যের অর্ধপথে বা তার আগেই সমাপ্ত। কেবল শেষপর্যন্ত পুঁথিপাঠের সঙ্গে যেখানে হবিবী সংস্করণের গরমিল দেখা গেছে সেখানে বাঁ দিকের সারির নীচে হবিবী সংস্করণের পাঠটি দিয়ে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সম্পাদিত পাঠে সেই পাঠটি গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়েছে। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে পদ্মাবতী কাব্যের অন্তর্গত পদ বা গানগুলিকে নিয়ে। অনেকগুলি গীত পুঁথিতে এত বিকৃত যে অর্থ করা যায় না। সেক্ষেত্রে বাঁ দিকের সারিতে গানগুলির হুবহু বিকৃত পুঁথিপাঠ ও পাঠান্তরটি রেখে ডানদিকের সারিতে ছাপা সংস্করণগুলির পরামর্শ অনুযায়ী এবং নিজের বিচার বুদ্ধি মতো সম্ভাব্য শুদ্ধপাঠটি নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গ্রন্থের প্রথমদিকে শহীদুল্লাহের সংস্করণটি এবং শেষদিকে সত্যেন্দ্র সংস্করণটি বিশেষ সহায়তা করেছে। প্রয়োজনবোধে এঁদের পাঠটি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বাঁদিকের পুঁথিপাঠের পাশাপাশি ডানদিকের সম্পাদিত পাঠটি কাছাকাছি রাখার ফলে প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে পুঁথিপাঠের সঙ্গে সম্পাদিত পাঠের সবরকমের তুলনা করার সুবিধা হবে এবং সম্পাদিত পাঠের যথোপযুক্ততার বিচার যেমন হবে, পুঁথিপাঠের কৌতূহলও তেমনি মিটবে। সম্পাদিত পাঠের প্রত্যেক স্তবকের শেষচরণের পাশেই সাধারণত প্রথম বন্ধনীর ভিতর 'জা' লিখে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'জা' অর্থাৎ জায়সী এবং ক্রমিক সংখ্যাটি হল জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অন্তর্গত উক্ত খণ্ডের নির্দিষ্ট স্তবক সংখ্যা। 'পদ্মাবতী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যেখানে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যটি সম্পাদনা করা হয়েছে সেখানে প্রত্যেক খণ্ডের স্তবকগুলিতে যে ক্রমিক সংখ্যা আছে দ্বিতীয় খণ্ডে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের সম্পাদিত পাঠের ক্ষেত্রে খণ্ডানুযায়ী প্রত্যেক স্তবকের পাশে সেই সংখ্যাটিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ সম্পাদনা কালে সর্বত্র মূল পদ্মাবৎ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, এর ফলে পুঁথিপাঠের অনেক ভুলভ্রান্তি যেমন সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে তেমনি অনেক দুর্বোধ্য ব্যাসকূটের সমাধান করা গেছে। সম্পাদিত পাঠের নীচে শব্দার্থ টীকা অংশে দুরূহ শব্দের টীকা দিতে গিয়ে এরকম সমস্যা সমাধানের অনেক চিহ্ন আছে। মূলের হিন্দী পাঠের সঙ্গে অনুবাদের সমান্তরাল ধারাটি যেখানে স্পষ্ট ধরা গেছে সেখানে সম্পাদিত পাঠের পাশে পাশে মূলের স্তবক সংখ্যাটি নির্দেশিত, যেক্ষেত্রে এরকম কোনো সংখ্যানির্দেশ নেই সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে স্তবকটি জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে নেই, আলাওলের নব সংযোজন। মূল হিন্দী কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক পাঠের সুবিধার কথা ভেবে প্রতি স্তবকে স্তবকে ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশিত হল। সম্পাদনা কর্মের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে একটি অতিদীর্ঘ ভূমিকা দেওয়া হল। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে থাকল পুঁথির কিছু কিছু বর্জিত অংশ এবং 'বা' পুঁথির একটি সুদীর্ঘ পুষ্পিকা। হবিবী সংস্করণের কিছু কিছু অংশ যা কোনো পুঁথিতেই না থাকায় সন্দেহজনক বোধে সম্পাদিত পাঠে বর্জিত হয়েছে গবেষকদের জন্য পরিশিষ্টে তাও প্রদর্শিত হল। পাদটীকায় একদিকে পাঠান্তর এবং অন্যদিকে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ টীকাসহ মন্তব্য অংশে মূলের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা করে প্রতি স্তবকে স্তবকে তুলনামূলক কাব্যপাঠের আদর্শকে অনুসরণ করা হল।

সম্পাদিত পাঠের মধ্যে পুঁথির বানান অনেকক্ষেত্রেই রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। পুঁথির বানানে আছে একদিকে যথেচ্ছচারিতা ও অজ্ঞতা, অন্যদিকে বঙ্গালী উপভাষাচিহ্নিত বাংলা শব্দোচ্চারণের মৌখিক রূপালেখ্য। কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী মৈমনসিংহ গীতিকার ন্যায় লোকসাহিত্য নয়, রাজসভা বা অমাত্য সভার জন্য লিখিত সাহিত্য। পুঁথিতে তৎসম শব্দের যে উচ্চারণবিকৃতি লক্ষ্য করা যায় আলাওলের মতো পণ্ডিত সভাকবির পক্ষে সেই ধরণের বানান লেখা কোনোক্রমেই সম্ভব বলে মনে হয় না। এই জন্য পুঁথির বানানকে পুঁথিপাঠের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রেখে সম্পাদিত পাঠে শুদ্ধরূপটিকে অন্বেষণ করার চেষ্টা আছে। যাঁরা পদ্মাবতী কাব্যের আঞ্চলিক পাঠটি চাইবেন তাঁরা এর পুঁথিপাঠ এবং পাঠান্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবেন, আর যাঁরা এর বিশুদ্ধ লিখিত রূপটি পেতে চাইবেন তাঁরা সম্পাদিত পাঠের মধ্যে এর সম্ভাব্য পরিচয় পাবেন। পুঁথিপাঠের বানানের ক্ষেত্রে আবার পুঁথি দুটির মধ্যে তারতম্য আছে। 'ঢা' পুঁথির চেয়ে 'বা' পুঁথির উচ্চারণ যে আরও বেশী পূর্ববঙ্গীয় সেটা মূল পুঁথিপাঠের সঙ্গে পাঠান্তরের তুলনা করলেই বোঝা যাবে। শেষোক্ত পুঁথির বানানের ও শব্দরূপের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ গীতিকার উচ্চারণের অনেক সাদৃশ্য আছে। উপভাষা-চিহ্নিত পুঁথিপাঠের বানানকে সম্পাদিত পাঠে পরিবর্তিত করে একালের পাঠকের পাঠোপযোগী করে আনা হয়েছে। কারণ মধ্যযুগের প্রচলিত অনেক বাংলা শব্দই একালের পাঠকের কাছে যথেষ্ট অরুচিকর, তদুপরি পুঁথির বানানের জঞ্জাল সরিয়ে কাব্যপাঠের উৎসাহ অনেকেরই হবে না। তবে সম্পাদিত পাঠের পাশেই পুঁথিপাঠটি থাকায় কাব্যের সংশোধিত রূপের পাশাপাশি অমার্জিত রূপটির তুলনার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পুঁথির বানানকে পুঁথিপাঠের ক্ষেত্রে হুবহু রেখে সম্পাদিত পাঠে তাকে শুদ্ধরূপে পরিবর্তিত করা হল যাতে কাব্যপাঠের সময় কোনো পাঠক ভাষাকে শুদ্ধরূপে পেতে পারেন আর পুঁথিপাঠের সময় পুঁথিকেও বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া যায়।

॥ স্বীকৃতি ॥

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

একটি ছোট গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গেই কত প্রতিষ্ঠান এবং নাম জড়িয়ে থাকে, আর এ-তো বিশাল আয়তনের দুই খণ্ডে দুটো বই। সেক্ষেত্রে প্রকাশকের কাছেই গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠ-পোষকতায় যে অনুবাদকর্ম একদা সম্পন্ন হয়েছিল বিংশশতকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা রূপে রাজ্যপুস্তক পর্ষদের অর্থানু-কূল্যে মূলসহ সেই অনুবাদকর্মের সম্পাদনা ছাপার আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হল—এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের বাংলা বিদ্যাসমিতির সভ্যবৃন্দকে, প্রাক্তন প্রধান কর্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা প্রমুখ সংস্থার সকল কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে দুই বাংলা জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্থার কাছ থেকে সম্পাদক যেমন প্রত্যক্ষভাবে ঋণী, বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর কাছ থেকে তেমনি পরোক্ষভাবে উপকৃত। প্রথমোক্ত সংস্থা দুটির কাছ থেকে পেয়েছি মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার, আর শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয় সরবরাহ করেছেন মূল্যবান পুঁথির জেরক্সকপি—এবং এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর কর্মী আবদুল জলিলের কাছে সম্পাদকের ঋণ অপরিশোধ্য। দুই বাংলার বহু মনীষীর কাছ থেকে চিন্তায় ও কর্মে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও গ্রন্থের পরিচয়সূত্রে বাংলাদেশের যে সমস্ত গবেষক ও বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ প্রয়াত মনীষীবৃন্দ এবং সৈয়দ আলি আহসান, আহমদ শরীফ, মমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ জীবিত গবেষক এবং অধ্যাপকগণ। এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে এপার বাংলা থেকে আমার প্রণাম জানাই। এই গ্রন্থের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্পাদনাকর্মের প্রধান অবেক্ষক। অন্যতম পর্যবেক্ষক ছিলেন ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। তাঁর পরামর্শ ক্রমেই আলাওল খণ্ডের সঙ্গে জায়সী খণ্ডও যুক্ত হয়। এ ছাড়া এ ব্যাপারে সর্বদা কৌতূহলী ছিলেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস,—অনেক ব্যাপারে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেছি। আচার্য সুকুমার সেন এবং ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের গ্রন্থ এ ব্যাপারে সর্বদাই সাহায্য করেছে। এঁদের মতের সঙ্গে সর্বদা একমত হতে

না পারলেও এ'দের বই আমাকে পথনির্দেশে সহায়তা করেছে। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় যুগপৎ অভিজ্ঞ অধ্যাপক পার্বতী চরণ ভট্টাচার্যের কাছে বহুবার বহু ব্যাপারে শরণ নিয়েছি। তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম। ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের স্নেহদৃষ্টি সর্বদাই আমাকে উৎসাহিত করেছে, প্রেরণা দিয়েছেন শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ—জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে সাহিত্যিককে সাহিত্যিক হিসাবে দেখার শিক্ষা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের কালচেতনা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী আমাকে আলাওল সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষ সতর্ক রেখেছে। ড. ক্ষেত্রগুপ্তের 'প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন' প্রবন্ধ গ্রন্থের আলাওল প্রবন্ধটি আলাওলের জীবনদর্শন বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নানাভাবে বহু উপকার পেয়েছি—তাঁদের সকলের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'বাংলা কাব্য পরিচয়ের' প্রথমে আলাওলকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা কবিতার আসরে এই মুসলমান কবিকে শিরোধার্য করেছিলেন। তারপর বহুকাল ধরে পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতিখণ্ডের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা ইন্টারমিডিয়েট বাংলা পাঠ্য সংকলনের অন্তর্গত ছিল। সম্পূর্ণ পদ্মাবতীকে জায়সীর পদ্মাবৎ-সহ সম্পাদনা করতে পেরে পরম তৃপ্তি অনুভব করছি। হিন্দী ও বাংলা ভাষার, হিন্দু ও মুসলমানের এবং ভারত ও বাংলাদেশের মিলনের ত্রিপীঠক হয়ে থাক এই গ্রন্থ—এই কামনা করি। সর্বশেষে বলি, যিনি আমাকে সংসারের সকল প্রকার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ রচনাকর্মে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে সাহায্য করেছেন আমার সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে আমার যৌবনের দশ বছরের শ্রম উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

আরাকান রাজকাহিনী

ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিম সীমায় এবং বাংলা দেশের পূর্ব প্রত্যন্ত চট্টগ্রামের সন্নিকটবর্তী আরাকান রাজ্য সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল। প্রাচীনকালে এই রাজ্যের নাম ছিল রক্ষতুংগ বা রোসাংগ। আইন-ই-আকবরীতে একে বলা হয়েছে আখরঙ। বাহারিস্তান গয়বীতে মীর্জা নাথান এই দেশকে বলেছেন আর খঙ,—এর থেকে হয়েছে আরাকান।

এখানকার অধিবাসী মগেরা ছিলেন বৌদ্ধ। এ দেশের রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। যদিও মুসলিম ধর্মের প্রভাবে তাঁরা একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করতেন। ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ নরমেইখ্লা বর্মা-নৃপতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে গৌড়ে পলায়ন করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম্ শাহের আশ্রয় লাভ করেন। এর ছাব্বিশ বছর পর গৌড়ের সুলতান জলালুদ্দীনের সহায়তায় আরাকানরাজ তাঁর হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন এবং ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোরাংগ বা ম্রহোঙে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর চারশো বছর ধরে মোরাংগই আরাকানের রাজধানী এবং বংশানুক্রমিকভাবে এখানেই পরবর্তী কয়েকপুরুষ ধরে আরাকান রাজগণ রাজত্ব করেন। রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল যথাক্রমে—(এনামুল হক এর 'আরাকান রাজসভার সাহিত্য' গ্রন্থানুসারে)

(১) মেনখারি বা আলিখান (১৪৩৪-৫৯)
(২) বসওপ্যু বা কলিমা শাহ (১৪৫৯-১৪৮২)...
(৩) মিনবিন বা জরক শাহ (১৫৩১-১৫৫৩)...
(৪) মিন পালং বা সিকন্দর শাহ (১৫৭১-১৫৯৩)
(৫) মেঙ্ রাদজাগিয্য বা সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)
(৬) মেঙ্ খা মৌঙ বা হুসেন শাহ (১৬১২-১৬২২)

অতঃপর ১৬২২খ্রীঃ থেকে ১৬৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আরাকানের রাজা ছিলেন থিরিথু-ধম্মা বা শ্রীসুধর্মা। তিনি তাঁর ১৬ বছর রাজত্বকালের প্রথম বারোবছর মন্ত্রী আসরফ খাঁর হাতে রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন, কারণ ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে সিংহাসন লাভের একবছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। অতঃপর সিংহাসন গ্রহণের চার বছরের মধ্যে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রী নরপদিগিয্যর ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন। তাঁর পুত্র মিংসানি ২৮ দিন রাজত্ব করার পর মন্ত্রী নরপদিগিয্য আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন। অতঃপর ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন নরপদিগিয্যর জামাতা মতান্তরে পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র থদো মিন্তার। এরপর আরাকানের রাজসিংহাসনে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজা ছিলেন থদো-মিন্তারের পুত্র সান্দ-থু-ধর্মা বা চন্দ্র সুধর্মা। শেষোক্ত দুই রাজার রাজত্বকালে কবি আলাওল আরাকানে অবস্থান করেন এবং থদো-মিন্তারের রাজত্বের সময় পদ্মাবতী কাব্য রচিত হয়।

পদ্মাবতী কাব্যের রোসংগবর্ণনা অধ্যায়ে আলাওল রোসংগরাজা ও রাজধানীর যে সুদীর্ঘ পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে অনেক প্রশস্তিবাচক অতিশয়োক্তি থাকলেও কিছু কিছু সত্যতাও আছে। রাজা সলিম শাহের বংশধর শ্রীসুধর্মার নিধনের পর নৃপগিরি বা নরপদিগিয্যর রাজ্যলাভের বিবরণ থেকে আলাওল রোসংগরাজপ্রশস্তি শুরু করেছেন। নরপদিগিয্যর পুত্র কন্যা[1]

১. নরপদিগিয্যর পুত্র কন্যা সম্পর্কে গবেষকগণ নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছেন। নরপদিগিয্যর কন্যা যশস্বিনী সম্পর্কে সকলেই একমত। রাজকন্যা যশস্বিনী পরে রাজ্যের মুখ্য পাটেশ্বরী হন। কিন্তু থদো-মিন্তার নরপদিগিয্যর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র না জামাতা এ নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। সম্প্রতি ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে থদো-মিন্তার ও যশস্বিনীকে নরপদিগিয্যর পুত্র ও কন্যা রূপে প্রমাণ করে যদুনাথ সরকারের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত প্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন এঁদের ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হয়েছিল।

সাদ-উমংদার বা থদো-মিনতার এবং যশস্বিনী। পুত্রকে রাজ্যদান করে নরপদিগ্যির মৃত্যু হল। আলাওল অতঃপর থদো-মিনতারের রূপগুণের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকলেও আরাকানরাজের ঐশ্বর্যের ও বীরত্বের পরিচয় আছে। তাছাড়া আলাওলের এই বর্ণনা থেকে যে তথ্যগুলি পাওয়া যায় তা হল থদো-মিনতার শ্বেত হস্তীর অধিকারী ছিলেন ; দ্বিতীয়ত নৌশক্তিতে আরাকানরাজ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। আলাওল বহু বিচিত্র নৌবহরের উল্লেখ করেছেন—সেগুলি যেমন দ্রুতগামী তেমনি সুসজ্জিত আর শত্রুনিধনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তৃতীয়ত আরাকান সেই সময়ে বহু-জাতির সমাবেশে একটি কসমোপলিটন নগরে পরিণত হয়েছিল। বাণিজ্য ব্যাপারে আরাকানে বিশেষত রোসঙ্গ নগরে এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ থেকে যে বিচিত্র জাতির জনসমাবেশ ঘটেছিল আলাওল তার তালিকা দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় আরব, মিশর, সিয়াম, তুর্কিস্থান, আফ্রিকা, আরমেনিয়া, উজবেগীস্থান, লাহোর মুলতান, হিন্দুস্থান, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধুস্থান, কামরূপ, বঙ্গদেশ, ভূপাল, কুদং, কুচবিহার, ত্রিপুরা, কর্ণাট এবং ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, কনস্টান্টিনোপল, গ্রীস, রোম, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ থেকে বহু মানুষ এসে আরাকানে ভীড় করেছিল।

পদ্মাবতী কাব্যের রচনাকালে থদো-মিনতার যে সুস্থদেহে জীবিত আছেন তার প্রমাণ আছে রোসঙ্গরাজপ্রশস্তির শেষে আলাওলের প্রার্থনা বাণীতে—

যত কাল চন্দ্র সুর সংসারেত ভরিপুর
আয়ু কীর্তি বাড়ুক সতত।
শুনি নৃপতির যশ দেবতা হউক বশ
শত্রুহীন হউক জগত ॥

১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থদো-মিনতার রোসাঙ্গের রাজা ছিলেন। সুতরাং পদ্মাবতী রচনা এই সাত বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল।

কবি কাহিনী

আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ফতেয়াবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে কবি আলাওলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য। মজলিস কুতুব ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। সুতরাং আলাওলের জন্ম এই সময়কালের পরে নয়। পিতার সঙ্গে আলাওল জলপথে পর্যটনকালে জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন ; এর ফলে পিতার জীবন নাশ হয় এবং আলাওল আরাকান বা রোসাঙ্গে এসে উপনীত হন। এখানে তিনি প্রথমে রাজ অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং পরে মুখ্য পাটেশ্বরী যশস্বিনীর অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে থদোমিনতার আরাকানের অধিপতি হন, এবং যশস্বিনী হন তাঁর মুখ্য পাটেশ্বরী। অতএব ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পর কোনো এক সময় আলাওল মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আলাওলের পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতনৈপুণ্য এবং আরও নানাগুণের জন্য আলাওলকে মাগন গুরুর মতো সমাদর করে অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন। অতঃপর বহুভাষাবিদ ও কাব্যরসিক গুণী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী কাব্য পদ্মাবৎ-এর অনুবাদ শুরু করেন এবং থদো-মিনতারের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৬৪৫ ১৬৫২) কোনো এক সময় তা শেষ হয়। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে থদো-মিনতারের মৃত্যু হয় এবং মাগন ঠাকুরের পরিচালনায় শিশুপুত্র শ্রীচন্দ্র সুধর্মাকে নিয়ে বিধবা রাজপত্নী রাজত্ব করতে থাকেন। অতঃপর আলাওল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে কিয়দংশ রচনা করে আলাওল এ গ্রন্থ রচনায় বিরত হন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের মহামাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওল তাঁর পূর্বসূরী কবি দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য সতী ময়না বা লোর চন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন। অতঃপর আলাওল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসী কাব্য হপ্তপয়করের অনুবাদ সপ্তপয়কর রচনা করেন।

এই গ্রন্থে শাহজাদা সুজার আরাকানে আগমন এবং আরাকান রাজের কাছে শরণ গ্রহণের উল্লেখ আছে। এইবছর আলাওলের জীবনেও দেখা দেয় রাজনৈতিক দুর্বিপাক। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ-বিড়ম্বিত শাহ সুজা খিজিয়ার যুদ্ধে আওরংগজেবের সেনাপতি মীরজুমলার হাতে পরাজিত হয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কোনো কারণে আরাকানরাজের বিরাগভাজন হওয়ায় সপরিবারে নিহত হলেন। এদিকে মীর্জা নামক এক শত্রুকর্তৃক শাহসুজার সংগে আলাওলের ঘনিষ্টতার মিথ্যা অভিযোগ রাজদ্বারে আনীত হলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কবিকে পঞ্চাশ দিনের কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, পরে এই অভিযোগ অমূলক প্রমাণিত হলে কবি মুক্তি লাভ করেন বটে কিন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দারিদ্র্য দুঃখের সম্মুখীন হলেন। এই দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে কবি ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র 'তোহ্ফা' গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ হয়। এই সময় কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সোলেমান। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে আলাওল পূর্বারব্ধ কাব্য সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমালের শেষ অংশ সমাপ্ত করেন। অবশেষে কবি মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বশেষ কাব্য সেকেন্দারনামা রচনা আরম্ভ করেন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবিজীবনে যে দুঃখদশার আরম্ভ হয়েছিল ১১ বছর পর অর্থাৎ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে মজলিসের অনুগ্রহে আবার সুদিন দেখা দিল। নিজামীর বৃহৎ ফারসী কাব্য ইস-কন্দর নামার অনুবাদ করতে বৃদ্ধ আলাওলের নিঃসন্দেহে কয়েকবছর সময় লেগেছিল। আনুমানিক ১৬৭৩ অথবা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওলের উত্থান-পতন-বন্ধুর জীবনের অবসান হয়।

পদ্মাবতী আলাওলের সর্বপ্রথম রচনা। সুতরাং এই কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর জীবনের প্রথমদিকের পরিচয়টুকুই বর্তমান। এখান থেকে কবিজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল গৌড়বংগের অন্যতম প্রধান স্থান হল ফতেয়াবাদ, তার অন্তর্বর্তী জালালপুরে বহু গুণবানের বাস। সেখানকার অধিপতি মজলিস্ কুতুব। তাঁর অমাত্যপুত্র আলাওল। কার্যব্যপদেশে পিতার সংগে জলপথে যেতে পর্তুগীজ হার্মাদের নৌকার সম্মুখীন হলে বহু সংগ্রামের পর পিতা নিহত হন এবং আলাওল আহত হয়ে রোসাংগে উপনীত হলেন। সেখানে নিজের দুঃখকথা নিবেদন করে রাজঅশ্বারোহীদলে নিযুক্ত হলেন। সে সময় রোসাংগনগরে যেসব গুণীরা বাস করতেন তারা আলাওলকে তালিব এলেম বলে বিশেষ সমাদর করতেন। এঁদের মধ্যে রাজ্যের মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মাগন ঠাকুর কবিকে নানা উপহারে ভূষিত করলেন। মাগনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আলাওল তাঁর সভার অন্যতম সভাসদরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বহুগুণী পরিবৃত এই অমাত্য সভায় একদা জায়সী রচিত হিন্দী পদ্মাবৎ কাব্যকথা শুনে মাগন ঠাকুর আলাওলকে এই কাব্যকাহিনী সরস পয়ারে অনুবাদ করতে আজ্ঞা দিলেন। রোসাংগের সকলে হিন্দুস্থানী ভাষা বোঝেনা এই কারণেই এই অনুবাদের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাগন আলাওলকে আসরফ খাঁর আজ্ঞায় দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রাণী কাব্য অনুবাদের উল্লেখ করলেন। মাগন ঠাকুরের এই আদেশ শিরোধার্য করে বহু বিনয় প্রকাশ করে অতঃপর আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা শুরু করলেন।

পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে বর্ণিত আলাওলের এই আত্মবিবরণের সমর্থন পাওয়া যাবে পরবর্তী কালের রচনা সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল এবং সেকেন্দারনামা গ্রন্থ দুটিতে। শেষ রচনা সেকেন্দারনামা গ্রন্থে কবির আনুপূর্বিক জীবনকথা আছে। সেখানে কবির প্রথম জীবন সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু কিছু নতুন কথা আছে। ফতেয়াবাদের পরিচয় প্রসংগে আলাওল লিখেছেন—

হিন্দুকুলে মহাসভা আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যরাজ্য ॥

আরাকানে রাজ-অশ্বারোহী পদে থাকার সময় তিনি বহু সম্ভ্রান্ত সভাসদকে নৃত্যগীত শেখাতেন। (সেখানে কি মাগন ঠাকুরও ছিলেন?) আলাওলের উত্তর-জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি হল—শাহ সুজাসংক্রান্ত অপবাদের ফলে আলাওলের পঞ্চাশ দিনের কারাবাস এবং মুক্তিলাভের পর দারিদ্র্যদশার বর্ণনা। এর এগারো বছর পর মজলিস নবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় সৌভাগ্যলাভের কথা। আর রোসাংগের কাজী সৈয়দ মাসুদ কর্তৃক আলাওলকে কাদিরি খিলাফৎ দান। সুফী সম্প্রদায়ের প্রধান চার সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাওল যে কাদিরি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন সেকেন্দার নামা গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

মাগন পরিচয় ও পদ্মাবতী কাব্যে মাগন প্রসঙ্গ

শেখ বংশজাত সিদ্দিকী গোত্রভুক্ত মুসলমান ধর্মাবলম্বী মাগনের জন্ম সম্ভবত চট্টগ্রামে। আল্লার কাছে 'মাগিয়া' বা প্রার্থনা করে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম মাগন। তিনি ছিলেন রোসাংগরাজা নরপদিগ্যির বিশ্বস্ত মন্ত্রী। বৃদ্ধরাজা নরপদিগ্যি এই বিশ্বাসী অমাত্যকেই তাঁর অল্পবয়সী কন্যার অভিভাবকরূপে নিযুক্ত করেন। আবার নরপদিগ্যির মৃত্যুর পর এই কন্যা রাজ্যের মুখ্য পাটেশ্বরী হলে পর মাগনকে তিনি রাজা থদো-মিনতারের মুখ্য পাত্ররূপে পুনরায় নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে থদো-মিনতারের মৃত্যু হলে মাগন রাজার নাবালক পুত্র চন্দ্র সুধর্মার অভিভাবক রূপে বিধবা রাজপত্নীকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন। সুতরাং তিনপুরুষ ধরে আরাকান রাজপরিবারে মাগনের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পরবর্তী কোনো একসময় আলাওলকে তিনি তাঁর অমাত্যসভায় নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যরসিক এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এদিক থেকে তিনি শ্রীসুধর্মার মহামাত্য আসরফ খাঁর সঙ্গে তুলনীয়। দৌলত কাজীর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের প্রথমে রোসঙ্গরাজপ্রশস্তি অধ্যায় থেকে যেমন জানা যায় যে আসরফ খাঁর সভায় আরবী ফারসী ভাষায় নানা তত্ত্ব-উপদেশ এবং গুজরাতি গোহারি ঠেট প্রভৃতি ভাষায় নীতিবিদ্যা কাব্য ও শাস্ত্রের নানাবিধ আলোচনা হত তেমনি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের মাগন প্রশস্তি থেকে মাগনের বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় মেলে।

পদ্মাবতী কাব্যে দুরকমভাবে মাগন প্রশস্তি আছে। এক, স্তুতিখন্ডে মাগন প্রশস্তি অধ্যায় জুড়ে বিস্তারিত ভাবে ; দুই, পদ্মাবতী কাব্যের অধিকাংশ অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে। মাগন প্রশস্তি অধ্যায়ে মাগনের রূপ, গুণ, কীর্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা আছে। রাজসৈন্যবিভাগের মন্ত্রী বড় ঠাকুরের পুত্র মাগন পিতার জীবদ্দশাতেই নিজগুণে তাঁর বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আবার মহারাণী যশস্বিনীর অভিভাবক ও মুখ্য অমাত্যরূপে তিনি ঐশ্বর্য খ্যাতিও কম অর্জন করেন নি। তাঁর দেহ ছিল দুর্বাদলশ্যাম, মাথায় মগধ দেশীয় শুভ্র পাগড়ী। আলাওল তাঁর রূপের যে আলঙ্কারিক বর্ণনা করেছেন তার থেকে বিশেষ কোনোরূপ ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া না গেলেও তিনি সুপুরুষ ছিলেন বলেই মনে হয়। তিনি স্বয়ং বাংলা, আরবী, ফারসী, মঘী এবং হিন্দী ভাষা জানতেন ; এছাড়া ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। বহুভাষাবিদ্ এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞানী এই প্রভাবশালী অমাত্যটি একদিকে যেমন ছিলেন অকৃপণ দাতা তেমনি পরোপকারী। আলাওল তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন—

মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।
অহিংসেক আত্মশূন্য মর্য্যাদা অধিক।। (মাগন প্রশস্তি, পৃঃ ১৮)

রাজরোষে সর্বস্বান্ত ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করলে উদ্ধার হয়ে যেত।

পরদেশী মুসলমানদের শ্রেণীনির্বিশেষে তিনি পুরস্কারে সম্মানিত করতেন। এইভাবে মাগনের রূপ গুণ ও কীর্তির মহিমা কীর্তন করে আলাওল মাগন প্রশস্তি অধ্যায় শেষ করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ভণিতাদানকালে আলাওল মাগনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যে স্তুতিবচনগুলি উচ্চারণ করেছেন সেইসব স্তুতিবচনের মধ্যে মাগনের দানশীলতার প্রসঙ্গই সর্বাধিক। যথা—

শ্রীযুত মাগন ধীর রসিক নাগর।
শত্রুজিত মিত্রপাল দয়ার সাগর।। (রত্নসেন বন্ধন খন্ড ; পৃঃ ৩২০)

দানশীলতার সঙ্গে মাগনের কাব্যরসিকতার পরিচয় আলাওল একাধিক ক্ষেত্রে দিয়েছেন। রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের একটি ত্রিপদী শেষে কবি ভণিতা দিয়ে লিখেছেন—

শ্রীযুত মাগন বীর　　　কাব্যরসে অতি ধীর
ত্রিভুবনে নবরসজ্ঞাতা।

যার মনে যেই বাঞ্ছা পুরায়ন্ত সেই ইচ্ছা
কলিকালে বলিসম দাতা ॥
তাহান আরতি ধরি মনেত সাহস করি
বিরচিল সরস পয়ার।
হীন আলাওলে ভণে মিনতি পন্ডিত স্থানে
টুটা হইলে শুধিয় অক্ষর ॥ (পৃঃ ১৮৩)

মাগন যে কেবল কবিত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও কবি ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। কোরেশী মাগনের নামে চন্দ্রাবতী নামক একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া যায়। পদ্মাবতী কাব্যের ভণিতায় একস্থানে আলাওল মাগনের কবিকীর্তির আভাস দিয়ে লিখেছেন—

কবি আলাওলে মধুর গায়।
মাগন কবিকৃতি রহু সদায় ॥ (পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড, পৃঃ ২৭৪)

মাগন প্রসঙ্গে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী কাব্যের শেষাংশে সন্দেহজনকভাবে মাগন প্রসঙ্গের অনুল্লেখ লক্ষ করা যায়। গোরা-বাদল যুদ্ধখন্ডের পর থেকে অনুবাদ যেখানে মূল থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়েছে সেখানে মাগনের উল্লেখ আর লক্ষ করা যায় না। হবিবী সংস্করণে অবশ্য দুটি ক্ষেত্রে মাগনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি সন্দেহজনক, কারণ পুথিদুটিতে এগুলি নেই। সুতরাং কাব্যের শেষাংশে মাগনের বিস্ময়কর অনুল্লেখ দেখে ডঃ সুকুমার সেন এবং ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল শেষাংশের প্রামাণিকতা সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। অবশ্য এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ প্রমাণ না মেলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া যাবে না, তবে এটা ঠিক যে পদ্মাবতী কাব্যের শেষাংশে মাগন প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর।

পদ্মাবতী কাব্যের উৎস

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি মৌলিক গ্রন্থ নয়, অনুবাদ। মূল কাব্যটি হল অবধী হিন্দী ভাষায় লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ। আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমদিকে 'কবি পরিচয়' ও 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায় দুটিতে পদ্মাবতী কাব্যের উৎসরূপে মূল কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। মূল পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতিখন্ডের অষ্টাদশ স্তবক থেকে ত্রয়োবিংশ স্তবক পর্যন্ত জায়সী যে পীরপরম্পরায় গুরুপরিচয় ও আত্মপরিচয় দিয়েছেন,—আলাওল তদবলম্বনে জায়সীর সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। জাইস নগরে বসবাসকারী সিদ্দিকী বংশোদ্ভূত এই কবির পরিচয় দান কালে আলাওল জায়সীর গুরুকুলের উপর যতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন বন্ধুবর্গের বর্ণনায় ততোটা গুরুত্ব দেন নি। জায়সীর চারবন্ধুর উল্লেখমাত্র পদ্মাবতীতে আছে, বিস্তারিত বিবরণে আলাওল আগ্রহ দেখান নি। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য রচনাকালে শেরশাহ যে দিল্লীর সুলতান ছিলেন এ ইঙ্গিতটুকু আলাওল যথাস্থানে দিয়েছেন, কিন্তু জায়সীর কাব্যে পাঁচ স্তবক জুড়ে (অস্তুতি খন্ড, ১৩—১৭) শেরশাহের সম্পর্কে যে বিস্তারিত প্রশস্তি আছে আলাওল অবাঞ্ছনীয়বোধে তা বর্জন করে তার পরিবর্তে রোসঙ্গ রাজার প্রশস্তি কীর্তন করেছেন।

পদ্মাবতীর 'কাহিনী সূত্র' অধ্যায়ে আলাওল তাঁর কাব্যের উৎসপরিচয় দিতে গিয়ে জায়সীর কাব্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূচীনির্দেশ করেছেন। প্রথমেই উল্লেখ করেছেন পদ্মাবৎ কাব্যের রচনাকাল। কিন্তু আলাওল ভুল করে লিখেছেন—'সংখ্যা সপ্তবিংশ নব শত' অর্থাৎ ৯২৭ হিজরী। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতি খন্ডের সর্বশেষ চৌপাই-এর প্রথম পংক্তিতে স্পষ্ট করেই জানানো হয়েছে 'সন নব সৈ সৈতালিস অহা' অর্থাৎ ৯৪৭ হিজরী বা ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর আলাওল সংক্ষেপে এইভাবে মূল কাহিনীসূত্রটি নির্দেশ করেছেন—

চিতোর দুর্গের অধিপতি রাজা রত্নসেন শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। যোলশো রাজকুমারকে

সংগে নিয়ে যোগীবেশে চললেন সিংহলে। অনেক অরণ্যপথ পেরিয়ে যখন তাঁরা সিন্ধুতীরে উপনীত হলেন তখন রাজা গজপতি সিংহলে যাবার জন্য তাঁদের নৌকা দিলেন। সিংহল দ্বীপে গিয়ে অনেক দুঃখ কষ্টের পর বহু সাধনায় রত্নসেন পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। অতঃপর এক পক্ষীমুখে প্রথমা পত্নী নাগমতির দুঃখকথা শুনে রাজা রত্নসেন পদ্মাবতীসহ স্বদেশ অভিমুখে চললেন। পথে সমুদ্র-বিপর্যয় উত্তীর্ণ হয়ে রাজা চিতোরে প্রত্যাবর্তন করলে অনেক আনন্দোৎসব হল।

এদিকে রত্নসেনের রাজসভায় রাঘব চেতন নামে এক গুণী অবিবেচকের মতো প্রতিজ্ঞা করে যাদুবলে প্রতিপদের দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাল। পরে রত্নসেন প্রকৃত ব্যাপার জানতে পেরে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন। পদ্মাবতী নির্বাসিত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করার জন্য বিদায়কালে সমাদর করে নিজের হাতের কঙ্কণ দান করলেন। সেই সময় আলাউদ্দীন দিল্লীর সুলতান। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। পণ্ডিত রাঘব চেতন তাঁর কাছে গিয়ে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করল। শুনে সুলতান উল্লসিত হয়ে পদ্মাবতীর দাবী জানিয়ে রত্নসেনের কাছে শ্রীজা নামক এক বিপ্রকে পাঠালেন। কিন্তু শ্রীজা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এলে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে চতুরংগ সেনাসহ চিতোর আক্রমণ করলেন। বারোবছর অবিরাম যুদ্ধের পর অবশেষে সুলতান সন্ধির কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করলেন। বন্দী রত্নসেনকে নিয়ে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন এবং রাজাকে কারাগারে রেখে নানাভাবে পীড়ন করতে লাগলেন। গোরা ও বাদল নামে রত্নসেনের দুই সেনাপতি কপট কৌশলে রত্নসেনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনল। রত্নসেন চিতোরে ফিরে পদ্মাবতীর সংগে সুখে রজনী অতিবাহিত করলেন। একসময় পদ্মাবতীর মুখে রাজা দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে রত্নসেনের চিত্ত বিচলিত হল। তৎক্ষণাৎ দেবপালের রাজ্যে গিয়ে রত্নসেন যুদ্ধে তাকে নিধন করলেন এবং স্বয়ং আহত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। এর সাত দিন পর রত্নসেনের মৃত্যু হল এবং দুইরাণী নাগমতি ও পদ্মাবতী তাঁর সংগে সহমৃতা হলেন। ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বর পুনরায় রণসাজে সজ্জিতহয়ে চিতোর নগরে উপনীত হলেন। আলাউদ্দীন চিতোরে এসে চিতাধূম দেখে এবং পদ্মাবতী সতী হয়েছেন শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অতঃপর চিতোরকে ইসলাম রাজ্য করে সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাওল কাহিনী-সূত্র অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে জায়সীর মহাকাব্যোপম বিশাল কাব্যকাহিনীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা যথাযথ। 'কাহিনী সূত্রে' তিনি সূত্রটুকুই উল্লেখ করেছেন, ঘটনার বর্ণনা ও সমারোহ বাদ দিয়েছেন। অনুবাদ করবার সময় শেষাংশ বাদে তিনি মূলের অধিকাংশ খণ্ডের বেশীর ভাগ স্তবকই নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থের জায়সী খণ্ডের সংগে আলাওল খণ্ডকে পাশাপাশি মেলালেই দেখা যাবে এমন নিষ্ঠাবান অনুসরণ মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে অল্পই আছে। সামান্য কয়েকটি খণ্ড বর্জন এবং দু একটি খণ্ড সংযোজন ছাড়া অনেকদূর পর্যন্ত অনুবাদের ধারা মূলানুসারী। গোরা-বাদল যুদ্ধখণ্ড পর্যন্ত যেখানে পদ্মাবতী কাব্যকে মূলের সংগে প্রায় প্রতি স্তবকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া যায় সেখানে হঠাৎ অনুবাদের শেষাংশে এসে আলাওলের স্বাধীন হয়ে ওঠা বিস্ময়কর। এমন কি উৎস-নির্দেশক কাহিনীসূত্রের মধ্যে আলাওল সংক্ষেপে যে কাহিনী পরিচয় দিয়েছেন, অনুবাদের শেষাংশে তাকে লঙ্ঘন করে অনুবাদ কাব্যটিকে এক অবিশ্বাস্য অতিনাটকীয় পরিণতি দান করা হয়েছে। অনুবাদকাহিনীর এই অস্বাভাবিক পরিণাম ও মূল কাহিনীর সংগে তার অসামঞ্জস্য লক্ষ করে ডঃ সুকুমার সেন অভিমত দিয়েছেন যে গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের পর থেকে পরবর্তী দুর্বল অংশ আলাওলের রচনা নয়। ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এই সন্দেহের সমর্থনে আরও কিছু যুক্তি দিয়েছেন—যথা শেষাংশে মাগন ঠাকুরের উল্লেখ-বিরলতা, দারা-সিকন্দর প্রসংগের উল্লেখ এবং রচনারীতির পার্থক্য ইত্যাদি। কিন্তু এই সন্দেহগুলি ছাড়া এমন কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই যার থেকে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে এ কাব্যের শেষাংশ আলাওলের নয়।

পদ্মাবতী কাব্যের উপাখ্যান ও পরিণামগত অনৌচিত্য

মূলানুযায়ী আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে আছে পৃথক রসের দুটি প্লট—একটিতে আছে নাগমতি-পদ্মাবতী-রত্নসেনের মিলনান্ত কাহিনী যাতে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের রোমান্স; অপরটি রত্নসেন-আলাউদ্দীন-পদ্মাবতীর ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী

যাতে মুখ্য হয়েছে যুদ্ধের উত্তেজনা। শেষের কাহিনীটি মূলে ট্রাজিক কিন্তু আলাওলের অনুবাদে তা মেলোড্রামায় পরিণত। আলাওলের কাহিনীটি নিম্নরূপ—

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর প্রিয় শুকপাখীর নাম হীরামণি। রাজরোষে সে বনে পলায়ন করলে পলাতক পাখীটিকে এক ব্যাধ ধরে, ব্রাহ্মণকে হাটে বিক্রী করল। ব্রাহ্মণ এই বেদজ্ঞ পাখীকে চিতোরের রাজা রত্নসেনকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দিয়ে দিলেন। রাজরাণী নাগমতির প্রশ্নের উত্তরে হীরামণি পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করলে পাখীটিকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয় কিন্তু ধাত্রী তাকে বাঁচিয়ে রেখে অবশেষে রাজার হস্তে সমর্পণ করে। রাজা পাখীর মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে যোগীবেশে ষোলশো অনুচর নিয়ে সিংহলে যাত্রা করলেন। শ্রীক্ষেত্রে উড়িষ্যাপতি গজপতি রত্নসেনকে বহিত্র দিলেন। সিংহলে এসে হীরামণির দৌত্যে মহাদেব মন্দিরে পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ হল। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রণয়মূর্চ্ছিত হলেন। চেতনালাভ করে রাজা গোপনে অনুচরসহ সিংহল গড়ে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়লে সিংহলের রাজা গন্ধর্বসেন তাঁকে শূলে দেবার আদেশ দিলেন। অবশেষে চিতোরের ভাটের মুখে রাজার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাজসভায় নানাবিধ পরীক্ষার পর সংশয়মুক্ত সিংহলরাজ চিতোররাজ রত্নসেনকে পদ্মাবতীর পতিরূপে সাদরে গ্রহণ করলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর সঙ্গে একবছর সম্ভোগসুখে কাটিয়ে অবশেষে পক্ষীমুখে নাগমতির বিরহসংবাদ কর্ণগোচর হলে রত্নসেন পদ্মাবতীকে নিয়ে চিতোরের দিকে যাত্রা করলেন। স্বদেশে ফেরার সময় নিজের অহংকারের জন্য রাজা সমুদ্র কর্তৃক বিপর্যস্ত হলেন, অবশেষে বহু দুর্যোগ ও দুর্বিপাক উত্তীর্ণ রত্নসেনের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং মানিনী নাগমতিকে তুষ্ট করে দুই পত্নীর সঙ্গে রাজা সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন। এইখানে পদ্মাবতীকাব্যের প্রথম পর্বের মিলনান্তক সমাপ্তি। এই পালাটিতে আছে রূপ-কথাধর্মী রোমান্স ও কমেডির সুর। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও নায়ক নায়িকার প্রেমের সার্থকতা এক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের দ্বিতীয় প্লটের সুর ট্রাজিক, এবং কাহিনীটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক না হলেও ইতিহাসকেন্দ্রিক। এই অংশে আছে বীরত্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনা। সিংহল রাজকন্যার সঙ্গে চিতোররাজের রোমান্টিক মিলনের বিঘ্নস্বরূপ উভয়ের প্রণয়লীলার মাঝখানে শোনা গেল দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনীর অশ্বক্ষুরধ্বনি—ফলে ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিতে বিরাট বিস্তৃতি লাভ করল। জায়সীকে অনুসরণ করেই যদিও এই কাহিনীপর্বটি রচিত তবুও মূলের সঙ্গে অনূদিত উপাখ্যান ভাগের শেষাংশের পার্থক্য আছে।

প্রতিপদের রাত্রে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিয়ে রাজাকে প্রতারণার অপরাধে রাঘবচেতন চিতোরের রাজসভা থেকে বিতাড়িত হল। নির্বাসিত রাঘব চেতন পদ্মাবতীপ্রদত্ত কঙ্কণ নিয়ে দিল্লীতে সুলতান আলাউদ্দীনের রাজসভায় এসে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করে সুলতানকে উন্মত্ত করে তুলল। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে দাবী করে শ্রীজাকে পাঠালেন রত্নসেনের রাজসভায়। রত্নসেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্রুদ্ধ সুলতান সসৈন্যে চিতোরে এসে আটবছর অবরোধ করেও রাজধানী অধিকার করতে পারলেন না। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব করে রত্নসেনের আমন্ত্রণে সুলতান চিতোরে প্রবেশ করলেন। রাজার সঙ্গে পাশা খেলার সময় হঠাৎ মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতান মোহিত হলেন। অতঃপর সন্ধির সর্তভঙ্গ করে আলাউদ্দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন কালে রত্নসেনকে বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে কুম্ভলনের রাজা দেবপাল এবং সুলতান স্বয়ং রত্নসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে পদ্মাবতীর কাছে নিজ নিজ দূতী পাঠালেন কিন্তু উভয়েই পদ্মাবতীকে কবলস্থ করতে ব্যর্থ হলেন। এরপর পদ্মাবতীর অনুরোধে গোরা ও বাদল নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয় দিল্লীতে গিয়ে কৌশল করে রাজা রত্নসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। ষোলশো পাল্কীতে ষোলশো রাজপুত যোদ্ধা রমণীর ছদ্মবেশে দিল্লীতে প্রবেশ করে রত্নসেনের সঙ্গে সখীসহ পদ্মাবতীর সাক্ষাতের অছিলায় রাজাকে মুক্ত করে চিতোরে ফিরে এল। পশ্চাদ্ধাবিত সুলতানী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে গোরা অশেষ বীরত্ব দেখিয়েও শেষপর্যন্ত নিহত হল।

আলাওলের কাহিনী এ পর্যন্ত মোটামুটি জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের বিশ্বস্ত অনুসরণ। কিন্তু এরপর থেকে কাহিনীর শেষভাগে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চিতোরে ফিরে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা পদ্মাবতীর মুখে শুনে ক্রুদ্ধ রত্নসেন দেবপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দ্বৈরথদ্বন্দ্বে রত্নসেন আহত এবং দেবপাল নিহত হলেন। বিষাক্ত দেহ

নিয়ে রত্নসেন চিতোরে ফিরে এসে আরও কিছু বছর বেঁচে রইলেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে রত্নসেনের দুই পুত্র জন্মাল। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনের যখন সাতবছর ও পাঁচবছর বয়স তখন বিষপ্রকোপে রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী স্বামীর চিতায় 'সতী' হলেন। চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন পিতৃনির্দেশ অনুযায়ী সুলতান আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সেনাপতি বাদলের সঙ্গে রাজপুত্রদ্বয় দিল্লীতে এসে সুলতানকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ জানালে দুঃখিত আলাউদ্দীন রাজকুমারদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন এবং দুজনের একজনকে চন্দ্রেরী অন্যজনকে মাড়োয়া রাজ্য দান করলেন। গোরা যেসব রাজাকে যুদ্ধে বধ করেছিল তাদের রাজ্য বাদলকে দিলেন। অতঃপর বারোবছর চিতোরে গিয়ে রাজকুমারদের সঙ্গে বাস করে অবশেষে সুলতান দিল্লী প্রস্থান করলেন। কাব্যের শেষে জায়সীর অনুসরণে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বিলাপ আছে।

জায়সীর উপাখ্যানের শেষাংশ এবং আলাওলের কাহিনীর সমাপ্তি অংশের মধ্যে বিপুল প্রভেদ। এই পার্থক্য দেখে কোনো কোনো গবেষক শেষাংশ আলাওলের রচনা নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শেষাংশ আলাওলের রচনা বলেই ধরে নিতে হবে। উভয় কবির কাব্যপরিণামের এই পার্থক্যের কারণ সম্ভবত কবিদ্বয়ের জীবনদর্শনের ভিন্নতা। জায়সী ছিলেন সাধক কবি। সুফীসাধক হিসাবে জগৎ ও জীবনের নশ্বরতাই তিনি তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন। অপরদিকে ধর্মমতে সুফী হয়েও আলাওল ছিলেন জীবনরসিক কবি। জীবনভোগের তত্ত্বই আলাওলের জীবনদর্শন। সেইজন্যে রত্নসেন দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে দেশে ফিরে এসেও আরও বারোবছর বেঁচে রইলেন নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করে দুই পুত্রের জনক হবার জন্য—জীবনভোগের এতখানি বিস্তৃত অবসর আলাওল রাজাকে দিয়েছেন। কেবল রাজা রত্নসেন নয়, আলাওলের হাতে সেনাপতি বাদলও বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছে। মূল কাব্যের উপসংহারে দেশের জন্য যুদ্ধ করে বাদলের শহীদ হবার গৌরব বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গমনার সঙ্গে প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের মুহূর্তে বাদলকে রত্নসেন উদ্ধারের জন্য রণক্ষেত্রে চলে আসতে হয়েছিল সেইজন্য গোরা নিহত হলেও বাদলকে বাঁচিয়ে রেখে উপহৃত রাজ্য ও পত্নীসহ জীবন উপভোগের অবকাশ তাকে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে রত্নসেনের পুত্রদের কোনো প্রসঙ্গ নেই, জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের পুত্ররূপে নাগসেন ও কমলসেনের উল্লেখ থাকলেও কবি তাদের পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামান নি। রত্নসেন পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনীই তাঁর কাব্যের বিষয়, এঁদের মৃত্যুর পর সংক্ষেপে কবি এ কাব্যের ট্রাজিক পরিণাম জানিয়ে লিখেছেন—

জৌহর ভঁই সব ইস্তিরী পুরুষ ভএ সংগ্রাম।
বাদসাহ গঢ় চুরা চিতউর ভা ইসলাম।।

নারীরা সব জহরব্রত অনুষ্ঠান করলেন, পুরুষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন, বাদশাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম (রাজ্য) হয়ে গেল!

বাঙালী কবি আলাওল সম্ভবত এই ট্রাজিক সমাপ্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, বিশেষতঃ রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের পরিণাম এই আখ্যানকবিকে চিন্তিত করেছিল। এর ফলে কবি নিজের মতো করে রচনা করলেন এ কাব্যের অন্য এক পরিণাম যেখানে এক বৈষ্ণবীয় প্রেমের আবহাওয়ায় শত্রুতা ভুলে মুমূর্ষু রত্নসেন আলাউদ্দীনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা জানান, রত্নসেনের পুত্রদ্বয় সুলতানের কাছে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আত্মসমর্পণ করে, সুলতান আলাউদ্দীনও সমস্ত দর্প, অহংকার ও বিফলতার ক্রোধ ভুলে নিবিড় প্রেমের আত্মীয়তায় অনাথ পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করে তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন—এবং পরিণামগত অনৌচিত্য সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যটি একটি মিলনান্তক পরিসমাপ্তি লাভ করে।*

* কাব্যকাহিনীর এই অতিনাটকীয় পরিণতির ব্যাপারে আলাওলের আদর্শবাদী মনও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। রাজপুত্রের সঙ্গে আলাউদ্দীনের মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্কটি যেভাবে পরিশেষে দেখানো হয়েছে তা যদি বাস্তবিকই আলাওলের রচনা হয়ে থাকে তাহলে কবি যে হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর স্বপ্ন দেখেছিলেন সেকথা স্বীকার করতে হয়।

পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয় ; রূপক না রোমান্স ?

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যে হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ সেই পদ্‌মাবৎ কাব্যের উপসংহারে এ কাব্যের রূপক তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে বলা হয়েছে—

"আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। উর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চৌদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন), হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী। শুক হল পথপ্রদর্শক গুরু। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নিগুর্ণ (ঈশ্বর)-কে। নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়া। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।" (প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট)

উদ্ধৃত স্তবকটি বাস্তবিকই জায়সীর রচনা কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই রূপক বিশ্লেষণ সম্ভবত পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলেই গবেষকদের অনুমান। পূর্বোক্ত রূপকার্থ দিয়ে কাব্যটি বিচার করলে জায়সীর প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি হল এই—শুকরূপ গুরুর নির্দেশে নাগমতিরূপ সাংসারিক বাধা অতিক্রম করে রত্নসেনরূপ মন পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞার সংগে সিংহলরূপ হৃদয়ে এসে মিলিত হল। অবশেষে রাঘব চেতনরূপ শয়তান এবং আলাউদ্দীনরূপ মায়ার কবল থেকে কিভাবে উভয়ে পরিত্রাণ লাভ করে মুক্তিলাভ করল এটাই এই প্রেমকাহিনীর গূঢ় তাৎপর্য।

জায়সী সূফী প্রেমতত্ত্বকে এই কাব্যের উপজীব্য করলেও আলাওল এইধরণের রূপককে প্রতিপাদ্য করে কাব্যটি রচনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। আলাওল তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে কোথাও এই জাতীয় রূপকের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। সূফীকবি হিসাবে জায়সীর পদ্‌মাবৎ কাব্যের প্রেমকথাই আলাওলকে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে কবির আত্মবিবরণী অংশের পংক্তিতে

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥
প্রেমপুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ। (পদ্মাবতী, আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৫)

জায়সীও উপসংহার খণ্ডের প্রথম স্তবকে রূপকার্থের বদলে প্রেম কাহিনীর উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন—

'কবি মুহম্মদ এ কাহিনী রচনা করে শোনালেন। যে শুনেছে সে-ই প্রেমের জন্যে পীড়িত হয়েছে। রক্ত দিয়ে তিনি (এ কাব্য) রচনা করলেন এবং গাঢ় প্রেম নয়নাশ্রু হয়ে ভিজিয়ে দিল। আমি এই জেনে এ গান রচনা করলাম, তা যেন এ জগতে (কীর্তি) চিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে।'

সুতরাং মাঝে মাঝে প্রতীকের ব্যবহার এবং রূপক খচিত দোহাগুলি থাকলেও জায়সীর পদ্‌মাবৎ কাব্য আসলে মধ্যযুগের রোমান্স কাব্য, আলাওল কাব্যটিকে এইভাবেই দেখেছিলেন। এ ব্যাপারে আলাওলের ব্যক্তিগত রুচিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল পৃষ্ঠপোষকের রসবোধ। যে অমাত্যসভায় বসে আলাওল পদ্‌মাবৎ কাব্যের অনুবাদ শুনিয়েছিলেন সেই অমাত্যবর্গ তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রেমকাহিনী ও যুদ্ধকাহিনীর রোমান্সরসেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। কেবল পদ্মাবতীই নয়, আলাওলের অন্যান্য আখ্যান অনুবাদগুলি এমন কি আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজির সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যেও পৃষ্ঠপোষক অমাত্যবৃন্দের রোমান্সরস পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই আদিষ্ট। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরশ্রমজীবী প্রচুর অবসরপুষ্ট রাজা ও সভাসদবর্গ যুদ্ধ ও প্রেমকাহিনীর মধ্যে রোমান্সের যে উত্তেজনা সন্ধান করতেন তার মধ্যে তত্ত্বকথার বিশেষ স্থান ছিল না। আলাওল এই সামন্ততান্ত্রিক রুচির পরিবেশে কাব্যসুরা পরিবেষণ করতে বসে জায়সীর পদ্‌মাবৎ কাব্যের তত্ত্বাংশকে যতদূরসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স রসকেই মুখ্য করে তুলেছেন। স্তুতিখণ্ডে যদিও জায়সীর অনুসরণে আলাওল সৃষ্টি তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব, সূফী প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, কিন্তু কাব্যকাহিনী আরম্ভ হবার পর এই সব তত্ত্বকথার পরিবর্তে কাহিনীরসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জায়সীর কাব্য-

কাহিনীর স্রোত ঘটনাবর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুযোগ পেয়েছে তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করেছে, রোমাণ্টিক প্রেমবর্ণনার চৌপাই স্তবকগুলি প্রায়শই মিণ্টিক অনুভবের দোহাগুচ্ছের দ্বারা একত্রিত হয়ে এক অন্তর্গূঢ় তত্ত্বভাবনায় মণ্ডিত হয়েছে ; সেক্ষেত্রে আলাওলের অনুবাদ জায়সীর গূঢ়ার্থবাচক দোহাগুলিকে এবং দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলিকে বর্জন করে ঘটনার গতিকেই অনুসরণ করেছে। এ ব্যাপারে মাগন ঠাকুরের ঔৎসুক্যও কাব্যপাঠ করতে গিয়ে বেশ টের পাওয়া যায়। কাব্যের মাঝে মাঝেই পৃষ্ঠপোষক মাগন কবিকে পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জ্ঞাপন করেছেন এবং কবিকে সত্বর বর্ণনা শেষ করতে তাড়া দিয়েছেন। সুতরাং মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য পরিবেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বকথা নিবেদন নয়, সিংহলরাজকন্যা পদ্মাবতীর জন্য যোগীর ছদ্মবেশে চিতোররাজ রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোর রাজবধূ পদ্মাবতী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উত্তেজনাকর রোমান্স রস সৃষ্টি এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথম পর্বে আছে রূপকথাধর্মী রোমান্স এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। কাব্যের প্রথমে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি তাত্ত্বিক ব্যাপার পরবর্তী কাহিনীর সংগে সম্পৃক্ত নয়।

লোক কথা, মহাকাব্যকাহিনী অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বনে মধ্যযুগে সবদেশেই লেখা হত রোমান্স জাতীয় সাহিত্য। প্রেম অথবা যুদ্ধঘটনা অবলম্বনে রচিত উৎকেন্দ্রিক কল্পনারঞ্জিত অবিশ্বাস্য ও অবিন্যস্ত ঘটনা সম্বলিত একঘেয়ে বর্ণনা ছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এখানকার নায়ক নায়িকারা সমাজের উপরের তলার মানুষ। নায়িকার অন্বেষণে নায়কের দুঃসাহসিক অভিযান, নরনারীর রোমাণ্টিক প্রেম এবং সেই প্রেম নিয়ে নায়কদের মধ্যে প্রতি-যোগিতা এবং যুদ্ধ এই রোমান্স সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মালিক মুহম্মদ জায়সী মাঝে মাঝে তত্ত্বকথার সন্নিবেশ করে পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথম পর্বে রূপকথাশ্রয়ী রোমান্স এবং দ্বিতীয়পর্বে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের যে বর্ণনা-বৈভব সৃষ্টি করেছিলেন তাকেই আলাওল বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে দুর্গাশ্রিত দরবারী প্রেম যে রোমান্সরস সৃষ্টি করেছে তা রচনারীতিতে ধ্রুপদী হলেও কবিভাবনায় অনেকক্ষেত্রেই রোমাণ্টিক। নখশিখখন্ডের বর্ণনায় কিংবা পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ডে রত্নসেনের কাছে শুক পক্ষীর অথবা আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতনের পদ্মিনী রূপবর্ণনার মধ্যে রোমান্স রসের সন্ধান মিলবে। পদ্মাবতী লাভের জন্য শুকপক্ষীর সহায়তায় রত্নসেনের দুঃসাহসিক সমুদ্রাভিযান, আবার পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেনের সমুদ্রপথে প্রত্যাবর্তনকালে আকস্মিক তরণী-নিমজ্জন এবং সমুদ্রকন্যার আনুকূল্যে উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ ও অলৌকিকভাবে পুনরুদ্ধার—সবই রূপকথাধর্মী অসম্ভব ঘটনার রোমান্স কল্পনারূপেই বিবেচ্য। রাঘব চেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা শুনে সুলতানের রূপমোহ, অসংখ্য সৈন্য নিয়ে আলাউদ্দীনের পদ্মাবতী অভিযান, দীর্ঘকাল চিতোর অবরোধের পর সন্ধির সুযোগে নায়িকার মুকুর-প্রতিবিম্বিত রূপ-দর্শনে সুলতানের সংজ্ঞাহীনতা ও অকস্মাৎ রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসনির্ভর মধ্যযুগীয় রোমান্স কল্পনার চমৎকার নিদর্শন। রোমান্সের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা অনেক সময়ই সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মানে না। রাজপুত রমণীর ছদ্মবেশে রাজপুত সেনা নিয়ে গোরাবাদল কর্তৃক দিল্লীর পাঠান কারাগার থেকে রত্নসেন-উদ্ধার বৃত্তান্ত রোমান্সের অতিনাটকীয় ঘটনাবিবরণের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্যযুগের রোমান্সে যে বীরত্বপূর্ণ দ্বৈতযুদ্ধের বর্ণনা লক্ষ করা যায় মূলে তার দৃষ্টান্ত আছে সরজা ও গোরার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গোরার মৃত্যুতে এবং দেবপাল ও রত্নসেনের যুদ্ধ প্রতি-যোগিতায় দেবপালের নিধন ও রত্নসেনের আহত হওয়ার বৃত্তান্তে। রোমান্সের মধ্যে যে অলৌকিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পদ্মাবৎ কাব্যে আছে। রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য ভাট ও ভাটিনীর ছদ্মবেশে হর-পার্বতীর মর্ত্যে আগমন, অথবা রত্নসেনকে পরীক্ষা করার জন্যে ছদ্মবেশী সমুদ্রের আবির্ভাব এবং সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু পদ্মাবতীকে সমুদ্রকন্যার শুশ্রূষা ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনা বাস্তব ও অবাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে কাহিনীটিকে রূপকথাধর্মী রোমান্সের রাজ্যে যেমন নিয়ে গেছে তেমনি শুকপাখীর মধ্যে যে গুরু-তত্ত্বই থাক, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে তার সংবাদ পরি-বহনের দৌত্যকার্যটি রোমান্স লক্ষণকেই সূচিত করেছে। জায়সীর এই মধ্যযুগীয় রোমান্স কাব্যটিকে অনুবাদ করতে

গিয়ে আলাওল অবশ্য নিজের কবিস্বভাব অনুযায়ী মূল কাব্যটিকে কাব্যলক্ষণের ক্ষেত্রে যে কিছুটা পরিবর্তিত করেছেন সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। বর্ণনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদীভঙ্গীকে অনুসরণ করলেও কবিদৃষ্টিতে জায়সী ছিলেন কিছুটা রোমান্টিক এবং অনেকখানি মিষ্টিক। অপরদিকে সুফী ধর্মাবলম্বী হলেও অনুবাদক হিসাবে আলাওল ছিলেন অনেকখানি বাস্তববাদী ও সামাজিক। বর্ণনাগুণে জায়সীর রোমান্স কাব্যে একদিকে আছে মহাকাব্যধর্মী বিস্তৃতি এবং ব্যঞ্জনাগুণে দেখা দিয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—কিন্তু আলাওলের অনুবাদে অনেকক্ষেত্রেই মহাকাব্যিক বিস্তার এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা হ্রাস পেয়ে বাস্তবধর্মী ঘটনার তথ্যবিবরণে পর্যবসিত হয়েছে। পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডে যেখানে আলাওল জায়সীকে এড়িয়ে গিয়ে মৌলিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন সেই খণ্ডটি লক্ষ করলেই উভয়ের রচনা প্রভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিবাহখণ্ডে জায়সী বিবাহের লোকাচারকে গৌণ করে ও নায়ক নায়িকার প্রেমাবেগময় হৃদয়কেই মুখ্য করে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতীকে যে রোমান্স রস রচনা করেছেন, আলাওল সেখানে বঙ্গীয় বিবাহপ্রথার খুঁটিনাটি বাস্তবধর্মী বর্ণনার দ্বারা হিন্দুবিবাহের সামাজিক আচার আচরণের প্রতি যতোটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিনিবেশ দেখিয়েছেন নায়ক নায়িকার হৃদয়ঘটিত রোমান্সরসের প্রতি ততটা আগ্রহ দেখান নি। রোমান্সের অলৌকিক ঘটনা সংস্থানের প্রতিও আলাওলের বিশেষ আস্থা ছিল না; জায়সীর অনুবাদ করতে বসে তিনি যদিও পার্বতী মহেশ খণ্ডটিকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু জায়সীর মতো রত্নসেনের পরিচয়দাতা ভাটকে ছদ্মবেশী মহেশ্বর রূপে দেখান নি, তাকে বাস্তবিক চিতোরের ভাট বলেই বর্ণনা করেছেন। রোমান্স রসের মধ্যে যে বিস্ময়রস থাকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস প্রসঙ্গে 'চিত্তবিস্ফারক দূরত্ববোধ' বলে অভিহিত করেছেন তা জায়সীর মধ্যে যতখানি ছিল আলাওলের মধ্যে ততখানি ছিল না। পদ্মাবতীর জন্য সমুদ্র অভিযান বর্ণনায় জায়সী সপ্তসমুদ্রের রূপকের মধ্যেও যে নৈসর্গিক রোমান্স রস সৃষ্টি করেছেন আলাওলের বর্ণনায় তা নেই। জায়সীর সুবিখ্যাত নাগমতির বারমাসীতে কি নিসর্গ বর্ণনায়, কি রমণী হৃদয় বর্ণনায় একদিকে মিষ্টিক রহস্যবোধ এবং অপরদিকে বেদনার নিসর্গব্যাপ্ত রূপ যে অসাধারণ রোমান্স রসসিদ্ধি অর্জন করেছে মঙ্গলকাব্যের অনুসারক আলাওলের রচনায় তা নীরস তথ্যপুঞ্জে আকীর্ণ হওয়ায় সেই সাফল্য আসে নি। মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতানের সুগভীর বিস্ময়রসের রোমান্স অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধের ইসারায় জায়সীর কাব্যে যে প্রতীক দ্যোতনা লাভ করেছে, আলাওলের অনুবাদে তা নিছক ঘটনা বিবৃতির মাত্রাকে অতিক্রম করে এক পাও অগ্রসর হতে পারে নি। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য যেখানে মধ্যযুগের এক অসামান্য রূপকখচিত মহাকাব্যধর্মী রোমান্স, আলাওলের অনুবাদ সেক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় রোমান্সের বস্তুধর্মী আখ্যানবিবৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু নয়।

আলাওলের ধর্মবোধ এবং পদ্মাবতী কাব্যে সুফী প্রভাব*

আলাওল ধর্মমতে ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত। কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর সুফীধর্মভাবনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

যার হৃদে জনমিল প্রেমের অংকুর।
মুক্তিপদ পায় সেই সভান ঠাকুর ॥...
যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্ত তার আপদ তরিল ॥...
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রেমের পালক ॥ (আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৩)

সুফী ধর্মদর্শনের মূলকথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহবোধ জেগে ওঠে সেই বিরহের অগ্নিতে আত্মনাশ হলেই ভগবানের সঙ্গে তার পূর্ণ-

*সুফী ধর্মের তত্ত্ব কথা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জায়সী প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচিত।

মিলন এবং সেই মিলনের মধ্যেই তার মুক্তি। সুফী ধর্ম ভাবনায় প্রেম-বিরহ-মোক্ষের যে ত্রিধারা তত্ত্বের কথা আছে আলাওল সেই মূল তত্ত্বকেই সংক্ষেপে আত্মবিবরণ পরিচ্ছেদের শেষদিকে বর্ণনা করেছেন। সুফীধর্মের সাধনক্ষেত্রে প্রেম-বিরহ-মোক্ষের এই সাধ্যসীমায় পেঁছিতে গেলে মুর্শিদ বা গুরুর আবশ্যক। আলাওলও আত্মবিবরণ অধ্যায়ের শেষে এই গুরুবাদী ভাবনা প্রকাশ করে লিখেছেন—

বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরশন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন॥ (আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৪)

জায়সীর মতো আলাওল তাঁর কাব্যে পীর পরম্পরায় কোনো গুরু পরিচয় দেন নি; তবে রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসুদ যে তাঁকে 'কাদেরী খিলাফৎ' এ দীক্ষা দিয়েছিলেন সিকন্দরনামা গ্রন্থের আত্মকথায় আলাওল তা এইভাবে জানিয়েছেন—

সৈয়দ মসুদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী।
জ্ঞান অল্প আছে বুলি মোরে হৈল রাজি॥
দয়াল চরিত্র পীর অতুল মহত্ত্ব।
কৃপা করি দিলেক কাদেরি খিলাফত॥

সুফী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান চারটি শাখা—চিশ্তী, সুহ্রাবর্দী, কাদেরী এবং নক্সবন্দী। এরমধ্যে চিশ্তী সম্প্রদায়ই প্রাচীন। জায়সী ছিলেন চিশ্তী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাদেরী শাখার আদিগুরু ছিলেন আবুদ আল্ কাদির অল্জীলী। তাঁর বংশীয় সৈয়দ মহম্মদ এই সম্প্রদায় শাখাটিকে ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতীয় সুফীধর্মের অদ্বৈতবাদ, যোগাচারবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বৈরাগ্যতত্ত্ব, নির্বাণবাদ, গুরুবাদ, লীলাবাদ, মানবপ্রেম ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণই কাদেরী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে, উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়বাদী আদর্শ লক্ষ করা যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক মীয়া মীরের প্রতি দারা শিকোহ্ একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায় কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতিখন্ডটিতে আলাওল খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতিখণ্ডের অনুসরণ করেছেন। এই খণ্ডের অন্তর্গত মুহম্মদ-প্রশস্তি সম্পর্কিত অতিরিক্ত স্তবকটি ছাড়া অন্য বক্তব্যগুলি জায়সীর ঈশ্বর ভাবনারই অনুসৃতিমাত্র। সুতরাং উক্ত স্তুতিখন্ডটিতে কোরাণ ও হাদিস অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং মহম্মদ ও তাঁর বন্ধুসম্পর্কিত যে স্তুতিকথা আছে তা আসলে জায়সীরই অনুবাদ। তবে সুফীকবিরূপে জায়সী ও আলাওল উভয়েরই ধর্মভাবনার সাধারণ লক্ষণগুলি উক্ত স্তুতিখণ্ডের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল পদ্মাবত কাব্যেই নয়, অখরাবট এবং আখিরিকলাম গ্রন্থের প্রথমে জায়সী যেমন তাঁর ঈশ্বর ভাবনা প্রকাশ করেছেন, আলাওলও তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথমে স্তুতি ও বন্দনা দিয়েই কাব্য শুরু করেছেন। পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতিখণ্ডে জায়সীর অনুসরণে আলাওল যেমন সুফীধর্মের সর্বেশ্বরবাদ ও লীলাবাদ প্রকাশ করেছেন তেমনি সপ্তপয়কর গ্রন্থের প্রথমেও অনুরূপভাবে ঈশ্বরকে জ্যোতিস্রষ্টা রূপে কল্পনা করে জগৎ সংসারকে তাঁরই প্রকাশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আলাওলের সুফীধর্মভাবনার প্রকাশরূপে পূর্বোক্ত দুখানি কাব্য থেকে দুটি দৃষ্টান্ত পাশাপাশি রাখলেই কবির ধর্মচেতনার ঐক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আদিতে সৃষ্টি নিষ্প্রভ তমোময়, নিরাকার ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই তা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল—কোরান কথিত সৃষ্টিতত্ত্বের এই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলাওলের দুটি কাব্যের প্রথমে—

পদ্মাবতী— পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।
ইচ্ছিলেন্ত নিজরূপ করিতে প্রচার॥
নিজ সখা মুহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা॥ (পদ্মাবতী, স্তুতিখন্ড, পৃঃ ৭)

সপ্তপয়কর— আদ্যেত নিরূপ ছিল প্রভু নিরাকার।
চেতন স্বরূপ যদি হইল প্রচার॥

অতিঘোর তমময় আকার বর্জিত।
মহাজ্যোতির্ময় হৈল ঈশ্বর ইঙ্গিত ॥
জ্যোতির সমুদ্রে আদ্য নুর মহম্মদ।
জগৎ বিজয়ী হস্তে পাইল সম্পদ ॥

পদ্মাবতী কাব্যের প্রথমে জায়সীর প্রথম দশটি স্তবকের অনুসরণে আলাওল যে ঈশ্বরস্তুতি করেছেন তার মধ্যে ইসলামী একেশ্বরবাদ ও ভারতীয় সর্বেশ্বরবাদের পাশাপাশি সুফী ধর্মের লীলাবাদও স্থান পেয়েছে। যে স্তবকটি আলাওলের স্বাধীন রচনা তার মধ্যে কৃপাময় ঈশ্বরের লীলাবর্ণনায় কবি অক্ষমতা জ্ঞাপন করে লিখেছেন—

বর্ণন না যায় যার সৃজন অপার।
কেমনে বর্ণিব সেই সৃজন তাহার ॥
বুদ্ধির প্রকাশ মোর ততদূর নাই।
অন্তত কেমনে তোর করিব গোঁসাই ॥ (পদ্মাবতী স্তুতিখন্ড, পৃঃ ৬)

যিনি একেশ্বর ও সর্বেশ্বর নিরাকার ঈশ্বর, তিনিই আবার প্রেমে ও লীলায় 'গোঁসাই,' কবি লীলাবাদী বৈষ্ণবীয় ভাবনায় জায়সীর নিরাকার ঈশ্বরকে শুধু স্মরণ করেন নি, প্রণামও করেছেন।

আলাওল ধর্মবিশ্বাসে সুফী মতাবলম্বী হলেও জায়সীর মতো সুফী সাধক ছিলেন না। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে দোহাগুলির মধ্যে সুফীভাবনার যে তত্ত্বকণাগুলি ছড়িয়ে আছে অনুবাদকালে আলাওল সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই বর্জন করেছেন। এর ফলে জায়সীর কাব্যের প্রতীকীগুণ আলাওলের কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। পদ্মাবৎ কাব্যের শেষে পরিশিষ্ট স্তবকে মূল কাহিনীর যে রূপক বিশ্লেষণ আছে তা যদি সত্যিই জায়সীর প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে থাকে, আলাওল তাঁর অনুবাদে সেই রূপকাত্মকতা রক্ষা করেন নি। সুফী কবিরূপে জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলনের মধ্যে সুফী প্রেমপন্থাকে অবলম্বন করলেও শেষপর্যন্ত কাব্যের উপসংহারে জগতের নশ্বরতাকে প্রমাণ করেছেন। একই চিতাশয্যায় রত্নসেন ও পদ্মাবতীর মৃত্যুমুক্তি এবং পদ্মাবতীকে না পেয়ে এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে 'এ জগৎ মিথ্যা' বলে সুলতান কর্তৃক তা বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া— নশ্বরতাবাদী সুফীভাবনারই প্রতীক রূপ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মৃত্যু এবং জীবন ও জগতের এই নশ্বরতার কথা শেষে থাকলেও আলাওল ছিলেন মূলত জীবনরসিক কবি। তত্ত্বরস অপেক্ষা জীবন রসই আলাওলকে বেশী আকর্ষণ করেছিল। যে অমাত্য সভার পরিবেশে কবি পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন সেখানকার আবহাওয়ায় তত্ত্বরস অপেক্ষা রোমান্সরসই বেশী উপযোগী। তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রণয়কথাই যে কবির লেখনীকে সরস করেছিল তার স্বীকারোক্তি আছে আলাওলের আত্মবিবরণের পংক্তিতে—

রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ।

জায়সীর পদ্মাবতের অনুসরণ করলেও আলাওলের কাব্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। মাগন ঠাকুরের বিদগ্ধ অমাত্যসভায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যপরিবেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য কোনো তত্ত্বপ্রচার নয়, সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর জন্য যোগীর ছদ্মবেশে চিতোররাজ রত্নসেনের সফল প্রণয়-অভিযান এবং চিতোররাজবধূ পদ্মাবতী লাভের উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের বিফল যুদ্ধাভিযান বর্ণনা করে উদ্দাম জীবনের উত্তেজনাকর রোমান্সরস সৃষ্টিই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের প্রথমে স্তুতিখন্ড অধ্যায়ে জায়সীর অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব ও রসুলবন্দনা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ, মূল কাব্যকাহিনীর সঙ্গে পদ্মাবতের মতো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয়।

সুফী সাধক জায়সীর সঙ্গে জীবনরসিক আলাওলের জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য উভয় কাব্যের উপসংহারের মধ্যেও লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নশ্বরতাবাদী জায়সীর কাব্যে সুফী ফনাতত্ত্বকে প্রতিপন্ন করতে গেলে রত্নসেনের সত্বর

মৃত্যুই আবশ্যক। কিন্তু জীবন ভোগই যেহেতু আলাওলের জীবনদর্শন সেইজন্য দেবপালের সংগে যুদ্ধে আহত হয়েও রত্নসেন আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন পদ্মাবতী ও নাগমতির সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করে দুই পুত্রের জনক হবার জন্য এবং বাদলকেও শহীদ হতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হল পত্নীসহ রাজ্যভোগ করার জন্য। সুফীধর্মের অধ্যাত্মপ্রেম অপেক্ষা জীবনপ্রেমই আলাওলকে অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও পদ্মাবতী কাব্য থেকে সুফীধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না। আলাওলের পদ্মাবতী কাহিনীর মধ্যে মধ্যযুগীয় রোমান্সের মানবিক উপকরণ সত্ত্বেও এ কাব্যকে সম্পূর্ণ সেক্যুলার বা ধর্মভাববিবর্জিত বলা চলে না। মূল কাব্যকাহিনীর মধ্যে মাঝে মাঝেই সুফীধর্মের এমন সব রহস্য-বাদ (mysticism) উঁকি দিয়েছে যে আলাওলের অনুবাদে অনেকক্ষেত্রেই তা ক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগের কবিরূপে ধর্মভাবের প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা জায়সী ও আলাওল কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর ফলে এ কাব্যের প্রথম পর্বে রত্নসেন-পদ্মাবতীর মিলনকে সহজ ও সংকটোত্তীর্ণ করার জন্য ঘটনার বিপন্ন মুহূর্তে অলৌকিকভাবে হর-পার্বতীর সাহায্য নিতে হয়েছে,—সুফীধর্মের উদারতার জন্যই মুসলিম কবির পক্ষে হিন্দু দেবতার কাছ থেকে এই জাতীয় সাহায্য গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। আবার রত্নসেনের প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ মূল ও অনুবাদে দুবার দুটি অলৌকিক দেব-লীলার অবতারণা করা হয়েছে। প্রথমবার পার্বতী মহেশ খণ্ডে ছদ্মবেশিনী পার্বতীর ছলনা, আর দ্বিতীয়বার লক্ষী সমুদ্র খণ্ডে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর ছলনা,—উভয়ক্ষেত্রেই প্রেমের এবং সত্যের জোরে দৈবী ছলনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে রত্নসেন তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমকেই প্রমাণ করেছেন। প্রেমই সুফীধর্মের মূল কথা ; যে প্রেম সাধনালব্ধ, যে প্রেমের জন্য মানুষ অক্লেশে আত্মোৎসর্গ করতে যায় সেই প্রেম অসাধ্য সাধন করতে পারে। জায়সীর কাব্য অবলম্বনে আলাওলও সেই প্রেমকেই এ কাব্যের উপজীব্য করেছেন। যে প্রেম নায়িকার রূপশ্রবণে ভাবোন্মত্ত হয়ে উঠে নায়ককে যোগী করে এবং দুঃসাহসিক অভিযানে ও অসমসাহসিক আত্মোৎসর্গে প্রবৃত্ত করে সেই প্রেম অবশেষে মিলনে সার্থক হয়, আর যে রূপোন্মত্ত প্রেম সাধনা ব্যতিরেকে কেবল ক্ষমতার দর্পে পরস্ত্রীকে কামনা করে সেই মদমত্ত বাসনা শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে জগতের নশ্বরতাকেই অনুভব করে,—জায়সীর এই মহৎ উপলব্ধিকে বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত করতে গিয়ে আলাওল এর অনেক প্রতীক-প্রতিমাকে বিসর্জন দিলেও মূল চালচিত্রটিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এর ফলে যেমন প্রেমখন্ডের মধ্যে বিরহভাবাক্রান্ত সুফী প্রেমতত্ত্বের আভাস আছে—

প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল।
অমৃত অমিয়া রস করিল আকুল ॥

তেমনি যোগী খন্ডের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্তবক জুড়ে আলাওল যোগাচার ধর্মের যে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন তা সুফী যোগতত্ত্বের সংগে সাদৃশ্যযুক্ত। সুফী ধর্ম যখন ভারতে এসে প্রবেশ করল তখন একদিকে তা যেমন অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত হল তেমনি অপরদিকে তান্ত্রিক যোগাচারের সংস্পর্শ লাভ করল। আলাওল যোগীখন্ডের মধ্যে রত্নসেনের যোগাচারের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা কবির পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার ফল। তবে আলাওলের যোগতত্ত্ব প্রসঙ্গগুলি অনেকক্ষেত্রেই বহিরারোপিত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, জায়সীর মতো শৃংখলিতভাবে যোগতত্ত্বের উপলব্ধিগুলি এখানে ব্যক্ত হয় নি।

সুফী ধর্মাবলম্বী আলাওল সুফীধর্মের ভিতর থেকে অর্জন করেছিলেন এক উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী যার প্রভাব পড়েছে এ কাব্যের পরিণতির ক্ষেত্রে। কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত আলাওলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সমন্বয়বাদী : হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীতেই তিনি বিশ্বাসী। কোনো কোনো সমালোচক আলাওলের পদ্মাবতীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আলাওলের উপর সাম্প্রদায়িকতাকে চাপিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ কাব্য শেষপর্যন্ত মূলের বিরোধ ও সংঘাতকে অতিক্রম করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও শান্তিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ফলে মূলের ট্রাজিকে রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ জয়যুক্ত হয়ে অনুবাদকের আদর্শবাদী মনোভাবকে প্রকাশ করেছে। জায়সীর মতোই আলাওলের কাব্যেও কোরান ও পুরাণ একাকার। আলাওলের কাব্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বীজ খুঁজে পেয়েছেন তারা পদ্মাবতীর কাব্যের দুটি জায়গায় আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেছেন। একটি, রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডে পদ্মাবতীর অদর্শনে রত্নসেন যেখানে উন্মত্তের মতো দেবতাকে অভি-সম্পাত দিতে গিয়ে প্রতিমাপূজার নিষ্ফলতার কথা ঘোষণা করেছে—

সেই সে পাগল যেবা পাষাণ সেবয়।
আপনা শকতে যেই নড়িতে নারয় ।।
কেনে না পূজিএ এক প্রভু নৈরাকার।
জীবনে মরণে যেই করয় উদ্ধার ।।
করি-পুচ্ছ ধরিলে সমুদ্র হয় পার।
ধরিলে অজার পুচ্ছ ডুবে মধ্যধার।। (রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড, পৃঃ ১১৯)

উদ্ধৃত স্তবকটি জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ডের চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ। রত্নসেন দেবতাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করে সেখানে বলেছে—'যে পাষাণকে পূজো করে সে পাগল।' এটা রত্নসেনের উক্তি বলেই ধরতে হবে। জায়সী বা আলাওলের নয়। কিন্তু রত্নসেনের উক্ত প্রলাপোক্তির পরে শহীদুল্লাহ সংস্করণ ও হবিবী সংস্করণে আলাওলের রচনা বলে বঙ্গানুবাদ সহ একটি সংস্কৃত শ্লোক ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে (যা পুঁথিতে নেই) যা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সাংঘাতিক নিদর্শন।

মূর্খানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ ।।
মূর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার ।।
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ।।

সারা পদ্মাবতী কাব্যে যেখানে আর কোথাও কোনো সংস্কৃত শ্লোক নেই, সেখানে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে এই সংস্কৃত শ্লোক ও তার অনুবাদ আলাওলের বলে মনে হয় না। বিশেষত ঐ পরিচ্ছেদের শেষেই একটি স্বাধীন স্তবকে আলাওল যেখানে প্রতিমা পূজার অর্থ প্রতিমার জবানীতেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেক্ষেত্রে ঐ জাতীয় সাম্প্রদায়িক শ্লোক রচনার অবকাশ কোথায় ? ঐ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও অনুবাদ সম্ভবত ছাপার যুগের কীর্তি। পদ্মাবতীর কাব্যের অপর একটি স্থানে আলাওলের তথাকথিত সাম্প্রদায়িতার ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রমুখ কোনো কোনো সমালোচক। হিন্দুকুলতিলক রত্নসেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সুলতানের দরবার থেকে হিন্দু রাজারা যখন বিদায় প্রার্থনা করছেন তখন জায়সীর আলাউদ্দীন সহাস্যে পান দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন, কিন্তু আলাওলের আলাউদ্দীন তাদের বিদায় দানকালে যেকথা বললেন তা মূলে বহির্ভূত অতএব অনুবাদকের সংযোজন—

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা।
কদাচিৎ না করিব হিন্দুর ভরসা ।।
দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র।
তাহার প্রসাদে হইব বিজয় সর্বত্র ।। (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

কিন্তু এটাকেও আলাওলের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভাবার কোনোই কারণ নেই, কারণ এটা স্পষ্টতই আলাউদ্দীনের তদুচিত উক্তি। আলাওলের আলাউদ্দীনের উক্তিকে আলাওলের উক্তি বলে ভাবলে সীতারাম উপন্যাসে 'মার মার, শত্রু মার'—শ্রীর এই উক্তিকে বঙ্কিমের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ বলে বিবেচনা করতে হয়।

আলাওলের সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয় মিলবে হিন্দু শাস্ত্র, পুরাণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহের মধ্যে। মূল পদ্মাবৎ কাব্যের মধ্যে যেখানে হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও চিতোরের পতনেই কাব্যের সমাপ্তি আলাওল সেক্ষেত্রে খিল

খণ্ডের মধ্যে কাব্যকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজপুত ও সুলতানের মৈত্রী ও প্রীতির মধ্যে বিরোধের অবসান দেখিয়েছেন। এর ফলে মূল কাব্যের ট্র্যাজিকরস বিনষ্ট হলেও রত্নসেনের পুত্রদের সঙ্গে আলাউদ্দীনের প্রেম ও শান্তি স্থাপনের মধ্যে আলাওলের যে প্রেমাদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা সুফীভাবনারই ফলশ্রুতি।

পদ্মাবতী কাব্যে ঐতিহাসিকতা

পৃথিবীতে ইতিহাস-কাহিনী যেমন অনেকক্ষেত্রে কাব্যের জন্ম দিয়েছে তেমনি কাব্য কাহিনীও কখনও কখনও পরবর্তী-কালে ইতিহাস হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনই এক অসামান্য নিদর্শন হল পদ্মিনী-উপাখ্যান। পদ্মাবতী কবিকল্পনার সৃষ্টি, সম্ভবত হিন্দী কবি জায়সীর মানসকন্যা। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও তাঁর পদ্মিনী অভিযান ইতিহাসের সত্য নয়, কবিকল্পনার সত্য। হিন্দী পদ্মাবৎ কাব্যে মালিক মুহম্মদ জায়সী এক সৌন্দর্য-প্রতিমাকে নিয়ে কাহিনী রচনার জন্য যে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছিলেন সেই মানস প্রতিমাই পরবর্তীকালে ইতিহাসের নায়িকা চরিত্র হয়ে উঠেছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যরচনার শতবর্ষ পরে আলাওল আরাকানে বসে যখন কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করছেন তার মধ্যেই বিখ্যাত বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে পদ্মিনী-উপাখ্যান ইতিহাস কাহিনীরূপে বিখ্যাত হয়ে গেছে। ইতিহাসে পদ্মাবতী নেই, কিন্তু পদ্মাবতীর ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, জায়সীর আগে যে সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁরা কেউই পদ্মিনী বা পদ্মাবতী প্রসঙ্গের কোনোই উল্লেখ করেন নি। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরু থেকে আরম্ভ করে জিয়াউদ্দীন বরণী, মৌলানা উসামী, ইবন বতুতা প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ পদ্মিনী উপাখ্যান বর্জন করেই চিতোর অভিযানের ইতিহাস লিখেছেন। পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীন চিতোর জয় করলে সুলতানের সমকালীন কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু নিঃসন্দেহে তার উল্লেখ করতেন। খসরু প্রত্যক্ষদর্শীরূপে চিতোর যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

সোমবার ৮ই জমাদি উসসানী হিঃ সঃ ৭০২ (অর্থাৎ ২৮শে জানুয়ারী ১৩০৩) তারিখে সুলতান আলাউদ্দীন দিল্লী থেকে সসৈন্যে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন। চিতোরে উপনীত হয়ে সুলতান গম্ভেরী এবং বেরাক নদীর মধ্যবর্তী স্থলে তাঁবু গাড়লেন। অতঃপর সমস্ত দুর্গটিকে সৈন্যদল অবরোধ করল এবং সুলতান চিতোরী নামক একটি পার্বত্য টিলায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে দরবার বসালেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। দুর্ধর্ষ সৈন্যগণ দুর্গ আক্রমণ করল আর চিতোরের রাণা রতন সিং রাজপুত সৈন্যদের নিয়ে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। সুলতান সৈন্যদের তীর ও প্রস্তর বর্ষণের দ্বারা দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গের বিশেষ কোনো ক্ষতি হল না, এবং সুউচ্চ দুর্গে মই-এর দ্বারাও ওঠা সম্ভব ছিল না। এইভাবে সাতমাস ধরে সুলতানী আক্রমণ এবং রাজপুতদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পর সোমবার ১১ই মহরম ৭০৩ হিজিরায় (অর্থাৎ ২৬ শে আগস্ট ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ) রাজপুত রমণীদের জহরব্রত অনুষ্ঠানের শেষে চিতোর দুর্গ বিজিত হল। (তারিখ-ই-আলাই)

ত্রিশ হাজার রাজপুত সেনা তরবারির আঘাতে প্রাণ দিল। আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী চিতোরের রাণা রতন সিং সুলতানের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে আলাউদ্দীনের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন। ঐতিহাসিক উসামী এই বিবরণ সমর্থন করেছেন, যদিও রাজপুতনার ইতিহাসে সুলতানের হাতে রতনসিংহের মৃত্যুর কথাই বর্ণিত হয়েছে। আমীর খসরুর বিবরণে চিতোর পতনের পর রতন সিং-এর আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। চিতোর বিজয়ের পর আলাউদ্দীন কয়েকদিন চিতোরে অবস্থান করে বহু মন্দির ধ্বংস করলেন, সুলতানী সৈন্যদের নির্বিচার অস্ত্রের আঘাতে বহু নিরপরাধ প্রাণ বিনষ্ট হল, অবশেষে সুলতান পুত্র খিজির খাঁর হাতে চিতোরের শাসনভার অর্পণ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান সম্পর্কে আমীর খসরু যতখানি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, আর কোনো সমসাময়িক

মুসলমান ঐতিহাসিক এত বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি। আমীর খসরু ছিলেন সুলতানের চিতোর অভিযানের সংগী। সুতরাং তাঁর পক্ষে যতখানি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ ছিল এতখানি আর কারোরই ছিল না। এযুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী আলাউদ্দীনের চিতোর জয়ের বৃত্তান্ত খুবই সংক্ষেপে দিয়েছেন। তিনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে এটুকুই লিখেছেন "সুলতান আলাউদ্দীন অতঃপর চিতোর অভিযানে অগ্রসর হলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি চিতোর অধিকার করলেন এবং সেখান থেকে পুনরায় দিল্লী ফিরে গেলেন।"

আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান এবং রাণা রতন সিং-এর সংগে সংঘর্ষ ও চিতোর পতনের ঐতিহাসিক ঘটনাটুকু সম্বল করে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জায়সী কল্পিত পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে রূপক ও রোমান্সের যে বিশাল রাজপ্রাসাদ রচনা করলেন তা পরবর্তীকালে ইতিহাস কাহিনীতে রূপান্তরিত হল। জায়সীর কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে প্রথম ইতিহাসরূপে গৃহীত হল আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে এবং পরে অনেকখানি পরিবর্তিত রূপে ফিরিস্তার তারিখ-ই-ফিরিস্তায়। আইন-ই-আকবরী আকবরের সময়কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং তারিখ-ই-ফিরিস্তা জাহাংগীরের আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে রচিত। পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থই আলাওলের পদ্মাবতী অনুবাদের পূর্বেকার। আলাওলের পদ্মাবতীকাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে পূর্বোক্ত ইতিহাসদ্বয় প্রাসংগিক। আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস তবকাত-ই-আকবরী গ্রন্থে খাজা নিজামউদ্দিন পাঠান সুলতানদের ইতিহাস প্রসংগে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও পদ্মিনী উপাখ্যান নেই। নিজামউদ্দীন আলাউদ্দীনের রনথম্বোর বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনার পর চিতোর বিজয় সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেছেন "এর কিছুকাল পরে সুলতান তাঁর সেনাবাহিনীসহ চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যে দুর্গটি অধিকার করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলেন।" আবুল ফজল আকবরনামা গ্রন্থে আকবরের চিতোর জয়ের সংগে তুলনা করতে গিয়ে যেখানে আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের প্রসংগ এনেছিলেন সেখানেও পদ্মিনী প্রসংগ নেই। আইন-ই-আকবরীতে ভূমিরাজস্ব প্রসংগে মেবারের পরিচয় দিতে গিয়ে আলাউদ্দীনের চিতোর বিজয় কাহিনীর যে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন সেখানে পদ্মিনীর নাম না থাকলেও জায়সীর উপাখ্যানের সংগে প্রথমদিকের বেশ মিল আছে। আইন-ই-আকবরী যদি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়ে থাকে তবে এই গ্রন্থ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যের ৬০ বছর পরে এবং আলাওলের অনুবাদের ৫০ বছর পূর্বে রচিত। প্রাচীন বিবরণ থেকে গৃহীত বলে চিতোর বিজয় উপাখ্যানটি আইন-ই-আকবরীতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটি নিম্নরূপ—

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি মেবারের রাণা রাওল রতন-সীর পত্নীর অসাধারণ রূপের কথা শুনে তাঁকে দাবী করলেন এবং রাণা সে দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সুলতান জোর করে অধিকার করার জন্য সসৈন্যে চিতোর অভিযান করলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল ব্যর্থ অবরোধের পর সুলতান কপট সন্ধির প্রস্তাব করলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে ভোজসভায় সুলতানকে আমন্ত্রণ জানালেন। সুলতান কয়েকজন নির্বাচিত অনুচরসহ চিতোর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে যখন পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ হল তখন সুযোগ বুঝে একসময় সুলতান রাণাকে বন্দী করে নিয়ে চললেন। কথিত আছে সুলতানের সৈন্যদের ভিতর থেকে ৩০০ জনকে বেছে অনুচররূপে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাণার সৈন্যদের সম্মিলিত করার আগেই সুলতান সেইসব অনুচরদের সাহায্যে জনতার বিলাপের মধ্যে দ্রুত রাণাকে বন্দী করে শিবিরে নিয়ে গেলেন। সুলতান তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য রাজাকে বন্দী করে রাখলেন। তখন রাণার বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা রাণাকে আঘাত না করার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করলেন এবং রাণী পদ্মাবতীসহ আরও অন্যান্য সুন্দরীদের হারেমে পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাণীর কাছ থেকে একটি কপট পত্র সুলতানকে পাঠানো হল যাতে এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহমাত্র না থাকে। সুলতান আহ্লাদিত হয়ে রাণার প্রতি বিদ্বেষ ভাব বর্জন করে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেন। কথিত আছে ৭০০ জন নির্বাচিত রাজপুত সেনাকে রমণীর ছদ্মবেশে শিবিকার মধ্যে রেখে সুলতানের শিবিরে পাঠানো হল এবং একথা প্রচার করে দেওয়া হল যে রাণী বহুসংখ্যক সখীসহ সুলতানের শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। যখন তারা শিবিরের কাছাকাছি এল তখন জানানো হল যে রাণী সুলতানের হারেমে ঢোকবার আগে রাণার সংগে একবার শেষ সাক্ষাৎ

করতে চান। সুনিশ্চিত প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নে মশগুল হয়ে সুলতান রাণীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। রাণার সৈন্যরা সুযোগ বুঝে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তাদের রাজাকে মুক্ত করে নিয়ে চলল। পশ্চাদ্ধাবিত সুলতানী সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে রাজপুতেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল এবং রাণা বহুদূরে যাবার আগেই অনেক সৈন্য প্রাণ দিল। অবশেষে দুই চৌহান বীর গোরা ও বাদলও সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দিল। ততক্ষণে রাণা নিরাপদে চিতোরে পৌঁছে গেলেন। তখন সুলতান চিতোর জয় দুঃসাধ্য বিবেচনা করে দিল্লী ফিরে গেলেন। এর কিছুকাল পরে সুলতান পুনরায় চিতোর অভিযানে মনস্থ করলেন এবং বিফল হয়ে ফিরে চললেন। রাণা সুলতানের উপর্যুপরি আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবলেন সুলতানের সংগে সাক্ষাৎ করে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে এই ধরণের বারম্বার যুদ্ধবিপর্যয় থেকে রাজ্যকে মুক্ত করা যাবে। এই ভেবে এক বিশ্বাসঘাতকের পরিচালনায় চিতোরের সাতক্রোশ দূরে একস্থানে সুলতানের সংগে রাণা সাক্ষাৎ করলেন এবং নিহত হলেন। এই নৃশংস ঘটনার পর রাণার আত্মীয় অরসী সিংহাসনে বসলেন। ইতিমধ্যে সুলতান পুনরাক্রমণ করে চিতোর অধিকার করলেন। রাজা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন এবং রমণীরা অগ্নিতে পুড়ে মরলেন।

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত এই উপাখ্যানের সংগে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে উল্লিখিত চিতোর অভিযান কাহিনীর প্রথম দিকটায় অনেকখানি সাদৃশ্য থাকলেও শেষাংশের অমিল সহজেই চোখে পড়ে। বিশেষত সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের বিফলতা এবং জয়ী হয়েও বারম্বার যুদ্ধের আশংকায় চিন্তিত রাণার সুলতানের সংগে মৈত্রীস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার ও মৃত্যু—ইত্যাদি ব্যাপার জায়সীতে নেই। আবুল ফজল যে প্রাচীন উৎস থেকে এই বিবরণ উপস্থিত করছেন বলে জানিয়েছেন তা সম্ভবত পদ্মাবৎ নয়। আইন-ই-আকবরীর সমকালে রচিত দলপতি বিজয়ের রচিত রাজপুত বীর গাথা খুমান-রাসো গ্রন্থে পদ্মিনী অভিযানের যে কাহিনী আছে তার সংগে বরং পদ্মাবতের অনেকবেশী মিল আছে। পরবর্তীকালে টড মূলত এই কাহিনীকেই অবলম্বন করেছিলেন। এই গ্রন্থে যদিও রত্নসিংহের পরিবর্তে ভীম-সীর নাম আছে, কিন্তু নায়িকার নাম যে পদ্মিনী এবং তিনি যে সিংহল রাজকন্যা এই গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল মুকুরে পদ্মাবতীর রূপদর্শনের কোনো উল্লেখ করেন নি, কিন্তু খুমান রাসো গ্রন্থে সন্ধিসর্তরূপে আয়নায় পদ্মাবতীর রূপ দেখে আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে যাবেন এমন উল্লেখ আছে। বন্দী রাণার উদ্ধার ব্যাপারে ডুলি কাহিনীর মিল আছে, এবং সুলতানী সৈন্যকে পরাভূত করে গোরাবাদলকর্তৃক রাণাকে মুক্ত করার জয়োল্লাস বর্ণিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে জাহাংগীরের আমলে রচিত তারিখ-ই-ফিরিশ্তায় পদ্মিনী উপাখ্যানে আরও পরিবর্তন ঘটেছে। মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যরচনার সত্তর বছর পরে ফিরিস্তা লিখছেন চিতোরের রাণাকে (নাম নেই) সুলতান বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন। তখন রাণার এক কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনে রাণার মুক্তির বিনিময়ে সেই কন্যাকে সুলতান দাবী করলেন। রাজপরিবারের সকলে এই সর্তের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হল এবং রাণাকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। তখন রাজকন্যা গোপনে পিতাকে মুক্ত করার ফন্দী করে সুলতানকে কপট পত্র পাঠালেন। অতঃপর অনুচর সহ পিতার সংগে সাক্ষাতের অছিলায় কৌশলে রাণাকে মুক্ত করলো। পরে রাণা ফিরে এসে আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করতে আরম্ভ করলেন। সুলতান তাঁকে দমন করতে না পেরে চিতোর দুর্গের অধিকার রত্নসেনের এক ভাগ্নেকে দান করলেন।

সুতরাং দেখা গেল যতই দিন গেছে চিতোর অভিযান নিয়ে নানা কল্পিত উপাখ্যান এসে ভীড় করেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের সত্য শুধু এই, ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন একবারমাত্র অভিযান করে সাতমাসের মধ্যে চিতোরের রাণা রত্নসিংহকে পরাজিত অথবা নিধন করেন এবং পুত্রের নামানুসারে অধিকৃত চিতোরের নাম রাখেন খিজিরাবাদ।

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যটি যেহেতু জায়সীর পদ্মাবৎ-এর অনুবাদ সেইজন্য জায়সীর কাব্যের অনৈতিহাসিকতার দায়ভাগ অনুবাদ কাব্যেও বর্তেছে। ইতিহাসে নায়কের নাম রত্নসেন (দ্র. একলিংগমাহাত্ম্য গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায়) রত্নসিংহ বা রতন সিংহ (১৩৫৯ সম্বতের মাঘ মাসের একটি শিলালিপি) যাইহোক না কেন তাঁর পিতার নাম চিত্রসেন নয়, সমর সিংহ ; ইতিহাসের রত্নসেন সমর সিংহের মৃত্যুর পর ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট পর্যন্ত চিতোরের রাণা ছিলেন। এই সার্দ্ধবৎসরের মধ্যে শেষ ছয় মাস কেটেছে সুলতানের সংগে যুদ্ধকার্যে এবং চিতোর রক্ষার ব্যাপারে।

সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট এক বছরে চিতোর থেকে সিংহলে গিয়ে পদ্মাবতীকে বিবাহ করে সেখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে চিতোরে প্রত্যাবর্তন কালগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব। জায়সীর অনুসরণে খুমান রাসো গ্রন্থে যদিও সিংহলরাজকন্যারূপে পদ্মিনীর একটা ঐতিহাসিক পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে কিন্তু আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য অনুযায়ী পদ্মিনী বা পদ্মাবতী উপাখ্যান সম্পূর্ণই কাল্পনিক, এর কোনো বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আলাওলের কাব্যেও শুক-নির্দেশে যোগীবেশে রত্নসেনের সিংহল গমন এবং পদ্মাবতীকে বিবাহ করে সমুদ্রবিপর্যয় অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনা মূলত রূপকথার রোমান্স, ইতিহাস কাহিনী নয়। কাব্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখান থেকে চিতোর অভিযানের ইতিহাস শুরু হয়েছে সেখানেও নায়ক রত্নসেন এবং প্রতিনায়ক সুলতান আলাউদ্দীন ছাড়া সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। রাঘব চেতন এবং তার কার্যকলাপ অনৈতিহাসিক। জায়সীর সরজা এবং আলাওলের শ্রীজাও কাল্পনিক। সুলতান আলাউদ্দীনের চিতোর অবরোধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু চিতোর জয়ে ব্যর্থ হয়ে সন্ধি সংকল্প, এবং তৎপরবর্তী যাবতীয় ঘটনাবলী ইতিহাসের তথ্য নয়, কবিকল্পনার সত্য। ইতিহাসে চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনকে একাধিকবার অভিযান করতে হয় নি, সুলতানের চিতোর অভিযানের সঙ্গী আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী প্রথমবারের অভিযানেই সাতমাসের মধ্যে চিতোর সুলতানের অধিকারে আসে। এক্ষেত্রেও জায়সী ও আলাওলের বিবরণ অনৈতিহাসিক। সুলতানের কারাগার থেকে বন্দী রত্নসেনকে উদ্ধার করার ব্যাপারে ডুলি কাহিনীর যত চমৎকারিত্বই থাক তা আলাউদ্দীনের সময়ে ঘটেনি ; ঘটেছিল শেরশাহের জীবনে। রত্নসেনের সেনাপতিদ্বয় গোরা ও বাদিলা চরিত্র দুটিও আলাউদ্দীনের সময়কার ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আসে নি। উদয়-পুরের একলিঙ্গজী মন্দিরের শিলালিপিতে উল্লিখিত আছে যে ১৫৪৫ সংবৎ বা ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোরা উপাধিযুক্ত বাদল নামক এক রাজপুত সর্দার মান্ডুর সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীকে পরাস্ত করে বহু মুসলমানকে যেখানে হত্যা করেন সেই স্থল বাদল শৃঙ্গ নামে বিখ্যাত। জায়সীতে বাদলের বিজয় বৃত্তান্ত নেই, কিন্তু আলাওলে বাদলের যুদ্ধবিজয় এবং টঙ্গী নির্মাণের কাহিনী আছে। কুম্ভলগড়ের রাজা দেবপালের কাহিনী অনৈতিহাসিক। কুম্ভলমীর গড় নির্মিত হয়েছিল চিতোর জয়ের ১৬০ বছর পরে। দেবপালের সঙ্গে যুদ্ধে রত্নসেনের আহত হয়ে মৃত্যুবৃত্তান্তও কাল্পনিক, রত্নসেন সুলতানের হাতেই মৃত্যু বরণ করেন বলে ইতিহাসে বর্ণিত। মহনোৎ নৈনসীর (১৬১১-১৬৭১ খ্রী) খ্যাত বা ইতিবৃত্তে পদ্মিনী সংক্রান্ত বিবরণে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রতন সীর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। চিতোর পতন সম্পর্কে জায়সীর কাব্যের এই বিবরণটুকু মাত্র ঐতিহাসিক—

জোহর ভঁই সব ইস্তিরী পুরুষ ভএ সংগ্রাম।
বাদসাহ গঢ় চূরা চিতউর ভা ইসলাম ।। (পদ্মাবতী, প্রথমখণ্ড পৃঃ ৩৪৫)

নারীরা জহরব্রত করল। পুরুষেরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। বাদসাহ দুর্গ চূর্ণ করলেন, চিতোর ইসলাম (রাজ্য) হল।

কিন্তু চিতোর পতনের এই ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তটুকুও আলাওলের কাব্যে অনুপস্থিত। পদ্‌মাবৎ কাব্যের ঐতি-হাসিক যুদ্ধসমাপ্তিকে অগ্রাহ্য করে আলাওলের কাব্যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক আদর্শবাদী মিলন বৃত্তান্ত বর্ণিত।

আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদ করতে বসে ইতিহাস অংশে যেসব ঘটনাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তার সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার কয়েকটি আকস্মিক সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

এক. রত্নসেনকে মুক্ত করার জন্য সুলতানের কাছে পদ্মাবতীর নামে কপটপত্র প্রেরণ এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রত্নসেনের সঙ্গে উল্লসিত সুলতানের সু-ব্যবহার। এই ধরণের কোনো বিবরণ জায়সীতে নেই, অথচ আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং আলাওলের পদ্মাবতী কপট দৌত্য খণ্ডেও এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

দুই. সৈন্যসহ সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর অভিযান এবং বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন। এ ঘটনার শেষাংশ জায়সীতে বিপরীত। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত এই অভিনব ঘটনার আভাস পাওয়া যাবে আলাওলের গোরা নিধন খণ্ডের শেষে বাদলের জয় বৃত্তান্তে, যার সুনিশ্চিত বৃত্তান্ত আছে পরিশিষ্টের অন্তর্গত সুলতান আলাউদ্দীনের পরাজয় ও পলায়ন বৃত্তান্তে।

তিন. জায়সীর কাব্য শেষ হয়েছে চিতোর পতনে, মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু আলাওলের অনুবাদকাব্য সমাপ্ত হয়েছে মুমূর্ষু রত্নসেনের অভিপ্রায় অনুযায়ী সুলতানের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের মৈত্রী ও প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে। আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত উপাখ্যানের শেষ দিকে লক্ষ্য করা যায় বারম্বার যুদ্ধে ও উপর্যুপরি আক্রমণে ক্লান্ত রত্নসেন ভাবছেন সুলতানের সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করলে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সেই উদ্দেশ্যে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েই রত্নসেনের মৃত্যু। আলাওল রত্নসেনের মৃত্যুর উপলক্ষ হিসাবে জায়সীর অনুসরণে দেবপাল বৃত্তান্তের উল্লেখ করলেও মুমূর্ষু রত্নসেনের মুখে সুলতানের সঙ্গে পুত্রদের মৈত্রীনির্দেশ দেবার ব্যাপারে কি সূক্ষ্মভাবে আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত রত্নসেনের ভাবনাকে অনুসরণ করেছিলেন ? পঞ্চাশ বছর আগে লেখা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর সঙ্গে আলাওল পরিচিত ছিলেন কিনা জানা নেই, জায়সীর কাব্যের শেষাংশের এই পরিবর্তনও আলাওলের কি না জানা যায় না, তবে হিন্দুমুসলমানমৈত্রীর পটভূমিকায় আলাওলের পদ্মাবতীকাব্যের শেষে রত্নসেনের মৈত্রী ভাবনার সঙ্গে আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত রত্নসেনের সন্ধিভাবনার সাদৃশ্য আছে।

পদ্মাবতী কাব্যে সমাজ সংস্কৃতির পরিচয়

পদ্মাবতী মূলত অনুবাদ কাব্য হলেও আলাওলের আত্মপরিচয়, রোসাঙ্গ বর্ণনা এবং মাগন প্রশস্তি প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সেই সময়ে আরাকান রাজ্যে বাণিজ্য ব্যপদেশে বহুদেশ থেকে বহু জাতির সমাগম হত। রাজসভায় সমাগত যে জনমণ্ডলীর পরিচয় আলাওল দিয়েছেন তাতে আরব, মিশরী, তুর্কি, হাবশী, রুমী, খোরসানী, উজবেগী, লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধি, কাশ্মীরী, দক্ষিণী, কামরূপী, বাঙ্গালী, মোগল, পাঠান, রাজপুত, বর্মী, শ্যামদেশী, ত্রিপুরী, কুকী ইত্যাদি বহু বিচিত্র দেশী, বিদেশীর উল্লেখ আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে আর্মানী, ওলন্দাজ, দিনেমার ইংরেজ, কাস্টিলান, ফ্রান্সিস বা ফরাসী, পর্তুগীজ ইত্যাদির উল্লেখে আলাওলের বাসভূমি রোসাঙ্গ নগরী যে সেযুগে বহুজাতিক নগর বা 'কসমোপোলিটন সিটিতে' পরিণত হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আরাকান সেই সময় নৌবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। পদ্মাবতী কাব্যের রোসাঙ্গ বর্ণন অধ্যায়ে বহুপ্রকার নৌকার বর্ণনা আছে। আত্মবিবরণ অধ্যায় থেকে জানা যায় যে হার্মাদ বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার ছিল প্রবল। কবি স্বয়ং এই অত্যাচারের কবলে পড়েছিলেন। আরাকান রাজসভায় বিশেষত অমাত্যসভায় বহু ভাষা ও কাব্যশাস্ত্রের চর্চা হত। বাংলা, আরবী, ফারসী, মগী, হিন্দি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষিতদের মধ্যেপ্রচলিত ছিল। পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর কাব্যশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিতে পারঙ্গম ছিলেন। এ ছাড়া নৃত্য গীত বাদ্য রাজসভার সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে পরিগণিত হত। অশ্বক্রীড়া, পোলোখেলা, শিকার ইত্যাদি রাজা ও অভিজাতদের আমোদ প্রমোদের বিষয় ছিল। এছাড়া ছিল হস্তীবিহার। রোসাঙ্গ বর্ণনা থেকে জানা যায় আরাকান রাজারা শ্বেতহস্তীর অধিকারী ছিলেন।

মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য রচনার (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে) শতবর্ষ পরে কাব্যটি আলাওল কর্তৃক অনূদিত হয়। এই একশো বছরে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। সমাজের শীর্ষে আছেন রাজা, তাঁকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছে অভিজাত অমাত্যমণ্ডলী এবং তারপর রয়েছে স্তরে স্তরে সমাজের নানা অবস্থার মানুষ। আলাওল নিজেও ছিলেন এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত অমাত্যপ্রসাদপুষ্ট একজন সামাজিক মানুষ। অমাত্যসভায় যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি এই অনুবাদকাব্য পরিবেষণ করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সামন্ত সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত। এই ভূমিভিত্তিক সামন্তপ্রভুরা ছিলেন সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। এঁরা যুদ্ধবিদ্যায় যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি কাব্যচর্চায়ও সমান উৎসুক ছিলেন। প্রচুর ভোগ ও অবসরপুষ্ট এই অমাত্য ও সামন্তশ্রেণী প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্সরসমৃদ্ধ কাব্যকাহিনী বিশেষ পছন্দ করতেন। এঁদের কাছে দার্শনিক তত্ত্বভাবনার চেয়ে প্রেম ও যুদ্ধকাহিনীর উত্তেজনা বেশী আকাঙ্ক্ষিত ছিল। জায়সী তত্ত্বাশ্রয়ী করে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনকে পদ্মাবৎ

কাব্যে উপস্থিত করেছেন আলাওল সেই তত্ত্বকথাকে যতদূরসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে বর্জন করে প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স কথাকেই সভার শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। জায়সীর অনুসরণে আলাওলের পদ্মাবতীর কাব্যের মধ্যেও দুর্গভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্রই ফুটে উঠেছে। সিংহল, চিতোর ও দিল্লী নগরকে কেন্দ্র করে রাজপ্রাসাদ, দরবার, দুর্গপ্রাকার, পরিখা, তোরণ, বুরুজ, উদ্যান প্রাঙ্গণ, হাট বাজার, রাস্তাঘাট এবং মানুষজনের যে পরিচয় আছে তা অনেকটাই মূলানুসারী (দ্রষ্টব্য, প্রথমখন্ড)। এই মূলানুসারিতার ফলে পদ্মাবতী কাব্যের সমাজও অভিজাত সমাজ, দরিদ্রের কথা এখানে নেই।

সমাজ সংস্কৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলের সংগে অনুবাদের যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা মূলত কালগত নয় দেশগত। জায়সীর কাব্যে বর্ণিত সমাজ মূলত উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের ভৌগোলিক সীমানাবেষ্টিত। অপরদিকে আলাওলের অনুবাদ হয়েছে প্রত্যন্ত-বংগ আরাকানে বসে। আলাওলের সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা মূলত বংগীয়। এর ফলে অশনে বসনে, ভূষণে ব্যসনে এবং আচার আচরণের বর্ণনায় যেখানেই মূলের সংগে অনুবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে সেখানেই কবির বাংগালিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণনার পরিচ্ছেদটি। মূলের বিবাহ বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। সেখানে মালাবদল, সপ্তপদী গমন, বেদপাঠ ইত্যাদি হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তা বিস্তারিত নয়। এ ব্যাপারে জায়সীর অভিজ্ঞতাও খুব ব্যাপক বলে মনে হয় না। কিন্তু পদ্মাবতীর বিবাহবর্ণনায় আলাওল বংগীয় বিবাহরীতি ও স্ত্রী-আচার সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। গাত্রহরিদ্রা, ষোড়শমাত্রিকা পূজা, বসুধারা, নান্দীমুখ, শ্রাদ্ধ, বরবরণ, কন্যা আনয়ন, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বর্ণনায় এবং বিবাহোৎসবে বিধবাবর্জন ইত্যাদি ব্যাপারে আলাওল বংগীয় সমাজঅভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের বিবাহবর্ণনায় একদিকে নৃত্য গীত বাদ্যের বিবরণ অপরদিকে বিচিত্র আতসবাজি পোড়ানোর বর্ণনা অনেকখানি মধ্যযুগীয় সামন্তনৃপতি বিবাহবর্ণনার অনুরূপ—বিশেষত বিবাহ শোভাযাত্রায় বেশ্যা নটীদের নৃত্যবর্ণনা পূর্বোক্ত সংস্কৃতিচিহ্নিত। তবে জায়সী বিবাহ বর্ণনায় সংগীতের পরিবর্তে ভোজনের উপর জোর দিয়েছেন আর আলাওল এক্ষেত্রে সংগীতকেই মুখ্য করে তুলেছেন—এ পার্থক্য উভয় কবির রুচির পার্থক্য, সমাজের পার্থক্য নয়। সংগীতের ও নৃত্যের বর্ণনা জায়সী যেখানে যেখানে করেছেন সেখানে তিনি মনোরা ঝুমক, চাচরী ইত্যাদি উত্তর ভারতের প্রচলিত লোক সংগীত ও লোক নৃত্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন, অপরদিকে আলাওল সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী ধ্রুপদী নৃত্যগীতের সংগে সংগে বংগীয় কীর্তনের উল্লেখ করেছেন। রাজাবাদশাহ যুদ্ধখণ্ডের সংগীত বর্ণনায় ধ্রুপদের পরেই বিষ্ণুপদের উল্লেখ আছে।

পদ্মাবতী কাব্য যদিও জায়সীর পদ্মাবৎ-এর অনুবাদ তবুও আলাওলের নিজস্ব সংযোজিত অংশে সমকালীন সমাজ-জীবনের ও বংগীয় সংস্কৃতির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সিংহলের হিন্দু রাজপ্রাসাদের বর্ণনায়, হাটের বিবরণে, নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার বর্ণনায়, জলাশয়-পশুপক্ষী এবং বৃক্ষ ও ফলফুল ইত্যাদির বিবরণে আলাওল স্বদেশ ও স্বকালের কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছেন। 'চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ'সহ গন্ধর্বসেনের সিংহল রাজসভা আলাওলের বর্ণনায় জায়সীর তুলনায় অনেক বংগীয়। এ যেন মাগন ঠাকুরের অমাত্য সভার বর্ণনা। মূলের রাজকীয় জাঁকজমক এখানে অনুপস্থিত। সিংহলের হাটবর্ণনায় আলাওল যে সকল দ্রব্যের তালিকা দিয়েছেন তাতে মূলাতিরিক্ত কিছু কিছু বংগীয় পণ্যসম্ভারও আছে; যথা 'জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর' ইত্যাদি। শাস্ত্রখণ্ড ও চৌগানখণ্ড দুটি আলাওলের অতিরিক্ত সংযোজন। এই খণ্ড দুটিতে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সেকালের শাস্ত্রচর্চার বেশ কিছু নিদর্শন আছে। রত্নসেনের বহুমুখী পাণ্ডিত্য কিছুটা আদর্শায়িত হলেও সেকালের সমাজে প্রচলিত বিদ্যাচর্চারূপে শাস্ত্রতালিকাটি উল্লেখযোগ্য—সূত্রবৃত্তি, পাঞ্জিকা, ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, পুরাণ, বেদ, তর্কশাস্ত্র, অলংকার, ছন্দশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, আগম ইত্যাদি সেযুগের অভিজাত সমাজে চর্চা করা হত। চৌগান বা পোলো খেলা সামন্ত যুগে বেশ উত্তেজনাকর ক্রীড়াকৌতুক হিসাবে জনপ্রিয় ছিল বলেই আলাওল রত্নসেন-পরীক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে এই বিষয় অবলম্বনে মূলবহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। পদ্মাবতীর

সাজসজ্জাবর্ণনায় আলাওল যে বসনের তালিকা দিয়েছেন তা মূল থেকে স্বতন্ত্র। পদ্মাবতী-রত্নসেন-ভেট খণ্ডের শেষে জায়সী পদ্মাবতীর জন্য চাঁদনৌতা, বাঁশপুর, ঝিলমিল, খরদূক, পেমচা ডরিয়া, চৌধারী ইত্যাদি কয়েক প্রকার বসন আমদানি করেছেন। আলাওল পদ্মাবতী কাব্যে উক্ত খণ্ডের শেষে বসনের তালিকা না দিলেও পদ্মাবতী-রূপবর্ণন খণ্ডে শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে যে অতিরিক্ত স্তবকটি যোগ করেছেন তার মধ্যে পদ্মাবতীর কাপড়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় নানা নামের নানাপ্রকার বসন উল্লিখিত হয়েছে. যথা জরতারি, রমাপতি, গঙ্গাজল, কিরিমিজি, মলমল, ঝিলমিলি ইত্যাদি—এগুলি তৎকালে প্রচলিত বসন হিসাবে অভিজাত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ভূষণের বর্ণনায় আলাওল অনেকক্ষেত্রেই মূলানুসারী তবে নিম্নলিখিত কনের সাজটি আদর্শান্বিত বর্ণনা হলেও আলাওলের নিজস্ব রচনা—'কিঙ্কিনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁঝর ঝনঝন নেপুর মধুর গীতা' (পৃঃ ১৮০)। এছাড়া নারীর অলঙ্কাররূপে বেসর, রসনা, রত্নকুণ্ডল, সাতছরি হার, অঙ্গদ, কঙ্কণ, রত্নবলয়, রত্নাঙ্গুরী, কটীভূষণ, নূপুর ইত্যাদি মূল ও অনুবাদ উভয়ক্ষেত্রেই বর্ণিত।

পদ্মাবতী কাব্যের মূল এবং অনুবাদ দুইই মুসলমান কবির রচনা। কিন্তু মুসলমান সমাজের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিচয় এখানে নেই। কাব্যে হিন্দু জীবনাচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কবির বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে, কিন্তু আরবী ফারসী শব্দের মতোই এ কাব্যে মুসলিম সমাজের তথ্য ও উপকরণের যথেষ্ট অভাব। রাজপুত কাহিনীতে তো বটেই এমনকি সুলতানী অভিযান বৃত্তান্তেও এর অভাব বিস্ময়কর। কোনো কোনো সমালোচক আলাউদ্দীনের উক্তির মধ্যে আলাওলের হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। সুলতানের আক্রমণ থেকে রত্নসেনকে রক্ষা করার জন্য হিন্দু রাজাগণ আলাউদ্দীনের দরবার থেকে বিদায় প্রার্থনা করলে সুলতানের উক্তি—

মোছলমান জাতির মনেত করি আশা।
কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা ৷৷
দীন মহম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র।
তাহার প্রসাদে হৈব বিজয় সর্বত্র ৷৷ (বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড, পৃঃ ২৮৪)

একে হিন্দুবিরোধী মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বলে না ধরে সুলতানের তৎসমসাময়িক উক্তি বলে মনে করাই সঙ্গত। বাস্তবিক আলাওল এ ব্যাপারে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন সেটা জায়সীর সুলতান-সেনাপতি সরজাকে বিপ্র 'শ্রীজা'য় পরিবর্তিত করার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। পদ্মাবৎ কাব্যে আলাউদ্দীনের দূত রূপে রত্নসেনের সভায় যাকে পাঠানো হয়েছিল সে 'সরজা' নামক এক মুসলমান যোদ্ধা। কিন্তু আলাওল রত্নসেনের সভায় প্রেরিত সুলতানের দূতের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

শ্রীজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর।
অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর ৷৷ (পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড পৃঃ ২৭৬)

পদ্মাবতীর খিল খণ্ডের পরিকল্পনা হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পদ্মাবৎ কাব্যে শেষপর্যন্ত হিন্দু রাজপুত-বীরের পরাজয় এবং মুসলমান রাজশক্তির জয় দেখানো হয়েছে। পদ্মাবতীকে অধিকার করতে না পারলেও মূলে চিতোর সুলতান কর্তৃক অধিকৃত হল। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে চিতোর জয়ের পরিবর্তে সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রদ্বয়ের সন্ধি ও মৈত্রী সম্ভবত হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে সম্ভাব ও সৌহার্দ্য ভাবনা থেকেই উদ্ভূত। বস্তুত সুফীধর্মের প্রভাবেই হোক অথবা দীর্ঘকাল পাশাপাশি এক সঙ্গে থাকার জন্যেই হোক হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে যে ধীরে ধীরে পারস্পরিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আলাওলের কাব্য পাঠ করলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। যিনি ইসলামী স্মৃতিশাস্ত্র তোহফার নিষ্ঠাবান অনুবাদক তিনিই আবার পদ্মাবতীর অনুবাদে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পুত্রদের শ্মশানকর্ম সম্পর্কে যে অংশটি পদ্মাবতীতে আছে সেটি মূলবহির্ভূত, সুতরাং হরিনাম উচ্চারণ সহ যেসব হিন্দু ক্রিয়াকর্মের

উল্লেখ আছে তা নতুন সংযোজন। সন্তানের জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে বিবাহ এবং শ্মশানকর্ম পর্যন্ত সবকিছুতে আলাওল হিন্দু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা রেখে গেছেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ মূলতঃ ধর্মান্তরিত মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের পূর্বপুরুষই আগে কোনো না কোনো সময় হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হলেও বংশানুক্রমিক হিন্দু পুরাণ ও লোকাচার সংস্কার দূর হবার নয়। আলাওলের কাব্যেও হিন্দু পুরাণ ও লোকসংস্কারের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। জায়সী সুফীধর্মের উদারতা বশত বেহেস্ত-এর বদলে কৈলাস লিখেছেন আর আলাওল অবিচ্ছিন্ন বঙ্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে থেকে কোরান ও পুরাণকে এক করে নিয়েছেন।

জায়সীর পদ্মাবৎ ও আলাওলের পদ্মাবতীর তুলনামূলক পর্যালোচনা (খণ্ডানুসারে)

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদকর্ম প্রায় কখনই মূল সৃষ্টিকর্মের মহিমা লাভ করতে পারে না, পদ্মাবতী কাব্যও তা পারে নি। মূলকে অনুবাদে বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না, নিজের ভাষায় তাকে মানানসই করে নিতে হয়। আলাওলও হিন্দী কাব্যটিকে বাংলায় রূপান্তর-কালে পরিবর্জন, পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংক্ষেপ ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে অনুবাদকে শেষপর্যন্ত অন্য এক পরিণতি দান করেছেন। খণ্ডানুযায়ী মূল কাব্যের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা করলেই ধরা পড়বে জায়সীর কাব্যের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের হুবহু অনুবাদ আলাওল করেন নি। কাহিনীর ক্রমধারা, বিস্তার ও আবর্তরক্ষার জন্য যে সমস্ত স্তবকের প্রয়োজন আলাওলের মনে হয় নি, কেবল আবেগ ও সৌন্দর্যতন্ময়তার জন্য মূলে যেসব অংশের সৃষ্টি, আলাওল সেই সব অংশ হয় বর্জন করেছেন নতুবা সংক্ষেপ করেছেন। আবার জায়সীর কাব্যে নেই এমন অনেক কিছু আলাওল তাঁর অনুবাদে সংযোজন করেছেন। কবির স্বদেশ ও স্বকালের সংস্কৃতি, রাজসভার জীবন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য, বিশেষ করে সঙ্গীত সম্পর্কে আলাওলের পারদর্শিতা নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছে। এ ছাড়া জায়সীকে অবলম্বন করেও অনেকক্ষেত্রে আলাওল কিছু কিছু প্রসঙ্গের পরিবর্তন করেছেন। হিন্দী কবির লেখা রাজপুত কাহিনীকে বাঙ্গালীর মর্ম-গ্রাহী করার জন্য আলাওল এ কাব্যের নানা বিষয়কে বঙ্গীয় করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে খণ্ড অনুযায়ী কাহিনীক্রম অনুসরণ করে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের সঙ্গে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের ধারাবাহিক তুলনা করা যেতে পারে।

ফারসী মসনভী রীতিতে রচিত জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে বাস্তবিক কোনোরূপ খণ্ডবিভাগ ছিল না। চৌপাই দোহা সমন্বিত স্তবকগুলি পরপর ধারাবাহিকভাবে আদ্যন্ত সজ্জিত। আলাওলও বঙ্গীয় পাঁচালীকাব্যের আদর্শানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে কাব্যটি অনুবাদ করেছিলেন। মূল এবং অনুবাদ কোনো ক্ষেত্রেই খণ্ডবিভাগ ছিল না। মূলের খণ্ডবিভাগ গ্রীয়ার্সন এবং রামচন্দ্র শুক্লার সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসারী। আলাওলের অনুবাদের খণ্ডবিন্যাসও সম্পাদিত পদ্মাবৎ গ্রন্থের খণ্ডবিভাগকে অনুসরণ করে পরিকল্পিত। জায়সীর কাব্যের ৫৮ টি খণ্ডের মধ্যে অন্তত ৫৩ টি খণ্ড আলাওলের অনুবাদে বর্তমান। পদ্মাবৎ কাব্যের পাঁচটি খণ্ড আলাওল বর্জন করেছেন, যথা—সাত সমুদ্র খণ্ড, নাগমতি পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড স্ত্রীভেদ খণ্ড, বাদসাহ ভোজ খণ্ড এবং উপসংহার খণ্ড। জায়সীর কাব্যে নেই এরকম চারটি খণ্ড আলাওল যোগ করেছেন, যথা—চৌগান খণ্ড, শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পদ্মাবতী-কপট দৌত্য খণ্ড, এবং খিল বা পরিশিষ্ট খণ্ড। আলাওল পদ্মাবৎ কাব্যের দুটি খণ্ডকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, যথা নাগমতি বারমাসী খণ্ড এবং পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ড। অপরদিকে অন্তত চারটি ক্ষেত্রে জায়সীর বর্ণনাকে আলাওল বিস্তারিত করেছেন—যথা ককনু বা ককনুছ পক্ষীর বিবরণ, পদ্মাবতী রত্নসেনের বিবাহ বর্ণনা, বাদলের পত্নী প্রসঙ্গে রাজপুত গউনা প্রথার বিবরণ এবং গোরা বাদল যুদ্ধবর্ণনা। জায়সীকে প্রতি স্তবকে স্তবকে অনুসরণ করলেও কাহিনী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে আলাওল নানাবিধ পরিবর্তন করেছেন। মূলের ট্রাজিক কাহিনী অনুবাদে ট্রাজি-কমেডিতে পরিণত। চরিত্রগুলির কোথাও কোথাও নাম পরিবর্তন হয়েছে। মূলে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের নাম নাগসেন ও কমলসেন, অনুবাদে হয়েছে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন।

মূলে সমুদ্রকন্যার নাম লক্ষ্মী, অনুবাদে পদ্মাবতীর ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর নামও পদ্মা। মূলে আলাউদ্দীনের সেনাপতি মুসলমান যোদ্ধা সরজা, অনুবাদে ব্রাহ্মণ শ্রীজা। পদ্মাবৎ কাব্যে শুকপাখীর নাম হিরামন, অনুবাদে হীরামণি, মূলে গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল, অনুবাদে গোরার ভ্রাতারূপে তার নাম বাদিলা। এছাড়া আরও যেসব ছোটখাটো পরিবর্তন আছে খণ্ডানুযায়ী দুটি কাব্যকে পাশাপাশি তুলনা করলেই ধরা পড়বে।

স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত ঈশ্বরস্তুতির ক্ষেত্রে আলাওল যতদূর সম্ভব মূলনিষ্ঠ। বক্তব্য ব্যাখ্যার জন্য কখনও কখনও দু একটি অতিরিক্ত চরণ থাকলেও মূলের ভাবসংক্ষেপই এখানে বেশী। তবে পদ্মাবৎ কাব্যে বক্তব্যবিস্তারের ক্ষেত্রে সুফীতত্ত্বের ব্যাখ্যা শিল্পগত সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, আলাওলের কাব্যে তা সংক্ষিপ্ত হয়ে পাণ্ডিত্যের পরিপোষক হয়ে উঠেছে। হজরত মুহম্মদের গুণকীর্তনের জন্য বিধাতার কাছে আলাওলের শক্তিপ্রার্থনার স্তবকটি অনুবাদকের নিজস্ব সংযোজন। অতঃপর জায়সীর অনুসরণে আলাওল হজরত মহম্মদ ও চার খলিফার স্তুতি করেছেন এবং পীর পরম্পরায় জায়সীর পরিচয়ও দিয়েছেন কিন্তু গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে জায়সীর বন্ধুবর্গের পরিচয় অনুবাদে অনুপস্থিত। অস্তুতি খণ্ডে জায়সী যেখানে তাঁর সমসাময়িক সুলতান শেরশাহের গুণকীর্তন করেছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে তার পরিবর্তে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রোসাঙ্গ অধিপতি এবং অমাত্য মাগন ঠাকুরের বিস্তৃত প্রশংসা করেছেন। অতঃপর আলাওল আত্মপরিচয় অংশে নিজের জীবনের ঘটনা সংকুল বিবরণ দিয়ে কাহিনী-সংক্ষেপ পরিচ্ছেদে জায়সীর কাব্যকাহিনীর যথাসংক্ষিপ্ত সূচী পরিচয় দিয়েছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনী শুরু হয়েছে সিংহলদ্বীপ বর্ণনা খণ্ড থেকে। সিংহলদ্বীপের বর্ণনায় জায়সীর কাব্যের ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যবিলাস আলাওলের অনুবাদে অনেকটা রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশের ফল ফুল লতাপাতার পরিচিত দৃশ্য রূপে ফুটে উঠেছে। জায়সীতে বর্ণিত দ্বীপগুলির রূপকাভাস আলাওলের রচনায় অন্তর্হিত হয়ে ভৌগোলিক নামে পর্যবসিত হয়েছে। দ্বীপের সংখ্যা অনুবাদে বেড়েছে কিন্তু ভাবগত তাৎপর্য কমেছে। সিংহলদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য দ্বীপগুলি জায়সীর রচনায় নারীদেহের অঙ্গসূচক, দীপশিখার ন্যায় সিংহল দ্বীপের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যঞ্জনা বা অন্যান্য দ্বীপের অঙ্গরূপক আলাওলের অনুবাদে অনুপস্থিত। এছাড়া দুর্ভেদ্য সিংহল দুর্গ এবং সিংহলের রাজসভা বর্ণনায় জায়সী যে ধ্রুপদী আভিজাত্যের পরিচয় দিয়েছেন আলাওলের কাব্যে 'কুটুম্ব বন্ধুগণ' সহ রাজার সভাবর্ণনা সেই তুলনায় বঙ্গ নৃপতির মজলিসের আসর হয়ে উঠেছে।

পদ্মাবতী জন্মবর্ণন খণ্ড অধ্যায়ে আলাওল মূলনির্ভর হলেও অনেকাংশে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন। জায়সী পদ্মাবতীকে অলৌকিক সৌন্দর্যের প্রতীক করে যে আলঙ্কারিক রূপকল্প নির্মাণ করেছেন তাতে তাঁর কাব্যের নায়িকা যতখানি তত্ত্বমূর্তি ও প্রতীকী চরিত্র ততখানি জীবন্ত চরিত্র নয়। কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী এতখানি তত্ত্বপ্রণোদিত না হওয়ায় অনুবাদকাব্যের পদ্মাবতী জীবনচাঞ্চল্যময়ী রমণীরত্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষত পদ্মাবতীর যৌবন-উন্মেষের বর্ণনায় আলাওলের রচনা মূল অপেক্ষা আরও অনেক বেশী উজ্জ্বল এবং জীবন্ত। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে আলাওলের মূলাতিক্রমী অতিরিক্ত দ্বাদশ চরণ পদাবলী প্রভাবিত হলেও সৌন্দর্য মণ্ডিত।

মান সরোবর খণ্ড অধ্যায়ে পুষ্পলাবী সখীদের সঙ্গে পদ্মাবতীর যে লীলাকৌতুক বর্ণিত হয়েছে তার সৌন্দর্য-তন্ময়তা যদিও অনুবাদে রক্ষিত হয়েছে কিন্তু জায়সীর কাব্যে এক একজন সখীর সঙ্গে এক একটি ফুলের সাদৃশ্য যে সৌন্দর্য বিস্তার ঘটিয়েছে আলাওলের কাব্যে তা নেই। আবার মূলে পদ্মাবতীর পাদস্পর্শে সরোবরবক্ষে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যহিল্লোল দেখা দিয়েছে মূলকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে অনুবাদে সেই সৌন্দর্যমায়া অপসৃত হয়েছে। জায়সীর বর্ণনা রোমান্টিক, আলাওল আলঙ্কারিক।

শুক খণ্ডের বর্ণনায় আলাওল মূলকেই যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে জায়সীর কাব্যে পিঞ্জরমুক্ত শুকপাখী যে প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে আলাওলের অনুবাদে তা অনুপস্থিত। শুকখণ্ডের শেষে ব্যাধহস্তে বন্দী শুকপাখীর পদগীতটি পদকর্তা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

রত্নসেন-জন্মখন্ড, বণিজার খন্ড, নাগমতি-শুক সংবাদ খন্ডগুলিতে আলাওল মোটামুটিভাবে জায়সীকেই অনুসরণ করেছেন। কিছু কিছু প্রসঙ্গগত পরিবর্তন ও অনুষঙ্গগত রূপান্তর ব্যতীত উক্ত খন্ডগুলিতে আলাওল মূলানুগ। নখশিখ খন্ড বা পদ্মাবতী-রূপবর্ণন খন্ডের অনুবাদে শুকমুখে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় আলাওল যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলে পদ্মাবতীর প্রত্যেকটি অঙ্গকে অবলম্বন করে বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অলংকৃত অতিবিস্তার আছে আলাওলের অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। উপমা রূপকল্পের ক্ষেত্রে আলাওল মূলানুগত হয়েও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। গৃধিনীর কানের সঙ্গে নায়িকার কানের, খগচঞ্চুর সঙ্গে নায়িকার নাকের তুলনা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের প্রথাগত তুলনা। মূলে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা করতে গিয়ে জায়সী যেখানে মালোপমার অসাধারণ মাল্য রচনা করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা প্রায়ই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পদ্মাবতীর নয়ন সাগরের বর্ণনায় জায়সীর রোমান্টিক ভাবসুষমা অনুবাদে অখন্ডতা হারিয়ে বিশৃংখল হয়ে গেছে। আলাওলের অনুবাদ কখনও কখনও কল্পনার সংযম ও রচনার সংহতি হারিয়ে শিল্পগত ভারসাম্য বর্জন করেছে। জায়সীর রূপবর্ণনায় পদ্মাবতীর প্রত্যেকটি অঙ্গরূপেরই সমান মর্যাদা, চোদ্দটি চৌপাই চরণ এবং দোহা পংক্তিদ্বয়ের মধ্যে সমানুপাতিকভাবে সীমাবদ্ধ। আলাওলের পয়ার পাঁচালীতে সেই রচনা সুষমা নেই।এর ফলে পদ্মাবতীর স্তনবর্ণনায় মূল কাব্যে যে সংযম ও ঔচিত্য রক্ষিত হয়েছে আলাওলের কাব্যে তা শিল্পগত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে ছত্রিশ চরণে বিস্ফারিত হয়ে অন্যান্য অঙ্গবর্ণনার তুলনায় বিশৃংখল ও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য মূলকে অনুসরণ না করে আলাওল যেখানে স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন সেখানে তা চমৎকার কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। যেমন বর্তমান খন্ডের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তবকের অন্তর্বর্তী স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। আলাওলের উপমা কখনও কখনও মূলাতিক্রমী ভাবব্যঞ্জনা লাভ করেছে। অধর বর্ণনায় মূলে যেখানে আছে 'পানের রসে অধর মাঞ্জিষ্ঠার মতো রক্তিম,' আলাওল সেখানে লিখেছেন 'তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে।' মূলে যা সাধারণ একটি উপমা, অনুবাদে তা অসাধারণ একটি উৎপ্রেক্ষা হয়ে উঠল। আলাওলের অনুবাদের শেষদিকে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বিচিত্র বসন ভূষণের যে বর্ণনা আছে জায়সীর কাব্যে তা অনুপস্থিত। পট্টবস্ত্র, জরতারি, কিরিমিজি, মলমল, মসলিন প্রভৃতি বসনগুলি সম্ভবত আলাওলের সময়কার অভিজাত বেশবাস।

প্রেমখন্ড ও যোগীখন্ডের বর্ণনায় রত্নসেনের পূর্বরাগ এবং যোগীবেশে রাজার সিংহল যাত্রার বিবরণে আলাওল ঘটনা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে জায়সীকেই মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, তবে আলাওলের বর্ণনা প্রধানত লৌকিক আর জায়সীর বর্ণনা প্রায়শই লোকসম্পর্ক বিরহিত তত্ত্বকথার রূপক। জায়সী যেখানে যোগসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রেমের ক্ষেত্রে সাধনার ব্যাপারটিকেই মুখ্য করে তুলেছেন আলাওল সেখানে নায়িকার সন্ধানে নায়কের অভিযানকেই রোমান্সধর্মী করে বর্ণনা করেছেন। কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে নায়কের নায়িকাসন্ধান জায়সীর কাব্যে প্রেমসাধনার রূপক হয়ে দেখা দিয়েছে, আর আলাওলের কাব্যে তা মধ্যযুগীয় রোমান্সের উপকরণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আলাওলের কাব্যে যোগতত্ত্বের কথা মাঝে মাঝেই কবির পান্ডিত্য প্রদর্শনীরূপে দেখা দিয়েছে,—কিন্তু তা অনেকক্ষেত্রেই বহিরঙ্গ ; তা অসংলগ্নভাবে কাহিনীকে অকারণে আচ্ছন্ন করেছে, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ আবেগ থেকে আসেনি। আসলে যোগতত্ত্ব নয়, ভোগতত্ত্বই আলাওলের কাব্যের মূল বক্তব্য—সেই কারণে আলাওলের যোগতত্ত্ব-প্রসঙ্গ অনেকক্ষেত্রেই বহিরারোপিত এবং জায়সীর মতো শৃংখলিতভাবে ব্যক্ত নয়। রত্নসেন যোগী হবার পর নাগমতি-বিলাপের অংশটুকু আলাওলের নিজস্ব ও পদাবলীর ভঙ্গীতে শিল্পসুন্দর।

আলাওল জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের গজপতিসংবাদ খন্ড এবং বহিত্র খন্ডের অনুবাদ করেছেন কিন্তু পরবর্তী সাত সমুদ্র খন্ডটি বর্জন করেছেন। আগের খন্ড দুটি অনুবাদ করতে গিয়েও আলাওল যতদূরসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। জায়সী যেখানে বিস্তারিত বর্ণনার সাহায্যে নায়কের পথকে বিঘ্ন ও বিপদসঙ্কুল করে প্রার্থিত বস্তুকে দুর্লভ করে তুলেছেন, আলাওল সেখানে যতশীঘ্র সম্ভব পথবৃত্তান্ত শেষ করে নায়ককে পদ্মাবতীর সন্ধানে সিংহল দেশে উপনীত করেছেন। এটাই হয়ত আলাওলের সাতসমুদ্র খন্ড বর্জনের কারণ। জায়সীর অভিযান-কাহিনীর মধ্যে নিগূঢ় কৃচ্ছ্রসাধনার যে

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বর্তমান আলাওলের সেদিকে লক্ষ্য না থাকায় প্রেমের পথও অনেক সহজ হয়ে গেছে। বহিত্র খণ্ডে জায়সী পুরাণ অনুযায়ী ক্ষার, ক্ষীর, দধি, জল, সুরা, মানসর প্রভৃতি সমুদ্রের বর্ণনা করে কিলকিলা নামে আর একটি সমুদ্রের উল্লেখ করেছেন, রাজা-গজপতি সংবাদ খণ্ডে আলাওল এগুলির একটি করে সংস্কৃত নাম যোগ করেছেন যথা—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, জলাতকা ইত্যাদি। পরবর্তী সাতসমুদ্র বর্ণন খণ্ডটিতে জায়সী যে কাল্পনিক সমুদ্রের বিবরণ দিয়েছেন আলাওল বর্ণনা সংক্ষেপ করতে গিয়ে সমুদ্রদর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্বেও এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন।

সিংহলে উপনীত হবার পর সিংহল-দ্বীপ খণ্ডে জায়সী সিংহল দুর্গের যে অলৌকিক দুর্ভেদ্য বিশালতা বর্ণনা করেছেন আলাওলের অনুবাদে সেই অংশটুকু ছাড়া বাকিটা মূলানুগ। মণ্ডপ-গমন খণ্ডে মন্দিরাভ্যন্তরে যে অলৌকিক দৈববাণী মূলে শোনানো হয়েছে তার মধ্যে জায়সীর সুফীভাবনা প্রকাশিত। আলাওলের অনুবাদে এই অলৌকিক প্রসঙ্গটি বর্জিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে জায়সী যেখানে অতিকাল্পনিক, আলাওল সেক্ষেত্রে বাস্তববাদী। জায়সীর পদ্মাবতী-বিয়োগ খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুবাদ আলাওলের কাব্যে নেই। মূলে পদ্মাবতী-বিয়োগ খণ্ডে নবযৌবনা পদ্মাবতীর অন্তরে যে অপার্থিব বিরহ-ব্যাকুলতা জেগে উঠেছে সেই উত্তপ্ত যৌবনদাহ আলাওলের কাব্যে পরিব্যাপ্ত বিস্তার লাভ করে নি। আলাওল বিরহবিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করে কাহিনীর গতিনির্মাণেই ব্যস্ত। তার ফলে মূলের তুলনায় এই খণ্ডটি অনেক সংক্ষিপ্ত।

পদ্মাবতী-শুক মিলন খণ্ডটিতে হিরামনের কাছে রত্নসেনের পরিচয় লাভের পর পদ্মাবতীর প্রেমোল্লাস জায়সীর কাব্যে যে রহস্যমধুর ভাবব্যঞ্জনা লাভ করছে আলাওলের কাব্যে তা সামাজিক বিবাহ প্রস্তাবনার সাংসারিক বিচার বিবেচনায় পর্য-বসিত হয়েছে। জায়সীর কাব্যে সমাজ সংসার বহির্ভূত নিত্যকালের প্রেম চিরকালের বিরহ ব্যাকুলতা নিয়ে চিত্তসাধনার প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে, আলাওল এই প্রেমকে বাস্তব ও সামাজিক করে এনে সত্বর পরিণয়-পরিণামী করে তুলেছেন। মূলের যোগতত্ত্ব এবং সাধনার ব্যাপারটি এখানে অপ্রধান হয়ে পড়েছে। আলাওলের কাব্যে প্রেমের চেয়ে জাতিকুলের সামাজিক পরিচয়টাই বড়। তার ফলে পদ্মাবতীর কাছে যোগীবরের বংশমর্যাদার প্রশ্ন এবং বিবাহ ব্যাপারে জ্যোতিষগণনার প্রশ্নটি এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।

বসন্তখণ্ডে মহাদেব-মন্দিরে যোগী রত্নসেন ও পদ্মাবতীর সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব মূলানুগ। কেবল প্রথমদিকে মহেশ-মন্দিরে পূজারিনী পদ্মাবতীর সাজসজ্জার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনাকে আলাওল সংক্ষিপ্ত করেছেন। মূলের বসন্তশোভার নিসর্গ বর্ণনা অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত। রাজা রত্নসেন-সতীখণ্ডে পদ্মাবতীর অদর্শনে বিরহী রত্নসেনের চিতানলে আত্মাহুতি দেবার সংকল্পকালে মূলে ককনুপক্ষীর অগ্নিতে আত্মদানের আনুষঙ্গিক উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু আলাওল এক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করে 'কাকনুছ পক্ষীর বিবরণ' শিরোনামে অতিরিক্ত চৌত্রিশটি চরণ যোগ করেছেন। অনুবাদক এক্ষেত্রে মূলের ভাষ্যকার। বিবরণের উৎস নির্দেশ করে আলাওল বলেছেন,—'মোহস্ত কুতুবে দেখ কহিছে আত্তারে।' বিবরণটি সুফী কবি ফরীরুদ্দিন আত্তারের পক্ষী বিষয়ক রূপককাব্য 'মমতে-কুত-তায়ের' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এইখণ্ডে প্রতিমা-পূজার নিষ্ফলতার কথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ সংস্করণে অনুবাদসহ একটি সংস্কৃত শ্লোক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুঁথিতে এর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় এই সাম্প্রদায়িকতা চিহ্নিত শ্লোক ও তার অনুবাদটি পরবর্তীকালের ছাপার যুগের কীর্তি বলে সন্দেহ হয়।

পরবর্তী পার্বতী-মহেশ খণ্ডটিতে আলাওল যতদূর সম্ভব মূলানুগ। কেবল মূলের হনুমান প্রসঙ্গটি এখানে নেই। অযোধ্যার কবি জায়সীর কাছে হনুমানের যে পৌরাণিক মহিমা বর্তমান, আরাকানের বাঙালী কবি আলাওলের কাছে সম্ভবত তা ছিল না। রাজা-গড় আক্রমণ বা সিংহল বেষ্টন খণ্ডটিতে পদ্মাবতী-রত্নসেনের পারস্পরিক প্রণয়লিপি নিবেদনের মধ্যে জায়সী প্রেমের গভীর রহস্য ধ্যানের যে পরিচয় দিয়েছেন আলাওল প্রেমতত্ত্বের সেই জটিল তাৎপর্য ব্যাখ্যাগুলি বর্জন করে রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য কেবল ঘটনাক্রমকেই প্রধানত অনুসরণ করেছেন। এর ফলে মূলের

প্রেমমাহাত্ম্য এক্ষেত্রে নেই। শুকের দৌত্য কেবল সংবাদ পরিক্রমায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং জায়সীর মরমী ভাবরহস্য এখানে অন্তর্হিত হয়ে ব্যাপারটি ঘটনামুখ্য হয়ে পড়েছে।

পরবর্তী গন্ধর্বসেন-মন্ত্রী খণ্ড অধ্যায়ের অনুবাদে আলাওল প্রথমদিকে মূলনিষ্ঠ, শেষদিকে অবশ্য ঘটনাক্রমের ব্যতিক্রম আছে। মূলে রত্নসেনের বিপদ্গ্রস্ততা অনুমান করে পদ্মাবতীর মানসিক অস্থিরতা বর্ণিত হয়েছে; আলাওল ব্যাপারটিকে বাস্তব করে এনেছেন গবাক্ষপথে পদ্মাবতীকে দিয়ে বন্দী রত্নসেনের বধ্যভূমিতে যাওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে। জায়সীর কাব্যে পদ্মাবতীর বিরহভাবাবেগ মানসিক, আলাওলের অনুবাদে বেদনার কারণ লৌকিক এবং কার্যকারণসঙ্গত; —এর ফলে পদ্মাবতীর পরবর্তী বিলাপ গীতি এবং হীরামণির প্রবোধ বচনগুলি আলাওলের অনুবাদে খুবই মানবিক এবং আবেদনপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রত্নসেন-শূলী খণ্ডে আলাওল জায়সীর কাহিনীপরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন। তবে মৃত্যুকে সামনে রেখে জায়সীর কাব্যে রত্নসেন চরিত্রের সাধকোচিত অতিমানবিকতা এবং দেবোপম চরিত্রমহিমা তাঁকে যতোটা আদর্শ যোগী চরিত্র করেছে ততোটা রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র করে নি; অপরদিকে আলাওলের অনুবাদে রত্নসেনকে পাওয়া যায় পারিবারিক আত্মীয়তা-বন্ধনের সীমায় সাধারণ মানুষরূপে। বর্তমান অধ্যায়ের শেষে সিংহলপতি গন্ধর্বসেনের জামাতৃবরণের মধ্যে রত্নসেনের জামাতাসুলভ আচরণ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বর্তমান খণ্ডে রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটন উপলক্ষে জায়সী যেখানে অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে বাস্তবতার আশ্রয় নিয়েছেন। রত্নসেনকে মশানে নিয়ে গেলে মূলকাব্যে এক অলৌকিক যুদ্ধকাণ্ডের বিবরণ আছে। রত্নসেনের পরিচয়দাতা ভাট সেখানে ছদ্মবেশী মহাদেব। আলাওলের অনুবাদে এই ধরণের অলৌকিকতা অনুপস্থিত। রত্নসেনের পরিচয় দিয়েছে যে ভাট তাকে সাধারণ মানুষরূপেই দেখানো হয়েছে, ছদ্মবেশী মহাদেবরূপে চিহ্নিত করা হয় নি। সুতরাং জায়সীর চেয়ে আলাওল এই খণ্ডে বাস্তববাদী কবি।

চৌগান খণ্ড এবং শাস্ত্রতত্ত্বখণ্ড আলাওলের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন। রত্নসেনের অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জয়লাভ চৌগানখণ্ডের বিষয়। মূলে রত্নসেন-শূলী খণ্ডের শেষদিকে (২২ স্তবক) রত্নসেনের অশ্বক্রীড়ার যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র ছিল তাকে উপজীব্য করে আলাওল একটি স্বতন্ত্র খণ্ড রচনা করেছেন। আরাকান রাজসভায় আসার আগে অশ্বারোহী সৈনিকরূপে আলাওলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থেকেই সম্ভবত এই অধ্যায়ের জন্ম। অশ্ব-চালনা সম্পর্কে যথেষ্ট পটুতা না থাকলে এই জাতীয় মৌলিক সংযোজন সম্ভবপর বলে মনে হয় না। শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডটিও আলাওলের অতিরিক্ত যোজনা। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অন্তর্গত রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডে নিমন্ত্রিত রত্নসেনের ভোজসভায় সংগীতের অনুপস্থিতি লক্ষ করে রত্নসেনের মুখে সংগীতের মহিমা প্রসংগে জায়সী নাদতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। অনুরূপভাবে আলাওল এই অধ্যায়ে প্রথমে সংগীতশাস্ত্র পরে অন্যান্য শাস্ত্র যথা ছন্দোশাস্ত্র, বাদ্যশাস্ত্র, অলংকার অনুযায়ী নায়িকার রূপভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তবে জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের যে আলোচনা ছিল প্রাসংগিক আলাওলের অনুবাদে অস্থানে শাস্ত্রতত্ত্বের এই আলোচনা অপ্রাসংগিক ও পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন হয়ে পড়েছে। আলাওল অন্যত্র ঘটনাবেগকে ত্বরান্বিত করার জন্য জায়সীর কাব্যের অনেক তত্ত্ব ও আবেগকে বর্জন করেছেন, কিন্তু এখানে পদ্মাবতীর সংগে রত্নসেনের বিবাহ ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অপ্রাসংগিকভাবে শাস্ত্রবর্ণনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে মূলনিষ্ঠ অনুবাদের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গেলেও ঔচিত্যজ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। চৌগান খণ্ড ও শাস্ত্রখণ্ড কাহিনীধারার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর।

রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহখণ্ড বর্ণনায় জায়সী পদ্মাবতী ও রত্নসেনের বিবাহকে চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে আধ্যাত্মিক মনোমিলনের রূপক করে তুলেছেন, কিন্তু আলাওল মূলের এই রূপকার্থ গ্রহণ করেন নি। সমস্ত অধ্যায়টি আলাওলের কাব্যে যথাসম্ভব লৌকিক, বাস্তব এবং হিন্দু বিবাহের সামাজিক আলেখ্য। বঙ্গীয় বিবাহরীতির বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ আলাওলের বিবাহখণ্ডটি একটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ।

পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেট খণ্ডে জায়সী দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষের সাহায্যে বরবধূর শারীরিক মিলনের রূপকে যে

আত্মিক সংযোগের কথা বলেছেন, আলাওলের অনুবাদে তা অদৃশ্য হয়ে কামশাস্ত্রের ঐতিহ্যানুসারে রতি ও বিপরীত রতির বিস্তৃত বর্ণনায় সম্পূর্ণ দেহসর্বস্ব ও স্নায়ুনির্ভর হয়ে উঠেছে।

রত্নসেন-সাথী-খণ্ডে রত্নসেনের অনুচরদের সঙ্গে পদ্মাবতীর সখীদের বিবাহ প্রসঙ্গে মূলে কৌলীন্য বিচার করা হয় নি, কিন্তু অনুবাদে কুলমর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ দেওয়া হয়েছে। জায়সীর তুলনায় আলাওল সর্বদাই সামাজিক এবং সাংসারিক।

ষট্ ঋতুবর্ণন খণ্ডে আলাওল জায়সীকে নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসরণ করেছেন। মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও ঋতু-বর্ণনায় আলাওলের অনুবাদে ক্রমভঙ্গদোষ দেখা গেছে। জায়সীর ষট্ ঋতুবর্ণনায় হেমন্ত ঋতুর পর শিশির ঋতু বা শীত ঋতুর বর্ণনা আছে। কিন্তু আলাওল আগের শিশির ঋতুর বর্ণনা করে পরে হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা করেছেন। ঋতু বর্ণনায় আলাওল বঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এই খণ্ডে আলাওলের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে বসন্তবর্ণনার শেষে বসন্তরাগে নায়ক নায়িকার বসন্তবিলাস পদে। জয়দেব প্রভাবিত এই পদগীতিটি আলাওলের নতুন সংযোজন। এই খণ্ডের শেষে হীরামণি পাখীর মৃত্যুবর্ণনাও আলাওলের নিজস্ব যোজনা। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে গন্ধর্বসেনের কাছে রত্নসেনের পরিচয় উদ্ঘাটনের পর হিরামন শুকের আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আলাওল শুকপাখীর পরিণাম নির্দিষ্ট করার জন্যে পঞ্চাশ পংক্তি জুড়ে বিন্ধ্যারণ্যে হীরামণির যোগমৃত্যু বর্ণনা করেছেন। মূলে হিরামন রূপক চরিত্র, অনুবাদে তা হয়েছে রূপকথার বিহঙ্গ।

নাগমতি-বিয়োগ খণ্ডে নাগমতির বারমাসী বর্ণনায় আলাওল মূল থেকে স্বতন্ত্র, বর্ণনারীতিতে শিথিল এবং মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের ষোল পংক্তির এক একটি স্তবক অনুবাদে চতুশ্চরণে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিতেও আলাওলের বারমাসী বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী। জায়সীর কাব্যের এই খণ্ডটিতে নিসর্গব্যাপ্ত বেদনার যে অসামান্য বিস্তার আছে আলাওলের অনুবাদে সেই ব্যাপ্তি নেই। তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের বারমাসী বর্ণনার মতো প্রথাগত ও গতানুগতিক। শোনা যায় জায়সীর রচিত নাগমতির বারমাসীর অংশবিশেষ শুনে আমেথীর রাজা এতদূর প্রীত হয়েছিলেন যে জায়সীকে সসম্মানে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। নাগমতির বারমাসী পদ্মাবৎ কাব্যের অতি উৎকৃষ্ট অংশ। আলাওলের অনুবাদ কিন্তু মূলের তুলনায় নিষ্প্রভ ও অনুজ্জ্বল।

নাগমতি-সন্দেশ খণ্ডটিতে মূলের রোমান্টিক ভাবার্তি অনুবাদে অনুপস্থিত। জায়সী যেখানে বিরহিণীর ভাবার্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন আলাওল সেক্ষেত্রে ঘটনাবৃত্তকেই অনুসরণ করেছেন। ঘটনাবৃত্তের মধ্যেও মূল ও অনুবাদে পার্থক্য বর্তমান। জায়সীর কাব্যে নাগমতি নিজ বিরহ বেদনা রত্নসেনকে নিবেদন করার জন্য স্বয়ং একটি পাখীকে নিযুক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে আলাওলের কাব্যে এক রাতজাগা পাখী স্বেচ্ছায় নাগমতির বিরহগাথা রত্নসেনের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। পক্ষী-বার্তার মধ্যেও মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য আছে। মূলে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে চিতোরের শ্মশান-অবস্থা, রত্নসেনের মাতার করুণ শোকাহত পরিস্থিতি এবং নাগমতির বিরহ দশার বিস্তারিত বর্ণনা আছে, অনুবাদে এই বর্ণনাকে সংক্ষেপিত করে পক্ষীমুখে রত্নসেনকে অনুযোগ করে শ্বশুরঘরে ঘরজামাই হয়ে থাকার লজ্জার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও জায়সী রোমান্টিক এবং আলাওল সামাজিক। রত্নসেন বিদায় খণ্ডে আলাওল জায়সীর পদ্মাবতের অনুসরণে পদ্মাবতীর সিংহল বিদায় দৃশ্যের বর্ণনা করলেও আলাওলের কাব্যে পতিগৃহ যাত্রাকালে পদ্মাবতীর বিলাপ বঙ্গীয় অতিকারুণ্য লাভ করেছে। বিদায় মুহূর্তে মূলে আছে পদ্মাবতীর প্রতি সখীদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বচন। কিন্তু অনুবাদে বিদায়কালে পদ্মাবতীর উদ্দেশে রাজমাতার অতি বিস্তারিত উপদেশ বাণী যতখানি নৈতিক ততখানি কাব্যিক নয়। রত্নসেনের হস্তে কন্যাসমর্পণকালে রাজার সাংসারিক উক্তিগুলিও মূলে অনুপস্থিত।

দেশযাত্রা খণ্ডের ঘটনাবলী যদিও উভয়ক্ষেত্রে মোটামুটি এক, কিন্তু জায়সীর কাব্যে রত্নসেনের কাছে সমুদ্রের আগমন দানীর ছদ্মবেশে, কিন্তু আলাওলের কাব্যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশে সমুদ্রের আবির্ভাব। মূলে রাজার কৃপণতার প্রতিফলস্বরূপ নৌকানিমজ্জন উপলক্ষে ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের নিষ্ফলতা সম্পর্কে যেসব তত্ত্বকথা আছে, অনুবাদে তার পরিবর্তে

ঘটনাধারাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। জায়সীর কাব্যের দোহা অংশগুলি বর্জন করার ফলে আলাওলের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বাংশবর্জিত ঘটনাক্রমের অনুসরণ।

পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডটি মূলে ছিল লক্ষ্মী-সমুদ্র খণ্ড। কারণ জায়সীর কাব্যে সমুদ্রকন্যার নাম লক্ষ্মী, কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাঁরও নাম পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর ছদ্মবেশ ধারণ করে সমুদ্রকন্যা পদ্মাবতীর নামটিও গ্রহণ করেছেন। সমুদ্র-পরীক্ষার শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রাপ্ত উপহারগুলিও উভয়ক্ষেত্রে পৃথক। জায়সীর কাব্যে হীরামণিমুক্তার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে অমৃত, রাজহংস, স্বর্ণপক্ষ পাখী, ব্যাঘ্রশাবক, স্পর্শমণি ইত্যাদি পাঁচটি রহস্যময় পদার্থ, কিন্তু আলাওল সেক্ষেত্রে প্রদীপশিখাতুল্য পাঁচটি রত্নের কথাই বলেছেন।

চিতোর আগমন খণ্ডে উভয় কাব্যের ঘটনা একরকম হলেও কিছু কিছু তারতম্য ঘটেছে। পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নসেনের মাতৃসম্ভাষণ অনুবাদে যতখানি বিস্তারিত কারুণ্যসহ বর্ণিত হয়েছে মূলে তা নেই। মূলে রামচন্দ্র-কৌশল্যার পৌরাণিক অনুষঙ্গসহ অতিসংক্ষেপে রত্নসেনের মাতৃসম্ভাষণ বর্ণিত, কিন্তু অনুবাদে মাতাপুত্রের মিলন বিস্তৃত কারুণ্য লাভ করেছে। অপরদিকে রত্নসেনের আগমনবার্তা শুনে মূলে নাগমতির চিত্তোল্লাসের বিস্তারিত বিবরণ অনুবাদে একটি মাত্র স্বরচিত পদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। এই অংশটিতে আলাওল জায়সীকে অনুসরণ না করে বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করেছেন।

পদ্মাবৎ কাব্যে এর পরবর্তী খণ্ডটি হল নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড। জায়সীর কাব্যে দুই সতীনের বিবাদের যে বিস্তারিত বিবরণ আছে আলাওল সেকালের পারিবারিক আদর্শের কথা ভেবে সম্ভবত খণ্ডটি বর্জন করেছেন। তবে চিতোর আগমন খণ্ডের শেষে পদাবলীর অনুসরণে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনের মিলন উপলক্ষে নায়িকাদ্বয়ের মান ও নায়কের মানভঞ্জনের যে বর্ণনা আছে তা শেষপর্যন্ত দুই সতীনের মধ্যে সখী সম্পর্কের স্নিগ্ধতায় পারিবারিক আদর্শরূপ লাভ করেছে।

জায়সী এরপর একটি মাত্র স্তবকে সমাপ্ত রত্নসেন-সন্ততি খণ্ডে রত্নসেনের দুটি সন্তানজন্মের উল্লেখ করেছেন। আলাওল খণ্ডটিকে যথাস্থানে অনুবাদ না করে শেষদিকে নিয়ে গেছেন। মূলে রত্নসেনের ঔরসে নাগমতি ও পদ্মাবতীর একটি করে পুত্রজন্মের কথা আছে। নাগমতির পুত্রের নাম নাগসেন এবং পদ্মাবতীর সন্তানের নাম কমলসেন। ইতিহাসে যদিও রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের উল্লেখ নেই, কিন্তু ভবদত্ত রচিত 'রত্নসেন কুলবংশাবলী' নামক একখানি সংস্কৃত পুঁথিতে রত্নসেনের চার পুত্রের মধ্যে দুটি পুত্রের নাম নাগসেন ও কমলসেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের শেষে পদ্মাবতীর গর্ভে রত্নসেনের দুই পুত্র জন্মের কথা আছে। এদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। জায়সীর কাব্যে পুত্রদানের ব্যাপারে রত্নসেন নাগমতি ও পদ্মাবতীর প্রতি সমদর্শী। কিন্তু আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতীকেই পুত্রবতী করা হয়েছে এবং নাগমতিকে এ ব্যাপারে কবি বঞ্চিত করেছেন। নাগমতি অপেক্ষা পদ্মাবতীর প্রতি অনুবাদকের পক্ষপাত অনেক ব্যাপারেই সুস্পষ্ট।

রাঘবচেতন নির্বাসন খণ্ডটি মোটামুটি মূলানুগ। কিন্তু মূলের রাজপ্রশ্নটি অনুবাদে পরিবর্তিত হওয়ায় অর্থ-বিপর্যয় ঘটেছে। মূলে রাজা রত্নসেন প্রতিপদ তিথিতে রাঘবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবে দ্বিতীয়া ?' কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে রত্নসেনের প্রশ্ন হল—'চন্দ্রের উদয় হইবে কবে ?' উভয়ক্ষেত্রেই রাঘবচেতনের উত্তর—'আজ'। মূলের ক্ষেত্রে যা রাঘব-চেতনের ভ্রান্তি, অনুবাদের ক্ষেত্রে তা নয়। এ ছাড়া নির্বাসিত রাঘবকে কঙ্কণ দানের সময় পদ্মাবতীর অলৌকিক রূপ দেখে রাঘবচেতনের বিস্ময় মূলে যে রোমান্টিক সৌন্দর্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে অনুবাদে তা পদ্মাবতীর সাংসারিক উপদেশবচনের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

রাঘবচেতন-দিল্লীগমন খণ্ডে দিল্লী-দরবার বর্ণনায় মূল ও অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। জায়সীর দিল্লী-দরবার শের শাহের সময়কার পাঠান দরবার। কিন্তু আলাওলের বর্ণনায় মনসবদার-পরিবৃত দিল্লী দরবার মোগল আমলের। এছাড়া মূলে সুলতানের রাজকীয় আভিজাত্য ও স্পর্ধিত মনোভাব অনেক বেশী। জায়সীর আলাউদ্দীন কিছুটা দার্শনিকও। অনুবাদে সুলতানের সেই ঐশ্বর্যগর্ব ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায় নি। পদ্মাবতী রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মূলে স্ত্রী-ভেদ খণ্ড নামে যে অধ্যায়টি বর্তমান আলাওল তা এক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে জায়সীর এই আলঙ্কারিক

অধ্যায়টি আলাওল বাদ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ডটিও মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলে যে বিস্তারিত রূপবর্ণনা রাঘবচেতনের মুখে সুলতানকে শোনানো হয়েছে অনুবাদে তাকে অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পদ্মাবৎ কাব্যের নখশিখ খণ্ডের মতোই এই খণ্ডটিতে নারীরূপের যে আপাদমস্তক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে আলাওল তাকে অনেকাংশে বর্জন করেছেন। প্রথমত এই খণ্ডটি নখশিখ খণ্ডের পুনরাবৃত্তি। আলাওল হয়ত পুনরুক্তি দোষ এড়াবার জন্যে এই খণ্ডের অনেক অংশ বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ঘটনার নাট্যমুহূর্তে পদ্মাবতীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বিশ্লেষণ শোনার ধৈর্য অমাত্য শ্রোতাদের থাকবে না ভেবে আলাওল দ্রুত রূপ-কথা প্রসঙ্গ শেষ করে পরবর্তী যুদ্ধ ঘটনায় প্রবেশ করেছেন। পূর্ববর্তী স্ত্রী-ভেদ খণ্ড বর্জনের ক্ষেত্রেও এই একই ভাবনা কাজ করেছে বলে অনুমান। পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ডটিকে সংক্ষিপ্ত করায় মূলের অনেক কাব্যসৌন্দর্য অনুবাদে বাদ পড়েছে সত্য, তেমনি মূলের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি থেকেও অনুবাদটি মুক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়টির শেষে পদ্মাবতীর দাবী জানিয়ে সুলতান আলাউদ্দীন চিতোরে যে দূত প্রেরণ করলেন জায়সীর কাব্যে সে সরজা নামক এক স্পর্ধিত মুসলমান যোদ্ধা, (আলাউদ্দীনের ইতিহাস-খ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুরের আদলে কি রচিত ?) কিন্তু আলাওলের কাব্যে তাকে 'শ্রীজা' নামক এক বিপ্র কথাকোবিদ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মূলে সরজা যুদ্ধনিপুণ বীর, সিংহপৃষ্ঠে চড়ে সাপের চাবুক নিয়ে সে সদম্ভে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু অনুবাদে শ্রীজা রণবীর হলেও মূলত অতি বড় কথক এবং পরম চতুর বিপ্র। মূলে পদ্মাবতীকে দাবী করে সুলতানের সংক্ষিপ্ত রাজাজ্ঞা, আর অনুবাদে আছে শ্রীজার প্রতি সুলতানের বিস্তারিত রাজ-নির্দেশ।

বাদশাহ আক্রমণ খণ্ডের বর্ণনায় মূলে সুলতানী অভিযানের যে আড়ম্বরপূর্ণ বিস্তার লক্ষ করা যায় অনুবাদে তা সংকুচিত হয়েছে। মূলে স্তবকে স্তবকে অশ্ব ও হস্তীবর্ণনার অনুপুঙ্খ রীতি, বিচিত্র সৈন্যবর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সমাবেশ এবং সুলতানী সৈন্যের অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থাননামের ব্যবহার যে মহাকাব্যিক বিস্তার এনেছে অনুবাদে ঘটনাবর্ণনার দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে সেই বর্ণনা বিস্তার লক্ষ করা যায় না। মূলে আছে মহাকাব্য-সুলভ বর্ণনা প্রাধান্য, ইতিহাসের উপকরণপুঞ্জ এবং দোহাংশে তত্ত্বের মণিমুক্তা, অনুবাদে সেই তুলনায় দেখা যায় বিবরণধর্মী ঘটনাবিবৃতি।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধখণ্ড বর্ণনায় আলাওল অনেকক্ষেত্রে মূল-ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। প্রথমত মূলের যুদ্ধবর্ণনারীতি তিনি অনেকক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নি। মূলে আছে যুদ্ধবর্ণনায় ধ্রুপদী আলংকারিকতা, আলাওলের অনুবাদে তার সংগে যুক্ত হয়েছে বংগীয় কাব্যের ঐতিহ্য। এর ফলে মূলের মহাকাব্যসুলভ অস্ত্রবর্ণনার সংগে সংগে বঙ্গীয় কাব্যে চিত্রিত চুলোচুলি, লাথালাথি, কিল চড় মারামারি ইত্যাদি দেশীয় যুদ্ধপদ্ধতিও অনুবাদে অনুসৃত হয়েছে। এ ছাড়া মূলের তুলনায় অনুবাদের যুদ্ধবর্ণনায় ঘটনাগত আতিশয্য আছে। মূলে তুর্কি সৈন্য ও রাজপুত সৈন্যের তুমুল সংগ্রামের পর রত্নসেনের দুর্গে আশ্রয়গ্রহণের বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু অনুবাদে তুর্কি ও রাজপুত সেনাদের উপর্যুপরি আক্রমণ ও রণভংগ এবং পুনরায় উৎসাহিত হয়ে পরস্পরকে পুনরাক্রমণ এবং পরিশেষে রত্নসেন কর্তৃক নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনা অনুবাদের যুদ্ধকাহিনীকে ঘনঘটাময় করে তুলেছে। আরাকান অমাত্যসভায় যুদ্ধকাহিনীর ঘটনাগত উত্তেজনার কথা মনে রেখেই আলাওল এই বর্ণনাতিশয্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। পরবর্তী যুদ্ধবর্ণনাগুলিতেও এই আতিশয্য লক্ষণীয়। সুলতানের দুর্গ-অবরোধ কালে কামানের গোলার সামনে প্রাকারবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে রত্নসেনের নির্দেশে নর্তকীর নৃত্য-বর্ণনা দু ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু অনুবাদে মূলের ন্যায় যথাস্থানে নেই। তাছাড়া নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে জায়সীর কাব্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ যতোটা প্রাসংগিক, অনুবাদের ক্ষেত্রে সংগীত ও নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে স্থায়ীভাব, সঞ্চারীভাব, সাত্ত্বিকভাব প্রভৃতি আলংকারিক রসচর্চা আলাওলের পক্ষে যতোটা পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন ততোটা ঔচিত্যের নিদর্শন নয়।

রাজা-বাদশাহ সন্ধি খণ্ড অধ্যায়ে মূলে রত্নসেনের সঙ্গে সুলতানের দূত সরজার যে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বাক্যবিনিময় আছে অনুবাদে তা অনেক সরল ও সংক্ষিপ্ত। সন্ধির কারণও উভয়ক্ষেত্রে পৃথক। মূলে আছে সীমান্তে মোগল আক্রমণের

বার্তা শুনে সুলতানের সন্ধি সংকল্প আর অনুবাদে সামন্ত রাজাদের অভ্যুত্থানের জন্য সুলতানের সন্ধি প্রস্তাব। মূলে সুলতানের দূত রূপে সরজার দাম্ভিকতা যেমন তীব্র, রত্নসেনের বীরত্বপূর্ণ আচরণও তেমনি রাজোচিত। অনুবাদে শ্রীজা ও রত্নসেনের উক্তি-প্রত্যুক্তি সেই তুলনায় অনেক নম্র, বিনীত, সুভদ্র এবং সেইজন্যই সংঘাতের অভাবে অনাটকীয়। সুলতানের সন্ধিপ্রস্তাব গৃহীত হলে পদ্মাবৎ কাব্যে এরপর পুরো একটি খণ্ড জুড়ে আছে বাদশাহী ভোজ উপলক্ষে রন্ধনের বর্ণনা। আলাওল পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে সম্পূর্ণ খণ্ডটিকে বর্জন করেছেন।

চিতোর গড় বর্ণন খণ্ডে মূলে চিতোর গড়ের বর্ণনা আরও বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। আলাওল তাঁর অনুবাদে মূলের রাজকীয় বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করে পরবর্তী ঘটনাবৃত্তে প্রবেশ করেছেন। সুলতান-অভ্যর্থনার ব্যাপারে আলাওল মূলের ভোজন ব্যাপারকে সংক্ষিপ্ত করে সংগীত ও নৃত্য সমারোহের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে পদ্মিনী দর্শনের জন্য সুলতানের সুতীব্র উৎকণ্ঠা এবং দর্পণে পদ্মাবতী দর্শনের পর তাঁর চিত্তবিহ্বলতা যে কবিত্বময় ভাবাবেগ ও অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছে অনুবাদে তা ঠিকভাবে সঞ্চারিত হয় নি। মূলের মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতী রূপের মরমী আবেদন অনুবাদে অনেকটা দৈহিক ও বাস্তবরূপ লাভ করেছে। আলাওলের অনুবাদে ঘটনার বিবরণ এবং সংবাদের বিবৃতি আছে ঠিকই কিন্তু মনোমুকুরের সৌন্দর্য প্রতিভাস এবং অতীন্দ্রিয় রূপরহস্যের সাংকেতিক ব্যঞ্জনা অনুবাদে ফোটে নি। বর্তমান খণ্ডে রত্নসেনের সেনাপতিদ্বয় গোরা বাদলকে অনুবাদে ভ্রাতা বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূলে তাদের মধ্যে পিতৃব্য-ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কই দেখানো হয়েছে।

রত্নসেন-বন্ধন খণ্ডে রত্নসেনের বন্দী হবার ঘটনাগত নাটকীয়তা অনুবাদে বিবৃতিধর্মী হয়ে পড়েছে। রত্নসেন-লাঞ্ছনার কারাদৃশ্যে কারারক্ষীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ গঞ্জনাবাক্যগুলি মূলে অনেক বেশী তীব্র ও প্রত্যক্ষ, অনুবাদে নিপীড়নচিত্র আছে কিন্তু নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষতা অল্প। মূলে রত্নসেনের নিঃশব্দ শাস্তিভোগ অনেক বীরোচিত, অনুবাদে নিপীড়িত রাজার ব্যাকুলভাবে ঈশ্বর স্মরণ যতোটা ভক্তিভাবের উদ্বোধক, ততোটা ব্যক্তিত্বসূচক নয়। বন্দী রত্নসেনকে সম্মুখে এনে সুলতানের প্রলোভন প্রদর্শন এবং তদুত্তরে রত্নসেনের বীরত্বপূর্ণ আস্ফালন মূলে নেই, অনুবাদকের অতিনাটকীয় সংযোজন।

রত্নসেনের বন্ধন দশার প্রতিক্রিয়ায় পদ্মাবতী-নাগমতি বিলাপ খণ্ডটিতে পদ্মাবতীর বিলাপ মূলের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, নাগমতির বিলাপ আলাওলের অনুবাদে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ। পদ্মাবতীর দীর্ঘবিতানিত ত্রিপদী ছন্দের বিলাপবাণী অনেক পরিমাণে মূলবহির্ভূত এবং গীতিকরুণ।

এরপর মূলে আছে দেবপাল-দূতী খণ্ড এবং অতঃপর বাদশাহ-দূতী খণ্ড। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে আগে বাদশাহ-দূতী খণ্ড এবং তারপর দেবপাল দূতী খণ্ড। আলাওল এই খণ্ডবিপর্যয়ের কোনো কারণ দেখান নি। এক্ষেত্রে একটা কারণ অনুমান করা চলে। সম্ভবত গোরা ও বাদলের কাছে পদ্মাবতীর পরবর্তী আশ্রয়ভিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক কারণরূপে বাদশাহদূতীর অপ্রকাশিত প্রতারণার চেয়ে দেবপাল দূতী কুমুদিনীর প্রকাশিত শঠতা ও কুটনীবৃত্তি আরও মর্মবিদারক বলে আলাওলের মনে হয়েছিল। সেইজন্য হয়ত আগে বাদশাহ-দূতী খণ্ডের ব্যাপারটি সেরে নিয়ে পরে দেবপালদূতী কর্তৃক পদ্মাবতী প্রতারণার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে আলাওল পরবর্তী গোরা-বাদল কাহিনী প্রসংগে প্রবেশ করেছেন।

পদ্মাবতী-গোরা-বাদল খণ্ডের অনুবাদ ঘটনাংশে মূলানুগ, ভাবাংশে নয়। পদ্মাবতীর প্রতি সখীদের সান্ত্বনা মূলে ছিল তাত্ত্বিক, অনুবাদে সামাজিক। আবার গোরাবাদলের কাছে পদ্মাবতীর বিলাপে যে ব্রতচারণের কথা আছে অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খণ্ডটি মূলে নেই। পদ্মাবতীর নামে সুলতানের কাছে কপট পত্রপ্রেরণের ঘটনাটি আলাওলের নব সংযোজন ; আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত পদ্মিনী উপাখ্যানের মধ্যে এই জাতীয় পত্রপ্রেরণের কথা আছে। পদ্মাবতীর আত্মসমর্পণমূলক কপটপত্র পেয়ে সুলতানের উল্লাস এবং বন্দী রত্নসেনের প্রতি সুলতানের মনোভাবের পরিবর্তন মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতে আছে এবং এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে আলাওলের অনুবাদে মূলচ্যুতির সূত্রপাত।

গোরাবাদল যুদ্ধযাত্রা খণ্ডে গোরাবাদল কর্তৃক রত্নসেন উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে বাদলের 'গউনা' প্রসঙ্গটি

মূলেও আছে, কিন্তু রাজপুতদের 'গউনা' প্রথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে আলাওলের অনুবাদে। আলাওল এখানে মূলের ব্যাখ্যাতা। মূলে 'গউনা' প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু মাগনের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আলাওলের কাব্যে আছে গউনা প্রথার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

গোরাবাদল যুদ্ধ খণ্ড, রত্নসেন প্রত্যাবর্তন খণ্ড, গোরানিধন খণ্ড মূলে একটি খণ্ডেরই অন্তর্গত। মূলের খণ্ডটি হল গোরা-বাদল যুদ্ধ খণ্ড। সুলতানকে প্রবঞ্চনা করে রমণীদের ছদ্মবেশে রাজপুত সেনাদের রত্নসেন উদ্ধার এবং বাদল সহ রত্নসেনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং গোরার মৃত্যুবরণ বৃত্তান্ত উভয়ক্ষেত্রে ঘটনাগত দিক থেকে মোটামুটি এক, কিন্তু বর্তমান খণ্ডের শেষভাগে গোরার সঙ্গে সুলতান সৈন্যের যুদ্ধব্যাপারে মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। রত্নসেনের পলায়ন সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ সুলতান ও তাঁর সেনাদের সঙ্গে গোরার সেনাদের প্রবল সংগ্রাম এবং সেনাপতি সরজার হাতে গোরার মৃত্যু জায়সীর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আলাওল এক্ষেত্রে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যে আছে গোরা ও রাজপুত সেনাদের যুদ্ধে পরাস্ত করতে না পেরে তুর্কি সৈন্যরা যখন ভগ্নোদ্যম তখন সুলতানকে ওমরাহগণ পরামর্শ দিয়েছে সেনাপতি গোরাকে কৌশলে বশীভূত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে। আলাওল এখানে পারস্য সম্রাট দারায়ুসের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের কপটসন্ধির প্রসঙ্গ এনেছেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সেকেন্দারনামা অনুবাদ গ্রন্থে বর্ণিত। কিন্তু কপটপত্রে শেষপর্যন্ত সুলতান গোরাকে বশীভূত করতে অক্ষম হলে স্বয়ং সুলতান গোরার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে রত্নসেন নিরাপদে চিতোরে প্রত্যাবর্তন করে গোরার সাহায্যের জন্যে সৈন্য প্রেরণ করলেন। রাজপুত সেনা এবং সুলতানী সৈন্যের তুমুল সংগ্রামের মধ্যে অবশেষে গোরা নিহত হল। মূলের তুলনায় এখানে যুদ্ধবর্ণনার আড়ম্বর, আতিশয্য ও বিস্তার অনেক বেশী। রণোত্তেজনার রোমান্সরস সৃষ্টির জন্য আলাওল মূলের যুদ্ধবর্ণনাকে সর্বদাই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

গোরা-নিধনখণ্ডের পর মূলে অনুযায়ী আলাওল রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ড, রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড এবং পদ্মাবতী-নাগমতি সতী খণ্ডের অনুবাদ করেছেন বটে কিন্তু সংক্ষেপে কাহিনী ধারাকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। রত্নসেন-সন্ততি খণ্ডটিকে রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ডের পরে স্থান দিয়ে ঘটনাগত অনৌচিত্যকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

জায়সীর পদ্মাবতের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল সর্বাপেক্ষা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন খিলখণ্ড সংযোজন করে কাব্যকাহিনীর উপসংহারের ক্ষেত্রে। জায়সীর কাব্যে আছে যে রত্নসেন বাদলকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে পদ্মাবতীর মুখে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে সসৈন্যে দেবপালের রাজধানীতে গিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সম্মুখ সংগ্রামে দেবপাল নিহত হলেন এবং রত্নসেন আহত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন। পদ্মাবতী ও নাগমতি একই চিতায় সহমৃতা হলেন। ইতিমধ্যে সুলতানও সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করে রাজপুতদের পরাস্ত করলেন। যুদ্ধে বাদল নিহত হল। আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেও শেষপর্যন্ত পদ্মাবতীকে না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন।

মূল কাহিনীর এই ট্রাজিক উপসংহার যে কোনো কারণেই হোক আলাওল রক্ষা করতে সমর্থ হন নি। আলাওল এক্ষেত্রে মূল থেকে পৃথক। গোরার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেনাপতি বাদল সসৈন্যে সুলতানের সম্মুখীন হলেন এবং রাজপুত সেনাদের বীরত্বের কাছে সুলতান পরাজিত হয়ে সৈন্যসহ পলায়ন করলেন। আইন-ই-আকবরীতেও পদ্মিনী উপাখ্যান প্রসঙ্গে সুলতানের পলায়ন বৃত্তান্ত আছে। রত্নসেন বাদলের হাতে সীমান্ত দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে চিতোরে ফিরে এসে অন্তঃপুরে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সঙ্গে কাটাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর মুখে দেবপালের দুরভিসন্ধির কথা শুনে রত্নসেন সসৈন্যে দেবপালের রাজ্যে এসে যুদ্ধ করলেন। দেবপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হলেন। কিন্তু আহত রত্নসেন রাজধানীতে ফিরে এসে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন। যথাসময়ে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে তাঁর দুই পুত্র হল। তারা যখন যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছরের তখন পূর্ব-আঘাতের বিষক্রিয়ায় রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী রত্নসেনের সঙ্গে একই চিতায়

সতী হলেন। মুমূর্ষু রত্নসেনের পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী রাজপুত বীর বাদল রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে দিল্লীতে সুলতানের কাছে নিয়ে গিয়ে রাজার মৃত্যুসংবাদ জানাল। রত্নসেনের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত সুলতান অনাথ পুত্রদ্বয়কে নানাবিধ সান্ত্বনা দিয়ে চান্দেরী ও মাড়োয়া রাজ্য দান করলেন। বাদলকেও অনেক রাজ্য উপহার দেওয়া হল। সুলতান ওদের সঙ্গে চিতোরে এসে কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে দিল্লী ফিরে গেলেন।

অবশেষে জায়সীর উপসংহার খণ্ডের প্রথম স্তবক অনুযায়ী জগতের নশ্বরতা এবং কীর্তির অবিনশ্বরতার উল্লেখ করে আলাওল পদ্মাবতী কাব্য সমাপ্ত করেছেন।

জায়সী ও আলাওলের তুলনা (অনুবাদ বিচারে)

'A translator is a traitor'—অনুবাদকর্ম সম্পর্কে এটা যেমন একপক্ষের ধারণা তেমনি রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—'মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মানানসই করে আঁট করা চলে না'—তখন এই পরস্পর বিরোধী ভাবনা দেখে স্পষ্টতই মনে হয় যে অনুবাদের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক—মূলের কাছাকাছি হলে তা আক্ষরিক অনুবাদ, দূরবর্তী হলে ভাবানুবাদ।

মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ কাব্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ও অমাত্যবর্গ। রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যের চর্চা হত। মূল রামায়ণ মহাভারত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ কর্মেও রাজারা উৎসাহ দিতেন। কবিত্বশক্তির জন্যে কৃত্তিবাসকে গৌড়েশ্বর উপহার দিতে চেয়েছিলেন, মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন, পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছুটি খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। পরবর্তীকালে কুচবিহার রাজসভায় রামায়ণ মহাভারতের প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল, বিষ্ণুপুর রাজসভায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র। বর্ধমান রাজসভায় রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে রাজাদের অর্থানুকূল্যে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল। অবশ্য রাজানুকূল্য ছাড়াও কবিদের ব্যক্তিগত আগ্রহেও রামায়ণ মহাভারত ভাগবত অনুবাদ কম হয় নি। তবে অধিকাংশ রাজসভায় ক্লাসিক চর্চা অনুবাদ কর্মেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মধ্যযুগের রাজন্যপোষিত অনুবাদকর্মের ইতিহাসে আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিদেরও একটা উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। এ ব্যাপারে আরাকান রাজসভার অনুবাদ কর্মের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়—

১. কবি এবং কবির পৃষ্ঠপোষক যেহেতু ধর্মমতে মুসলমান সেইজন্যে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি হিন্দু পুরাণ অনুবাদের পরিবর্তে সুফীধর্ম সংশ্লিষ্ট প্রেমকাহিনীর প্রতি মনোযোগ।

২. আরাকান বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় গৌড়ীয় সংস্কৃতি থেকে অনেকটা দূরবর্তী—এর ফলে প্রচলিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত আরাকান রাজসভায় লৌকিক প্রণয় কাহিনীচর্চার একটা স্বতন্ত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত আরবী ফারসী কাব্য ও কেচ্ছাকাহিনীর সঙ্গে ঐতিহ্যগত যোগাযোগ এখানকার অনুবাদ কর্মের বিষয়বস্তুতে নূতনত্ব এনেছিল।

৩. বাণিজ্যসূত্রে বহুজাতির সমাবেশে আরাকান বা রোসাঙ্গ নগর সেই সময় একটা কসমোপলিটন নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বহুভাষার চর্চা ও বহুমুখী সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের অভীপ্সা থেকেই জাগে অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ইচ্ছা। উত্তর প্রদেশের সঙ্গে আরাকানের আগের থেকেই রাজনৈতিক কারণেই যোগাযোগ ছিল। আরবী, ফারসী, মগ এবং বাংলাভাষার পাশাপাশি হিন্দী ভাষারও চর্চা আরাকানে হত। হিন্দী ভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী প্রণয় কাহিনীর প্রতি দেখা দিয়েছিল অমাত্যদের আগ্রহ। তার ফলে আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার অমাত্য আসরফ খাঁর নির্দেশে হিন্দী কবি সাধনের মৈনাসৎ অবলম্বনে দৌলতকাজি আরম্ভ করলেন সতী ময়নার অনুবাদ আর থদো মিন্তারের রাজত্বকালে অমাত্য মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল অনুবাদ করলেন একশো বছর আগে লেখা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্মাবৎ-এর।

পদ্মাবৎ কাব্য অনুবাদের উপলক্ষ সম্পর্কে আলাওল এ কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কিছু তথ্য জানিয়েছেন। একদিন গুণীজন পরিবৃত মাগন ঠাকুরের অমাত্যসভায় নানাবিধ কলাচর্চার আসরে পদ্মাবৎ কাব্যের কাহিনী শুনে পরম কৌতুকে মাগন আলাওলকে এই কাব্য অনুবাদের নির্দেশ দিলেন। হিন্দী কাব্য যেহেতু রোসাঙ্গের সকলে বোঝে না, তাই সকলের রসতৃপ্তির জন্যে বাংলা পয়ারে অনুবাদের জন্য মাগন ঠাকুর আলাওলকে অনুরোধ করলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাগন দৌলত-কাজির লোরচন্দ্রাণীর উল্লেখ করেছিলেন। লস্কর উজীর আসরফ খাঁর নির্দেশে দৌলত কাজী যেমন সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী অনুবাদ করেছিলেন আলাওলও তেমনি মাগনের নির্দেশে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করুন এটাই ছিল পৃষ্ঠপোষকের অভিপ্রায়। আলাওলও মাগনের আদেশ শিরোধার্য করে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হলেন।

অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আলাওলের কোন্ জাতীয় আদর্শ ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল সে সম্পর্কে কবি সুনিশ্চিত কোনো অভিমত না দিলেও একটি চরণে তার চকিত আভাস দিয়েছেন। কাব্যকাহিনী আরম্ভ করার ঠিক আগেই আলাওল জায়সীকে স্মরণ করে লিখেছেন—

এহি সুত্রে কবি মহম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি ॥

এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় আলাওল কোন্ জাতীয় অনুবাদের আদর্শে বিশ্বাসী। মূলের 'অনুরূপ' নয় 'প্রতিরূপ' রচনাই আলাওলের উদ্দেশ্য। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের হিন্দী কবি জায়সী সুফী ভাবনাকে অবলম্বন করে কিছুটা রূপকথার যাদু এবং কিছুটা ইতিহাসের মায়া দিয়ে যে অসামান্য প্রেমের কাব্য রচনা করেছিলেন একশো বছর পরে সুদূর আরাকানে অমাত্য সভায় বসে তাকে ঠিক হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করলে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা হয়তো থাকে কিন্তু স্বকালের ও স্বদেশের শ্রোতার প্রতি অবিচার করা হয়। এ ছাড়া যে পরিবেশে আলাওল অনুবাদ করেছিলেন সেই পরিবেশও স্বতন্ত্র। সুফী সাধক জায়সী কাব্য রচনা করেছিলেন যে সব সহমর্মী শ্রোতাদের জন্য তাঁরা এবং আলাওলের অমাত্য সভার শ্রোতারা ঠিক একশ্রেণীর নয়। জায়সী তাঁর কাব্যের প্রথমে যে বন্ধুবর্গের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে য়ুসুফ মালিক ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত যিনি শব্দের গূঢ় অর্থের প্রথম মর্মজ্ঞ বলে কবি জানিয়েছেন। আলাওল ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরও পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু যাদের জন্য আলাওলকে মাগন এই অনুবাদকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন তারা গল্প কাহিনীর রোমান্স-রসে যতখানি আগ্রহী, শব্দের গূঢ় অর্থ এবং তত্ত্বের মার্মিকতায় ততখানি কৌতূহলী বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আলাওলও জায়সী নন। জায়সী ছিলেন মূলত সাধক ও মরমী, আলাওল সামাজিক ও সাংসারিক, কবি হিসাবে জায়সী ছিলেন ভাববাদী, আলাওল ছিলেন বস্তুবাদী, জায়সী ছিলেন আগে কবি পরে পণ্ডিত, আলাওল ছিলেন আগে পণ্ডিত পরে কবি।

জায়সীর কাব্যের বিষয় 'প্রেম',—যে প্রেম রূপশ্রবণ মাত্র রাজাকে যোগী করে। সমস্ত সংসারবন্ধন থেকে মুহূর্তে ছিন্ন করে দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত করে, অবশেষে অনেক কৃচ্ছ্রসাধনা ও সত্যপরীক্ষার পর সাধনায় জয়ী হয়ে বাঞ্ছিতা লাভ হয়।

এই কাব্যকাহিনীকে পণ্ডিতেরা সুফীতত্ত্বের রূপক কাহিনী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পদ্মাবৎ কাব্যের পরিশিষ্টে একটি সন্দেহজনক স্তবকে এই কাহিনীর কষ্টকল্পিত রূপকার্থ বিশ্লেষণ করে চরিত্রগুলোর রূপক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে—

আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, এর বেশী আমরা আর কিছু বুঝি নি। ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চৌদ্দভুবন বর্তমান সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে। দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা রত্নসেন, হৃদয় হল সিংহল আর বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী বলে। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শুক। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ ঈশ্বরকে; নাগমতি হল মর্ত্যাসক্তি। এতে যার মন বাঁধা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান, আর সুলতান আলাউদ্দীন মায়া। এই ভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।

এই সন্দেহজনক স্তবকটি একমাত্র রামচন্দ্র শুক্লার ছাড়া আর কোনো সংস্করণে নেই। 'মান-এর ফারসী লিপির পাণ্ডু-

লিপিতেও এই স্তবকটি অনুপস্থিত বলে আলি আহসান জানিয়েছেন। এই রূপক ব্যাখ্যা যে পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের বানানো ব্যাখ্যা তার প্রমাণ স্তবকের প্রথমেই আছে। পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেই এই রূপকার্থটি বের হয়েছে। রূপক ধরে এগোলে পদ্মাবৎ কাব্যকাহিনীর অর্থ হবে এই রকম—

শুকগুরুর উপদেশে পদ্মাবতীরূপ প্রজ্ঞার সঙ্গে রত্নসেনরূপ মন প্রেমপন্থায় মিলিত হয়ে প্রথমে নাগমতিরূপ মর্ত্যবন্ধন এবং পরে আলাউদ্দীনরূপ মায়ার কবল থেকে মুক্তি লাভ করল, এই দেখানোই বুঝি এ কাব্যের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই ধরণের রূপকরেখা ধরে চললে অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর দেওয়া যাবে না। প্রথমত পদ্মাবতীকে যতোটা প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক বলা চলে ততোটা কি প্রজ্ঞার প্রতীক ভাবা যায়? দ্বিতীয়ত একই চিতাশয্যায় নাগমতি ও পদ্মাবতীর পুড়ে মরার অর্থ কি? তৃতীয়ত পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহের পর আবার তবে চিতোরে প্রত্যাবর্তন কেন? চতুর্থত রত্নসেন যে দেবপালের হাতে আহত হয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করলেন সে কিসের প্রতীক? গোরা বাদলকেই বা কোন্ প্রতীকে ধরতে হবে? বাস্তবিক রূপক অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে গেলে এই প্রেমকাহিনী নীরস হয়ে পড়বে। আলাওল প্রেমকাব্য রূপেই একে দেখেছেন, রূপকার্থ ধরে অনুবাদ করেন নি।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের থীম রূপকধর্মী নয়, নীতিধর্মী; অ্যালিগোরিক্যাল নয় এথিক্যাল, এবং তা সুফী প্রেমভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এ কাব্যে স্পষ্ট দুটি উপাখ্যান আছে—দুটোই ত্রিভুজ প্রেমের উপাখ্যান। একটি রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর প্রণয়কাহিনী, অপরটি আলাউদ্দীন-রত্নসেন-পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনী। একটিতে আছে প্রেমের সার্থকতা, অপরটিতে ব্যর্থতা। দুটো কাহিনী সংশ্লিষ্ট কিন্তু বিপ্রতীপ, শুকের মাধ্যমে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে রত্নসেন প্রণয় বিহ্বল হয়েছিলেন,—এক অপার্থিব বিরহবোধ তাঁকে যোগী করেছে। রাজ্য ত্যাগ করে আত্মক্ষয়ী যোগসাধনার দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে অনেক কৃচ্ছ্রসাধনার পর তিনি প্রেমসিদ্ধি অর্জন করে পদ্মাবতীকে লাভ করলেন। দ্বিতীয় কাহিনীবৃত্তে সুলতান আলাউদ্দীনও রাঘবচেতনের মুখে পদ্মাবতীর রূপের কথা শুনে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পদ্মাবতীর জন্য কোনোরূপ সাধনা করেন নি, তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। পদ্মাবতীকে জোর করে সৈন্যবলে ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। না পেরে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। রত্নসেনকে বন্দী করে দূতী পাঠিয়ে পদ্মাবতীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। দুটো কাহিনীকে পাশাপাশি রেখে জায়সী সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছেন, প্রেমকে পেতে গেলে সাধনা করতে হয়, বলের বা ছলের দ্বারা তা পাওয়া যায় না। শুকগুরুর পথনির্দেশে রত্নসেন যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, রাঘব চেতনের প্ররোচনায় আলাউদ্দীন প্রেমলুব্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সাধনার শক্তি ছিল না। ক্ষমতা পার্থিব,—তার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু অপার্থিব প্রেমকে অর্জন করা যায় না। সুলতান শেষপর্যন্ত চিতোর অধিকার করলেন বটে, কিন্তু পদ্মাবতী তাঁর অনায়ত্তই রয়ে গেল। এই তাৎপর্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা করলেই জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের যথার্থ মর্মস্থলটিকে স্পর্শ করা যাবে। আলাওলের অনুবাদে জায়সীর কাব্যকে এইভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে, কিন্তু আলাওলের জীবনদৃষ্টি যেহেতু আরও বেশী নৈতিক সেইজন্য অনুবাদ কাব্যটি শেষপর্যন্ত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়—এই ধরনের একটি নৈতিক ভাবনার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছে। জায়সী দেখিয়েছেন প্রেম সাধন শক্তির বলে অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং সাধনা ব্যতীত প্রেম ও সৌন্দর্যকে আয়ত্ত করতে পারে এমন ক্ষমতা দিল্লীশ্বরেরও নেই; আর আলাওল দেখিয়েছেন সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীকে দখল করতে এসে দুবার চিতোর আক্রমণ করলেন কিন্তু দুবারই ব্যর্থমনোরথ হলেন; প্রথমবার কপটসন্ধি করে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে গেলেন, আর দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করতে এসে বাদল ও রাজপুত সেনাদের হাতে পরাজিত হয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন। আলাওলের কাব্যে পদ্মাবতী ও চিতোর রাজ্য দুই-ই সুলতানের অনায়ত্ত রয়ে গেল,—এইভাবে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হল। সুতরাং মূলে আছে সাধনশক্তির জয়, অনুবাদে ধর্মাদর্শের জয়।

আলাওলের এই নৈতিক ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য কাহিনী পরিণামের ক্ষেত্রেও একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। মূলে আছে একটি সফল প্রণয়াভিযানের কাহিনীবৃত্ত,—এর নায়ক রত্নসেন, নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়িকা নাগমতি। দ্বিতীয়াংশে আছে একটি বিফল প্রেমাভিযানের প্লট, যার নায়ক রত্নসেন, নায়িকা পদ্মাবতী এবং প্রতিনায়ক

আলাউদ্দীন। কাব্যটি শেষ হয়েছে নায়কের মৃত্যুতে. নায়িকা ও প্রতিনায়িকার সহমরণে এবং প্রতিনায়কের ক্রোধ ও চিতোর ধ্বংস উপলক্ষে রাজপুতবীরদের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ এবং রাজপুত রমণীদের জহরব্রত অনুষ্ঠানে। মূলের এই ট্রাজিক পরিণাম কিন্তু অনুবাদে রক্ষিত হয় নি। অনুবাদে এর পরিবর্তে আছে রাজপুত সেনাদের কাছে সুলতানের পরাজয় ও আলাউদ্দীনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। রত্নসেনের মৃত্যুর পর পদ্মাবতী ও নাগমতি সহমৃতা হলে অনাথ রাজপুত্রদ্বয়কে নিয়ে সেনাপতি বাদল সুলতানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুলতান আলাউদ্দীন রত্নসেনের মৃত্যুসংবাদ শুনে প্রভূত অনুশোচনা ও বিলাপ করে পুত্রদ্বয়কে আশ্রয় দিয়েছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত আলাউদ্দীন ইন্দ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে চান্দেরী ও মাড়োয়া রাজ্য দান করে অনেক উপহার দিলেন। বাদলকেও রাজ্যখন্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হল। অতঃপর সুলতান চিতোরে গিয়ে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। কিছুকাল পর আলাউদ্দীন দিল্লী ফিরে গেলেন।

মূলে পদ্মাবৎ কাব্যের প্রথম পর্বের শেষে নাগমতি ও পদ্মাবতীর গর্ভে নাগসেন ও কমলসেন নামে রত্নসেনের পুত্র-জন্মের উল্লেখ থাকলেও তাদের পরিণাম সম্পর্কে জায়সী কিছুই বলেন নি, কারণ মূলের বক্তব্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের প্রসংগ অবান্তর। কিন্তু আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের পরিণামকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি অতিরিক্ত অধ্যায় যোগ করেছেন। আলাওল ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এই সুযোগে সুলতানের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা এবং রত্নসেনের পুত্রদ্বয়কে রাজ্যদান উপলক্ষে অপরাধ ক্ষালনেরও একটা অবকাশ দিয়েছেন। সুলতানের সংগে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের মৈত্রী এবং সন্ধি ইতিহাসেও ঘটে নি, মূল কাব্যেও নেই। এই অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক ঘটনা সংযোজনের মধ্য দিয়ে আলাওলের একটি আদর্শবাদী দৃষ্টিভংগী প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়। জায়সী কাব্যপরিণামে দেখিয়েছেন যুদ্ধ এবং ধ্বংস, আলাওল দেখিয়েছেন মৈত্রী এবং শান্তি। জায়সী কাব্যের শেষে দেখালেন পার্থিক ক্ষমতা যত প্রবলই হোক তা প্রেম ও সৌন্দর্যকে অধিকার করতে পারে না, শুধু বিরোধ এবং ধ্বংসকেই প্রবল করে তোলে। আর আলাওল দেখালেন প্রেম এবং মৈত্রীর মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধ জায়সীর কাব্যে শেষপর্যন্ত রয়ে গেল, কিন্তু আলাওলের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সুলতানের সংগে রাজপুতের সন্ধি ও মৈত্রীতে এই বিরোধের অবসান ঘটল। মূল ও অনুবাদের মধ্যে শতবর্ষের এই ব্যবধানের ফলেই কি এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল? জায়সী যখন কাব্যটি রচনা করছেন তখন দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে মোগল পাঠানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; সেযুগ সংঘাতের যুগ। সুফী কবি জায়সী সে যুগে বসে দেখিয়েছেন প্রেমের ক্ষেত্রে ক্ষমতার নিষ্ফলতা। ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে গড়া একটি অনৈতিহাসিক উপাখ্যান অবলম্বন করে জায়সী দেখালেন ক্ষমতার দ্বারা রাজ্য পদানত করা যায় কিন্তু প্রেম লাভ করা যায় না, তার জন্য সাধনা করতে হয়। আর আলাওল যখন কাব্যটি অনুবাদ করছেন তখন আকবরের দীন-ইলাহি ধর্মের শ্রেষ্ঠ উত্তর সাধক শাহজাদা দারা-শিকোহ্ দুই সাগরের মিলনের স্বপ্ন দেখছেন,—সুতরাং সেই যুগে সুদূর আরাকানে বসে সুফী কবিরূপে আলাওল যদি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীকে আদর্শ করে তাঁর অনুবাদ শেষ করে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে?

আলাওলের এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনুবাদকাব্যের রসপরিণাম মূলের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জায়সীর কাব্যের ট্রাজিক রস অনুবাদে অনুপস্থিত। পরিশিষ্ট খন্ডটি যোজনার ফলে আলাওলের অনুবাদ মেলোড্রামাটিক হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মূলের ভাবটিকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে তার মাপসই করে আটকরা চলে না, মানানসই করে নিতে হয়। আলাওলের অনুবাদেও হিন্দী কাব্যকে বাংলায় রূপান্তরকালে পরিবর্জন, পরিবর্তন, সংযোজন, সংক্ষেপীকরণ এবং বিস্তৃতিসাধন করা হয়েছে। ব্যাপারগুলি সন্ধানদেশে লক্ষ করা যাক—

১. পরিবর্জন ॥ আলাওল জায়সীর কাব্যের নিম্নলিখিত খন্ডগুলিকে বর্জন করেছেন—

ক) সাত সমুদ্র খন্ড

খ) নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ড

গ) স্ত্রী ভেদ খণ্ড

ঘ) বাদশাহ ভোজ খণ্ড

ঙ) উপসংহার খণ্ড

এছাড়া আলাওল প্রায়ই জায়সীর তত্ত্বমূলক দোহাগুলি বাদ দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

২. সংযোজন ॥ আলাওল জায়সী-বহির্ভূত নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি যোজনা করেছেন—

ক) স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত রোসঙ্গবর্ণনা, মাগন প্রশস্তি, আত্মপরিচয়, কাহিনীসংক্ষেপ ইত্যাদি

খ) চৌগান খণ্ড

গ) শাস্ত্র তত্ত্ব খণ্ড

ঘ) পদ্মাবতী কপট দৌত্য খণ্ড

ঙ) খিল খণ্ড

তাছাড়া আলাওল কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্বরচিত গীত সংযোজন করেছেন।

৩. সংক্ষেপীকরণ ॥ জায়সীর কাব্যের বর্ণনা-বিস্তার অন্তত দুটি ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হয়েছে—

ক) নাগমতির বারমাসী বর্ণনা

খ) পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে বিস্তারিত রূপবর্ণনা।

৪. বিস্তৃতিসাধন ॥ আলাওলের অনুবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলের ব্যাখ্যা ও বিস্তার—

ক) কাকনুছ পক্ষীর বিবরণ—সুফীসাধক আত্তারের পক্ষীবিবরণ গ্রন্থ অনুযায়ী প্রসঙ্গ বিস্তার

খ) পদ্মাবতী-রত্নসেন বিবাহ খণ্ডে হিন্দু বিবাহ ও বঙ্গীয় লোকাচারের বিস্তারিত বর্ণনা

গ) গমনা প্রথার বিবরণ—মাগনের অনুরোধে রাজপুত সামাজিক প্রথার বিশ্লেষণ

ঘ) গোরা বাদল যুদ্ধবর্ণনা—মূলের তুলনায় যুদ্ধ বর্ণনায় আতিশয্য ও অতিবিস্তার

৫. পরিবর্তন ॥

ক) ঘটনা-পরিণামগত পরিবর্তন। ট্রাজেডি থেকে মেলোড্রামায় রূপান্তর।

খ) চরিত্রগত পরিবর্তন। নামে রূপে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে।
সমুদ্র কন্যা—লক্ষ্মী > পদ্মাবতী ; আলাউদ্দীনের সেনাপতি—সরজা > শ্রীজা ; রত্নসেনের পুত্রদ্বয়—নাগসেন ও কমলসেন > চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। শুকপাখী হিরামন > হীরামণি ; গোরা বাদল > গোরা বাদিলা ; গোরা ও বাদলের মধ্যে মূলে খুড়ো ভাইপো সম্পর্ক, অনুবাদে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। মূলে অধিকাংশ চরিত্র রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত, অনুবাদে চরিত্রগুলি লৌকিক কিন্তু আদর্শায়িত।

গ) দেশগত ও কালগত পরিবর্তন। মূল কাব্যের ভৌগোলিক ভূখণ্ড উত্তরপ্রদেশ এবং সময় শেরশাহের রাজত্বকাল। অনুবাদকাব্যটি শাজাহানের রাজত্বের শেষভাগে প্রত্যন্তবঙ্গে বসে লেখা। উভয় কাব্যের সমাজ পরিবেশ পৃথক। কাল-ব্যবধানেরও চিহ্ন ধরা পড়েছে অনুবাদে।

ঘ) রচনারীতিগত পরিবর্তন। মূল কাব্যে আছে দোহা চৌপাই সমন্বিত পদরীতি আর অনুবাদে আছে বর্ণনাধর্মী পাঁচালীরীতি। একটি রীতি আর একটি রীতির থেকে স্বতন্ত্র।

পূর্বোক্ত পরিবর্জন-সংযোজন-পরিবর্তন-সংক্ষেপীকরণ ও বিস্তৃতিসাধনের সূত্রে উভয় কবির কাব্যের তুলনা করলে তাঁদের মানস প্রকৃতি এবং রচনাভঙ্গীর পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফারসী কাব্য ও হিন্দী প্রণয়কাব্যের ঐতিহ্যানুসারী জায়সীর কবিকল্পনা মূলত রোমান্টিক এবং অনেকাংশে মিস্টিক। সাধক কবিরূপে প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভব এবং রোমান্টিক নিসর্গদৃষ্টি তাঁর কাব্যে লৌকিক-অলৌকিকের এক অসাধারণ সৌন্দর্য মায়া রচনা করেছে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যজাতীয়

বাংলা আখ্যানকাব্যের ধারানুসারী আলাওলের বর্ণনা অনেকক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী। এরফলে পদে পদে জায়সীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও আলাওলের মানসবিহার জায়সীর মতো এতখানি সমুচ্চ নয়। জায়সীর বর্ণনারীতিতে সংস্কৃতকাব্যের মতো ধ্রুপদী-ভংগী থাকলেও মাঝেমাঝেই ফারসী কবিদের মতো অতীন্দ্রিয় রহস্যে ঘেরা এমন এক ভাবের আকাশ খুলে যায় যা প্রায়ই আলাওলের অনুবাদের মধ্যে থাকে না; সেক্ষেত্রে অনুবাদ হয়ে ওঠে নিরেট তথ্য বিবরণেপূর্ণ। আলাওলের প্রকৃতি বর্ণনায় নিসর্গের বস্তুপুঞ্জসমাবেশ যতখানি তথ্যের আমদানী করে ততটা তত্ত্বসংকেতে ভাববাহী হয়ে ওঠে না। পদ্মাবতীর পূর্বরাগ বর্ণনায় আলাওলের রচনা যতোটা বিবেচক ও সাংসারিক ততোটা চিত্তবৈপ্লবিক নয়। শুকমুখে রত্নসেনের কথা শুনে জায়সীর পদ্মাবতীর যেন জন্মান্তর সৌহাদ্য স্মরণে চিত্তজাগরণ হল; অন্যদিকে আলাওলের পদ্মাবতী রত্নসেনের কুলপরিচয় ও বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে কৌতূহলী। জায়সী যেখানে মরমী ও রোমান্টিক আলাওল সেক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংসারিক; তাঁদের কবিকল্পনা ও রচনাভংগীও তদনুযায়ী।

রচনারীতিতে জায়সী ধ্রুপদী কাব্যের ভংগী অনুসারী। বর্ণনার সমারোহ, উপমার প্রাচুর্য, রূপক ও প্রতীকের প্রাধান্য, দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষ, চৌপাই ও দোহার সুষম সমাবেশে সমানুপাতিক স্তবক বিন্যাস এবং ফারসী মসনবী রীতিতে হিন্দী স্তবকসজ্জার ধারাবাহিক অনুবর্তন তাঁর কাব্যকে এপিক ও রোমান্সের মধ্যবর্তী স্তরে নিয়ে এসেছে। আলাওল মংগল কাব্যের মতো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালী বর্ণনার যে বিবরণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন তা আখ্যান বর্ণনার উপযোগী হলেও জায়সীর পদরীতি থেকে স্বতন্ত্র। আলাওল কাহিনী-কথনের ঝোঁকে জায়সীর বর্ণনার ঐশ্বর্যকে অনেকক্ষেত্রে বর্জন করেছেন, তার ফলে জায়সীতে স্তবকগুলি ছিল 'কথার তাজমহল,' আলাওলের অনুবাদে তা অনেকক্ষেত্রে জৌলুশহীন হয়ে পড়েছে। আলাওল জায়সীর নাগমতির বারমাসীকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে মংগলকাব্যের বারমাস্যা করে ফেলেছেন। নাগমতির বারমাসী বর্ণনায় জায়সী নিসর্গ রক্তিমার সংগে বিরহিণীর রক্তাশ্রুকে মিশিয়ে যে অসামান্য রূপলোক নির্মাণ করেছেন আলাওলের অনুবাদে তা নিছক বারমাসের সংক্ষিপ্ত বিরহ বর্ণনার তালিকায় পর্যবসিত। আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায় জায়সীর রাঘব চেতনও যেন কবি হয়ে উঠেছে। কাহিনী কথনের ঝোঁকে আলাওল সেই ধ্রুবদী বর্ণনা-মালাকে একটি গীতিকবিতার মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। এর ফলে পদ্মাবতী-রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ হয়তো এড়ানো গেছে কিন্তু কথাশিল্পের কারুকার্যগুলি বাদ পড়েছে। জায়সীর বর্ণনা-বিস্তারকে সংক্ষিপ্ত করার সময় আলাওল প্রায়ই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশের সময় সেই বিবেচনা বজায় রাখেন নি। জায়সীর তত্ত্বকথাকে তিনি প্রায়শই বর্জন করেছেন, তার বদলে তথ্যসমাবেশে কাব্যকে ভারী করেছেন। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভ আলাওল ত্যাগ করতে পারেন নি।

জায়সী পণ্ডিত কবি হলেও ভাষারীতিতে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য দেখান নি। তিনি তৎকালীন লোকপ্রচলিত আওধী হিন্দীতে যেভাবে কাব্যটি রচনা করেছেন তাতে ভাষার সচলতা ও সরসতা বজায় আছে। সংস্কৃত ও আরবী ফারসীতে প্রচুর দখল সত্ত্বেও তিনি অবধী লোকভাষাতেই কাব্য রচনা করেছিলেন। দেশীয় হিন্দী ভাষার প্রতিই ছিল তাঁর অনুরাগ। তিনি ফারসী বেহেস্ত্ বা আরবী কোরান্ না লিখে হিন্দীতে কবিলাস ও পুরাণ লিখেছেন। পূর্ববর্তী হিন্দী কবি মোল্লা দাউদ ও কুতুবনের মতোই তিনি লৌকিক ভাষারীতিরই পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে তুলসীদাসের সংগে জায়সীর প্রধান পার্থক্য এই যে, রামচরিতমানস যেখানে সন্ধিসমাসবহুল তৎসম শব্দপ্রধান, জায়সী সেক্ষেত্রে লোকভাষা ও তদ্ভব শব্দের অনুরাগী। আলাওলও জায়সীর মতো তাঁর অনুবাদে যতদূরসম্ভব আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার বর্জন করেছেন। তিনিও জায়সীর মতো কবিলাস ও পুরাণ লিখেছেন, কিন্তু ভাষাব্যবহারে দুজনের দৃষ্টিভংগী ছিল ভিন্ন। লোকভাষার প্রতি অনুরাগ বশত জায়সী আরবী ও ফারসী শব্দ বর্জন করেছেন, আর সংস্কৃত ভাষার প্রতি আসক্তির জন্য আলাওল বিদেশী শব্দব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন। জায়সীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দকে ধার করলেও ভাষারীতিতে আলাওল ছিলেন সংস্কৃতপন্থী। একই স্তবকের অনুবাদে জায়সী যেখানে 'ফুল,' 'কাঁটা' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার করেছেন আলাওল সেক্ষেত্রে লিখেছেন—'পুষ্পেত কণ্টিকা'। জায়সীর পাণ্ডিত্য যেখানে কাব্যের অলঙ্কার হয়েছে, আলাওলের ক্ষেত্রে তা বোঝা

হয়ে পড়েছে।

জায়সীর উপমালোকের বিশিষ্টতা শব্দশ্লেষের অর্থঘন গূঢ়তায়—সেখানে শব্দগুলি প্রায়শ দ্ব্যর্থক এবং রূপকার্থময় হয়ে লৌকিক ও অলৌকিকের সেতু রচনা করে। আর অর্থালংকারের ক্ষেত্রে মালোপমা এবং সাঙ্গরূপকের ব্যবহারগুলি ভাবের আকাশে নীহারিকার মতো একত্রিত হয়ে কখনও অলৌকিক ছায়াপথ রচনা করে কখনও বা উপমার নক্ষত্রগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল বা কালপুরুষের মতো সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। আলাওল কাহিনী কথনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই জায়সীর অর্থগূঢ় শব্দশ্লেষকে যেমন বর্জন করেছেন তেমনি সাঙ্গরূপকের অতি আলংকারিকতাকে বাহুল্য বিবেচনায় ত্যাগ করেছেন। আলাওলের ব্যবহৃত অলংকারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা-কাব্যের প্রথাগত উপমা। তা বহুব্যবহৃত এবং গতানুগতিক। আলাওলের উদ্দেশ্য ছিল জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যকে বাংলা পাঁচালীর আকার দেওয়া। তাই প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর প্রথাগত ছন্দোরূপের মধ্যেই জায়সীর স্তবকগুলিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পয়ার ছন্দে পাঁচালী রচনার বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে জায়সীর দোহা চৌপাই সমন্বিত পদরীতির মূলগত প্রভেদ। জায়সীর স্তবকবিন্যাসে যে নিটোল শিল্প সুষমা বর্তমান আলাওলের বিবৃতিধর্মী পাঁচালী রীতিতে তাকে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। জায়সীর তত্ত্বাশ্রিত দোহা অংশগুলি প্রায়শ বর্জন করে আলাওল বাংলা রূপান্তরে কাহিনীকথন রীতিকে অবলম্বন করেছেন। এরফলে ষোড়শ পংক্তিবিশিষ্ট মূলের সপ্তচরণের সাতনরী হারের মালাগুলি যদিও বা বাংলা অনুবাদে কোনোক্রমে কমবেশী টিঁকে আছে, কিন্তু দোহা অংশের মুক্তোগুলি অনেকক্ষেত্রে বাদ গেছে। আসলে জায়সীর পদ-স্তবকগুলিকে পদাবলীর রূপ দিলেই হয়ত সঠিক রূপান্তর হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পদমালার আকারে খণ্ডগুলোকে পরিবেষণ করলে সম্ভবত এর সঠিক চরিত্র রূপটি ধরা যেত। আলাওল পাঁচালীর একঘেয়ে রীতির মধ্যে মাঝে মাঝে গীত রচনা করে আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন,—এবং রাগচিহ্নিত সেই পদগুলি পড়লেই বোঝা যায়, এই মৌলিক পদগানগুলিই এ কাব্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ। সংগীত-প্রিয় আলাওলের প্রতিভা মূলত গীতি-প্রতিভা, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভে এবং সারাজীবন ফরমায়েসী অনুবাদ করে তিনি নিজের সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

সবশেষে জায়সী ও আলাওলের তুলনাটিকে কয়েকটি সাদৃশ্য ও পার্থক্যসূত্রে নিবদ্ধ করা যেতে পারে—

১। জায়সী ও আলাওল দুজনেই ছিলেন ধর্মমতে সূফী মুসলমান। প্রথমজন ছিলেন চিশ্তি সম্প্রদায়ভুক্ত, দ্বিতীয়জন কাদেরি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

২। আলাওল জায়সীর মতোই কাব্যকাহিনীর আরম্ভে স্তুতিখণ্ডের মধ্যে রসুল বন্দনা, হজরত মহম্মদ ও চারজন পীরের বন্দনা করেছেন।

৩। প্রেমই উভয়ক্ষেত্রে মুখ্য উপজীব্য। যে প্রেম রাজাকে যোগী করে, দুঃসাহসিক অভিযানে ব্রতী করে এবং পরিশেষে সার্থক হয়।

৪। মূল ও অনুবাদে দুটি কাহিনীবৃত্ত বর্তমান—একটিতে আছে যোগসিদ্ধ রাজার সফল প্রণয়াভিযান, অপরটিতে আছে সাধনাহীন সুলতানের বিফল প্রেমাভিযান। প্রথম প্লটে আছে একজন পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়টিতে আছে একজন নারীকে নিয়ে দুই ঐতিহাসিক পুরুষের সংঘাত। শেষপর্যন্ত তৃতীয় এক প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের সঙ্গে দ্বৈরথ দ্বন্দ্বে নায়কের মৃত্যু এবং নায়িকাদ্বয়ের সহমরণ।

৫। অপ্রধান চরিত্রগুলিতে নাম ও সম্পর্কগত কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি মূল ও অনুবাদে এক। রত্নসেন এ কাব্যের নায়ক, আলাউদ্দীন ও দেবপাল প্রতিনায়ক, পদ্মাবতী ও নাগমতি নায়িকা ও প্রতিনায়িকা, গোরা-বাদল প্রধান দুই সেনাপতি, শুকপাখী দূত, রাঘবচেতন শঠ, গন্ধর্বসেন ও চিত্রসেন যথাক্রমে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের পিতা, কিন্তু রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের নাম মূলে নাগসেন ও কমলসেন কিন্তু অনুবাদে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন।

৬। আলাওল জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অধিকাংশ খণ্ডেরই অনুবাদ করেছেন। পদ্মাবৎ কাব্যের ৫৮টি খণ্ডের মধ্যে ৫৩টি খণ্ড আলাওলের অনুবাদে আছে। ৫টি খণ্ড বর্জিত। ফারসী মসনবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যের একটানা

ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আলাওল অনুবাদটি সম্পন্ন করেছিলেন। অবশ্য খণ্ড পরিকল্পনা জায়সী বা আলাওল কারোরই নয়, পরবর্তীকালের সম্পাদকদের।

৭। বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওলের কাব্যে অনেকগুলি হিন্দী শব্দের সন্ধান মেলে যেগুলি এসেছে সরাসরি জায়সীর কাব্য থেকে। যথা আনট, আরগুজা, কুঞ্জি, খুম্ভী, গরগজা, ঘোঘট, দোহাগ, ধোরাহর, বসিঠ ইত্যাদি। জায়সীর মতোই আলাওল আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করেছেন। কোরানের বদলে লিখেছেন পুরাণ এবং বেহেস্ত এর পরিবর্তে লিখেছেন কবিলাস। অবশ্য দুজনের ভাষারীতি ছিল ভিন্ন। একজন ছিলেন হিন্দী লোকভাষার পক্ষপাতী আর অন্যজন ছিলেন সংস্কৃতের অনুরাগী।

এবার জায়সী ও আলাওলের পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করা যাক—

১। জায়সী ছিলেন কবিদৃষ্টিতে মরমী, প্রেমভাবনায় রোমান্টিক এবং বর্ণনারীতিতে ধ্রুপদী। আলাওল ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গীতে সামাজিক, প্রেমভাবনায় সাংসারিক এবং বর্ণনারীতিতে রিয়ালিস্টিক।

২। জায়সী ও আলাওল দুজনেরই কাব্যই ethical, কিন্তু জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে আছে সাধনার ethics, আর আলাওলের অনুবাদে আছে ধর্মাধর্মের সাংসারিক ও সামাজিক নীতিবোধ।

৩। জায়সীর কাব্যের প্লট দুটি ত্রিভুজ প্রেমের প্লট—একটি ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যায় তার আরম্ভ, আর এক ত্রিভুজ প্রেমের সমস্যায় তার সমাপ্তি। আলাওল দ্বিতীয় ত্রিভুজ প্রেমের প্লটের সঙ্গে যোগ করেছেন পুত্রদের পরিণাম-কাহিনী।

৪। জায়সীর চরিত্রগুলি রোমান্সধর্মী হয়েও জীবন্ত, আর আলাওলের চরিত্রগুলি লৌকিক হয়েও আদর্শায়িত।

৫। জায়সীর কাব্যপরিণাম ট্রাজিক, আলাওলের কাব্যের রসপরিণতি মেলোড্রামাটিক।

৬। জায়সীর ভাষাভঙ্গী একদিকে যেমন অর্থগূঢ় অপরদিকে তেমনি আড়ম্বরপূর্ণ ; আলাওলের কাব্যভাষা বিবৃতিধর্মী, গীতাংশ ব্যঞ্জনাময়।

৭। বিষয়বস্তুতে এক হলেও মূল ও অনুবাদের আঙ্গিকরীতি স্বতন্ত্র। মূলে আছে চৌপাই-দোহার পদরীতি, আর অনুবাদে আছে পয়ার-ত্রিপদীর পাঁচালী-রীতি। এক রীতি দিয়ে অপররীতিকে ধরা যায় না।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে প্রধান ঐক্য হল দুজনেই প্রেমপন্থী সুফী এবং ধর্মভাবনায় অসাম্প্রদায়িক। জায়সী একটি অমর প্রেম ও সৌন্দর্যের কাহিনী রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং আলাওলও সেই প্রেমের কথাতে আকৃষ্ট হয়েই এই কাব্য অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে দুজনের মধ্যে দেশগত, কালগত ও ব্যক্তিগত ব্যবধান থাকায় মূল ও অনুবাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও একথা মানতে হয় জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অধিকাংশ খণ্ডের প্রত্যেকটি স্তবক ধরে ধরে আলাওল যেভাবে অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন এমনটি মধ্যযুগের আর কোনো বাঙালী কবি করেন নি।

আলাওলের পাণ্ডিত্য

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল 'কবি' সম্পর্কে একটি বিদগ্ধ মন্তব্য করেছেন—

কাব্য সিন্ধু শব্দ মুক্তা কবি সে ডুবারু।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচারু ।। (শাস্ত্র তত্ত্ব খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)

অর্থাৎ আলাওলের মতে কবি হলেন সেই ডুবুরী যিনি কাব্যসমুদ্রের জলতল থেকে শব্দমুক্তা আহরণ করে মনোহর রত্ন রচনা করেন। এর জন্য অনেক যত্নের প্রয়োজন হয়। সেই যত্নের নাম হল পরিশীলন। আলাওল স্বভাবকবিত্বে বিশ্বাসী নন। রাজসভার কবি হিসাবে তিনি আয়াসসিদ্ধ কবিত্বে আস্থাশীল। মুসলমান কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় scholar poet. এ সম্পর্কে ডঃ শহীদুল্লাহ তাঁর পদ্মাবতী কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাস্তবিক তাঁহার সমান পণ্ডিত কবি সে যুগে আর কেহই ছিলেন না'।

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের পাণ্ডিত্য নানাদিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যে অমাত্যসভায় শোনানোর জন্য কাব্যটি রচিত হয়েছিল সেটি বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের সভা। এ সভার মধ্যমণি মাগন ঠাকুর ছিলেন নানাবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি বাংলা, হিন্দী, আরবী, ফারসী, বর্মী ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। এ ছাড়া ভেষজ ও যাদুবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সভাতে নৃত্য গীতের চর্চা হত বলে আলাওল উল্লেখ করেছেন। অলংকার শাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্রও তাঁর অধিগত ছিল। সুতরাং এই সুধীজনসভায় পদ্মাবতী কাব্য পরিবেষণ করতে গিয়ে আলাওল বেশ কিছুটা পাণ্ডিত্য সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। ভণিতায় একাধিক ক্ষেত্রে আলাওলের এই পাণ্ডিত্য-সচেতনতার পরিচয় আছে। গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশংকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে আলাওল এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তাঁর বিশেষ আশংকা ছিল যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করলে যদি এ কাব্য গুণীজনসভায় উপেক্ষিত হয়! এ জন্য সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পরীক্ষা উপলক্ষে সংগীত শাস্ত্র আলোচনা প্রসংগে সংগীত দর্পণ এবং সংগীত দামোদরের মতামত উল্লেখ করে কবি বলেছেন—

ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে।
পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে॥
না কহিলে দোষ হয় কহিতে বাসি ডর।
তেকারণে কহি কথা সুধীর গোচর॥ (শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)

আবার রত্নসেনের সভায় নটীদের নৃত্যবর্ণনা প্রসংগে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশংকা সত্ত্বেও কবি সভাপণ্ডিতদের ভয়ে নৃত্য-শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে যে বাধ্য হয়েছেন সে সম্পর্কে লিখেছেন—

কহিতে নৃত্যের কথা বহুল বাড়য় পোথা
না কহিলে শান্ত নহে মনে।
অল্প না কহোঁ যবে বলিব পণ্ডিত সবে
এই কবি সংগীত না জানে॥ (রাজা-বাদশাহ যুদ্ধখণ্ড পৃঃ ৩০০)

এর ফলে সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা যেমন আরাকান রাজসভায় আলাওলের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে পর্যবসিত হয়েছে তেমনি চিতোর আক্রমণের নাট্যমুহূর্তে রত্নসেনের সভায় নটীদের নৃত্যবর্ণনা মূলে মরণের মুখে জীবন রসভোগের যে উত্তেজনা বহন করে আলাওলের সংগীতশাস্ত্রচর্চার পাণ্ডিত্য-শুষ্কতায় তা অনেকখানি অন্তর্হিত হয়েছে। সমকালীন শ্রোতাদের বিশেষতঃ মাগনের কৌতূহল-নিবৃত্তি করতে গিয়ে অন্তত দুবার আলাওলকে মূল কাহিনী থেকে সরে এসে অন্য বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। রত্নসেনের আত্মাহুতি দানের বিবরণ প্রসংগে সূফী কবি আত্তারের কাকনুছ পক্ষীর বিবরণে এবং বাদলের গউনা আগমন প্রসংগে রাজপুত সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যায়।

আলাওলের অনুবাদকর্মের উপর অমাত্যসভার জ্ঞানানুশীলন কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে কবির পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের লোভও কম ছিল না। আলাওল যে কবির কাব্য অনুবাদ করেছিলেন সেই মালিক মুহম্মদ জায়সীরও পাণ্ডিত্য কিছু কম ছিল না; হিন্দুপুরাণ, শাস্ত্র, যোগাচার, জ্যোতিষ, দেশাচার, উৎসব, লোকসংস্কার সমস্ত কিছুই তাঁর আয়ত্তগম্য ছিল। অনেকসময় যা আলাওলের পাণ্ডিত্য বলে মনে হয় মূলের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে তা অনুবাদকের নয় মূল কবিরই উদ্ভাবন। যথা, রত্নসেনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে যোগিনী বিদ্যার বিস্তারিত তালিকা অথবা যুদ্ধখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার অশ্বের নানা প্রদর্শনী। এগুলি মূলত আলাওলের নয়, জায়সীরই পাণ্ডিত্য নিদর্শন। কিন্তু জায়সীর পাণ্ডিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বৈদগ্ধ্যের সংগে এবং ঔচিত্যবোধের সংগে এমনভাবে মিশে আছে যে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না। কিন্তু আলাওলের পাণ্ডিত্য অনেকসময় এমন অবান্তরভাবে এসে পড়ে এবং অসংগতরকম স্থান জুড়ে বসে যে তা কাব্যের ক্ষেত্রে বোঝা হয়ে ওঠে। এর ফলে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় ঠিকই কিন্তু কবিত্ব মাঠে মারা যায়। আলাওলের বহুমুখী পাণ্ডিত্যের মধ্যে ছন্দোশাস্ত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে মাগন নামের ব্যাখ্যায়। পিংগলের ছন্দোশাস্ত্র থেকে গণাদিক্রমে অষ্টগণের উল্লেখ করে মাগন নামের ব্যাখ্যা যতখানি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন

ততখানি ঔচিত্য-প্রকাশক নয়। পদ্মাবতীর কাছে রত্নসেনের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে শুকের মুখে আলাওল হিন্দু পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—

রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ ভাণ
ধার্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির।
দানে মানে কর্ণগুরু বুদ্ধি জিনি সুরতরু
জম্বুদ্বীপে সেই এক বীর॥ (পদ্মাবতী শুক মিলন খণ্ড, পৃঃ ১০৬)

জায়সী তাঁর কাব্যে ইতস্তত অনেক পৌরাণিক নাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রত্নসেন-রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্তমান নামাবলিটি আলাওলের নিজস্ব।

যোগীখণ্ডটি যদিও জায়সীর অনুসরণ, কিন্তু একটি বিস্তৃত স্তবক জুড়ে আলাওল যেভাবে যোগশাস্ত্র আলোচনা করেছেন সেটি মূল বহির্ভূত এবং অনুবাদকের যোগতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর অনুধ্যানের পরিচয়। স্তবক শেষে আলাওল মন্তব্য করেছেন—

বিরচি কহিল সব যোগের লক্ষণ।
পুস্তক বিশাল হয় শুন মহাজন॥ (যোগী খণ্ড, পৃঃ ৮৭)

সিংহল রাজসভায় রত্নসেনের পরীক্ষা দান প্রসঙ্গটি আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের সবচেয়ে বড় মৌলিক অংশ। এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমটি চৌগান খণ্ড, দ্বিতীয় শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড। উক্ত খণ্ড দুটিতে আলাওল তাঁর শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য এবং অশ্ব চালনার অভিজ্ঞতা যেন উজাড় করে দিয়েছেন। 'শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান' এবং 'সংগীত পুরাণ বেদ তর্ক অলংকার' ইত্যাদি বিবিধ বিষয় অবলম্বনে শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডটিতে আলাওল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অবকাশ তৈরী করেছেন। এর মধ্যে আবার বিশেষ জোর দিয়েছেন ছন্দশাস্ত্র ও সংগীত শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। এখানেও পিংগলের ছন্দশাস্ত্র থেকে চৌষট্টি প্রকার ছন্দ ও অষ্ট মহাগণের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী অষ্টনায়িকা ভেদ এবং শুভংকরের সংগীত দামোদর ও শার্ঙ্গদেবের সংগীত দর্পণের উল্লেখসহ বাদ্যশাস্ত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। ইতিপূর্বে চৌগান খণ্ডটিতে অশ্বক্রীড়া বিশেষত চৌগান বা পোলো খেলার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তা কতখানি শাস্ত্রলব্ধ এবং কতখানি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ তা গবেষণার বিষয়।

পদ্মাবতী কাব্যে ছন্দশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সংগীতশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং অশ্বচালন ইত্যাদি বহুমুখী বিদ্যার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি উপমা ও বর্ণনায় রামায়ণ, মহাভারত ও হিন্দু পুরাণ সম্পর্কে কবির বিচিত্র জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে—

১। রামায়ণ থেকে—ক) ভাই হোন্তে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন।
ঘর ভেদে লংকা নষ্ট মৈল রাবণ॥ (রত্নসেন বিদায় খণ্ড, পৃঃ ২২৪)
খ) পুরুষ অর্ধাংগ নারী বিধি নিয়ুজিত।
যথা রাম তথা সীতা গমন উচিত॥ (যোগী খণ্ড, পৃঃ ৮৯)

২। মহাভারত থেকে—ক) সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময়।
পুনি যোগীরূপে কিবা আইল ধনঞ্জয়॥
যেন পার্থ যন্ত্র কাটি দ্রৌপদী পাইল।
সেই কর্ম আসি হেন উপস্থিত হইল॥ (চৌগান খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)
খ) পূর্বে যেন সুস্বামীরে শুন প্রাণপতি।
যুদ্ধে যাইতে পন্থেতে রাখিল প্রভাবতী॥

তৈলকটা অগ্নিভয় মনেত না গণি।
যুদ্ধবেশ উত্তরিয়া তুষিল কামিনী ॥ (পৃঃ ৩৬১)

সিংহল রাজার কাছে রত্নসেনের পরীক্ষা দান কালে চৌগান ক্রীড়ারত রত্নসেনকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখে জনতার বিচিত্র উপলব্ধিকে আলাওল পৌরাণিক অনুষঙ্গে বেঁধেছেন—

কেহ বোলে ইন্দ্র উচ্চৈশ্রবে আরোহণ।
কেহ বোলে মহাদেব বৃষভ বাহন ॥ (পৃঃ ১৫৩)

সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণ প্রসঙ্গ ছাড়াও আলাওলের কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে। যেমন পদ্মাবতী কাব্যে বিদ্যা সুন্দর উপাখ্যানের উল্লেখ—'সুরঙ্গের পন্থে কিবা আইলা সুন্দর (শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড, পৃঃ ১৬০)।

আলাওল মুসলমান শাস্ত্র গ্রন্থ কোরান ও হাদিস থেকে কোনো কোনো উপাখ্যান স্তুতিখণ্ডের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত হজরত মুহম্মদ ও তাঁর চার বন্ধুর প্রশস্তি করতে গিয়ে আলাওল কোরান থেকে বন মৃগী প্রসঙ্গ, সর্পের বাকশক্তিলাভ এবং মুহম্মদ কর্তৃক চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডীকরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে অনুষঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে এই দৃষ্টান্তগুলি অনুপস্থিত। তবে মূল কাহিনী অংশে কোরানের কাহিনী ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। সুফী কবি আত্তারের পক্ষীবিষয়ক গ্রন্থ 'মমতে-কুত-তায়ের' অবলম্বনে কাকনুছ পক্ষীর বিস্তারিত বিবরণের কথা আগেই বলা হয়েছে। জায়সীতে যা অনুষঙ্গ রূপে উল্লিখিত আলাওল তাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। নিজামীর ইস্-কন্দরনামা গ্রন্থটি আলাওলের বিশেষ প্রিয় ছিল। পরবর্তী কালে গ্রন্থটি তিনি স্বেচ্ছায় অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন। পদ্মাবতী কাব্যের শেষদিকে গোরা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ডে গোরার সঙ্গে সুলতানের সন্ধি পরামর্শের উপলক্ষে মন্ত্রীদের মুখে আলাওল নিজামীর ইসকন্দরনামা থেকে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৬০০ খ্রীঃ রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ সম্ভবত আলাওল পড়েছিলেন, আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর কপট পত্র প্রেরণ এবং পত্র পেয়ে বন্দী রত্নসেনের প্রতি সুলতানের সুভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতে আছে। এ ছাড়া দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করে সুলতানের পরাভব কাহিনীও মূলে নেই, আইন-ই-আকবরীতেই পাওয়া যায়। আবুল ফজলের সব সময় চেষ্টা ছিল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দীনের তুলনা করে আকবরের তুলনায় আলাউদ্দীনকে হীন প্রতিপন্ন করা। সম্ভবত এই উদ্দেশ্য প্রবণতা থেকেই তিনি আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের উপর্যুপরি ব্যর্থতা দেখাতে গিয়ে অনৈতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। আলাওল সেই বিবরণ অনুযায়ী রাজপুত সৈনাদের কাছে সুলতান সৈন্যদের পরাভব এবং আলাউদ্দীনের দিল্লী পলায়নের চিত্র এঁকেছেন যা গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থে আরাকান রাজসভার দুই যুগের দুই রাজসভার কবি দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওলের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে পদ্মাবতী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিতভাবে মন্তব্য করে লিখেছেন—

"দৌলত কাজি ও আলোয়ালের পাণ্ডিত্য আমাদিগকে বিস্মিত করে। কোনো হিন্দু কবির কাব্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে ব্যুৎপত্তির এতটা পরিচয় নাই যাহা আমরা আলোয়ালের পদ্মাবতীতে পাইয়াছি।...

এই কাব্যখানিকে বিদ্যার বারিধি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হিন্দুদের ঘরের প্রত্যেকটি উৎসব ও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজের বাহিরের কোনো লোক লিখিতে পারেন একথা বিশ্বাসযোগ্য হইত না—যদি না আমরা এই ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতাম।...

সমস্ত অলংকার শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি নায়িকাদের রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুর্গাপূজার (?) এত সুবিস্তৃত উপকরণ ও অনুষ্ঠানরীতির বিবরণ দিয়াছেন যে আমরা তো দূরের কথা—কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্ত্র না ঘাঁটিয়া তাহা বলিতে পারিতেন না। প্রশস্তি বন্দনার ও অপরাপর উৎসবের অঙ্গীয় অনুষ্ঠানের ও জ্যোতির্বিদ্যার বিবৃতি বিস্ময়-জনক। ইহা ছাড়া তিনি ব্যায়াম, পলো খেলা, অশ্বারোহণের নানা কায়দার কৌতূহলপ্রদ বিবৃতি দিয়া কাব্যখানিকে পাণ্ডিত্যের বিজয়স্তম্ভরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।"

দীনেশচন্দ্র আলাওলের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। একথা ঠিক যে আলাওল স্থানে স্থানে বিরহের দশদশা, অষ্টনায়িকাভেদ প্রভৃতি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র, পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র, কবিরাজী বিদ্যা, হিন্দু বিবাহের সামাজিক প্রথা, সঙ্গীতশাস্ত্র, অশ্বচালনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তা অনেকক্ষেত্রেই বহিরারোপিত, কাব্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে নি। চৌগান খণ্ড ও শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড দুটো তো নিছক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, খণ্ড দুটো বাদ দিলে মূল কাব্যকাহিনীর পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। পদ্মাবতী বিবাহ বর্ণনায় বঙ্গীয় দেশাচার ও লোকাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু এই বর্ণনা বিস্তার আলাওলের সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রমাণরূপে যতোটা প্রশংসার দাবী করে কবিত্ব ও ঔচিত্যের দিক থেকে ততোটা প্রশংসনীয় নয়। মূল কাব্যের তুলনায় আলাওলের বিবাহবর্ণনা তথ্যভারাক্রান্ত এবং বিবরণ-ধর্মী। বর্ণনাটি মধ্যযুগের বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উপযোগী, কাব্যাস্বাদনের পক্ষে নীরস। দুর্গাপূজা বা সেই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানের বিবরণ আলাওলের পদ্মাবতীতে নেই। দীনেশচন্দ্র আলাওলের যে পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তার অনেকটা প্রশংসাই জায়সীর প্রাপ্য। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা, যোগিনীবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিদ্যা যা আলাওলের পদ্মাবতীতে পাওয়া যায় তা মূল পদ্মাবৎ কাব্যেই আছে। জায়সীতে বরং স্ত্রীভেদ খণ্ড এবং বাদশাহভোজ খণ্ডে কামশাস্ত্র ও রন্ধনবিদ্যার যে নিদর্শন আছে আলাওল তা বর্জন করেছেন। আলাওলের বিশেষ অধিকার ছিল ছন্দ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে। এই জন্য পাণ্ডিত্যপ্রকাশ উপলক্ষে তিনি ছন্দ ও গীতবাদ্যের একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। ছন্দ ও সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কে কবির পাণ্ডিত্য কখনও 'ভার' হয়েছে আবার কখনও 'হার' হয়ে দেখা দিয়েছে। পাণ্ডিত্য যখন কবিত্বের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে অকারণে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন তা বোঝা হয়ে ওঠে। নাগন ঠাকুরের প্রশস্তিতে পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র থেকে অষ্ট মহাগণের উল্লেখ, রাজসভায় রত্নসেনের পাণ্ডিত্য প্রকাশ উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্যশাস্ত্রের অনাবশ্যক তালিকা, কিংবা রত্নসেনের নৃত্যশালায় নর্তকীর নৃত্যবর্ণনা উপলক্ষে অকস্মাৎ সঙ্গীত দর্পণ বা সঙ্গীত দামোদর থেকে বাদ্যশাস্ত্রের বিশ্লেষণ—এগুলি আলাওলের কাব্যে পাণ্ডিত্যের দায়ভাগ। কিন্তু ছন্দ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে আলাওলের অধিকার যথার্থ অলংকার হয়ে দেখা দিয়েছে অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে স্বাধীন গীত রচনার মধ্যে।

পদ্মাবতী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য জায়সীর হিন্দীকাব্য পদ্মাবৎ-এর বাংলা অনুবাদ। মূল কাব্যের ভাষা অবধী হিন্দী।* এর ফলে অনুবাদের ভাষাতেও স্থানে স্থানে হিন্দী শব্দের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। আলাওল আরবী ফারসী জানা মুসলমান কবি হলেও পদ্মাবতী কাব্যে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার অল্প। স্তুতিখণ্ডের অন্তর্গত রসুল বন্দনা ইত্যাদি অধ্যায়ে যেখানে কোরান ও হাদিসের প্রভাব আছে কেবল সেখানেই আরবী শব্দের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। জায়সীর হিন্দীকাব্যেও আরবী ফারসীর প্রয়োগ অল্প, এর কারণ লোকভাষা হিন্দীর প্রতি কবির একান্ত অনুরাগ, আর আলাওলের কাব্যে বিদেশী ভাষার প্রয়োগ স্বল্পতার কারণ কবির সংস্কৃতপ্রিয়তা। বস্তুত আলাওলের পদ্মাবতীতে সংস্কৃত তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশী, এমনকি মূলে যেখানে 'ফুল', 'কাঁটা' ইত্যাদি তদ্ভব শব্দের ব্যবহার আছে অনুবাদে সেখানে পুষ্প, কণ্টিকা ইত্যাদি সংস্কৃতশব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে তৎসম শব্দের উচ্চারণভঙ্গীতে বঙ্গালী উপভাষার লক্ষণ সুস্পষ্ট। পদ্মাবতী কাব্যের যাবতীয় পুঁথি ঢাকা, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বলে পুঁথিলেখকদের পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ পদ্ধতি এ কাব্যের ভাষাকেও প্রভাবিত করেছে। আলাওল নিজেও ছিলেন ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ অঞ্চলের লোক। চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী আরাকানে বসে কাব্যটি রচিত। পদ্মাবতী কাব্যের ভাষায় নিম্নলিখিত আঞ্চলিক উপভাষার লক্ষণগুলি লক্ষণীয়—

১। উচ্চারণে ও ধ্বনিরূপে অপিনিহিতির লক্ষণ—

সত্য > সৈত্য, যক্ষ > যৈক্ষ, ততক্ষণ > ততৈক্ষণ, রক্ষক > রৈক্ষক ইত্যাদি।

* মূল কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

২। ও কারের উকার এবং উকারের ও অকারের ওকার প্রবণতা—

মনোহর>মনুহর ; যোগী>জুগী ; কোকিল>কুকিল

আবার—ভুবন>ভোবন; সুন্দর>সোন্দর ; পুস্তক>পোস্তক ; পবন>পোবন ; মহারাজ>মোহারাজ

৩। মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে এবং অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে রূপান্তর—

যথা—ভিখারী>ভিকারি ; বুঝিল>বুজিল ; পন্থ>পন্ত ; পুছিতে>পুচিতে

আবার—যত>জথ ; যতেক>জথেক ; সত্য>সথ্য ; বাক্য>বাক্ষ ; বেশ>ভেস

৪। 'ড়'—য়ের সর্বদাই 'র'-এ পরিবর্তন

যথা—বড়>বর ; বাড়িল>বারিল ; ঘোড়া>ঘোরা ইত্যাদি

৫। 'চ্ছ' ধ্বনিরূপের ক্ষেত্রে 'শ' এর আগম, আবার 'স' বা ৎস ধ্বনির পরিবর্তে 'ছ' ও চ্ছ-এর ব্যবহার

যথা—ইচ্ছিব>ইশ্চিব ; চিকিৎসমু>চিকিচ্ছিমু, মহোৎসব>মোহশ্চব, সুলতান>ছোলতান, ইসলাম>ইছলাম ইত্যাদি।

৬। কখনও আনুনাসিকহীনতা কখনও বা সানুনাসিকতা—পদ্মিনী>পাদ্ধিনি ; পদ্মাবতী>পদ্যাবতী, পদ্ধাবতী ; আবার—পৃথিবী>প্রিথিমি, পিথিশিব ; উচ্চ>উঞ্চ।

পুঁথিতে স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রবণতাও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। যথা—ধাঞি, হাঁসিতে ইত্যাদি।

এছাড়া পুঁথিতে য প্রায়শই জ এবং শ, ষ ও স এর ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা লক্ষণীয়। রূপগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে অন্ত্যমধ্য বাংলার সাধারণ লক্ষণগুলি বর্তমান। বঙ্গালী উপভাষার বিশেষ লক্ষণগুলি দৌলত-কাজীর সতীময়না বা লোরচন্দ্রাণী কাব্যের মতো পদ্মাবতী কাব্যের ভাষাতেও লক্ষণীয়।

১। কর্তৃবাচক সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে—আমি, আহ্মি, তুমি, তুহ্মি, আপনে, আপন, মুহি, মো ইত্যাদি। কর্মকারকে আত্মবাচক সর্বনামের একবচনে—আমাকে, আমা, আমারে, মোকে, মোরে, মোহক, মোহকে,।

কর্মকারকে উভয়বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে দোহে, দোহানকে, দোহানেরে। কর্মকারকে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে কখনও কখনও 'রে' বিভক্তির ব্যবহার—যথা নৃপতিরে, স্বামীরে ; কখনও বা তে বিভক্তিরও ব্যবহার—'রাজাতে'। সম্বন্ধপদে আত্ম-বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে—আমা, মোহর ইত্যাদি ব্যবহৃত। অনুসর্গের ক্ষেত্রে 'হন্তে' বা 'হোন্তে' হতে বা থেকে অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত। অধিকারণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নরূপে কোথাও প্রাচীন রূপ 'ত', (ঢা-পুঁথিতে) কোথাও বা আধুনিক রূপ 'তে' ('বা' পুঁথিতে) ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বনাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির ক্ষেত্রে 'ন' চিহ্ন ; তাহার>তাহান।

২। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে 'ন্ত' এবং 'ন্তি' বিভক্তি ব্যবহার বিশেষ চিহ্ন রূপে উল্লেখযোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত সংস্কৃত ধাতুরূপের বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনের বিভক্তি চিহ্ন 'অন্তি'র অনুরূপ। সাধারণ বর্তমান কালের ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষে 'অয়' বিভক্তির ব্যবহার হয়, যথা আছয়, পুছয় ইত্যাদি।

উত্তম পুরুষে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রাচীন রূপটি লক্ষণীয়, যথা-মাগম, বন্দম। মধ্যম পুরুষে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে সংস্কৃতের অনুরূপ 'সি' বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও আছে, যথা—বুঝসি, করাওসি, শুনাওসি ইত্যাদি।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে উক বিভক্তির প্রয়োগ, যথা-আছুক, খণ্ডাউক, ক্ষেপউক, থাউক। এটাও মধ্যবাংলায় প্রচলিত। ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে—করহ, মরহ, ধরহ, বুঝহ। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যটি সর্বত্র লক্ষিত। যথা—দিমু, মিলাইমু, জামু, কহিমু ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে দুক্ষেত্রেই 'ইব' বিভক্তির ব্যবহার মধ্যবাংলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাওলের কাব্যেও তা আছে।' যথা তুমি পাইব, কে দিব ইত্যাদি।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যে আছে।

যথা, মানাইয়া>মানাই ; সাজাইয়া>সাজাই, হারাইয়া>হারাই ইত্যাদি।

৩। পদ্মাবতী কাব্যে ক্রিয়াবিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষণীয়, যথা, মাগন, পিন্ধন। অন্যত্র মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্যরূপে আলাওলের কাব্যে নামধাতুর প্রচুর ব্যবহার আছে যথা, ইচ্ছিলেক, নির্মিলা, সুজিল, প্রকাশিব, বিশ্রামিল, বিবরিয়া, নমস্কারি আরম্ভিলা, বিরোধিলা, জিজ্ঞাসী, সান্ত্বাও, সান্ত্বিনিল চিকিৎসিমু, নিবেদিলা। তৎসম শব্দসমৃদ্ধ আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সেকালের কিছু কিছু প্রচলিত বাক্‌ধারা এবং শব্দ ও শব্দগুচ্ছ চোখে পড়ে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলি কবির বিশিষ্ট ভঙ্গী চিহ্নিত ; যথা, অগুণী, অনুশোচে, অন্তঃপট, আটোপ, উগয়, উগু, কুসুম্ভ, যুয়ায়, যাম, টুংগী, ততেক্ষণ, তেকারণে, তেনমতে মোহস্থিত, ভেশ, সমসর, হাংকারিলা, পুর্শক্রমে (পুরুষানুক্রমে) বণিজার।

কিছু কিছু শব্দগুচ্ছ, যথা—আস্তে ব্যস্তে, উদিত লুকিত, বিমর্ষি অবিমর্ষি ইত্যাদি। আলাওলের পদ্মাবতীতে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হলেও কিছু কিছু আছে, যথা, আর্জি, আর্দাস, কাফির, কেচ্ছা, ইনাম, ছালাম, উমরা, ছোলতান। তবে ইসলামী বিদেশী শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দের প্রতি আলাওলের ঝোঁক বেশী। এই কারণে বেহেস্ত এর পরিবর্তে স্বর্গ এবং দোজখ্ এর বদলে নর্ক বা নরক লিখেছেন আর কোরানের জায়গায় জায়সীর মতোই লিখেছেন পুরাণ।

আলাওলের শব্দভাণ্ডারে জায়সীর হিন্দী শব্দের প্রচুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক একটা তালিকা দিয়ে পাশে শব্দার্থের উল্লেখ করা হল—আনটু (পদাংগুরীয়), আরগজা (গন্ধদ্রব্য), উতারিয়া (খোলা), কাকনুছ (পক্ষী-বিশেষ), কিলকিলা (সমুদ্রের নাম), কুঞ্জি (চাবি), খিরিনি (ফলবিশেষ), খুম্ভী (কর্ণাভরণ), খোটিলা (কর্ণালংকার), গমনা (ঘর করতে আসা স্ত্রী), গরগজা (কামান রাখার স্তম্ভ), গারুড়ী (ওঝা), ঘোঘটা (ওড়না, ঘোমটা), টোনা (যাদুমন্ত্র) ঠগলাড়ু (বিষ মিষ্টান্ন), দোহাগ (দুর্ভাগ্য) ধরাহর (ধবল গৃহ), ধৌরাহর (রাজপ্রাসাদ), নগ (রত্ন), পরেওয়া (পায়রা), পাওরি (পাবরি বা খড়ম), পাকোয়ালা (রান্না করা খাদ্য), ফুকার (ডাক), বড়হারা (ফলবিশেষ), বহির (বধির), বসিঠ (দূত), মনোরা ঝুমকা (হোলিগীত) ইত্যাদি।

আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে যে গানগুলি আছে তার ভাষাভঙ্গীতে বিশুদ্ধ বাংলা, মিশ্র সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি তিন ধরণের আদর্শই লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবানুসারী গানে বাংলা মিশ্র সংস্কৃত ভাষার দৃষ্টান্ত যেমন আছে, চণ্ডীদাসের অনু-সরণে বিশুদ্ধ বাংলা পদও তেমনি প্রচুর। বিদ্যাপতি অনুসারী দু-একটি পদে ব্রজবুলিভাষারও নিদর্শন আছে।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের ভাষা শ্লেষ ও রূপক খচিত। দ্ব্যর্থবোধক শব্দশ্লেষের অর্থগূঢ়তায় জায়সীর ভাষা প্রতি পদে পদে যে প্রতীক-দ্যোতনা বহন করছে আলাওলের ভাষা ততখানি গূঢ়ার্থবাহী নয়। অনুবাদের ভাষা তৎসমবহুল বিবৃতির ভাষা। গানের ভাষাতে পদাবলীর মতো ধ্বনিঝঙ্কার থাকলেও পয়ারের ভাষা মঙ্গলকাব্যের মতোই আখ্যান বর্ণনার ভাষা। লাচাড়ি অংশের ভাষায় গীতিময়তা প্রকাশ পেলেও কাহিনী কথনের ভাষায় পাঁচালীর পদ্যাত্মকতা লক্ষ করা যায়। জায়সীর উপমা অলংকারকে অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করলেও আলাওলের ভাষায় নিজস্ব বাকভঙ্গী এবং বঙ্গীয় বাক্‌ধারা স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র রূপকল্প রচনা করেছে। 'পিরীতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ি গেল সীসা,' 'গর্ভপাপ পয়োধরে না হয় গোপন' ইত্যাদি প্রবাদপ্রতিম বাণীভঙ্গীর মধ্যে আলাওলের নিজস্ব বাগবৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে। 'বন্ধ্যাজনে নাহি জানে প্রসব বেদন'—জায়সীর স্তুতিখণ্ডের নবমস্তবকের একটি চরণের ভুল অনুবাদ হয়েও আলাওলের কবিতা পংক্তিটি প্রবাদতুল্য।

ছন্দ—

আলাওলের পদ্মাবতী পাঁচালী জাতীয় রচনা। মধ্যযুগের পাঁচালী সাধারণত তিনধরণের আঙ্গিকে পরিবেষিত হত। বর্ণনামূলক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ী এবং সংগীতময় পদ। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলতকাজীর অনুবাদেও এই ত্রিভঙ্গীম পাঁচালী রীতি লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যেও পয়ার লাচাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপদ গান করার রীতি আছে।

আলাওলের কাব্যে বর্ণনামূলক পয়ারই বেশী। পয়ারের রীতি অনুযায়ী প্রতি পংক্তিতে আট+ছয় মাত্রাবিশিষ্ট চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরমাত্রিক বা তানপ্রধান ছন্দে সমিল চরণগুলি পরপর বিন্যস্ত। এটাই মধ্যযুগের কাব্য পরিবেষণের সাধারণ রীতি—যথা,

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। ৮+৬=১৪

যেই প্রভু জীবদানে সৃজিলা সংসার ॥ ৮+৬=১৪

লাচাড়ী অংশে আলাওল প্রায়ই ব্যবহার করেছেন তানপ্রধান ছন্দের ত্রিপদী রীতি। ত্রিপদী রীতিতে (৬+৬+৮) ২০ মাত্রার চরণ থাকলে লঘু ত্রিপদী এবং (৮+৮+১০) ২৬ মাত্রার চরণ থাকলে গুরু ত্রিপদী। পদ্মাবতী কাব্যের লাচাড়ী অংশে ২০ মাত্রার লঘু ত্রিপদীর পাশাপাশি ২৬ মাত্রার গুরু ত্রিপদীও আছে।

ক) লঘু ত্রিপদী— আসি রায়বার করি নমস্কার
বলে শুন গুরুদেব।
নৃপতি আদেশ কথা সবিশেষ
কহু পদ করি সেব ॥ (পৃঃ ১২৭)

খ) গুরু ত্রিপদী— মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে
কুশল জানাই কিছু লেশ।
লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ
কার্যভাগ জানাইলা শেষ ॥ (পৃঃ ১৩৩)

পদ্মাবতী কাব্যের তৃতীয় আঙ্গিক হল পদগীত। পদরীতির মধ্যে আলাওলের ছন্দোবৈচিত্র্যের পরিচয় আছে। ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে আলাওলের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাকৃতপৈঙ্গলের সঙ্গে কবির পরিচয় যে নিবিড় ছিল তা মাগন নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা 'গণের' উল্লেখ এবং শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে ছন্দশাস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত ছন্দের মধ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াতের নিদর্শন আছে আলাওলের একটি পদগীতের মধ্যে—

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।
পিতা-শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভকৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে। (পৃঃ ৩৪৩)

মালিনী ছন্দের নিদর্শন আছে নাগমতির ভাটিয়ালী রাগের বিলাপে—

সুখভোগে গোঙাইলু কাল।
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল ॥
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল।
জানিলু করম নহে ভাল ॥ (পৃঃ ৯১)

তিন জাতীয় বাংলা ছন্দের মধ্যে আলাওলের পদগীতে তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের ব্যবহারই চোখে পড়ে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মধ্যে ছয়মাত্রার চালটিই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা এবং ব্রজবুলি দুজাতীয় পদেই ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বিন্যাসটি লক্ষণীয়। যথা, বিদ্যাপতির অনুসরণে আলাওলের—'আজি সুখের নাহি ওর' পদের অংশ বিশেষে—

সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি।
বহুল যতনে দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি। (পৃঃ ২৬০)

একই চালের ছন্দ আছে আর একটি ত্রিপদী ঢঙের পদে—

কহিও নৃপতি আগে মোর মন অনুরাগে।
যে সকল দুখ তাহান শরীরে
আমার পরাণে লাগে ॥ (পৃঃ ১৪৫)

ছয়মাত্রার ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যচালের বাংলাপদ—

ওহ্ বড়ি ঠেটা   কুটিল কুলটা

পাপ কুবচন শুনাও সে রে।

গরল গারি   কুল মহাকালি

ধিক ধিক সরাও অচিরে ॥ (পৃঃ ৩৪৬)

সাত মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

কাল বিষধর   অধিক ঘোরতর

তমো নিতি তমো অধিকারী রে।

চপলা চকচক   জীবন ধকধক

বিরহ বেদনা ভারি রে ॥ (পৃঃ ৩৪১)

চার+চার=আট মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের নিদর্শন, যথা—

তুয়া পদ হেরইতে   রাতুল নয়নযুগ

কামিনীমোহন কটাখহীন ভেল।

প্রেমামোদে বিহ্বল   সতত বহয় লোর

অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল ॥ (পৃঃ ১৯২)

অথবা জয়দেবানুসারী পদটি—

বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে।

বরবালা মুখ ইন্দু   স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু

মৃদুমন্দ ললিত অধর মধুহাসে। (পৃঃ ২০৭)

তানপ্রধান ছন্দের মধ্যে লঘুচালের লঘু ত্রিপদী ছন্দটি আলাওলের একাধিক পদগানের মধ্যে লক্ষ করা যায়। রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহ খণ্ডের অন্তর্গত বসন্তরাগের পদটি—

কেশ কুরাইয়া   কুসুমে রচিয়া

গুম্ফিল ত্রিগুণ বেণী।

পাটের থোপন   কনক বন্ধন

বিরাজিত রত্নমণি ॥ (পৃঃ ১৭৬)

আবার লঘু ত্রিপদীতে শুরু হয়ে গুরু ত্রিপদী ছন্দে পরিবর্তিত হওয়ার একটি গীতি নিদর্শন—

শ্রবণ নয়ন   মন বুদ্ধি জ্ঞান

এক না আসয় কাজে।

যে কিছু করম পাঠ   বিফল যেহেন নাট

সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥ (পৃঃ ৫৩)

তানপ্রধান একাবলী ছন্দের (৬+৫ মাত্রা) একটি চমৎকার নিদর্শন—

কুটিল কবরী কুসুম সাজ।

তারকমণ্ডলী জলদমাঝ ॥ (পৃঃ ২৭৪)।

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য আওধী হিন্দী কাব্যের ধারা অনুযায়ী চৌপাই ও দোহা সমন্বিত ষোড়শ পংক্তির স্তবকমালা নিয়ে গঠিত ফারসী মসনবী-রীতির কাব্য। আলাওল একে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা পাঁচালী রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণনাত্মক পয়ার, গীতাত্মক লাচাড়ি এবং সংগীতময় পদরীতির ত্রিবিধ প্রয়োগে

ছন্দের নানা বৈচিত্র্য এসেছে যা মূলে ছিল না। তবে মূলের কাব্যরীতি স্বতন্ত্র, পয়ার-লাচাড়ির পাঁচালী রীতি দিয়ে সেই রীতিকে ঠিক ধরা যায় না।

পদ্মাবতী কাব্যে গান

জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্য চৌপাই ও দোহা মিলিত পদগীত। কথিত আছে কবির কোনো এক শিষ্যের মুখে নাগমতির বারোমাসী গান শুনে অমেথীর রাজা কবিকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। ফারসী মসনবী রীতিতে লেখা জায়সীর কাব্যগাথা গেয়কাব্য। আলাওল পাঁচালী রীতিতে কাব্যটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে মঙ্গলকাব্যের বিষ্ণুপদের মতো স্বরচিত পদ সংযোজিত করেছেন। এই পদগুলির বিষয় অনেকক্ষেত্রেই মৌলিক, এগুলি জায়সীর অনুবাদ অংশ নয়। প্রত্যেক পদের শীর্ষে রাগের নাম আছে, কখনও কখনও ছন্দের ও তালেরও উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রও তাঁর কাব্যের অধ্যায়-শীর্ষে গীত যোজনা করে আখ্যানকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন।

আলাওল ব্যক্তিজীবনে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি সম্ভবত মাগনের সংগীতগুরু ছিলেন। 'রাগতালনামা' অর্থাৎ রাগ ও তালের নির্দেশগ্রন্থ আলাওলের নামে পাওয়া যায়। মাগন নিজে সংগীতরসিক ছিলেন, তাঁর সভায় যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন 'নানাগুণে পারগ সংগীত জ্ঞাতাগুণী।' এই সভাসদদের কথা ভেবেই আলাওল গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে সংগীতের আলোচনা করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যের দুটি স্থানে সংগীতশাস্ত্রের আলোচনা আছে। একটি, শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ডে রত্নসেনের পাণ্ডিত্য-পরীক্ষা স্থলে, অপরটি রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে রত্নসেনের সভায় নর্তকীর নৃত্য বর্ণনা উপলক্ষে। প্রথমটিতে আছে সংগীত রত্নাকর এবং সংগীতদর্পণ অনুযায়ী নাদতত্ত্ব প্রসঙ্গে বাদ্যশাস্ত্রের আলোচনা; দ্বিতীয়টিতে আছে নারদের সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী সংগীত ও নৃত্যকলার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থায়ীভাব, সঞ্চারীভাব ও সাত্ত্বিক ভাবের পর্যালোচনা। শুভংকরের সংগীত দামোদর গ্রন্থে বাদ্যকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, তত বা তার বাদ্য, বিতত বা বিনাতারের বাজনা, সুষির অর্থাৎ ফুৎকার বাদ্য, ঘন বা চর্মবাদ্য এবং অনাহত বা মুখবাদ্য। আলাওল এই পাঁচপ্রকার ধ্বনিকে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন। 'তার' বাদ্যের দৃষ্টান্ত হল কপিনাস, বেতার বাদ্যের নিদর্শন মন্দিরা, ফুৎকারবাদ্যের দৃষ্টান্ত উপাঙ্গ মুরচঙ্গ ইত্যাদি, চর্মবাদ্যের দৃষ্টান্তরূপে আলাওল মুরজ ও দুন্দুভির উল্লেখ করেছেন, এবং অনাহত ধ্বনি বলতে আলাওল মুখবাদ্যের কথা বলেছেন। অতঃপর শার্ঙ্গদেবের সংগীতদর্পণ অনুযায়ী আলাওল পঞ্চমশব্দ অনাহত সম্পর্কে ভিন্নমতের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে অনাহত বা পঞ্চম স্বর হল পূর্বোক্ত চারপ্রকার শব্দের ঐকতান।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ডে নর্তকীর নৃত্যবর্ণনা প্রসঙ্গে আলাওল সেকালের নৃত্য গীতের একটি প্রত্যক্ষ চিত্র দিয়েছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ব্রহ্মার নামোল্লেখের পর রাগ উচ্চারণ করে সংগীতের আরম্ভ হল। প্রত্যেক শব্দকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে তাতে তানের বিস্তার হল। বিপক্ষ সুর বর্জন করা হল। তেওট বা তেওড়া তালে ধ্রুবপদ ও বিষ্ণুপদ গাওয়া হল। রাগের সঙ্গে শ্লোক বা পদ মিশিয়ে গান হতে লাগল। তার সঙ্গে বাজতে লাগল মন্দিরা ও ডম্বরু। নৃত্যের গতিতে নর্তকীর কোমরের গোট বা বিছে কুমোরের চাকার মতো ঘুরতে লাগল। তালে তালে কিঙ্কিনীধ্বনি হতে লাগল। অতঃপর নারদোক্ত সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী আলাওল স্থায়ীভাব সঞ্চারীভাব এবং আটপ্রকার সাত্ত্বিকভাব বর্ণনা করলেন। সবশেষে অভিনয় রীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আলাওল দ্রুত পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে প্রস্থান করেছেন।

এইবার আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের অন্তর্গত পদগীতগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড অপরার্ধে পদ্মাবতী কাব্যে সবশুদ্ধ এগারোটি গীতের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সম্পাদনায় আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রাগচিহ্নিত তেরোটি পদগানের সন্ধান মিলছে।

খণ্ডানুযায়ী পদগীতগুলিকে প্রথম পংক্তি নির্দেশ করে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ সূচীবদ্ধ করা হল:

১। শ্রবণ নয়ন মন বুদ্ধি জ্ঞান···শুক খণ্ড···রাগ কেদার···পৃঃ ৫৩

২। সুখ ভোগে গোঙাইলু কাল···যোগী খণ্ড···ভাটিয়াল···পৃঃ ৯১

৩। তুমি পক্ষী প্রিয়তম…গন্ধর্বসেন মন্ত্রী খন্ড…শ্রীগান্ধার…পৃঃ ১৪৫

৪। চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী…বিবাহ খন্ড…কর্ণাট রাগ…পৃঃ ১৮০

৫। তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ…ভেট খন্ড…শ্রীরাগ…পৃঃ ১৯২

৬। বসন্তে নাগর বর নাগরী বিলাসে…ষট্‌ঋতু বর্ণন খন্ড…বসন্তরাগ…পৃঃ ২০৭

৭। তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে…পদ্মা সমুদ্র খন্ড…ভাটিয়াল… পৃঃ ২৪৮

৮। আজি সুখের নাহি ওর…চিতোর আগমন খন্ড…সুহি রাগ …পৃঃ ২৬০

৯। কুটিল কবরী কুসুম মাঝ…পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড…শ্রীগান্ধার রাগ…পৃঃ ২৭৪

১০। বরিখে লোচন অম্বুজ সঘন…দেবপাল দূতী খন্ড…সুহি রাগ…পৃঃ ৩৩৬

১১। গগনে গরজ যেন সঘন ঘন ঘন…দেবপাল দূতী খন্ড…মল্লার রাগ…পৃঃ ৩৪১

১২। সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে… ঐ …ভৈরবী রাগ…পৃঃ ৩৪৩

১৩। ওহে বড়ি ঠেটা কুটিল কুলটা… ঐ …আশাবরী রাগ…পৃঃ ৩৪৬

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা গেল শুক খন্ড থেকে পদ্মাবতী রূপচর্চা খন্ড পর্যন্ত কয়েকটি খন্ডে একটি করে পদ এবং দেবপাল দূতীখন্ডে আছে সর্বাধিক মোট চারটি পদ। দেবপাল দূতী খন্ডের পর থেকে আর কোন পদ নেই। যুদ্ধ ঘটনা বর্ণনায় ব্যস্ত থাকাই কি পরবর্তী পদ নিঃশেষের কারণ? ইতিপূর্বের যুদ্ধবর্ণনার খন্ডগুলিতেও (বাদশাহ আক্রমণ খন্ড, রাজা বাদশাহ যুদ্ধ খন্ড) পদ নিদর্শন বিশেষ লক্ষ করা যায় না। পদগানের জন্যে ভাবের যে অবকাশ থাকা দরকার যুদ্ধ ঘটনার মধ্যে তার ফাঁক পাওয়া কঠিন। কাব্যের শেষভাগ যুদ্ধ ও মৈত্রীর অতিনাটকীয় ঘটনাজালে এমনই সমাচ্ছন্ন যে পদগান যোজনার অবসর ও অবকাশ কোনোটাই কবির মেলে নি।

আলাওলের পদ্মাবতী অন্ত্যমধ্যযুগের পাঁচালী রীতির আদর্শে রচিত। সেকালের পাঁচালী রীতিতে তিন ধরণের রচনাংশ থাকত—

এক) বর্ণনামূলক পয়ার—এগুলি মূলত আবৃত্তি বা গীতোপযোগী অংশ

দুই) গীতাত্মক লাচাড়ি—এগুলি প্রধানত রাগযুক্ত নৃত্যানুকূল দ্বিপদী বা ত্রিপদী গীত

তিন) পদগীত—তালে এবং রাগে গেয় পদ।

আলাওলের পাঁচালীতে এই তিন ধরণের পরিবেষণ রীতিই লক্ষ করা যায়। ভণিতায় আলাওল প্রায়ই বলেছেন 'পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওলে'; এমন কি যখন ত্রিপদীতে দীর্ঘ ছন্দের লাচাড়ি লিখছেন তখনও ভণিতায় বলেছেন—

সদগুণ দয়াল ধীর পূণ্যবন্ত দাতা বীর
শ্রীযুত মাগন রসোদধি।
আরতি শুনিয়া তান হীন আলাওল ভাণ
সুপয়ার রসের অবধি ॥ (পৃঃ ১৭৪)

অথবা অন্যত্র—
সদগুণ মাগন নাম রোসাঙ্গেত অনুপাম
আলাওলে শুনিয়া আরতি।
ভাঙ্গিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল পয়ার বন্ধ
পদে পদে অমৃত ভারতী ॥ (পৃঃ ১০৭)

এক্ষেত্রে পয়ার বলতে আলাওল ছন্দোবিশেষকে নির্দেশ করেন নি, সুরসংযোগে আবৃত্তি ও গীতোপযোগী পদবন্ধকে বুঝিয়েছেন। ৮+৬ মাত্রাবিশিষ্ট আলাওলের পয়ারবন্ধগুলি কোথাও আবৃত্তিযোগ্য কোথাও বা গীতোপযোগী। আবৃত্তিযোগ্য পয়ারের শীর্ষদেশে রাগের উল্লেখ নেই, সেগুলি নিছক বর্ণনাত্মক। কিন্তু কোনো কোনো যমক ছন্দের শীর্ষে রাগের উল্লেখ আছে সেগুলি ভাবাত্মক এবং গীতাত্মক; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের অন্তর্গত ১৬৭ পৃষ্ঠার

পয়ারটি কামোদ রাগে এবং ১৭৫ পৃষ্ঠার পয়ারটি মালসী রাগে গাইতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া আছে। দীর্ঘ ছন্দের লাচাড়ি গুলি প্রধানত দীর্ঘ ত্রিপদী, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ছন্দ বলেই নির্দেশিত। রত্নসেন-পদ্মাবতী ভেট খন্ডের অন্তর্গত ২০১ পৃষ্ঠার দীর্ঘ ছন্দের ত্রিপদীটি লাচাড়ি বলেই নির্দেশিত। অন্যত্র 'দীর্ঘ ছন্দ' বলে উল্লেখ করে কখনও কখনও রাগের নাম দেওয়া আছে; যেমন রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের অন্তর্গত ১৭০ পৃষ্ঠার ও ১৮১ পৃষ্ঠার ত্রিপদী দুটির শীর্ষদেশে ধানসী রাগের উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত পয়ার ও লাচাড়ি ব্যতীত পদ্মাবতীতে তৃতীয় প্রকার রচনাংশ হল পদগীত—এই গানগুলি কখনও বাংলায় কখনও বা ব্রজবুলিতে রচিত, কোনো কোনো গান জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদের দ্বারা প্রভাবিত; এগুলি ধ্রুবপদযুক্ত রাগ ও তালচিহ্নিত মধ্যযুগের প্রবন্ধ সংগীত।

আলাওল যদিও সারাজীবন ধরে আখ্যানকাব্যের অনুবাদ করে এসেছেন, তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে গীত রচনার ক্ষেত্রে। এই সংগীতজ্ঞ কবির স্বক্ষেত্র হল পদরচনা। কেবল পদ্মাবতী কাব্যেই নয়, অন্যান্য অনুবাদ কাব্যেও তিনি স্বরচিত গীত সংযোজিত করেছেন। সয়ফুল মুলক-বদীউজ্জমাল গ্রন্থের অন্তর্গত একটি পদে বৈষ্ণব কবির আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। পদটি সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত—

আহা মোর বিদরে পরাণ।
জাগিতে স্বপন দেখি ভ্রমে নাহি আন ॥ ইত্যাদি

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদিত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি গ্রন্থটিতেও আলাওলের রচিত বৈষ্ণব পদের নিদর্শন আছে। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীও তাঁর সতী ময়না বা লোরচন্দ্রাণী গ্রন্থে ময়নার বারমাসী বর্ণনায় বৈষ্ণব পদের অনুসরণে জয়দেবীয় পদ রচনা করেছিলেন। মালিনী ও ময়নার উক্তি প্রত্যুক্তিগুলিতে ধ্রুবপদ বিশিষ্ট গীতের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাতে বোঝা যায় যে পাঁচালী জাতীয় রচনায় পদগীতের ব্যবহার আরাকান রাজসভাতেও অজানা ছিল না। দৌলত কাজীর কাব্যে ময়নার একটি ধ্রুবপদে (মালিনি কি কহব বেদন ওর। লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥) যেমন বিদ্যাপতির পদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি মালিনীর প্রত্যুক্তি পদের বাণীভঙ্গীতে জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। যথা—

ভাদ্র মাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা কামিনী
বর্সতি তিমিরে অতি ঘোরং।
অধর মধুরো তাম্বুল বিনা ধুসরো
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং ॥ ইত্যাদি।

আলাওলও পদ্মাবতী কাব্যের গীতগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচেই গড়েছেন। কোনো পদ ব্রজবুলিতে, কোনো পদ বাংলায় আবার কোনো পদ জয়দেবীয় সংস্কৃতের অনুসরণে রচিত। ষট্‌ঋতুবর্ণন খন্ডের অন্তর্গত বসন্ত রাগে গেয় বসন্ত বিলাসের পদটি জয়দেবের ভাষা ভঙ্গীর ছাঁকা অনুকরণ। যথা—

পল্লবিত বনস্পতি কুটজ তমাল দ্রুম
মুকুলিত চুতলতা কোরক জালে।
যুবজন হৃদয় আনন্দ পরিপুরিত
লবঙ্গ মল্লিকা মালতী মালে ॥ ইত্যাদি (২০৭ পৃষ্ঠা)

জয়দেবের বসন্ত রাসবর্ণনার পদাংশ-বিশেষ এর সঙ্গে তুলনীয়—

মৃগমদসৌরভ রভসবশংবদ নবদল মালতমালে।
যুবজনহৃদয় বিদারণ মনসিজ নখরুচি কিংশুক জালে ॥ (ইত্যাদি)

আবার চিতোর আগমন খন্ডে রত্নসেনের সঙ্গে নাগমতির মিলনের দৃশ্যে যে সুহি রাগের গীতটি সংযোজিত হয়েছে তার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস পদটি তুলনীয়—

আজি সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর।
চির পতি আশে চিত্তের মানসে
নাগর সদনে মোর ।। (পৃঃ ২৫০)

তুলনীয়— কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব-মন্দিরে মোর ।।

আলাওলের পদগুলি সংস্কৃত, বাংলা এবং ব্রজবুলি এই তিন রকম ভাষা ভঙ্গীতেই রচিত। পদ্মাবতী কাব্যের কিছু কিছু গান তৎসম শব্দসমাকীর্ণ স্তোত্রগীতি। যেমন পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে আলাউদ্দীনের কাছে রাঘবচেতনের রূপবর্ণনা উপলক্ষে একাবলী ছন্দের গান—

কুটিল কবরী কুসুম সাজ। তারক মণ্ডলি জলদ সাজ ।।
সুর শশী দোহ সিন্দুর ভাল। বোঁড় বিধুন্তুদ অলকা জাল ।।
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন গঞ্জন নয়ানে শোহে ।। (পৃঃ ২৭৪)

জায়সীর বিস্তারিত রূপবর্ণনাকে আলাওল সংস্কৃত ভাষাভঙ্গীতে সংযত ও সংহত করে স্তোত্রগীত করে তুলেছেন। অনুরূপ আর একটি স্তোত্র গান আছে বিবাহখণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর বিবাহযাত্রার বর্ণনায়। আলংকারিক রূপ বর্ণনার সংগে সালংকারা ভাষাভঙ্গী মিশে পদটি ধ্রুপদী উচ্চারণ—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী খঞ্জন গঞ্জন শোভিতা।
কিংকিনী ঘুংঘর বাজয় ঝাঝর ঝনাঝন নেপুর মধুর গীতা ।।
ভুরু বিভঙ্গ মন্মথ মন মোহিতা।
কুটিল কেশ কুসুম সুবেশ সিন্দুর চন্দন তিলক তথা ।। (পৃঃ ১৮০)

এই ধরনের পদে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সংস্কৃত ভাষাভঙ্গী এবং ছন্দোগাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়। আলাওলের কিছু কিছু গান বাংলা ভাষায় রচিত। অধিকাংশ বিলাপোক্তি চণ্ডীদাসের পদের মতো সরল বাংলা ভাষায় লেখা যা কানের ভিতর দিয়ে মর্মকে স্পর্শ করে। যোগীখণ্ডের অন্তর্গত নাগমতির বিলাপ—

সুখ ভোগে গোঙাইলুঁ কাল।
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল ।।
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল।
জানিলুঁ করম নহে ভাল ।। (পৃঃ ৯১)

মালিনী ছন্দে ভাটিয়ালি রাগের এই পদটি বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষতা গুণে মর্মস্পর্শী। অনুরূপ একটি হৃদয়ভেদী গান আছে পদ্মা-সমুদ্র খণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীকে হারিয়ে রত্নসেনের আক্ষেপোক্তির মধ্যে। এটি ভাটিয়ালি রাগের একটি দীর্ঘ ত্রিপদী, বাংলা ভাষায় রচিত—

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ।
এখনে সংকট হইল শমন নিকটে আইল
উদ্ধারহ কাতর হইলুঁ ।। (পৃঃ ২৪৮)

এই গানের সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব প্রার্থনা পদের আন্তর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দেবপাল দূতী খণ্ডে পদ্মাবতীর মুখে কয়েকটি বিলাপগীত বসানো হয়েছে। সেগুলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষাতে রচিত, কিন্তু এদের ছন্দোভঙ্গীতে এমন চটুল চাপল্য আছে যে তা ঠিক বেদনা বিলাপের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। যথা ভুজংগপ্রয়াতে পদ্মাবতীর বিলাপ—

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লঙ্কাগারে।
পিতা শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভ কৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে। (পৃঃ ৩৩৪)

ছন্দের নাচুনি এ পদে যতোটা আছে বিলাপের কাঁদুনি ততোটা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি। ব্রজবুলিতে লেখা একাধিক পদ পদ্মাবতীতে আছে। এর মধ্যে ভেট খণ্ডের অন্তর্গত পদ্মাবতীর প্রতি রত্নসেনের প্রেমার্তিমূলক সখীবচনটি উৎকৃষ্ট— (পদটি গোবিন্দদাসের পূর্বরাগ পদের অনুরূপ)

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ
কামিনী মোহন কটাখ হীন ভেল।
প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহয় লোর
অবয়ব পরিহরি শুধি বুধি গেল। (পৃঃ ১৯২)

পদের ধ্রুবপদটি অবশ্য জয়দেবীয় ভাষাভঙ্গীর স্মারক—

চল চল প্রেমহ প্রভুর সে তল্পে।
আরতি মতি পতি গতি অতি অল্পে॥

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের ব্রজবুলী পদচর্চার আরও দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে দেবপাল-দূতী খণ্ডের মধ্যে। একটি পদ্মাবতীর বিলাপ অপরটি দেবপাল দূতী কুমুদিনীর প্ররোচনা। দৌলত কাজীর সতী ময়না কাব্যের ময়না ও মালিনীর পদগীতের মতো এখানেও পদ্মাবতী ও কুমুদিনীর মুখে পদাবলী বসিয়ে বিলাপের গীতিমাল্য রচিত হয়েছে।

পদ্মাবতী কাব্যের অনেকগুলি গীতই সম্ভবা প্রবন্ধ সঙ্গীত। ধ্রুবপদটি নিয়ে গানগুলিতে চারটি অথবা পাঁচটি করে স্তবক আছে। প্রথমে একটি উদ্গ্রাহ স্তবক, অতঃপর মেলাপক, তারপরে ধ্রুবপদ, অবশেষে আভোগ অথবা অন্তরার পরে আভোগ। আভোগের শেষাংশে ভণিতা। কখনও কখনও ধ্রুবপদ দিয়েই গানের আরম্ভ, তারপরে অন্যান্য অংশগুলি বর্তমান। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া যাক— (পদটি মেলাপক বর্জিত ধ্রুবপদা গীত)

বরিখে লোচন অম্বুজ সঘন
আর কি বহন সব কেশা।
জীবন বচন পহু বিনে নাহি ভায়
এবে ভেল মরণ সন্দেশা॥……(উদগ্রাহ)
সজনি বাম এসব বিহীনে ভেলা।
নিঘটন নাথ অনাথিনী ভৈলী
জনম বিফলে মোর গেলা॥……(ধ্রুবপদ)
মৃগমদ চান্দ নব ফুল পবন
অবয়ব অধিক জ্বালা।
অলি পিক চাতক মোরগ কপোত বক
শ্রুতি কৃপীট বিশালা॥……(অন্তরা)
হীন আলাওল কহে বিরহিণী বেদন
শুনি শুনি দ্রবয় পাষাণ।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়র
মহী পুরি কীর্তির বাখান॥……(আভোগ) (পৃঃ ৩৩৬)

আবার ধ্রুবপদটি প্রথমে রেখে উদগ্রাহ, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ সহ গীতের দৃষ্টান্ত চিতোর আগমন খণ্ডে নাগমতির মিলন সুখোল্লাসের পদ 'আজি সুখের নাহি ওর।' অবশ্য পদ্মাবতী কাব্যের সব গীতই যে প্রবন্ধ সঙ্গীতের এই নির্দিষ্ট অঙ্গ বিভাগ অনুসরণ করে চলেছে তা নয়। প্রথমদিকের অনেকগুলি গানই আকারে অনেক বড়। সেগুলিতে পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ থাকাও অসম্ভব নয়। পুঁথিতে পদ্মাবতী কাব্যের গানগুলি এতই বিকৃত যে তার থেকে শুদ্ধরূপটি বের করে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

জায়সীর চৌপাই ছন্দকে ভেঙে আলাওল পদ্মাবতী কাব্যকে মধ্যযুগের পাঁচালীর রূপ দিয়েছিলেন। সেকালের পাঁচালী কাব্যের রীতি অনুযায়ী পদ্মাবতীতেও কাব্যপরিবেষণের তিনপ্রকার রীতি অবলম্বিত হয়েছে। এক বিবৃতিধর্মী পয়ার যা মূলত পাঠ বা সুরে আবৃত্তি করা হত। দুই, গীতিধর্মী লাচাড়ি যা নাচে ও গানে পরিবেষিত হত। তিন, পদ গীত, যা রাগ ও তাল সহযোগে গান করা হত। এই ত্রিবিধ আঙ্গিকের সাক্ষ্য পদ্মাবতীতে আছে। রাগচিহ্নহীন যমকছন্দে আছে পয়ারের পাঠনির্দেশ, রাগযুক্ত দীর্ঘছন্দের মধ্যে লাচাড়ির চিহ্ন এবং রাগ তালযুক্ত পদগুলি হল প্রবন্ধ সঙ্গীতের নিদর্শন।

সূচীপত্র

পদ্মাবতী

স্তুতি খণ্ড

হামাদ খোদায়

বিছমিল্যা হিরবাহামা নিরাহিম।

প্রথমে প্রনাম করি এক করতার।
জেই প্রভু[1] জিব দানে স্থাপিল[2] সংসার ॥
করিল পর্ব্বত আদি জোতির প্রকাষ[3]।
তারপরে প্রকট করিল কবিলাষ[4] ॥
শৃজিলেক আগুন[5] পবন জল ক্ষেতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক কোরে[6] নানাভাতি।
শ্রীজিলেক পাতাল মহি স্বর্গ নর্ক[7] আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু[8] করিল প্রচার ॥
শৃজিলেক সপ্ত[9] মহি এ সপ্ত ব্রহ্মান্ড।
চতুদ্দস ভবন[10] সৃজিল খন্ড খন্ড।

শৃজিলেক দিবাকর শশি দিবা রাত্রি।
শৃজিলেক নৈক্ষত্র নির্ম্মল পাতি পাতি ॥
শৃজিলেক শুসিতল গ্রিস্ম রৈদ্র আর[11]।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুত সঞ্চার ॥
শিলেক[12] সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
শিজিলেক ছিপি মুক্তা রত্ন বহুমূল[13] ॥
শৃজিলেক বনতরু পাক্ষি নানা ব্যাধ[14]।
শৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔসধ[15] ॥

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে।
আদ্য মূল শির সেই শোভিত উত্তমে ॥*
প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীবদানে সৃজিলা সংসার ॥
করিলা প্রথম আদি জ্যোতির প্রকাশ।
তারপরে প্রকট করিলা কবিলাস ॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানারঙ্গে সৃজিলেক করি নানা ভাতি ॥
সৃজিলেক পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানাবর্ণ করিলা প্রচার ॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী সপ্ত ব্রহ্মান্ড।
চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা খন্ড খন্ড ॥ (জা. ১)

সৃজিলেক দিবাকর শশি দিবারাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥
সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম রৌদ্র ছায়া আর।
করিলা মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
সৃজিলেক সমুদ্র মেরু জলচর কুল।
সৃজিলেক ছিপি মুক্তা রত্ন বহু মূল ॥
সৃজিলেক বনতরু পক্ষী নানা ব্যাধ।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ ॥ (জা. ২)

*. পুঁথিতে নেই, বটতলার ছাপা গ্রন্থে আছে

১ সে জে ২ শ্রিজিলা ৩ করিলেক সর্ব্ব আদি যুতির প্রকাস ৪ আকাস ৫ শ্রিজিলেন্ত আনল ৬ করি ৭ নরক্য ৮ বর্ণ ৯ শ্রিজিলেক প্রভু ১০ ভুবন ১১ শ্রিজিলেক সীত গ্রিস রৈদ্র ছায়্যা আর ১২ শ্রিজিল ১৩ শ্রিজিলেক ছিপে মুতি রত্তন বহুল ১৪ শ্রিজিলেক বনচর পষু চতুর পদ ১৫ অমৃদ

শব্দার্থ টীকা : করতার—কর্তা (ঈশ্বর) তু° করতারু (জা)
কবিলাস—কৈলাস তু° কবিলাসু (জা)
নর্ক—নরক
ছিপি—শুক্তি তু° সীপ (জা)
মূল—মূল্যবান

মন্তব্য—জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে আলাওল যথাসম্ভব মূলানুগ। জায়সীর অন্য দুটি কাব্যের মতো এই কাব্যের স্তুতিখণ্ডেও কোরাণ ও হাদিসের অনুসরণে জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরের যে স্তুতি আছে আলাওল তাকেই অনুসরণ করেছেন। তবে জায়সী প্রথমচরণে ঈশ্বরকে যেখানে স্মরণ করেছেন, আলাওল সেখানে প্রণাম করেছেন।

দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর কিছু কিছু অংশ বর্জন করেছেন। বিশেষ করে অস্তুতি খণ্ডের দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের এবং সপ্তম থেকে দ্বাদশ চরণের অনুবাদ আলাওলের রচনায় বর্জ্জিত।

শৃজিয়া[১] মানব রূপ করিল মহত[২] ।
অন্ন[৩] আদি নানা বিধি দিয়াছে[৪] ভোগত ।।
শৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় ষুখরাজ[৫] ।
হস্তি অশ[৬] নর আদি দিছে তার সাজ ।।
শৃজিলেক নানা দ্রব্য[৭] এ ভোগ ভিলাস[৮] ।
কাকে কল্য ইশ্বর কাহাকে কল্য দাস ।।
কাকে কল্য শুক ভোগ[৯] সতত আনন্দ ।
কেহ দুঃখ[১০] উপবাসি চিন্তাযুক্ত ধন্দ ।।
আপনা প্রচারে হেতু শৃজিল জিবন ।
নিজ ভয় দ্রসাইতে শৃজিল মরণ ।।
কাকে কল্য ভিক্ষুক কাহাকে কল্য ধনি ।
কাকে কল্য নিগুনি কাহাকে কল্য গুনি ।।
কাকে কল্য নিৰ্ব্বলি কাহাকে বলি আর ।
ছার হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনি ছার ।।
শৃজিতে অনন্ত রূপ নাহি বন্দ ছন্দ ।
তাহাকে বান্দিয়া পুণি করে কেস বন্দ ।।

শুগন্দি শৃজিল[১১] প্রভু স্বর্গ আকলিতে ।
শৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে[১২] ।।
মিষ্ট[১৩] রস শৃজিলেক[১৪] কৃপা অনুরোধ ।
তিক্ত কটু কসা শৃজি জানাইল ক্রোধ ।।
পুষ্পে[১৫] জন্মাইল মধু গোপত আকার ।
শৃজিয়া মোক্ষিকা[১৬] কল্য তাহার প্রচার ।।
ষুরাসুর রাক্ষস গন্ধব্য অপচর[১৭] ।
কিট পিপীলিকা আদি জতো চরাচর[১৮] ।।*
অষ্টদশ সহস্র বরন অনুপাম ।
ভুপাতি বলিতে হৈল সিদ্ধ মনস্কাম ।।
এথেক[১৯] শ্রীজিতে তিন না হইল বিলম্ব ।
অন্তরিক্ষ ঘাটিয়া[২০] রাখিছে বিনি স্বম্ভ ।।

১ শ্রিজিআ ২ মোহত ৩ অন্য ৪ আছে জে ৫ শ্রিজিলেক নরপতি ষুখে ভুঞ্জে রাজ ৬ ঘোরা ৭ শ্রিজিলেক দৈশ্বর্ধন ৮ বিলাস ৯ দিল ষুখ ভোগ ১০ দুক্ষ ১১ ষুগন্দি শ্রিজিলা ১২ জান পাইতে ১৩ মীণ্ট ১৪ শ্রিজিলেক ১৫ পুষ্পে ১৬ শ্রিজিআ কিটীকা ১৭ গন্দ্রব্ব চরাচর ১৮ জথ অপচর
* বাংলা একাডেমীর পুথিতে এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি
বসতি অক্কর তিন ব্রির্জ উপসম ।
শ্বাসধারি জথ আর স্থাবর জঙ্গম ।।
১৯ এসব ২০ অন্তরৈক্ষে গগন

সৃজিয়া মানবরূপ করিল মহৎ ।
অন্ন আদি নানাবিধ দিয়াছে ভোগত ।।
সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় সুখরাজ ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ ।।
সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস ।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাহাকে কৈল দাস ।।
কাকে কৈল সুখ ভোগ সতত আনন্দ ।
কেহ দুঃখ উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্ধ ।।
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন ।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ ।।
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাহাকে কৈল ধনী ।
কাকে কৈল নির্গুণী কাহাকে কৈল গুণী ।
কাকে কৈল নির্বলী কাহাকে বলী আর ।
ছার হোস্তে নির্মিয়া করএ পুনি ছার ।
সৃজিতে অনন্তরূপ নাহি বন্ধ ছন্দ ।
তাহারে বন্দিয়া কঁরু কথা অনুবন্ধ ।। (জা. ৩)

সুগন্ধি সৃজিলা প্রভু স্বর্গ আকলিতে ।
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে ।।
মিষ্ট রস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ ।
তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ ।।
পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার ।
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ।।
সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব অপসর ।
কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর ।।
অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম ।
ভুগুতি বর্ণিতে[১] হৈল সিদ্ধ মনস্কাম ।।
এথেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব ।
অন্তরীক্ষে গগন রাখিছে বিনিস্তম্ভ ।। (জা. ৪)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : ভোগত—ভোগের জন্য
ছার—ভস্ম, ধুলা তু° ছার (জায়সী)
অনুবন্ধ—আরম্ভ আকলিতে—আকুলিতে
ভুগুতি—ভোগ্য দ্রব্যাদি

মন্তব্য—তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের সপ্তম ও অষ্টম চরণ দুটি অনুপস্থিত । চতুর্থ স্তবকের অনুবাদেও আলাওল মূলের আংশিক অনুসরণ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ করেছেন ।

সেহ ধনপতি সব জাহার[১] সংসার।
সকলেরে দেয় দান[২] না টুটে ভান্ডার ।।
গরু করি পিপিলিকা বর ক্ষুদ্রাকার[৩]।
কাকে নাহি বিস্মরয়[৪] দিয়াছে আহার ।।
সকলের উপরে[৫] তাহার[৬] দৃষ্টী আছে।*
কিবা মীত্র কিবা সত্রু কাকে নাই বাছে।
হেন দাতা আছে কথা ষুন জগজন।
সবাকে খাবাএ পুণি না খাএ আপন ।।
জিবন আহার দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আসা সেহ আপনে নৈরাস ।।
জোগে জোগে করে দান না টুটে ভান্ডার।
জগজনে জেই দেন্ত সেই দান তার ।।

আদি আন্ত সংসারে সেই সে এক রাজা।
ত্রিলৈক্ষের জিবজন্তু করে জারে পুজা ।।
সবানের সীর পরে সেই সে ইশ্বর।
জারে চাহে তারে তুলি করে রার্জ্যধর ।।
নিরুপক কএ তিলে রঙ্কের প্রমাণ ।।
আর এক নাই তার দোসর সমান ।।
প্রবত করএ রেণু দেখে সর্ব্বলোক।
হস্তিরে করএ পীপীলিকা সমজোক ।।
জেই ইশ্চা সেই করে কেহু নই জানে।
মনে সীন্ধি অন্দ ধন্দ জে করে আপনে ।।
সে ক্ষনো ঘটে পুণি সকল ভাঙ্গএ।
ভাঙ্গিয়া ঘটাএ পুনি জেই মনে লএ ।।

১ আর সকল ২ দেন্ত নিতি ৩ জথ জিব পষু পক্ষি পীপীলিকা আর ৪ বিস্মরণ ৫ সভানের ৬ তাহান

* এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটি খণ্ডিত। পাঁচটি পাতা নেই। খণ্ডিত অংশটুকুতে বাংলা একাডেমীর পুঁথির পাঠ নেওয়া হল।

সেই ধনপতি সব যাহার সংসার।
সকলেরে দেন্ত নিতি না টুটে ভান্ডার ।।
জথ জীব পশু পক্ষী পিপীলিকা আর।
কাকে নাহি বিস্মরয় দিয়াছে আহার ।।
সভানের উপরে তাহান দৃষ্টি আছে।
কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে ।।
হেন দাতা আছে কোথা শুন জগজন।
সভাকে খাওয়ায় পুনি না খায় আপন ।।
জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাশ ।।
যুগে যুগে করে দান না টুটে ভান্ডার।
জগ জনে যেই দেন্ত সেই দান তার ।। (জা. ৫)

আদি অন্ত সংসারে সেই এক রাজা।
ত্রিলোকের জীবজন্তু করে যারে পুজা ।।
সভানের শির পরে সেই সে ঈশ্বর।
যারে চাহে তারে তুলি করে রাজ্যধর ।।
নৃপকে করএ তিলে রঙ্কের প্রমাণ।
আর কেহ নাহি তান দোসর সমান ।।
পর্বত করএ রেণু দেখে সর্বলোক।
হস্তীরে করএ পিপীলিকা সমযোগ ।।
যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মনে বুন্ধি অন্ধ ধন্দ তাহার কারণে[১] ।।
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়[২]।
ভাঙ্গিয়া গঠএ পুনি যেই মনে লয় ।। (জা. ৬)

১. আ
২. শ

শব্দার্থ টীকা : রংক—দরিদ্র, ভিক্ষুক

মন্তব্য—পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে আলাওল মূলানুসারী। তবে জায়সীর অষ্টম ও নবম চরণ দুটি আলাওল বর্জন করেছেন।

ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর নয় থেকে বারো চরণ পর্যন্ত চারটি পংক্তি বর্জন করেছেন। তৃতীয় চরণ থেকে ষষ্ঠ চরণের ভাববস্তু আলাওলের রচনায় ঈষৎ পরিবর্তিত।

অলৈক্ষ আরত সে অনন্ত রূপরুতা ।
তাহা হন্তে সকল সেই সে জগহর্ত্তা ॥
প্রকটে গোপতে আছে সবাক জে ব্যাপী ।
ধাম্মি‍র্কে জে চিনে তাকে না চিনএ পাপী ।।
তাতে মাতা দাড়া ষুতা সকল ব্রজিত ।
সোদড়া কুডুম্ব আর সম্বন্দ রহিত ॥
আপনে শ্রিজক সেই না হএ শ্রিজন ।
জেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন ॥
জেই জনে আন ভাবে সেই মুর্ক্ক রুন্দ ।
দিন চারি বিলম্বে মরিব হইব ধন্দ ।।
জেই ইশ্চা করিল করিব সেই ভাব ।
বুজিতে না পারে কেহ অপচএ লাব ।।

অলক্ষ অরূপ অবরণ সেই কর্তা[১] ।
তাহা হন্তে সকল সেই জগত হর্তা[২] ।।
প্রকট গোপত আছে সভাকারে[৩] ব্যাপি ।
ধার্মিক চিহ্নয় তারে না চিহ্নয় পাপী[৪] ।।
তাত মাতা দারা সুতা সকল বর্জিত ।
সোদর কুটুম্ব নাহি[৫] সম্বন্ধ রহিত ।।
আপনে সৃজক সেই না হয় সৃজন ।
যেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন ।।
যেই জনে আন ভাবে সেই মূর্খ অন্ধ ।
দিন চারি বিলম্বে মরিব হৈব ধন্দ ।।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে করে যাহা ভাবে[৬] ।
বুঝিতে না পারে কেহ অপচয় লভে ।। (জা. ৭)

এই বিম্ধা ছিল প্রভু করি আর্থ্যে জ্ঞান ।
জেমতে পুরানে আইগে করিচে বাথান ।।
বিনি জিবে জিএ জিব করে কার কর্ম্ম ।
জিহ্বা বিনে বাক্ষ কহে কেবা জানে মর্ম্ম ।।
অনাদোহি মন প্রভু কর্ণ্য বিনে যুনে ।
হিআ বিনে ভুত ভাবিশ্বত সর্ব্ব গুনে ।।
চৌক্ষ বিনে হেরে সব পদ বিনু গতি ।
কন রূপ সম নহে অনন্ত মুরাতি ।।
স্তান বিবর্জিত সেই আছে সর্ব্বটাম ।
রূপ গুণ বহিভুত নিরমল নাম ।।
কাহাকে না মিসে সর্ব্বটাম ভরিপুর ।
দিষ্টীমন্ত নিকটে মুর্ক্ক অন্দ ঘোর ।।

এই বিধি চিহ্ন প্রভু করিয়া যে জ্ঞান[৭] ।
যেমতে পুরাণে আগে করিছে বাথান ।।
বিনি জীবে জিয়ে জীব করে কার কর্ম ।
জিহ্বা বিনে বাক্য কহে কে জানিব[৮] মর্ম ।।
অনাদোহি মন প্রভু কর্ণ বিনু শুনি ।
হিয়া বিনু ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব গুণি ।।
চক্ষু বিনু হেরি পন্থ পথ বিনু গতি[৯] ।
কোন রূপ সম নহে অনন্ত মুরাতি ।।
স্থান বিবর্জিত মাত্র[১০] আছে সর্বঠাম ।
রূপ গুণ বহিভূর্ত নিরমল নাম ।।
কাহাতে[১১] না মিশে সর্ব ঠামে ভরিপুর ।
দৃষ্টিমন্ত নিকটেতে মূর্খ অন্ধে দূর[১২] ।। (জা. ৮)

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. আ ৫. আ ৬. শ
৭. আ ৮. হ ৯. আ ১০. শ ১১. আ ১২. আ

শব্দার্থ টীকা : অনাদেহী—অংগহীন তুং তন নাহী (জা)
দৃষ্টিমন্ত...দূরে—জ্ঞানীর কাছে তিনি নিকটে, মূর্খ অন্ধের কাছে অনেক দূরে।

মন্তব্য—সপ্তম স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর ভাষা পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন। কেবল এই স্তবকের আট থেকে দশ পংক্তির অনুবাদ আলাওলের রচনায় অনুপস্থিত। আর জায়সীর দোহা অংশটি আলাওলে পরিবর্তিত।

অষ্টম স্তবকের অনুবাদে আলাওল মূলানিষ্ঠ ; জায়সীর ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণদুটি একত্রিত হয়ে আলাওলের পঞ্চম চরণটি গঠিত হয়েছে।

আর জথ দিআচেন্ত রত্ন অমূলিত।
না জানএ মূর্ক্ষ তার মর্ম্ম কদাচিত ॥
দরসন দিআয়াছে চৌক্ষ প্রতি যুতি।
যুনিবার হেতু জান দিআয়াছে শ্রুতি ॥
বাক্ষ প্রকাসের হেতু রোসনা প্রসাদ ।
হাস্ব লাগী দসন লইতে নানা স্বাদ ॥
স্বোর সব্দ নিবিস্তে করিছে কন্ট দান ।
হস্ত পদ্ধ অস্তি সব দিচে স্তানে স্তান ॥
ভিন ভিন কার্জ্য নিযুজিচে সবাকারে।
একের কর্তৈব্য আনে করিতে না পারে ॥
এ সকল রত্ন পাইআছে জনে জনে।
তথাপী দাতার মর্জাদা কেবা জানে ॥
জাহাকে করিছে প্রভু এক রত্নহিন।
সেই সে জানএ মর্ম্ম পাই পরাচিন ॥
জোবনের মর্ম্ম জানে জার জিন্য কায়ে।
সোস্থ মর্ম্ম জানএ অসোস্থ জার গাএ ॥
যুখী মর্ম্ম দুক্ষিজনে না জানে রাজন।
বৈন্দাএ না জানে কভু প্রাণের বেদন ॥

অনন্ত অপার কির্তি সেই নিরাঞ্জন।
কহিতে অসৈক্ষ কথা না জাএ কহন ॥
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত মহি ব্রিক্ষ পত্র জথ।
সপ্ত শুন্য ভরি জদি সজাএ কাগত ॥
এ সপ্ত সাগর আদি জথ নদা নদি।
ডিগী পুস্কর্ণ্যি আদি মসী হএ জদি ॥
জৈন্দাবদি বানাএ সকল ব্রিক্ষ সাখা।
জথ হএ লোম আর পাক্ষি অঙ্গ পাখা ॥

আর যত দিয়াছেন্ত রত্ন অমূলিত
না জানএ মূর্খ তার মর্ম কদাচিত ॥
দরশন হেতু দিয়া আছে চক্ষু জ্যোতি[1]।
শ্রুতি হেতু দিয়াছে শ্রবণ মধ্যে শ্রুতি[2] ॥
বাক্য ষট্‌রস[3] হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানাস্বাদ ॥
সুস্বর কহিতে করিছে কণ্ঠদান[4]।
অস্থি সব আদি যত দিছে স্থানে স্থান[5] ॥
ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযুজিছে সভাকারে।
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে ॥
এ সব রতন[6] পাইয়াছে জনে জনে।
তথাপিহ দাতার মর্যাদা কে বা জানে ॥
যাহারে করিছে প্রভু এক রত্নহীন।
সেই সে জানএ মর্ম হই অতিক্ষীণ[7] ॥
যৌবনের মর্ম জানে জরাজীর্ণ[8] কায়।
সুস্থ মর্ম জানএ অসুস্থ যার গায় ॥
সুখ মর্ম দুঃখী জনে না জানে রাজন।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন[9] ॥ (জা. ৯)

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ[10]।
কহিতে অশক্য কথা না যায় কহন।
সপ্ত সর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষপত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজএ কাগত ॥
এ সপ্ত সাগর আদি যত নদনদী।
দীর্ঘ পুষ্করিণী কূপ[11] মসি হয় যদি ॥
যাবত বনাগ্রে যত সকল বৃক্ষ শাখ[12]।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষীপাখ[13] ॥

১. আ ২. আ ৩. আ ৪. শ ৫. শ ৬. হ
৭. আ ৮. আ ৯. শ ১০. আ ১১. শ ১২. আ
১৩. আ

শব্দার্থ টীকা : কাগত—কাগজ তু° কাগদ (জা)

মন্তব্য—নবম স্তবকের অনুবাদ কিছুটা ব্যাখ্যামূলক, মূল থেকে অনেকটা অভিনব। স্তবকের শেষে আছে বিন্যাসগত ক্রমভঙ্গ। এ ছাড়া অনুবাদেও ভ্রান্তি আছে। 'বাজা' শব্দটির অর্থ বাজে, আলাওল বাঁজা অর্থে ধরে বন্ধ্যা নারীর প্রসঙ্গ এনেছেন।

প্রিথিমিতে রেনু স্বর্গে জথ তারা।
জিব জন্তু জথ শ্বাস বরিসের ধারা ॥
জোগে জোগে বসী জদি অস্তুদ করএ।
সহস্র ভাগের পুনি এক ভাগ লএ ॥
সংসারের গুনি জথ গুন প্রকটীল।
সেই সমুদ্রের এক বিন্দু না টুটীল ॥
এথেকে জানিঅ সবে গর্ব্ব অনুচিৎ।
গর্ব্বধারী জগত এ উনমত্ত চরিত ॥
বর গুণবন্ত স্বামী জানিঅ নিশ্চএ।
বহুগুণজ্ঞাতা গুনি নিমিসে শ্রিজএ ॥

রচন না জাএ জার স্রিজন য়পার।
কেমতে বর্ণিব সেই স্রিজন তাহার ॥
বুদ্ধির প্রকাস মোর তত দুর নাই।
অস্তুদ কেমতে মুই করিমু গোঁসাই ॥
ভাবিতে চিন্তিতে বুদ্ধি পাই পড়াভোব।
সেই পন্তে অন্দনেরে মারএ সন্দব ॥
কৃপামএ স্বামী বলি আছে এক ছাএ।
তেকারণে কবিকুলে রঙ্গগুণ গাএ ॥
কৃপার সমুদ্রে জদি উটীল তরঙ্গ।
কুমতি দরীদ্র দুক্ষি সেবা হএ ভঙ্গ ॥
এই কৃপা কর প্রভু দয়্যাল চরিত।
তোমার সোখার গুণ গাহিমু কিঞ্চিত ॥

পৃথিবীর যত[1] রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব যেন্ত শ্বাস আর বরিষার ধারা[2] ॥
যুগে যুগে বসি যদি অস্তুত লেখয়[3]।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়[4] ॥
সংসারের গুণী যত গুণ প্রকটিল।
এহি সমুদ্রের একবিন্দু না টুটিল ॥
এতেক জানিয়া সব গর্ব অনুচিত।
গৌরব করএ যেই উন্মত্ত চরিত[5] ॥
বড় গুণবন্ত স্বামী যেই মনে হয়[6]।
বহুগুণজ্ঞাতা গুণী নিমিষে সৃজয় ॥ (জা.১০)

বর্ণন[7] না যায় যার সৃজন অপার।
কেমতে বর্ণিব[8] সেই সৃজন তাহার ॥
বুদ্ধির প্রকাশ মোর তত দূর নাই।
অস্তুত কেমনে তোর[9] করিমু গোঁসাই ॥
ভাবিতে চিন্তিতে বুদ্ধি পায় পরাভব।
সেই পন্থে অন্ধ ঘোর মনের সৈন্ধব[10] ॥
কৃপাময় স্বামী বলি আছে এককায়[11]।
তে কারণে কবিকুল নিতি[12] গুণ গায় ॥
কৃপার সমুদ্রে যদি উঠিল তরঙ্গ।
কুমতি-দারিদ্র্য দুঃখ সেনা[13] হয় ভঙ্গ ॥
এই কৃপা কর প্রভু দয়াল-চরিত।
তোমার সখার গুণ গাহিমু কিঞ্চিৎ ॥

১. হ ২. শ ৩. আ ৪. স ৫. আ ৬. আ ৭. আ
৮. আ ৯. আ ১০. আ ১১. আ ১২. আ ১৩. আ

মন্তব্য—দশম স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীকে সঠিকভাবেই অনুসরণ করেছেন।

পরবর্তী স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। হজরত মহম্মদের গুণকীর্তনের জন্য এই স্তবকে আলাওল স্বাধীনভাবে বিধাতার কাছে সামর্থ্য প্রার্থনা করেছেন।

হজরত ছেফত ও চারি আছহাবের বয়ান

পূর্ব্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার ।
ইশ্চিলেন্ত নিজরূপ করিতে প্রচার ।।
নিজ সোখা মোহাম্মদ প্রথমে শ্রিজিলা ।
সে যুতির মূলে ত্রিভুবন নিম্মাইলা ।।
সে সকল জ্ঞানকথা কহিতে অপার ।
সমুকেতে পোস্তকের আছে মোহাভার ।।
তাহান পীরিতে প্রভু শ্রিজিলা সংসার ।
আপনে কহিচে প্রভু কোরান মাজার ।।
সেই দিন যুতিএ উজ্জল ত্রিভোবন ।
হইল নিম্মল জগ পাতক নাসন ।।
অন্দকার ছিল আর নর পাপসীন ।
পুণ্য প্রকাশের হেতু তান দিন দিন ।।
অঙ্গুল ইঙ্গিতে চন্দ্র দুই করে খন্ড ।
ঘনমালা জার সীরে পরে নব ডন্ড ।।
বনমীর্গ জাহাকে গেলেন্ত লাগাদিআ ।
বনান্তরে জাই পুনি আসীল ফিরিয়া ।।
ছায়্যা হিন কায়্যা সাক্ষি না পরএ গাএ ।
বাক্ষধারি হই সর্পে জার গুন গাএ ।।
মহিমা কতেক কৈব মুই মতি হিনে ।
জার গুণ কোরাণেতে কহিছে আপনে ।।
পাপ পুণ্য জখনে পুচিব করতার ।
আগু হই করিবেক নারিকি উন্ধার ।।

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার ।
ইচ্ছিলেন্ত নিজ রূপ করিতে প্রচার ।।
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা ।
সেই সে জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা[1] ।।
সে সকল জ্ঞান কথা কহিতে অপার ।
সমুখে পুস্তক কথা আছে অতি ভার[2] ।।
তাহান পীরিতে প্রভু সৃজিল সংসার ।
আপনে কহিছে প্রভু কোরাণ মাঝার ।।
সেই দীপ জ্যোতিএ[3] উজ্জ্বল ত্রিভুবন ।
হইল নির্মল জ্যোতি[4] পাতক নাশন ।।
অন্ধকার ছিল পন্থ নর পাপলীন[5] ।
পুণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তান দিন[6] ।।
অঙ্গুলি ইঙ্গিতে যার চন্দ্র দুই খন্ড[7] ।
ঘনমালা যার শিরে ধরে[8] নবদন্ড ।।
বন-মৃগ যাহার লগ্নকা অরপিয়া[9] ।
বনান্তরে যাই পুনি আইল ফিরিয়া ।।
ছায়াহীন কায়া না পরশে মক্ষিকায়[10] ।
বাক্যধারী হৈয়া সর্প যার গুণ গায় ।।
মহিমা কতেক কৈব মুই মতিহীনে ।
যার গুণ কোরাণে কহিছে নিরঞ্জনে[11] ।।
পাপ পুণ্য যখনে পুছিব করতার ।
আগু হইয়া করিবেক নারকী উদ্ধার ।। (জা.১১)

১. অ। ২. আ ৩. শ ৪. শ ৫. আ ৬. আ ৭. আ
৮. আ ৯. আ ১০. হ ১১. আ

মন্তব্য—হজরত ছেফত ও চারি আছহাবের বিবরণ অংশের স্তবক দুটি জায়সীর অস্তুতিখণ্ডের একাদশ ও দ্বাদশ স্তবকের ভাবানুসারে রচিত। স্তবকদুটি হুবহু অনুবাদ নয়। এই অংশে আলাওলের কোরাণ ও হাদিস সম্পর্কে নিবিড় অধ্যয়ন ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মগ্রন্থ থেকে যে সব পৌরাণিক অনুষঙ্গের উল্লেখ আছে, যথা মহম্মদের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, বনমৃগী প্রসঙ্গ, সর্পের বাক্‌শক্তি লাভ ইত্যাদি জায়সীতে নেই, আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

চারি মীত্র রছুলের মৈক্ষ মোহাদাতা ।
দোহ জগে নির্ম্মল শ্রিজিলা বিদস্তা ।।
প্রথমে ছিদ্দিক পীর মহস্তম জ্ঞান।
এক করতার হেন আনিল ইমান ।।
দোঅজে উমর গুনি খত্তারের ষুত ।
ত্রিভোবন জিনিল্যাবন্ত অদভুত ।।*
ত্রিতিএ ওছমান ধির জগ জিনি দাতা ।
গ্রহান্ত করিলা জেই কোরাণের কথা ।।[১]
চতুর্থে আমির আলি[২] সিংগ বলি আর ।
ত্রিজগতে[৩] নাই তান সমান যুজার ।।
চারি এক একে চারি[৪] এক গতি মতি ।
এক বাক্য এক ভাব এক পন্তে পন্তি ।।[৫]
চারি মোহন্তের জেই করে ভাব হিন [৬] ।
পরিতে নরক ঘোর এই তার চিন ।।
জানাইলা জথ বিধি কোরান গ্রহান্ত ।
জে জন বিপন্ত রত্ত[৭] দেখাইলা পান্ত ।।
দিনের গৃহের চারি স্তম্ভ চারি জন ।
অপার মহিমা জার ন জাএ কহন ।।
এ থেকে সে[৮] তেজিল কথার পরিপাটি ।
তা সবান মহিমা কহিতে নাই আটী[৯] ।।
এবে পুস্তকের কথা কর অবগতি ।
সেক মাহামদ[১০] কৃতা পুতি পদ্মাবতি ।।

* এর পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি পাঠ গৃহীত হল ।

১ একান্তর কৈল জেই কোরাণের পাতা
২ কেশরি আন্ধার
৩ ত্রিভুবনে
৪ এ চতুর্থ একান্তর
৫ এক বাক্ষ এক পন্তে একই ভারতি
৬ ভাব ভিন
৭ জাএ
৮ জে ৯ আইটী ১০ মোহাম্মদ

চারি মিত্র রছুলের সুখ-মোক্ষ দাতা[১] ।
দুই জগে নিরমল সুজিল বিধাতা ।।
প্রথমে ছিদ্দিক পীর মহাগুণবাণ[২] ।
এক করতারে মানি আনিল ইমান ।।
দ্বিতীয় উমর গুণী[৩] খাত্তাবের সুত ।
ত্রিভুবন জিনিয়া অনন্ত অদ্ভুত[৪] ।।
তৃতীয় ওছমান ধীর জগ-জিনি দাতা ।
গ্রন্থ[৫] করিল যেই কোরাণের কথা ।।
চতুর্থে হজরত আলি সিংহ যে আল্লার[৬] ।
ত্রিজগতে নাহি তান সমান জুঝার ।।
চারি এক একে চারি এক গতি মতি ।
এক ভাব এক বাক্য এক পন্থে গতি[৭] ।।
চারি মোহন্তের যেই করে ভাব ভিন্ন[৮] ।
পড়িবে নরক ঘোরে এই তার চিহ্ন[৯] ।।
জানাইল যত ইতি পুরাণ গ্রন্থ[১০] ।
যেই জনে বিপন্থের দেখাইল পন্থ[১১] ।।
দীনের গৃহের চারি স্তম্ভ চারি জন ।
অপার মহিমা যার না যায় কথন ।।
এত কহি[১২] তেজিল কথার পরিপাটি ।
তা সবান মহিমা কহিতে নাহি আঁটি ।।
এবে পুস্তকের কথা কর অবগতি ।
শেখ মহাম্মদ কৃত পুঁথি পদ্মাবতী ।। (জা. ১২)

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. শ ৫. হ ৬ আ
৭. আ ৮. হ ৯. হ ১০. আ ১১. আ
১২. আ

শব্দার্থ টীকা : ছিদ্দিক—আবুবকর সিদ্দিক
উমর—উমর খত্তাব
ওছমান—উসমান
হজরত আলি—মহম্মদের বন্ধু

কবি পরিচয়

জাইস নগরে বাস কবি কুল গুরু।[১]
ছিদ্দিকের বংশভব[২] কুলিন সুচারু ॥
তান পীর ছৈদ আষরফ মোহাজন।
হাজি সেক নাম তান পীরের নন্দন ॥
তান আর[৩] দুই পুত্র প্রভুর ভাবক।
সেক কামাল আর সেক মোবারক ॥[৪]
তাহান পিরের পির সেক বোরহান।
তান পির সেখ আনাদদো[৫] গুনবান ॥
তান পির ছৈদ মাহামদ[৬] গুণবন্ত।
দানিআল গুরু তান দেখাইলা পন্ত ॥
তথাহো খোয়াজ সঙ্গে হৈল দরশন।
মিলিলেক সেই গ্রামে[৭] বিধি পরশন ॥
এই উপদেশ করি সেই মোহামতি।
একাক্ষরে হৈল তান সহস্রেক যুতি[৮] ॥
এক চৌক্ষে জগত দেখন্ত স্থানে বসী।
কলঙ্ক উঝল জেন দুই পাস সসী ॥
এ সব স্থানের গুণ কহিছে অপার।
তান চারি মিত্র নাম পুস্তক মাজার ॥
প্রওজন নাহি মোর সে সব কহিতে।
কিঞ্চিত লইলু নাম তাহান পিরিতে ॥
জখনে রছিলা সেখে পুতি পদ্মাবতি।
দিল্লীশ্বর ছিলা সের শাহা নরপতি ॥
পুস্তকের মাঝে তান অতুল[৯] মহিমা।
জথেক কহিছে সেকে দিতে নাহি সীমা ॥
জগতে প্রচার য়াছে সে সব কথন।
তাহারি রছিলে মোর নাহি[১০] প্রওজন ॥
তেকারণে ছারিয়া সেসব বাক্য[১১] জাল।
আপনা ইশ্বর গুণ গাই[১২] সেই ভাল ॥
এবে অবদান কর সকল পন্ডিত।
রোসাঙ্গ নৃপতি গুণ গাহিমু কিঞ্চিত ॥

১ সেই সনে গরে বাস কবিকুরোগুরু। ২ বংশে জন্ম ৩ ঘরে ৪ এক সেখ কামাল দোওজে মোবারক ৫ আলম ৬ মোহাম্মদ ৭ মীলিল ছইদ রাজা ৮ সহস্র মুরতি ৯ আতুল ১০ কোন ১১ বাক্ক ১২ কহি

জাইস নগরে বাস কবিকুলগুরু।
সিদ্দিকের বংশভব কুলীন সুচারু ॥
তান পীর সৈয়দ আশরফ মহাজন।
হাজি শেখ নাম তার পীরের নন্দন ॥
তান ঘরে দুই পুত্র প্রভুর ভাবক।
শেখ কামাল আর শেখ মবারক ॥
তাহান পীরের পীর শেখ বোরহান।
তান পীর শেখ এলাদাদ[১] গুণবান ॥
তান পীর সৈয়দ মহাম্মদ গুণবন্ত।
দানিয়াল গুরু তান দেখাইল পন্থ ॥
তথাতে খোয়াজ সঙ্গে হৈল দরশন।
মিলিল সৈয়দ রাজা বিধির কারণ ॥
এই উপদেশ করি শেখ[২] মহামতি।
একাক্ষরে হৈল তান সহস্রেক জ্যোতি ॥
এক চক্ষে জগৎ দেখেন্ত স্থানে বসি।
কলঙ্ক উজ্জ্বল যেন দুই পাশ[৩] শশী।
এ সব গুণের[৪] গুণ কহিতে অপার।
তান চারি মিত্র গণ[৫] পুস্তক মাঝার ॥
প্রয়োজন নাহি মোর সে সব কহিতে।
কিঞ্চিৎ কহিব নাম তাহান পীরিতে ॥
যখনে রচিল শেখে পুঁথি পদ্মাবতী।
দিল্লীশ্বর ছিল শের শাহা নরপতি ॥
পুস্তকের মাঝে তার অপার[৬] মহিমা।
যতেক কহিছে শেখে দিতে নারি সীমা ॥
জগতে প্রচার আছে সে সব কথন।
তাহারে রচিলে মোর কোন[৭] প্রয়োজন ॥
তেকারণে ছাড়িয়া সে সব বাক্যজাল।
আপনা ঈশ্বরগুণ গাহিলে সে ভাল[৮] ॥
এবে অবধান কর সকল পন্ডিত।
রোসাংগ নৃপতি গুণ গাহিমু কিঞ্চিং ॥ (জা.১৮-২৩)

১. আ ২. শ ৩. আ ৪. হ ৫. আ ৬. আ ৭. হ ৮. শ

শব্দার্থ টীকা : চারি মিত্র গণ—পদমাবৎ কাব্যের আরম্ভে জায়সী তাঁর চার বন্ধুর উল্লেখ করেছেন য়ুসুফ মালিক, সলার কাদিম, সলোনে মিয়া, এবং বড়ে শেখ।

রোসাঙ্গ বর্ণনা

দীর্ঘ ছন্দ। রাগ ধানসী

ছিলিম শাহার বংশ জদ্যাপী হইল ধ্বংশ[১]
নৃপতি[২] হইল রাষ্যপাল।
রাজষুখ ষুখ মুল কি দিব তাহার তুল
রশভোগ[৩] গোয়াইল[৪] কাল ॥
এক পুত্র এক কন্যা [৫] সংশারেত ধন্যা ধন্যা[৬]
জনমীল নৃপতি সম্ভব।
চলীতি ত্রিদিব স্থান[৭] পুত্র কৈলা রাষ্য দান[৮]
জারে[৯] দেখী লর্জিত বাসভ ॥
চাদ উমদের[১০] নাম রূপে গুণে অনুপাম
মোহাবুদ্ধি ভাগ্য অবিরত[১১]।
দেখীয়া ষুচারু মুক ন্সোকের নয়ান ষুক
জেন পুন্নে চন্দ্র পরতেক ॥
ললাট দুয়জ্ঞ সসী পিউস বরিস হাসী[১২]
কটাক্ষে মোহিত জুবাকুল[১৩]।
ষুলোচন প্রাতভানু হেমকান্তি জিনি তনু
পদ্মা জিনি চরন রাতুল ॥
সতত মধুর ভাস ক্রোধানলে[১৪] সত্রু নাস
পাত্র মীত্র তোসএ অসিম।
ধর্ম্মে[১৫] জিনি যুধিষ্ঠির[১৬] দাতা জিনি কন্ন[১৭] বির ॥
প্রতাপে সমান[১৮] নহে ভিম ॥

১ ডংশ ২ নির্পগীরি ৩ রসে ভোগে ৪ গোঞাইল ৫ কৈন্যা ৬ ধৈনাধৈন্যা ৭ চলিতেহ দিপস্তান ৮ রাজধা ৯ জাকে ১০ ছাদ ইমাতার ১১ অতিরেক ১২ পীউ সব রিসী হাসী ১৩ বধুকুল ১৪ ক্রোদানলে ১৫ ধৈর্জ্জ ১৬ যুদিষ্টির ১৭ কর্না ১৮ সোমান

সলিম রাজার[১] বংশ যদ্যপি হইল ধ্বংস
নৃপগিরি[২] হৈল রাজ্যপাল।
রাজ সুখ ভোগ[৩] মূল কি দিব তাহার তুল
রসভোগে গোয়াইল কাল ॥
এক পুত্র এক কন্যা সংসারেতে ধন্য ধন্যা
জনমিল নৃপতি সম্ভব।
চলিতে ত্রিদিব স্থান পুত্রে কৈলা রাজ্যদান
যারে দেখি লজ্জিত বাসব ॥
সাদ উমংদার[৪] নাম রূপে গুণে অনুপাম
মহাবুদ্ধি ভাগ্য অতিরেক।
দেখিতে সুচারু মুখ লোকের নয়ান সুখ
যেন পূর্ণ চন্দ্র পরতেক ॥
ললাট দুঅজ শশী পিযূষ বরিষে হাসি
কটাক্ষে মোহিত যুবাকুল।
সুলোচনা-প্রভা[৫] ভানু হেম কান্তি জিনি তনু
পদ্ম জিনি চরণ রাতুল ॥
সতত মধুর ভাষ ক্রোধানলে শত্রুনাশ
পাত্র মিত্র তোষয় অসীম ॥
ধর্মে জিনি যুধিষ্ঠির দাতা জিনি কর্ণ বীর
প্রতাপে সমান নহে ভীম ॥

১. আ ২. বা ৩. শ ৪. আ ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : ছলিম রাজার বংশ—সলিম শাহ বা মেঙ রাদজাগিয়ার বংশ, যা নরপদিগিয়ার দ্বারা নির্মূল হয়।

নৃপগিরি—নরপদিগিয়া, প্রথমে রাজমন্ত্রী পরে আরকান রাজ শ্রীসুধর্মাকে হত্যা করে স্বয়ং রাজা হন।

সাদ উমংদার—থদোমিন্তার, নরপদিগিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, এঁরই রাজত্বকালে (১৬৪৫—১৬৫২), আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন।

দুঅজ—দ্বিতীয়া পরতেক—প্রত্যক্ষ ত্রিদিব স্থান—স্বর্গ

মন্তব্য : আলাওল রাজবংশের পরিচয় দিতে গিয়ে সাদ উমংদার বা থদো মিন্তারকে বলেছেন নরপদিগিয়ার পুত্র। কিন্তু থদো মিন্তার ছিলেন নরপদিগিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। আলাওলের সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জমালে এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

হেম গৃহ রত্ন[১] খাট শুদ্দ সুবর্ণের[২] পাট
শ্বেত ছত্র[৩] মাতংগ ঈশ্বর।
হএ গজ পয়দল খিতি করে টলমল
সমুদ্র মহিমা সে বর ॥[৪]
জখনে সে রাজপতি[৫] অহিরে[৬] করএ গতি
রত্ন চতুর্দোলে আরুহন।
ক্ষেনে চরি করি কান্দে চালায়ন্ত নানা ছন্দে[৭]
জেন ঐরাবত শক্রের নন্দন[৮] ॥
শ্বেত বর্ণ ছত্রগন[৯] আবরে গঘনে ঘন
রত্ন মুক্তা জরিত বিস্তর।
নৃপ সম্বাসীতে আসী একত্রে মাত্তন্ড শশী
সংহে করি তারক নিকর ॥[১০]
নানা বর্ন বানাচএ[১১] অর্ক চন্দ্র পরসএ
উপরে চামর সোভাকার।
বিধু শ্বর হতভেস[১২] করি মুকলিত কেস
নৃপস্থানে মাগে পরিহার ॥
চলিতে দুন্দুমী[১৩] বাজে মোহা করিকুল সাজে
ভাবিয়া লজ্জিত মেগঘন[১৪]।
দেখীয়া নৃপতি দল[১৫] হিন বাসী নিজবল
ধারা রূপে শ্রবএ নয়ান ॥
চলে অশ্বগজটাট রুন্দিয়া মারুত বাট
গগনে আবরে পদরেনু।
ভূমী না পরশে ধারা অদর্শন[১৬] চন্দ্র তারা
দিবসে আলুপ[১৭] হয় ভানু ॥

১ হেম রত্ন গ্রিহ ২ সোবৈন্যের ৩ শ্রেত বর্ন ৪ আসমুদ্র মহিমা শেখর ৫ জেই ক্ষনে নরপতি ৬ আহীরে ৭ চালাএ নানান চন্দে ৮ ষক্রে জান ৯ শ্রেত রক্ত ছায়্যা ঘন ১০ সংগে করি তারুক নিঅর ১১ নানাচএ ১২ বিধু ছত্র ষরে ভেস ১৩ দুমদুমি ১৪ মেঘগান ১৫ দেখী নির্পতির দল ১৬ অদ্রসন ১৭ আলুক

হেমগৃহে রত্নখাট শুদ্ধ সুবর্ণের পাট
শ্বেত রক্ত মাতংগ ঈশ্বর।
হয় গজ পদতল ক্ষিতি করে টলমল
আসমুদ্র মহিমা শিখর ॥
যেই ক্ষণে নরপতি অহেরে করএ গতি
রত্ন চতুর্দোলে আরোহণ।
ক্ষেণে চাড়ি করি স্কন্ধে চালায়ন্ত নানা ছন্দে
যেন ঐরাবত শক্রাসন ॥
শ্বেত রক্ত ছত্রগণ আবরে গগন ঘন
রত্ন মুক্তা জড়িত বিস্তর।
নৃপ সম্ভাষিতে আসি একত্র মার্তন্ড শশী
সঙ্গে করি তারকা নিকর ॥
নানা বর্ণ বানাচয় অর্ক চন্দ্র পরশয়
উপরে চামর শোভাকর।
বিধু সুর ছত্র বেশ করি মুকলিত কেশ
নৃপস্থানে মাগে পরিহার ॥
চলিতে দুন্দুভি বাজে মহা করিকুল সাজে
ভাবিয়া লজ্জিত মেঘগণ।
দেখি নৃপতির দল হীন বাসি নিজ বল
ধারারূপে স্রবএ নয়ন ॥
চলে অশ্ব গজ ঠাট রুন্ধিয়া মারুত বাট
গগন আবরে পদরেণু।
ভূমিত পরশে ধারা অদর্শন চন্দ্র তারা
দিবসে আলোপ হএ ভানু ॥

শব্দার্থ টীকা : শ্বেত রক্ত মাতংগ—শ্বেত ও রক্তিমাভ হস্তী যা আরাকান রাজ সলিম শাহ ব্রহ্মদেশ থেকে লুণ্ঠন করে আনেন।

নরপতি—থদোমিন্তার। অহেরে—শিকারে। শক্রাসন—ইন্দ্রের আসন মার্তন্ড—সূর্য, বানাচয়—চন্দ্রাতপ। অর্কচন্দ্র—সূর্য চন্দ্র। মারুত বাট—পবন পথ

মন্তব্য : আলাওল আরাকান রাজের প্রশস্তি করতে গিয়ে বর্তমান পৃষ্ঠার শেষাংশে জায়সীর শের সাহ প্রশস্তির কিছু কিছু অংশকে অনুসরণ করেছেন। জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতি খণ্ডের চতুর্দশ স্তবকের প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। অবশ্য রোসাংগ বর্ণনার অধিকাংশই কবির নিজস্ব।

পর্ব্বত ধূলির মত[১] তৃনবৃক্ষ হিন পথ[২]
জল হিন হএ নদি সর ।
অগ্রগামি সান্তরএ মধ্যেত কদ্দম হএ[৩]
পাছগামি ধূলোএ ধূসর[৪]
নানা বন্ন নৌকা সাজে নাহি সম খীতিমাজে
গালিয়া ও গাল ডিঙ্গা রঙ্গ[৫] ।
ছম্ম পক্কা[৬] নানাভাতি গায় গোরা পাতি পাতি[৭]
জালিয়া ভাউরি নানা রঙ্গ ।।
কোশা ধাও অতি ভাল[৮] পীয়া রূপে বজ বিসাল[৯]
সাতাই পাটলা সিংগসার ।[১০]
ষুন্দর খেলন রঙ্গি পিক্কো সব চোরি রঙ্গি
মগধের নানা বন্ন যার ।।
নৃপতি চরন জথ ষুবন্ন মন্ডিত তথ
সম্মুখে ছাটকে[১১] চক্ষু তারা[১২]
দিব্য বস্ত্রে আর্ছাদন[১৩] চামরে লাঞ্ছিত ঘন
স্থানে স্থানে মুকুতার ঝারা ।।[১৪]
জথ আম্বুজার শীখা[১৫] পাক্ষি জেন ধরে পাখা
ঘূণাএ না ছোএ[১৬] সীন্দুজল ।
সমুখে ক্ষেপীলে শ্বর পাছে পড়ে সকান্তর[১৭]
জেন চলে চঞ্চলাচঞ্চল[১৮] ।*
জথ নৌকা দন্ড ধাড়ি[১৯] বরি বধু রন্ডকারি
কর তুলে করে নিসোদন ।
নৃপতির শত্রুচয় একশ্বর কর ক্ষএ
তুমি এথা[২০] আইলা কি কারণ ।।

১ প্রবত ধরিল মত ২ ত্রিন্য ব্রিক্ষ হিন পত ৩ মৈন্ধমে ক্রোদম হএ ৪ দোসর ৫ গনিআ উপাস ডিঙ্গা সাজ ৬ ছম্ন প্রকা ৭ মাচে আরে গাপপাতি ৮ কেহ ধারা অতি ভালে ৯ নানা মুতি ধরি ছলে ১০ সহশ্রে সহশ্রে নৌকা জারা ১১ চটক ১২ চৌক্ষ তারা ১৩ দির্ব্বকস্ত্র আসাদন ১৪ স্তানে স্তানে মুকুতা প্রবাল ১৫ জথ আজের সীথা ঃ ১৬ ঘেনাএ নাচাএ ১৭ পাচে পরে নিরান্তর ১৮ দেখিতে আদেখ হএ তিলে ১৯ ডন্ডবারি ২০ সব

* বাংলা একাডেমীর পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
হাংকারিয়া নৌকা জাএ জেহেন বিদ্যুত প্রাএ
জথা ইশ্চা তাতে জাই মিলে ।

পর্বত ধূলির মত তৃণ-বৃক্ষ-চিহ্ন[১] পথ
জলহীন হয় নদী সর ।
অগ্রগামী সঞ্চরয় মধ্যেত কর্দম হয়
পশ্চাদগামী ধূলায় ধূসর ।।
নানা বর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে
গালিয়া ও ঘাসি ডিঙ্গা রঙ্গ ।
সলুপা নানান ভাঁতি[২] মাছুয়া গোরাপ পাঁতি[৩]
জালিয়া ভাউরি নানা রঙ্গ ।।
কোসা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধরে হাল
সহস্রে সহস্রে নৌকা ঝারা ।
নৃপতি চরণ যত সুবর্ণ মন্ডিত তত
সমুখে ছটকে চক্ষু তারা ।।
দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন চামর লাঞ্ছিত ঘন
স্থানে স্থানে মুকুতা প্রবাল ।
যথা অম্বুজের শিখা পক্ষী যেন ধরে পাখা
ঘূর্ণিতে নাচয়ে সিন্ধুজল ।।
সমুখে ক্ষেপিলে শর শর যায় দূরান্তর[৪]
দেখিতে অদেখা হয় তিলে ।
হাঙ্কারিয়া নৌকা যায় যেহেন বিদ্যুৎ প্রায়
যথা ইচ্ছা তথা যায় চলে[৫] ।।
যত লোক দন্ড ধারী[৬] বৈরীবধূ রন্ডকারী
কর তুলি করে নিসূদন ।
নৃপতির শত্রুচয় একেশ্বর করে ক্ষয়
তুমি সব আইস কি কারণ ।।

১. শ ২. আ ৩. আ ৪. হ ৫. আ ৬. শ

শব্দার্থ টীকা ঃ সর—সরোবর । নানাবর্ণ নৌকা…নৌকা ঝারা—বিভিন্ন প্রকার নৌকার বর্ণনা । হাঙ্কারিয়া—চেঁচিয়ে ডাকা ; বৈরীবধূ রন্ডকারী—শত্রুপত্নীদের বৈধব্য বিধায়ক । নিসূদন—নিঃশত্রু

মন্তব্য—আলাওল বর্তমান ক্ষেত্রে বিচিত্র নৌকার যে বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন, তাতে আরাকানের নৌ-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় । বিদেশী পর্যটকগণও এই সমস্ত নৌকা দেখে এগুলিকে আরাকানের ভাসমান নগরী বলে বর্ণনা করেছেন ।

হেন কৈন্যা[১] অধিপতি দুক্ষিত জনের গতি
নৃপ শ্রেষ্ঠ নৃপ মোহাশএ।
প্রথম জোবন কাল তাহাতে মেদনি পাল
অতী পুন্নে ভাগ্য বলে হএ ॥
নানা দেসী নানা লোক ষুনি রোসাঙ্গের ভোগ[২]
আইসন্ত নৃপছায়াতল[৩]।
আরবি মিচিরি সামি তুরুকি হাবসী রুমি
খোরাছানি উজবোগী[৪] সকল ॥
লাহুরি মলতানি ছিন্দি[৫] কসমিরি দাক্ষিনি হিন্দি[৬]
কামরূপি আর বঙ্গদেসি।
অস্তাপিহ খুতণ্ডারি[৭] কন্নাই ময়না বারি[৮]
আছান্দারি কন্নাটক বাসি ॥[৯]
বহু সেখ ছৈয়দ জাদা মগল পাটান যুদ্ধা
রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি।
অভাসি বরমা স্যাম[১০] ত্রিপুরা কুকির[১১] নাম
কথেক কহিব ভাতি[১২] ভাতি ॥
আরমানি অলন্দাজ[১৩] দিনেমার ইঙ্গরাজ
কাস্তি মনে[১৪]আর ফরাঞ্চি[১৫]।
ফমিরত ফাসনানি[১৬] চোলদার নছরানি
নানা জাতি আর প্রতক্চে[১৭] ॥

১ নৌকা ২ ষুনিআ রোসাঙ্গ ভোগ ৩ নৃপতি ছায়্যাতল ৪ ওজ্ববি ৫ হিন্দি ৬ সীন্দি ৭ আস্তিকাএ গতানরি ৮ করাই মনআ বারি ৯ আচিকুচি কন্যাট জে দেসী ১০ অবাসী ভরসা সাম ১১ কপীর ১২ কতেক লইব জাতি ১৩ ওলনদেজ ১৪ নানা ১৫ ফরাচিচি ১৬ কমীরত পাস আনি ১৭ প্রতি রিজ

হেন নৌকা অধিপতি দুঃখিত জনের গতি
নৃপ শ্রেষ্ঠ নৃপ মহাশয়।
প্রথম যৌবন কাল তাহাতে মেদিনীপাল
অতি পুণ্যে ভাগ্যবলে হয় ॥
নানা দেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ[১]
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিসরী শামী তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেগী সকল ॥
লাহুরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দাক্ষিণী সিন্ধী
কামরূপী আর বঙ্গদেশী।
ভূপালী কুদংসরী[২] কান্নাই মলআবারী
আচি কোচি[৩] কর্ণাটকবাসী ॥
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাঈ বরমা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাঁতি ॥
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইংরাজ
কাস্টিলান আর ফরাসিস।[৪]
হিসপানী আলমানী[৫] চোলদার নসরাণী
নানা জাতি আর পর্তুগীস ॥[৬]

১. শ ২. আ ৩. হ ৪. আ ৫. আ ৬. শ

শব্দার্থ টীকা: আরবী কর্ণাটকবাসী—আরব, মিশর, সিয়াম, তুর্ক, আফ্রিকা, রোম, খোরাসান, উজবেগীস্থান, লাহোর, মুলতান, হিন্দুস্তান, কাশ্মীর, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু, কামরূপ, বঙ্গদেশ, ভূপাল, কুদং (আরাকানের নিকটবর্তী খাড়ি) কুচবিহার, কর্ণাটক অঞ্চলের লোক।

আভাঈ—আভা নগরের অধিবাসী।

কুকি—ত্রিপুরার পার্বত্য আদিবাসী

আরমানী...পর্তুগীস—বিদেশীদের বর্ণনায় মধ্যপ্রাচ্যের আরমানিয়া, ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংলন্ড, কনস্টান্টিনোপল, ফ্রান্স, হিস্পান বা গ্রীস, এবং পর্তুগাল অধিবাসীদের উল্লেখ আছে।

মন্তব্য—আলাওলের বর্ণনায় রোসঙ্গ রাজধানীর যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাণিজ্য ব্যপদেশে সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান নগর থেকে বিচিত্র জাতির মানুষের উপস্থিতি দেখে মনে হয় রোসাঙ্গ নগর সেই সময় কস্‌মোপলিটন নগরে পরিণত হয়েছিল।

মগদের জথ সন্য[১] সর্ব্ব রনে অগ্রগন্য[২]
সংখ্যা[৩] নাহি কপট[৪] অপার ।
মহন্ত আমন্তগন[৫] ছত্রধারি জনে জন
যুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার ॥[৬]
হেন মোহা মহি রাজা নৃপ সবে করে পুজা
মিত্র পালে সত্রুর ঘতক[৭] ।
মর্য্যাদা কৃপার সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
ন্যায়বন্ত সংসার রৈক্ষক ॥
অপার মহিমা গুন কহিতে না পারি পুন
আমি অল্পবুদ্ধি অন্তেসয় ।[৮]
এই সে মনের সাদ সদা করি[৯] আসীর্ব্বাদ
জন বৃন্তি উন্নতি বাড়ুয় ॥[১০]
জতকাল চন্দ্রশুর[১১] সংসারেত ভরিপুর
আয়ুকৃতি বাড়ুক সতত ।[১২]
গুনি[১৩] নৃপতির জস দেবতা হউক বস
চন্দ্রহিন[১৪] হউক জগত ॥

১ নিজ সৈন্য ২ অগ্র গৈন্য ৩ সংকা ৪ কটক ৫ মোহন্ত আমৈত্তগণ ৬ পরিবার ৭ মীত্র পাল দোসন ঘাতক ৮ আমী অতি বুদ্ধি অল্পসএ ৯ সদাএ করো ১০ জেন ক্রিতি উন্যতি বারাএ ১১ জথকাল চান সুর ১২ আইউ ক্রিতি বারুক সতেত ১৩ সুনি ১৪ সত্রুহিন

মগদের যত সৈন্য সর্বরণে অগ্রগণ্য
সংখ্যাহীন কটক অপার ।
মহন্ত অমাত্যগণ ছত্রধারী জনে জন
শুদ্ধভাবে নৃপ পরিচার ।।
হেন মহা মহীরাজা নৃপ সবে করে পূজা
মিত্রপাল দুর্জন[১] ঘাতক ।
মর্যাদা কৃপার সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক ।।
অপার মহিমা গুণ কহিতে না পারি পুন
আমি অল্পবুদ্ধি দীনাশয় ।[২]
এহি সে মনের সাধ সদা করো আশীর্বাদ
যেন কীর্তি উন্নতি বাড়য় ।।
যত কাল চন্দ্র সুর সংসারেত ভরিপুর
আয়ু কীর্তি বাড়ুক সতত ।
শুনি নৃপতির যশ দেবতা হউক বশ
শত্রুহীন হউক জগৎ ।।

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা ঃ কটক—সৈন্য
পরিচার—সেবা
মিত্রপাল—বন্ধুপালক

মন্তব্য—রোসাঙ্গ বর্ণনার শেষাংশে কবি আলাওল যে ভাবে রোসাংগরাজের আয়ু বৃদ্ধি এবং কীর্তি বর্ধনের কামনা করেছেন তার থেকেই বোঝা যায় পদ্মাবতী কাব্যরচনা থদো মিন্তারের জীবৎকালেই সম্পন্ন হয়েছিল ।

মাগন প্রশস্তি

রাগ জমক ছন্দ

জখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি[১] ।
জসসিনি কন্যা রাজ গৃহে উপনিতি[২] ॥
রূপে গুনে সুলক্ষন অতি জ্ঞানবন্ত ।
ধর্ম্মে কর্ম্মে শুভ মর্ম্মে অতি যমহন্ত ॥*
পরম সোন্দরি কন্যা অতি শুচরিতা[৩] ।
বহু স্নেহ নৃপতি পোসীল রাজযুতা[৪] ॥
বহুধন রত্ন দিল বহুল ভান্ডার ।
বহুল কিংকর দিল বহু পরিবার[৫] ॥
কন্যার সৈষ্ঠব[৬] দেখী ভাবে নরপতি[৭] ।
এথেক সম্পদ সমপীল কার প্রতি[৮] ॥
এক মহাপরুস আছিল সেই[৯] দেসে ।
মোহাসত্য মছলমান[১০] ছিদ্দিকের বংসে ॥
নানাগুণ পরাগ্য[১১] মহত্য[১২] কুল সিল ।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমার্পিল[১৩] ॥

বৃদ্ধ নরপতি জদি হৈল[১৪] স্বর্গপুরি ।
সেই কন্যা হৈল জান[১৫] মৈক্ষ পাটেশ্বরি ॥
সৈসবের[১৬] পাত্র দেখি দুহু[১৭] স্নেহ ভাবি ।
মৈক্ষপাত্র করিয়া রাখিল মোহাদেবি ॥
এবে তার[১৮] নাম গুন কর অবধান[১৯] ।
কিঞ্চিত কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান[২০] ॥

১ নির্প ব্রিদ্ধ অধিকারি ২ জসেসীনি নারি ছিল মৈক্ষ পাটেশ্বরি
* বা পুথিতে দুটি পংক্তি নেই । ৩ যুচরিতা ৪ পুসীল নিজযুতা
৫ অলংকার ৬ কৈন্যার বৈববব৭ নরনাথ ৮ এথেকে বৈবক সমরপীমু
কার হাত ৯ নিজ ১০ মোহাসৈত্য ছোলেমান ১১ ফারগ ১২ মহন্ত
১৩ তাহানে আনিআ রাজা সব সমরপীল ১৪ গেল ১৫ সেই কৈন্যা
বর হৈল ১৬ বৌবাবের ১৭ বর ১৮ তান ১৯ অবদান ২০ বোধমান

যখনে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিকারী ।
যশস্বিনী নারী ছিল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা ।
বহু স্নেহে নৃপতি পুষিলা নিজ সুতা ॥
বহু ধন রত্ন দিল বহুল ভান্ডার ।
বহুল কিঙ্কর দিল বহু অলংকার ॥
কন্যার বৈভব দেখি ভাবে নরনাথ ।
এতেক সম্পদ সমর্পিমু কার হাত ॥
এক মহাপুরুষ আছিল সেই দেশে ।
মহাসত্য মোসলমান সিদ্দিকের বংশে ॥
নানা গুণ পারগ মোহন্ত কুলশীল ।
তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল ॥

বৃদ্ধ নরপতি যদি গেল স্বর্গপুরী ।
সেই কন্যাবর হৈল মুখ্য পাটেশ্বরী ॥
শৈশবের পাত্র দেখি বড় স্নেহ ভাবি ।
মুখ্য পাত্র করিআ রাখিল মহাদেবী ॥
এবে তান নাম গুণ কর অবধান ।
কিঞ্চিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান ॥

শব্দার্থ টীকা : বৃদ্ধ নৃপ অধিকারী—রাজা নরপদিগ্যি
এক মহাপুরুষ…সমর্পিল—শেখ বংশজাত সিদ্দিক গোত্রভুক্ত মাগনকে নরপদিগ্যি তাঁর কন্যার অভিভাবক রূপে নিযুক্ত করেন ।

মন্তব্য—আলাওলের বর্তমান প্রশস্তি বর্ণনা থেকে রাজপরিবারের যে ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে, তা হল এই যে আরাকানরাজ নরপদিগ্যি তাঁর একমাত্র কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মাগন ঠাকুরের হস্তে ন্যস্ত করেন । এই কন্যার সঙ্গেই বিবাহ হয় রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র থদো মিস্তারের । বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হলে থদো মিস্তার রাজা হলেন, এবং মুখ্য পাটেশ্বরী হলেন নরপদিগ্যির কন্যা ।

রাজ ষুম্নে মতি[১] ছিল বড়হি[২] টাকুর ।
প্রভুতে মাগিয়া পাইল কুলদেব শুর[৩] ।।
প্রভু স্থানে মাগি[৪] পাইল প্রার্থনা[৫] করি ।।
তেকারনে মাগন টাকুর[৬] নাম ধরি ।।
শবজিবে থাকিয়া কন্যা মতি মহাসয় ।[৭]
নিজগুনে পাইছিল বাপের বিসএ ।
অখনে হইলা মোহাদেবির মুক্ষমোত[৮] ।
কথেক কহিব রূপগুনের মোহত ।।

দুর্ব্বাদল শত তনু মুখ পুন্ন চন্দ্র ।[৯]
দেখীয়া সুহৃদ জেন হৃদয় আনন্দ[১০] ।।
সুন্দর মগধ পাগ[১১] মস্তকে বিষ্টীত ।
নবঘন জিনি জেন চন্দ্রিমা উদিত ।।
দ্বীতিয়ার [১২] চন্দ্র জিনি ললাট প্রখন্ড[১৩] ।
ভঙ্গিমা রঙ্গিমা গুরু কন্দর্প কোদন্ড[১৪] ।।
চালনি দুলনি নেত্র নিলোতফল সোহে ।
ইসেদ[১৫] কটাক্ষ কুলবধ মন মোহে ।।
গৃধিনি[১৬] নিন্দিত চারু শ্রবন যুগল ।।
ষুকচঞ্চ কটোর নাসীকা ষুকমল[১৭] ।।
মৃদুমন্দ মধুর যুন্দর মধুহাস[১৮] ।
ষুধারস মিশ্রেত[১৯] চপলা ষুপ্রকাস ।।
দসন মুকুতা পাতি অধর বান্দুলি ।
মধুরে ষুশ্বর ভাস কুকিল কাকলি ।।[২০]

১ রাজ সন মত ২ ছিরি লোট ৩ কুল ওদষুর ৪ প্রভুতে মাগিআ ৫ পরার্থনা ৬ টাকুর মাগন ৭ সজিবে থাকিতে সনমতি মোহাসএ ৮ মোহাদেবী মৈক্ষমত ৯ স্বোর্ণ সম তনু মুখ জেন পুর্ণচন্দ্র ১০ দেখিয়া ষুরিদ সব অধিক আনন্দ ১১ সোন্দর মগদ পাক ১২ দুতিআর ১৩ শ্রীখন্ড ১৪ কুডন্ড ১৫ ইঙ্গিত ১৬ গ্রিধিনি ১৭ ষুক চুঞ্চ জিনি ভালা নাসীকা কমল ১৮ মুকে হাস ১৯ ষুদারসে মীশ্রিত ২০ কাকুলি

রাজসৈন্য মন্ত্রী ছিল বড়ই ঠাকুর ।
প্রভুতে মাগিয়া পাইল কুলদীপ সুরে ।।
প্রভু স্থানে মাগি পাইল পরার্থনা করি ।
তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি ।।
সজীব থাকিতে সৈন্য মন্ত্রী মহাশয় ।
নিজ গুণে পাইছিলা বাপের বিষয় ।।
অখনে হইল মহাদেবীর মুখ্যমাত্য ।
কতেক কহিব রূপ গুণের মহত্ত্ব ।।

দুর্বাদল শ্যামতনু মুখ পূর্ণচন্দ্র ।
দেখিয়া সুহৃদগণ হৃদয় আনন্দ ।।
সুন্দর মগধ পাগ মস্তক বেষ্টিত ।
নবঘন জিনি যেন চন্দ্রিমা উদিত ।।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি ললাট শ্রীখন্ড ।
ভঙ্গিমা রঙ্গিমা ভুরু কন্দর্প কোদন্ড ।।
চালনি দোলনি নেত্র নীলোৎপল সোহে ।
ঈষৎ কটাক্ষে কুলবধূ-মন মোহে ।।
গৃধিনী নিন্দিত চারু শ্রবণযুগল ।
শুকচঞ্চু জিনি ভাল নাসিকা কমল ।।
মৃদুমন্দ মধুর সুন্দর মুখে হাস ।
সুধারস মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশ ।।
দশন মুকুতা পাতি অধর বান্ধুলি ।
মধুরে সুস্বর ভাষ কোকিল কাকলি ।।

শব্দার্থ টীকা : রাজসৈন্য···ঠাকুর—মাগনের অমাত্য পিতা
প্রভু স্থানে···নাম ধরি—আল্লার কাছে প্রার্থনা করে তাঁর জন্ম বলে তাঁর নাম মাগন ।
মগধ পাগ—মগধ দেশের পাগড়ী
কোদন্ড—ধনুক ;
সোহে—শোভে ;
গৃধিনী—শকুনী

মন্তব্য—মাগন ঠাকুরের উল্লেখ যদিও ইতিহাসে নেই, তবু আলাওলের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, সিদ্দিকী বংশোদ্ভূত এই মুসলমান অভিজাত পুরুষটি আরাকান রাজবংশের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাজ-অমাত্য পিতার বিষয়সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। রাজকন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রথমে অর্জন করেছিলেন সমাদর, পরে রাজকন্যা পাটরাণী হলে তিনি রাজ্যের প্রধান অমাত্য পদ লাভ করেন।

কম্বু বরনিয়া[১] কণ্ঠের পরিপাটি।
নির্ম্মল সুচারু বক্ষ[২] সিংহ[৩] জিতি কটী ॥
চন্দনের কুন্দ[৪] জেন কুন্দিল কন্দর্পে[৫]।
শত্রু গর্ব্ব নাস হএ ভোজ জোগ দর্পে[৬]॥
সুকোমল করতল পদ্মাদল তুল[৭]।
চম্পক কলিকা জিনি সুন্দর অংগুলে ॥
শ্রেত নখপাতি কিবা বালক ময়ংক[৮]।
শ্রত ধারি দান নদি করতল অংগ
শ্রেত ধারি দান নদি করতল চারু।
গজরাজ সুণ্ড সম সুবলিত উরু ॥
চক্ষু মুখ সম নহে ভাবিলে[৯] কমলে।
লয্যা পাই রহিলেক চরনের তলে[১০] ॥

কর্ত্তার শ্রীজন রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুনমন্ত ॥
আরবি ফারসি আর মঘা হিন্দু আনি।
নানা গুনে পারগ[১১] সংকেত জ্ঞাতা গুনি ॥
বাক্য অলংকার গাথা[১২] হস্তক নাটিকা।
সিল্পিগুনমহোসধি মাত্র বিশ্ভিসিকা[১৩] ॥
দেবগুরু ভক্ত মীত্র[১৪] বান্দব পালক।
ইংগিতে বাঞ্চিত পুরি তোসএ[১৫] জাচক ॥
দান কালে সত্রু মিত্র এক নাই চিন।
সকলরে দেয়ন্ত আপনা কিবা ভিন[১৬] ॥

১ কুম্বুবের নিন্দিত ২ বৈক্ষ সীংগা ৪ বৃক্ষ
৫ কুন্দিলেক সর্ব্ব
৬ শত্রু বর্গ না সহএ দেখী ভএ দ্রব্ব /
৭ পদ্মবরাতুল
৮ শ্রেত নোকপাতি কিবা সসী নিংকসংক
৯ ভাবিআ ১০ লৈজ্জা পাই রহিল চরনযুগ তলে
১১ ফারগ ১২ তর্ক অলংকার জ্ঞ.তা
১৩ সল্পি গুন মধু সাধি মন্ত্র বিত্তি সীকা ১৪ ভক্তি মাত্র
১৫ তোসন্ত ১৬ সকলেরে দেন্ত নিত্য আপ্ত কিবা ভিন

কম্বুবর নিন্দিয়া[১] কণ্ঠের পরিপাটি।
নির্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি ॥
চন্দনের তরু যেন কুন্দিল কন্দর্পে।
শত্রুগর্ব নাশ হয় ভুজযুগ দর্পে ॥
সুকোমল করতল পদ্মাভ[২] রাতুল।
চম্পক কলিকা জিনি সুন্দর আঙ্গুল ॥
শ্বেতনখ পাঁতি কিবা শশী নিষ্কলংক।
স্রোতধারা দান নিন্দি করতল অংগ ॥
গজরাজ শুণ্ড জিনি[৩] সুবলিত উরু।
লজ্জায় গমনহীন কদলিকা তরু ॥[৪]
চক্ষু মুখ সম নহে ভাবিআ কমলে।
লজ্জা পাই রহিলেক চরণ যুগলে ॥

কর্তার সুজন রূপ কহিতে অনন্ত।
তাহাতে করিল বিধি নানা গুণবন্ত ॥
আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুআনী।
নানাগুণে পারগ সংকেত জ্ঞাতা গুণী ॥
কাব্য অলংকার জ্ঞাতা হস্তক নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধি মন্ত্রবিধি শিক্ষা ॥
দেব-গুরু-ভক্ত-মিত্র বান্ধব পালক।
ইংগিতে বাঞ্ছিত পুরে তোষন্ত যাচক ॥
দানকালে শত্রু মিত্র এক নাহি চিন।
সকলেরে দেন্ত নিত্য আপ্ত কিবা ভিন ॥

১. ক ২. আ ৩. আ ৪. আ

শব্দার্থ টীকা : কম্বু —শংখ
দেবগুরু—বৃহস্পতি
আপ্ত কিবা ভিন—আপন বা পর

মন্তব্য : মাগনের রূপবর্ণনার মধ্যে আলংকারিকতা থাকলেও গুণবর্ণনার মধ্যে যথার্থতা আছে। আলাওলের ন্যায় মাগনও বহু ভাষাবিদ্‌ ছিলেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবী ফারসী, মগী এবং অবধি হিন্দী সেসময়ে আরাকানে প্রচলিত ছিল। কেবল বহুভাষাবিদ নয়, কাব্যশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ভেষজশাস্ত্র ইত্যাদি নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মাগন ঠাকুর বহুশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন।

ষুদ্ধভাব সদাচার[১] মধুর আলাপ।
ন জানন্ত কৃপনতা অকর্ম্ম কলাপ[২]॥
পর উপকারি অতি[৩] দয়াল হৃদয়[৪]।
হিতকারি বিভু নাই লোক অপচএ[৫]॥
মোহধনি[৬] মোহামানি মোহা শাহাসীক।
অহিংসক অপষুন্য[৭] মর্য্যাদা অধিক॥
জেই কিছু নিরঞ্জনে[৮] কহিছে কোরানে।
সেই কর্ম্ম নিত্য কৃত[৯] অন্য নাই মনে॥
নিন্দাচর্চ্চা বর্জ্জিত সরস কটুকথা[১০]।
সরনাগতের খন্ড অন্ত নাগ বেথা[১১]।

ওলমা ছইদ সেক জম্ম পরদেসী।
পুছন্ত[১২]ন্নাদর করি বহু স্নেহবাসী[১৩]॥
কাহাক খাতির কাক করন্ত ইমাম[১৪]।
নানা বিধি দানে পুরাওন্ত মনস্কাম॥
নৃপক্রোধে জথ লোক হএ ছত্রাকার।
তাহান শরনে[১৫] আইলে হঅন্ত উদ্ধার॥
গুনের সমুদ্র সাগুরিতে নাহি কুল।
মুই হিনবুদ্ধি তান মহিমা বহুল॥
গুনকৃতি কহিতে না পুরে মন সাদ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করোঁ আশীর্ব্বাদ॥
দির্ঘ পরমাউ[১৬] হোক সতবিংস অচ[১৭]॥
দিগান্তরে পুন্য হোক গুনকৃতি সচ[১৮]॥
ষুক্লপক্ষ চন্দ্রতুল্য বৃদ্ধি[১৯] হোক জস।
তাহান গুনেত হোক দেস সব বস[২০]॥

১ ধর্ম্ম সদাচার নিত্য ২ অধর্ম্মতা পাপ ৩ নিতি ৪ চরিত
৫ ন করিআ অপচএ সদাএ করে হিত
৬ মোহাদানি ৭ অহিংসীক সাদকে ৮ প্রভু আজ্ঞা
৯ নিত্য করে ১০ নাই কস্ট কথা
১১ চিন্তাজোক্ত জনের খন্ডাএ মনবেথা
১২ পোষন্ত ১৩ স্নেহভাসী
১৪ কাহাকে খাতির করে কাহাকে ইমাম
১৫ চরনে ১৬ পরমাই ১৭ অব্দ
১৮ পুন্যাধিক হোক ক্ষিতি দিগান্তরে সব্দ
১৯ বিধি ২০ তোমার গুনেতে দেবকুল হোক বস।

শুদ্ধভাব সদাচার মধুর আলাপ।
না জানন্ত কৃপণতা অকর্মকলাপ॥
পর উপকারী অতি দয়াল হৃদয়।
হিংসা করি না করেন্ত লোক অপচয়॥[১]
মহাদানী মহামানী মহাসাহসিক।
অহিংসক আপ্তগুন্যে[২] মর্যাদা অধিক॥
যেই কিছু নিরঞ্জন কহিছে পুরাণে[৩]।
সেই কর্ম নিত্য করে আন নাহি মনে॥
নিন্দাচর্চাবর্জিত সরস মধু[৪] কথা।
চিন্তাযুক্ত জনের খন্ডায়ন্ত মনোব্যথা॥

ওলমা সৈয়দ শেখ যত পরদেশী।
পোষন্ত আদর করি বহু স্নেহবাসি॥
কাহাকে খাতির[৫] কাকে করন্ত ইনাম।
নানাবিধ দানে পুরায়ন্ত মনস্কাম॥
নৃপক্রোধে যত লোক হয় ছত্রাকার।
তাহান শরণে আসি হয়ন্ত উদ্ধার॥
গুণের সমুদ্র সান্তারিতে নাহি কুল।
মুঞি হীনবুদ্ধি তান মহিমা অতুল[৬]॥
গুনকীর্তি কহিতে না পুরে মনে সাধ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করোঁ আশীর্বাদ॥
দীর্ঘ পরমায়ু হোক শতবিংশ অব্দ।
দিগন্তরে পূর্ণ হোক গুণকীর্তি শব্দ॥
শুক্লপক্ষ চন্দ্রতুল্য বৃদ্ধি হোক যশ।
তাহান গুণেতে হোক দেবকুল বশ॥

১. আ ২. আ ৩. শ ৪. হ ৫. ক ৬. ক

শব্দার্থ টীকা : ইনাম—পুরস্কার
ওলমা সৈয়দ শেখ—বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়

মন্তব্য বর্তমান স্তবকের শেষে কবি যেভাবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগনের সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করেছেন তার থেকে বোঝা যায় মাগনের জীবৎকালেই এই কাব্য রচিত।

চন্দ্র ষুয্য[1] আকাস ধরনি গীরি জল ।
জথা দিন আছে পুন্য মেদনি মণ্ডল ॥
নিচল রহুন[2] নাম কৃতির সাদ[3] ।
মন বাণ্চা সিদ্ধি হোক খণ্ডউক আপদ ॥

নামের বাখান এবে ষুন মোহাজন ।
অক্ষরে অক্ষরে[4] কহ ভাবি গুনাগুন[5] ॥
মান্যের[6] মা কার আর গুরুয়া[7] গ কার ।
ষুভ জোগ নক্ষত্রের[8] আনিল ন কার ॥
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে ।
রাখীলেক[9] মহাজনে অতি মোহাশ্চবে[10] ॥
আর এক কথা ষুন পণ্ডিত সকল ।
কাব্য শাস্ত্র[11] ছন্দমূল পুস্তক[12] পীঙ্গল ॥
পীঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মোহাগনা মূল[13] ।
তাহাতে মগন আদ্য[14] বুঝউ[15] কবিকুল ॥
নিধি স্তীর কৈলু[16] প্রাপ্তি মগন ভিতর ।
মগন মাগন এক আকার অন্তর ॥
আকার সঞ্জোগে নাম লইল[17] মাগন ।
অনেক[18] মঙ্গল ফল পাই তেকারন ॥
অক্ষরে[19] য়াপনা কথা কহিমু[20] কিঞ্চিত ।
পুস্তকের[21] ষুত্র কহো[22] ষুনহ পণ্ডিত ॥

১ ষুর্জ্জ ২ রহোক ৩ সবদ ৪ অক্ষোরে২
৫ ষুন গনাগন ৬ ম এর ৭ গ এর ৮ নৈক্ষত্রের
৯ রাখীলেন্ত ১০ মউশবে ১১ বাক্ষ সাস্ত্র
১২ পোস্তক
১৩ অঙ্গুলের মাজে মোহা অষ্ট গন মূল
১৪ আইদ্ধে ১৫ বুজ ১৬ কন্দু ১৭ হইল
১৮ অধিক ১৯ য়খনে ২০ কহি যে
২১ পোস্তকের ২২ এবে

চন্দ্র সূর্য আকাশ ধরণী গিরি জল ।
যতদিন আছে পূর্ণ মেদিনী মণ্ডল ॥
নিশ্চল রহুক নাম কীরিতি সম্পদ[1] ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হোক খণ্ডোক আপদ ॥

নামের বাখান এবে শুন মহাজন ।
অক্ষরে অক্ষরে কহোঁ ভাবি গুনাগুণ ॥
মান্যের ম-কার আর গুরুর গ-কার ।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল ন-কার ॥
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভব ।
রাখিলেন্ত মহাজন করিআ উৎসব ॥[2]
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল ।
কাব্য শাস্ত্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল ॥
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ মূল ।
তাহাতে ম-গন আদ্যে বুঝ কবিকুল ॥
নির্ধিস্থির কল্পপ্রাপ্তি[3] মগন ভিতর ।
মগন মাগন এক আকার অন্তর ॥
আকার সংযোগে নাম হইল মাগন ।
অধিক মঙ্গল ফল পাই তে-কারণ ॥
অথনে[4] আপনা কথা কহিমু কিঞ্চিৎ ।
পুস্তকের সূত্র এবে শুনহ পণ্ডিত ॥

১. আ ২. আ ৩. ক ৪. হ

শব্দার্থ টীকা : কাব্যশাস্ত্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল—পিঙ্গলাচার্যের লেখা ছন্দোশাস্ত্র প্রাকৃত পৈঙ্গল ।
অষ্ট মহাগণ—পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী, বর্ণের লঘু গুরু ক্রমানুসারে আট প্রকার গণ—যথা, ম-গণ, য-গণ, ত-গণ, র-গণ জ-গণ, ভ-গণ, ন-গণ, স-গণ ।

মন্তব্য : মাগন নামের ব্যুৎপত্তি সন্ধান করতে গিয়ে আলাওল এখানে ছন্দশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের পরিচয় দিয়েছেন । ম-গণকে সম্পদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলা হয় । মাগন সম্পদের সেই অধিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবস্থান করে সকলের মঙ্গল বিধান করছেন ।

আত্ম পরিচয়

মুলুক ফাতেহাবাজ[১] গৌরেত প্রধান ।
তথাতে জালালপুর পুন্যেবন্ত স্থান[২] ।।
বহু গুনবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা ।
কথেক কহিব সেই দেসের মহিমা ।।
মজিলিষ কুত্তুপ জান তাত অধিপতি ।[৩]
মুই হিন দিন[৪] তান[৫] আমথ্য সন্ততি ।।
কর্ম্মগতি[৬] জাইতে পন্তে বিধির ঘটন ।
হার্ম্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহিদ হৈল তাত[৭] ।
রনক্ষাতে ভোগ জোগে আইল এথাত[৮] ।।
কহিতে বহুল কথা দুক্ষ আপনার ।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলু রাজ আছয়ার[৯] ।।
বহু বহু[১০] মুছলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত ।
সদাচার কুলিন পণ্ডিত গুনমন্ত[১১] ।।
সবে কৃপা করন্ত সম্বাসা[১২] বহুতর ।
তালের এলম বলি[১৩] করন্ত আদর ।।
মুক্ষ[১৪] প্যাটেশ্বরির আমথ্য[১৫] মোহাজন ।
সথ্যবাদি জিতেন্দ্রিয়[১৬] টাকুর মাগন ।।
ভাগ্যেদেহে[১৭] হৈল মোর বিধি পরসন ।
দুক্ষ নাশ হেতু তান সঙ্গে দরসন[১৮] ।।
বহুল[১৯] আদর করি বহুল সনমানে ।
শতত[২০] পোশন্ত আমা অন্য বস্ত্র দানে ।।
মধুর আলাপে বস হৈল মোর মন ।
তান গুনযুত্রে হৈল গৃভাএ[২১] বন্দন ।।

মুলুক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান ।
তথাত জালালপুর পুণ্যবন্ত স্থান ।।
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা ।
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা ।।
মজলিস কুতুব জান তাত অধিপতি ।
মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি ।।
কার্যগতি যাইতে পন্থে বিধির ঘটন ।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ।।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত ।
রণক্ষতে ভোগযোগে আইলুম এথাত ।।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার ।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলোঁ রাজ আসোয়ার ।।
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত ।
সদাচার কুলীন পণ্ডিত গুণবন্ত ।।
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাস বহুতর ।
তালিব এলেম বুলি করন্ত আদর ।।
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন ।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ঠাকুর মাগন ।।
ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন ।
দুঃখনাশ হেতু তান সঙ্গেত মিলন ।।
অনেক আদর করি বহুল সম্মান ।
সতত পোষন্ত আমা অন্নবস্ত্র দান ।।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন ।
তান গুণসূত্রে হৈল গ্রীবাত বন্ধন ।।

১ ফত্তেয়াবাদ ২ য়াতি দিষ্কন্তান
৩ মজিলিসু কুতুব তাহাতে অধিপতি
৪ খ[illegible] ৫ অতি ৬ কার্জ্যগতি
৭ পীতা ৮ মুই আইলুম এতা
৯ আর্শ্বোআর ১০ মহুসীন ১১ পণ্ডিত কুলিন গুনবন্ত
১২ সম্ভসা ১৩ বুলি ১৪ মৈক্ষ ১৫ আমৈত্য
১৬ সৈত্তবাদি জিতনিঅ ১৭ ভাগ্যদয়ে
১৮ সঙ্গেত মীলন ১৯ অনেক ২০ সতেত ২১ গীর্ব্বাতে

শব্দার্থ টীকা : ফত্তেহাবাদ—ফরিদপুর জেলার একটি পরগণা ।
কবির জন্মস্থান এর অন্তর্গত জালালপুর অঞ্চল ।
হার্মাদ—পর্তুগীজ জলদস্যু
রাজ আসোয়ার—রাজ অশ্বারোহী সৈন্য
তালিব এলেম—তরুণ ছাত্র

মন্তব্য : ১৬০৬ খ্রীঃ থেকে ১৬১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত মজলিশ কুতুব ফতেহাবাদের অধিপতি ছিলেন । তাঁর অমাত্যপুত্র আলাওল তরুণ (পনের বছর) বয়সে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যদি আরাকানে উপস্থিত হয়ে থাকেন তবে তাঁর জন্মসাল আনুমানিক ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

গুনিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত নাট জন্ত্র বাদ্যে[১] রঙ্গ ঢঙ্গ করি॥
নানা ষুপ্রসঙ্গ[২] কথা কহিয়া রসদ[৩]।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ হৈয়া সভাসদ[৪]।
একদিন মোহাসএ বসীছে[৫] আসনে।
নানা রসে প্রসঙ্গ কহন্ত গুনিগণে।
কেহ বাহে কেহ গাহে কেহ খেলে খেলা[৬]।
ষুধাকর বেরি জেন তারাগণ মেলা॥
হেনকালে ষুনি পধ্মাবতির কথন।
পরম হরিশ হৈলা আনন্দিত[৭] মন॥
কত্তুকে[৮] আদেস কৈল পরম হরিসে।
পুন্ন দ্বীজরাজে[৯] জেন অমীয়া বরিসে॥
এই পধ্মাবতি রশ রশ কথা[১০]।
হিন্দুস্থানি ভাসে সেখ রছিয়াছে পোথা[১১]॥
রোসাঙ্গেত অনেক না বুঝে এই ভাশা।
পয়ার রছিলে পুরে সকলের আসা॥
জেহেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল[১২]।
লস্কর উজির আসরফে আজ্ঞা দিল॥
তেন পধ্মাবতি রচ মোর আজ্ঞা ধরি।
তাহাক ষুনিতে শ্রধা মনে বহু করি[১৩]॥
তাহান আদেস মাল্য পুরিয়া মস্তক।
অঙ্গিকার কৈলু মুই রচিতে পুস্তক[১৪]॥
বিমষ্বি চাহিলু পাছে[১৫] মুই অল্পবুদ্ধি।
কেমনে[১৬] জানিল মুই রচনার ষুদ্ধি॥
অনেক ভাবিরা মনে চেন্তিল[১৭] উপাএ।
তান ভাগ্য জসকৃতি আছয় ষহাএ[১৮]॥

১ গীদে নাটে জন্থে অন্থে ২ নানান প্রসঙ্গ
৩ স্বদ ৪ সব সাদ ৫ বসীআ
৬ কেহ গাএ কেহ বাএ কেহ নানা খেলা
৭ সন্তসীত ৮ কত্তুকে ৯ পুন্য ধিজরাজ
১০ এই পধ্মবতি রজে সব রস কথা ১১ পোতা ১২ রছিল
১৩ একথা ষুনিতে মনে বহু শ্রধা করি
১৪ পোস্তক ১৫ খনে ১৬ কেমতে
১৭ চিন্তিলু ১৮ আছে জে সোহাএ

গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
গীত নাট যন্ত্র বাদ্যে রঙ্গ ঢঙ্গ করি॥
নানান প্রসঙ্গ কথা কহি নানা মত[১]।
তান সভা মধ্যে থাকোঁ হইয়া সভাসদ॥
একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে।
নানা রস প্রসঙ্গ কহন্ত গুণিগণে॥
কেহ গাহে কেহ বাহে কেহ খেলে খেলা।
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা॥
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন।
পরম হরিষ হৈল আনন্দিত মন॥
কৌতুকে আদেশ কৈলা পরম হরিষে।
পূর্ণ দ্বিজরাজে যেন অমিয়া বরিষে॥
এহি পদ্মাবতী রসে রচ রসকথা।[২]
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা॥
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষা।
পয়ার রচিলে পুরে সভানের[৩] আশা॥
যেহেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল।
লস্কর উজির আশরফে আজ্ঞা দিল॥
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি।
একথা শুনিতে মনে বহু শ্রদ্ধা করি॥
তাহান আদেশ মাল্য পুরিয়া মস্তক।
অঙ্গীকার কৈলু মুঞি রচিতে পুস্তক॥
বিমর্ষ চাহিলু পাছে মুঞি অল্পবুদ্ধি।
কেমনে জানিমু মুই বচনের[৪] শুদ্ধি॥
অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিলু উপায়।
তান ভাগ্য যশ কীর্তি আছয় সহায়॥

১. ক ২. আ ৩. আ ৪. হ

শব্দার্থ টীকা ঃ বাহে—বাজায় (বাদ্যতি > বাঅই > বাএ > বাহে)
দ্বিজরাজ—চন্দ্র
হিন্দুস্থানী—আওধি বা অবধী হিন্দী
শেখে—শেখ মালিক মুহম্মদ জায়সী
দৌলত কাজি—থিরি থুধম্মা বা শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালে আরাকানের সভাকবি, যিনি মন্ত্রী আসরফ খাঁর নির্দেশে সতীময়না বা লোর চন্দ্রানি কাব্য লেখেন।
চন্দ্রানি—লোর চন্দ্রানি কাব্য ; কবি সাধনের হিন্দী কাব্য অবলম্বনে রচিত লোর চন্দ্রানি।

সেই বলে রচিলু[1] পুস্তক পদ্মাবতি।
নিজ বুদ্ধিবলে নাই এথেক শকতি ॥
অথনে পণ্ডিতগনে[3] মোর[4] পরিহার।
দোশ ক্ষম টোট যুধ[5] গুনে আপনার ॥
গুন বুজি দোস ক্ষেমে জেই জন গুনি।
পণ্ডিত নন্দিক[6] হেন কভু নাহি যুনি ॥
নিন্দক পাপীষ্ট[7] খল সত্রুর হৃদয়[8]।
কিঞ্চিত না বুঝে পুনি বহুল দোসএ ॥
না বুঝিয়া কবিক[9] বোলএ মন্দ ছন্দ।
পদেক[10] রচিতে পুনি হএ অন্দ ধন্দ ॥
কাবারন্ত কটীন[11] জথেক অগ্রগামি।
পৃষ্ঠগামি[12] হৈয়া তথা কি পাইব আমি ॥
তবে কি[13] প্রভুর সে ভাণ্ডার নহে উন।
জথ হরে তথ বারে এই মোহাগুন[14] ॥
এই ভাবি কবি পাছে করিলু পয়ান।
ভাল মন্দ বলে কেহ[15] না করিলু কান।।
হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে জথ ছিল পুজি।
গোপ্ত[16] বেক্ত কৈলু তাহা জির্ভা[17] করি কুজি[18] ॥
বচন পদার্থ অতি রত্তন অমুল।
ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের তুল ॥
বচন সঞ্জোগে হএ নর পষু ভিন[19] ।
বচন অন্তরে[20] মুর্খ পণ্ডিতর চিন[21] ॥
বিশতুল্য বচন রচনে সুধা রস।
বচন রচনে পুনি দেব হয় বস ॥
এ বেদ পুরানে আদি জথ মোহামন্ত্র।
বচনেত যুরা রস[22] জথ তন্ত্র মন্ত্র[23] ॥
বচন অধিক রত্ন জদি সে থাকিত।
ষর্গ হোন্তে বচন ন ভুমিত নামিত[24] ॥

১ রচিব ২ পোস্তক ৩ পণ্ডিত স্থানে ৪ মাগী
৫ দোস ক্ষেম টুট সোদ ৬ নিন্দক ৭ পাকিষ্ট ৮ সত্রু সম হএ
৯ কবিঙ্কে ১০ পদকে ১১ কাব্যধন লুটীল ১২ পীষ্টগামী
১৩ সে ১৪ মাত্র গুণ ১৫ হেন ১৬ মোক্ষ ১৭ জিব্বা
১৮ কুঞ্জি ১৯ চিন ২০ রচনে ২১ ভিন ২২ বচনে সকল পুনি
২৩ জন্ত্র তন্ত্র ২৪ স্বর্গ হোন্তে বচন নামীচে না। নামীত

সেই বলে রচিলু পুস্তক পদ্মাবতী।
নিজ বুদ্ধিবলে নাহি এতেক শকতি ॥
অথনে পণ্ডিতগণে মোর পরিহার।
দোষ ক্ষেম টুট শোধ গুণে আপনার ॥
গুণ বুঝি দোষ ক্ষেমে সেই জন গুণি।
পণ্ডিত নিন্দক হেন কভু নাহি শুনি ॥
নিন্দক পাপিষ্ঠ খল শত্রু সম হয়।
কিঞ্চিৎ না বুঝে পুনি বহুল দোষয়।
না বুঝিয়া কবিকে বোলএ মন্দ ছন্দ।
পদেক রচিতে পুনি হয় অন্ধ ধন্ধ ॥
কাব্যরত্ন লুটিল যথেক অগ্রগামী।
পৃষ্ঠগামী হৈয়া তথা কি পাইব আমি ॥
তবে সে প্রভুর ভাণ্ডার নহে উন।
যত হরে তত বাড়ে এই মহাগুণ ॥
এই ভাব শিরে করি করিলু পয়ান।[1]
ভাল মন্দ বোলে কেহ না করিলু কান ॥
হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে যত আছে পুঞ্জি[2]।
গুপ্ত ব্যক্ত কৈল তাহা জিহ্বা করি কুঞ্জি[3] ॥
বচন পদার্থ অতি রতন অমূল।
ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের তুল ॥
বচন সংযোগে হয় নর পশু ভিন।
বচন অন্তরে মূর্খ পণ্ডিতের চিন ॥
বিষতুল্য বচন বচনে সুধারস।
বচন রচনে পুনি দেব হয় বশ ॥
ত্রিবেদ পুরাণ আদি যত মহামন্ত্র।
বচনে সকল পুনি যত মন্ত্রতন্ত্র ॥
বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকত।
স্বর্গ হোন্তে বচন না ভুমিত নামিত ॥

১. আ ২. ক ৩. শ

শব্দার্থ টীকা : উন—কম
পুঞ্জি—পুঁজি
কুঞ্জি—চাবী
চিন্—চিহ্ন

তার মাঝে প্রেমকথা মাধায্য অপার[১] ।
প্রেমভাবে সংশার শ্রীজিলা করতার ।।
প্রেম বিনু ভাব নাহি ভাব বিনু রষ[২] ।
ত্রিভুবনে জথ দেখ প্রেম হোতে বষ[৩] ।।
জার হৃদে জনমীল[৪] প্রেমের অঙ্কুর ।
মুক্তি[৫]পদ পাইল সেই সভার টাকুর ।।
প্রেম হোন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর ।
পঞ্চ অক্ষ ভিহিনে নিলক্ষ পঞ্চস্বর[৬] ।।
জার হৃদে[৭] বিরহের জুতি প্রকাসীল ।
ষুক্ক মুক্ষ[৮] প্রাপ্তি তার আপদ তরিল ।।
বিরহের আনলে দহিল জার প্রান[৯] ।
পীতল আংঊটী করে হেম দস বান ।।
জাহার বচনে হয় বিরহের মায়া ।
কিবা রুপ রেক তার কিবা তার কায়া ।।
আন বেশ বাহিরে বিরহ[১০] অথান্তর ।
গোপত মানিক্য[১১] জেন ধুলির ভিতর ।।
প্রেম বিরহের মধ্যে[১২] বক্তা[১৩] কবিকুল ।
তার ভাব[১৪] বুঝে জেই জানে তার মুল ।।
বিভবে রস দেসা ষুক্ষ মুক্ষ কাম[১৫] ।
প্রেম হোন্তে সকল জথেক কৈলু নাম ।।
প্রেম হোন্তে পুত্র দারা প্রেমে গৃহবাস ।
প্রেমেতে ধম্মতা[১৬] রুপ প্রেমেত উদাস ।।
প্রেম মুল ত্রিভুবন জথ চরাচর ।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই প্রিথী[১৭] ভিতর ।।
প্রেম কবি আলাঅল[১৮] প্রভুর ভাবক ।
অন্তরে প্রবল পুন্নে[১৯] প্রেমের পারক[২০] ।।

১ মধাজ্জ আপার ২ স্বর ৩ কর ৪ প্রজলিত ৫ মোক্ত
৬ পঞ্চাক্ষরে বিরহিনি লৈক্ষ পঞ্চস্বর ৭ ঘটে ৮ ষুক দুক্ষ
৯ বিরহ আনলে জার দহিল পরান ১০ দেখএ ১১ মানিথ্য
১২ লৈক্ষ ১৩ ভক্ত ১৪ বাক্ষ ভাবে
১৫ হাব ভাব রস দসা ষুক দুক্ষ কাম ১৬ ধৈর্ঘতা
১৭ সংসার ১৮ আলাওল
১৯ পুন্য ২০ কারক

তার মাঝে প্রেমকথা মাধুর্য অপার ।
প্রেমভাবে সংসার সৃজিলা করতার ।।
প্রেম বিনু ভাব নাহি ভাব বিনু রস ।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ ।।
যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর ।
মুক্তিপদ পায় সেই সভান ঠাকুর[১] ।।
প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনাক্ষর ।
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর ।।
যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল ।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল ।
বিরহ আনলে যার দহিল পরাণ ।
পিতল আঙ্গুটি কৈল[২] হেম দশবান ।।
যাহার বচনে হয় বিরহের মায়া ।
কিবা রূপ রেখা তার কিবা তার কায়া ।।
আন বেশ বাহিরে বিরহ অভ্যন্তর[৩] ।
গোপত মাণিক্য যেন ধুলির অন্তর[৪] ।।

প্রেম বিরহের লক্ষ্য বক্তা কবিকুল ।
কাব্যভাবে[৫] বুঝে যেই জানে তার মুল ।।
বিরহের ভাব রস সুখ মোক্ষ কাম[৬] ।
প্রেম হন্তে সকল যতেক কৈলু[৭] নাম ।।
প্রেম হন্তে পুত্র দারা প্রেমে গৃহবাস ।
প্রেমেতে ধৈর্যতা রূপ প্রেমত উদাস ।।
প্রেম মূলে ত্রিভুবন যত চরাচর ।
প্রেম তুল্য বস্তু নাহি সংসার ভিতর ।।
প্রেমকবি আলাওল প্রভুর ভাবক ।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রেমের পালক[৮] ।।

১. আ ২. শ ৩. হ ৪. আ ৫. আ ৬. শ
৭. হ ৮. আ

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চাক্ষরে—ফারসী লিপিতে বিরহিনী পাঁচঅক্ষর, সম্ভবতঃ আলাওলের লিপি ছিল ফারসী।
আঙ্গুটি—আংটি
ভেশ—বেশ
ভাবক—ভক্ত

মন্তব্য—বর্তমান দুটি স্তবকে প্রেম ও বিরহ সম্পর্কে আলাওলের সুফীমত প্রকাশিত।

বাঞ্ছিত পূরন হেতু গুরু[1] পরসন ।
অন্দ চক্ষু[2] যুতি হেন[3] জ্ঞান[4] অঞ্জন ॥
কাটীয়া[5] মনের ঘোর শক্তির কৃপানে ।
রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥
প্রেম পুতি পদ্মাবতি রচিতে আসাএ ।
অশাধ্য সাধনে মোর[6] গুরু কৃপামএ[7] ॥
ভকতি প্রনিতি[8] করি মাগ*[9] এই বর ।
যুনি গুনিগন মনে হউক[10] আদর ॥*

১ বিধি ২ চৌক্ষ ৩ হিন ৪ জ্ঞানের ৫ কাটীল ৬ মাত্র
৭ কৃপাএ ৮ ভগতি প্রণতি ৯ মাগী ১০ অনেক

* 'বা' পুথিতে এরপর লিপিকরের দুপংক্তির সংযোজন
প্রেমের গ্রহণ পোথা প্রেম ভাবে মতি ।
আবুল হোসেন লেখে প্রেমযুক্ত অতি ॥

বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরশন ।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল[1] জ্ঞানের আঞ্জন ॥
কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপাণে ।
রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে ॥
প্রেম পুথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ ।
অসাধ্য সাধন মোর গুরুর কৃপা এ[2] ॥
ভকতি প্রণতি করি মাগি এই বর ।
শুনি গুণিগণ মনে হউক আদর ॥

১. শ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : অসাধ্য…কৃপাএ—গুরুর কৃপায় অসাধ্য সাধন হয় ।

মন্তব্য—সুফীধর্মের গুরুবাদ আলাওলের এই অংশে সুস্পষ্ট ।

কাহিনী সূত্র

রাগ লাচারী দীর্ঘ ছন্দ

শেখ মোহম্মদ জদি[১] জথনে রচিলা পুথি[২]
সথ শপ্ত বিংস[৩] নবসত।
চিতাওর গরেশ্বর[৪] রত্নসেন নৃপবর
ষুক মুখে ষুনিয়া মহত[৫] ॥
ষোগী[৬] হইয়া নরাধিপ চলিলা সিংহল[৭] দিপ
ষোল শত কুমার সংহতি[৮]।
লঙ্ঘি[৯] বনখণ্ড বাট উত্থরিলা[১০] সিন্ধুঘাট
নৌকা দিলা নৃপ গজপতি ॥
সিংগল দিপেতে গীয়া নানাবিধি দুক্ষ পাইয়া
বহু জত্নে পাইলা পদ্মাবতি।
পক্ষি মুখে ষুনি কথা নাগমতি দুক্ষ বার্তা[১১]
পুনি দেসে চলিলা নৃপতি ॥
সাগরে পাইয়া ক্লেষ আইলা[১২] চিতাওর দেস
কৈলা বহু উস্থব[১৩] আনন্দ।
রাখব চৈতন[১৪] গুনি অবিমাস[১৫] কহি বানি
প্রতি পদে[১৬] দেখাইলা চান্দ ॥
তথ[১৬] জানি নৃপবর পুনি কৈলা দেসান্তর
জাইতে হইল[১৮] কন্যা[১৯] দরসন।
বহুল আদর মনে করের কঙ্কন দানে
পরিতুসী পাঠাইলা ব্রাহ্মণ ॥[২০]

১ জতি ২ পুতি
৩ সপ্ত শত বিংশব
৪ ঘর শ্বার ৫ মোহত
৬ যুগী ৭ সিঙ্গল
৮ সংগতি ৯ লঙ্গি ১০ উত্তরিল
১১ দুক্ষ জুথা ১২ আসী ১৩ উশ্চব
১৪ রাগব চেতন ১৫ ন বিম্রসী
১৬ প্রদিবতে ১৭ তত্ত্ব
১৮ কৈল ১৯ কৈন্যা
২০ পরিত্যেসী পাটাইল ব্রামন

শেখ মহম্মদ যতি যখনে রচিল পুঁথি
সংখ্যা[১] সপ্ত বিংশ নব শত।
চিতাওর গড়েশ্বর রত্নসেন নৃপবর
শুক মুখে শুনিয়া মহত।
যোগী হৈয়া নরাধিপ চলিল সিংহল দ্বীপ
ষোলশত কুমার সঙ্গাতি।
লঙ্ঘি বনখণ্ড বাট উত্তরিলা সিন্ধুঘাট
নৌকা দিলা নৃপ গজপতি ॥
সিংহল দ্বীপেতে গিয়া নানাবিধ দুঃখ পাইয়া
বহু যত্নে পাইল পদ্মাবতী।
পক্ষীমুখে শুনি কথা নাগমতি দুঃখযুতা
পুনি দেশে চলিল নৃপতি ॥
সাগরে পাইয়া ক্লেশ আসি চিতাওর দেশ
কৈল বহু উৎসব আনন্দ।
রাঘব চেতন গুণি অবিমর্ষ কহি বাণী
প্রতিপদে দেখাইল চান্দ ॥
তত্ত্ব জানি নৃপবর তাকে[২] কৈলা দেশান্তর
যাইতে হৈল কন্যা দরশন।
বহুল আদর মনে করের কংকণ দানে
পরিতুষি পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥

১. ক ২. আ

শব্দার্থ টীকা : শেখ মহম্মদ যতি—মালিক মুহম্মদ জায়সী। ইনি ছিলেন সুফি সাধক।
সংখ্যা সপ্তবিংশ নবশত—৯২৭ হিজরী। কিন্তু জায়সীর গ্রন্থ ৯২৭ হিজরীতে নয়, ৯৪৭ হিজরীতে রচিত হয়েছিল বলে পদমাবৎ কাব্যের নিম্নলিখিত পংক্তি থেকে জানা যায়—
সন নব সৈ সৈঁতালিস অহা।
কথা অরম্ভ বৈন কবি কহা ॥
রত্নসেন—চিতোরের রাজা ; টডের ইতিহাসে ইনি ভীমসিংহ নামে পরিচিত। নাগমতী—চিতোররাজ রত্নসেনের প্রথমা পত্নী। রাঘব চেতন—রত্নসেনের সভাপণ্ডিত।
প্রতিপদে...চান্দ—প্রতিপদ তিথিতে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখিয়েছিল।

সোলতান[১] আলাওদ্দিন দিল্লীশ্বর জগাজিন
প্রচন্ড প্রতাপ ছত্রধর।
পন্ডিত ব্রাহ্মণ[২] তথা কহিলা কন্যার[৩] কথা
শুনি হরসীত নৃপবর॥
প্রজা[৪] নামে বিপ্রবর পাটাইলা রাজস্বর[৫]
কন্যা মাগী রত্নসেন স্থানে[৬]।
পদ্মাবতি ন পাইয়া প্রজা[৭] আইল পলটীয়া
শুনি সাহা ক্রোধ[৮] হৈল মনে॥
বহুল মাতঙ্গ বাজি চতুরঙ্গ দিল[৯] শাজি
গেলা চিতাওর মারিবারে।
দ্বাদশ বৎস্বর রন তথা ছিল অখন্ডন
রত্নসেন ধরিলা প্রকারে॥
দিল্লিষর[১০] পাটে আইল নৃপ কারাগারে থুইল[১১]
তারন[১২] করিলা নানা ভাথী[১৩]।
গউরা[১৪] বাদিলা নাম ছিলা রত্নসেন টাম
মুক্ত হইল প্রকট যুকুতি॥[১৫]
চিতাওর দেসে আসী বঞ্চিলেক যুখে[১৬] নিসী
পদ্মাবতি সঙ্গে করি রঙ্গ।
দেওপাল নৃপ[১৭]কথা পদ্মাবতি মুখে[১৮] তথা
শুনি নৃপ মন হইল ভঙ্গ॥
সর্ব্বারম্ভে তথা গীয়া দেওপাল সংহারিয়া[১৯]
জুদ্ধ ক্ষাতে আইলা নৃপতি।
সপ্ত দিন দেসান্তর মৈল রত্নসেন বর[২০]
দুই রানি সঙ্গে হইলা সতি॥

১ ছোলতান ২ ব্রামন ৩ কৈন্যার
৪ শ্রিজা ৫ নির্পস্বর ৬ স্তানে
৭ শ্রিজা ৮ ক্রোধ ৯ দল
১০ দিল্লিশ্বর ১১ নির্প কাট্রাঘরে শুইল
১২ তারনা ১৩ ভাতি ১৪ গোরা
১৫ মোক্ত কৈল কপট যুগতি
১৬ যুক ১৭ নির্প ১৮ দুক্ষ
১৯ সংগারিআ ২০ মৈল নৃপ রত্নবর

সোলতান আলাউদ্দিন দিল্লীশ্বর জগজিন
প্রচন্ড প্রতাপ ছত্রধর।
পন্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
শুনি হরষিত নৃপবর॥
শ্রীজা নামে বিপ্রবর পাঠাইল রাজ্যেশ্বর
কন্যা মাগি রত্নসেন স্থানে।
পদ্মাবতী না পাইয়া শ্রীজা আইল পলটিয়া
শুনি সাহা ক্রোধ হৈল মনে॥
বহুল মাতঙ্গ বাজী চতুরঙ্গ দল সাজি
গেলা চিতাওর মারিবারে।
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখন্ডন
রত্নসেনে ধরিল প্রকারে॥
দিল্লীশ্বর পাটে আইল নৃপ কারাগারে থুইল
তাড়না করিল নানা ভাতি।
গোরা বাদিলা নাম ছিল রত্নসেন ঠাম
মুক্ত কৈল কপট যুকতি॥
চিতাওর দেশে আসি বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করি রঙ্গ।
দেওপাল নৃপ কথা পদ্মাবতী মুখে তথা
শুনি নৃপমন হৈল ভঙ্গ॥
সর্বারম্ভে তথা গিয়া দেওপাল সংহারিয়া
যুদ্ধক্ষত আইলা নৃপতি।
সপ্তম দিবসান্তর[১] মৈল রত্নসেন বর
দুই রাণী সঙ্গে হৈলা সতী॥

১. ক

শব্দার্থ টীকা: আলাউদ্দীন—দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খলজী। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন। জগজিন—জগজ্জয়ী
শ্রীজা—সুলতানের দূত। জায়সীতে এর নাম সরজা।
গোরা বাদিলা—রত্নসেনের সেনাপতি।
দেওপাল—চিতোরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য কুম্ভলনের হিন্দুরাজা দেবপাল।
সপ্তম দিবসান্তর—সাতদিন পর। শহীদুল্লাহের পাঠে সপ্ত মাস দিনান্তর।

পুনি সাজি দিল্লিষুর[১] আইলা চিতাও নগর[২]
চিতা ধুন্ন দেখীলা বিদিত।
সন্তি গতি[৩] পদ্মাবতি যুনি সাহা মোহামতী
মনে হৈল পরম দুখীত[৪] ॥
চিতাওর চিলা করি[৫] দিল্লি ষুর[৬] গেলা ফিরি
পুস্তকের[৭] এই বিবরন
মোহাদেবি পাত্রবর নানা গুনে বিদ্যাধর[৮]
ছিরি ষুত[৯] টাকুর মাগন।
তাহান আরতি ভাবি হিন য়ালায়ল[১০] কবি
রছিলেক সরস[১১] পয়ার।
ষুর সসী বাউ জল জথ দিন খীতি তল[১২]
নাম কৃতি[১৩] রহিলে[১৪] সংসার ॥[১৫]

১ দিল্লিশ্বর ২ আসি চিতাওর গর ৩ মতি ৪ দুক্ষিত ৫ চিতাউর ইচিলাম করি ৬ দিলিশ্বরে ৭ পোস্তোকের ৮ বিন্ধাধর ৯ শ্রীজোত ১০ আলাওলে ১১ ষুরস ১২ খেতি স্থল ১৩ নামক্রিতি ১৪ রহিল ১৫ বাংলা একাডেমীর পুথিতে এরপর লিপিকরের কয়েকটি অতিরিক্ত পংক্তি—

মহন্ত জনের সাঁতে হিন্যাতি মহন্ত পাইতে
পোতা লেখে আবুল হোচন।
কামদর জে আনি নাম ধিক মান অনুপাম
সোন্তস তোসন্ত মোর মন ॥

পুনি সাজি দিল্লীশ্বর আসি চিতাওর গড়
চিতাধুম[১] দেখিলা বিদিত।
সতী গতি পদ্মাবতী শুনি সাহা মহামতি
মনে হৈল পরম দুঃখিত ॥
চিতাওর ইসলাম করি দিল্লীশ্বর গেলা ফিরি
পুস্তকের এই বিবরণ।
মহাদেবী পাত্রবর নানা গুণে বিদ্যাধর
শ্রীযুত ঠাকুর মাগন ॥
তাহান আরতি ভাবি হীন আলাওল কবি
রচিলেক সরস পয়ার।
সুর শশী বায়ু জল যত দিন ক্ষিতিতল
নাম কীর্তি রহুক[২] সংসার ॥

১. শ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : চিতাওর ইসলাম করি—আলাউদ্দীন চিতোর জয় করে আপন পুত্র খিজির খাঁর নামানুযায়ী এর নতুন নামকরণ করেন খিজিরাবাদ। পদমাবৎ কাব্যের শেষে জায়সীও চিতোরের ইসলাম রাজ্যে পরিণত হবার কথা লিখেছেন।

মন্তব্য—সুলতান আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-অভিযানের কাহিনী খুমান-রাসো, পদ্মাবৎ, আইন-ঈ-আকবরী এবং টডের রাজস্থান গ্রন্থে থাকলেও আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ঐতিহাসিক যথা আমীর খসরু, নিজাম-উদ্দীন, জিয়া-উদ্দীন বরণী, প্রমুখ কেউই উল্লেখ করেন নি। সুতরাং সুলতানের চিতোর-বিজয় কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্ভবতঃ কবিকল্পিত।

কাহিনী-সূত্র অধ্যায়ে আলাওল যেভাবে সংক্ষেপে জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের কাহিনীসার দিয়েছেন তার সঙ্গে মূল কাব্যের কাহিনী ধারার মিল থাকলেও আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের উপসংহার ভাগের সঙ্গে এই সংক্ষিপ্তসারের শেষাংশের অমিল লক্ষণীয়। জায়সীর অস্তুতি খন্ডের শেষ স্তবকেও কাহিনীসূত্র সঙ্কেত বর্তমান।

সিংহল দ্বীপ বর্ণন খণ্ড

কাব্যকথা[১] কমল ষুগন্দি ভরিপুর।
দুরেত নিকট ভাব নিকটত দুর ॥
নিকটেত দুর কেনে পুস্পেত কলিকা।
দুরেত নিকটে মধু মাঝে[২] পিপিলিকা ॥
বন খণ্ডে[৩] থাকে ওলি[৪] কমলেত বস।
নিকটে থাকিয়া বেগে[৫]ন জানএ রষ ॥
এই ষুত্রে কবি[৬] মোহাম্মদ করি[৭] ভক্তি।
স্থানে ২ প্রকাসীমু নিজ মন উক্তি ॥

সিংহল[৮] দিপের কথা ষুনে অনুপাম[৯]।
সেই পদ্মাবতি[১০] রূপ[১১] বন্নিয়া ষুনাম ॥
সরস[১২] বন্ননা[১৩] জেন উঝল দর্পন।
জার জেন মন রূপ[১৪] দেখীব তেমন ॥
ধন্য[১৫] সেই দীপ[১৬] জথা হেন রূপ নারি।[১৭]
রূপে গুনে বহু পুন্নে[১৮] বিধি অবতারি ॥
সপ্তদিপ পৃথিবীর[১৯] কহে [২০] সব নর।
কোন দিপ নহে সিংহলের[২১] সমস্বর ॥
দিয়া দ্বিপ[২২] ছরান্দিপ জম্বো[২৩] দিপ লঙ্কা।
কুসস্থল সমস্তল মনে করে সঙ্কা ॥
হিন্দুস্তান ভাসে দ্বিপ নাম এই বলি[২৪]।
জম্বো দ্বীপ পলপ আসকো সর্ম্মালি ॥

১ কাভারস ২ মাজে ৩ বনমাজে ৪ অলি ৫ ভেগে ৬ কবি ৭ নামে ৮ সীঙ্গল ৯ এবে গাম ১০ পদ্মিনীর ১১ নাম ১২ পরস ১৩ বর্ণ্যনা ১৪ জাহার জেমন রূপ ১৫ ধৈন্য ১৬ দিপ ১৭ জথা বৈসে হেন নারি ১৮ জত্নে ১৯ প্রিথিমি ২০ কহএ ২১ নহে যে সীঙ্গল ২২ দিআ দিপ ২৩ জমু ২৪ বুলি ২৫ জম্মু দিপ লঙ্কা আর সাক বাসাঙ্খালি।

কাব্যকথা কমল সুগন্ধি ভরিপুর।
দূরেত নিকট ভাব নিকটেত দূর ॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেত কণ্টকা[১]।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা ॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ।
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস ॥
এহি সূত্রে কবি মহম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি ॥

সিংহল দ্বীপের কথা শুন এবে গাম।
সেই পদ্মিনীর রূপ বর্ণ অনুপাম[২] ॥
সরস বর্ণনা যেন উজ্জ্বল দর্পণ।
যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন ॥
ধন্য সেই দ্বীপ যথা হেন রূপ নারী।
রূপে গুণে বহু যত্নে বিধি অবতারী ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর কহে সব নর।
কোন দ্বীপ নহে সিংহলের সমস্বর ॥
দিয়াদ্বীপ সরন্দদ্বীপ জম্বুদ্বীপ লঙ্কা।
কুম্ভস্থল[৩] মধুস্থল[৪] মনে করি শঙ্কা ॥
হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক শাল্মলী[৫] ॥
কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্ঠম কহিল।
পুষ্কর দরিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল ॥[৬] (জা. ১)

১. ক ২. আ ৩. ক ৪. আ ৪. ক ৬. আ

শব্দার্থ টীকা : দূরেত নিকট ভাব নিকটেত দূর—রসগ্রাহী দূরে থাকলেও কবির প্রতিবেশী, আর অরসিক কবির পাশে থেকেও দূরবর্তী।
কণ্টকা—কাঁটা ; কাঁটা যেমন ফুলের কাছে থেকেও দূরে।

মন্তব্য : বর্তমান খণ্ডের প্রথম স্তবকের উৎস জায়সীর অস্তুতি খণ্ডের শেষ স্তবকে বর্তমান। জায়সী দ্বীপগুলিকে নারী অঙ্গের রূপক করে তুলেছেন, যথা দিয়াদ্বীপ—যুবতী নেত্র, সরন্দদ্বীপ—শ্রবণ দেশ, জম্বুদ্বীপ—কেশপাশ, লঙ্কা দ্বীপ—কটি দেশ, কুম্ভ স্থল—পয়োধর, মধুস্থল—জঘন ইত্যাদি ; এদের কোনোটাই সিংহলের তুল্য নয় অর্থাৎ কেউই পদ্মিনীতুল্য নয়। আলাওল এ ছাড়া আরও সাতটি দ্বীপের নাম করেছেন।

নৃপতি[১] গন্দর্ব্বসেন সিঙ্গলনরেস ।
সত সেখ[২] ছত্রধারি য়াছে সেই দেস ॥
কটক স্থাপন কোটী[৩] বহু সেনাপতি ।
শপ্ত দস[৪] সহস্র তুরঙ্গ বাউ গতি ॥
সিংহলের[৫] মত্থ[৬] সপ্ত সহশ্র মাতঙ্গ ।
অষ[৭] গজ রথ পদাতিক চতুরঙ্গ[৮] ॥
নিজ ভুজ বলে খিতি পাল[৯] মোহাবির ।
নৃপ সবে সম্মুখে করএ নম্র সির[১০] ॥

জেই জন জাএ সেই দেসের নিকট ।
জেহেন অমরাবতি[১১] দেখএ প্রকট ॥
চারিপাসে তাহার সঘন উপবন ।
উটীয়া ধরনি হোন্তে নামীছে গগন ॥
ছন্দন যুগন্দ তরু[১২] মলয়া সমীর ।
নিদাগ সমএ সিত ছায়া যুগম্বির ॥
অস্তাতলে গেলে যুর হএ অন্দকার ।
সেই ছায়া প্রসরএ[১৩] এ সব[১৪] সংসার ॥
পক্ষা রূপ সম যতি[১৫] তরু মনুহর ।
সেই ছায়া লাগীয়া[১৬] আকাস ছারি ঘর[১৭] ॥
সে ছায়ার তলে[১৮] পন্তি করিছে বিশ্রাম ।
এই রৌদ্রে আসিতে না লএ পুনি নাম ॥
মনুহর উদ্যান কহিতে নাই অন্ত ।

ফল ফুলে সত ঋতু সদাএ[১৯] বসন্ত ॥
ফল ভরে নম্র য়তি অম্র[২০] কাটেয়াল ।
বরহ[২১] খীরিনি খাযুর য়ার তাল ॥
গুয়া নারিকল ফল দারিম্ব[২২] চুলঙ্গ[২৩] ।
নারেঙ্গ কমলা সমতারা কামরঙ্গ ॥
জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা[২৪] মহুয়া[২৫] বাদাম ।
বেল[২৬] শ্রীফল সদাফল কলা জাম ॥
ভুর চির উরাত্র য়ার কেরঞ্জা তেতই ।[২৭]
. আখরোট ছোহুবন উয়াইন জলপাই ॥[২৮]

১ নির্পতি ২ সংকা ৩কটি ৪ সরদল ৫ সিঙ্গলের ৬ মত্ত ৭ অশ্ব ৮ চতুররঙ্গ ৯ খেতি পালে ১০ সীর ১১ অমরা পুরি ১০ চন্দন যুগন্দি তনু ১৩ প্রসভএ ১৪ সকল ১৫ হএ ১৬ ছারিআ ১৭ চারি ঘোর ১৮ সেই ছায়া তলে ১৯ সতেত ২০ আম ২১ বন হর ২২ ডালিম্ব ২৩ ছোলঙ্গ ২৪ দক্ষ ২৫ মেহুআ ২৬ বেলট ২৭ তুর চির উরি জাম কেরাঞ্জ তেতই ২৮ আখট ছাবাঁল ওআ ইল জলফই

নৃপতি গন্ধর্বসেন সিংহল নরেশ ।
শতসংখ্যা ছত্রধারী আছে সেই দেশ ॥
কটক ছাপ্পান্নকোটি বহু সেনাপতি ।
সপ্তদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি ॥
সিংহলের মত্ত সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ ।
অশ্ব গজ রথ পদাতিক চতুরঙ্গ ॥
নিজ ভুজবলে ক্ষিতি পালে মহাবীর ।
নৃপ সবে সমুখে করএ নম্রশির । (জা. ২)

যেই জন যায় সেই সিংহল নিকট ।
যেহেন অমরাবতী দেখএ প্রকট ॥
চারিপাশে তাহার সঘন উপবন ।
উঠিয়া ধরণী হোন্তে লাগিছে গগন ॥
চন্দন সুগন্ধি তরু মলয়া সমীর ।
নিদাঘ সময়ে শীত ছায়া সুগম্ভীর ॥
অস্ত তলে গেলে সুর হয় অন্ধকার ।
সেই ছায়া প্রসরয় সকল সংসার ॥
সুমেরু সমান যত তরু মনোহর ।[১]
সেই ছায়া লাগিয়াছে আকাশ উপর[২] ॥
সেই ছায়া তলে পন্থি করেন্ত বিশ্রাম ।
এই রৌদ্রে আসিতে না লএ পুনি নাম ॥
মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত ।
ফলফুলে ষড়ঋতু[৩] সদাএ বসন্ত ॥ (জা. ৩)

ফলভরে নম্র অতি আম্র কাঠোয়াল ।
বড়হ খিরিনী খাজুর আর তাল ॥
গুয়া নারিকেল ফল ডালিম্ব ছোলঙ্গ ।
নারঙ্গ কমলা শ্যামতারা কামরঙ্গ ॥
জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম ।
বেল শ্রীফল সদাফল কলা জাম ॥
হালফা রেউড়ী আর করঞ্জা তুতই[৪] ।
আখরোট ছোহারা গুয়া জলপাই ॥[৫]

১. আ ২. ক ৩. শ ৪. আ ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : কটক—সেনা ; কাঠোয়াল—কাঁঠাল ; গুয়া—সুপারী ; ছোলঙ্গ—সুরঙ্গ (লেবু) ; নারঙ্গ-কমলালেবু ; জামির—টক লেবুজাতীয় ফল ।

ছেব বিহি খোরমা যুফল নানা ছন্দ ।
মধু জিনি পুষ্প সব পুষ্প জিনি গন্দ ।।

ডিঘি[1] পুষ্করুনি[2] অতি দেখীতে অপার ।
মথন তরাসে লোক হৈছে পরাবার ।।[3]
দুগ্ধ হোন্তে শ্রেত জেন কর্ফুল যুগন্দ ।
দরসনে তৃষ্ণা হরে[4] খাইতে আনন্দ ।।
যুদ্ধ ফটীকের ঘাটে দর্পন উঝল[5] ।
বান্দিয়াছে চতুরদিগে অতি যুনির্ম্মল ।।
শ্রেত রত[6] মউতপল[7] দেখীতে সোন্দর ।
মধু পানে মত্থ[8] হইয়া[9] ঝঙ্করে ভোমর ।।
স্থানে ২ সযুভিত[10] দেখী পদ্ধপত্র ।
রাজহংস সিরপরে বিরাজিত ছত্র[11] ।।

প্রফুলিত কুমুদিনি ওতি[12] মনুহরা ।
জন দেখী গগনে যুভিত ঘন তারা ।।
সরবরে নামি জল তোলএ জেমত[13] ।
উথলএ মৎস্য[14] জেন চমকে বিদ্যুত ।।
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর ।
সিতাসিত রুপী পীত নানা বন্ন ধর ।।[15]
নিসীর বিছোদ[16] ছক্রবাক মন দুক্ষে ।
দমপতি দিবসে কেলি করে মোহা যুক্ষে[17] ।।
কুবলএ সরস করএ নানা রঙ্গ ।[18]
জিবনে মরনে দমপতি এক সঙ্গ[19] ।।
সংকটে কেকালিম ডাউক জলকাক ।[20]
কারাণ্ডক বক শ্রেত যুন[21] ঝাকে ঝাক ।।
অমুল্যে রত্থন মুক্তা বশে[22] জেই[23] জনে ।
মর্জিয়া ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্যবলে ।।

১ ডিগী ২ পুস্কর্নি ৩ মথন তরাসে লুকাইল পরবার ৪ খন্ডে ৫ দ্রপন উজ্জল ৬ রক্ত ৭ উৎফল ৮মত্ত ৯ হএ ১০ স্তানে ২ যুসুভিত ১১ ছত্র ১২ আঁতি ১৩ জিমুত ১৪ মৈশ্চ ১৫ পীত ২ রুপীত নানান বিম্বাধর ১৬ বিচ্ছেদে ১৭ মন যুখে ১৮ কুড়লএ সব রস করে নানা রঙ্গে ১৯ এক সঙ্গে ২০ ক্রকাটকে কালিম ডাউক জল কাক ২১ সৈন্যে ২২ বটে ২৩ সেই

ছেব বিহি খোরমা সুরস নানাছন্দ ।
মধু জিনি মিষ্ট সব পুষ্প জিনি গন্ধ ।। (জা. ৪)

দীঘি পুষ্করিনী অতি দেখিতে অপার ।
মথন তরাসে লুকাইছে পারাবার[1] ।।
দুগ্ধ হোন্তে শ্বেত জল কর্পূর সুগন্ধ ।
দরশনে তৃষ্ণা হরে খাইতে আনন্দ ।
শুদ্ধ স্ফাটিকের ঘাট দর্পণ উজ্জ্বল ।
বান্ধিয়াছে চতুর্দিকে অতি সুনির্মল ।।
শ্বেত রক্ত মহোৎপল দেখিতে সুন্দর ।
মধুপানে মত্ত হৈয়া ঝঙ্কারে ভ্রমর ।।
স্থানে স্থানে সুশোভিত দেখি পদ্মপত্র ।
রাজহংস শির পরে বিরাজিত ছত্র ।। (জা. ৭)

প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনোহরা ।
যেন দেখি গগনে শোভিত ঘন তারা ।।
সরোবরে নামি জল তোলএ জীমুত ।
উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ ।।
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর ।
সিতাসিত রক্তপীত নানা বর্ণধর ।।
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুঃখে ।
দম্পতি দিবসে কেলি করে মহাসুখে ।।
কুররয় সারস করএ নানারঙ্গে ।
জীবনে মরণে দম্পতি এক সঙ্গে ।।
সঙ্কট শালিক আর ডাহুক জলকাক ।
করন্ডক বক শ্বেত শুক ঝাকে ঝাক ।।
অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে ।
মজ্জিয়া ডুবিলে মাত্র পায় ভাগ্যবলে ।। (জা. ৯)

১. ক

শব্দার্থ টীকা : কাফুর—কর্পূর ;
কুররয়—শব্দ করে ; তু কুরলাহি (জা)
করন্ডক—উদরে চামড়ার থলি বিশিষ্ট প্রাণী ;
মজ্জিয়া—ডুবুরী

মন্তব্য : পক্ষী বর্ণনার ক্ষেত্রে আলাওল জায়সীকে হুবহু অনুসরণ করেন নি। আলাওলের বর্ণিত পক্ষীগুলি (শালিক ডাহুক ইত্যাদি) মূলত বঙ্গীয়। ফুলফলের বর্ণনাতেও আলাওল জায়সীকে অনুসরণ না করে বাংলাদেশের পরিচিত ফুল-ফলেরই বর্ণনা করেছেন !

মনুহর উদ্যান পুষ্পের তার পাস ।[১]
বৃক্ষ সব ভেদি হইল[২] চন্দন ষুবাষ ।।
অমদে না মরুবক[৩] ষুগন্দি মালতি ।
লবঙ্গ গোলাল চম্পা সতবর্গ জুরি[৪] ।।
কেতকি কেসর বৈজওতি বেল ফুল ।[৫]
রঙ্গন[৬] কাঞ্চন জাতি মাধবি বকুল ।।
ষুদর্সন মঞ্জারূপ কুজারি বাসক ।[৭]
কালাফুল অবাষক[৮] নগা কুরুবক ।।
সে পুষ্প লাগীয়া জথা জাএ সদাগতি ।
হরিয়া দুর্গন্দ[৯] অমুদিত ককে[১০] য়তি ।।
সর্ব্বলোকে দেখী করে[১১] য়ারতি বহুলে ।
ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পাএ সেই ফুল ।।

উপবনে নানা ভাসে বোলে নানা পক্ষি ।
ষুনিতে শ্রবন ষুখ দরসনে আখী[১২] ।।
সারি ষুক সবদ কুকিলে গাএ গিত ।
এক স্তুতি[১৩] কপুতে[১৪] বোলএ ষুললিত ।।
পিউ রব পাপিআ[১৫] সীকেনি[১৬] করে রোল ।
বহু ভাসে ভৃঙ্গরাজে বোলে নানা বোল ।।
নানা জাতি পক্ষি সব ষুমধুর রাএ ।
আপনা ২ ভাসে প্রভু গুন গাএ ।।

স্থানে ২ জল পুর্ন মনুহর কুল[১৭] ।
ফটীক পাসানে প্রতী[১৮] বান্দিছে শ্বরূপ[১৯] ।।
বহু নব রত্ন মুট দেহৈল[২০] মান্ডব ।
ষুগী জাতি সন্যাসী করএ জপতপ[২১] ।।
কেহ ব্রহ্মচারি জয়রামি অবধুত[২২] ।
রামর্জানি ষুর খীর পৈরন বিভুত[২৩] ।।
কেহ পুরি[২৪] কেহ নাথ[২৫] কেহ দিগাম্বর ।
কেহ গোরখের ভেস কেহ মহেশ্বর ।।
কেহ বুধ[২৬] কেহ সিদ্ধ[২৭] সরির[২৮] ষুজন ।
. কেহ ধ্যানবন্ত কেহ ষুধির আসন ।।

১ মনুহর উদ্ধান জে পুষ্ফ চারি পাস ২ ব্রিক্ষ সব ভেদিআ জে ৩ আওদম মেরুবেক ৪ যুতি ৫ কেতুকি কেসর বৈসে অতি ভেলফুল ৬ কঙ্কন ৭ ষুদ্ধ স্বর্ণ্য কুজারূপ মাঞ্জরি বাসক ৮ নারাচেক ৯ ষুগন্দি ১০ করে ১১ বোলে ১২ আক্ষি ১৩ তুসী ১৪ কাপতে ১৫ পাপিহা ১৬ সীখীন ১৭ কুপ ১৮ অতি ১৯ সরূপ ,২০ ভাহিনে ২১ সৈন্যাসীএ করে তপজপ ২২ অধভুত ২৩ ভিবুতে ২৪ পরি ২৫ নাত ২৬ বিদ্ধা ২৭ সিদ্ধা ২৮ সাদক .

মনোহর উদ্যান যে পুষ্প চারিপাশ ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস ।।
আমোদিত[১] মরুবক সুগন্ধি মালতী ।
লবঙ্গ গোলাপ চম্পা শতবর্গ যূথি ।
কেতকি কেশর বৈজয়ন্তী বেলফুল ।
রঙ্গন কাঞ্চন জাতি মাধবী বকুল ।।
সুদর্শন কুব্জা রূপমঞ্জরী বাসক ।
কালাফুল অবাসক নাগ কুরুবক ।।
সে পুষ্প লাগিয়া যথা যায় সদাগতি ।
হরিয়া দুর্গন্ধ আমোদিত করে অতি ।।
সর্বলোকে দেখি করে আরতি বহুল ।
ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পায় সেই ফুল ।। (জা. ১১)

উপবনে নানা ভাষে বোলে নানা পক্ষ ।
শুনিতে শ্রবণে সুখ দরশনে অক্ষি ।।
সারিশুক শবদে কোকিল গাএ গীত ।
এক তুষি কপোতে বোলএ সুললিত ।।
পিউ রব পাপিয়া শিখিনী করে রোল ।
বহু ভাষে ভৃঙ্গরাজ বোলে নানা বোল ।।
নানা জাতি পক্ষী সবে সুমধুর রাএ ।
আপনে আপনা ভাষে প্রভু গুণ গাএ ।।

স্থানে স্থানে জলপূর্ণ মনোহর কূপ ।
স্ফটিক পাষাণে অতি বান্ধিছে সরূপ ।।
বহু নবরত্ন মঠ দেউল মণ্ডপ ।
যোগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ ।।
কেহ ব্রহ্মচারী জয়রামী অবধূত ।
রামজতি[১] ঋষীশ্বর[২] পৈরণ বিভূত ।।
কেহ পুরি কেহ নাথ কেহ দিগম্বর ।
কেহ গোরখের বেশ কেহ মহেশ্বর ।।
কেহ বুদ্ধ কেহ সিদ্ধ সাধক সুজন ।
কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সুধীর আসন ।। (জা. ৬)

১. ক ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মরুবক—পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ ;
পৈরণ বিভূত—পরিধানে বিভূতি মাত্র অর্থাৎ ভস্মাবৃত দেহ ; পুরি—শঙ্করাচার্যের দশনামী শিষ্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম ; গোরখ—গোর্খ বা গোরক্ষনাথ ;

নগরের ব৲তী[১] দেখীতে অপরূপ ।
তেরছ বর্জ্জিত গৃহ[২] সমান ষরূপ[৩] ॥
উগ্ততর মনুহর ষুন্দর আওআস[৪] ।
অমরা নগরে জেন ইন্দ্রের নিবাস[৫] ॥
কিবা রাও কিবা রঙ্ক[৬] ঘরে ২ ষুখী ।
বাল বৃদ্ধ জুবক[৭] সকল হাস্যমুখী ॥
চন্দনের স্তম্ব প্রতী গৃহের অন্তর[৮] ।
পশার[৯] রচিত চারু অংগন ষুন্দর[১০] ॥
সেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈদ্রয়[১১] সকলে ।
কস্তুরি চন্দন মদ নানা পরিমলে ॥
ঘরে ২ পন্ডিত ষুজন গুনবান ।
এক বাক্য সতবার করএ বাখান ॥[১২]
প্রতি গৃহে পদ্মিনি[১৩] সরূপ ষুচরিতা[১৪] ।
দেখীলে[১৫] লর্জ্জিত হএ দেবর বনিতা ॥
দুই ভিতে রত্ন পন্ন রজতের হাট ।
মধ্যভাগে কধায্য বর্জ্জিত ষুদ্ধবাট ॥[১৬]
উগ্ত পিড়ি[১৭] কাঞ্চন রক্তন কাচ ঢাল[১৮] ।
নানাবিধি চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥
হাটসালা মৃগমদ কুমকুমে লেপনে ।
লক্ষ কোটী পসার মেলিছে জনে ২ ॥[১৯]
হিরামনি মানিক্য মুকুতা গজমুতি ।
পুষ্প রাগ[২০] গোমেধ বিদ্রুম নানা জাতি ॥
কুমকুম আগরুমেদ মৃগমদ বেনা ।
জবাত কফুল ভিম সেবিআ রচিলা ॥[২১]
ফুলের গোলাব চুয়া[২২] চন্দন অঘর[২৩] ।
রজতারি[২৪] পাটাম্বর ষুচারু চামর ॥
এই হাটে বেকাকিনা করে জেই জন ।
আর হাটে তার ফল নাই কদাচন ॥
কেঁহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বেকাকিনি ।
কার হএ লখ[২৫] প্রাপ্তি কার হএ হানি ॥

১ বসতি ২ তেরচ রজিত গ্রিহ ৩ স্বরূপ ৪ ইন্দ্রের নিবাস ৫ সোন্দর ওআস ৬ কিবা রাগ কিবা রঙ্গ ৭ বাল্য ব্রিদ্ধ যুবক ৮ প্রতি গ্রিহের মাজার ৯ পাসানে ১০ আঙ্গিনা সোন্দর ১১ পৈবএ ১২ এক বাউ সত যাক্ষ করন্ত বাখান ১৩ পদ্মাবতি ১৪ রূপে সুচরিতা ১৫ দেখীতে ১৬ মৈদ্ধভাগে কদাজ্জ বর্জ্জীত সুদ্ধটাট ১৭ উগ্চাগিরি ১৮ রজত কাচা ডাল ১৯ লৈক্ষ কটী পোসার মেলিছে স্থানে স্থান ২০ পুস্পের ২১ জাবাত কাফুর বিমা সনি রার ছিনা ২২ ছায়্যা ২৩ রাগর ২৪ জরতারি ২৫ লাব্য

নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ ।
তেরছ বর্জিত গৃহ সমান সরূপ ॥
উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস ।
অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস ॥
কিবা রায় কিবা রঙ্ক ঘরে ঘরে সুখী ।
বালবৃদ্ধ যুবক সকল হাস্যমুখী ॥
চন্দনের স্তম্ভ প্রতি গৃহের অন্তর ।
পাষাণে রচিত চারু অঙ্গন সুন্দর ॥
শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈরয় সকলে ।
কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমলে ॥
ঘরে ঘরে পণ্ডিত সুজন গুণবান ।
এক বাক্য শত বার[৪৩] করন্ত বাখান ॥
প্রতি গৃহে পদ্মিনী স্বরূপ সুচরিতা ।
দেখিতে লজ্জিত হয় দেবের বনিতা ॥ (জা. ১২)
দুইভিতে রত্নপূর্ণ রজতের হাট ।
মধ্যভাগে কদর্য বর্জিত শুদ্ধ বাট ॥
উচ্চ পিড়ি কাঞ্চন রজত করি ঢাল ।
নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥
হাটশালে মৃগমদ কুঙ্কুম লেপনে ।
লক্ষ কোটি পসার মেলিছে জনে জনে ॥
হিরামনি মাণিক্য মুকুতা গজমতি ।
পুষ্পরাগ গোমেদ বিদ্রুম নানাজাতি ॥
কুঙ্কুম আগর মেদ মৃগমদ বেনা ।
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা ॥
ফুলেল গুলাল চুয়া চন্দন আগর ।
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর ॥
এহি হাটে বিকিকিনি করে যেই জন ।
আর হাটে তার ফল নাহি কদাচন ॥
কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকিকিনি ।
কার হয় লভ্যপ্রাপ্তি কার হয় হানি ।। (জা. ১৩)

শব্দার্থ টীকা : রায়—রাজা ; রঙ্ক—দরিদ্র ; গোমেদ—রত্ন বিশেষ ; বিদ্রুম—রক্ত প্রবাল; আগর—অগুরু ; বেনা—খসখস বা সুগন্ধী তৃণবিশেষ ; যাবক—আলতা ; ভীমসেনী—বৃক্ষজাত কর্পূর ; চীনা—সিন্দুর ; ফুলেল—গন্ধ তৈল গুলাল—আবীর ; জরতারি—রেশম বস্ত্র ।

মন্তব্য—হাট বর্ণনায় জায়সীর সৌন্দর্য ভাবনা আলাওলের অনুবাদে দ্রব্য তালিকায় পর্যবসিত ।

সুন্দরি[১] পাদ্মিনি সরে দেয়ন্ত পসার[২] ।
প্রতি অংগে শষুভিত[৩] নানা[৪] অলঙ্কার ।।
সিরেত কুসম্ব চির[৫]মুখেত তাম্বুল ।
রত্তনে জরিত কন্ন সোভে[৬] কন্নফুল ।।
ভুরুজোগ ধনুক কটাক্ষ্য বিখিবান[৭] ।
নয়ান শয়ানে[৮] মারে তাকিয়া পরান ।।
অলখ কফুলে[৯] জেন কমলেত অলি ।
স্বগর্ব কটীন কুচে ষুভিত কাঞ্চুলি[১০] ।।
কুহুক[১১] লাগাই মন হরিলে এ বলে ।
বাঝাএ প্রেমের ফান্দে জথ সত গুণে[১২] ।
সত্যর[১৩] আঞ্চল বস্ত্রে করেত গোপন ।
খলের মানস[১৪] অন্দ তাহার কারণ ।।
জেহেন সরূপে সব তেহেন চাতুরি ।
নিজ পুয়ত্তমা[১৫] ভাবে মাত্র কামাতুরি ।।
যুগান্দি তামুল কর্পোলের খীর উরি ।[১৬]
সরূপ যুগন্দ পুষ্প রাখীয়াছে ভরি ।।
স্থানে২ পন্ডিতে পরএ সাস্ত্রে ভেদ[১৭] ।
স্থানে২ জোগকথা আগমের ভেদ ।।
কোন স্থানে ষুপ্রসংগ কহএ কথুকে[১৮] ।
কোন স্থানে নিত্য কথা দেখাএ নির্থকে[১৯] ।।
কোন স্থানে ইন্দ্রজালে[২০] করএ কুহক[২১] ।
মীথ্যা কথা সট্ করে দর্সাএ চিটক ।।[২২]
সেই নিথ্য[২৩] চিটকে[২৪] ভোলএ জেই নরে ।
গাটীর সঞ্চিত ধন হরিলে এ চোরে ।।
জেই নর চতুর কোত্তুক[২৫] দেখী রংগ ।
হরিতে ন পারে চোরে নহে মনভংগ ।।

১ সোন্দর ২ পোসার ৩ ষুভিত ৪ নানান ৫ বিনি ৬ কর্ণ্যে ষুভিত ৭ বিক বান ৮ বএয়ানে ৯ অলম্বক কালে ১০ কাঞ্চুলি ১১ কেহুকে ১২ সব গলে ১৩ সৈতের ১৪ মনেত ১৫ প্রিআত্তমা ১৬ যুগান্দি তাম্বুল কফুল রাজখেওরি ১৭ সাস্ত্রবেদ ১৮ কথেক ১৯ নিথেক ২০ ইন্দ্রজএ, ২১ কহুগ ২২ মীত্তা বাক্ষ সৈত্ত করি দ্রসাই টেটক ২৩ নিত্ত ২৪ ছটক ২৫ কত্তুকে

সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার ।
প্রতি অংগে সুশোভিত নানা অলঙ্কার ।।
শিরেত কুসুম্ভ-চীর মুখেত তাম্বুল ।
রতনে জড়িত কর্ণ শোভে কর্ণফুল ।।
ভুরুযুগ ধনুক কটাক্ষ বিষবাণ ।
নয়ান সন্ধানে মারে তাকিয়া পরাণ ।।[১]
অলক কপোলে যেন কমলেতে অলি ।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলি ।।
কুহক লাগাই মন হরি লয় বলে ।
বাজায় প্রেমের ফান্দে যত সব গলে ।।
সতীত্ব[২] অঞ্চল বস্ত্রে করিছে[৩] গোপন ।
খলের মানস অন্ধ তাহার কারণ ।।
যেহেন সুরূপে সব তেহেন চাতুরী ।
নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কামাতুরী ।। (জা. ১৪)
সুগন্ধি তাম্বুল কর্পূরের খিরউরি ।
সুরূপ সুগন্ধ পুষ্প রাখিয়াছে ভরি ।।
স্থানে স্থানে পন্ডিতে পড়এ শাস্ত্রবেদ ।
স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ ।।
কোন স্থানে সুপ্রসংগ কহএ কথকে ।
কোন স্থানে নৃত্যকলা দেখায় নর্তকে ।।
কোন স্থানে ইন্দ্রজাল করএ কুহক ।
মিথ্যা বাক্য সত্য করি দর্শায় চেটক ।।
সেই নৃত্য চটকে ভোলএ যেই নরে ।
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে ।।
যেই নর চতুর কৌতুকে দেখে রংগ ।
হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভংগ ।। (জা. ১৫)

১. শ ২. আ ৩. ক

শব্দার্থ টীকা : পসার—পণ্য । কুসুম্ভ চীর—কুসুম রঙে ছোপান বস্ত্র ; কুহক লাগায়—মোহগ্রস্ত করে ; সতীত্ব অঞ্চল বস্ত্রে—বক্ষোদেশ আঁচলে ঢেকে রাখে। পণ্যাঙ্গনা সম্পর্কে আলাওলের এই বর্ণনা অযৌক্তিক এবং জায়সীর বিপরীত। জায়সীর পদ্মাবতে আছে—'অঞ্চল দোঁহি সুভাবহি ঢারি' অর্থাৎ স্বভাববশে তারা বারবার আঁচল ফেলে দিচ্ছে। আর আলাওল আঁচলে তাদের লজ্জাগোপনের কথা লিখেছেন।

খলের মানস অন্ধ—বারাঙ্গনাদের গোপন কামকেন্দ্রের জন্য দুঃশীলগণ মোহান্ধ হয়।

নিজ প্রিয়তমা…কামাতুরী—কামার্ত ব্যক্তিরাই এই ধরণের দেহ-পসারিনিদের প্রিয়তমা বলে মনে করে।

অতী[১] উঞ্চতর গর ন পরসে দৃষ্টী[২]।
অধভাগে বিস্ত্রান্ত স্থাপন কূর্ম্ম যূষ্টী[৩] ॥
হেটে গরখাই অতী বঙ্কট বিকট[৪]।
কদাচিত নৃপাতিত[৫] পাতাল নিকট ॥
অর্ধ্বে উর্দ্ধে সে গর বঙ্কিম[৬] নবখন্ড।
উপরে উটীয়া মাত্র নিকটে ব্রহ্মান্ড ॥
হেম গরের জত কাঙ্ফুরা অম্ভূত[৭]।
তারাগণ মধ্যে জেন যুধির[৮] বিদ্যুত ॥
জিনিয়া লঙ্কার গড়[৯] অতি উঞ্চতর।
জেন দেখী প্রষৃদ্ধ[১০] যুমেরু ধরাধর ॥

নিথ্য গর বঞ্জিয়া[১১] চলএ সসি যূর।
নতুবা বাজিলে মাত্র হএ রথ চোর[১২] ॥
নবদ্বার সেই গর বজ্রের কপাট[১৩]।
রক্ষিগণ জাগাএ রুন্দিয়া বৈরিবাট[১৪] ॥
পঞ্চ কোটোয়াল[১৫] সংহে ফিরে অনুচর।
প্রবেস[১৬] করিতে নারে দুর্জ্জন দুষ্কর ॥
সিংগ গজ মুত্ত করি আছে দ্বারে ২।
দেখীলে অচিন গজ[১৭] পলাএন্ত ডরে ॥
কনক সিলার পৈটা উটিত সঞ্চার।
বিনি সথ্য[১৮] বলে কেহ নারে উটীবার ॥

উপরে দসম দ্বার[১৯] হেটে নবখন্ড।
তাহার উপরে রাজ ঘরিআল দন্ড[২০] ॥
ঘরি২ ঘরিয়াল খেনে ফোকারএ[২১]।
কোথ নিদ্রা জাও কাসে প্রভাত সমএ ॥
জগত দন্ড ন দন্ড পরে দন্ডে ২।[২২]
কি যূকে নিচিন্তে আছ মক্তিকার[২৩] ভান্ডে ॥
পলে দন্ডে প্রহরে চলিয়া দিন জাএ।
পন্তিক নিচিন্তে[২৪] কেনে চলিতে যুয়াএ ॥
রহুটের ঘটী প্রাএ[২৫] সংসার নিষ্চএ।
উন্দমুখে ভরে পুনি অধে নিস্বরএ[২৬] ॥

অতি উচ্চতর গড় না পরশে দৃষ্টি।
আদ্যভাগে নিতান্ত স্থাপন কূর্মপৃষ্ঠি ॥
হেঁটে গড়খাই অতি বঙ্কট বিকট।
কদাঞ্চিত নিপতিত পাতাল নিকট ॥
অধে উর্ধ্বে সেই গড় বঙ্ক নবখন্ড।
উপরে উঠিলে মাত্র নিকট ব্রহ্মান্ড ॥
সুবর্ণ গড়ের যত কাঙ্গুরা অদ্ভুত।
তারাগণ মধ্যে যেন সুধীর বিদ্যুৎ ॥
জিনিয়া লঙ্কার গড় অতি উচ্চতর।
যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর ॥ (জা. ১৬)

নিত্য গড় বর্জিয়া চলএ শশী সুর।
নতুবা বাজিলে মাত্র হয় রথ চুর ॥
নব দ্বার সেই গড়ে বজ্রের কপাট।
রক্ষিগণ জাগয় রুন্ধিয়া বৈরিবাট ॥
পঞ্চ কোতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনুচর।
প্রবেশ করিতে নারে দুর্জন তস্কর ॥
সিংহ গজ মত্ত করী আছে দ্বারে দ্বারে।
দেখিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে ॥
কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে।
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে ॥ (জা. ১৭)

উপরে দশম দ্বার হেটে নবখন্ড।
তাহান উপরে রাজ ঘড়িয়াল দন্ড ॥
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারয়।
কত নিদ্রা যাও বাট প্রভাত সময় ॥
জগতে দম্ভ না দন্ডে পড়ে দন্ডে দন্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভান্ডে ॥
পল দন্ডে প্রহরেক দিন চলি যায়।
পথিক নিশ্চিন্তে কেনে চলিতে জুয়ায় ॥
রহট ঘড়ির তুল্য সংসার নিশ্চয়।
উর্ধ্বমুখে ভরে পুনি অধে নিঃসরয় ॥ (জা. ১৮)

১ অতি ২ দিষ্টী ৩ অধভাগে নিশ্রান্তরে সুনন্দন পীণ্টী ৪ বঙ্কম নিকট ৫ নিপাতিত ৬ বঙ্কম ৭ হেমঘর রঙ্ক্ত কাঞ্চন য়ম্ভূত ৮ যুরিদ ৯ ঘর ১০ প্রসীদ্ধ ১১ বাজিআ ১২ চূর ১৩ কপট ১৪ বৈরিপট ১৫ কোতআল ১৬ প্রভেস ১৭ লোক ১৮ সৈত্য ১৯ দসমী দ্বার ২০ বাজ দ্বারি আল ডন্ড ২১ ঘন ফুকারএ ২২ জগত ডন্ডন কান্ড পরে ডন্ডে ২ ২৩ মীতিকার ২৪ চিনিতে ২৫ রহতের ঘরি তুল্য ২৬ উর্ধ্বমুখে ভাব য়ন্ধ মুখে নিস্বরএ

শব্দার্থ টীকা—আদ্যভাগে···কূর্মপৃষ্ঠি—প্রত্যন্তভাগ বা নিম্নভাগ যেন কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় নেমে এসেছে। হেটে গড়খাই—নিম্নে পরিখা। বঙ্কট বিকট—ভয়ংকর ও বঙ্কিম। বঙ্ক নবখন্ড—বাঁকা নয় মহল বা নয় তোলা ; কাঙ্গুরা—কাঁচ। বাজিলে—ধাক্কা লাগলে। জুয়ায—উচিত। ঘড়ি ঘড়ি—প্রহরে প্রহরে। রহট ঘড়ি—জল ঘড়ি ; উর্ধ্বমুখে···নিঃসরয়—জলঘড়ি একদিকে জলে পূর্ণ হয়, অপর দিকে যেমন খালি হয়, সংসারও তেমনি।

গড়ের উপরে দুই নির ক্ষির[১] নদি।
জল ভরে রামাগনে জেহেন দ্রোপদি[২] ॥
আর এক কূপ য়াছে নামে মুক্তা চুর।
অমৃত সমান জল কর্দ্দম কর্ফুল[৩] ॥
সেই কূপজল মাত্র নরপতি পিএ[৪]।
বৃধ হএ তরুন বহুল অবদ জিএ ॥
কাঞ্চন বরন এক বৃক্ষ তার পাসে।
জেন কল্পদ্রুম ষুভে[৫] ইন্দ্রের নিবাস ॥
ষর্গলগ্ন সাখামূল পাতাল অতল[৬]।
জগজনে শ্রধা করে খাইতে সেই ফল ॥
জেইজনে সেই ফল করএ ভক্ষন।
শতাব্দক জরা জির্ন ষুরস লক্ষন[৭] ॥

গজ পরে[৮] চারি গজপতের নিবাস।
ষুভ[৯] নির্ম্মিত চারু ষুন্দর আওয়াস[১০] ॥
পরস পাসানে লাগায়ন্ত গৃহদ্বার।
রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত[১১] ধনবন্ত[১২] আর।
ষুখ ভোগ বিলাস[১৩] মানন্ত জনে জনে।
দুক্ষ চিন্তায় জন্ম[১৪] ন জানে কোন জনে ॥
মন্দিরে২ সকলের ষুবর্ন চৌয়ারি[১৫]।
বসীয়া কুমারী সনে[১৬] খেলায়ন্ত সারি[১৭] ॥
দাএ বুজে খেলে জার ষুভ পরে পাসা[১৮]।
নামে চার খেলিয়া ন ছারে গাও আসা ॥
স্থানে ২ ভাটে পরে কিত্তি জে[১৯] বহুল।
কোন কৃতি নহে দান ষুর্গ[২০] সমতুল ॥

১ খীর ২ দ্রমপদি ৩ অম্রেত সোমান জল কুমকুম কাফুর ৪ সেইরূপ জল নবপতি মাত্র পীএ ৫ সোভে ৬ ষুন্ধলগ্ন সাখামূল পত্রের আতুল ৭ বদল ৮ ঘরে পরে ৯ সোন্দর ১০ সোন্দর ওআস ১১ ধনবন্ত ১২ ভাগ্যবন্ত ১৩ বিলাসন্ত ১৪ ম্রক্ষ্য চিন্তা অজন্ম ১৫ চৌউবারি ১৬ কুমার সবে ১৭ খেলাএ চৌপারি ১৮ জার হএ ষুভ পাস ১৯ কিতি এ ২০ স্বর্গ

গড়ের উপরে নীর ক্ষীর দুই নদী।
জল ভরে রামাগণে যেহেন দ্রোপদী ॥
আর এক কূপ আছে নাম মুক্তাচুর।
অমৃত সমান জল কর্দম কাফুর[১] ॥
সেই কূপ জল মাত্র নরপতি পিএ।
বৃদ্ধ হএ তরুণ বহুল অব্দ জিএ ॥
কাঞ্চন বরণ এক বৃক্ষ তার পাশ।
যেন কল্পদ্রুম শোভে ইন্দ্রের নিবাস ॥
স্বর্গলগ্ন শাখা মূলে পাতাল অতল।
জগজনে শ্রদ্ধা করে খাইতে সেই ফল ॥
যেইজনে সেই ফল করএ ভক্ষণ।
শত অব্দ জরাজীর্ণ সরস লক্ষণ ॥[২] (জা. ১৯)

গড় পরে চারি গজপতির নিবাস।
সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আবাস ॥
পরশ পাষাণে লাগায়ন্ত গৃহদ্বার।
রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত ধনবন্ত আর ॥
সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে।
দুঃখ চিন্তা জন্মে না জানে কোন জনে ॥
মন্দিরে মন্দিরে সব সুবর্ণ চৌবারী।
বসিয়া কুমার সব খেলায়ন্ত সারী ॥
দায় বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশা।
নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়য় আশা ॥[৩]
স্থানে স্থানে ভাটে পড়ে কীর্তি যে বহুল।
কোন কীর্তি নহে দান স্বর্গ সমতুল ॥ (জা. ২০)

১. আ ২. ক ৩. আ

শব্দার্থ টীকা : জল ভরে রামাগণে যেহেন দ্রোপদী—দ্রোপদীর মতো সিংহল রমণীরা জল ভরে। মূলে আছে নদীদ্বয়ের সঙ্গে দ্রোপদীর তুলনা।
চৌয়ারী—বৈঠকখানা। সারী—পাশা
কোনো কীর্তি...সমতুল—ভাটের কীর্তিপ্রশস্তিগাথার মধ্যে দানের মতো পুণ্যকীর্তি আর কোনো কীর্তি নয়।

মন্তব্য—আলাওলের দ্রোপদী প্রসঙ্গটি মূলানুগত হয়েও মূলের তাৎপর্য হারিয়েছে। জায়সীতে আছে—'গঢ় পর নীর খীর দুই নদী/পানি ভরহি' জইসে দুরপদী' অর্থাৎ দুর্গের নীর ও খীর নদী দুটি দ্রোপদীর মতো সদা পূর্ণ, কখনও নিঃস্ব হয় না। আলাওলের অনুবাদে দ্রোপদীর সঙ্গে সিংহল রমণীদের তুলনায় মূলের তাৎপর্য হারিয়েছে। যদিও চিত্রটিতে বঙ্গবধূদের নদী থেকে জল আনতে যাওয়ার বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে।

রাজদ্বারে হস্তিগন বান্দিছে অপার।
পর্ব্বত[১] হইছে জেন জিবন সঞ্চার ॥
সামন্তক ষন্ড সব[১] দেখীতে ষুন্দর।
গিরিবর[৩] হোন্তে জেন নামে ওজাগর[৪] ॥
তাতে[৫] স্যাম রক্ত ধুম ধরে মেঘবর্ণ।
মদ মথ[৬] গব্বর্ধারি বিলোলিত[৭] কর্ণ ॥
গর্জন মেঘের তুল[৮] বন্ন[৯] মেঘাকার।
ষুম্ন পাটা ষুভে[১০] তাহে বিদ্যুত সঞ্চার ॥
নিটুর প্রবল দড়[১১] কুলিশ লক্ষন[১২]।
সতত গলিত মত ঘন বরিসন ॥
মোহাগর[১৩]পর্ব্বত ইঙ্গিতে জাএ পেলি[১৪]।
বৃক্ষ উফারিয়া ঝারি দেন্ত মুখে তুলি ॥

নানা জাতি নানা বন্ন বহু তুরঙ্গম।
দৃষ্টী পাচু[১৫] করি চলে অতুল বিক্রম ॥
উশ্বাস লইতে ষর্গে লাগে ছএ সির।
সমুদ্রে ধাইতে ন পরসে পদে নির ॥
আরূহন মাত্রে স্থির নহে কদাচন।
অতি রিসে ধরি লেহ করহ চর্ব্বন[১৬] ॥
বায়ু[১৭] আরোহন করে ধরনি তেজিয়া।
জথ প্রভু[১৮] ইশ্চা জাএ নিমেসে চলিয়া ॥

১ প্রবত ২ সামার্থে ভূষণ্ড সব ৩ গীরি নব ৪ য়জগার ৫ শ্রেত ৬ মদমত্ত ৭ বিলুলিত ৮ বর্ণ্য ৯ তনু ১০ ষুন্য পাটে সোভে ১১ দন্ত ১২ সমান ১৩ মোহাগজ্ঞ ১৪ ফেলি ১৫ দিষ্টী পাছে ১৬ অতি রিস বারি লহ করএ শ্রব্বন ১৭ বাউ ১৮ জথা তথা

রাজদ্বারে হস্তীগণ বান্ধিছে অপার।
পর্বতে হইছে যেন জীবন সঞ্চার ॥
সমর্থক শুন্ড সব দেখিতে সুন্দর।
গিরিবর হন্তে যেন নামে অজাগর ॥
শ্বেত শ্যাম রক্ত ধূম ধরে মেঘবর্ণ।
মদমত্ত গর্বধারী বিলুলিত কর্ণ ॥
গর্জন মেঘের তুল বর্ণ মেঘাকার।
স্বর্ণপাটে শোভে তাহে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
নিষ্ঠুর প্রবল দন্ত কুলিশ লক্ষণ।
সতত গলিত মদ ঘন বরিষণ ॥
মহাগাড় পর্বত ইঙ্গিতে দেয় ফেলি।
বৃক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় দেন্ত মুখে তুলি ॥ (জা,২১)

নানা জাতি নানা বর্ণ বহু তুরঙ্গম।
দৃষ্টি পাছু করি চলে অতুল বিক্রম ॥
উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র শির।
সমুদ্রে ধাইতে পদে না পরশে নীর ॥
আরোহণ মাত্র স্থির নহে কদাচন।
অতি রিষে ধরি লোহ করয় চর্বন ॥
বায়ু আরোহণ করে ধরণী তেজিয়া।
যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমেষে চলিয়া ॥ (জা.২২)

শব্দার্থ টীকা : উশ্বাস—নিঃশ্বাস, তুং উশাস (জা)
অতি রিষে—অত্যন্ত ক্রোধে
লোহ—লাগাম

মন্তব্য : অশ্ববর্ণনায় জায়সী যে বিচিত্রবর্ণের ও বিভিন্নধরণের ঘোড়ার উল্লেখ করেছেন আলাওল তা বর্জন করে সাধারণভাবে অশ্ববর্ণনা করেছেন। হস্তীবর্ণনায় অবশ্য আলাওল জায়সীর বর্ণবৈচিত্র্যকে অনুসরণ করেছেন। যদিও জায়সীর দোহা অংশের আলঙ্কারিকতাকে তিনি বাদ দিয়েছেন। বর্জন করেছেন সিংহল রাজদ্বারের ভীড়ের প্রসঙ্গটি। আলাওলের হস্তীবর্ণনায় জায়সীর অনুসরণ সত্ত্বেও আরাকানের শ্বেতহস্তীর প্রসঙ্গটি এখানে লক্ষণীয়। জায়সীতে শ্বেতহস্তীর কথা নেই। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে প্রথমেই আছে শ্বেতহস্তীর কথা।

নৃপতির সভা[1] অতি ষুচারু লক্ষন[2] ।
জেন ইন্দ্র সভা[3] ষুভে[4] অমরা ভোবন[5] ॥
চতুর্দ্দিগে বৃষ্টীত[6] মকুটী বন্দুগন ।
তার মধ্যে[8] আছে স্থাপী রত্ন সিংহাসন[9] ॥
সেই সিংহাসনে[10] বৈসে গন্দর্ব্ব নরেস ।
প্রকাস কমল সভা দেখীয়া দিনেস ॥
কেহ ২ হস্তকো সহিত পড়ে[11] বেদ ।
কেহ ষুপ্রসঙ্গ পুরানের কহে ভেদ[12] ॥
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গাএ গীত ।
কেহ কেহ নানা জন্ত্র বাহে ষুললিত ॥
চন্দন কুমকুম চুয়া কস্তুরি কাফুর ।[13]
অমুদ সৈরব সব দেস[14] ভরিপুর ॥
ষুরূপে ষুস্বর আর ষুগন্দি পুরিত ।
দেখীতে ষুনিতে ষুর মুনি[15] অমুদিত ॥

উঞ্চতর সপ্তখন্ড নৃপতি আওয়াস ।
সোনার প্রভুমে[16] তথা সোনার আকাস ॥
কাফুর জাঘন গট[17] ষুবন্ন ইটাল ।
হিরামনি রত্ন জরি অতী আছে ভাল[18] ॥
নানা বিধি চিত্র করিয়াছে চিত্রকারে[19] ।
এক মুক্তা দেখীতে নানান ভাতি ধরে[20] ।
স্থানে ২ যন্ন সম[21] দেখীতে ষুভিত ।
দিপ যুতি সম মনি মানিক্য জরিত ॥
দেখীতে নির্ম্মল যুতি নৃপ গৃহ[22] সোভা ।
চন্দ্র ষুয্য নক্ষত্র[23] সহজে হিন প্রভা ॥
সপ্তখন্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ ষুস্বর ।
ভ্রমিতে ২ বাট খন্ড[24] খন্ডোপর ॥

১ নির্পতির সোভা ২ লৈক্ষণ ৩ ইন্দ্রসোভা ৪ সোভে ৫ ভুবন ৬ বিষ্টিত ৭ কুটুম্ব ৮ মাঞ্জে ৯ সীংগাসন ১০ সীংগাসনে ১১ পরে ১২ কেহ ষুপ্রসঙ্গ কহে পুরানের বেদ ১৩ কুমকুম কস্তুরি চুয়া চন্দন আগর ১৪ সভাসদ ১৫ মন ১৬ সোবৈন্য মেদনি ১৭ কাপুর অয়ন পৈটা ১৮ হিরা রত্ন মতি জরি আছে অতি ভাল ১৯ চিত্রকর ২০ ধর ২১ সৈন্যস্তোপ ২২ নির্প গ্রিহে ২৩ নৈক্ষত্র ২৪ সপ্ত

নৃপতির সভা অতি সুচারু লক্ষণ ।
যেন ইন্দ্রসভা শোভে অমরা ভুবন ॥
চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ ।
তার মধ্যে আছে স্থাপি রত্নসিংহাসন ॥
সেই সিংহাসনে বৈসে গন্ধর্ব নরেশ ।
প্রকাশে কমলশোভা দেখিয়া দিনেশ ॥
কেহ কেহ হস্তক সহিতে পড়ে বেদ ।
কেহ সুপ্রসঙ্গে কহে পুরাণের ভেদ ॥
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত ।
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাএ সুললিত ॥
চন্দন কুঙ্কুম চুয়া কস্তুরী কাফুর ।
আমোদ সৌরভে সব দেশ ভরিপুর ॥
সুরূপ সুস্বর আর সুগন্ধি পূরিত ।
দেখিতে শুনিতে সুরমন আমোদিত (জা. ২৩)

উচ্চতর সপ্তখন্ড নৃপতি আবাস ।
সুবর্ণ মেদিনী তথা সুবর্ণ আকাশ ॥
কাফুরে গঠিত ঘর সুবর্ণ ইটাল ।
হিরামণি রত্ন জড়ি আছে অতি ভাল ॥
নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে ।
এক মুক্তা দেখিতে নানা ভাতি ধরে ॥
স্থানে স্থানে স্বর্ণস্তম্ভ দেখিতে শোভিত ।
দীপ জ্যোতি সম মণিমাণিক্য জড়িত ॥
দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপ গৃহশোভা ।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা ॥
সপ্তখন্ড গৃহ সপ্ত বৈকুন্ঠ দোসর ।
ভ্রমিতে আছয় বাট সপ্তখন্ডোপর ॥ (জা. ২৪)

শব্দার্থ টীকা : চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ—রাজা সিংহলের রাজসভায় চারদিকে আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে বসে আছেন। মূলে এই চিত্র নেই। এ যেন কৃত্তিবাস বর্ণিত বা ভারতচন্দ্র চিত্রিত সামন্তরাজার বৈকালিক আসর।

কাফুরে গঠিত ঘর সুবর্ণ ইটাল—কর্পূরযুক্ত সোনাব ইটের ঘর। মূলে আছে কর্পূর লাগানো হীরার ইঁট।

মন্তব্য : জায়সীর রাজপ্রাসাদ ও রাজসভা বর্ণনার মহিমা-গাম্ভীর্য আলাওলের অনুবাদে অনুপস্থিত।

সেই গৃহে[1] সুর সহ সহস্র পদ্মিনী ।
সুন্দর সুঠন[2] চারু অপচরা জিনি ।।
সুকমল মৃদু[3] তনু পোতলি আকার ।
সুগন্দি তাম্বুল রাগ এই সে আছার[4] ।।
সকলের মুক্ষ[5] দেবি[6] জগ মনুরমা ।
চম্পাবতি রানি জিনি রম্ভা তিলুথমা[7] ।।
নৃপতির প্রিঅথম[8] সোহাগ[9] য়াগলি ।
নিথ্য নব প্রেম স্বামী সেবাএ কুশলি ।।
সকল দ্বিপের[10] মাজে শ্রেষ্ঠ সেই রানি ।
তাহাতে জন্মিল কন্যা[11] দ্বাদশ বানি[12] ।।
বত্তিস লক্ষন জুতা[13] কুমারি আলাপ ।
তার ছায়া হোন্তে[14] হইল[15] সিংগল সরূপ ।।

১ গ্রিহে ২ সোন্দর সুটান ৩ ম্রিদু ৪ আহার ৫ মুখ ৬ দেখী ৭ চম্পাপতি রামা অতি রম্ভা তিলত্তমা ৮ প্রিঅত্তমা ৯ সোআগে ১০ দ্বীবর ১১ কৈন্যা ১২ বরনি ১৩ লৈক্ষণ যুক্তা ১৪ হন্তে ১৫ হৈল

সেই গৃহে ষোড়শ সহস্র পদ্মিনী[1] ।
সুন্দর সুঠাম চারু অপসরা জিনি ।।
সুকোমল মৃদুতনু পুতলী আকার ।
সুগন্ধি তাম্বুলে রাগ এই সে আহার ।।
সকলের মুখ্যদেবী জগমনোরমা ।
চম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিলোত্তমা ।।
নৃপতির প্রিয়তমা সোহাগ আগলী ।
নিত্যনব প্রেমে স্বামীসেবায় কুশলী ।।
সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী ।
তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ বরণী ।।
বত্রিশ লক্ষণযুতা কুমারী অপরূপ ।
তার ছায়া হোন্তে হৈল সিংহল সরূপ[2]।। (জা.২৫)

১. আ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : সোহাগ আগলী—আদরে অগ্রগণ্য।

মন্তব্য : আলাওল জায়সীর দোহা অংশের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন । মূলে চম্পাবতী প্রসঙ্গে যে কথা আছে আলাওল তা পদ্মাবতী প্রসঙ্গে আরোপ করেছেন ।

পদ্মাবতী জন্ম বর্ণন খণ্ড

কন্যাক জম্মিব[১] হেন বিভু[২] অনুমানি।
অতীরূপে শ্রীজিলেক চম্পাবতি[৩] রানি॥
হেন কন্যা বিধি জম্মাইব সেই টাম।
তে কারনে সিংগল নগর ধরে নাম[৪]॥
প্রথমে কন্যার যুতি ধরিল আকাসে।
পেণ্ড মৌলি[৫] মনি হৈল তার অবসেসে[৬]॥
পুনি সেহ যুতি হইল[৭] মাত্রি গর্ভান্তরে[৮]।
তাহোন্তে পাইল বহু উদর আদরে[৯]॥
দ্বিতিয়ার[১০] চন্দ্র জেন[১১] নিতি বারে কলা।
দিনে দিনে দেবির সরির নিরমলা॥
আঞ্চল অন্তরে জেন দিপের উঝলা[১২]।
তেহেন দেবির হিয়া হৈল নিরমলা[১৩]॥

সমপুন্ন হইল জদি সুভ দসমাস।
জম্মিলেক পদ্মাবতি জগত প্রকাস॥
রজনি হইল প্রভা দিবস আকার।
সদ্য নত মিলি জেন[১৪] বিদ্যুত সঞ্চার॥
লাজে পুন্ন চন্দ্র প্রভা[১৫] দিনে হএ খীন।
সংসার ছারিয়া লুকাওন্ত[১৬] দুই দিন॥
অল্পে ২ বারি পুনি হএ পুর্ব্ব রিত।
নিস্কলঙ্ক তারা তুল্য নহে কদাচিত॥
পদ্মাগন্দ প্রসারিয়া জগত ভেদিলু[১৭]।
সেই দিপে অলিকুলে পতঙ্গ হৈলু[১৮]॥

১ কৈন্যাকে জম্মাইব ২ বিধি ৩ ছাম্পাবতি ৪ তে কারনে ধরিল সীঙ্গল দিপ নাম ৫ পীন্ড মৌলি ৬ জোর সেস ৭ আইল ৮ গব্বান্তর ৯ তাহা হন্তে আসীল পুনি উদর য়ন্তর ১০ দুতিআর ১১ জিনি ১২ উজ্জল ১৩ নিম্মর্ল ১৪ সোর্ণ্য রত্ন তনু জিনি ১৫ দিনে ১৬ লুকাইল ১৭ ভেদিল ১৮ হইল

কন্যাক জম্মাইব হেন বিধি অনুমানি।
অতিরূপে সৃজিলেক চম্পাবতী রাণী॥
হেন কন্যা বিধি জম্মাইবে সেই ঠাম।
তে কারণে ধরিল সিংহল দ্বীপ নাম॥
প্রথমে কন্যার জ্যোতি ধরিল আকাশে।
পিতৃ মৌলি মণি হৈল তার অবশেষে॥
পুনি সেই জ্যোতি আইল মাতৃগর্ভান্তর।
তাহা হন্তে পাইল বহু উদরে আদর॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জনু নিত্য বাড়ে কলা।
দিনে দিনে দেবীর শরীর নিরমলা॥
আঞ্চল অন্তরে যেন দীপের উজ্জ্বল।
তেহেন দেবীর হিয়া হৈল নির্মল॥ (জা. ১)

সম্পূর্ণ হৈল যদি শুভ দশমাস।
জম্মিলেক পদ্মাবতী জগতে প্রকাশ॥
রজনী হৈল প্রভা দিবস আকার।
স্বর্ণরত্ন তনু জিনি বিদ্যুৎ সঞ্চার॥
লাজে পূর্ণচন্দ্র দিনে দিনে হয় ক্ষীণ।
সংসার ছাড়িয়া লুকায়ন্ত দুই দিন॥
অল্পে অল্পে বাঢ়ি পুনি হএ পূর্বরীত।
নিষ্কলঙ্ক তারাতুল্য নহে কদাচিত॥
পদ্মগন্ধ প্রসারিয়া জগৎ ভেদিল।
সেই দীপে অলিকুল পতঙ্গ হৈল॥ (জা. ২)

শব্দার্থ টীকা : ঠাম—স্থান ; আঞ্চল অন্তরে—আঁচলের আড়ালে ; দীপে—দীপ্তিতে। পূর্ব পংক্তির সঙ্গে এর সঙ্গতি নেই। মূলে আছে 'বাসা' অর্থাৎ গন্ধের কথা।

মন্তব্য : জায়সীর স্তবক দুটির দোহা-অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি।

উচ্ছব[১] আনন্দে সপ্ত দিবা[২] নিরবহিল[৩]।
প্রভাতে পন্ডিত বিপ্রগন আনাইল[৪] ॥
ষুভক্ষনে ষুভলগ্নে হইছে উতপতি।
কন্যা রাসি[৫] কন্যা নামে[৬] থুইলা পদ্মাবতি ॥
ভাগ্যের মানিক্য যুতে[৭] উঝল[৮] ললাট।
কৃতি ষুনি নৃপগনে তেজিলেক পাট ॥
য়বতিন্ন হইল কন্যা সিংগল নগর[৯]।
জম্ম দিপ হোন্তে য়াসীবেন্ত বর ২ ॥[১০]

জন্মপত্র লেখীয়া করিয়া আসীর্ব্বাদ।
ঘরে গেলা বিপ্রবর[১১] পাইয়া প্রসাদ ॥
পঞ্চম বরিস[১২] জদি হৈল রাজবালা।
পড়িতে[১৩] গুরুর স্তানে দিলা ছত্রশালা।
মহন পন্ডিত হইলা কন্যা গুনবান[১৪]।
চতুর্দ্দিগে নৃপগনে ষুনিলা বাখান ॥
সিংগল নগর রাজকন্যা পদ্মাবতি।
মহন স্বরূপ ষুপন্ডিত গুনবতি ॥
জেন রূপ তেহেন পন্ডিতা গুননিধি[১৫]।*
কাহার সঞ্জোগে জান শ্রীজিলেক[১৬] বিধি ॥†
জাহার হইব অতি ভাগ্যের উদএ।
জবে হেন রূপ কন্যা দিব দয়ামএ[১৭] ॥
সপ্তদিপ হোন্তে কর[১৮] আইসন্ত বর।
ফিরি ২ জান[১৯] সব না পাই উত্তর ॥
মনে গর্ব্ব করে রাজা আহ্মি ইন্দ্রতুল।
কারে সমর্পিব কন্যা ন জানি অমূল[২০] ॥

১ উচ্চা ২ দিন ৩ নির্ব্বহিল ৪ জে আইল ৫ কৈন্যা রাসী ৬ কৈন্যা নাম ৭ মানিক্ক জোত ৮ উতজল ৯ অবত্রিণ্য হৈল কৈন্যা সীংগল নগরে ১০ জম্মু দিপ হন্তে আসীবেক জৈগ্য বর ১১ বিপ্রগন ১২ বসচর ১৩ পরিতে ১৪ সাস্ত্রবেদ পরি কৈন্যা হৈল গুনবাণ ১৫ গুনে সতি

* অতিরিক্ত পংক্তি—রূপে গুণে শ্রিজিআছে ত্রিজগতপতি

১৬ শ্রিজি আছে

† অতিরিক্ত পংক্তি—তাহার কি অতিভাগ্য পাবে গুণনিধি

১৭ হেন বর কৈন্যারূপ বিধি এ মীলাএ ১৮ নর ১৯ জাএ ২০ কাহারে সংপীব কৈন্যা না জানিএ মূল।

উৎসব আনন্দ সপ্তদিন নির্বাহিল।
প্রভাতে পন্ডিত বিপ্রগণ যে আইল ॥
শুভক্ষণে শুভলগ্নে হইছে উৎপত্তি।
কন্যারাশি কন্যানাম থুইল পদ্মাবতী ॥
ভাগ্যের মাণিক্য জ্যোতি উজ্জ্বল ললাট।
কীর্তি শুনি নৃপগণ তেজিলেক পাট ॥
অবতীর্ণ হৈল কন্যা সিংহল নগর।
জম্বুদ্বীপ হোন্তে আসিবেন্ত যোগ্য বর ॥ (জা. ৩)

জন্মপত্র লিখিয়া করিয়া আশীর্বাদ।
ঘরে গেল বিপ্রগণ পাইয়া প্রসাদ ॥
পঞ্চম বরিষ যদি হৈল রাজবালা।
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছত্রশালা ॥
মহান পন্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।
চতুর্দিকে নৃপগণে শুনিলা বাখান ॥
সিংহলনগর রাজকন্যা পদ্মাবতী।
মোহন স্বরূপ সুপন্ডিতা গুণবতী ॥
যেন রূপ তেহেন পন্ডিতা গুণনিধি।
কাহার সংযোগে জানি সৃজিলেক বিধি ॥
যাহার হইব অতি ভাগ্যের উদয়।
যবে হেন রূপ কন্যা দিব দয়াময় ॥
সপ্ত দ্বীপ হোন্তে নর আইসেন্ত বর।
ফিরি ফিরি যায় সব না পাই উত্তর ॥
মনে গর্ব করে রাজা আমি ইন্দ্রতুল।
কাকে সমর্পিমু কন্যা না জানিএ মূল ॥ (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : নির্বাহিল—শেষ হল
পাট—সিংহাসন
জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ
জন্মপত্র—ভাগ্যলিপি
বাখান—খ্যাতি
মূল—মূল্য

মন্তব্য : মূলের সঙ্গে অনুবাদে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। মূলে আছে ছয় দিনের উৎসব। অনুবাদে সাতদিন। মূলে আছে জম্বুদ্বীপে পদ্মাবতীর মৃত্যুবরণের ভবিষ্যৎবাণী। আলাওল লিখেছেন জম্বুদ্বীপ থেকে পদ্মাবতীর বর আসার কথা।

সমপুন্ন হইল জদি দ্বাদস বৎসর ।
হইলা সজুগ যুগ্য[1] ভাবে নৃপবর ॥
সত খন্ড সাজাই যুবর্ন আওয়াস[2] ।
সখী গণ সঙ্গে দিলা তথাত নিবাস ॥
নবিন বয়সী সব রসের সহিনি ।
কমল নিকটে জেন সোভে কুমুদিনি ॥
কন্যা পাস যুক এক অতী মনুপাম[3] ।
মোহন পন্ডিতা হিরামনি তার নাম ॥
বিধির দাতব্য পক্ষি হৃদে জ্ঞান যুতি ।
নয়ন রত্তন মুখে[4] বরিখএ মুতি ॥
সতত যুকের প্রিতি বর অনুরাগ ।
কাঞ্চন রত্তন তনু মিলিল সোহাগ ॥
নানারঙ্গে যুক সঙ্গে করে[5] সাস্ত্র বেদ ।
ব্রহ্মার দোলএ সিসে[6] যুনি অথ ভেদ[7] ॥

উপনিত হইল আসী জৌবনের কাল ।
কিঞ্চিত ভুরুর ভঙ্গে বলেক[8] রসাল ॥
আর আখী[9] বঙ্ক দৃষ্টী ক্রমে ২ হএ ।
ক্ষনে ২ লাজে[10] আসি তনু সঞ্চরএ ॥
সম্বরএ গীম হার কটীর বসন ।
চঞ্চল হইল আখি ধিরজ গমন ॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেত আইসে জাএ ।
প্রেম রসকথা ক্ষেনে২ মনে ভাএ ॥
অনঙ্গ সঞ্চরে[11] অঙ্গে রঙ্গাঙ্গ[12] সঙ্গে ।
অমুদিত[13] পদ্ধ গন্দ পদ্মিনির অঙ্গে ॥

সম্পূর্ণ হৈল যদি দ্বাদশ বৎসর ।
হৈল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর ॥
সপ্ত খন্ড সাজাইয়া সুবর্ণ আবাস ।
সখিগণ সঙ্গে দিলা তথাত নিবাস ॥
নবীন বয়সী সব রসের সহিনি ।
কমল নিকটে যেন শোভে কুমুদিনী ॥
কন্যা পাশে শুক এক অতি অনুপাম ।
মহান পণ্ডিত হীরামণি তার নাম ॥
বিধির দাতব্য পক্ষী হৃদে জ্ঞানজ্যোতি ।
নয়ান রতন মুখে বরিখয় মোতি ॥
সতত শুকের প্রীতি বড় অনুরাগ ।
কাঞ্চন রতন তনু মিলিল সোহাগ ॥
নানারঙ্গে শুক সঙ্গে পড়ে শাস্ত্র বেদ ।
ব্রহ্মার দোলএ শীষ শুনি অর্থভেদ ॥ (জা. ৫)

উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল ।
কিঞ্চিৎ ভুরুর ভঙ্গে বচনে রসাল ॥
আড় আঁখি বঙ্ক দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয় ।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে আসি তনু সঞ্চারয় ॥
সম্বরয় গীমহার কটির বসন ।
চঞ্চল হৈল আঁখি ধৈরজ গমন ॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আইসে জায় ।
প্রেম রসকথা ক্ষেণে ক্ষেণে মনে ভায় ॥
অনঙ্গ সঞ্চরে অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে ।
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে ॥

১ সজোগ জৈগ্য ২ সতখন্ড সাজাইআ সোবৈন্য ওআস
৩ বর অনুপাম ৪ নয়ান রত্তন মুকে ৫ পড়ে
৬ সীষু ৭ শাস্ত্রভেদ
৮ বচনে ৯ আঙ্ক
১০ খেনে২
২ বাজি
১১ সাঞ্চরু
১২ রঙ্গে ভঙ্গ
১৩ আমদিত

শব্দার্থ টীকা ঃ সপ্ত খন্ড—সাতমহলা

নয়ান রতন মুখে বরিষএ মতি—রত্নময় চক্ষু এবং মুক্তাবর্ষী মুখ ; মূলে অবশ্য আছে মনিমুক্তাখচিত মুখ ।

কাঞ্চন রতন তনু মিলিল সোহাগ—কাঞ্চন বর্ণের আদরের শুক যেন সোনায় সোহাগা ।

ব্রহ্মার দোলএ শীষ—ব্রহ্মার মাথা দোলে ।

গীম হার—গলার হার

চঞ্চল হৈল আঁখি ধৈরজ গমন—বয়ঃসন্ধি কালে পদ্মাবতীর নয়ন চঞ্চল এবং গমন ধীর হল । তুঃ বিদ্যাপতি—চরণক চপলতা লোচন লেল ।

মন্তব্য ঃ পদ্মাবতীর যৌবনবর্ণনার প্রথমাংশে আলাওলের উপর জায়সীর চেয়ে পদাবলীর প্রভাব বেশী ।

নানা পরিমলে য়ঙ্গ করে বিলেপন[১] ।
সহযে তেজিল য়লি[২] পদ্মের কারণ ॥
চন্দনের বৃক্ষ তনু পুষ্পে[৩] নাগ বেনি ।
সেস[৪] আইল রক্ষক ললাট চন্দ্র গুণি[৫] ॥
কাম ধনু জীনিল ইসীত[৬] ভুরুভঙ্গ ।
কটাক্ষে হেরএ মাত্র প্রানে রঙ্গ রঙ্গি[৭] ॥
যুক চঞ্চু নাসীকা কমল মুখ শহে[৮] ।
পদ্মিনির মুখ দেখী জগ মোন[৯] মোহে ॥
অধর মানিক্য[১০] তুল দন্ত জেন[১১] হির ।
হিয়া হুলসিত[১২] কুচ কনক জামীর ॥
কেসরি জিনিয়া কটী মত্ত গজগামী ।
যুর দর দেখীয়া মস্তক ধরে ভুমী ॥
সংসারে নাহিক দৃষ্টী[১৩] নয়াণ য়াকাসে[১৪] ।
যুগী জাতি তপ সাধে দরসন আসে[১৫] ॥

নিথ্য যুকে সঙ্গে কথা রস[১৬] যুমধর ।
হৃদয় জন্মিল কিছু প্রেমের অংকুর ॥

যুনি যুক প্রতি ক্রোধ হইল রাজন ।
রসভার বচনে টলএ সতি মন ॥
এই যুক বুধি হোন্তে কন্যা হইব নাস ।
রাখীতে উচিত যুক[১৭] নহে[১৮] তার পাস ॥
নৃপতির আজ্ঞা হইল যুক মারিবার ।
যুনিয়া ধাইল সব জেহেন মার্জার ॥
পদ্মাবতি যুনিয়া এসব বিবেরন ।
পরম জত্তনে যুক করিল গোপন ॥
মধুর বচনে বোলে[১৯] যুণ[২০] পরিহার ।
কহিও পীতার[২১] আগে মিন্নতি আমার ॥

নানা পরিমল অংগে করি বিলেপন ।
সহজে তেজিল অলি পদ্মের কারণ ॥
চন্দনের বৃক্ষ তনু পৃষ্ঠে নাগ বেণী ।
শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র গুণি ॥
কামধনু জিনিল ঈষৎ ভুরুভংগে ।
কটাক্ষে হরএ প্রাণ নয়ান কুরংগে ॥
শুক চঞ্চু নাসিকা কমল মুখ সোহে ।
পদ্মিনীর মুখ দেখি জগমন মোহে ॥
অধর মাণিক্য তুল্য দন্ত জনু হীর ।
হিয়া পুলকিত কুচ কনক জমির ॥
কেশরী জিনিয়া কটি মত্ত গজগামী ।
সুর নর দেখিয়া মস্তকে ধরে ভুমি ॥
সংসারে নাহিক দৃষ্টি নয়ান আকাশে ।
যোগী জাতি তপ সাধে দরশন আশে ॥ (জা. ৬)

নিত্য শুক সংগে রসকথা সুমধুর ।
হৃদয়ে জন্মিল কিছু প্রেমের অংকুর ॥ (জা. ৭)

শুনি শুক প্রতি ক্রোধ হৈল রাজন ।
রসভাব বচনে টলয় সতী মন ॥
এহি শুক বুধি হোন্তে কন্যা হইব নাশ ।
রাখিতে উচিত নহে শুক তার পাশ ॥
নৃপতির আজ্ঞা হৈল শুক মারিবার ।
শুনিয়া ধাইল সব যেহেন মার্জার ॥
পদ্মাবতী শুনিয়া এসব বিবরণ ।
পরম যতনে শুক করিল গোপন ॥
মধুর বচনে কন্যা বোলে পরিহার ।
কহিও পিতুর আগে মিনতি আমার ॥

১ নানা পরিমল অংগে করি বিলেপন ২ অলি ৩ পীষ্টে ৪ সে জে ৫ মনি ৬ ইঙ্গিত ৭ কটাক্ষে হরএ প্রাণ নয়্যান কুরংগে । ৮ কমল পাট সোহে ৯ মন ১০ মানিক্ষ ১১ জিনি ১২ ছিল সত ১৩ দিস্টী ১৪ নয়্যান আকাস ১৫ আস ১৬ রস কথা ১৭ নহে ১৮ যুক ১৯ কৈন্যা ২০ বোলে ২১ পীত্রির

শব্দার্থ টীকা : পরিমল—গন্ধ
নয়ান কুরংগে—মৃগাক্ষি
জমির—ডালিম
মার্জার—বিড়াল । মূলে শুকের শত্রু নাপিতানী দাসীকেই মার্জারের সংগে তুলনা করা হয়েছে ।

মন্তব্য : জায়সীর সন্দেহজনক সপ্তম স্তবকটি আলাওলের অনুবাদে মাত্র দুটি লাইনে সংক্ষিপ্ত । মূলে আছে অনূঢ়া পদ্মাবতীর যৌবন-বেদনা এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শুকপাখীকর্তৃক বর খোঁজার প্রসঙ্গ, আর একথা জানতে পেরে দুর্জন ব্যক্তির রাজাকে জ্ঞাপন,—অনুবাদে এসব অনুপস্থিত ।

পাক্ষি জাতি হিনমতি কিবা বুদ্ধি তার।
সবে মাত্র জানে দুই উরন আহার ॥
হৃদয় নয়ন জার নাইছে প্রকাশ।
বুদ্ধি জনে তার বাক্য[১] না করে নিশ্বাস ॥
রত্নমনি না করে দারিম বিজ তুল।
হেম হোন্তে বনফল জানে ধিক মুল ॥

সব ফিরি গেল যুনি কন্যার উথর[২]।
ত্রাসজুক্ত[৩] যুকবর কমপীত অন্তর[৪] ॥
কন্যা সম্বদিয়া কহে ছারিয়া নিশ্বাস।
আজ্ঞা দেয় এবে আমী জাইব বনবাস[৫] ॥
জেই সেবকের স্বামী চাহে মারিবার।
কোন মতে নাহিক তাহার প্রতিকার ॥
তোমার প্রশাদে মুই ছিলু মোহাযুকে[৬]।
জেই ইস্চা সেই থাইলু[৭] মনের করতুকে[৮] ॥
এই দুক্ষ সতত রহিল[৯] মোর মনে।
নারিলু[১০] করিতে সেবা তোম্মার[১১] চরনে ॥
পরসী হইলে শত্রু গৃহে[১২] যুক নাই।
শত্রু হইলে ইস্বর দেসেত নাই টাই[১৩] ॥
জেই ঘরে নাচএ[১৪] মার্জার কাল রূপ।
পক্ষির নিকটে মৃত্যু জানিয় স্বরূপ ॥

পদুত্তর দিলা কন্যা[১৫] করি বহু মায়া[১৬]।
বিনি জিবে কেমতে রহিব যুন্য[১৭] কায়া ॥
হিরামনি যুক তুমী পক্ষি[১৮] প্রান সম।
তোমাক সেবিতে মনে না লাগে ভরম ॥
তোমার বিচ্ছেদ মোর ন সহে পরানে[১৯]।
পাঞ্জর করিয়া হিয়া[২০] রাখীমু জত্তনে[২১] ॥
আম্মি[২২] নরজাতি তুম্মি[২৩] পাক্ষি যুদ্ধমতি।
কোনে কি করিব জথা ধরম পিরিতি ॥
পিরিতি পর্ব্বত[২৪] ভার জদি লইল কান্দে।
এরাইতে না পারে বাঝিলে মায়া[২৫] ফান্দে ॥

১ বাক ২ কৈন্যার উত্তর ৩ জোত ৪ কম্পিত অন্তর ৫ এবে আমা আগ্গা দেও জাই বনবাস ৬ ছিলুম মোহযুক ৭ খাইলুম ৮ কুতুক ৯ এই সে দারুন দুক্ষ রৈল ১০ নরিলুম ১১ তোমার ১২ বৈরি গ্রিহে ১৩ টাই নাই ১৪ আছএ ১৫ কৈন্যা ১৬ মায়্যা ১৭ সৈন্য ১৮ পাখী ১৯ পরান ২০ তোমা ২১ জতন ২২ আমি ২৩ তুমি ২৪ প্রবত ২৫ প্রেম

পক্ষি জাতি হীনমতি কিবা বুদ্ধি তার।
সবেমাত্র জানে দুই উড়ন আহার ॥
হৃদএ নয়ান যার না হৈছে প্রকাশ।
বুদ্ধিজনে তার বাক্য না করে বিশ্বাস ॥
রত্ন মনি না করে দাড়িম্ব বীজ তুল।
হেম হোন্তে বন ফল জানে ধিক মুল ॥ (জা. ৮)

সবে ফিরি গেল শুনি কন্যার উত্তর।
ত্রাসযুক্ত শুকবর কম্পিত অন্তর ॥
কন্যা সম্বোধিয়া কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
আজ্ঞা দাও এবে আমি যাই বনবাস ॥
যেই সেবকেরে স্বামী চাহে মারিবার।
কোন মতে নাহিক তাহার প্রতিকার ॥
তোমার প্রাসাদে আমি ছিনু মহাসুখে।
যেই ইচ্ছা সেই খাইলু মনের কৌতুকে ॥
এই দুঃখ সতত রহিল মোর মনে।
নারিলু করিতে সেবা তোমার চরণে ॥
পড়শী হৈলে শত্রু গৃহে সুখ নাই।
শত্রু হৈলে ঈশ্বর দেশেত নাই ঠাঁই ॥
যেই ঘরে আছয়ে মার্জার কালরূপ।
পক্ষির নিকটে মৃত্যু জানিও স্বরূপ ॥ (জা. ৯)

পদুত্তর দিল কন্যা করি বহু মায়া।
বিনি জিবে কেমতে রহিব শূন্যকায়া ॥
হীরামণি শুকে তুমি পক্ষি প্রাণসম।
তোমাকে সেবিতে মনে না লাগএ শ্রম ॥
তোমার বিচ্ছেদ মোর না সহে পরাণে।
পিঞ্জর করিয়া হিয়া রাখিমু যতনে ॥
আমি নরজাতি তুমি পক্ষি শুদ্ধ মতি।
কেবা কি করিব যথা ধরম পিরীতি ॥
পিরীতি পর্বতভার যদি লইল কান্ধে।
এড়াইতে নারিবা বাজিলে প্রেমফান্দে ॥

মন্তব্য ঃ জায়সীর নবম স্তবকের দ্ব্যর্থবাচক রূপকগুলি অনুবাদে অনুপস্থিত।

জথ দিন মোর ঘটে আছয় জিবন।
কদাচিত চিন্তা তুমি না করিয় মন[১] ।।
বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস।
তথাপিহ ষুক মনে রহিল তরাস ।।

যতদিনে মোর ঘটে আছএ জীবন।
কদাচিৎ চিন্তা না করিবা কদাচন ।।
বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস।
তথাপিহ শুক মনে রহিল তরাস ।। (জা. ১০)

১ কৈন্যা বোলে চিন্তা না করিঅ কদাচন

মন্তব্য : দশম স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি।

মান-সরোবর খণ্ড

একদিন নিথ্য স্থানে[১] হইল উপসন।
মন সরবরে কন্যা[২] করিলা গমন ।।
সখীগন সংগে করি ষ্ববেস রচিয়া।
নানা বন্ন ষ্বভসন[৩] ভোসন[৪] করিয়া ।।
জনে জনে পৈরিয়া[৫] রত্নের[৬] অবরন।
নানা পরিমল অংগে করি বিলেপন ।।
নানা অলংকার বাস[৭] নানা পরিমলে।
বৃধ্ব সিধ্ব মুনি[৮] তপসিরে মন টলে ।।
নানাবন্ন পুষ্ফ জেন ফুটীল[৯] উদ্যানে[১০]।
তারকা মন্ডল জেন ষ্বধাকর সনে ।।
হাসীতে খেলিতে খেলিতে মন হইল উল্লাসীত।
সরবর পারে গিয়া[১১] হইলা উপস্থিত[১২] ।।

উৎস্বব[১৩] হইল মনে[১৪] সরবর দেখী।
পদ্মাবতি সম্মদিয়া[১৫] কহে সব সখী ।।
আপনার মনে কন্যা দেখহ বিচারি।
পিত্রিগৃহে কন্যার[১৬] রহন দিন ছারি ।।
জে কিছু খেলিতে ষুগ্য[১৭] আজি লও[১৮] খেলি।
কালি সষুরালি[১৯] গেলে কথা রসকেলি ।।
নিজ ইশ্চাগত নহে নয়ন গমন।[২০]।
সখীগন সংগে পুনি কথাতে মিলন ।।
সষুরি[২১] ননান্দ বাক্য[২২] বিস বরিসন।
শ্বামি সেবা ভক্তি মাত্র উবাএ[২৩] কারণ ।।

১ তির্ত্ত শ্রান ২ কৈন্যা ৩ ষুবসন ৪ ভূসন ৫পরিআ ৬ রত্তন ৭ বস্ত্র ৮ ব্রিধি সীধ্বী বর্ণ ৯ পুরিল ১০ উধ্যানে ১১ থিয়ে গাঁআ ১২ উপস্থিত ১৩ উল্লাগত ১৪ মন ১৫ সম্মুদিআ ১৬ কৈন্যাবর ১৭ জৈগ্য ১৮ আয়ু ১৯ কাল সাষুরালে ২০ জেই ইশ্চাগত নহে আপনা নঅন ২১ সাষুরি ২২ বাক্ষ ২৩ উপাএ

একদিন তীর্থস্নান হইল উপসন।
মান-সরোবরে কন্যা করিল গমন ।।
সখীগণ সংগে করি সুবেশ রচিয়া।
নানা বর্ণ সুবসন ভূষণ করিয়া ।।
জনে জনে পরিয়া রত্ন আভরণ।
নানা পরিমল অংগে করি বিলেপন ।।
নানা অলংকার বাস নানা পরিমলে।
বৃদ্ধ সিদ্ধ মুনি তপস্বীর মন টলে ।।
নানা বর্ণ পুষ্প যেন ফুটিল উদ্যানে।
তারকামন্ডল যেন সুধাকর সনে ।।
হাসিতে খেলিতে মন হইল উল্লসিত ।।
সরোবর পারে গিয়া হইল উপস্থিত ।। (জা. ১)

উচ্চকিত হইল মন সরোবর দেখি।
পদ্মাবতী সম্বোধিয়া কহে সব সখি ।।
আপনার মনে কন্যা দেখহ বিচারি।
পিতৃগৃহে কন্যার রহন দিন চারি ।।
যে কিছু খেলিতে যোগ্য আজি লও খেলি।
কালি শ্বশুরালে গেলে কোথা রস কেলি ।।
নিজ ইচ্ছাগত নহে আপনা গমন।
সখীগণ সংগে পুনি কোথাতে মিলন ।।
শাশুড়ী ননদী বাক্য বিষ বরিষণ।
শ্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ ।। (জা. ২)

শব্দার্থ টীকা : উপসন—উপস্থিত ;
শ্বশুরালে—শ্বশুরালয়ে ;

মন্তব্য : জায়সীতে প্রত্যেক সখীকে এক একটি পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করে যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এখানে তা অনুপস্থিত। জায়সীর পদমাবৎ কাব্যে মান-সরোদক খণ্ডের তৃতীয় স্তবকটির অনুবাদ আলাওলের রচনায় পৃথকভাবে নেই। হিন্দোল প্রসঙ্গটি বর্জিত হয়ে কেবল শাশুড়ী-ননদী-গঞ্জনার বিষয়টি আলাওলের দ্বিতীয় স্তবকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মূলে স্বামী-শ্বশুরের শাসনভীতির কথাগুলি অনুবাদে অনুপস্থিত।

সরবরে আসি সে পাদ্মিনির সংগত ।[1]
খোপা[2] খশাইয়া কেস কৈল মুকলিত ॥
সুগন্ধি শ্যামল ভরে[3] ধরনি ছোইল ।
চন্দনের তরু[4] জেন নাগীনি বেড়িল[5] ॥
কেবা[6] মেঘারম্ভে জগ হইল অন্দকার ।
বিদুন্দদ[7] আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসীবার ॥
দিবস শহিতে সুর হইল গোপন ।
চন্দ্র তারা লৈয়া নিসী হৈল উপসন[8] ॥
ভাবিয়া চকোর[9] আখী পাড়িলেক[10] ধন্দ ।
জিমুত সমোহে[11] কিবা প্রকাসীত চন্দ্র[12] ॥
হাস্য সৌদামিনি[13] তুল্য কুকিল বচন ।
ভুরু যুগ ইন্দ্রধনু সোভিত[14] গগন ॥
নয়ন[15] খঞ্জন দুই সদা কেলে[16] করে ।*
পদপরসন হেতু করএ লহরে[17] ॥

উপরে থুইয়া[18] সব বস্ত্র অভরন ।
সরবর মধ্যে[19] প্রবেসিলা রামাগণ ॥
বয়ান কমল মাজে নয়নে অঞ্জন[20] ।
কুন্তলএ কেস জেন বিসধর গন ॥
এই মত গুন জেবা দেখএ কস্তুক[21] ।
কিবা মৃতুবত কিবা প্রাপ্তি রাজযুক ॥
কেহ কেহ সাঞ্জরএ[22] জলান্তরে পশী ।
লাজে তির[23] ছারি গেল জলে রাজহংসী ॥
কন্যাকুল[24] পরসে আনন্দ সরবর ।
তির[25] জিনি উটে জল করিয়া লহর ॥

১ সরবর আসী এ জে পাদ্মিনি সংহিত ২ চুরা ৩ বারি ৪ বৃক্ষ ৫ বেরিল ৬ কিবা ৭ বিধন্য ৮ উকাসন ৯ চোকর ১০ পরি গেল ১১ জিম্মুত সামাহে ১২ প্রকাসীল চান্দ ১৩ সুদামীনি ১৪ সুভিত ১৫ নয়ান ১৬ কেলি * 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুপংক্তি —
নারিঙ্গ জিনিআ কুচ সগর্ব্বে অধরে ॥
সরবর মুহিল কৈন্যার রূপ হেরি ।
১৭ লহরি ১৮ রাখিআ ১৯ মাজে ২০ নয়ান খঞ্জন ২১ কুতুক সাঞ্চরএ ২৩ থির ২৪ কৈন্যাকুল ২৫ থির

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী সমুদিত ।[1]
খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকলিত ॥
সুগন্ধী শ্যামল ভারে ধরণী ছুঁইল ।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল ॥
কিবা মেঘারম্ভে জগ হইল অন্ধকার ।
বিধুন্তুদ আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥
দিবস সহিতে সুর হইল গোপন ।
চন্দ্র তারা লৈয়া নিশি হইল উপসন ॥
ভাবিয়া চকোর আখি পড়িলেক ধন্দ ।
জীমূত সমূহে কিবা প্রকাশিত চন্দ্র ॥
হাস্য সৌদামিনী তুল্য কোকিল বচন ।
ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন ॥
নয়ন খঞ্জন দুই সদা কেলি করে ।
নারঙ্গ জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে ॥[2]
সরোবর মোহিল কন্যার রূপ হেরি ।
পদপরশন হেতু করএ লহরী ॥ (জা. ৪)

উপরে রাখিয়া সব বস্ত্র আভরণ ।
সরোবর মাঝে প্রবেশিল রামাগণ ॥
বয়ান কমল মাঝে নয়ান খঞ্জন ।
কুন্তলএ কেশ যেন বিষধর গণ ॥
এই মত গুণ যেবা দেখয় কৌতুক ।
কিবা মৃতবৎ কিবা প্রাপ্ত রাজসুখ ॥
কেহ কেহ সঞ্চরএ জলান্তরে পশি ।
লাজে তীর ছাড়ি গেল জলে রাজহংসী ॥
কন্যাকুল পরশে আনন্দ সরোবর ।
তীর জিনি উঠে জল করিয়া লহর ॥

১. ক ২.ক

শব্দার্থ টীকা : বিধুন্তুদ—রাহু ;
জীমূত—মেঘ ;
নারঙ্গ—কমলালেবু ;

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্থস্তবকের অনুবাদে আলাওল মূলানুগ। কেবল পদ্মাবতীর কুচবর্ণনা প্রসঙ্গে জায়সী মধুলুব্ধ মধুকরের যে চিত্রটি এনেছেন, আলাওল তা বর্জন করেছেন।

মোর জলে স্যান[১] করে চান্দ্র তারা গনে।
কমল কুমুদ কথ আছে মোর সনে ॥
চকই চকোয়া হোন্তে হইয়া বিছেদ।[২]
প্রাননাথে[৩] কহে কথা মনে করি খেদ ॥
এক চান্দ[৪] গগনেত[৫] দেখী[৬] নিসাকালে।
দিবসে দোসর চান্দ[৭] প্রকাসীছে[৮] জলে ॥

হেনকালে পদ্মাবতি সশুদর মুখী[৯]।
মধুর বচনে কহে যুন সব[১০] সখী ॥
স্যাম্বিলি সঙ্গে জেন গোরি সঙ্গে গোরি।[১১]
জটে ২ হার লই[১২] খেল বাদ করি ॥
জলেত পেলিয়া হার তোল এক বারে।
হার হারে জেই জলে তুলিতে ন[১৩] পারে ॥
বুজিয়া খেলাও[১৪] খেলা রাখীয়া[১৫] মহত।
নিজ হারে নহে জেন পরহস্তগত ॥
ছন্দ বন্দ থাকিতে খেলাও শাবধানে[১৬]।
খেলি গেলে খেলা নাই ভাবি দেখ[১৭] মনে ॥
জেন ইস্চা তেন মতে প্রেমে খেলা খেল।
তিলে[১৮] ফুল সঙ্গে হএ ফুল হইল তেল ॥

তার মাজে এক সখী খেলি ন[১৯] জানিল।
চিত্তেত অচেত হইয়া[২০] হার হারাইল ॥
চিন্ত পদ্ম সব[২১] মুখ হইল ষুবধনি।
কাহাক দুসীমু জদি হারিলু[২২] আপনি ॥
কি লাগীআ এথাত আইলু[২৩] খেলিবার।
হাতের সঞ্চিত ধন হারাইলু হার ॥

১ স্নান ২ চোকই চোকআ হন্তে হইতে বিশ্চেদ ৩ প্রাননাতে ৪ চন্দ্র ৫ গগনে ৬ দেখীএ ৭ চন্দ্র ৮ প্রকাসি সে ৯ সোসধর মুখি ১০ শ্রান ১১ সামলি২ সঙ্গে গরি সঙ্গে গরি ১২ জোরে২ হার লৈআ ১৩ না ১৪ খেলিআ ১৫ রাখিঅ ১৬ সাবদানে ১৭ চাহ ১৮ তেল ১৯ না ২০ হই ২১ চিন্তা পদ্ম সম ২২ হারাইলুম ২৩ আইলুম

মোর জলে স্নান করে চন্দ্র তারা গণে।
কমল কুমুদ কত আছে মোর সনে ॥
চকোই চকোয়া হোন্তে হইয়া বিচ্ছেদ।
প্রাণনাথ কহে কথা মনে করি খেদ ॥
এক চান্দ গগনেত দেখি নিশাকালে।
দিবসে দোসর চান্দ প্রকাশিছে জলে ॥ (জা. ৫)

হেনকালে পদ্মাবতী শশধরমুখী।
মধুর বচনে কহে শুন সব সখী ॥
শ্যামলী শ্যামলী সঙ্গে গোরি সঙ্গে গোরি।
জোড়ে জোড়ে হার লই খেল বাদ করি ॥
জলেতে পেলিয়া হার তোল একবারে।
হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে ॥
বুঝিয়া খেলাও খেলা রাখিয়া মহত।
নিজ হার নহে জেন পরহস্তগত ॥
ছন্দবন্ধ থাকিতে খেলাও সাবধানে।
খেলি গেলে খেলা নাই ভাবি দেখ মনে ॥
যেই ইচ্ছা তেন মতে প্রেমে খেলা খেল।
তেলে ফুল সঙ্গে হয় ফুল হইল তেল ॥ (জা. ৬)

তার মাঝে এক সখি খেলা না জানিল।
চিত্তেত অচেত হইয়া হার হারাইল ॥
চিন্তাপূর্ণ সব মুখ হৈল সুবদনী।
কাহাকে দুষিমু যদি হারিলু আপনি ॥
কি লাগিয়া এথাত আইলু খেলিবার।
হাতের সঞ্চিত ধন হারাইলু হার ॥

শব্দার্থ টীকা : চকোয়া—চক্রবাকী ও চক্রবাক
পেলিয়া—ফেলিয়া
তেলে ফুল…তেল—ফুলের সঙ্গে তেল মিশ্রিত হলে অপরূপ গন্ধতেল তৈরী হতে পারে।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে আলাওল জায়সীর ষষ্ঠস্তবক থেকে রাজহংসের প্রসঙ্গটি তুলে এনেছেন। সরোবরের মুখে যে কথাগুলো বসিয়েছেন জায়সীতে ছিল সেগুলি কবির বর্ণনা।

ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদে মূলে যে ক্রীড়াপ্রস্তাব এসেছিল সখীদের কাছ থেকে আলাওল তা পদ্মাবতীর মুখে বসিয়েছেন দোহা অংশে জায়সীর উপমাখচিত বচনটি অনুবাদে পদ্মাবতীর বচনে মিশে গেছে।

ঘরে গেলে পুছিবেক[1] জনক জননি ।
কি বুলি উত্তর দিমু মুখে নাই বানি ।।[2]
নিঝর ঝরএ মুক্তা প্রায় আখীলোর ।
সখীগনে কহে[3] বালা কিবা মতি ভোর ।।
কন[4] হেন রূপে কান্দে হার হারাইয়া ।
হারাইলে রত্ন পুনি লৈয় হেরিয়া[5] ।।
সখীগনে বিচারিয়া ডুম দিয়া চাহে ।[6]
কার হাতে শামুক[7] মুকুতা কেহ পায়[8] ।।

সরবরে জদি পাইল কন্যা[9] বর ছায়া ।
পরস পরসে জেন লোহ ষুন্য[10]কায়া ।।
হইল নির্ম্মল সেই পদ পরসনে ।
পাইল[11]অতুল[12]রূপ ২ দরসনে ।।
সেই অঙ্গ পরসনে[13]মলয়া সমির ।
ষুসৌরব সিতল[14]হইল গতি ধির ।।
তত ক্ষনে[15]ডুবি হার পাইল এক সখী ।
অতুল[16]হরিস হৈল সশধর[17]মুখী ।।
চন্দ্রর কিরনে কুমুদিনি প্রকাসীত ।
জে জেমত দেখীল হইল তেন রিত ।।
সসি মুখ কন্যার মুকুর নিরমলে ।
জাহার জেমত রূপ দেখীল সকলে ।।
আখী পদ্ধা[18]দেখীল নির্ম্মল অঙ্গ[19]নির ।
রাজহংস গমন দসন নগ হির ।।

১ পুচিবেক ২ কি উত্তর দিমু মুখে না ফুরএ বাণি ৩ বোলে ৪ কেনে ৫ লও বিচারিআ ৬ সখীগণ ডুব দিআ বিচারিআ চাএ ৭ কনক ৮ কেবা পাএ ৯ কৈন্যা: ১০ সৈন্য ১১ আতুল ১২ হইল ১৩ সে অঙ্গ পরস হেতু ১৪ সসৌরব শীতস ১৫ তৈতেক্ষনে ১৬ আতুল ১৭ সসোধর ১৮ পদ ১৯ আখী

ঘরে গেলে পুছিবেক জনক জননী ।
কি বলি উত্তর দিমু মুখে নাই বাণী ।।
নিঝর ঝরএ মুক্তাপ্রায় আখি লোর ।
সখীগণে কহে বালা কিবা মতি তোর ।।
কেন হেন রূপে কান্দ হার হারাইয়া ।
হারাইলে রত্ন পুনি লও বিচারিয়া ।।
সখীগণে বিচারিয়া ডুব দিয়া চাহে ।
কার হাতে শামুক মুকুতা কেহ পাএ ।। (জা. ৭)

সরোবর যদি পাইল কন্যাবর ছায়া ।
পরশ পরশে যেন লোহ স্বর্ণকায়া ।।
হইল নির্মল সেই পদপরশনে ।
পাইল অতুল রূপ রূপদরশনে ।।
সেই অঙ্গ পরশনে মলয়া সমীর ।
সুসৌরভ শীতল হৈল গতি ধীর ।।
ততক্ষণে ডুবি হার পাইল এক সখী ।
অতুল হরিষ হৈল শশধরমুখী ।।
চন্দ্রের কিরণে কুমুদিনী প্রকাশিত ।
যে যেমত দেখিল হইল তেন রীত ।।
শশীমুখী কন্যার মুকুর নিরমলে ।
যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে ।।
আখি পদ্ম দেখিল নির্মল অঙ্গ নীর ।
রাজহংসে গমন দশন নগ হির ।। (জা. ৮)

শব্দার্থ টীকা : বিচারিয়া—খুঁজিয়া
নগ—রত্ন
হির—হীরা

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদে মূলানুগত্য সত্ত্বেও হার-হারানো-সখীর বিলাপের মধ্যে জনকজননীকে কৈফিয়ৎ দেবার প্রসঙ্গটি মূলে অনুপস্থিত। অষ্টম স্তবকটিতে মূলে সরোবরের জবানীতে যে রোমাণ্টিক সৌন্দর্যকল্পনা আছে, অনুবাদে তা নিছক কবিবর্ণনা হয়ে পড়েছে। মূলের দোহা অংশটির সৌন্দর্যকল্পনাও শেষ পংক্তি দুটিতে পরিস্ফুট হয় নি।

শুক খণ্ড

ওথা[1] সরবরে কন্যা করে জলকেলি ।
মন্দিরে থাকিয়া ষুকে বুদ্ধি পরিকলি ।।[2]
মনে ভাবে জাবত[3] সরিরে য়াছে পাখা ।
প্রান লৈয়া জাম জথা বনবৃক্ষ সাখা ।।
এই মত[4] ভাবি ষুক চলিল সত্তর ।
মোহাবন খণ্ড থাকি গেল দিগান্তর ।।[5]
শ্রান্ত হই বসীলেন্ত গাছের[6] উপর ।
পক্ষি গনে দেখী কৈল্য বহুল আদর ।।
নানাফল য়ানিয়া দিলেক খাইবার ।
জাবত জিবন আছে ন[7] টুটে আহার ।।
পাইয়া ভোগত মনে জনমীল[8] ষুক ।
বিশবরিল জথেক পাইল[9] পন্তে[10] দুক ।।
আয় প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা ।[11]
জথ জিব জন্তু সকলের ভক্ষ্য করতা ।।[12]
পাসানের মধ্যে[13] কিট নাহি বিশবরন ।
জথা তথা ভক্ষ দানে[14] করহ[15] পালন ।।
তাবতে বিছেদ[16] দুক্ষ সরিরে[17] সমস্ত ।
জাবত আহার নহি[18] হএ উদরস্ত ।।
আহার গ্রহনে ষুক[19] দুক্ষ্য বিশবরএ ।
জেহেন আছিল সপনের[20] পরিচএ ।।*

এথা সরোবরে কন্যা করে জলকেলি ।
মন্দিরে থাকিয়া শুক বুদ্ধি পরাকলি ।।
মনে ভাবে যাবত শরীরে আছে পাখা ।
প্রাণ লৈয়া জাম যথা বনবৃক্ষ শাখা ।।
এই মতে ভাবি শুক চলিল সত্বর ।
গৃহান্তরে থাকি শুক গেলা বনান্তর ।।[1]
শ্রান্ত হই বসিলেন্ত বৃক্ষের উপর ।
পক্ষী সব[2] দেখি কৈল বহুল আদর ।।
নানা ফল আনিয়া দিলেক খাইবার ।
যাবত জীবন আছে না টুটে আহার ।।
পাইয়া ভুগত[3] মনে জন্মিলেক[4] সুখ ।
বিস্মরিল পন্হেত পাইল যত দুখ ।।[5]
আয় প্রভু নিরঞ্জন বিধির বিধাতা ।
যত জীবজন্তু সকলের ভক্ষ্য-দাতা ।।
পাষাণের মধ্যে কীট নাহি বিস্মরণ ।
যথা তথা ভক্ষ্যদানে করহ পালন ।।
তাবত বিচ্ছেদ দুঃখ শরীরে সমস্ত ।
যাবত আহার নাহি হএ উদরস্ত ।।
আহার গ্রহণে শুক দুঃখ বিস্মরয় ।
যেন মত আছিল স্বপ্নের পরিচয় ।। (জা. ১)

১ অথা ২ মন্দির থাকিআ ষুক বুদ্ধি পরাকলি ৩ জাবতে ৪ মনে ৫ মোহাবনে চলিআ গেলেন্ত দিগান্তর ৬ বৃক্ষের ৭ না ৮ জন্মিস ৯ পাইআ ১০ ছিল ১১ আএ প্রভু নিরাঞ্জন বিদির বিদত্তা ১২ ভৈক্ষ দাতা ১৩ মাজে ১৪ ভৈক্ষদানে ১৫ করএ ১৬ শরির ১৭ বিশ্চেদ ১৮ নাই ১৯ ষুখ ২০ সপ্যনের

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি—
পদ্মাবতী এথা নিজ মন্দিরে আইল ।
নিজ সখী অনুচরি সীবিরেতে গেল ।।

১. আ
২. ক
৩. আ
৪. ক
৫. আ

শব্দার্থ টীকা : পরাকলি—বিহবল
ভুগত—ভোগ্য দ্রব্য বা খাদ্য বস্তু
আয় প্রভু—আহা প্রভু

মন্তব্য : শুকখণ্ডের অনুবাদে প্রথম স্তবকটি যতদূরসম্ভব মূলানুগ; কেবল মূলে যেখানে গৃহমধ্যে বিড়াল দেখে শুক প্রাণভয়ে বনে উড়ে গেছে, অনুবাদে মার্জারপ্রসঙ্গ ব্যতীতই বিহবল শুকপাখী পদ্মাবতীর আবাস ত্যাগ করে বনে প্রস্থান করেছে ।

পদ্মাবতি স্থানে আসী[১] কহিল ভান্ডারি।
উরি গেল শুকবর মায়া পরিহরি ॥
শুনি পদ্মাবতি মুখ হইল মলিন।
রাহুএ গ্রাসীল জেন চন্দ্র প্রভাহিন ॥
নয়ানের জলে তার[২] পুন্ন[৩] সরবর।
কমল ডুবিয়া[৪] উরি গেল মধুকর ॥
কান্দিয়া উটীল কন্যা ন সম্বরি চুল[৫]।
আগে পাছে শ্রবে পুন্ন[৬] মুকুতা বহুল ॥

প্রবোদ[৭] বচনে দেন্ত[৮] দেন্ত সব সখী।
রোদনে কি ফল জদি উরি গেল পাখী ॥
জথ দিন আছিল পাঞ্জর মধ্যে[৯] শুক।
নানারসে নানা তোগে করিল কন্তুক[১০] ॥
পাঞ্জর থাকিয়া পক্ষি হইল মুকত।
নানা জত্নে করিলেহ নহে[১১] করগত[১২] ॥*
পশীল[১৩] তাহার স্থানে[১৪] পাঞ্জর জাহার।
জে জন জাহার সেই হইল তাহার ॥
দস বাট আছে সেই[১৫] পাঞ্জর মাজার।
কেমতে মঞ্জার[১৬] হোন্তে পক্ষির উদ্ধার ॥
সখীর বচনে কন্যা[১৭] মন স্থির[১৮] করি।
মন্দিরেত গেল[১৯] নিজ গৃহ[২০] অনুশরি ॥

১ হেন কালে কৈন্যা স্থানে ২ টট ৩ পুর্ন্য ৪ ঢুরিআ ৫ কান্দিআ উটীল না সম্বরি তাতে চুল ৬ তাহে ৭ প্রবদ ৮ পর্ব্ব ৯ মাজে ১০ কন্তুক ১১ না হএ ১২ হস্তগত ১৩ সমরপীল ১৪ তার হস্তে ১৫ জেই ১৬ মাঞ্জর ১৭ কৈন্যা ১৮ মনস্থির ১৯ মন্দিরে গমন ২০ গ্রিহ

* এর পর বা পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি
সে পক্ষি পন্ডিৎ অতি না হএ মগদ।
প্রাণ ভএ ছারি গেল শুক সম্পদ ॥

পদ্মাবতী স্থানে আসি কহিল ভান্ডারী।
উড়ি গেল শুক পক্ষী[১] মায়া পরিহরি ॥
শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল মলিন।
রাহুএ গ্রাসিল যেন চন্দ্র প্রভাহীন ॥
নয়নের জলে তটপূর্ণ সরোবর।
কমল ডুবিয়া উড়ি গেল মধুকর ॥
কান্দিয়া উঠিল কন্যা না সম্বরি চুল।
আগে পাছে স্রবে পূর্ণ মুকুতা বহুল ॥ (জা. ২)

প্রবোধ বচনে প্রবোধন্ত সব সখী[২]।
রোদনে কি ফল যদি উড়ি গেল পাখী ॥
যতদিন আছিল পিঞ্জর মাঝে শুক।
নানা রসে নানা ভোগে করিল কৌতুক ॥
পিঞ্জরা হৈতে পক্ষি হইল মুকত ॥
নানা যত্ন করিলে না হএ করগত ॥
সঁপিল[৩] তাহার স্থানে পিঞ্জর যাহার ॥
যে জন যাহার ছিল[৪] হইল তাহার ॥
দশ বাট আছে সেই পিঞ্জর মাঝার।
কেমতে মার্জার হোন্তে পাখির উদ্ধার ॥
সখির বচনে কন্যা মন স্থির করি।
সত্বর গমনে গেল গৃহ অনুসরি[৫] ॥ (জা. ৩)

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক ৫. আ

শব্দার্থ টীকা : ভান্ডারী—গৃহরক্ষক
দশ বাট—দেহপিঞ্জরের দশটি দ্বার, যথা দুটি কর্ণরন্ধ্র, দুটি নাসাছিদ্র, দুটি চক্ষু, গলনালী, শ্বাসনালী গুহ্যদ্বার ও মূত্রদ্বার
মার্জার—বিড়াল, রূপকার্থে মহাকাল।

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি। ভান্ডারীর উক্তিতে মার্জারের প্রসঙ্গটিও অনুপস্থিত।
তৃতীয় স্তবকের দোহা অংশটি আলাওল বর্জন করেছেন। তার পরিবর্তে আছে পদ্মাবতীর গৃহ-গমনের সাধারণ সংবাদ। জায়সীর তত্ত্বকথা অনুবাদে অনুপস্থিত।

দিন দস ষুখে[১] তথা কাটীলেক কাল।
ব্যাধ[২] আইল সঙ্গে আটা নল টাটি জাল।[৩]
পদে ২ ভুমি চাপি আইসে[৪] নিকট।
পাক্ষিগনে ভাবে মনে[৫] কি হইল সঙ্কট॥
এথ কাল এই বনে বসি তরু ঢালে[৬]।
স্থাবর চলিতে নাই[৭] দেখী কোন কালে॥
আজি বৃক্ষ চলি আইসে নহে পুনি ভাল।
এই বন ছারিতে[৮] যুয়াএ তত কাল॥
পাক্ষিগনে ভাবিয়া উরিল সিগ্রগতি।[৯]
রহিলা পণ্ডিত ষুক হৈয়া ভোরমতি॥
বৃক্ষসাখা সিন্দুছায়া ষুক বসিয়াছে[১০]।
ন জানিল ভ্রমে ব্যাধ আইল তার কাছে॥
আটা লগ্নে[১১] হৃদয় হানিল পঞ্চবান।
পাখা বন্ধ[১২] হইল ষুক হারাইল জ্ঞান॥

নিৰ্বন্দ[১৩] বন্দনে ষুকবর বন্দি হইল।
হইল বন্দনে[১৪] ব্যাধে পাখা ষুন্য কৈল॥
পাখা ষুন্য করিয়া[১৫] পেটারি মাজে থুইল।
আর বন্দিয়ান পক্ষি তাহাতে[১৬] দেখীল॥
আর জথ পক্ষি য়াছে পেটারি ভিতর।
অনুষচ কান্দন্ত দেখীয়া ষুকবর॥
বিসতুল্য আহার মরনক্ষন হইল।
সেই সে কারনে ব্যাধ[১৭] পাখ ষুন্য[১৮] কৈল্য॥
জদি না হইত পাপ আহারের য়াষ[১৯]।
কেবল আসীত ব্যাধ আহ্মার সমপাষ[২০]॥
এই বিস আহারে টকএ[২১] সব বুদ্ধি।
জিবন রাখয় আর করে মৃত্তু[২২] যুন্ধি॥
আমি সব মুর্খ ন জানিল[২৩] কার্য্য সন্দি।
কেমতে পণ্ডিত ষুক তুমি হইলা বন্দি॥

১ ষুকে ২ ব্যাদ ৩ এর পর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুংপক্তি
আটা হাতে টাটি মাথে ব্যাধ দুর্জ্জন।
'ষুকের ষুশ্বর নাদ ষুনিয়া তখন॥
৪ আইসএ ৫ মনে ভাবে ৬ ডালে ৭ নাহি ৮ ছারি জাইতে ৯ এ বুলিআ পাক্ষিগণ গেল সীগ্র গতি ১০ বৃক্ষে ছায়্যা ষুন্যে সাখা ষুখে বসী আছে ১১ লগ্নে ১২ বন্দ ১৩ নিবন্দ ১৪ পাইআ দুর্জ্জন ১৫ পাখা উখারিআ ১৬ তথাতে ১৭ ব্যাদে ১৮ পাখা সৈন্য ১৯ আস ২০ কভু না আসীত ব্যাদ য়ামার সম্পাস ২১ ঢেকাএ ২২ মীতু ২৩ না জানিএ

দিন দশ সুখে তথা কাটিলেক কাল।
ব্যাধ আইল সঙ্গে আটা নল টাটি জাল॥
পদে পদে ভুমি চাপি আইসে নিকট।
পাক্ষি সবে দেখি বলে কি হৈল সঙ্কট॥
এতকাল এই বনে বসতি তরু ডালে।
স্থাবর চলিতে নাহি দেখি কোন কালে॥
আজি বৃক্ষ চলি আইসে নহে পুনি ভাল।
এই বন ছাড়িতে জুয়ায় ততকাল॥
পাক্ষিগণে ভাবিয়া উড়িল শীঘ্রগতি।
রহিল পণ্ডিত শুক হইয়া ভোরমতি॥
বৃক্ষ শাখা পত্রছায়ে[৩] শুক বসিয়াছে।
না জানিল ভ্রমে ব্যাধ আইল তার কাছে॥
আটা লগ্নে হৃদয়ে হানিল পঞ্চবাণ।
পাখা বন্ধ হৈল শুক হারাইল জ্ঞান॥ (জা. ৪)

নির্বন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দী হৈল।
হইল বন্ধনে ব্যাধ পাখাশূন্য কৈল॥
পাখ শূন্য করিয়া পেটারী মাঝে থুইল।
আর বন্দীয়ান পক্ষী তাহাত দেখিল॥
আর যত পক্ষী আছে পেটারী ভিতর।
অনুশোচে কান্দেন্ত দেখিয়া শুকবর॥
বিষতুল্য আহার মরণ সন্ধি[৪] হৈল।
সেই সে কারণে ব্যাধ পাখাশূন্য কৈল॥
যদি না হইত পাপ আহারের আশ।
সেই সে কারণে ব্যাধ আমার সম্পাস॥
এই বিষ আহারে ঠকএ সব বুদ্ধি।
জীবন রাখয়ে আর করে মৃত্যু শুদ্ধি॥
আমি সব মুর্খ না জানিল কার্য সন্ধি।
কেমতে পণ্ডিত শুক তুমি হৈলা বন্দী॥ (জা. ৫)

১. ক ২. শ ৩. ক ৪. ক

শব্দার্থ টীকা : টাটি জাল—পাখি ধরার জাল
জুয়ায়—উচিত
আঠা লগ্নে—পাখি ধরার আঠার সাহায্যে
সম্পাস—কাছে
মৃত্যুসন্ধি—মরণের কাছাকাছি।

সুকে বোলে সুনরে বান্দব পক্ষিগন।
ললাটের[১] লিখন দুক্ষ ন জায় খন্ডন ॥
জদ্যাপি[২] পন্ডিত গুনি হএ সাস্ত্র বিত[৩]।
বুজিতে ন পারে কেহ বিধির চরিত ॥
অপন্ডিত কথ হেন[৪] কল্য কথ গর্ব্ব।
সেই গর্ব্বে গর্ব্ব চুর[৫] করিলেক[৬] সর্ব্ব ॥
একে ত পন্ডিত আমি আর আছে পাক।
আমারে[৭] ধরিতে পারে কেমন বোরাক ॥
এই আমি ভাবি মনে নিশ্চীত রহিল[৮]।
হৃদএ লাগিল খোচ[৯] তবে সে জানিল[১০] ॥
পন্ডিত হইয়া কেহ গর্ব্ব না করিও[১১]।
আপনাক সব হোতে হিন আকলিও[১২] ॥
পন্ডিত হইয়া গর্ব্ব করে জেই জন।
তার ফল দেখ এই সুকের বন্দন ॥
প্রথমে নিচিন্ত হইলে কায্য অকুসল।
গ্রিবা বন্দ[১৩] হইলে রোদনের[১৪] কিঁবা ফল ॥

মুছিয়া আখীর[১৫] জল কহে সুকবর।
বিপত্তিত[১৬] মোহাজন না হএ কাতর ॥
জখনে জে করে প্রভু সেই মাত্র হএ।
কর্ম্ম অনুরূপ ভোগ সকলে ভোগ্তয়[১৭] ॥
দুরান্তরে থাকে ব্যাধ[১৮] ফান্দ আরুপীয়া[১৯]।
চক্ষুরত্ন রাছে পক্ষি ধরে ব্যাধ গনে[২০]।
অচল চলএ কেহ ন ভাবএ মনে ॥
বনান্তরে থাকি অতি[২১] দুরে[২২] করে রব।
সেই সব্দ আকলিয়া জাএ[২৩] ব্যাধ সব ॥
পন্ডিতে না করে কভু সত্রু প্রতি রোস।
মনেত ভাবিয়া চাহ আপনার দোস ॥
নিচিন্তে আহার বাক্য[২৪] পরএ জঞ্জাল।
সকল তেজিয়া জান মৌনরূপ ভাল ॥

১ ললাট ২ জৈধ্যাপী ৩ ভিত ৪ আপনে পন্ডিত হেন ৫ ধুন্য
৬ হইলেক ৭ আমাকে ৮ এই মনে ভাবি আমী নিচিন্তে রহিলুম
৯ খোছা ১০ জানিলুম ১১ করিঅ ১২ আকলিয় ১৩ গীর্ব্বাবন্দ
১৪ রোধনে ১৫ চৌক্কর ১৬ বিপদেতে ১৭ ভোগএ ১৮ থাকি ব্যাদ
১৯ আরুপিল ২০ চৌক্ষরত্ন আছে পাকি কী লাগী বাজিল
এর পর অতিরিক্ত পংক্তি—আটার সংজোগে পক্ষি ধরে ব্যাদ গণ
২১ পক্ষি ২২ বনে ২৩ আইসে ২৪ ভৈক্ষে

শুকে বোলে শুন রে বান্ধব পক্ষিগণ।
ললাট লিখন দুঃখ না যায় খণ্ডন ॥
যদ্যপি পণ্ডিত গুণী হয় শাস্ত্রবিদ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধির চরিত ॥
আপনে পণ্ডিত হেন কৈল কত গর্ব।
সেই গর্বে গর্ব চূর্ণ করিলেক সর্ব ॥
একে ত পণ্ডিত আমি আর আছে পাখা।
আমারে ধরিতে পারে কেমন বরাকা ॥
এই মনে ভাবি আমি নিশ্চিন্তে রহিল।
হৃদয়ে লাগিল খোঁচা তবে সে জানিল ॥
পণ্ডিত হইয়া কেহ গর্ব না করিও।
আপনাকে সব হৈতে হীন আকলিও ॥
পণ্ডিত হইয়া গর্ব করে যেই জন।
তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন ॥
প্রথমে নিশ্চিন্ত হৈলে কার্য অকুশল।
গ্রীবাবন্দ হৈলে রোদনে কিবা ফল ॥ (জা.৬)

মুছিয়া আঁখির জল কহে শুকবর।
বিপত্তিতে মহাজন না হয় কাতর ॥
যখনে যে করে প্রভু সেই মাত্র হয়।
কর্ম অনুরূপ ভোগ সকলে ভুঞ্জয় ॥
দূরান্তরে থাকি ব্যাধ ফান্দ আরোপিয়া।
চক্ষুরত্ন আছে পক্ষি বাজে কি লাগিয়া ॥
আঠার সংযোগে পক্ষি ধরে ব্যাধগনে।
অচল চলয়ে কেহ না ভাবয় মনে ॥
বনান্তরে থাকি পক্ষি দূরে করে রব।
সেই শব্দ আকলিয়া আইসে ব্যাধ সব ॥
পণ্ডিতে না করে কভু শত্রু প্রতি রোষ।
মনেতে ভাবিয়া চাহ আপনার দোষ ॥
নিশ্চিন্তে আহার ভক্ষি করয় জঞ্জাল।
সকল তেজিয়া জান মৌনরূপ ভাল ॥ (জা.৭)

শব্দার্থ টীকা : বরাকা—ব্যাধ
আকলিও—মনে কোর
গ্রীবা বন্দ—গলায় ফাঁস
বিপত্তিত—বিপদ কালে
ভুঞ্জএ—ভোগ করে

গীত—রাগ কেদার

শ্রবন নয়ন মন বুঝি পাচে[১] গুনে
এক ন অভিত[২] কাজে।
জে কিষু[৩] করম পাট বিহি নিয়াছে[৪]
পুনি[৫] অন্ত বিরাজে ॥
মৃত্তুয়া বিহি[৬] রিত বুজে ন জাহে[৭]
মনে ২ আনল[৮]।
পহু কারক কোরে মোর মতি সপাই ॥ ধুয়া
দুক্ষ যুক ভোগ চরনে ন[৯] সব জোগ
বিপদ সম্পদ অন্তে[১০]।
চান্দনি সঙ্গশত তত মনি বসত
পবন গ্রাসে বিধন্তে[১১] ॥
তাত মাত্র যুত দারা বহু যত[১২]
সংকট কোন বারা[১৩]।
একলি রঞ্জন[১৪] জগ জন[১৫] সেবন
আপদ তারন হেরা[১৬] ॥
হিন আলাওলে কহু[১৭] ধৈরজ ধরএ বহু[১৮]
সহহু জোগ করএ বিধাত্তা[১৯]।
রসীক যুনায়ক গুন ওল দাএ ওক
শ্রীযুত মাগন দাতা ॥[২০]

১ পাচ ২ অতিত ৩ কিহু ৪ বিহিনি হনি আট ৫ সেই পুনি
৬ মৃত্তুহ আবিহি ৭ রিত বুজাহি ৮ ভই না জাহে মন য়ানল
৯ চলাচল ১০ অন্তর ১১ পরান গ্রাস বিধান্ত ১২ দাড়া বন্ধু যুত
১৩ কেনে উপবারা ১৪ এক নিরাঞ্জন ১৫ জগতে ১৬ হারা ১৭ কহে
১৮ ধৈরজ্জ ধরহে ১৯ সহজে করে বিদত্তা
২০ রসীক নাউক গোন তুন্য দহুক ছিরিজোত মাগন দাতা

শ্রবণ নয়ান মন বুঝি জ্ঞান
এক না আসয় কাজে।
যে কিছু করম পাঠ বিফল যে হেন নাট
সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥
মৃত্যু বা অমিয় বিহি রিত বুঝি নাহি জাহি
মনুষ্য আনে আনে।
উপকার কর ভাই পরম বিষম ঠাঁই
গুরু মুখে শুনি জনে জনে ॥
দুঃখ সুখ ভোগ চঞ্চল সংযোগ
সম্পদ অন্তে বিপদে।
চান্দনি ষোড়শ তাতে অমা নিবস
পূর্ণ গ্রাসে বিধুন্তুদে ॥
তাত মাতা সুত দারা বন্ধু যত
সংকট কালে না উদ্ধারা।
এক নিরঞ্জন জগজন সেবন
আপদ তারণ হারা ॥
হীন আলাওল কহু ধৈরজ ধরহ বহু
সংযোগ করএ বিধাতা।
রসিক নায়ক গুণির তোষক
শ্রীযুত মাগন দাতা ॥

শব্দার্থ টীকা : চান্দনি ষোড়শ—ষোলকলা চাঁদ
বিধুন্তুদ—রাহু; অর্থাৎ ষোলকলাপূর্ণ চাঁদ যেমন রাহুগ্রস্ত হয় তেমনি মানুষের সম্পদ-সমৃদ্ধিও শেষপর্যন্ত কালগ্রস্ত হয়।
নিরঞ্জন—নিরাকার ঈশ্বর।

মন্তব্য : পদটি মূলবহির্ভূত; আলাওলের নিজস্ব রচনা। পদের পুথিপাঠ দুর্বোধ্য। সম্পাদিত পাঠটি আবদুল করিম ও শহীদুল্লাহ সংস্করণ মিলিয়ে সংকলিত।

রত্নসেন জন্মখণ্ড

এবে চিতাউর কথা কর অবগতি ।
চিত্রসেন নামে তথা মোহা নরপতি ।।
তার ঘরে রত্নসেন অমূল্য মানিক ।
অস্ত্রে সাস্ত্রে রূপে গুনে শাহসে[১] অধিক ।।
মোহাভাগ্যবন্ত বির চক্ষুর[২] প্রবিন[৩] ।
রাজপুত্রকুল মধ্যে[৪] বরই কুলিন ।।
ষুকুমার রত্নসেন জন্মিলা জখন[৫] ।
রাসীবর্ঘ[৬] বিচারি[৭] কহিল[৮] বিপ্রগন ।।
রত্নতুল্য প্রাপ্ত হইব অমূল্য মাণিক ।
চন্দ্র যুয্য[৯] মিলনে আনন্দ হইব ধিক ।।
মলাতি ভ্রমর[১০] প্রাএ হইয়া বিউগী ।
রাজ্যপাট তেজিয়া হইয়া জাইব যুগী ।।
সিংগল দ্বিপেত[১১] জাই[১২] সিন্ধি[১৩] করি কাজ ।
পুনি চিতাউরে আসী ভুঞ্জিবেক[১৪] রাজ ।
দিল্লীশ্বর শংগে[১৫] যুদ্ধ হইব বহুতর ।
এথ কহি বিপ্রবর চলি গেলা ঘর ।।

১ সাহাসে ২ চতুর ৩ প্রভিন ৪ মাজে ৫ জেখন ৬ রাসীবর্গ ৭ বিচারিআ ৮ কহে ৯ তুল্য ১০ মালতি ভোমর ১১ দিপেতে ১২ গীআ ১৩ সীন্ধি ১৪ করিবেক ১৫ দিল্লিশ্বর সঙ্গে

এবে চিতাওর কথা কর অবগতি ।
চিত্রসেন নামে তথা মহানরপতি ।।
তার ঘরে রত্নসেন অমূল্য মাণিক ।
অস্ত্রে শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহসে অধিক ।।
মহাভাগ্যবন্ত বীর চতুর প্রবীণ ।
রাজপুত কুলমধ্যে বড়ই কুলীন ।।
সুকুমার রত্নসেন জন্মিল যখন ।
রাশিবর্গ বিচারি কহিল বিপ্রগণ ।।
রত্নতুল্য প্রাপ্ত হৈব অমূল্য মাণিক ।
চন্দ্রসূর্য মিলনে আনন্দ হৈবধিক ।।
মালতী ভ্রমরা প্রায় হইয়া বিয়োগী ।
রাজ্যপাট ত্যেজিয়া হইয়া যাইব যোগী ।।
সিংহল দ্বীপেতে যাই[৬] সিন্ধি করি কাজ ।
পুনি চিতাউরে আসি ভুঞ্জিবেক রাজ ।।
দিল্লীশ্বর সংগে যুদ্ধ হইব বহুতর ।
এত কহি বিপ্রগণ[৭] চলি গেল ঘর ।। (জা. ১)

শব্দার্থ টীকা : আনন্দ হৈবধিক—অধিক আনন্দ হবে ।

মন্তব্য : মূলে আছে চিত্রসেন কর্তৃক ছবির মতো করে চিতোর দুর্গ সজ্জিত করার কথা, আলাওল তা অনুবাদে বর্জন করেছেন । জায়সী রত্নসেনের সৌভাগ্যবতী জননীর প্রসংগ এনেছেন, আলাওল সে কথাও বর্জন করেছেন । অপরদিকে আলাওল অস্থানে নবজাতকের শৌর্য বীর্য সাহস এবং কুলগৌরবের প্রশংসা যোগ করেছেন । মূলের দোহা অংশে রত্নসেনকে ভোজরাজ ও বিক্রমাদিত্যের সংগে তুলনা আছে । অনুবাদে তুলনাটি অনুপস্থিত । আবার দিল্লীশ্বরের সংগে যুদ্ধপ্রসংগের উল্লেখ অনুবাদে আছে, কিন্তু মূলে তা নেই ।

বণিজার খণ্ড

চিতাউর দেস হোতে[১] এক বনিজার ।
চলিলা সিংগল দ্বিপে[২] করিতে বেপার ।।
তথাতে অ.ছিল এক ব্রাহ্মন ভিকারি ।
সে পুনি চলিল সংগে করিতে বেপারি ।।
ড়িন কারি সংগেত[৩] লইল কিছু ধন ।
বনিজের আশা[৪] করি চলিল ব্রাহ্মন ।।
দুর্গম কটীন পন্তে বহু দুক্ষ পাইয়া[৫] ।
সেই দিগে[৬] গেলেন্ত সাগর পার হইয়া[৭] ।।
ধন রত্ন বেকিকিনি সতত তথাএ[৮] ।
নির্ধনি হইলে তথা বনিজ ন পাএ ।।
লক্ষ[৯] কটী মুল মাত্র[১০] বেকাকিনি[১১] হএ ।
সহস্রেক নাম কেহ ঘৃনাএ বা লএ[১২] ।।
বেকি কিনি[১৩] করি সবে গৃহে কল্য[১৪] মন ।
বেসাইতে ন পাইল[১৫] নির্ধনি ব্রাহ্মন ।।

অনুশছ কর কেনে আইলু এই হাটে[১৬] ।
লক্ষ হেন[১৭] মুল হানি হইল এই বাটে[১৮] ।।
না কৈল্য[১৯] বনিজ না পুরাইল[২০] মন আস ।
কি লইয়া ঘরে জাইমু পুজি[২১] হইল নাস ।।
রিনিয়া ধরিলে তারে[২২] কি দিমু উত্তর ।
ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র[২৩] হইল ফাপর ।।
সঙ্গি সব চলিল[২৪] রহিল একেশ্বর[২৫] ।
সথ্য[২৬] বিচলিত হইব এই মাত্র ডর ।।
আএ প্রভু নিরঞ্জন[২৭] নৈরাসের আসা ।
দিনবন্দু কৃপাময় তুহ্মি[২৮] সে ভরসা ।।
অনাথের[২৯] নাথ প্রভু পরম কারন[৩০] ।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি[৩১] কর লইল[৩২] শরন ।।

১ হন্তে ২ দিপে ৩ রিন করি সঙ্গতি ৪ আসা ৫ বর দুক্ষ পাই ৬ সে দিপেতে ৭ হই ৮ ধনবন্তে বিকিকিনি সতেত তথাএ ৯ লৈক্ষ ১০ তথা ১১ বিকিকিনি ১২ ঘ্রিনাএ না লএ ১৩ বিকিকিনি ১৪ গ্রিহে কৈলু ১৫ বৈসাইতে না পারিল ১৬ অনুসোচ করে সবে আইলুম এই হাট ১৭ লাবহিন ১৮ বাট ১৯ করি ২০ পুরিল ২১ মুলে ২২ পুনি ২৩ মন ২৪ চলি গেল ২৫ রৈলুম একাশ্বর ২৬ সৈত্য ২৭ নিরাঞ্জন ২৮ তুমী ২৯ অনাতের ৩০ পালন ৩১ মনবাঞ্ছে সীদ্ধি ৩২ লইলুম

চিতাওর দেশ হোন্তে[১] এক বণিজার ।
চলিল সিংহল দ্বীপে করিতে বেপার ।।
তথাতে আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিখারি ।
সে পুনি চলিল সংগে করিতে বেপারি ।।
ঋণ করি সংগেত লইল কিছু ধন ।
বাণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ ।।
দুর্গম কঠিন পন্থে বহু দুঃখ পাইয়া ।
সেই দ্বীপে গেলেন্ত সাগর পার হৈয়া ।।
ধনরত্ন বিকিকিনি সতত সেথায় ।
নির্ধনী হৈলে তথা বানিজ্য না পায় ।।
লক্ষকোটি মূল্যে তথা বিকিকিনি হয় ।
সহস্রেক নাম কেহ ঘৃণায় না লয় ।।
বিকিকিনি করি সবে গৃহে কৈল মন ।
বেসাইত না পাইল নির্ধনী ব্রাহ্মণ ।। (জা. ১)

অনুশোচ করে কেনে আইলু* এই হাটে ।
লভ্যহীন[১] মূলে হানি হৈল এই বাটে ।।
না কৈল বাণিজ্য না পুরিল মন আশ ।
কি লইয়া ঘরে যাইমু পুঞ্জি হইল নাশ ।।
ঋণিয়া ধরিলে পুনি কি দিব উত্তর ।
ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র হইল ফাঁপর ।।
সংগী সব চলিল রহিল একেশ্বর ।
সত্য বিচলিত হৈব এই মাত্র ডর ।।
আয় প্রভু নিরঞ্জন নৈরাশের আশা ।
দীনবন্ধু কৃপাময় তুমি সে ভরসা ।।
অনাথের নাথ প্রভু পরম কারণ ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর লইলুম শরণ ।। (জা. ২)

১. ক

শব্দার্থ টীকা : ঋণিয়া—উত্তমর্ণ

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যে ব্রাহ্মণের বিলাপের মধ্যে যে কর্মফলতত্ত্বের কথা আছে আলাওলের অনুবাদে তা বর্জিত ।

হেনকালে ব্যাধ[১] আইল লইয়া[২] তথা ষুক।
শবন্নের চঞ্জু দেখী[৩] নিন্দিত বন্দুক ।।
উঝল মানিক্য[৪] আখী রাতুল চরন।
গুভাত অসীত[৫] রেখা ষুচারু লক্ষন[৬] ।।
ব্রাহ্মনে পুছিলা আসি[৭] ষুকের নিকট।
কিবা গুনি কিবা মুরুক্ষ[৮] বোলহ প্রকট ।।
আমি নরকুলে তুমী[৯] পন্ডিত ব্রাহ্মণ।
সম সৌজে[১০] কৃতি গুন অযুগ্য[১১] গোপন ।।

বটু বাক্য[১২] ষুনি ষুক কহিল সাদরে।
দুক্ষবসে জ্ঞান ধ্বংস[১৩] বচন ন শারে[১৪] ।।
জথেক আছিল গুন সব পাসরিল।
জখনে পাঞ্জর করি বেচিতে আনিল ।।
পন্ডিত হইয়া কেহ নাহি চড়ে হাট[১৫] ।
বিকাইতে লাগীল[১৬] ভুলিল সব পাট[১৭] ।।
রন্ত রোদনের রক্তবন্ন হইল মুক[১৮] ।
অব ২ পীঙ্গল বজিত ভোগ ষুক[১৯] ।।
কন্টাদেস[২০] স্যাম রেখা দেখ ফান্দে চিন।
অদ্যাপীহ এাসে[২১] প্রান কম্পে রাত্রদিন ।।
ব্যাধ[২২]নাম ষুনিতে কমপীত[২৩]পাক্ষি হিয়া।
হস্তগত কোন রিত[২৪]বুজহ ভাবিয়া ।।
পন্ডিত হইয়া তুমী মত[২৫]পুছ গুন।
সেই কর্ম্মদশা ফল[২৬]কহিল নিপুন ।।
পরিয়া ষুনিয়া[২৭]কিছু না পাইল[২৮]ষুদ্ধি।
জগত জানিল[২৯]ধন্দ পরিক[৩০]বুদ্ধি ।।

১ ব্যাদ ২ লই ৩ সোবৈন্য জিনিআ চুঞ্চ ৪ উজ্জ্বল মানিক্ষ ৫ গ্রিব্বাতে য়স্তীত ৬ লৈক্ষণ ৭ পুচিল আসী ৮ কিবা মুক্ষ কিবা গুন্নিন ৯ এক নরকুলে আমী ১০ স্যামী সৈর্জা ১১ অজৈগ্য ১২ বডু বাক্ষ ১৩ ব্রিম্বে ১৪ পুরে ১৫ নাই চরে হাটে ১৬ আনিল ১৭ ভুলিলুম সব পাটে ১৮ রকত রোধনে হৈল মুক ১৯ ব্রজিত ষুক ভোগ ২০ কন্ট দেসে ২১ অন্ধাপীহ ত্রাস ২২ ব্যাদ ২৩ কাম্পএ ২৪ আছি এবে ২৫ মোতে ২৬ এই কর্ম্ম দোস গুণ ২৭ গুনিআ ২৮ পাইলুম ২৯ জানিলুম ৩০ পরাকলি

হেনকালে ব্যাধ আইল লৈয়া তথা শুক।
সুবর্ণের চক্ষু দেখি নিন্দিত বান্ধুক ।।
উজ্জ্বল মাণিক্য আঁখি রাতুল চরণ।
গ্রীবাত অসিত রেখা সুচারু লক্ষণ ।।
ব্রাহ্মণে পুছিল আসি শুকের নিকট।
কিবা গুণী কিবা মূর্খ বোলহ প্রকট ।।
আমি নরকুলে হই পন্ডিত ব্রাহ্মণ।
সংসারে কীর্তিগুণ অযোগ্য গোপন ।। (জা.৩)

বটুবাক্য শুনি শুকে কহিল সাদরে।
দুঃখবশে জ্ঞান ধ্বংসে বচন না সরে ।।
যতেক আছিল গুণ সব পাসরিল।
যখনে পিঞ্জর করি বেচিতে আনিল ।।
পন্ডিত হইয়া কেহ নাহি চরে হাটে।
বিকাইতে লাগিলুম ভুলিলু সব পাঠে ।।
রক্ত রোদনে রক্তবর্ণ হৈল মুখ।
অবয়ব পিঙ্গল বর্জিত ভোগসুখ ।।
কন্ঠদেশে শ্যামরেখা দেখ ফান্দ চিন।
অদ্যাপিহ ত্রাসে প্রাণ কাম্পে রাত্রি দিন।
ব্যাধ নাম শুনিতে কাম্পএ পাক্ষি হিয়া।
হস্তগত কোন রীত বুঝহ ভাবিয়া ।।
পন্ডিত হৈয়া তুমি মোতে পুছ গুণ।
সেই কর্মদশা ফল কহিল নিপুণ ।।
পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি।
জগৎ জানিলু ধন্দ পরাকলি বুদ্ধি ।। (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : রাতুল—লাল
অসিত—কালো
পাসরিল—ভুলে গেলাম
ফান্দ চিন—ফাঁসের চিহ্ন
পরাকলি বুদ্ধি—বিহ্বল চেতনা

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যের তৃতীয় স্তবকে ব্রাহ্মণের মুখে ন্যায়শাস্ত্রের ভেদাভেদ বিশিষ্টতার কথা আছে যা আলাওলের অনুবাদে নেই। চতুর্থ স্তবকে জায়সীর শুকবচনে 'হাটের পথ' 'বন্ধন পাশ' ইত্যাদি রূপকগুলি অনুবাদে সাধারণ অর্থবাচক হয়ে পড়েছে।

শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন

রাগ—চন্দ্রাবলী ছন্দ

ষুকের বচনে[1]   দ্বিজ[2] কষ্ট মনে[3]
কহিল ব্যাধ[4] প্রতি।
কেনে প্রাণি বধ   করহ মুগদ[5]
পরকালে[6] কোন গতি ॥
ষুক[7] পাপ শএ   নিঠুর হৃদএ[8]
হিংসা[9] কর অপকর্ম্ম।
জিবনে জঞ্জাল   অন্ত নহে ভাল
অপীষ্ট[10] পাপীষ্ট ধর্ম্ম ॥
ধিজ বাক্য[11] জাল   ব্যাধ কর্ন্নে সাল
বলিল[12] করিয়া রোস।
তুমী মোহাসত্য[13]   না বুজিয়া তত্য[14]
কেনে মোরে দেও দোস।[15]
দেখ নর জাতি   হইয়া[16] ভোর মতি
পর মাংস পরে[17] খাএ।
এই[18] সে কারন   জথ ব্যাধ গণ
প্রানে হিংসে[19] সর্ব্বথাএ ॥
শকল ভক্ষক[20]   নাহিক রক্ষক[21]
ধন দিয়া করে বধ[22]।
আপনা চরিত   না বুজিয়া রিত
আমারে বোল মুগদ ॥[23]
জিববন্ত ধারি[24]   বধ[25] পরি হরি
বিচিব তোমার হাতে।
কিবা মুক্ত কর   কিবা প্রানে মার
তুমীহ জানহ তাতে ॥
পরিহরি রোষ   কেনে দোষ[26]
মনিশ্য নিঠুর[27] জাতি।
আমি শে বধুক[28]   তুমী সে খাতুক
বুজিয়া করহ শান্তি ॥

শুকের বচনে   দ্বিজ কষ্ট মনে
কহিল ব্যাধের প্রতি।
কেনে প্রাণী বধ   করসি মুগধ
পরকালে কোন গতি ॥
শুন পাপাশয়   নিঠুর হৃদয়
হিংসা বড় অপকর্ম
জীবন জঞ্জাল   অন্তে নহে ভাল
অনিষ্ট পাপিষ্ঠ ধর্ম ॥
দ্বিজ বাক্য জাল   ব্যাধ কর্ণে শাল
বলিল করিয়া রোষ।
তুমি মহা সত্য   না বুঝিয়া তত্ত্ব
কেনে মোরে দাও দোষ ॥
দেখ নর জাতি   হই ভোরমতি
পর মাংস সুখে খায়।
এই সে কারণ   যত ব্যাধগণ
প্রাণে হিংসে সর্বথায় ॥
সকল ভক্ষক   নাহিক রক্ষক
ধন দিয়া করে বধ।
বা বুঝিয়া রীত   আপনা চরিত[1]
আমারে বোল মুগধ ॥
জীবন্ত ধরি   বধ পরিহরি
বেচিব তোমার হাতে।
কিবা প্রাণে মার   কিবা মুক্ত কর[2]
তুমি সে জানহ তাতে ॥
পরিহর রোষ   মোরে কেনে দোষ
মনুষ্য নিঠুর জাতি।
আমি সে বধক   তুমি সে খাদক
বুঝিয়া করহ শান্তি ॥

১ বচন ২ ধিজ ৩ মন ৪ ব্যাদের ৫ করসী মগদ ৬ পরলোকে ৭ শুনে ৮ নিটুর হৃদএ ৯ কিসে ১০ উসীষ্ট ১১ বাক্ষ ১২ বুলিএ ১৩ মোহাসত ১৪ তত ১৫ মোকে দেও কেনে দোস ১৬ এই ১৭ সুখে ১৮ সেই ১৯ প্রাণি বদে ২০ ভৈক্ষক ২১ রৈক্ষক ২২ বদ ২৩ আমাকে বোলহ মগদ ২৪ ধরি ২৫ বধি ২৬ মোকে দেও দোস ২৭ মানব নিটুর ২৮ আমী সে বধক

১. আ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : মুগধ—মুগ্ধ, মূর্খ
ব্যাধ কর্ণে শাল—ব্যাধের কর্ণপীড়াকারী
ভোর মতি—বিহ্বল চিত্ত

ব্যাধের বচন ষুনি[১] ব্রাহ্মন
না দিলেক পদুত্তর।
ষুককে লইয়া বহিত্রে চড়িয়া[৩]
চলি আইলা নিজ ঘর ॥
টাকুর মাগন সদগুন ভাজন
রসিক নাগর রাএ।
তাহান আরতি দিন হিন মতি
কবি আলাওলে গাএ ॥

চিত্রশেন নৃপতি গেলেক ষর্গগতি[৪]।
রত্নশেন হৈল[৫] চিতাওর নরপতি ॥
প্রশংগ[৬] করিল সবে নৃপতি গোচর।
শে বহিত্র[৭] আইল সিংগল সদাগর ॥
নানান ষুগন্দি রত্ন ষুন্ন[৮] পাটেশ্বর।
আনিল সিংগল দ্বীপে[৯] বস্তু বহুতর ॥
মোহাবিন্দ[১০] ষুক এক আনিছে ব্রাহ্মন।
কাঞ্চন রতন[১১] তনু নয়ন[১২] রতন ॥
মানিক্য নিন্দিত চঞ্চু[১৩] মুক্তা জিনি সব্দ।
ষুনিতে বচন[১৪] ভঙ্গি ব্যাস হয় স্তব্দ[১৫] ॥
তর্ক অলংকারজ্ঞাতা মোহন পন্ডিত।
হেন ষুক নৃপ পাসে থাকিতে উচিত ॥

ষুনি য়ানন্দিত রাজা[১৬] ষুকের কথন।
ততক্ষনে আনাইলা সে ষুক ব্রাহ্মন ॥
বিপ্রে[১৭] আশীর্ব্বাদ কৈল্যা আগে হৈয়া স্থির[১৮]।
মনভিষ্ট সিদ্ধিরস্তু অরুগ্য শরির[১৯] ॥
আসীর্ব্বাদ পুর্ব্বকে[২০] করিলা নিবেদন।
কোন বস্তু ষুক কর প্রান সমর্পন ॥

১ ষুনিআ ২ ষুক বিকাইআ ৩ চরিআ ৪ চিত্রসেন নরপতি গেল স্বর্গগতি ৫ হই ৬ প্রসংসা ৭ সে বুহিত্রে ৮ স্বোনা ৯ হস্তে ১০ মেহাবিশ্গ ১১ জিনিআ ১২ জেহেন ১৩ মানিক্ষ জিনিআ চঞ্চু ১৪ বাক্কের ১৫ তব্দ ১৬ আনন্দিত নির্প ১৭ বিপ্রেরে ১৮ আগু হই স্তির ১৯ মনদিষ্টী সীদ্ধি হোক অরোগ সরির ২০ পুন্যকে

ব্যাধের বচন শুনিয়া ব্রাহ্মণ
না দিলেক পদুত্তর।
শুককে লইয়া বহিত্রে চড়িয়া
চলি আইলা চিতাওর[১] ॥
ঠাকুর মাগন সদ্গুণ ভাজন
রসিক নাগর রায়।
তাহান আরতি দীন হীন মতি
কবি আলাওলে গায় ॥ (জা. ৫)

চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গগতি[২]।
রত্নসেন চিতাওরে হৈল নরপতি[৩] ॥
প্রসঙ্গ করিল সবে নৃপতি গোচর।
স্ববহিত্রে আইল সিংহল-সদাগর ॥
নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ-পাটাম্বর।
আনিছে সিংহল হস্তে বস্তু বহুতর ॥
মহাবিজ্ঞ শুক এক আনিছে ব্রাহ্মণ।
কাঞ্চন বরন[৪] তনু নয়ান রতন ॥
মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চু মুক্তা জিনি শব্দ।
শুনিতে বাক্যের ভঙ্গী ব্যাস হয় স্তব্ধ ॥
তর্ক অলংকার-জ্ঞাতা মহান পণ্ডিত।
হেন শুক নৃপপাশে থাকিতে উচিত ॥ (জা. ৬)

শুনি আনন্দিত নৃপ শুকের কথন।
ততক্ষণে আনাইল সে শুক ব্রাহ্মণ ॥
বিপ্রে আশীর্বাদ কৈল আগে হৈয়া স্থির।
মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু আরোগ্য শরীর ॥
আশীর্বাদ পূর্বক কৈল নিবেদন।
কোন ব্যক্তি শুকে করে প্রাণ সমর্পণ[৫] ॥

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক ৫ আ

শব্দার্থ টীকা : পদুত্তর—প্রত্যুত্তর
বহিত্রে—নৌকায়
মনোভীষ্ট সিদ্ধিরস্তু—মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হউক

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদে আলাওল কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। মূলে আছে পণ্যরূপে ঝিনুকভর্তি গজমুক্তার কথা, আলাওল সেক্ষেত্রে গন্ধদ্রব্য এবং রত্নখচিত ও স্বর্ণজড়িত পট্টবসনের উল্লেখ করেছেন। শুকের দেহবর্ণনায় জায়সী নানা বর্ণবৈচিত্র্যের কথা বলেছেন, আলাওল শুধু সুবর্ণ বর্ণের উল্লেখ করেছেন। মূলে তাকে ব্যাসতুল্য কবি ও পাণ্ডিত্যে সহদেব বলা হয়েছে, আলাওল শেষের পরিচয়টি বাদ দিয়েছেন।

কিন্তু এই পাপদরে[১] না ষুনএ বোল।
জাহার[২] কারনে সব জগ[৩] উতরোল ॥
তার বসে নিজ জথ গৃহ ষুখ বাসী[৪]।
এরাইতে নারে ষুগী[৫] তপসী সন্ন্যাসী[৬] ॥
অন্দ জন[৭] সান্ত হএ না দেখী নয়ানে।
বোব[৮] পুনি রহে বাক[৯] ন য়াইসে নয়ানে[১০] ॥
কান রহে শ্রবনে না ষুনি কার কথা[১১]।
পদ বিনু রহে খুব[১২] পাড়ি জথা তথা ॥
শয্যা বিনু ষুকে[১৩] নিদ্রা আইসে ভূমীগত।
পাপীন্ট উদর না রহএ[১৪] কোন মত ॥
তাহার নিমুতে[১৫] হএ বান্দব বিছেদ।
মীত্র সঙ্গে সেই করে ষুহ্রদের ভেদ[১৬] ॥
তাহার কারনে সেই[১৭] হএ দুক্ষ ক্লেস।
জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মুর্খ রোষ[১৮] ॥
সংসারের বরি সেই মরন নিশ্বাস।
এ বরি বিহিনে কোনে করে কার আস[১৯] ॥

ষুকে আসীশ্বাদ কল্য হই হরসীত[২০]।
প্রতাপ প্রচন্ড হৈক রায্য অর্খন্ডিত[২১] ॥
ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত রূপবন্ত[২২] দাতা।
সর্ব্বগুন দিয়া তোমা শ্রীজিল বিধাত্তা[২৩] ॥
কোন জনে আসা করি গেলে কার স্থানে।
ন পুরাইলে জেন মতে[২৪] জানহ আপনে ॥
বিপ্র য়াসা পুরি য়ামা রাখহ চরনে।
আপনার কথা এবে কর অবদানে ॥

১ পাপ উদরে ২ তাহার ৩ জগত ৪ গ্রিহষুক ভাসী ৫ জথ ৬ সৈন্ন্যাসী ৭ পুনি ৮ বোবে ৯ বাক্ষ ১০ বএয়ানে ১১ কানের শ্রোতিএ না ষুনিএ কার কথা ১২ খোর ১৩ ভূমি ১৪ নাহি রহে ১৫ নিবির্ধে ১৬ মিত্র সঙ্গে সেই সে করয় সহ্রুভেদ ১৭ ভেস ১৯ এর পর দুটি অতিরিক্ত পংক্তি—

তার ভাগী আমীহ ফিরিএ বারি বারি।
এ বুলিআ বিপ্র সেই রৈল মৈন ধরি ॥

২০ আগু হই স্তির ২১ ওরোগ সরির ২২ গুণবন্ত ২৩ স্রিজিতে বিদত্তা ২৪ না পুরিলে কোন মত্তো

কিন্তু এই পাপোদরে না শুনএ বোল।
যাহার কারণে সব জগ উতরোল ॥
তার বশে নির্জ্জিত গৃহসুখবাসী।
এড়াইতে নারে যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী ॥
অন্ধজন শান্ত হএ না দেখি নয়ানে।
বোবে পুনি রহে বাক্য না আইসে বয়ানে ॥
বধিরেও শ্রবণে না শুনে কার কথা।
পদ বিনু রহে খোঁড়া পাড়ি যথা তথা ॥
শয্যা বিনু সুখে নিদ্রা আইসে ভূমিগত।
পাপিষ্ঠ উদরে শান্তি নহে কোন মত ॥
তাহার নিমিত্তে হয় বান্ধব বিচ্ছেদ।
মিত্র সঙ্গে সেই করে সুহৃদের ভেদ ॥
তাহার কারণে সহে এই দুঃখ ক্লেশ।
জ্ঞানবন্ত জনেরে করএ মুর্খ রোষ ॥
সংসারের বৈরী সেই মরণ নিঃশ্বাস।
এ বৈরী বিহনে করে কোনে কার আশ ॥
তাহার লাগিয়া আমি ফিরি বাড়ি বাড়ি।
এ বুলিয়া সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি ॥ (জা.৭)

শুকে আশীর্বাদ কৈল হই হরষিত।
প্রতাপ প্রচন্ড হোক রাজ্য অখন্ডিত ॥
ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত রূপবন্ত দাতা ॥
সর্বগুণ দিয়া তোমা সৃজিল বিধাতা ॥
কোন জন আশা করি গেলে কার স্থানে।
না পুরিলে যেই মত জানহ আপনে ॥
বিপ্র-আশা পুরি মোরে রাখহ চরণ।
আপনার কথা এবে করি নিবেদন ॥

শব্দার্থ টীকা : বোবে—বোবার

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদে আলাওল কিছু কিছু নতুন কথা বলেছেন। মূলে ব্রাহ্মণের আশীর্বচনের প্রসঙ্গ থাকলেও তা বাণীরূপ লাভ করে নি। আলাওল ব্রাহ্মণের আশীর্বাদবাণীকে সংস্কৃত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। উদরের জ্বালার সর্বজনব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে আলাওল কিছু নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই। যেমন খঞ্জ বা খোঁড়ার প্রসঙ্গ। কিংবা ক্ষুধা যে মিত্রজনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা ক্ষুধার প্রকোপে জ্ঞানী ব্যক্তিও মূর্খের ন্যায় ক্রোধ করে এসব কথা অনুবাদে নতুন সংযোজন। আবার মূলের দোহা অংশের শেষপংক্তিটি বর্জিত হয়েছে।

জেই গুনি বিনা[1] জিজ্ঞাসনে কহে কথা ।
সে বাক্য[2] মাটীর তুল্য হয়[3] জথা তথা ।।
পণ্ডিতে আপনা ন বাখানে কদাচিত ।
জে জনে বিকায়[4] পুনি কহিতে উচিত ।।
জাবতে না করে গুনি গুন প্রকটন ।
জাবত[5] মরম না জানয় কোন জন ।।
বেদগ্রন্তাজ্ঞাতা হিরামনি মোর নাম ।
ভুত ভবিশ্বতি[6] জানি পুরাও মনস্কাম ।।

রত্নসেন নৃপতি হিরামনিক চিনিলা ।
এক লক্ষ ষুষ্ম মুদ্র[7] ব্রাহ্মনক দিলা ।।
নৃপ গৃহে থুইলা[8] ষুক করিয়া সম্মান ।
আশীর্ব্বাদ দিয়া বিপ্র করিলা পয়ান ।।
পরম ষুন্দর[9] ষুক সমুনক গুনি ।
ধন্য[11] নাম তাহার রাখীল হিরামনি ।।
প্রকাসীত বচন জেহেন মুক্তা বৈশে[12] ।
নহে মৌন হৈয়া[13] থাকে পরম[14] হরিসে ।।
নানান প্রসংগ জ্ঞান[15] কথা অনুশ্বরে ।
নৃপচিত[16] ডোবায়ন্ত আনন্দ শাগরে ।।
আগম পুরান বেদ রসের অমুল [17] ।
ষুনি সিস্যরূপ রাজা ভাবে গুরু তুল ।।

১ বিনি ২ বাক্ষ ৩ রহে ৪ জিগ্গাসে ৫ তাবত ৬ ভবিশ্বত ৭ এক লৈক্ষ স্বোর্ণমুদ্রা ৮ তুইল ৯ সোন্দর ১০ সমুদ্রক ১১ ধৈন্য ১২ বচন প্রকাশ মাত্র মুকুতা বরিশে ১৩ মৈন ধরি ১৪ মনের ১৫ জ্ঞাতা ১৬ নির্পচিত্ত ১৭ আমুল

যেই গুণী বিনি জিজ্ঞাসিলে কহে কথা ।
সে বাক্য মাটির তুল্য হয় যথা তথা ।।
পণ্ডিতে আপনা না বাখানে কদাচিত ।
যে জনে জিজ্ঞাসে পুনি কহিতে উচিত ।।
যাবতে না করে গুণী গুণ প্রকটন ।
তাবতে মরম না জানয় কোন জন ।।
বেদগ্রন্থজ্ঞাতা হীরামণি মোর নাম ।
ভুত ভবিষ্যৎ জানি পুরাও মনস্কাম ।। (জা. ৮)

রত্নসেন নৃপ হীরামণিকে চিনিলা ।
একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণক দিলা ।।
নৃপগৃহে থুইল শুক করিয়া সম্মান ।
আশীর্বাদ দিয়া বিপ্র করিল পয়ান ।।
পরম সুন্দর শুক সামুদ্রক[1] গুণী ।
ধন্য নাম তাহার রাখিল হীরামণি ।।
বচন প্রকাশ মাত্র মুকুতা বরিষে ।
নহে মৌন হইয়া থাকে পরম হরিষে ।।
নানা সুপ্রসংগ[2] জ্ঞান কথা অনুসারে ।
নৃপচিত্ত ডুবায়ন্ত আনন্দ সাগরে ।।
আগম পুরাণ বেদ রসের আমুল ।
শুনি শিষ্যরূপে নৃপ ভাবে গুরুতুল ।। (জা.৯)

১. ক ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মাটির তুল্য—অকিঞ্চিৎকর
সামুদ্রক গুণী—হস্ত পদের রেখা দেখে মঙ্গলামঙ্গল বলতে পারে এমন যে গুণী ।

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদে আলাওলের সংযোজন হল এই যে, মূলে শুকের আশীর্বচনে যেখানে রাজার ভাগ্যবন্ত হওয়ার কথাটুকু আছে, সেখানে আলাওল বুদ্ধিবন্ত, রূপবন্ত ও দাতা বলে রাজস্তুতিকে আরও জমকালো করে দিয়েছেন । আবার মূলের দোহা অংশে অপ্রাসঙ্গিকভাবে শুকমুখে পদ্মাবতীর প্রসংগ আসায় যে কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে আলাওল খুব সংগত কারণেই তাকে বর্জন করে যাথার্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন এছাড়া মূলে শুকপাখীর নাম হীরামন, অনুবাদে আছে হিরামণি । নবম স্তবকের অনুবাদের শেষাংশে কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে । অনুবাদে আছে শুকমুখে আগম পুরাণ বেদ এবং রসকথার প্রসংগ । কিন্তু মূলে আছে চন্দ্র সূর্য অর্থাৎ রত্নসেন পদ্মাবতীর প্রেমকাহিনীর বৃত্তান্ত । দোহার শেষ পংক্তিতে রাজার উন্মত্ততার ভাবী ইঙ্গিতটুকু অনুবাদে অনুপস্থিত ।

নাগমতি শুক সংবাদ খণ্ড

হেন মতে য়াছে যুক[১] নৃপ অন্তপুরে।
আর দিন মোহারাজা চলিলা আহারে[২] ॥
নৃপগৃহ[৩] মোহাদেবি নাগমতি রানি।
পতিব্রাতা যুন্দরি[৪] পাটের পরিধানি ॥
যুবেস[৫] রচিয়া করে লইয়া দর্পন[৬]।
যুকের সাক্ষাতে গীয়া পুছন্ত বচন[৭] ॥
সথ্য[৮] কহ যুকবর আমার গোচর।
পদ্দিনি সিঙ্গল দ্বিপে কেমন যুন্দর[৯] ॥
নৃপতি সবত[১০] যুক জদি বোল আন।
সংসারে কি য়াছে রূপ মোহর সমান[১১] ॥

পদ্ধাবতি রূপ যুক ভাবিয়া অন্তরে।
রানির বদন হেরি কহে ধিরে২ ॥
জেই সরবরে নাই হংসর গমন।
তথা বাক হওসতুল্য[১২] ভাবয় আপন ॥
করতায় শ্রীজিয়াছে[১৩] জগত অপরূপ।
এক হোতে এক জনা[১৪] ধিক গুন রূপ ॥
ত্রিভোবনে কাহার গোৌরব নাহি রহে।
চন্দ্রেত কলঙ্ক লাগে বিধুন্নদ গ্রহে[১৫] ॥
যুরূপে কুরূপে কেহ না গোমায়[১৬]কাল।
জাকে স্বামি দয়া করে সেই নাড়ি[১৭] ভাল ॥
কি পুনি পুছিলা মোরে সিঙ্গল কাহিনি।
দিন সমতুল্য নহে উজল জামিনি[১৮] ॥
পুষ্পের যুগন্দি তুল্য পদ্ধিনি রতন[১৯]।
চন্দ্র যুতিহিন হয় প্রকাসীলে ভানু।
এথেক যুনিয়া দেবি মোহাক্রোধ[২০] মন।
অগ্নি দহে ঘাতে[২১] জেন লাগিল লবন ॥

১ আছে বুধ ২ আহিরে ৩ নৃপগ্রিহে ৪ পতিব্রতা সোন্দরি ৫ যুভেস ৬ দ্রপন ৭ আসী জিজ্ঞাসে বচন ৮ সৈত্ত ৯ সোন্দর ১০ নিপতি সপদ ১১ সংসারে কি য়াছে বল আমার সোমান—এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
হিরামন যুকে যুনি রানির উত্তর। কহিলে সংসয় হয় মনে ২ ডর ॥ নৃপ নাহি সাক্ষাতে জদি সে কহি বানি। কে রক্ষিতা হৈব মোর মনে জাইব প্রানি ॥ এরাইতে না পারি যুকে বিসম জারনা। পুসি ২ নাগমতি যুক প্রতি যুনা ॥
১২ তথা হংশতুল্য বক ১৩ করতার স্রিজিল ১৪ জান ১৫ বিধুন্ত-গ্রহএ ১৬ গোঁআএ ১৭ নারি ১৮ উজল জামীনি ১৯ পদ্মিনির-তনু ২০ মোহাক্রোধ ২১ ঘাএ

হেন মতে আছে শুক নৃপ অন্তঃপুরে।
আর দিন মহারাজা চলিলা আহিরে ॥[১]
নৃপগৃহে মহাদেবী নাগমতী রানী।
পতিব্রতা সুন্দরী পাটের প্রধানী ॥
সুবেশ রচিয়া[২] করে লইয়া দর্পণ।
শুকের সাক্ষাতে গিয়া পুছন্ত[৩] বচন ॥
সত্য কহ শুকবর আমার গোচর।
পদ্মিনী সিংহলদ্বীপে কেমন সুন্দর ॥
নৃপতি শপথ শুক যদি বোল আন।
সংসারে কি আছে রূপ মোহর সমান ॥ (জা.১)

পদ্মাবতী-রূপ শুক ভাবিয়া অন্তরে।
রাণীর বদন হেরি কহে ধীরে ধীরে ॥
যেই সরোবরে নাহি হংসের গমন।
তথা হংসতুল্য বক ভাবএ আপন ॥[৪]
করতার সৃজিয়াছে জগ অপরূপ।
এক হোন্তে একজনাধিক গুণ রূপ ॥
ত্রিভুবনে কাহার গৌরব নাহি রহে।
চন্দ্রেত কলঙ্ক লাগে বিধুন্তুদ গ্রহে ॥
সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল।
যারে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল ॥
কি পুনি পুছিলা তুমি সিংহল কামিনী।
দিন সমতুল্য নহে উজ্জ্বল যামিনী ॥
পুষ্পের সুগন্ধিতুল্য পদ্মিনীর তনু।
চন্দ্র জ্যোতিহীন হয় প্রকাশিলে ভানু ॥
এথেক শুনিয়া দেবী মহাক্রোধ মন।
অগ্নিদহ ঘায়ে যেন লাগিল লবণ ॥ (জা.২)

শব্দার্থ টীকা : আহেরে—শিকারে
মোহর—আমার

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূলে কষ্টিপাথরে কাঞ্চন কষিত করার প্রসঙ্গটি আলাওল বর্জন করেছেন। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদেও আলাওল কিছু কিছু প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন।

মনে ভাবে এমত নৃপতি জদি শুনে ।
রায্যপাট এরিয়া[১] জাইব ততক্ষনে[২] ॥
হলাহল বিসাঙ্কুর মোর হইল পাখি ।
পূর্ব্ব সুক হইব ভ্রষ্ট[৩] জদি তাকে রাখি ॥
ধাঞি ধামিনিরে[৪] ডাকি কহিল শত্তর ।
ত্বরিতে মারহ নিয়া দুষ্ট সুকবর ॥
না হইল তাহার[৫] পুনি জে জন[৬] পুসীলা ।
এই দোসে বারে বারে হাটে বিকাইলা ॥
মুখে[৭] কহে জথ[৮] কথা হৃদে তার য়ান ।
মার সবে পক্ষি নিয়া থাক জেই স্থান[৯] ॥
জেই বাক্য[১০] লাগী প্রান কাম্পে নিরাম্তর ।
পাপীষ্টের মুখেত[১১] যুনিলুম সে উত্তর ॥

দেবির আজ্ঞায়[১২] সুক লৈল মারিবার ।
বুদ্ধিমন্ত[১৩] ধাঞি মনে[১৪] চিন্তিল অপার ॥
সুক প্রতি নৃপস্নেহ সতত[১৫] সন্তুষ ।
এই সুক মারিলে পশ্চাতে[১৬] আছে দোষ ॥
পাছে না চিয়া[১৭] জেই জনে করে কর্ম্ম ।
সেই সে নিশ্চএ জান হত মুরুক্ষ[১৮] ধর্ম্ম ॥
বিমর্সি[১৯] করিলে কায্য সুকের লক্ষন[২০] ।
আগে ভাবিলে ন হয় গতানুষুচন[২১] ॥
নৃপে না সহিব পুনি[২২] সুকের বিউগ[২৩] ।
হরিসিসে পশ্চাতে[২৪] জাইব হয়[২৫]রোগ ॥
গর্ব্বপাপ[২৬]পওধর না হএ গোপন ।
কাল পুন্ন হইলে হএ বেকত আপন[২৭] ॥
এথেক ভাবিয়া মনে বুদ্ধিমন্ত[২৮] ধাঞি ।
পরম জত্তনে সুক রাথীল ছাপাই[২৯] ॥

১ রাজ্যপাট তেজিয়া ২ তৈতেক্ষন ৩ সর্ব্বসুখ ভণ্ট হৈব ৪ ধামীনিকে ৫ তাহারে ৬ জনে ৭ মুকে ৮ এক ৯ মার নিআ পক্ষি সাক্ষি নাই জেই স্তান ১০ বাক্ষ ১১ মুকেতে ১২ আজ্ঞাএ ১৩ বুদ্ধিবন্ত ১৪ পাছে ১৫ সতেত ১৬ প্রচাতে ১৭ ন চিন্তিআ ১৮ মুক্ষ ১৯ বিমরসী ২০ লৈক্ষন ২১ গতাম্ত শোচন ২২ যুনি ২৩ বিওক ২৪ হরিসের প্রচাতে ২৫ অই ২৬ গর্ব্বপয় ২৭ নয়ান ২৮ বুদ্ধিমন্ত ২৯ লুকাঞি

মনে ভাবে এমত নৃপতি যদি শুনে ।
রাজ্যপাট ত্যেজিয়া যাইব ততক্ষণে ॥
হলাহল বিষাঙ্কুর মোর হৈল পাখী ।
সর্বসুখ ভ্রষ্ট হৈব যদি তাকে রাখি ॥
ধাঞি ধামিনীরে ডাকি কহিল সত্বর ।
ত্বরিতে মারহ নিয়া দুষ্ট শুকবর ॥
না হৈল তাহার পুনি যে জনে পুষিল ।
এহি দোষে বারে বারে হাটে বিকাইল ॥
মুখে কহে এক কথা হৃদে তার আন ।
মার নিয়া সাক্ষী নাহি থাকে যেই স্থান ॥
যেই বাক্য লাগি মন কাম্পে নিরন্তর ।
পাপিষ্ঠের মুখেত শুনিলুম সে উত্তর ॥ (জা.৩)

দেবীর আজ্ঞায় শুক নিল মারিবার ।
বুদ্ধিবন্ত ধাঞি মনে চিন্তিল অপার ॥
শুক প্রতি নৃপস্নেহ সতত সন্তোষ ।
এই শুক মারিলে পশ্চাতে আছে দোষ ॥
পাছে না চিন্তিয়া যেই জনে করে কর্ম ॥
সেই সে নিশ্চয় জান হতমূর্খ ধর্ম ॥
বিমর্ষি করিলে কার্য সুখের লক্ষণ ।
আগে না ভাবিলে হয় গতান্তশোচন ॥
নৃপে না সহিব পুনি শুকের বিয়োগ ।
হরষিতে খাইয়া পশ্চাতে হয় রোগ ॥[১]
গর্ভপাপ পয়োধর না হয় গোপন ।
কাল পূর্ণ হৈলে হয় বেকত আপন ॥
এথেক ভাবিয়া মনে বুদ্ধিমন্ত ধাঞি ।
পরম যতনে শুক রাখিল ছাপাঞি ॥ (জা.৪)

১. ক

শব্দার্থ টীকা : বিমর্ষি—বিবেচনা
ছাপাঞি—লুকিয়ে
সবাকের—সকলের

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলপ্রসঙ্গ ঠিক রেখেও রূপকগুলি বর্জিত হয়েছে । মূলে শুকপাখী প্রসঙ্গে আছে ভোরের বার্তাবহ মোরগের কথা । অনুবাদে তা নেই । মূলের দোহা অংশে আছে দিন-রাত্রি, কমল-সূর্য এবং নাগ-ময়ূরের রূপক চিত্রগুলি, অনুবাদে সেগুলি বাদ পড়েছে । চতুর্থ স্তবকের অনুবাদেও কিছু অনিবার্য পরিবর্তন ঘটেছে । হিন্দী বাক্‌ধারাকে আলাওল বর্জন করে বাংলা বাক্‌ধারা এনেছেন । মূলে আছে ঘোড়ার রোগ বাঁদরের মাথায় চড়ার কথা—অর্থাৎ একের দোষ অন্যের ঘাড়ে পড়া । এটা বাদ দিয়ে আলাওল পাপের অনিবার্য প্রকাশকে গর্ভিনী রমণীর স্তনশীর্ষের কৃষ্ণতার সঙ্গে তুলনা করে মৌলিকতা দেখিয়েছেন ।

আখেট নিম্বাহি জদি নৃপ[১] আইল ঘরে।
জিজ্ঞাসিলা[২] হিরামনি না দেখী গোচরে ॥
স্বগর্ব্ব[৩] সজোগে রানি দিলেক উত্তর[৪]।
মর্জারে[৫] ধরিল বিতর্পন শুকবর ॥
সিঙ্গল রমনি কথা জিজ্ঞাসিল আমি।
বলিল[৬] সে হংসতুল্য বকতুল্য তুমী ॥
পদ্মিনি দিবসতুল্য তুমি তমনিসী।
মাত্তন্ড[৭] প্রকাশে জদি হিন হয় সসি[৮] ॥
তোর স্বামি স্যামনিশী ভাবেত জাচক।
দিবসের মর্ম্ম জেন[৯] ন জানে পেচক ॥
জদ্যাপি[১০] পন্ডিত পক্ষি[১১] প্রয়[১২] সুপন্ডিত।
এমত বলিতে[১৩] মোর না হয় উচিত ॥
প্রিয়থমা[১৪] হইলে পক্ষি সিরেত[১৫] বসাইব।
বন টুটে সুন্ন জেই কি কায্যে পৈরিব[১৬] ॥

শুনি ক্রোধ হইল নৃপ আনল সমান।
ন জানসি হিরামনি মোর ধন[১৭]প্রাণ ॥
অসথ্য[১৮] বচন কভু না কহে পন্ডিত।
সুন্ন বুদ্ধি হইল তোর বুঝিল চরিত[১৯] ॥
কিবা মোর প্রাণ শুক দেও নাগমতি।
নতুবা শুকের সঙ্গে হইবা শমপ্রতি[২০] ॥
চন্দ্রাকার[২১] ছিল ধরনি[২২] উজ্বল[২৩] বদন।
গ্রহন লাগিল শুনে স্বামির বচন ॥
নিম্বাহ হইল জদি[২৪] প্রেমের সোহাগ।
সেবায় ছারিল জবে হইল দোয়াগ[২৫] ॥
তিল এক দোসে প্রিয়া[২৬] হইল বিমন।
স্বামিক[২৭] আপনা বোলে সেই মুরুক্ষ জন[২৮] ॥

১ নিপ ২ জিজ্ঞাসীল ৩ সগর্ব্ব ৪ দিল পদুত্তর ৫ মাজ্জারে ৬ বুলিলো ৭ মার্টন্ত ৮ হএ সসী ৯ কবু ১০ জৈদ্যাপি ১১ পাখী ১২ প্রিঅ ১৩ বুলিতে ১৪ প্রিঅত্তমা ১৫ সীরে না ১৬ কন্য কাটে হেন সোনা কি কাজে পরিব ১৭ পঞ্চ ১৮ অজৈগ্য ১৯ বুজ্জিলুম নিশ্চিত। এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
এ রাজ্য সম্পদ ধন মোর নাই কাজ।
পুনি না ভুঞ্জিব তুমী পাটশ্বরি রাজ ॥
সৈত্যবতি প্রানশুক না লইলা পুরে।
নিজ কুল প্রান রাখ শুক দিআ মোর ॥
২০ হও গীআ গতি ২১ চন্দ্র তুল্য ২২ ধনি ২৩ উৎজ্জল ২৪ নিম্বাহ ন হৈল জদি ২৫ হারাইল দোহাগ ২৫ পীআ ২৭ স্বামীরে ২৮ সেহ মুরজন

আখেট নির্বাহি যদি নৃপ আইল ঘরে।
জিজ্ঞাসিল হীরামণি না দেখি গোচরে ॥
সগর্ব সংযোগে রাণী ছিল পদুত্তর।
মার্জারে ধরিল বিতপন শুকবর ॥
সিংহল রমণী কথা জিজ্ঞাসিল আমি।
বলে সেই হংসতুল্য বকতুল্য তুমি ॥
পদ্মিনী দিবস তুল্য তুমি তম নিশি।
মার্তণ্ড প্রকাশে জ্যোতি ক্ষীণ হয় শশী ॥
তোর স্বামী শ্যাম নিশি ভাবেতে যাচক।
দিবসের মর্ম কভু না বুঝে পেচক ॥
যদ্যাপি পণ্ডিত পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত।
এমত বলিতে মোরে না হএ উচিত ॥
প্রিয়তমা হৈলে পক্ষী শিরে না বসাইব।
কর্ণ টুটে হেন স্বর্ণ কি কাজে পরিব ॥ (জা. ৫)

শুনি ক্রোধ হৈল নৃপ আনল সমান।
না জানসি হীরামণি মোর পঞ্চ প্রাণ ॥
অসত্য বচন কভু না কহে পণ্ডিত।
শূন্যবুদ্ধি হৈলি তুই বুঝিলু চরিত[১] ॥
কিবা মোর প্রাণ শুক দাও নাগমতি।
নতুবা শুকের সঙ্গে হও গিয়া সতী ॥ (জা. ৬)
চন্দ্রতুল্য ছিল ধনি উজ্জ্বল বদন।
গ্রহণ লাগিল শুনি স্বামীর বচন ॥
নির্বাহ হৈল যদি প্রেমের সোহাগ।
সেবায় ছারিল যবে হৈল দোহাগ ॥
তিল এক দোষে প্রিয় হৈল বিমন।
স্বামীরে আপনা বলে সেই মূর্খজন ॥

১. আ

শব্দার্থ টীকা : আখেট নির্বাহি—শিকার শেষ করে; বিতপন—সুন্দর; দোহাগ—দুর্ভাগ্য; যাচক—ভিক্ষুক; সেবায়…দোহাগ—সেবা যখন ত্যাগ করল তখন দুর্ভাগ্য দেখা দিল।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ। মূলের একাদশ থেকে চতুর্দশ পংক্তিগুলি অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।
ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশের অনুবাদ অনুপস্থিত।

প্রভু প্রেম দয়াল গৌরব[1] অনুচিত ।
সেবা ভক্তি[2] ত্রাসমাত্র অখণ্ড পীরিত ॥
পীরিতি কাঞ্চন মধ্যে[3] পরি গেল সিসা ।
ত্রাসে কম্পমান কন্যা[4] হারাইল দিসা ॥
কথাত পাইব ষুন্ন[5] বন্নিকের লাগ ।
পুনি মিশাইতে পারে সজ্ঞোগ সহাগ[6] ॥

জিজ্ঞাসিলা ধাঞিরে ষুকের বিবরন ।
উত্তর দিলেক ধাঞি হই ক্রোধ মন[7] ॥
নিসেদ করিলুম রিস না করিয় মনে ।
এই রিসে নাস না হইছে কোন জনে[8] ॥
রিসযুক্তা হই না[9] দেখসি পাষু য়াগে[10] ।
পাপ রিস হোন্তে পুনি টুটএ সোহাগে ॥
ষামিক্রোধে ত্রাসযুক্ত জেই[11] রিস হিন ।
তবে[12] মুখচন্দ্র কভু[13] না হয় মলিন[14] ॥
এথেক বলিয়া ধাঞি আনি দিল ষুক ।
ষুক লই[15] আইলা দেবি[16] ষামির সমুখ ॥
মানমতি[17] হৈয়া মনে গর্ব্ব না করিলুম ।
প্রভুর পীরিতি ভাব মরম লইলুম ॥
জদি প্রাণপণে সেবা করো বারোমাস ।
এক রুঞ্জ[18] দোসে করে সমুলে বিনাস ॥
জেই গিম নম্র করি দেয় তোমা আগে ।
তাহারে পরানে মার অতি অনুরাগে ॥
মিলন সজ্ঞোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জিউ ।
দুরে থাকি তোমারে আদেস প্রান পীউ ॥
মোর প্রভু করিয়া ভাবিলুস নিজ মনে ।
বিমর্শি চাহিলুম পাছে আছে সর্ব্বস্থানে[19] ॥
কিবা রানি কিবা দাসী[20] কিবা অন্য জানি[21] ।
শ্বামি জাকে কৃপা[22] করে সেই সে ভাজ্ঞনি ॥
তোমাকে জিনিব কোনে[23] হারে ব্যাস ভোজ ।
আপনা করিল নাস পায় তোমা খোজ ॥

১ পুর্ব্ব প্রেম দয়ার গর্ব্ব ২ ভক্ত ৩ মাজ্ঝে ৪ দেবি ৫ স্বোর্ণ্য ৬ সোহাগ ৭ ক্রোধ হই মন ৮ নাস হইআছে কথ জন ৯ রিসজোত হৈলে না ১০ পাছ আগে ১১ হৈলে ১২ তার ১৩ তুল্য
১৪ এর পর অতিরিক্ত পংক্তি—

তখনে কহিল আমি এ সব বৃত্তান্ত ।
রিসেতে আপনা নাস ক্রোধ হৈব কান্ত ॥

১৫ হস্তে ১৬ রানি ১৭ মানমত্ত ১৮ রুন্ধ্র ১৯ সর্ব্বস্তানে ২০ কিব দাসী কিবা রানি ২১ জানি ২২ দয়্যা ২৩ কনে

প্রভু প্রেম দয়ার গরব অনুচিত ।
সেবাভক্তি ত্রাসযুক্ত[1] অখণ্ড পিরীত ॥
পিরীতি কাঞ্চন মধ্যে পড়ি গেল সীসা ।
ত্রাসে কম্পমান কন্যা হারাইল দিশা ॥
কোথাত পাইব স্বর্ণবণিকের লাগ ।
পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ ॥ (জা. ৭)

জিজ্ঞাসিলা ধাঞিরে শুকের বিবরণ ।
উত্তর দিলেক ধাঞি হৈয়া ক্রোধ মন ॥
নিষেধ করিল রিষ না করিও মনে ।
এই রিষে নাশ হইয়াছে কত জনে ॥
রিষযুক্ত হৈলে না দেখে পাছু আগে ।
পাপরিষ হোন্তে পুনি টুটএ সোহাগে ॥
শ্বামী ক্রোধ ত্রাসযুক্ত যেই রিষহীন ।
তার মুখচন্দ্র কভু না হয় মলিন ॥ (জা. ৮)

এথেক বলিয়া ধাঞি আনি দিলা শুক ।
শুক হস্তে আইলা দেবী শ্বামীর সম্মুখ ॥
মানমতী হইয়া মনে গর্ব না করিলুম ।
প্রভুর পিরীতিভার মরমে লইলুম ॥
যদি প্রাণপণে সেবা করো বারমাস ।
এক রন্ধ্র দোষ কৈলে সমুলে বিনাশ ।
যেই গিম নম্র করি দেয় তোমা আগে ।
তাহারে পরাণে মার অতি অনুরাগে ॥
মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্ন ভাব জিউ ।
দুরে থাকি তোমার আদেশে প্রাণ পিউ ॥
মোর প্রভু করিয়া ভাবিলু নিজ মনে ।
বিমর্ষি চাহিল পাছে আছে সর্ব স্থানে ॥
কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্যজনী ।
প্রভু যারে কৃপা করে সেই সে ভাজ্ঞনি ॥
তোমারে জিনিবে কোন হারে ব্যাস ভোজ ।
আপনা করিলে নাশ পায় তোমা খোঁজ ॥ (জা. ৯)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : সোহাগ—আদর, সোনা শুদ্ধ করা হয় যে বস্তু দিয়ে ।
রিষ—ঈর্ষা গিম—গ্রীবা
ভাজ্ঞনি—ভাগ্যবতী
ব্যাস ভোজ—ব্যাসদেব ও ভোজরাজ । মূলে আছে বররুচি ও ভোজ ।

রাজা-শুক সংবাদ খণ্ড

ষুনিয়া নৃপতি আর না দিলা উত্তর ।
তার পাছে ষুকেত পুছিলা নৃপবর[1] ।।
সথ্য[2] কহ ষুকবর সথ্য কহ মুল ।
সথ্যর কারনে তোর বদন রাতুল ।।
সথ্যেত বান্দিছে শ্রীষ্টী[3] সথ্যবাদি জন ।
সথ্য হোন্তে লক্ষি বস জানিয় কারণ ।।
জথা সথ্য তথাত সাহস সিদ্দি[4] পাএ ।
সথ্য হোন্তে সতি নারি ষামি[5] সঙ্গে জাএ ।।
সথ্য হোন্তে সথ্যবাদি[6] দুই জগ তরে ।
সথ্যবাদি জনেরে জগতে সেনেহ[7] করে ।।
পন্ডিত চতুর তুমি সথ্য কহ মোরে ।
কিসের কারনে দেখি[8] লুকাইল তোরে ।।

নৃপতির মুখে[9] হেন যুনিয়া উত্তর ।
ভক্তিভাবে পদুত্তর দিল ষুকবর ।।
সথ্যের কারনে প্রাণ জাউক নরনাথ[10] ।
পন্ডিতেরে[11] অসথ্য বচনে ব্রজঘাত[12] ।।
সমুদ্রে বহিত্রে মধ্যে[13] সথ্য জে কান্ডার ।
বিনি সথ্য বলে উত্তরিতে নারে পার ।।
সথ্য সাক্ষি করি নিকলিলু[14] এই পন্তে ।
সিংগল দ্বিপের[15] রাজবালা গৃহ হোন্তে[16] ।।
রূপেগুনে পদ্মাবতি রাজার কুমারি ।
পরম সোন্দর[17] তনু বিধি[18] অবতারি ।।
আর জথ পদ্মামিনি[19] আছে সেই দিপে ।
তার প্রতিবিম্বু[20] সব জানিও সরূপে ।।
সসি নিসকলংক মুখ[21] পংকজ য়্যানি[22] ।
কনক ষুগান্দি তনু দ্বাদস বাহিনি[23] ।।
হিরামনি ষুক মুই[24] তান[25] প্রিয়া পাখী ।
পাইল মনিস্য সচ[26] হ্রদে হইল আখি ।।

১ পুচিল নির্পবর ২ সৈত্য ; সর্বত্রই সৈত্য । ৩ স্রিস্টী ৪ সীদ্ধি ৫ স্বামী ৬ সৈত্য জান ৭ দয়্যা ৮ দেবি ৯ নির্পতির মুকে ১০ নর-নাত ১১ পন্ডিত্তের ১২ বজ্রঘাত ১৩ বহিত্র মাজে ১৪ নিকলিলুম ১৫ সীংগল দিপের ১৬ গ্রিহ হন্তে ১৭ সোন্দরি ১৮ বিদি ১৯ পদ্মা-বতি ২০ প্রতি বিম্বু ২১ কৈন্যা ২২ পংকজ নয়্যানি ২৩ দোআদস বরনি ২৪ আমী ২৫ তার ২৬ সব্দ

শুনিয়া নৃপতি আর না দিল উত্তর ।
তার পাছে শুকেত পুছিল নৃপবর ।।
সত্য কহ শুকবর সত্য কহ মুল ।
সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল ।।
সত্যেত বান্ধিছে সৃষ্টি সত্যবাদী জন ।
সত্য হোন্তে লক্ষ্মী বশ জানিও কারণ ।।
যথা সত্য তথাত সাহস সিদ্ধি পায় ।
সত্য হোন্তে সতী নারী স্বামী সঙ্গে যায় ।।
সত্য হোন্তে সত্যবাদী দুই জগে তরে ।
সত্যবাদী জনেরে জগতে স্নেহ করে ।।
পন্ডিত চতুর তুমি সত্য কহ মোরে ।
কিসের কারণে দেবী লুকাইল তোরে ।। (জা. ১)

নৃপতির মুখে হেন শুনিয়া উত্তর ।
ভক্তিভাবে পদুত্তর দিল শুকবর ।।
সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ ।
পন্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত ।।
সমুদ্রে বহিত্র মাঝে সত্য সে কান্ডার ।
বিনি সত্যবলে উত্তরিতে নারে পার ।।
সত্য সাক্ষী করি নিঃসরিল[1] এই পন্থে ।
সিংহল দ্বীপের রাজ-বালা গৃহ হোন্তে ।।
রূপে গুণে পদ্মাবতী রাজার কুমারী ।
পরম সুন্দর তনু বিধি অবতারি ।।
আর যত পদ্মিনী আছে সেই দ্বীপে ।
তার প্রতিবিম্ব হেন জানিও স্বরূপে ।।
শশি নিষ্কলংক মুখ পংকজ-নয়ানী ।
কনক সুগন্ধি তনু দ্বাদশ বাণী ।।
হীরামণি শুক মুই[2] তার প্রিয় পাখী ।
পাইল মনুষ্য শব্দ হৃদে হৈল আঁখি ।। (জা. ২)

১. আ ২. ক

শব্দার্থ টীকা : পুছিল—প্রশ্ন করল, রাতুল—লাল, কান্ডার—দাঁড়

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূলের অসত্য নিন্দনের প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে নেই । দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে সত্যের দাঁড় বেয়ে সংসার-সমুদ্র পার হবার চিত্রকল্পটি আলাওলের সংযোজনা ।

ষুকে বাখানিল জদি রানি পদ্ধাবতি ।
সেই পধে ওলি হইয়া[১] ভুলিল নৃপতি ॥
নিকটে আইল[২] মোর পক্ষি পৃয় তুস[৩] ।
পুনরপি কহ সেহ কথা অন্যবস[৪] ॥
কি নাম নৃপতি কোন মত সেহ দেস।
বিবেচিয়া[৫] কহ পুনি কথা শ্ববিসেস[৬] ॥
কোন[৭] মত রূপ গুন পদ্ধাবতি রামা।
ভ্রমর সঞ্জোগ কিবা করৈক[৮] উপামা ॥

এথেক ষুনিয়া ষুকে বলে সবিনয়[৯] ।
সিংগল ত্রিদ্বিপ তুল্য[১০] ষুন মোহাসয় ॥
ষরূপ সন্টব[১১] ষুক বিশ্বদ[১২] দেখীয়া ।
সেই দেসে গেল কেহ ন য়াইসে ফিরিয়া ॥
ছত্তিস বরনে ঘরে ঘরে পদ্ধামিনি ।
সতত[১৩] বসন্ত তথা দিবস রজনি ॥
নানাবন্ন উদ্যান[১৪] পুন্নিত ফলফুল ।
কুরূপ দুর্গন্দ তথা সপ্ন সমতুল ॥
পতি গন্দধ্য সেন[১৫] তথা রাজশ্বর[১৬] ।
অপচরা বেষ্টীত[১৭] জেহেন পুরান্দর ॥
ষুকুমারি পদ্ধাবতি সেই রাজষুতা।
জিনিয়া সকল দ্বিপ[১৮]জেন গুনযুতা ॥
পদ্ধাবতি সাক্ষাতে রমনিকুল সোভা[১৯] ।
মিহির প্রভাবে জেন নিসা করে[২০] প্রভা ॥

ষুনিয়া কন্যার রূপ নৃপ[২১] উল্লাসিত।
প্রেমভাবে সরির[২২] হইল পুলকিত ॥
পন্ডিতের বচন জানিয়[২৩] সব সার ।
চিত্ররূপে রহিলেক হৃদয় মাজার ॥
মহন মুরুতি[২৪] জদি মধে প্রবেসীল[২৫] ।
ঘটে পুন্ন হইয়া[২৬] যুতি হৃদে প্রকাশিল[২৭] ॥

১ য়লি হই ২ আইসহ ৩ প্রিঅত্তম ৪ পুনি বিব কহ মোরে বচন উত্তম ৫ বিচারিআ ৬ কথা সে বিসেস ৭ কন ৮ কোরক ৯ বোলে সবিনএ ১০ সীংগল ত্রিদিপ কথা ১১ সরূপ সন্টব ১২ বিস্মুদ ১৩ সতেত ১৪ উম্ধান ১৫ নির্পতি গন্দ্রব্ব সেন ১৬ নরেশ্বর ১৭ বিষ্টীত ১৮ দিপ ১৯ সভা ২০ নিসাকর ২১ নেৃপ ২২ বিরহ ২৩ শুনিল ২৪ মোহন মুরতি ২৫ হৃদে প্রভেসীল ২৬ ঘট পুর্না হই ২৭ মনে প্রকাসীল

শুকে বাখানিল যদি রাণী পদ্মাবতী।
সেই পদ্মে অলি হৈয়া ভুলিল নৃপতি ॥
নিকটে আইসহ মোর পক্ষী প্রিয়তম।
পুনরপি কহ সেই বচন উত্তম ॥
কি নাম নৃপতি কোন মত সেই দেশ ।
বিচারিয়া[১] কহ পুনি কথা সবিশেষ ॥
কোন মত রূপ গুণ পদ্মাবতী রামা।
ভ্রমরা-সংযোগ কিবা কলিকা উপমা ॥ (জা. ৩)

এতেক শুনিয়া শুকে বলে সবিনয় ।
সিংহল ত্রিদিবতুল্য শুন মহাশয় ॥
সুরূপ সৌষ্ঠব সুখ বিশদ দেখিয়া ।
সেই দেশে গেলে কেহ না আইসে ফিরিয়া ॥
ছত্রিশ বরণ ঘরে ঘরে পদ্মিনী ।
সতত বসন্ত তথা দিবস রজনী ॥
নানা বর্ণ উদ্যান পূর্ণিত ফল ফুল ।
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল ॥
নৃপতি গন্ধর্বসেন তথা রাজ্যেশ্বর ॥
অপ্সরা বেষ্টিত যেহেন পুরন্দর ॥
সুকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা ।
জিনিয়া সকল দ্বীপ মাঝে[২] গুণযুতা ॥
পদ্মাবতী সাক্ষাৎ রমণীকুল শোভা ॥
মিহির প্রভাবে যেন নিশাকর প্রভা ॥ (জা. ৪)

শুনিয়া কন্যার রূপ নৃপ উল্লসিত ।
প্রেমভাবে শরীর হইল পুলকিত ॥
পন্ডিতের বচন জানিল সব সার ।
চিত্ররূপে রহিলেক হৃদয় মাঝার ॥
মোহন মুরতি যদি হৃদে প্রবেশিল ।
ঘট পূর্ণ হই জ্যোতি মনে প্রকাশিল ॥

১. আ ২.ক

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা অনুবাদে নেই। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে মূলের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পংক্তি দুটি বর্জিত। মূলে আছে নানা দেশ থেকে পদ্মাবতীর জন্য সম্বন্ধ আসার কথা এবং গর্বিত রাজা গন্ধর্বসেনের সে সম্পর্কে উপেক্ষা।

চিত্তের[১] নয়ানে বিলুকিল[২] রূপ ছায়া।
জল মিন দগ্ধ[৩] জেন রক্ত কায়া ॥
অনাহূত চক্র মধ্যে[৪] প্রেমের অঙ্কুর[৫]।
রূপ রস বাক্য জালে[৬] সিঞ্চিল[৭] প্রচুর ॥
সাখা পত্র বারিয়া পাতালে গেল মূল।
অবসেসে ন জানি কি ধরে ফল ফুল ॥
তিন লোক[৮] বিচারিরা মনে কল্য[৯] সার।
প্রেমের তুলানা[১০] দিতে বস্তু নাই যার[১১] ॥

সুকে বলে[১২] প্রেম বাক্য[১৩] না বল[১৪] গোশাই।
প্রেম তুল কটীন সংসারেত[১৫] কিছু নাই ॥
আহার দেখিয়া পক্ষি মনে করে বস[১৬]।
পশ্চাতে বাঝিলে[১৭] ফান্দে বরহি ককস[১৮] ॥
প্রেম ফান্দে বাঝিলে প্রেমের তরে আষ[১৯]।
জবে করে ভাবকে সমূলে আত্মনাষ[২০] ॥

শুনিয়া[২১] কহিলা রাজা ছারিআ নিশ্বাস।
না বল পণ্ডিত হেন বচন নৈরাস ॥
প্রেমের কটিন দুক্ষ জেই জনে শহে।
দুই জগতরে হেন নিতি শাস্ত্রে[২২] কহে ॥
দুক্ষের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেম নিধি।
দুক্ষ প্রেম[২৩] সহে জাক[২৪] পরসন বিধি ॥
দুক্ষ দেখী প্রেমপন্তে না করে গমন।
সংসারেত নিশ্বার্থে আইলু সেই জন ॥
এবে মুই প্রেমপন্তে চলিমু নিশ্চএ।
পায়ে না টেলিয়া দুক্ষ সিস্য কর মোহাসয়[২৫] ॥
প্রিওথমা দরসনে[২৬] বিনা মাত্র দুক।
নয়ন গোচরে হইলে অতুলিত শুক[২৭] ॥
মস্তক আপদ আদি অলঙ্কার রূপ।
একে একে কহ শুক[২৮] বচন সরূপ[২৯] ॥
সুক বোলে আএ প্রভু কর অবদান।
সুনিলে সে রূপ কথা হিন হৈব জ্ঞান[৩০] ॥

১ চিত্তের ২ বিলক্ষিল ৩ জল মীন দুগ্ধ লনি ৪ চক্র মাজে ৫ য়ংকুর ৬ বাক্ষজালে ৭ শ্রিজিলা ৮ ত্রিভুবন ৯ কৈলুম ১০ তুলনা ১১ আর ১২ বোলে ১৩ বাক্ষ ১৪ বোল ১৫ সংসারে ১৬ আহার দেখীআ জেন পক্ষি মনে রস ১৭ প্রচাতে বাজিলে ১৮ কর্কস ১৯ প্রেমফান্দে বাজিলে মুক্তির নাই আস ২০ আপ্তনাস ২১ সুনিআ ২২ সাত্র ২৩ প্রেম দুক্ষ ২৪ জেই ২৫ পটক করহ মোরে গুরু মোহাসএ ২৬ প্রিঅত্তম অদ্রসন ২৭ নয়্যান গোচর হৈলে আতুভিল সুক। ২৮ সুক ২৯ সরূপ ৩০ শেষ পংক্তি দুটি বাংলা একাডেমির পুঁথিতে অনুপস্থিত।

চিত্তের নয়ানে বিলোকিল রূপ ছায়া।
জল বিনু মীন যেন রক্ত বিনু কায়া ॥
অনাহত চক্র মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর।
রূপ রসে বাক্যজালে সিঞ্চিল প্রচুর ॥
শাখাপত্র বাড়িয়া পাতালে গেল মূল।
অবশেষে না জানি কি ধরে ফল ফুল।
তিন লোক বিচারিরা মনে কৈল সার।
প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর ॥ (জা. ৫)

শুকে বলে প্রেমবাক্য না বল গোসাঞি।
প্রেমতুল্য কঠিন সংসারে কিছু নাই ॥
আহার দেখিয়া যেন পক্ষী মনে রস।
পশ্চাতে বাজিলে ফান্দে বড়ই কর্কশ ॥
প্রেমফান্দে বাজিলে মুক্তির নাহি আশ।
যবে করে ভাবকে সমূলে আপ্তনাশ ॥ (জা. ৬)

শুনিয়া কহিল রাজা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
না বল পণ্ডিত হেন বচন নৈরাশ ॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে।
দুই জগ তরে হেন নীতিশাস্ত্রে কহে ॥
দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি।
প্রেম দুঃখ সহে যেবা পরসন বিধি ॥
দুঃখ দেখি প্রেম পন্থে না করে গমন।
সংসারেত নিঃস্বার্থে আইল সেই জন ॥
এবে মুই প্রেমপন্থে চলিমু নিশ্চয়।
পায় না ঠেলিও শিষ্য গুরু মহাশয় ॥
প্রিয়তমা দরশন বিনি মাত্র দুঃখ।
নয়ান গোচরে হৈলে অতুলিত সুখ ॥
মস্তক আপাদ আদি অলংকার রূপ।
একে একে কহ শুক বচন স্বরূপ ॥ (জা. ৭)

শব্দার্থ টীকা : ভাবক—প্রেমিক ; আপ্তনাশ—আত্মনাশ
পরসন—প্রসন্ন ; অনাহত চক্র—তন্ত্রসাধনায়
হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল পদ্ম।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে মূলের 'প্রেমের অঙ্কুর' অবলম্বনে আলাওল শাখা পত্রের চিত্রকল্পে তাকে পল্লবিত করেছেন। কিন্তু মূলের চন্দ্র-রাহু, সূর্য-কমল, পদ্ম-ভ্রমরের রূপকগুলি বাদ গেছে। ষষ্ঠস্তবকে মূলের প্রেম-তত্ত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ শুক-ভাষণ অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত।

নখশিখ খণ্ড
বা
পদ্মাবতী রূপ-বর্ণন খণ্ড

পদ্মাবতি রূপ কি কহিমু মোহারাজ ।
তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক[১] মাজ ॥
অপাদলম্বিত কেস কস্তুরি সৌরব ।
মহা অন্দ করে[২] মন দৃষ্টী পরাভব ॥
অলী পিক ভয়ঙ্গ[৩] চামর জলধর ।
স্যামতা সৈষ্ঠভ[৪] কেহ নহে সমশ্বর ॥
ত্রিগুন সঞ্চার[৫] বিনি ভোবন মোহন[৬] ।
এক গুনে ডঙসীতে পারয় ত্রিভোবন[৭] ॥
বিরজিত[৮] কুষুম্ব গুম্ফিত[৯] মুক্তাহার ।
স্বগন[১০] জলধি জেন তারক সঞ্চার ॥

তার মধ্যে সিমন্ত[১১] খর্গের ধারা জিনি ।
বলাহক মধ্যে জেন[১২] স্থির সৈদামিনি[১৩] ॥
শর্গ হতে[১৪] আসীতে জাইতে মনুরথ ।
শ্রীজিল অরন্য মধ্যে[১৫] মোহাষুক পথ ॥
সেই পন্তে বাটআর বৈসে অনুদিন ।
কুটীল অলখা পাসে রক্ত বেক্ত[১৬] চিন ॥
কিবা কসটির মধ্যে[১৭] ষর্নরেখাকার[১৮] ।
জমুনার[১৯] মাজে কিবা ষুরশ্বরি ধার ॥
জনান্তরে বাণ্ডা সিন্দি[২০] হইতে শহসাত ।
ত্রিবলি[২১] উপরে জেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখ চন্দ্র আখি অরুন দেখীয়া ।
ত্রাসে ফাটীয়াছে[২২] জেন তিমিরের হিয়া ॥
কার সক্তি আছে সেই পন্তে জাইবার ।
রুধির মিশ্রীত জেন তিখন খর্গধার ॥
কদাচিত কেহ জদি জাএ গম্য[২৩] আসে ।
মন বন্দী হয় তার অলখার ফাসে[২৪] ॥

১ ত্রিলোক ২ অন্দকার ৩ অলি পীক ভুজঙ্গ ৪ শ্রেষ্টব ৫ তিন গুনে সজোগ ৬ ভুবন মোহন ৭ ত্রিভুবন ৮ বিরচিত ৯ গুতিত ১০ সঘন ১১ শ্রিমন্ত ১২ কিবা ১৩ সদামীনি ১৪ স্বর্গ হন্তে ১৫ শ্রিজিছে অন্য মাজে ১৬ বেক্ত রক্ত ১৭ কচটীর মাজে ১৮ স্বোর্ন রেকাকার ১৯ জবুনার ২০ ব্রম্মান্ডের বাণ্ডা সীন্ধি ২১ ত্রিপিনি ২২ পাটীয়াছে ২৩ গম্ম ২৪ অলেখায় ফাসে ।

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ ।
তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক মাঝ ॥
আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ ।
মহা অন্ধ করে মন দৃষ্টি পরাভব ॥
অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর ।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কেহ নহে সমসর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবন মোহন ।
এক গুণে ধ্বংসিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরচিত কুসুম্ব গুম্ফিত মুক্তাহার ।
সঘন জলদে যেন তারকা সঞ্চার ॥ (জা. ১)

তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি ।
বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হোন্তে আসিতে যাইতে মনোরথ ।
সৃজিল অরণ্য মাঝে মহাসূক্ষ্ম পথ ॥
সেই পন্থে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন ।
কুটিল অলকা পাশে ব্যক্ত রক্তচিন্ ॥
কিবা কষটির মাঝে স্বর্ণ রেখাকার ।
যমুনার মধ্যে কিবা সুরস্বরী ধার ॥
জম্মান্তের বাঞ্ছাসিদ্ধি হৈতে সহসাত ।
ত্রিবেণী উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখ চন্দ্র-আঁখি অরুণ দেখিয়া ।
ত্রাসে ফাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার ।
রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ম খড়্গধার ॥
কদাচিত কেহ যদি যায় গম্য আশে ।
মন বন্দী হয় তার অলকার ফাঁসে ॥ (জা. ২)

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদের শেষ দুটি পংক্তি আলাওলের নিজস্ব, মূলে নেই। আবার মূলের স্বর্গমর্ত্য আঁধার হয়ে আসা আলুলায়িত কুন্তলের সৌন্দর্যব্যাপ্তি অনুবাদে নেই ।
দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলানুসরণ সত্ত্বেও কিছু নতুন কথা আছে। মুখচন্দ্র দেখে তিমিরের হৃদয় বিদারণের চিত্রকল্পটি মূলে নেই । অলকা বা চুলের ফাঁসে মন বন্দী হওয়ার কথাও নতুন ।

ভাগ্যের উদয়স্থল[১] ললাট সুন্দর[২] ।
দ্বিতিয়ার[৩] চন্দ্র জিনি অতি মনুহর ।।
বালক চান্দ্রিমা অংগ বারে দিনে দিন ।
মোহন ললাট নিধ্য[৪] ভাগ্যাবিধি[৫] চিন্ ।।
কেমতে বলিব[৬] ভাল তুলন ময়ংক ।
স্বকলংক[৭] চান্দ্রিমা ললাট নিস্কলংক ।।
কুহুরাহু করে চন্দ্র অলপ গরাস[৮] ।
মোহন ললাটচন্দ্র সতত প্রকাস[৯] ।।
খেনেকে আলুপ চন্দ্র ক্ষেনেকে বিদিত ।
প্রসিদ্ধ ললাটচন্দ্র সদা প্রকাসীত ।।
মৃগমদ তিলক সিন্দুরে চারিপাস ।
চান্দ্রিমা উপরে রাহু মিহির গরাস ।।[১০]
শ্বেতবিন্দু কপালেত উগয় জখনে[১১] ।
মুকুতা আইল কিবা ভাত্রি সম্বাসনে[১২] ।।
জাহার ললাটে পুন্ন ভাগ্যের উদয় ।
সেই ত[১৩] ললাটে হইল[১৪] সঞ্জোগ নিশ্চয় ।।

ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট সুন্দর ।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ।।
বালক চান্দ্রিমা অংগ বাড়ে দিনে দিন ।
মোহন ললাটচন্দ্র ভাগ্যবিধি চিন্ ।।
কেমতে বলিমু ভাল তুলনা ময়ংক ।
সকলংক চান্দ্রিমা ললাট নিষ্কলংক ।।
কুহু রাহু করে চন্দ্র আলোপ গরাস ।
মোহন ললাটচন্দ্র সতত প্রকাশ ।।
খেনেক আলোপ চন্দ্র খেনেক বিদিত ।
প্রসিদ্ধ ললাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত ।।
মৃগমদ-তিলক সিন্দুরে চারিপাশ ।
চান্দ্রিমা উপরে রাহু মিহির গরাস ।।
শ্বেতবিন্দু ললাটেত উগএ যখনে ।
মুকুতা আইল কিবা ভ্রাতৃ সম্ভাষণে ।।
যাহার ললাটে পুণ্য ভাগ্যের উদয় ।
সেই সে ললাটে হইব সংযোগ নিশ্চয় ।। (জা. ৩)

কামের কুদন্ড[১৫] ভুরু অলক্য সন্দান ।
জাহাকে হেরয় তার লও এ[১৬] পরান ।।
ভুরু ভংগি[১৭] দেখী কাম হইয়া অতনু ।
লজ্যা পাই তেজিল ষুম্বর[১৮] ধনু ।।
ভুরুচাপ গুনঞ্জনা[১৯] বিসিক কটাক্ষ ।
ত্রিভোবন[২০] সাসিল করিয়া সেই লক্ষ ।।
কদাচিত গগনে উগীল ইন্দ্রধনু ।
ভুরুভংগ দরসে লোকায়[২১] নিজ তনু ।।
ভুরুর ভাংগিমা হেরি ভুজংগ সকল ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ।।

কামের কোদণ্ড ভুরু অলক্ষ্য সন্ধান ।
যাহারে হেরএ তার হানএ পরাণ ।।
ভুরুভংগ দেখি কাম হইলা অতনু ।
লজ্জা পাই তেজিল কুসুম্ভ শরধনু ।।
ভুরুধনু গুণাঞ্জন বিশিখ কটাক্ষ ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া সেই লক্ষ্য ।।
কদাচিৎ গগনে উগিলে ইন্দ্রধনু ।
ভুরুভংগ দরশনে লুকায় নিজতনু ।।
ভুরুর ভাংগিমা হেরি ভুজংগ সকল ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ।। (জা. ৪)

১ উদএ স্তলি ২ সোন্দর ৩ দুতিআর ৪ চন্দ্র ৫ নিধি ৬ বর্নিয় ৭ সকলংক ৮ অলপে গরাসে ৯ সতেত প্রকাসে ১০ চান্দ্রিমা উপরে মিহি রাহুর গরাস । ১১ জেখন ১২ সম্বাসন ১৩ সেই সে ১৪ হৈব ১৫ কুডন্ড ১৬ হানএ ১৭ ভুরুভংগ ১৮ কুসম্বর ১৯ ভুরুযুগ গুনাঞ্জন ২০ ত্রিভুবন ২১ লুকাএ

শব্দার্থ টীকা : ময়ংক—মৃগাংক বা চন্দ্র
কুহু রাহু—অমা এবং রাহু
আলোপ গরাস—গ্রাসাবলুপ্ত
উগএ—উদিত হয় ; বিশিখ—তীর
কোদন্ড—ধনুক, গুণাঞ্জন—কাজল রেখার ছিলা ।

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে 'ভাগ্যের উদয়স্থলী' কথাটি আলাওলের নব সংযোজন । আবার মূলে ললাটকে কখনও সূর্য, কখনও চন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কিন্তু আলাওল প্রধানুযায়ী ললাটকে চন্দ্রের সঙ্গেই উপমিত করেছেন । মূলে লাট-তিলককে ধ্রুবতারার সঙ্গে তুলনা করে যে রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অনুবাদে তা সম্পূর্ণ বর্জিত । তৃতীয় স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ আলাওলে নেই । রাজার প্রেমাকুলতা অনুবাদে বর্জিত । চতুর্থ স্তবকে ভ্রু বর্ণনা প্রসঙ্গে মূলের হিন্দু পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদে সদলবলে অদৃশ্য ।

প্রভারুনে বন্ন আখী সুচারু নিম্মল ।
লাজে ভেল জনান্তরে পদ্ম[১] নিলুতফল ॥
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরি[২] লুকিত ।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জনে[৩] রঞ্জিত ॥
অসীতা[৪] পোতলি সুভে[৫] রন্ত সিতান্তর[৬] ।
ভুলিত[৭] কমল রসে নিশ্চএ[৮] ভমর ॥
কিঞ্চিত লোকিত[৯] মাত্র উথলে[১০] তরঙ্গ ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হএ মুনিমনভঙ্গ ॥
ইসীত চালনি সুভঙ্গিমা আখী সানে ।
ত্রিজগত প্রান হরে কটাক্ষ সন্দানে ॥
সদা মত্ত চঞ্চল ঘুন্নিত সুলর্জিত ।
শ্রেতারুনে সুখজন[১১] রেখা কন্নহিত[১২] ॥
নিষরুনে[১৩] লুকিত জেন[১৪] আপনার সুতে[১৫] ।
সমদৃষ্টে চাহিতে নারি বন্নিব কেমতে ॥
নিম্মল দর্পন[১৬] জদি সতত জলএ[১৭] ।
কহিতে ন পারে নিজ ছায়ার নিন্নয় ॥
আর এক অপুব্ব কহিতে ভয় বাসি[১৮] ।
অন্দকার দিবসে উঝল তমনিসি ॥

তাহাতে বরুনি কুল সুচি মুখ[১৯] বান ।
কটাক্ষ্য সঞ্জোগে করে সতত[২০] সন্দান ॥
কামের অক্ষএ টোল[২১] কিঞ্চিত না টুটে ।
কন্টেক নিম্মিতে কেহ না হএ নিকটে ॥
নক্ষত্র[২২] করিয়া জথ জগতে বলএ [২৩] ।
পনস রম্ভা স্বর্গ[২৪] হৈছে রম্দা মএ ॥
সমদৃষ্টী ডাকে পল দিয়া কর সান ।
টোটেক বঙ্কম ভঙ্গে হানে বিখবান ॥
ঢাকিয়া ২ পলে প্রান হানে[২৫] জবে ।
স্বইশ্চাএ প্রান দিতে বাঞ্ছা করে সবে ॥
বঙ্কক কন্টক[২৬] সয়ে অস্থির[২৭] ঘাতক ।
তথাপীহ জগজন মরন জাচক ॥

১ ফন্দ ২ ছফুরি ৩ আঞ্জনে ৪ অসেত ৫ সোভে ৬ সেতান্তর ৭ ভুলিল ৮ নিচল ৯ লুকিত ১০ উতলে ১১ সুকাঞ্জন ১২ কনহিত ১৩ অরুনে ১৪ মাত্র ১৫ জোতে ১৬ দ্রপন ১৭ নারএ ১৮ ভএ ভাসী ১৯ মুক ২০ সন্তেত ২১ টোন ২২ নৈক্ষত্র ২৩ বোলএ ২৪ পল স্বর ঘাতে স্বর্গ ২৫ হরে ২৬ বঙ্কম কটাক্ষে ২৭ অস্তির

প্রভারুণ বর্ণ-আঁখি সুচারু নির্মল ।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত ।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জনে রঞ্জিত ॥
আঁখিত পুত্তলি শোভে রক্ত শ্বেতান্তর ।
ভুগিতে কমলরসে নিচল ভ্রমর ॥
কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে হয় মুনিমন ভঙ্গ ॥
ঈষৎ চালনি সুভঙ্গিমা আঁখি সানে ।
ত্রিজগৎ প্রাণ হরে কটাক্ষ সন্ধানে ॥
সদামত্ত চঞ্চল ঘূর্ণিত সলজ্জিত ॥
শ্বেতারুণ সুআঞ্জন[১] রেখা কর্ণায়ত[২] ॥
অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে ।
সমদৃষ্টি চাহিতে নারি বর্ণিব কেমতে ॥
নির্মল দর্পণ যদি সতত লাড়এ ।
কহিতে না পারে নিজ ছায়ার নির্ণয় ॥
আর এক অপূর্ব কহিতে ভয় বাসি ।
অন্ধকার দিবস উজ্জ্বল তমনিশি ॥ (জা. ৫)

তাহাতে বরুণীকুল সূচিমুখ বাণ ।
কটাক্ষ সংযোগে করে সতত সন্ধান ॥
কামের অক্ষয় তূণ কিঞ্চিৎ না টুটে ।
কটক নিমিত্তে কেহ না হয় নিকটে ॥
নক্ষত্র বলিয়া সবে জগতে বোলয় ।
পল শরাঘাতে স্বর্গ হৈছে রুদ্ধময় ॥
সমদৃষ্টি ঢাকি পল দিয়া করে সান ।
টুটেক বঙ্কিম ভঙ্গে হানে বিষ-বাণ ॥
ঢাকিয়া ঢাকিয়া পলে প্রাণ হরে যবে ।
স্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে বাঞ্ছা করে সবে ॥
বঙ্কিম কটাক্ষ শর অস্থির ঘাতক ।
তথাপিহ জগজন মরণ যাচক ॥ (জা. ৬)

১. আ ২. ক

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকে নয়ন বর্ণনায় মূলের সমুদ্র-কেন্দ্রিক সাঙ্গরূপকগুলি অনুবাদে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আলাওলের বর্ণনা হয়ে পড়েছে প্রথাগত ও আলঙ্কারিক। ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদেও নেত্রপল্লবের বর্ণনা প্রসঙ্গে মূলের সৌন্দর্যব্যাপ্তি রক্ষিত হয় নি।

নাসা হেরি ষুকপক্ষি গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুষুম্বিনি ধুলাএ দুসর[১] ॥
খগপক্ষি[২] চুণ্ড জিনি নাসা ষুললিত।
ত্রিভোবন মোহন[৩] সহজে অতুলিত ॥
সে নাসা পরস হেতু জথ পুষ্পগন।
সৌরব[৪] হইতে কৈল বিধি আরাধন ॥
দসন দারিম্ব[৫] বিজ ধরে বিম্ব ফল।
অতি লোভে[৬] মজি ষুক রহিল[৭] নিচল ॥
ষুরঙ্গ অধর ষুধা রসের বসতি।
অমৃত[৮] হরনে কিবা আইল খগপতি ॥

ষুচারু ষুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্দুলি গমন বনান্তর ॥
মানিক্য[৯] প্রবাল অতি নিরস কর্কস।
অরুনে অমিয়া শ্রবে[১০] এই মোহারস ॥
রক্ত উতফল লাজে জলান্তরে বৈসে।[১১]
তাম্বুলে রাতুল হৈল অধর পরসে ॥
অচাকিত অছোইত[১২] পুন্ন দেবাসনে[১৩]।
কার ভাগ্যবসে বিধি শ্রীজিল জত্তনে[১৪] ॥
পুন্নফলে লাগে জার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইব অমর ॥
অধর দরসে বন ইক্ষু সমতুল।[১৫]
মানিক্য অধর রসে[১৬] সহজে অমুল ॥

দন্ত হিরা পাতি কিবা দধি ষুতাষুত।
মধ্যেত অসীত রেখ[১৭] অতি অদভুত ॥
মৃদু মধ্য[১৮] হাসী কিবা অমীয়া মিশ্রীত।
ষুধা বরিসনে সৈধামিনি[১৯] প্রকাসীত ॥
জথনে শ্রীজিল বিধি[২০] জগতের যুতি।
কিঞ্চিত ঝলক[২১] পাইল হিরা রত্ন মুতি ॥
বিম্বুত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে দারিম্ব[২২] বিদারে নিজ হিয়া ॥

১ দোসর ২ খগপতি ৩ ত্রিভুবন মহন ৪ সরুপ ৫ ডালিম্ব ৬ লোরে ৭ রহিছে ৮ অম্রেত ৯ মানিক্ক ১০ অধরে অমীআ শ্রব্বে ১১ মউতফল লাজে জনান্তরে নিতি বৈসে ১২ অচাকিত রছুয়ত ১৩ দেবাসন ১৪ শ্রিজিছে রত্তন ১৫ অধর পরসে ইক্ষু হয় সমতুল ১৬ মানিক্ক মধুর রসে ১৭ মৈধ্যেত রশ্বেত রেকা ১৮ মন্দ ১৯, ষুধামীনি ২০ প্রভু ২১ উজ্জল ২২ ডালিম্বে

নাসা হেরি শুকপক্ষী গতি বনান্তর।
লাজে তিল কুসুম্ভনী ধুলায় ধুসর ॥
খগপতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত।
ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত ॥
সে নাসা পরশহেতু যত পুষ্পগণ।
সৌরভ হইতে কৈল বিধি আরাধন ॥
দশন দাড়িম্ব বীজ অধর[১] বিম্ব ফল।
অতিলোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল ॥
সুরঙ্গ অধরসুধা রসের বসতি।
অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি ॥ (জা. ৭)

সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর ॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরে অমিয়া স্রবে এই মহারস ॥
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে ॥
অচাখিত অছুঁইত পুণ্য দেবাসনে।
কার ভাগ্যবশে বিধি সৃজিলা যতনে ॥
পুণ্যফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃতপানে হৈব অমর ॥
অধরের রস বন-ইক্ষু সমতুল[২]।
মাণিক্য অধররস সহজে অমূল ॥ (জা. ৮)

দন্ত হীরা পাঁতি কিবা দধি সুতাসুত।
মধ্যেত অসিতরেখা অতি অদভুত ॥
মৃদুমন্দ হাসি কিবা অমিয়া মিশ্রিত।
সুধা বরিষণে সৌদামিনী প্রকাশিত ॥
যখনে সৃজিলা বিধি জগতের জ্যোতি।
কিঞ্চিৎ ঝলক পাইল হীরা-রত্ন মোতি ॥
বিম্বত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া।
অতি দুঃখে দাড়িম্ব বিদারে নিজ হিয়া ॥ (জা.৯)

১. আ ২. ক

মন্তব্য: নাসাবর্ণনায় মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রীতি অনুযায়ী আলাওল গরুড়ের প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই। আবার নাকের বেশর হবার জন্য শুকতারার উদয় হবার কথা মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে নেই। অধর বর্ণনায় অধরের স্পর্শে পানের রক্তিম হবার বক্রোক্তিটি আলাওলের নিজস্ব। দন্তবর্ণনায় আলাওলের অনুবাদ মূলানুসারী হয়েও সংক্ষিপ্ত।

রসনা কমলপত্র কোমল[১] বচন।
ঈসীত ভাসীত করে ষুধা বরিসন ॥
লজিত চাতক পিক মধু বানি ষুনি।[২]
সমতুল নহে বাসি[৩] জন্ত্র কুল ধনি ॥
শ্রবনে পরস[৪] মাত্র অঙ্গ পুলকিত।
প্রেম রস ভাবে ভুলি আনন্দে ঘুর্নিত ॥
পড়এ ব্যাকন্ন গ্রন্থ[৫] এ বেদ পুরান।
জ্ঞানি স্তব্দ এক সব্দ সতার্থ[৬] বাখান ॥
অমরা পিঙ্গলা[৭] গিতা নাটীকা আগম।
ষুরগুরু সম সাস্ত্রে ষুচক[৮] ষুসম ॥
বলিতে বচন মাত্র ষুনি বাক্য[৯] প্রাএ।
অর্থ যুদ্ধে[১০] গুনিগন পরাভব পাএ ॥

ষুরঙ্গ কপোল[১১] বন্ন চারু ষুললিত।
জিনিয়া কমলপত্র অতি সশুভিত[১২] ॥
তার বামপাসে তিল অতি মনুহর।
পোতালির ছায়া কিবা দর্পন অন্তর[১৩] ॥
জেই তিল সেই তিল হএ দরসন।
তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন ॥
নয়ান অঞ্জন কন্ন[১৪] হৈতে রেখা সোভে।
চণ্ডু মেলি মন্দির[১৫] রহিছে তিল লোভে ॥

শ্রবন জোগল[১৬] চারু জিনি সিন্দুষুতা।
জগমন পাতিআনে[১৭] ঝলকে মুকুতা ॥
লজাএ গৃধিনি পাখী উরিল আগাসে।[১৮]
মকর কুন্ডল যুগ অরুন প্রকাসে ॥
তাহাত রত্তনকুল জরিত[১৯] স্বরূপ।
তারক অরুন সঙ্গে ধর[২০] অপরূপ ॥
ক্ষেনে২ খুটীলা পোরএ[২১] মনুহর।
দুই দিগে জেন দুই দ্বিপক উঝল[২২] ॥

১ রসনা ২ লজ্জিত চাতক পীক যুনি ষুধাবানি ৩ বংসী ৪ পরসে ৫ পরএ ব্যাকর্ন্য সাস্ত্র ৬ সতেত ৭ পীঙ্গল ৮ ষুষুক ৯ ক্যাব্য ১০ অর্ত্ত সোদে ১১ কপাল ১২ অতুলিত ১৩ দ্রপন ভিতর ১৪ নয়্যান আঞ্জন কর্ন্য ১৫ খঞ্জন ১৬ যুগল ১৭ জগমএ পাতিআএ ১৮ লৈজ্জাএ গ্রিধিনি পক্ষি উরিল আকাসে ১৯ জরিছে ২০ বর ২১ যিরএ ২২ দিপক সোন্দর

রসনা কমলপত্র কোমল বচন।
ঈষৎ হাসিতে[১] করে সুধা বরিষণ ॥
লজ্জিত চাতক পিক শুনি মধুবাণী।
সমতুল নহে বাঁশী যন্ত্রকুল ধ্বনি ॥
শ্রবণে পরশে মাত্র অঙ্গ পুলকিত।
প্রেমরস ভাবে ভুলি আনন্দ-ঘূর্ণিত ॥
পড়এ ব্যাকরণ গ্রন্থ ত্রিবেদ পুরাণ।
জ্ঞানী স্তব্ধ এক শব্দ শতার্থ বাখান ॥
অমর পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।
সুরগুরু সম শাস্ত্রে সুচারু সুক্ষম ॥
বলিতে বচন মাত্র শুনি কাব্য প্রায়।
অর্থ যুদ্ধে গুণিগণ পরাভব পায় ॥ (জা. ১০)

সুরঙ্গ কপোলবর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমলপত্র অতি সুশোভিত ॥
তার বামপাশে তিল অতি মনোহর।
পুতলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর ॥
যেই তিলে সেই তিলে হয় দরশন।
তিল তিল করি অঙ্গ করএ দাহন ॥
নয়ান আঞ্জন কর্ণ হৈতে রেখা শোভে।
চঞ্চু মেলি খঞ্জন রহিছে তিল লোভে ॥ (জা. ১১)

শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধুসুতা।
জগ মন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুতা ॥
লজ্জাএ গৃধিনী পক্ষী উড়িল আকাশে।
মকর কুন্ডল কর্ণে[২] অরুণ প্রকাশে ॥
তাহাত রতনকুল জড়িত সুরূপ।
তারকা অরুণ সঙ্গে বড় অপরূপ ॥
খেনে খেনে খোটিলা পৈরএ মনোহর।
দুই দিকে যেন দুই দীপক সুন্দর ॥

১. ক ২. আ

মন্তব্য ঃ দশম স্তবকের অনুবাদে পদ্মাবতীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে যে গ্রন্থ তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে কিছু বর্জন সংযোজন আছে। মূলে ভাগবত এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র রূপে ভাস্বতীর উল্লেখ আছে, অনুবাদে তা নেই। আবার অনুবাদে নাটিকার কথা আছে যা মূলে অনুপস্থিত। একাদশ স্তবকের দোহা অংশটি আলাওল অনুবাদ করেন নি। চৌপাই অংশটিরও ভাবসংক্ষেপ করেছেন। উপমারও বদল হয়েছে। গালের উপমায় মূলে আছে দুখণ্ড নারঙ্গ বা কমলালেবু, আলাওল লিখেছেন কমলপত্র বা পদ্মপাপড়ী।

ক্ষেনে ২ ঢাকি কানা[১] ফুল সোভে খুভি[২] ।
দরসনে মাত্র হএ জগমন লুভি[৩] ।।
জখনে চিকন বস্ত্রে করএ ঘুংঘট[৪] ।
ধুমান্তরে অর কতা[৫] কিঞ্চিত প্রকট ।।
কনক কপটী পত্র কম্পে থরে থরে ।
চমকে বিযুলি[৬] জেন শ্রেত ঘনান্তর[৭] ।।

দেখীয়া বদন চন্দ্র মনে ধন্দ বাসী ।
বিমুখে সে খীন হএ পুন্নিমার সসি ।।[৮]
কনক মুকুর জিনি মুখ যুতি সাজে ।
লয্যা পাইল কমলিনি প্রভেসীল জল মাজে।।[৯]
দেখহ অপুর্ব্ব রূপে বদন উপরে ।
পদ্মা জোগ[১০] বন্দি দুই চান্দের মাজারে ।।
শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দি[১১] দেখি দিবাকর ।
ধরিয়া সিন্দুর-রূপে আইল নিয়র ।।
ভুরুযুগ ধনুক ধরিয়া পঞ্চবান ।[১২]
তিলে২ হানে বান কটাক্ষ সন্দান ।।
কমল নয়ন মনে[১৩] এই মাত্র[১৪] দুখ ।
নিকটে থাকিয়া না দেখএ নিজ মুখ[১৫] ।।
তেকারনে দুরে থাকি খাএ বান ঘাএ ।[১৬]
গরের নিকটে সথ্য[১৭] বিসিক এরাএ ।।
অরুন য়নুজ নাসা বুজিয়া চরিত ।
নত রূপে বিষ্ণুচক্র হইয়া[১৮] উপস্থিত ।।
আর এক অপরূপ যুন মোহাজন ।
শংসার[১৯] ব্যাপিত মৃগচান্দের বাহন ।।
জথা তথা নরগনে দেখে মৃগকুল ।
আখেট করএ করি[২০] য়ারতি বহুল ।।
সেই মৃগ য়াসি[২১] বসি চান্দের উপর ।
নরাহির করে নিতি লৈয়া ধনুশ্বর ।।[২২]

১ চকি কর্ণ্য ২ খুবি ৩ লুবি ৪ ঘোঘট ৫ অর্ক তারা ৬ বিদ্যুত ৭ মেগান্তর ৮ দিনে দিনে খীন হএ পুর্ণিমার সসী ৯ লৈজ্জা পাই নলিনি প্রভেস জল মাজে ১০ পদ্মযুগ ১১ সত্রু মাজে মীত্র বন্ধি ১২ ধরিআ পল বান ১৩ মাত্র ১৪ মনে ১৫ মিত্র মুক ১৬ তেকারনে জেবা দুরে থাকে বান খাএ ১৭ ঘটের নিকটে পুনি ১৮ লই ১৯ সংসারে ২০ সবে ২১ আখী ২২ নর আহির করে নিত্ত লই ধনুশ্বর

ক্ষেণে ক্ষেণে ঢাকি কর্ণ ফুল শোভে খুম্ভী[১] ।
দরশন মাত্র হএ জগমন লুভি ।।
যখনে চিকণ বস্ত্রে করএ ঘোঘট ।
ধুমান্তরে অর্কতারা কিঞ্চিৎ প্রকট ।।
কনক কমল[২] পত্র কাম্পে থর থর ।
চমকে বিজুলি যেন শ্বেত ঘনান্তর । (জা. ১২)

দেখিয়া বদনচন্দ্র মনে ধন্ধ বাসি ।
দিনে দিনে ক্ষীণ হয় পুর্ণিমার শশী ।।
কনক মুকুর জিনি মুখজ্যোতি সাজে ।
লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে ।।
দেখহ অপুর্ব রীত[৩] বদন উপরে ।
পদ্মযুগ বন্দী হৈছে[৪] চন্দ্রের মাঝারে ।।
শত্রুমধ্যে মিত্র বন্দী দেখি দিবাকর ।
ধরিয়া সিন্দুর রূপে আইল নিয়র ।।
ভুরুযুগ ধনুক ধরিয়া পঞ্চবাণ ।
তিলে তিলে হানে বাণ কটাক্ষে সন্ধান ।।
কমলনয়ান মাত্র মনে এই দুখ ।
নিকটে থাকিয়া মিত্র না দেখয় মুখ ।।
তেকারণে যেবা দুরে থাকে বাণ ঘায় ।
গড়ের নিকটে থাকি বিশিখ এড়ায় ।।
অরুণ অনুজ নাসা বুঝিয়া চরিত ।
নথরূপে বিষ্ণু চক্র লৈয়া উপস্থিত ।।
আর এক অপরূপ শুন মহাজন ।
সংসারে ব্যাপিত মৃগ চান্দের বাহন ।।
যথা তথা নরগণে দেখি মৃগকুল ।।
আখেট করিতে করে আরতি বহুল ।।
সেই মৃগ আঁখি বসি চান্দের উপর ।
নর আহির করে নিতি লই ধনুঃশর ।।

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক

শব্দার্থ টীকা : খোটিলা—কর্ণালঙ্কার বিশেষ ; খুম্ভী—কর্ণাভরণ ঘোঘট—ঘোমটা ; আহির—মৃগয়া ; আখেট—শিকার অরুণ অনুজ—গরুড়

মন্তব্য : দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদে কানের সৌন্দর্যবর্ণনায় আলাওল প্রথাগতভাবে গৃধিনী প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই। সিন্ধু-সুতা বা লক্ষ্মীপ্রসঙ্গটিও নতুন। কর্ণাভরণরূপে খুম্ভী নামটি মূলে থাকলেও 'খোটিলা' নামটি অতিরিক্ত সংযোজন।

সুন্দর[১] চিবুক কিবা পক্ক কর সাল[২] ।
জথেক বাখান করি তথোধিক ভাল ।।
হিঙ্গুল মিশ্রেত কুন্দিয়াছে খির সার ।
নিজ করে জত্নে কি গটীছে[৩] করতার ।।

সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার ।
লাজে কুঞ্জ পক্ষি গেল সিখের[৪] মাজার ।।
নিলকন্ট তাম্রবুত্ত[৫] নহে সমশ্বর ।
সকতি পারিয়া জিনি গিম মনুহর ।।
কাচের ডুগডুগি কি গটীছে মনুমত ।[৬]
ঘটীতে[৭] তাম্বুল রস দেখএ বেকত ।।
তিন টাই তিন রেখ দেখীতে কত্তুক ।
লাজহেতু কম্বুবর জলে দিল লুক ।।
পুর্ব্বজম্মে কোনে তপ সাধিছে অসিম ।
কার ভুজ লম্বন[৮] হইব হেন গিম ।।

জিনিয়া কনকদন্ড[৯] ভুজ মনুহর ।
নিজ করে জত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশ্বর ।।
কনক মৃনাল পুনি সমতুল নহে[১০] ।
তেকারনে অতিক্লেসে অঙ্গ রুম্ধ্রমএ ।।
করিরাজষুন্ডে লাজে দিতে নারি তুল ।
তাহার অগ্রেতে কর[১১] পন্ধার রাতুল ।।
চতুরের মর্ম্মান্তরে কর যুগ ক্ষেপী[১২] ।
বাহির করিছে কিবা করত বিলেপি[১৩] ।।
কিবা স্তল কমল কিবা রক্ত[১৪] উতফল ।
প্রাতরবি উষ্ণ করপলব সিতল[১৫] ।।
দুলাইতে[১৬] করগতি লখন ন জাএ ।
রম্ভা তিলুত্তমা কিবা হস্তক দেখাএ ।।
তাহাতে অঙ্গুলি সব অতি মনুহার ।
চমপককোরক ষর্ণ নহে সমস্বার[১৭] ।।

১ সোন্দর্য্য ২ রসাল ৩ শ্রিজিছে ৪ সীখর ৫ তাম্রকুট ৬ কাচের ঢগ-ঢাকি জিনি গীম মনুমত ৭ ঘুটীতে ৮ ভুজালিংগন ৯ কমলডন্ড ১০ নএ ১১ অর্ক ১২ খেপী ১৩ রকত বিলেপী ১৪ রাতা ১৫ দেখীতে সীতল ১৬ দোলাইতে ১৭ সমতুল স্বর

সুন্দর চিবুক কিবা সুপক্ব রসাল ।
যতেক বাখান করি ততোধিক ভাল ।।
হিঙ্গুলে মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার ।
নিজ করে যতনে কি গঠিছে করতার ।।

সুচারু গিমের রূপ কহিতে অপার ।
লাজে ক্রৌঞ্চপক্ষী গেল শিখর মাঝার ।।
নীলকণ্ঠ তাম্রচূড়া[২] নহে সমসর ।
সকতি পারিয়া জিনি গিম মনোহর ।।
কাচের ডগডাগি জিনি গিম মনোরথ ।
ঘুটিতে তাম্বুল রস দেখএ বেকত ।।
তিন ঠাঁই তিন রেখা দেখিতে কৌতুক ।
লাজ হেতু কম্বুবর জলে দিল লুক ।।
পূর্বজম্মে কোন তপ সাধিছে[১০] অসীম ।
কার ভুজে আলিঙ্গন হৈব হেন গিম ।। (জা. ১৩)

জিনিয়া কনকদণ্ড ভুজ মনোহর ।
নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর ।।
কমল মৃণাল পুনি সমতুল নয় ।
তেকারণে অতিক্লেশে অঙ্গ রুম্ধ্রময় ।।
করিরাজশুন্ডে লাজে দিতে নারি তুল ।
তাহার অগ্রেত করপল্লব[৩] রাতুল ।।
চতুরের মর্মান্তরে করযুগ ক্ষেপি ।
বাহির করিছে কিবা করে রক্ত লেপি ।।[৪]
কিবা স্থলকমল কিবা রক্ত উৎপল ।
প্রাত রবি উষ্ণ কর-পল্লব শীতল ।।
দোলাইতে করগতি লখন না যাএ ।
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা হস্তক দেখাএ ।।
তাহাতে অঙ্গুলি সব অতি মনোহর ।
চম্পক কোরক স্বর্ণ নহে সমসর ।।

১. আ ২. ক ৩. আ ৪. ক

শব্দার্থ টীকা ঃ রসাল—আম্র ; হিঙ্গুলে—আলতা ; কম্বু—শংখ ; সকতি পারিয়া—সমর্থ পায়রা ; ডগডাগি—সুরাপাত্র ।

মন্তব্য ঃ মূলের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তবকের অন্তর্বর্তী স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব রচনা । ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদে গ্রীবা-বর্ণনায় আলাওল মূলের অলঙ্কারগুলি সব গ্রহণ করেন নি । নোতুন অলঙ্কার যোগ করেছেন-'কাচের ডগডাগি' বা সুরাপাত্র ।

রতনে জরিত বাহু অঙ্গদ কঙ্কন ।
রঞ্জিত বলয়াকুল ত্রিজগমহন ॥
দন্তি দন্তে[১] বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি ।
ক্ষেনে২ সুষুভিত[২] চুরি যুগরাতি[৩] ॥
করসাখে নবরত্নে জরিত আঙ্গুটী[৪] ।
দেখীতে শরির যুন্য[৫] প্রান সেই মুষ্টী[৬] ॥

স্বর্ন থাল[৭] জিনিয়া হৃদয় পরিপাটী ।
কনক কোটরা দুই রাখীছে উলটী ॥
ফলের উপামা কিবা[৮] কহে কবিকুল ।
বিচারি বুজিলু সেহ নহে সমতুল ॥[৯]
দেখীয়া যুন্দর[১০] অতি কুচযুগভঙ্গি ।
যুরঙ্গে হইয়া নাম ধরিল নারেঙ্গি[১১] ॥
বরহি কটীন অতি উরজ অবলা ।
কমল সরির নাম ধরিল কমলা ॥
সমতারা[১২] নাম ধরি সম তারা নএ ।
ভেকারনে ডালেত পিঙ্গলবর্ন হএ ॥
দারিমে[১৩] দেখীয়া স্তন[১৪] অতি যুরচির ।
লয্যাএ[১৫] বিদার পাএ আপনা শরির ॥
কটীনথা ভাবিয়া শরির করি কষ্ট ।
তথাপীহ তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভষ্ট ॥[১৬]
জামির-ছোলঙ্গ পুনি অম্ল রস হৈয়া ।
ডালেত পিয়ল[১৭] হএ অতি লাজ পাইয়া ॥
কুচ দরসনে অঙ্গ না দেখীয়া ভাল ।
উলট সঙোগে[১৮] পুনি লতা নহে[১৯] তাল ॥
কনক কলসে কিবা ভরিয়া রতন[২০] ।
স্যাম চাপ সিরে দিয়া রাখীছে মদন ॥
করিবর কুম্ভ জিনি[২১] কুচ মনুহর ।
নিশ্চএ[২২]রহিছে কিবা হেম ধরাধর ॥

১ দন্তাদন্তি ২ যুসবিত ৩ গুজারতি ৪ অঙ্কুরি ৫ সৈন্য ৬ প্রান জাএ উরি ৭ স্বৈর্নতাল ৮ উপামা করি ৯ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুপংক্তি—
বট গণ্ডা মাত্র বদিধিক মুল্য করে ।
বদরি সমান কুচে কটী মুল্য ধরে ॥
১০ যুরেঙ্গ ১১ নারাঙ্গি ১২ শ্যামতারা ১৩ ডালিম্ব ১৪ কুচ ১৫ লৈজ্জাএ ১৬ শ্রিফল শ্রিভষ্ট ১৭ পীঙ্গল ১৮ সঙ্গোগে ১৯ হএ ২০ রত্তন ২১ দেখীতে সোন্দর রতি ২২ নিচলে

রতনে জড়িত বাহু অঙ্গদ কঙ্কণ ।
রঞ্জিত বলয়কুল ত্রিজগ-মোহন ॥
দন্তী দন্তে বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি ।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুশোভিত চুড়ি গুজরাটি ॥
কর শাখে নবরত্ন জড়িত অঙ্গুরী ।
দেখিতে শরীর শূন্য প্রাণ যায় উড়ি ॥ (জা. ১৪)

স্বর্ণস্থালী জিনিয়া হৃদয় পরিপাটি ।
কনক কটোরা দুই রাখিছে উলটি ॥
ফলের উপমা কিবা কহে কবিকুল ।
বিচারি বুঝিল সেহ নহে সমতুল ॥
দেখিয়া সুন্দর অতি কুচযুগ ভঙ্গি ।
সুরঙ্গী হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গি ॥
বড়ই কঠিন অতি উরজ অবলা ।
কমল শরীর নাম ধরিল কমলা ॥
শ্যামতারা নাম ধরে সম তার নয় ।
তেকারণে ডালেত পিঙ্গলবর্ণ হয় ॥
ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরুচির ।
লজ্জায় বিদার হয় আপনা শরীর ॥
কঠিনতা ভাবিয়া শরীর করি কষ্ট ।
তথাপি তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট ॥
জামির ছোলঙ্গ পুনি অম্লরস হৈয়া ।
ডালেত পিঙ্গল হএ অতি লজ্জা পাইয়া ॥
কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিয়া ভাল ।
উলটা সংযোগে পুনি লতা হয় তাল ॥
কনক কলসি কিবা ভরিয়া রতন ।
শ্যাম চাপ শিরে দিয়া রাখিছে মদন ॥
করিবর কুম্ভ জিনি কুচ মনোহর ।
নিচলে রাখিছে কিবা হেম ধরাধর ॥

মন্তব্য : চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন আছে । ভুজবর্ণনায় মূলে আছে কদলীকাণ্ডের উপমা, অনুবাদে হস্তীশুণ্ডের তুলনা । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদের তৃতীয় চতুর্থ চরণে স্থান পেয়েছে । মূলে যে নর্তকী-প্রসঙ্গ আছে অনুবাদে তা রম্ভা তিলোত্তমা নাম দুটিতে নির্দিষ্টরূপ লাভ করেছে । চাঁপার কুঁড়ির ন্যায় অঙ্গুলিগুলি অনুবাদে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে । গুজরাটি চুড়ির কথা মূলে নেই, অনুবাদে নতুন সংযোজন ।

চক্রবাকযুগ নিসি বিচ্ছেদের[১] ডরে।
অখণ্ড মিলনে কিবা রহিছে সবরে[২] ।।
স্বগর্ভ[৩] আদরে কটীলথা অতিসএ।
রাজচক্রবত্তি সির নম্র না করএ ।।
শ্যামছত্র সিরেত বেকথ ছত্রপতি।[৪]
স্বইচ্ছাএ কর দিতে সভান আরতি ।।
উরু[৫] সিংহাসনে বৈসে অবলার বল।
এক পাটে দুই রাজা বর কুতুহল ।।
কথেক[৬] কহিতে পারি কুচ সুলক্ষন[৭]।
জৈবকের হৃদানন্দ[৮] বালক জিবন ।।
সথ্যাঞ্চল[৯] অন্তপটে থাকে সর্ব্বক্ষন।
পরসিতে নারে কার মান[১০] নয়ন ।।
নৃপকুলে বহু জত্নে দেব আরাদন্ত।
কর দিতে নারি সবে কর কচালন্ত।

মলয় কুমকুম সে কেসর খের সার ।।
একত্রে ছাকৈল জেন[১২] উদর সঞ্চার।
কমল পাতলা পেট শ্রীজিল গোসাই।
সৌষ্ঠব রচন[১৩] অন্তরে অন্ত নাই ।।
কিবা হার[১৪] করিতে লাগএ অতি ভার।
ষুর-সন্দ তাম্বুল যুগন্দি পুষ্পহার ।।
নাভিকুম্ভ উদধি ভয়রুনাকার।[১৫]
তাহাতে পরিলে মাত্র নাহিক উদ্ধার ।।
লোমাবলি নাগিনি বৈসএ কুণ্ডান্তরে।
পর্ব্বতে উটীতে চাহে আহারের থরে ।।
গিম নিলকণ্ঠ গিরি শ্রিঙ্গেত দেখীয়া।
সেলসন্দি[১৬] সজোগে রহিল লুকাইয়া ।।
ষুরঙ্গ অধর মধ্যে ষুধারস অতি।[১৭]
মধুলোভে উটে কিবা পিপীলিকা পাতি[১৮] ।।

১ বিচ্ছেদের ২ উরস্বরে ৩ সগর্ব্ব ৪ স্যাম ছত্র সীরে ধরে কথ ছত্রপতি ৫ উরু ৬ কতেক ৭ সুলক্ষন ৮ যুবক আনন্দ ধিক ৯ সত্যাঞ্চল ১০ মানস ১১ কেস সর খীর সার ১২ একাত্রে ছান্দিআ কৈল ১৩ সন্ঠবা বচন ১৪ খীর আহার ১৫ নাভি কুম্ব অদধি ভাওরি জলাকার ১৬ সৈল সন্ধি ১৭ যুরঙ্গ অধর যুধা রসের বসতি ১৮ পতি

চক্রবাকযুগ নিশি বিচ্ছেদের ডরে।
অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরঃসরে ।।
সগর্ব আদরে কটিলতা অতিশয়।
রাজচক্রবর্তী শির নম্র না করয় ।।
শ্যামছত্র শিরেত বেকত ছত্রপতি।
স্বইচ্ছায় কর দিতে সভান আরতি ।।
উরঃ-সিংহাসনে বৈসে অবলার বল।
এক পাটে দুই রাজা বড় কুতুহল ।।
কথেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ।
যুবকের হৃদানন্দ বালক জীবন ।।
সত্যাঞ্চল অন্তপটে থাকে সর্বক্ষণ।
পরশিতে নারে কার মানস নয়ন ।।
নৃপকুলে বহুযত্নে দেব আরাধন্ত।
কর দিতে নারে সবে কর কচালন্ত ।। (জা. ১৫)

মলয়া কুমকুম কেশর ক্ষীর সার।
একত্রে ছানিয়া কৈল উদর সঞ্চার ।।
কোমল পাতল পেট সৃজিল গোসাঞি।
সৌষ্ঠবত রচন অন্তরে অন্ত নাঞি ।।
ক্ষীর আহার করিতে লাগয় অতি ভার।
সুরস তাম্বুলে সুগন্ধি পুষ্পহার ।।
নাভিকুণ্ড উদধি ভাঁওর জলাকার।
তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উদ্ধার ।।
রোমাবলী নাগিনী বৈসএ কুণ্ডান্তরে।
পর্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ।।
গীম নীলকণ্ঠ গিরি শৃঙ্গেতে দেখিয়া।
শৈলসন্ধি সংযোগে রহিল লুকাইয়া ।।
সুরঙ্গ অধর মধ্যে সুধারস অতি।
মধুলোভে উঠে কিবা পিপীলিকা পাঁতি ।।

মন্তব্য ঃ পঞ্চদশ স্তবকের অনুবাদে স্তন বর্ণনা করতে গিয়ে আলাওল মূলকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। মূলের তুলনায় অনুবাদ অনেক বিস্তারিত। মূলাতিক্রমী এই বিস্তার এসেছে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যগত আলঙ্কারিকতাকে অনুসরণ করে। কুচলক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে যে সব অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেকক্ষেত্রেই মূলকে অনুসরণ করে নি, বাংলা কাব্যের ধারাকেই অবলম্বন করেছে। আলাওলের মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে কুচ-যুগকে 'যুবকের হৃদানন্দ' এবং 'বালক জীবন' বলার মধ্যে।

মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্তেত[১] দেখীয়া ।
চমকি[২] রহিল মনে[৩] ভরমিত[৪] হইয়া ॥
কিবা কুচ হরে[৫] কাম করিতে[৬] বিনাস ।
হরে ধনুধর[৭] লোমাবলি নাগপাস ॥
ধনুসর[৮] মহেশ্বর নহে অস্ত্রমুল ।
নিজ অস্ত্র ধরে তেহি[৯] ত্রিবলি ত্রিষুল ॥

মৃগরাজ জিনি কটি পরম ষুন্দর[১০] ।
হরি বরম্বরি[১১] পুনি নহে সমম্বর ॥
পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটী জিনি অতি খীন ।
ভাঙ্গিয়া পরএ জদি[১২] উর্ধ্ব গীরি চিন ॥
এ লাগি কটীন[১৩] বিধি[১৪] ইন্দ্রে বজ্র দিয়া ।
লোমলতা লক্ষে পুনি[১৫] রাখীল বান্দিয়া ॥
গিরিশৃঙ্গ[১৬] পরে সিংহ[১৭] বৈসে অনুক্ষণ ।
জগত প্রচার গিরিষুতার বাহন ॥
করিকুম্ভ বিদারিয়া ভোজে মৃগপতি ।
হরে[১৮] কান্দে করি পলাঅন্ত সীগ্রগতি ॥
হেন সিংহ[১৯] গিরি উর্দ্ধে[২০] সতত বসতি ।
হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্ব্বতি ॥
করিকুম্ভ বসতি পারিন্দ্র সির পর[২১] ।
বর অপরূপ তিল দেখ মনুহর[২২] ॥
জথেক বাখানি কটী তথধিক চারু ।
হরের নিকটে জেন[২৩] রাখীছে ডম্বরু ।
মুখের রসনা রত্ন[২৪] তাহে বিরাজিত ।
কিঞ্চিত দোলনে সব্দ উটে সুললিত ॥

১ সম্মুকে ২ থমকি ৩ কিবা ৪ ভোর মতি ৫ পরে ৬ করিছে ৭ ধনু ধরে ৮ ধনুস্বর ৯ তেঁএ ১০ সোন্দর ১১ হরের ডুম্বুরু ১২ কিবা ১৩ শ্রিজিল ১৪ বিদি ১৫ লৈক্ষ করি ১৬ গীরি শ্রিঙ্গ ১৭ সীঙ্গ ১৮ হরি ১৯ সীঙ্গ ২০ অর্দ্ধে ২১ সীর পরে ২২ একি অপরূপ দেখ তিল মুনহরে ২৩ কিবা ২৪ সনমুখে রসনাপত্র

মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্থেত দেখিয়া ।
থমকি রহিল মন ভোরমতি হৈয়া ॥
কিবা কুচ হর কাম করিতে বিনাশ ।
হরধনু ধরে রোমাবলী নাগপাশ ॥
ধনুঃশর মহেশ্বর নহে অস্ত্র তুল[১] ।
নিজ অস্ত্র ধরে তেঁই ত্রিবলি ত্রিশূল ॥ (জা. ১৬)

মৃগরাজ জিনি কটি পরম সুন্দর ।
হরের ডম্বরু পুনি নহে সমসর ॥
পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটি জিনি অতি ক্ষীণ ।
ভাঙ্গিয়া পড়এ কিবা[১৮] উর্দ্ধগিরি চিন ॥
এ লাগি সৃজিল বিধি ইন্দ্রবজ্র দিয়া ।
লোমলতা লক্ষ্যে পুনি রাখিল বান্ধিয়া ॥
গিরি শৃঙ্গ পরে সিংহ বৈসে অনুক্ষণ ।
জগতে প্রচার গিরিসুতার বাহন ॥
করিকুম্ভ বিদারি ভুঞ্জএ মৃগপতি ।
হরি কান্ধে করি পলায়ন্ত শীঘ্রগতি ॥
হেন সিংহ গিরি অধে সতত বসতি ।
হরের বাহন হৈল তেজিয়া পার্বতী ॥
করিকুম্ভ বসতি পারীন্দ্র শির পর ।
বড় অপরূপ অতি দেখ মনোহর ॥
যথেক বাখানি কটি ততোধিক চারু ।
হরের নিকটে কিবা রাখিছে ডম্বরু ॥
মুখরা রসনারত্ন তাহে বিরাজিত ।
কিঞ্চিত দোলনে শব্দ উঠে সুললিত ॥ (জা. ১৮)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : গিরিসুতা—গৌরী
পারীন্দ্র—সিংহ
রসনা—মেখলা

মন্তব্য : ষোড়শ স্তবকের অনুবাদে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। মূলে রোমাবলীকে বলা হয়েছে ভ্রমর পংক্তি, অনুবাদে তা মধুলুব্ধ পিপীলিকার সারি। মূলে আছে বিরহব্যাকুলা যমুনা, অনুবাদে আছে মুক্তাহারের গঙ্গাধারা। মূলে আছে বারাণসী প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা অনুপস্থিত। অনুবাদে রোমাবলীর সঙ্গে ত্রিবলী ত্রিশূলের প্রসঙ্গ আছে, মূলে তা নেই। মূলের সপ্তদশ স্তবকটি বেণী-বর্ণনা—অনুবাদে স্তবকটি বর্জিত। অষ্টাদশ স্তবকের কটিবর্ণনার অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল হরের ডম্বরু, পিপীলিকার কটি ইত্যাদি কয়েকটি নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন। ষোড়শ ও অষ্টাদশ দুটো স্তবকেরই দোহা অংশের অনুবাদ আলাওলে নেই।

ষুচারু নিস্তম্ভ[1] অতি ধরে নিস্তম্বিনি[2] ।
করিবর ষুন্ড[3] জিনি ষুন্দর স্তানিনি[4] ॥
নাভি অধস্তানি[5] পুনি ত্রিজগমহন ।
উচিত কহিতে লাজ অকথ্য[6] কথন ॥
অভেদ আছএ সেই কমলের কলি ।
ন জানি পরসে কোন ভাগ্যমন্ত অলি ॥
চন্দনের মাজে কিবা মৃগপদচিন ।
আর কি বলিব তাক করি পর ভিন্[7] ॥
সিবের পোজার স্থলি[8] জান স্ববিসেষ[9] ।
কাম নিবারনে হএ পুজিলে মহেস ॥

শ্রীরাম[10] কদলি জিনি উরু মনুরম ।
করিবর কর পুনি[11] নহে তার সম ॥
মৃদু ষুকমল পদ[12] অতি চারুতর ।
স্তল জল বহু[13] পুনি নহে সমস্বর ॥
অতুলিত দেখী য়াখী মুখ[14] করতল ।
চরনে সরন[15] আসী ভজিল কমল ॥
জাবকে[16] রঞ্জিত নখ দেখী লাগে ধন্দ ।
অরুন বরন হৈল বরবালা ছন্দ[17] ॥
ষুভিত নপুর[18] রত্ন আনট বিচিয়া[19] ।
চতুরে পেলাএ নিজ জিবন নিছিয়া ॥
গজেন্দ্রগমন জিতি[20] গতি অতি ভাল ।
খঞ্জন গঞ্জিল[21] হেরি লর্জিত মরাল[22] ॥

১ নিস্তাম্ব ২ নিস্তাম্বিনি ৩ কুম্ব ৪ স্তানিনি ৫ য়দস্তানি ৬ অকত ৭ আর কি বলিতে পারি করিয়া প্রভিন ৮ সীবের পুজার স্তালি ৯ সবিসেস ১০ ছিরি রাম ১১ করিবর ষুন্ড জিনি ১২ পত্র ১৩ স্থল জল কমল ১৪ আকি মুক ১৫ স্বরনে ১৬ জবেক ১৭ চান্দ ১৮ নেপুরে ১৯ নিছিয়া ২০ জিনি ২১ গমন ২২ এরপর 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি— গমন ভঙ্গিমা হেরি স্বর্গ নারিগণ ।
তেকারনে ভূমন্ডলে না দে দরিসন ॥

সুচারু নিতম্ব অতি ধরে নিতম্বিনী ।
করিবরকুম্ভ জিনি সুন্দর বলনি[1] ।
নাভি অধঃস্থলে পুনি ত্রিজগমোহন ।
উচিত কহিতে লাজ অকথ্যকথন ॥
অভেদ আছয় সেই কমলের কলি ।
না জানি পরশে কোন ভাগ্যবন্ত অলি ॥
চন্দনের মাঝে কিবা মৃগপদ চিন ।
আর কি বলিব তারে করিয়া প্রবীণ ॥
শিবের পূজার স্থলী জান সবিশেষ ।
কাম নিবারণ হয় পূজিলে মহেশ ॥ (জা. ১৯)

শ্রীরাম কদলি জিনি উরু মনোরম ।
করিবরশুণ্ড পুনি নহে তার সম ॥
মৃদু সুকোমল পদ অতি চারুতর ।
স্থল জল কমল পুনি নহে সমসর ॥
অতুলিত দেখি আঁখি মুখ করতল ।
চরণ শরণে আসি ভজিল কমল ।
যাবকে রঞ্জিত নখ দেখি লাগে ধন্ধ ।
অরুণ বরণ হৈল বরমালা চান্দ ॥
শোভিত নেপুর রত্ন আনট বিছিয়া ।
চতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া ॥
গজেন্দ্র গমন জিনি গতি অতি ভাল ।
খঞ্জন গমন হেরি লজ্জিত মরাল ॥
গমন ভঙ্গিমা হেরি স্বর্গ নারীগণ ।
তেকারণে ভূমণ্ডলে না দে দরশন ॥

আ ১.

শব্দার্থটীকা : বলনি—গড়ন ; করিবর কুম্ভ—হস্তীমস্তক
অভেদ…কলি—পদ্মকুঁড়ির মত অক্ষত যোনী
মৃগপদ চিন্—হরিণের পদচিহ্নের মতো যোনীদেশ
যাবক—আলতা

মন্তব্য : মূলের ঊনবিংশ স্তবকটি নাভিবর্ণনা । আলাওল এই স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে নিতম্ব এবং নাভিপ্রসঙ্গটুকু এনেই পরক্ষণে জঘন প্রসঙ্গে প্রস্থান করেছেন । মূলে যা নাভিবর্ণনা প্রসঙ্গে আছে, আলাওল তা বলেছেন জঘন প্রসঙ্গে । মূলে নাভিকে সমুদ্রের ঘূর্ণির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুবাদে তা নেই । আবার অনুবাদে মহেশপূজা করে কামনিবারণের কথা আছে, মূলে তা নেই ।

ক্ষেনে[২] মন্দগতি গমন[১] ঠমরু।
চমকি[২]২ চলে ভঙ্গিমা মুচারু ॥
নিজ গম্য[৩] সহজে চলিতে বর নারি।
অঙ্গে ভঙ্গে নাচে জেন ষর্গ বিদ্যাধরি ॥
চলিতে ষুস্বর বাজে কিঙ্কিনি নপুর[৫]
ভ্রমে ভঙ্গ নহে তান[৬] সন্দ ষুমধুর ॥
পদ পরসনে রেণু[৭] রক্তবন্ন হএ।
সিন্দুরে করিয়া কুল রমনি পরএ[৮] ॥
অতুল[৯] মানসে পরসীতে নারে হাতে।
কমল ভরমে সবে থুইতে চাহে মাথে ॥

বসন ভোসন[১০] ছবি বন্নিতে না পারি।
ক্ষেনে নেত পাট ক্ষেনে[১১] পোরে জরতারি ॥
ক্ষেনে সাখা রামাপাতি[১২] ক্ষেনে গঙ্গাজল।
ক্ষেনে কোরিমিজি[১৩] ক্ষেনে পোরে মল২ [১৪] ॥
ক্ষেনে নিল ক্ষেনে পিত শ্বেত রক্ত বাস।
ক্ষেনে মোসঙ্জার ক্ষেনে মিলিল দামাস ॥[১৫]
নানা দেসী নানা ভাসী[১৬] নানা রঙ্গে পোরে।
তিলে ২ নানাভাতি নানাবন্ন ধরে ॥
জথেক বন্ননা[১৭] করি অধিক মহিমা।
ষুর নারি নরনারি জিনি রূপ সীমা ॥
অতুল নিম্মলরূপ ত্রিজগমোহন।
দর্পন[১৮] অন্তরে মাত্র[১৯] সে রূপ তুলন ॥
এক মুখে রূপ ছবি কহন না জাএ।
ভাগ্যবল[২০] হেতু দেখী সেই পাতিয়াএ ॥

১ চলন ২ থমকি ৩ গ্রামে ৪ অঙ্গ ভঙ্গ ৫ নেপুর ৬ মন ভঙ্গ হএ জেন
৭ মাটী ৮ পৈরএ ; এরপর 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
পৈরিআ রমনি সবে মনেতে ভাবএ।
জেমত সোন্দর কাউ পাইল নিশ্চএ ॥
৯ আতুল ১০ ভুসন ১১ ক্ষেনে পাট ১২ খেনে খাচা রোমাপতি ১৩ খীরিমীজী ১০ পৈরএ মখমল ১৫ খেনে খীরমীজ খেনে নিল শাদা মাস ১৬ নানা বস্ত্র ১৭ বাখান ১৮ দ্রপন ১৯ কিবা ২০ ভাগ্যফল

খেনে খেনে মন্দগতি চলন ঠমরু।
ঠমকি ঠমকি চলে ভঙ্গিমা সুচারু ॥
নিজ গম্যে সহজে চলিতে বরনারী।
অঙ্গ ভঙ্গে নাচে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরি ॥
চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিণী নেপুরে।
ভ্রমে ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর ॥
পদপরশনে রেণু রক্ত বর্ণ হয়।
সিন্দুরে করিয়া কুলরমণী পৈরয় ॥
অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে।
কমল ভরমে সবে থুইতে চাহে মাথে ॥ (জা. ২০)

বসন ভুসন রূপ বর্ণিতে না পারি।
খেনে নেত পাট পৈরে খেনে জরতারি ॥
খেনে খাসা রমাপতি খেনে গঙ্গাজল।
খেনে কিরমিজি খেনে পৈরে মলমল ॥
খেনে নীল খেনে পীত শ্বেতরক্তবাস।
খেনে মসলিন খেনে ঝিলমিল তাস[১]।
নানা দেশী নানা বস্ত্র নানা রঙ্গে পরে।
তিলে তিলে নানা ভাতি নানাবর্ণ ধরে ॥
যতেক বাখান করি অধিক মহিমা।
সুরনারী নরনারী জিনি রূপসীমা ॥
অতুল নির্মল রূপ ত্রিজগমোহন।
দপণ অন্তরে মাত্র সে রূপ তুলন ॥
এক মুখে রূপ ছবি কহন না জায়।
ভাগ্যবল হেতু দেখি সেই পাতিয়ায় ॥

১. আ

শব্দার্থ টীকা : ঠমরু—ঠমকে
পৈরএ—পরে
পাটনেত—পট্টবস্ত্র
জরতারি—বস্ত্রবিশেষ
রমাপতি— ,,
গঙ্গাজল— ,,

মন্তব্য : বিংশ স্তবকটি মূলে নিতম্বশোভা দিয়ে শুরু হলেও আসলে চরণবর্ণনা। অনুবাদে চরণবর্ণনা প্রসঙ্গে চরণ গতির অলংকৃত বর্ণনা করা হয়েছে। মূলে আছে দেবতা কর্তৃক পদধারণের প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা বর্জিত হয়ে রক্তিম চরণরেণু দিয়ে রূপসীদের সিঁদুর পরার বর্ণনায় বঙ্গীয় মানসিকতা দেখা দিয়েছে। মূলের দোহা অংশে রূপ-বর্ণনার অক্ষমতার জন্যে যে আক্ষেপ আছে অনুবাদে তা নেই।
শেষ স্তবকটিতে আলাওল যে বিচিত্র বসন স্তূপীকৃত করেছেন মূলে তার কোনো চিহ্ন নেই। বিচিত্রনামা বসনগুলি সম্ভবত আলাওলের সমকালীন। মূলে বিংশ স্তবকেই শেষ। অতিরিক্ত স্তবকটি আলাওলের সংযোজন।

প্রেম খণ্ড

প্রীতিগত মা…রূপ সুধারস বোল[১]।
প্রেমের সায়রে সত উটীল হিলুল[২] ॥
প্রেমরূপ রূপ[৩] প্রেম বিরহের মূল।
অমৃতে জম্মিয়া[৪] বিস[৫] করিল আকুল ॥
পরিল প্রেমের সিন্দু অথাহ অপারে।
ক্ষেনেকে ভয়রে[৬] পেলে[৭] ক্ষেনেকে লহরে ॥
বিসধরে ডংসীলে জেহেন লহরএ[৮]।
অপদে মস্তকে আদি[৯] হৈল বিসমএ ॥
প্রেমের কটীন দুক্ষ পাতি আইল কোনে।
জাহার মরমে রেথা[১০] সেই মাত্র জানে ॥
অন্তরে প্রেমের ঘাএ[১১] হৈয়া মহুশ্চিত[১২]।
ভুমীত পরিল রাজা চেতন রহিত[১৩] ॥
ক্ষেনে শ্রেত মুখচন্দ্র ক্ষেনে হএ সিত[১৪]।
তিলেকে সে দস দসা[১৫] হৈল উপস্থিত ॥
দর্সমি দসার এবে সুনহ বেবস্থা[১৬]।
কাম হন্তে[১৭] ভাবকের দসম অবস্থা[১৮] ॥
অবিলাস প্রথমে দুয়েজে চিন্তা হএ[১৯]।
ত্রিতিএ শ্বরন গুনকিত্তি[২০] চতুর্থএ ॥
পঞ্চমে উদগ হএ সষ্টমে বিলাপ।
সপ্তমে উন্নাদ[২১] অষ্টমেত ব্যাধি তাপ[২২] ॥
নবমে জরতা দসমেত মৃত্যুবত।
বিরহের দসাবস্তা[২৩] বুজহ বেকত ॥
ক্ষেনে শ্বাস ডুবি হএ জিবনে নৈরাস।
ক্ষেনে রূপ আরি[২৪] ছারে ডিগল[২৫] নিশ্বাস ॥

১ প্রোতিগত আত্র সুধারস সেই বোল ২ প্রেমের সৈতে তেজে উটীল হিলোল ৩ মূল ৪ অম্রেত অমীআ ৫ রস ৬ ভায়রে ৭ ফেলে ৮ নারএ ৯ অপদমস্তক বধি ১০ দুক্ষ ১১ ঘাও ১২ মোহশ্চিত ১৩ রহিত ১৪ পীত ১৫ তিলেকে দসমী দসা ১৬ আবস্থা ১৭ ভাব ১৮ অথেক বেবস্থা ১৯ অতি হএ ২০ কৃতি ২১ উস্মাদ ২২ আন্টে বাদির সন্তাপ ২৩ আবস্থা জে ২৪ শ্বরি ২৫ দিঘল

প্রীতিগত মাত্র রূপ সুধা রস বোল।
প্রেমের সায়রে শত উঠিল হিল্লোল ॥
প্রেম রূপ রূপ প্রেম বিরহের মূল।
অমৃত অমিয়ারস করিল আকুল ॥
পরম প্রেমের সিন্ধু অগাধ গম্ভীর।[১]
ক্ষেণেক ভাঁওরে ফেলে সমুদ্রের নীর ॥[২]
বিষধরে দংশিলে যেহেন লহরয়।
আপাদমস্তক আদি হৈল বিষময় ॥
প্রেমের কঠিন দুঃখ পাতিয়ায় কোনে।
যাহার মরমে দুঃখ সেই মাত্র জানে ॥
অন্তরে প্রেমের ঘায় হৈয়া মুরছিত।
ভূমিত পড়িল নৃপ চেতন রহিত ॥
ক্ষেণে শ্বেত মুখচন্দ্র ক্ষেণে হয় পীত।
তিলেক দশমীদশা হৈল উপস্থিত ॥
দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা।
কাম হোন্তে ভাবকের যে দশ অবস্থা ॥
অভিলাষ প্রথমে দুঅজে চিন্তা হয়।
তৃতীয়ে স্মরণ গুণকীর্তি চতুর্থয় ॥
পঞ্চমে উদ্বেগ হয় ষষ্ঠমে বিলাপ।
সপ্তমে উম্মাদ অষ্টমেত ব্যাধিতাপ ॥
নবমে জড়তা দশমেত মৃত্যুবত।
বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত ॥
ক্ষেণে শ্বাস ডুবি হয় জীবনে নৈরাশ।
ক্ষেণে রূপ স্মরি ছাড়ে দীঘল নিঃশ্বাস ॥ (জা. ১)

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : ভাঁওর—আবর্ত ; লহরয়—আন্দোলিত হয় ; পাতিয়ায়—প্রত্যয় হয়; দশমী দশা—মৃত্যু অবস্থা

মন্তব্য : প্রেমখণ্ডের প্রথন স্তবকের অনুবাদটি কিছুটা ব্যাখ্যামূলক। মূলে প্রেমাহত রাজার দশমীদশার উল্লেখটুকু আছে। আলাওল সেই উল্লেখসূত্র ধরে অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী নায়কের দশদশার বর্ণনা করেছেন। মূলে বিরহ সাগরের সাঙ্গরূপকগুলির মধ্যে যে অবিচ্ছিন্নতা আছে অনুবাদে বিরহসর্পের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তা খণ্ডিত হয়েছে।

অচেতন দেখীয়া আমথ্য[১] বন্দুগনে ।
নিকটে তুরিতে আইলা নৃপয়োজনে[২] ।।
ইষ্ট মীত্র নৃপ[৩] কুল সবে য়াইলা ষুনি ।
বৈদ্য ওঝা গারুলি বহু য়াইলা বহু গুনি[৪] ।।
কেহ নারি চাহে কেহ নাসীকা পোবন ।
কেহ ঘরিসএ[৫] হস্ত যুগল চরণ ।।
পরিক্ষিয়া নাসীকা[৬] চাহিলা গুনিগনে[৭] ।
নিরমল চন্দ্র ষুয্য আপন ভোবনে[৮] ।।
শণ্ডার নাহিক তিন[৯] কপ বাত পীত ।
কি হেতু চমকে ঘন[১০] অংগ পুলকিত ।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মনে কৈল্য সার ।
কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার ।।
চিকিস্থিতে[১১] বৈদ্যকুল[১২] হইল আকুল ।
নিকটে নাহিক তান[১৩] ঔসদের[১৪] মুল ।।
কহিলা সকলে[১৫] মিলি নৃপতি[১৬] চেতাও ।
মনের আরতি কিবা জিজ্ঞাসীয়া চাও ।।
ততক্ষনে[১৭] বন্দুগনে নৃপ চেতাইলা ।
কোন মত করে চিথ্য[১৮] পুছিতে লাগীলা ।।
কি দুক্ষ অন্তরে আংগা কর মহারাজ ।
ত্রিভোবনে য়াসাধিত য়াছে[১৯] কোন কাজ ।।
সমুদ্র ষুমেরু আইসে তোমার হাংকারে ।
কোন কায্যে[২০] রায্যাশ্বর দুঃখীত অন্তরে ।।

১ আমৈথ্য ২ নির্প প্রঅজন ৩ নির্প ৪ ওঝা বৈধ্য গারুরি আসীল বহু গুণি ৫ গরিসএ ৬ নাটীকা ৭ গুনিজন ৮ ভাবন ৯ অঙ্গে ১০ মন ১১ চিকিশ্চেতে ১২ বৈধ্যগণ ১৩ তার ১৪ অষুদের ১৫ সকলে ১৬ নির্পতি ১৭ ততেক্ষনে ১৮ কন মতো করে চিথ ১৯ ত্রিভুবনে অসাদিত আছে ২০ দুক্ষে

অচেতন দেখিয়া অমাত্য বন্ধুগণে ।
নিকটে তুরিতে আইলা নৃপ প্রিয়জনে ।।
ইষ্ট মিত্র নৃপকুল সবে আইল শুনি ।
বৈদ্য ওঝা গারুড়ী আইল বহু গুণী ।।
কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকা পবন ।
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ ।।
পরীক্ষিয়া নাসিকা চাহিল গুণিগণে ।
নিরমল চন্দ্র সূর্য আপনা ভুবনে ।।
সঞ্চার নাহিক তিন কফ বাত পিত ।
কি হেতু চমকে ঘন অঙ্গ পুলকিত ।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মনে কৈল সার ।
কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার ।।
চিকিৎসিতে বৈদ্যকুল হইল আকুল ।
নিকটে নাহিক তার ঔষধের মূল ।।
কহিল সকলে মিলি নৃপতি চেতাও ।
মনের আরতি কিবা জিজ্ঞাসিয়া চাও ।।
ততক্ষণে বন্ধুগণে নৃপে চেতাইলা ।
কোনমত করে চিত্ত পুছিতে লাগিলা ।।
কি দুঃখ অন্তরে আজ্ঞা কর মহারাজ ।
ত্রিভুবনে অসাধিত আছে কোন কাজ ।।
সমুদ্র সুমেরু আইসে তোমার হাংকারে ।
কোন কার্যে রাজ্যেশ্বর দুঃখিত অন্তরে ।। (জা.২)

শব্দার্থ টীকা : গারুড়ী—সর্পবিষনিষ্কাষণকারী । গরুড়>গারুড়ী
চন্দ্র সূর্য —বাম নাড়ী ও দক্ষিণ নাড়ীকে চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তুলনার রীতি তন্ত্রশাস্ত্রে আছে ।
চেতাও--জাগাও ;
হাংকারে—হাঁকে

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে আলাওল একদিকে যোগশাস্ত্র অনুযায়ী চন্দ্র সূর্যের রূপকে বাম নাড়ী ও দক্ষিণ নাড়ীর প্রসঙ্গ এনেছেন যা মূলে নেই । আবার কবিরাজিশাস্ত্র অনুসারে কফ বাত ও পিত্তের কথাও এনেছেন, তাও মূলে অনুপস্থিত । অপরদিকে মূলে রামায়ণের অনুষঙ্গরূপে শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের সংজ্ঞাহীনতা এবং হনুমানকর্তৃক সঞ্জীবনী লতা আনার প্রসঙ্গটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু আলাওল তা বর্জন করেছেন । দোহা অংশেরও অনুবাদ নেই ।

চেতন হইয়া নৃপ হইল বিকল।
ঘোর[১] নিদ্রা হোন্তে জেন উটীল পাগল॥
পুছিতে[২] বচন যুগ্য[৩] না দেএ সমত[৪]।
নিজ মনুরথ জেন কহে উনুমত[৫]॥
স্বহরিসে আছিল[৬] অমরা যথা তথা।
বনবাস মৃত্তুপুরে কে আনিল[৭] এথা॥
নিদ্রাগতে মন পক্ষি ষুখ[৯] বৃক্ষে ছিল।
কি কারনে বিধি আমা[১০] তথা ন রাখীল॥
এথা ষুন্য[১১] দেহ প্রান রৈল সেই স্থানে[১২]।
কেমতে রহিব কায়া পরান বিহিনে॥

নিদ্রা সে[১৩] পরম ষুক জগতমোহন।
যুগনিদ্র[১৪] হোন্তে সিদ্ধি পায় যুগীগন॥
ভয় চিন্তা হোন্তে জার[১৫] চিত্ত নহে স্থির[১৬]।
নিদ্রা বেয়াপিলে[১৭] হএ অচিন্তা সরির॥
ভাগ্য বিপরিত হৈলে খণ্ডে সব ষুক।
অখণ্ডিক ষুখনিদ্রা[১৮] না হএ বিমুক॥
আর জথ ষুখ কার[১৯] আছে কার নাই।
নিদ্রাষুখ সর্ব্বভূতে দিয়াছে[২০] গোসাই॥
নৃপতি কমলসয্যা[২১] ষুখ জেন মত।
দুখীজন তেমত কটুর ভূমিগত॥
কোন বস্তু দিয়া কবি উপমিব[২২] তারে।
জাহার বসতি হৈছে[২৩] চক্ষুর[২৪] মাজারে॥
জ্ঞানহিন জন জেই[২৫] নিদ্রা নহি চিনে।
সর্ব্বস্ব[২৬] হারাএ হেন[২৭] নিদ্রার কারনে॥

চেতন হইয়া নৃপ হইল বিকল।
ঘোর নিদ্রা হোন্তে যেন উঠিল পাগল॥
পুছিলে বচনযোগ্য না দেয় সম্মত।
নিজ মনোরথ যেন কহয় উম্মত॥
সহরিষে আছিল অমরা যথা তথা।
বনবাস মৃত্যুপুরে কে আনিল এথা॥
নিদ্রাগতে মনপক্ষী সুখে বৃক্ষে ছিল।
কি কারণে বিধি আমা তথা না রাখিল॥
এথা শূন্য-দেহ প্রাণ রৈল সেই স্থানে।
কেমতে রহিব কায়া পরাণ বিহনে॥ (জা. ৩)

নিদ্রা সে পরম সুখ জগতমোহন।
যোগনিদ্রা হোন্তে সিদ্ধি পায় যোগীগণ॥
ভয় চিন্তা হোন্তে যার চিত্ত নহে স্থির।
নিদ্রায় ব্যাপিলে হয় অচিন্তা শরীর॥
ভাগ্য বিপরীত হইলে খণ্ডে সব সুখ।
অখণ্ডিত সুখনিদ্রা না হয় বিমুখ॥
আর যত সুখ কার আছে কার নাই।
নিদ্রাসুখ সর্বভূতে ব্যাপিল গোসাঞি॥
নৃপতি কোমলশয্যা সুখ যেন মত।
দুঃখিজন তেমত কঠোর ভূমিগত॥
কোন বস্তু দিয়া কবি উপমিব তারে।
যাহার বসতি হৈছে চক্ষের মাঝারে॥
জ্ঞানহীন জন যেই নিদ্রা নাহি চিনে।
সর্বস্ব হারায় হেন নিদ্রার কারণে॥

১ ভোর ২ পুচিতে ৩ বচন জৈগ্য ৪ না দেখে সনমত ৫ কহএ উনমত ৬ সহরিসে পুচিল ৭ মৃত্যুশ্বর ৮ কপালিএ ৯ ষুখে ১০ মোরে ১১ সৈন্য ১২ স্থানে ১৩ নিদ্রাতে ১৪ জোগ নিদ্রা ১৫ ভাঅ চিন্তা হন্তে জাড় ১৬ স্থির ১৭ চিন্তা ব্যাপীলে ১৮ অখণ্ডিত ষুক নিদ্রা ১৯ ‑ন ২০ ব্যাপীত ২১ সৈক্ষ্যা ২২ উপারিব ২৩ হৈল ২৪ চৌক্ষের ২৫ জেন ২৬ সর্বষুক ২৭ সেই

শব্দার্থ টীকা : অমরা—স্বর্গপুরী

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশের অনুবাদ তো নেই-ই, চৌপাই অংশেরও কিছু কিছু বর্জিত হয়েছে। সদ্যোচেতনালব্ধ রাজার বিলাপকে মূলে তুলনা করা হয়েছে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার সঙ্গে। উপমাটি আলাওল বাদ দিয়েছেন। তার পরিবর্তে তিনি সংযোগ করেছেন তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ দুটি। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদের পরবর্তী পয়ার অংশটি আলাওলের নিজস্ব নিদ্রাস্তুতি। এই জাতীয় নিদ্রাস্তব মূলে নেই।

দীর্ঘ ছন্দ

নৃপতিক[১] নিদ্রা হোনে[২] জাগাইয়া বন্দুগনে
বুজিল বিসণ্ড[৩] হৈল কাজ।
করজোর[৪] করি সবে কহিতে লাগীলা তবে
নিবেদন যুন মোহারাজ ॥
তুমি বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানি[৫] কি বলিতে[৬] জানি আমি
ভাবি দেখ আপনার[৭] চিন্তে।
অতি কষ্ট প্রেমজাল আগে মিষ্ট পাছে কাল
বাজিলে সহন[৮] নাহি চিন্তে ॥
অখন লখএ দৃষ্টে[৯] পোবন ধরএ মুষ্টে[১০]
মন হএ বান্দি ক্ষেমা জোরে।
মিত্র বাহিভিতে[১১] জথ ভাবের আনল তথ
জালাইলে পাএ প্রেম ওর ॥
নিজ সির পদ করি সর্ব্বষুখ পরিহরি
সম্পদ আপদ সমতুল।
যুসম তেজিয়া কষ্ট আচরিতে নহে ভ্রষ্ট[১২]
সে সে জানে প্রেমের আমুল ॥
আপনা করএ নাস সম ভক্ষ[১৩] উপবাস
তেজে লোভ[১৪] মায়া ক্রোধ কাম।
তুমী যুখভুগী রাজা লক্ষে ২[১৫] করে পোজা[১৬]
কোন হেতু লও প্রেম নাম ॥
মনেত ভাবিয়া এহ[১৭] সাধ সিদ্ধ[১৮] নহি পাই
বিনি যুগে পন্ত করি লক্ষ[১৯]।
তন্ত্র জন্ত্র[২০] ব্যাস জপ কম্ম যুগাসন[২১] তপ
তবে হএ দেবতা সপক্ষ[২২] ॥
এমত করএ জবে প্রেম যুরা পিএ তবে
সদা মস্ত[২৩] আনন্দ অপার।
ভাবের নিয়মবধি[২৪] ভক্তি মুক্তি হৃদ্ধি[২৫] সিদ্ধি
ষুখ মুক্ষ প্রাপ্ত হএ তার ॥

নৃপতিকে নিদ্রা হনে জাগাইয়া বন্ধুগণে
বুঝিল বিষম হইল কাজ।
করজোড় করি সবে কহিতে লাগিলা তবে
নিবেদন শুন মহারাজ ॥
তুমি বুদ্ধিবন্ত স্বামী কি কহিতে পারি আমি
আপনে ভাবিয়া দেখ চিতে।
অতিকষ্ট প্রেম-জাল আগে মিষ্ট পাছে কাল
বাজিলে মোচন নাহি তাতে ॥
অলখ লখয়ে দৃষ্টে পবন ধরয় মুষ্টে
মন হরে বান্ধি ক্ষেমা ডোর।
মিত্র বাহিভূর্ত যথ ভাবের আনল তথ
জ্বালাইলে পায় প্রেম ওর ॥
নিজ শির পদ করি সর্ব সুখ পরিহরি
সম্পদ আপদ সমতুল।
সুষম তেজিয়া কষ্ট আচরিতে নহে ভ্রষ্ট
সেই জানে প্রেমের আমুল ॥
আপনা করয়ে নাশ সম ভক্ষ্য উপবাস
তেজি লোভ মায়া ক্রোধ কাম।
তুমি সুখভোগী রাজা লক্ষে লক্ষে করে পূজা
কোন হেতু লও প্রেম-নাম ॥
মনেত ভাবিয়া এই সাধ সিদ্ধি নাহি পাই
বিনু যোগ পন্থ করি লক্ষ্য।
তন্ত্র মন্ত্র ব্যাস জপ কর্ম যোগাসন তপ
তবে হয় দেবতা সপক্ষ ॥
এমত করয় যবে প্রেম সুরা পিয়ে তবে
সদা মত্ত আনন্দ অপার।
ভাবের নিয়ম বিধি ভক্তি মুক্তি হৃদি সিদ্ধি
সুখ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় তার ॥ (জা. ৪)

১ নৃপতিকে ২ হনে ৩ বিসম ৪ করজোরো ৫ স্বামী ৬ বুলিতে ৭ আপনি ভাবিআ দেখ ৮ মোচন ৯ অলখন হএ দিষ্টে ১০ ধরিলে পিষ্টে ১১ বহে ভুত ১২ ভষ্ট ১৩ ভৈক্ষ ১৪ তেজিলুম ১৫ লৈক্ষেহ ১৬ পুজা ১৭ চাই ১৮ সার সীদ্ধি ১৯ লৈক্ষ ২০ মন্ত্র ২১ কর্ম্ম জোগে সেন ২২ সপেক্ষ ২৩ মত্ত ২৪ নিঅম বুদ্ধি ২৫ বিদ্ধি

শব্দার্থ টীকা : হনে—থেকে
ওর—সীমা
নিজ শির পদ করি—নিজের মাথার উপর যদি কেউ পা রাখে, অর্থাৎ কঠোর যোগসাধনা করে :
তু° সির দেই পাব দেই সো ছুআ (জা)

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের ত্রিপদী ছন্দের অনুবাদটি মূলের ভাবসম্প্রসারণ। মূলের কৃষ্ণ-গোপী প্রসঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত হয়েছে, মূলের তুলনায় অনুবাদটি অনেক বিস্তারিত। মূলের ভাবটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদটি ভাবের আকাশে বিস্তার লাভ করেছে।

মেদনি কল্পতরু রসীক নায়ক গুরু
দানে মানে কন্ন[১] কুরুজিত।
ধর্ম্মলতা বৃদ্ধি[২] হেতু ভব দধি সন্তকেতু[৩]
দুক্ষ মন দুক্ষ তমাদিত[৪]।
এহেন মাগন গুনি রূপ ভাব কথা ষুনি
পুছিলা সে সব বিবরন[৫]
আদেস কুষুম[৬] সিসে পৈরে[৭] মন সহরিসে
হিন য়ালাললে[৮] ষুবচন[৯] ॥*

১ কন্য ২ সীদ্ধি ৩ সৈন্তকেতু ৪ আমদিত ৫ জিজ্ঞাসীল সেই বিবরন ৬ কুসুম ৭ পুরি ৮ আলাওলে ৯ সুরচন

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুটি পংক্তির পুষ্পিকা—

দানে মানে কর্নগুরু কামদর আলি মেরু
মোকে আজ্ঞা কৈল সহরিসে।
খুদ্র বুদ্ধি অল্প জ্ঞান আবুল হোচন জান
পোস্তক লেখিলুম প্রেমরসে ॥

মেদিনীর কল্পতরু রসিক নায়ক গুরু
দানে মানে কর্ণ কুরুজিত।
ধর্মলতাবৃদ্ধি হেতু ভবোদধি সত্যকেতু
দুঃখে সুখে বিক্রম আদিত ॥[১]
এহেন মাগন গুণী রূপ ভাব কথা শুনি
পুছিলা সে সব বিবরণ।
আদেশ কুসুম শীষে পরি মন সহরিষে
হীন আলাওলে সুরচন ॥

১ আ

শব্দার্থ টীকা : কুরুজিত—মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজা। ভবোদধি সত্যকেতু—সংসারসমুদ্রে সত্যের নিশান তুল্য ; দুঃখে সুখে বিক্রম আদিত—বিক্রমাদিত্যের মতো যিনি সুখে দুঃখে সমান আচরণ করেন। এক্ষেত্রে পুথিপাঠ অর্থহীন।

মন্তব্য : ত্রিপদীর শেষে ভণিতাসহ মাগন-প্রশস্তিটুকু যে আলাওলের নিজস্ব সংযোজন তা বলা বাহুল্য। পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুর সম্পর্কে কবির স্তুতিবচনগুলি লক্ষণীয়।

ষুনি নৃপতিএ দিগর্শবাস কহে কথা[1] ।
জথেক কহএ সত্ব[2] না হএ অন্যথা[3] ।।
নয়ানে শ্রবএ[4] মুক্তা প্রাএ[5] জলধার ।
ভাবানল জোতে নাসে মন অন্দকার[6] ।।
গুরু ষুকে আহ্মাত[7] কহিছে জোগ্য মর্ম্ম[8] ।
এক যুগ ভাব ভক্তি আর যুগ কম্ম[9] ।।
কম্মযোগ[10] হৈলে পুনি কায়াসিদ্ধি[11] হএ ।
ভাবভক্তি যুগমুক্তি[12] বাঞ্চিত পুরএ[13] ।।
কম্মযুগে[14] অনাহারে বৈসে[15] চিরকাল ।
সাধিলে সে সিদ্ধি[16] হএ এরাএ জঞ্জাল ।।
ভাবের আনল সে মনে[17] হৈলে প্রকাস ।
তিলে মাত্র ভাবকের হএ আত্মনাস[18] ।।
গুরুর দাতব্য[19] সিস[20] হৃদে অগ্নিকনা ।
প্রজলিত করে জেই সিস্য মোহাজনা ।।
দুগ্ধ মাজে নৗনি য়াছে জগতে প্রচার ।
আউটীলে মথিলে সে পাএ খীর সার ।।
পন্তে উদ্দেসীয়া গুরু ধরএ কান্ডার ।
নিজ বলে বাহিয়া[21] সমুদ্র হএ পার ।।
এথ জানি তেজিল সংসার সুখমায়া ।
কিবা কায্য[22] সিদ্ধি কিবা নিপাতিত কায়া ।।

১ ষুনি দির্ঘনিশ্বাসে নৃপতি কহে কথা ২ কহিলা কথা ৩ অন্যতা ৪ বয়্যানে ৫ বহে ৬ আন্দিআর ৭ আমাতে ৮ জোগ মর্ম্ম ৯ যুগে কর্ম্ম ১০ কর্ম্ম যুগ ১১ কায্যা সীদ্ধ ১২ যুগে মুক্তি ১৩ পুরাএ ১৪ কর্ম্ম যুগে ১৫ বসী ১৬ সীদ্ধি ১৭ সনে ১৮ আত্মনাস ১৯ দাতৈব্য ২০ সীশ্ব ২১ বাহিলে ২২ কার্য্য

শুনিয়া নৃপতি দীর্ঘশ্বাসে কহে কথা ।
যথেক কহিলা সত্য না হয় অন্যথা ।।
নয়ানে স্রবয় মুক্তাপ্রায় জলধার ।
ভাবানল জ্যোতে নাশে মন আঁধিয়ার ।।
গুরু শুক আমাতে কহিছে যোগমর্ম ।
এক যোগে ভাব ভক্তি আর যোগে কর্ম ।।
কর্মযোগ হইলে পুনি কায়াসিদ্ধি হয় ।
ভাবভক্তি যোগমুক্তি বাঞ্ছিত পূরয় ।।
কর্মযোগে অনাহারে বসি চিরকাল ।
সাধিলে সে সিদ্ধি হয় এড়ায় জঞ্জাল ।।
ভাবের আনল মনে হইলে প্রকাশ ।
তিলমাত্র ভাবকের হয় আত্মনাশ ।।
গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদে অগ্নিকণা ।
প্রজ্বলিত করে যেই শিষ্য মহাজনা ।।
দুগ্ধ মাঝে ননী আছে জগতে প্রচার ।
আউটিলে মথিলে সে পায় ক্ষীরসার ।।
পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরয় কান্ডার ।
নিজ বলে বাহিলে সমুদ্র হয় পার ।।
এত জানি তেজিলু* সংসার সুখমায়া ।
কিবা কার্যসিদ্ধি কিবা নিপাতিত কায়া ।। (জা.৭)

শব্দার্থ টীকা : ভাবকের হয় আত্মনাশ— প্রেমিকের আত্মবিনাশ হয় ।
আউটিলে···ক্ষীরসার—উত্তপ্ত বা মন্থন করলে তবেই দুধের সার অংশ পাওয়া যায় ।
মূলে আছে—নিকসৈ ঘিউ ন বিনা দধি মথে (৬) ।

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্থ স্তবকের অনুবাদের পর আলাওল সপ্তম স্তবকের অনুবাদ করেছেন । জায়সীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকের প্রেমতত্ত্বমূলক শুকবচনগুলি আলাওল বাদ দিয়েছেন । সপ্তম স্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় কিছুটা সম্প্রসারিত । কর্মযোগ-তত্ত্বপ্রসঙ্গটি আলাওলের সংযোজন । উত্তাপে দুধ মন্থনের চিত্রটিও আলাওলের নিজস্ব । সপ্তম স্তবকের দোহাঅংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি । জায়সীর অষ্টম স্তবকের অনুবাদও আলাওলের লেখায় অনুপস্থিত । জায়সী কাব্যে যেখানেই তত্ত্ব প্রসঙ্গ এসে ভীড় করেছে আলাওল তা হয় অত্যন্ত সংক্ষেপে সেরেছেন, নতুবা তাকে এড়িয়ে গিয়ে কাহিনীকথনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন । মূল কাব্য যেখানে তত্ত্বাশ্রিত কাব্য কথা, অনুবাদ সেক্ষেত্রে মূলত কাহিনী-আশ্রিত ঘটনা বিবরণ । যে অমাত্য সভায় বসে আলাওল পদ্মাবতীর অনুবাদ করছিলেন তত্ত্ব কথার চেয়েও কাহিনীর আবেদন ছিল বেশী । এক্ষেত্রে অবশ্য জায়সীর অনুসরণে আলাওলের সুফী প্রেমতত্ত্ব ও গুরুবাদ প্রকাশিত ।

যোগী খণ্ড

রাষ্যপাট[১] তেজিয়া নৃপতি হৈল ষুগী ।
করতে কিনর[২] লৈয়া বাজাএ বিউগী ॥
সিরে জটা কর্নে মুদ্র[৩] ভস্ব কলেবরে ।
কক্ষে[৪] সিঙ্গা ডম্বরু ত্রিষুল লৈয়া[৫] করে ॥
মেখলি[৬] ধান্দারি রুদ্রাক্ষের জপমালা ।
কান্থা[৭] চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা ॥
চমক পাথর আর পদেত পাওরি ।
হস্তে দোয়াদস লৈল বটয়া আধারি[৮] ॥
উরিয়ান বন্দ কটী পৈরন কপিন ।
অনাহুত[৯] সব্দ মধ্যে মন কৈলা লিন ॥

ষুন্যপস্তে ধ্যান ধরিয়া সমন চক্ষে ।[১০]
ষুন্য পুহ্ফহার লক্ষ[১১] করিল অলক্ষ ॥[১২]
মন পরিচয় আনলেত[১৩] মন দিয়া ।
পঞ্চভুতে সিদ্ধি দস বাহু[১৪] সম্বদিয়া[১৫] ॥
চতুর্দলা ধারে করি ভক্তি সম্বাসন ।[১৬]
সড দল[১৭] সদিণ্টানে চালাইলা মন ॥
আধারে বসন্ত বন্ন সদিণ্টা বানন্ত[১৮] ।
দস দল মনিপুরে জয়দ্দেককান্ত[১৯] ॥
সেই মনিপুরেত সেবিয়া[২০] প্রজাপতি ।
অনাহুতচক্র কৈলা বিষুত[২১] ভকতি ॥
কণ্টান্ত[২২] দ্বাদসবন্ন ধরে অনাহুতে ।
দেখীল ষুর সম্বর[২৩] বিষুধা[২৪] চক্রেতে ॥
তথাতে কুন্ডলি দেবি য়াছে নিদ্রাগত ।
সর্পরুপ[২৫] ধরি রাখে ষুসম্মার পত ॥

রাজ্যপাট তেজিয়া নৃপতি হৈল যোগী ।
করেত কিঙ্গরী লই বাজায় বিয়োগী ॥
শিরে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবরে ।
কক্ষে শিঙ্গা ডম্বরু ত্রিশূল লৈল করে ॥
মেখলি ধান্ধারি রুদ্রাক্ষের জপমালা ।
কান্থা চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা ॥
চমক পাথর আর পদেত পাউরি ।
হস্তেত দ্বাদশবর্ণ বটুয়া আধারি ॥
উড়িয়ান বন্ধ কটি পৈরন কৌপিন ।
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন ॥ (জা. ১)

শূন্যপন্থে ধ্যান ধরিয়া সম চক্ষে ।
শূন্য পুষ্পহার লক্ষ্য করিল অলক্ষ্যে ॥
মন পরিচয় অমনেত মন দিয়া ।
পঞ্চভূতেসিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া ॥
চতুর্দলাধারে করি ভক্তিসম্ভাষণ ।
ষড়দল স্বাধিষ্ঠানে চালাইলা মন ॥
আধারে বসন্ত বর্ণ স্বাধিষ্ঠা বলান্ত ।
দশদল মণিপুরে জয়াধের্ক কান্ত ।
সেই মনিপুরেত বসিয়া প্রজাপতি ।
অনাহতচক্রে কৈল বিশুদ্ধ ভকতি ॥
কণ্ঠান্ত দ্বাদশবর্ণ ধরে অনাহত ।
দেখিলেন্ত সুর শশী বিশুদ্ধ চক্রেত ॥
তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাগত ।
সর্পরূপ ধরি রাখে সুষুম্নার পথ ॥

১ রাজ্যপাট ২ কিন্নর ৩ মুদ্রা ৪ কক্ষ ৫ লৈলো ৬ মেখরি ৭ কাথা ৮ বটুআ ধার্মারি ৯ আনাহুত ১০ সৈন্যপন্তে ধ্যান ধরি রহিল সচোক্ষে ১১ লৈক্ষ ১২ অলৈক্ষে ১৩ আমনত ১৪ বাউ ১৫ সম্বরিআ ১৬ চতুরদল ধারি করি বত্তিস আসন ১৭ সরদল ১৮ সাদ্রিণ্টা বোলন্ত ১৯ ডাই ডাফু কান্ত ২০ শ্বোরিআ ২১ বিত্তর ২২ কটাক্ষ ২৩ যুরস যুর ২৪ বিক্তর ২৫ উর্ধমুখী

শব্দার্থ টীকা : কিন্নরী—সারেঙ্গী জাতীয় বাদ্য ; মূলে আছে কিংগরী। মেখলি—কটি বন্ধন ; ধান্ধারি—গোরখ ধাঁধা বা এক-ধরণের লৌহচক্র যা দিয়ে নাথযোগীরা কড়ি গণনা করে। খাপর—করোটিপাত্র ; মৃগছালা—মৃগচর্ম । পাউরি—পাদুকা । আধারী—দণ্ডযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড যাতে হেলান দিয়ে যোগীরা বিশ্রাম করে।

মন্তব্য : যোগীখণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলানুগ হলেও দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। যোগীচিহ্নরূপে ত্রিশূল ও ডম্বরু প্রসঙ্গ মূলে নেই, আবার মূলের কমণ্ডলু ও ছাতাপ্রসঙ্গ অনুবাদে নেই। পরবর্তী স্তবকটি মূলে নেই। স্তবকটি আলাওলের তান্ত্রিক যোগাচার সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের নিদর্শন।

অধোমুখে চন্দ্র জথ[১] অমীয়া বরিসে।
উদ্দমুখ[২] হইয়া কুণ্ডালি থাকে যুসে[৩] ॥
দরসন নহে পুনি সক্তি য়ার সিব।
এই পে কারনে মরে সংসারের জিব ॥
আকুঞ্চ কুঞ্জিয়া[৪] অগ্নি সমরসে বাউ।
জাগাইলে কুণ্ডালিনি[৫] চির পরমাউ[৬] ॥
আজ্ঞাচক্রে[৭] দুই দল করি নিরক্ষন।
তথাতে উজল দুই নির্ম্মল দর্পন[৮] ॥
শতদল হেরিয়া সহস্র দলান্তরে।
সেবিলা[৯] পরম সিন্দু[১০] অতি মনুহরে ॥
পুরক কুম্ভক'র চক্রেত করি সম।[১১]
তিন[১২] সমরসে সাধিলেক প্রনায়ম[১৩] ॥
সত রজ তম গুন ত্রিবেদের[১৪] সক্তি।
আকার-উকার সে মকারে[১৫] কৈল ভক্তি ॥
প্রনবের[১৬] ধ্বনি বুঝ যুনি কন্নর্মূলে।
কিঞ্চিত সাধিলা জগ[১৭] মন কুতুহলে ॥
বিবেচে[১৮] কহিলে সব যুগের[১৯] লক্ষন[২০]।
পুস্তক[২১] বিসাল হএ যুন মোহাজন ॥

গুরু যুক সঙ্গত[২২] করিয়া মোহারাজ।
চলিলা সিংহল দিপে সীদ্ধি হৈতে কাজ ॥
পুনরপি[২৩] নিবেদিলা আমথ্য সকল।
যুভক্ষনে চলি হৈবা কাথ্যাত কুসল ॥[২৪]
নর্পতি উত্তর দিলা যুন বন্দুগন[২৫]।
কিবা যুভাষুভ[২৬] প্রেমপন্তের গমন ॥
জমে প্রান হরিতে কিসের নিসি দিস।
পতি সঙ্গে জাইতে সতি[২৭] কি পুছে জোতিস[২৮] ॥
গৃহ বন[২৯] সম মোর সকায্যগমনে।
তুমী সব নিজ ঘরে জাও যুখ মনে[৩০] ॥

১ জোত ২ উর্দ্ধমুখী ৩ মুখে শেবাসে ৪ আকুচ কুচিয়া ৫ কুণ্ডালি ৬ অক্কএ পরম আইউ ৭ অর্দ্ধ চক্র ৮ দ্রপন ৯ সীবিল ১০ সীব ১১ পুর্ব্ব কর্ক মুখ করে চাক কোরি স্যাম ১২ তিলে ১৩ মনস্কাম ১৪ যুদেবের ১৫ মকরে ১৬ প্রলাপের ১৭ জোগ ১৮ বিরচি ১৯ জোগের-২০ লৈক্ষন ২১ পোস্তক ২২ সঙ্গতি ২৩ পুনরবি ২৪ যুভক্ষনে করি জাও পাত্রের কুশলে ২৫ মহাজন ২৬ যুবাযুব ২৭ পতি সঙ্গে সতি জাইতে ২৮ কি পুনি জত্তিস ২৯ বন গৃহ ৩০ যুভক্ষনে।

অধোমুখে চন্দ্র যত অমিয়া বরিষে।
উর্ধমুখ হইয়া কুণ্ডলিনী মুখে শোষে ॥
দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব।
এই সে কারণে মরে সংসারের জীব ॥
আকুঞ্চ কুঞ্চিয়া অগ্নি সমরস বায়ু।
জাগাইলে কুণ্ডলিনী চিরপরমায়ু ॥
আজ্ঞাচক্রে দুই দল করি নিরীক্ষণ।
তথাত উজ্জ্বল দুই নির্মল দর্পণ ॥
শতদল হেরিয়া সহস্র দলান্তর।
সেবিল পরম শিব অতি মনোহর ॥
পূরক কুম্ভক রেচকত করি মন।
তিন সমরসে সাধিলেক প্রাণপণ ॥
সত্ত্ব রজঃ তম গুণ ত্রিদেবের শক্তি।
আকারে উকারে মকারে কৈল ভক্তি ॥
প্রণবের ধ্বনি সুখে শুনি কর্ণমূলে।
কিঞ্চিৎ সাধিল যোগ মন কুতূহলে ॥
বিরচি কহিল সব যোগের লক্ষণ।
পুস্তক বিশাল হয় শুন মহাজন ॥

গুরু শুক সঙ্গতি করিয়া মহারাজ।
চলিল সিংহল দ্বীপে সিদ্ধি হৈতে কাজ ॥
পুনরপি নিবেদিলা অমাত্য সকল।
শুভক্ষণে যাত্রা হৈলে কার্যেত কুশল ॥
নৃপতি উত্তর দিল শুন বন্ধুগণ।
কিবা শুভাশুভ প্রেম-পন্থের গমন ॥
যমে প্রাণ হরিতে কিসের নিশি দিশ।
পতি সঙ্গে যাইতে সতী পুছে কি জ্যোতিষী ॥
গৃহ বন সম মোর স্বকার্য গমনে।
তুমি সব নিজ ঘরে যাও সুখ মনে ॥ (জা. ২)

মন্তব্য : অনুবাদের দ্বিতীয় স্তবকটি আলাওলের সম্পূর্ণ নিজস্ব। মূলে এই সুদীর্ঘ যোগাচার বিবরণটি নেই। মূলের দ্বিতীয় স্তবকটি অনুবাদে কিছুটা সংক্ষিপ্ত। মূলে আছে গঙ্গাযাত্রার একটি চিত্রকল্প, অনুবাদে তা নেই। আবার মূলে বিধবার সতী হবার বিষয়টি অনুবাদে পতিগমনের প্রসঙ্গে রূপান্তরিত।

সজল নয়নে আসী নৃপতি জননি।
কহিতে লাগিলা কথা ষুন পুত্রমনি ॥
রাজচক্রবর্ত্তি তুম্মি[১] প্রীথীবি[২] মাজার।
তোমাধিক ষুখ কেবা[৩] আছএ সংসার ॥
বিলাসহ[৪] নর্বানিধি[৫] সহশ্র ষুন্দরি[৬]।
কোন ষুখ লাগী পুত্র হও দেসান্তরি ॥
জেই অংগে সতত লাগীছে চতুসম।
কোন মতে[৭] সেই অংগে সহিব ভস্বম ॥
নিসী দিসী আছিলা করিয়া ষুখভোগ।
কেমতে সাধিবা[৮] পুত্র মহাকষ্ট জোগ ॥
জেই দেহে পৈরিয়াছ[৯] ষুন্ন[১০] পাটম্বর।
কেমতে পৈরিবা কান্তা হেন কলেবর ॥
গজেন্দ্র হএন্দ্র চতুর্দ্দোলে আরুহনে[১১]।
মোহাছায়া ষুখেত হরিচ রাত্রি দিনে[১২] ॥
হেন ষুকমল তনু পদব্রজ গমে।
কেমতে হাটীবা পুত্র মোহাকষ্ট শ্রমে[১৩] ॥
তোমা[১৪] বিনে রায্যপাট[১৫] সব অন্দকার।
বৃদ্ধকালে আমারে[১৬] না দে[১৭] দুক্ষভার ॥

মাত্রির বচনে ষুনি ছারিয়া নিশ্বাস।
করজোরে কৈলা রাজা বচন প্রকাস[১৮] ॥
কার ষুখ কার ভোগ কাহার সংসার।
মনবিষ্ট[১৯] সিদ্ধি বিনু সব অন্দকার[২০] ॥
জদি ভাল হইল[২১] সংসার ষুখ ভোগ।
রায্য তেজি গোপিচন্দ্রে[২২] ন সাধিত[২৩] জোগ ॥
জোগে তপ কষ্ট বিনু[২৪] সাধিল সংসারে।
প্রিথিবির[২৫] ভার কেহ এরাইতে নারে ॥

১ তুমী ২ প্রিথিম্ব ৩ ষুখী কিবা ৪ বিলাসএ ৫ নরনারি ৬ সোন্দরি ৭ কন মতে ৮ সহিবা ৯ পরি আচ ১০ স্বোর্ন্য ১১ গজ আহার চতুরদল হএ আরহন ১২ মহা ছায়্যা ষুখেতে আছিলা অনুক্ষন ১৩ মহা এ কষ্টম ১৪ তুমি ১৫ রাজ্জপাট ১৬ মোহরে ১৭ দেও ১৮ করজোর করি রাজা বোলেন্ত আশ্বাস ১৯ মনচেষ্টা ২০ আন্দি আর ২১ হৈত ২২ গুপীচন্দ্র ২৩ না সাদিত ২০ জোগেতে প্রকট নিল ২৫ প্রিথিম্বির

সজল নয়নে আসি নৃপতি জননী।
কহিতে লাগিল কথা শুন পুত্রমণি ॥
রাজচক্রবর্তী তুমি পৃথিবী মাঝার।
তোমাধিক সুখি কেবা আছয় সংসার ॥
বিলাসহ নারী নব সহস্র সুন্দরী।
কোন সুখ লাগি পুত্র হও দেশান্তরী ॥
যেই অংগে সতত লাগিছে চতুঃসম।
কোন মতে সেই অংগে সহিব ভসম ॥
নিশি দিশি আছিলা করিয়া সুখভোগ।
কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ।
যেই অংগে পরিয়াছ স্বর্ণ পাটাম্বর।
কেমতে পরিব কান্থা হেন কলেবর ॥
গজেন্দ্র হয়েন্দ্র চতুর্দোলে আরোহণে।
মহাছায়া সুখেত রহিছ রাত্রিদিনে ॥
হেন সুকোমল তনু পদব্রজগমে।
কেমতে হাটিবা পুত্র মহাকষ্টশ্রমে ॥
তোমা বিনু রাজ্যপাট সব অন্ধকার।
বৃদ্ধকালে আমারে না দিও দুঃখ ভার ॥ (অা.৪)

মাতৃর বচন শুনি ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
করজোড়ে কৈলা রাজা বচন প্রকাশ ॥
কার সুখ কার ভোগ কাহার সংসার।
মনাভিষ্ট সিদ্ধি বিনু সব অন্ধকার ॥
যদি ভাল হৈত সংসার সুখ ভোগ।
রাজ্য তেজি গোপীচন্দ্র না সাধিত যোগ ॥
যোগ তপ কষ্ট বিনু সাধিলে সংসারে।
পৃথিবীর ভার কেহ এড়াইতে নারে ॥

শব্দার্থ টীকা : গোপীচন্দ্র—নাথ সাহিত্যের অন্যতম কাব্য ময়নামতী বা গোপীচন্দ্র উপাখ্যানের নায়ক, যিনি যতিধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় স্তবকটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বর্জিত। উক্ত স্তবকে রাজসেনাদের যোগী হতে বলা হচ্ছে। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদটি মূলানুগ হলেও কিছু কিছু বর্জন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। মাতৃবিলাপের মধ্যে যোগীপুত্রের ক্ষুধাকষ্টের প্রসংগটি সংগতভাবেই মূলে আছে, অনুবাদে এই জরুরী কথাটাই বাদ গেছে। মূলে আছে যোগীর শুকনো বাসী খাবার খাওয়ার কষ্টের কথা, অনুবাদে তা বর্জিত। যোগীর ভূমিশয্যার প্রসংগটিও মূলে আছে কিন্তু অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে অনুবাদে স্থান পেয়েছে।

ভাল মন্দ বিচার প্রভুয় লৈব[১] জবে ।
কর পদে[২] লোমে ২ সাক্ষি দিব সবে[৩] ।।
আপনার অংগ জবে[৪] না হএ আপন[৫] ।
এ ছার সংসার য়ার কোন প্রয়জন[৬] ।।
জদি আয়ু সেষ[৭] প্রাণ থাকএ আমার ।
অবস্য সেবিমু আসী চরন তোমার ।।

দেসান্তরে জাইব পতি[৮] সুনি নাগমতি ।
সজল নয়ানে আসি করিলা মিন্নতি[৯] ।।
মুক্ষ[১০] সখীগন সংগে অশ্রুমুখী হৈয়া ।
করজোরে[১১] কহে কথা পতি সম্বদিয়া ।।
তুমী প্রানপতি আমি[১২] সকলের আস ।
বিনি অপরাদে কেনে দেয়[১৩] নিরবাস ।।
কোন সুখ হেতু প্রভু হও দেসান্তরি ।
আমা হোন্তে পদ্মামিনি[১৪] কেমন সোন্দরি ।।
জবে রূপহিন মুঞি জান [১৫] সেবা[১৬] ভক্তি ।
আমারে ছারিয়া জাও কোন বর সক্তি[১৭] ।।
তোমার বিছেদে[১৮] মোর না রহিব[১৯] প্রান[২০] ।
নিজ হস্তে মারি আমা দেয়[২১] জিব দান[২২] ।।
কিবা আমা সংগে লও হৈয়া জাম দাসী ।
পতি যুগী নারি অনুচিত গৃহবাসী ।[২৩]
তোমা সংগে সুখ দুক[২৪] দুই প্রাপ্তি মোর ।
পরিসয্যা[২৫] করিমু দেখিমু[২৬] পদ তোর ।।
পুরুস অর্দ্ধাংগ নারি বিধি নিযুজিত ।
জথা রাম সংগে[২৭] সীতা[২৮] গমন উচিত ।।
রমনি সরির জান পুরুস জিবন ।
জিবন রহিত[২৯] অংগ কোন[৩০] প্রওজন ।।

১ লৈব প্রভু ২ পন্ধে ৩ তবে ৪ জদি ৫ আপনা ৬ প্রওজনা ৭ সেস আউ ৮ স্বামী ৯ মীন্যতি ১০ মৈক্ষ ১১ জোগে ১২ আমী ১৩ দেও ১৪ পদ্মাবতি ১৫ জানো ১৬ সেভা ১৭ কেমন সকতি ১৮ বিচ্ছেদে ১৯ সহিব ২০ প্রানে ২১ জাও ২২ দানে ২৩ গ্রিহবাসী ২৪ দুক্ক ২৫ পরিসৈজ্জা ২৬ সেবিমু ২৭ সীতা ২৮ সেন ২৯ জিব না রহিলে ৩০ কন

ভাল মন্দ বিচার লৈব প্রভু যবে ।
কর পদে লোমে লোমে সাক্ষী দিব তবে ।।
আপনার অংগ যদি না হয় আপন ।
এ ছার সংসারে আর কোন প্রয়োজন ।।
যদি আয়ু শেষ প্রাণ থাকয় আমার ।
অবশ্য সেবিমু আসি চরণ তোমার ।। (জা. ৫)

দেশান্তরে যাইব পতি শুনি নাগমতি ।
সজল নয়ানে আসি করিলা মিনতি ।।
মুখ্য সখীগণ সংগে অশ্রুমুখী হৈয়া ।
করজোড়ে কহে কথা পতি সম্বোধিয়া ।।
তুমি প্রাণপতি আমা সকলের আশ ।
বিনি অপরাধে কেন করহ নৈরাশ[১] ।।
কোন সুখ হেতু প্রভু হও দেশান্তরি ।
আমা হোন্তে পদ্মাবতী কেমন সুন্দরী ।।
যবে রূপহীন মুঞি জানে সেবা ভক্তি ।
আমাক ছাড়িয়া যাও কোন বড় শক্তি ।।
তোমার বিচ্ছেদে মোর না রহিব প্রাণ ।
নিজ হস্তে মারি মোরে দেও জীব দান ।।
কিবা আমা সংগে লও হৈয়া যাম দাসী ।
পতি যোগী নারী অনুচিত গৃহবাসী ।।
তোমা সংগে সুখ দুঃখ দুই প্রাপ্তি মোর ।
পরিচর্যা করিমু সেবিমু পদ তোর ।।
পুরুষ অর্ধাংগ নারী বিধি নিযুজিত ।
যথা রাম তথা সীতা গমন উচিত ।।
রমণী শরীর জান পুরুষ জীবন ।
জীবন রহিত অংগ কোন প্রয়োজন ।। (জা. ৬)

১. অ।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদের শেষে যোগসমাপ্তি অন্তে আয়ু অবশিষ্ট থাকলে মায়ের কাছে পুত্রের ফিরে আসার প্রতিশ্রুতিটুকু আলাওলের নব সংযোজন। মূলে আছে শুধুই বিদায় প্রার্থনা। গোপীচন্দ্রের প্রসংগটি অনুবাদে নিছক অনুষংগ, কিন্তু মূলে তার প্রসংগে আরও কিছু বিবরণ আছে।
ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে মূলের দোহা অংশটি বর্জিত হয়েছে। তার পরিবর্তে আলাওল যোগ করেছেন দেহ ও প্রাণের প্রথাগত রূপকে নারী পুরুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি। তবে মূলে নাগমতির রূপের অহংকার আছে। অনুবাদে তা একটু বেশী নত-নমিত হয়ে পড়েছে।

স্ত্রিয়া জাতি হিন বুদ্ধি কি মতি তোমার ।[১]
প্রাণ নিরপেক্ষ কর্ম্ম কি ফল সংসার ॥
সিধু বুদ্ধি যুনে জার করগত প্রান ।
উন্নতের[২] উপদেস কহএ আজ্ঞান[৩] ॥
জবে রাম সংগে সিতা ভেল[৪] বনবাসী ।
রাবনে হরিল তান[৫] লোকে উপহাসি ॥
সংসার সপন তুল কি তার বাসনা ।
অন্তকালে নিজ অংগ না হএ আপনা ॥
নৃপতি ভরথ নহে যুন সে রাজ্জনি ।[৬]
জার ঘরে সোল সত যুন্দর[৭] রমনি ।
জার হস্ত পদ[৮] কুচে কৈলা ঘরিসন[৯] ।
তিলে মাত্র হেন যুখ ছারি গেল বন[১০] ॥

কার কথা না যুনিলা[১১] নৃপ[১২] হইলা যুগী ।
চলিলা প্রেমের পন্তে বিরহ বিউগী ॥[১৩]
সিংহা ধনি[১৪] করি নৃপ[১৫] হইলা বাহির ।
প্রজা লোকে দেখীয়া হৃদয় জাএ চির ॥
পুরে ২ ঘরে ২ পরিল কলহাল ।[১৬]
চতুদ্দিগে মোহাসব্দ কান্দনার রোল ॥[১৭]
নৃপতির মাত্রির ক্রন্দন সকরুনে ।
বৃক্ষসাথে মোহিত[১৮] হইল পাক্ষিগনে ॥
অনাথ[১৯] হইল হেন[২০] ভাব সর্ব্বজনে ।
নৃপ ন থাকিলে আমী[২১] রহিব কেমনে ॥
অন্তস্পুরে রামাগনে কান্দিলা জথেক ।
গ্রন্তন গরুয়া হএ কহিব কথেক ॥[২২]
নাগমতি কান্দিলেক[২৩] প্রভু বিনাইয়া ।
পাসান বিদরে[২৪] পুনি[২৫] তাহাক যুনিয়া ॥

স্ত্রিয়া জাতি হীনমতি কি বুদ্ধি তোমার ।
প্রাণের বিপক্ষ কর্ম কি ফল সংসার ॥
স্ত্রিয়া বুদ্ধি শুনে যার করগত প্রাণ ।
উচ্চতর উপদেশ কহয় অজ্ঞান ॥
যবে রাম সংগে সীতা ভেল বনবাসী ।
রাবণে হরিল তাকে লোকে উপহাসি ॥
সংসার স্বপন তুল্য কি তার বাসনা ।
অন্তকালে নিজ অংগ না হয় আপনা ॥
নরপতি ভর্তৃহরি শুনিসি রাজনী ।
যার ঘরে ষোলশত সুন্দর রমণী ॥
যার হস্ত পদ কুচে কৈল ঘরিসন ।
তিলে মাত্র হেন সুখ ছাড়ি গেল বন ॥ (জা.৭)

কার কথা না শুনিয়া নৃপ হৈল যোগী ।
চলিল প্রেমের পন্থে বিরহ বিয়োগী ॥
শিংগাধ্বনি করি নৃপ হৈলা বাহির ।
প্রজালোকে দেখিয়া হৃদয় যায় চির ॥
পুরে পুরে ঘরে ঘরে পুরিল কল্লোল ।
চতুর্দিকে মহাশব্দ কান্দনের রোল ॥
নৃপতির মাতুর ক্রন্দন সকরুণ ।
বৃক্ষশাথে মোহিত হৈল পক্ষীগণ ॥
অনাথ হৈল হেন ভাবে সর্বজনে ।
নৃপ না থাকিলে আমা রহিব কেমনে ॥
অন্তঃপুরে রামাগণ কান্দিল যথেক ।
গ্রন্থ গুরুয়া হয় কহিব কথেক ॥
নাগমতি কান্দে যত প্রভু বিনাইয়া ।
পাষাণ বিদার হয় তাহাক শুনিয়া ॥ (জা. ৮)

১ ত্রিয়জাতি হিনমতি কিবা বুদ্ধি তার ২ উচ্চতর ৩ অজ্ঞান ৪ বৈসে ৫ তাকে ৬ নৃপ ভিত রত্ত নহে মুনসী রয়ানি ৭ সোন্দর ৮ হস্তে পদে ৯ কুচ কৈল গরিসন ১০ মন ১১ যুনি ১২ নৃপতি ১৩ এরপর বা পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি

একে ২ বহু ভাতি যুজোই রমনি ।
মানস উদ্দেসে চলিলেক নির্পমনি ॥

১৪ সীঙ্গধনি ১৫ রাজা ১৬ প্রতি ঘরে ২ হৈল কান্দনার রোল ১৭ চতুর দিগে মহাসব্দ করে কলাহল ১৮ মুর্হিত ১৯ আনাত ২০ সবে ২১ আমা ২২ গ্রথন গরুআ হএ লেখীব কতেক ২৩ কান্দে জথ ২৪ বিদার ২৫ হএ

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । দোহা অংশটি যথারীতি বর্জিত হয়েছে । মূলের অনুষঙ্গ দুটি অনুবাদে রক্ষিত, কিন্তু যোগীর জীবন-যাপন প্রসংগটি অনুবাদে অনুক্ত । অষ্টম স্তবকের অনুবাদে মাতৃরোদন এবং রাণী-বিলাপের প্রসংগটুকু মাত্র আছে । কিন্তু মূলের বিলাপ-বাণীগুলি অন্তর্হিত হয়েছে । মূলের দোহা অংশে আভরণ-ভংগের বর্ণনায় শোকের তাণ্ডব নৃত্যের যে ইংগিত আছে অনুবাদে আলাওল তা বর্জন করেছেন ।

নাগমতির বিলাপ

রাগ লাচারি ভাটিয়াল মালিনি ছন্দ

সুখে ভোগে গোমাইল[1] কাল।
কোন[2] হেতু পরিল জঞ্জাল॥
সুক[3] পক্ষি হৈল মোর কাল।
জানিলুম কর্ম্ম নহে ভাল॥
(আল সই) আজি[4] পোসাইল কাল নিসী (ধুয়া)
পুর্ব্বে জর্ম্মে মোহাতপ কলু[5]।
তার ফলে[6] হেন স্বামি পাইলু[7]॥
রিস ভাব পাছে ন চাহিলু।
নিজ দোসে রত্ন হারাইলু॥
হেন ষামী ছারি জাএ জার।[8]
কি ফল জিবন সুখ তার[9]॥
দিবসেত পুরি অন্দকার।
শুন্য দেখ[10] সকল সংসার॥
মুদু মন্দ দাক্ষিন পোবন।
সুসীতল সুগন্দি চন্দন॥
পুষ্পসয্যা[11] রত্ন অভরন।
আজি[12] কেনে হৈল হুতাসন॥
জবে প্রভু নিঠুর[13] চরিত।
সর্ব্ব সুখ হএ বিপরিত॥
জিবনে লাগে মোর[14] তিত।
সবে এক মৃত্যু দেখে[15] হিত॥
সখী বোলে সুন সুভধনি।
স্বামী তোর মোহা গুন জ্ঞানি॥
তোমা স্বরি আসীব আপনি।
মৈলে দরশন নাহি পুনি॥
ষামি[16] তোর যুগী দেসান্তরি।
জোগ[17] ভাব তুমী যুগী[18] নারি॥
• হৃদের[19] মুকুর যুতি[20] করি।
সুকে থাক প্রভু মুখ হেরি॥

সুখভোগে গোঙাইলু কাল।
কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল॥
শুক পক্ষী হৈল মোর কাল।
জানিলু করম নহে ভাল॥
(আল সই) আজু পোহাইল কাল নিশি (ধুয়া)
পূর্বজন্মে মহাতপ কৈলু।
তার ফলে হেন স্বামী পাইলু॥
রিষভাবে পাছে না চাহিলু।
নিজ দোষে রত্ন হারাইলু॥
হেন স্বামী ছাড়ি জায় যার।
কি ফল জীবন সুখ তার॥
দিবসেত পুরি অন্ধকার।
শুন্য দেখি সকল সংসার॥
মৃদুমন্দ দক্ষিণ পবন।
সুশীতল সুগন্ধি চন্দনে॥
পুষ্পরস রত্ন আভরণ।
আজু কেনে হৈল হুতাশন॥
যার প্রভু নিঠুর চরিত।
সর্ব সুখ হয় বিপরীত॥
জীবন লাগয় মোর তিত।
সবে এক মৃত্যু দেখি হিত॥
সখী বলে শুন সুবদনী।
স্বামী তোর মহা গুণী জ্ঞানী॥
তোমা স্মরি আসিব আপনি।
মৈলে দরশন নাহি পুনি॥
স্বামী তোর যোগী দেশান্তরী।
যোগ ভাব তুমি যোগী নারী॥
হৃদের মুকুর জ্যোতি করি।
সুখে থাক প্রভু মুখ হেরি॥

১ গোমাইলুম ২ কন ৩ সুখ ৪ আযু ৫ মহাতপ কৈলুম ৬ তারফল ফলে ৭ পাইলুম ৮ হেন স্বামী মোরে ছারি জার ৯ আর ১০ সৈন্য দেখী ১১ পুষ্ফরস ১২ আয়ু ১৩ নিটুর ১৪ মরণের ১৫ দেখী ১৬ স্বামী ১৭ যুগ ১৮ যুগ ১৯ হৃদএ ২০ যুগী

শব্দার্থ টীকা : রিষ ভাবে—ঈর্ষা বশতঃ ;
হুতাশন—অগ্নি

মন্তব্য : নাগমতির বিলাপ অংশটি আলাওলের মৌলিক রচনা। মূলে এটি নেই।

জবে দেখো[১] চিত্তের মুকুরে।
সন্দে[২] ভিক্ষি উদর ন ভরে ।।
চন্দনে[৩] সিতল জদি করে।
কদাচিত ত্রিক্ষা[৪] নহি[৫] হরে ।।
সত্যবাদি[৬] ধার্ম্মিক ষুজন।
শ্রীযুত[৭] টাকুর মাগন ।।
তাহান আরতি ভাবি মন।
হিন আলাওল[৮] ষুবচন[৯] ।।*

যবে দেখ চিত্তের মুকুরে।
স্বপ্নে দেখি উদর না পুরে ।।
চন্দন শীতল যদি করে।
কদাচিৎ তৃষ্ণা নাহি হরে ।।
সত্যবাদী ধার্মিক সুজন।
শ্রীযুত ঠাকুর মাগন।
তাহান আরতি ভাবি মন।
হীন আলাওল সুবচন ।।

যমক ছন্দ

নৃপতি গমন ষুনি হইয়া বিউগী।
সোল সত রাজার[১০] কুমার[১১] হইলা যুগী ।।
রাজষুখ তেজিয়া নৃপতি প্রেমভাবে।
গুরু সঙ্গে সীস্য রূপে চলিলেন্ত[১২] সবে ।।
নৃপ গুরু ষুক নৃপ সকলের গুরু।
সিখীলেন্ত সংখ সিংগা[১৩] বাহিতে ডম্বুরু ।।
স্বরএ নৃপতি মনে সেই এক জন।
জার ভাবে রাজ্য[১৪] তেজি করিলা গমন ।।
সব নৃপ কুমার[১৫] পৈরএ[১৬] যুগীবাস।
প্রান্তর[১৭] ভরিয়া জেন[১৮] ফুটীল পলাস ।।

নৃপতি গমন শুনি হৈয়া বিয়োগী।
ষোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী ।।
রাজসুখ তেজিয়া নৃপতি প্রেম ভাবে।
গুরু সঙ্গে শিষ্যরূপে চলিলেন্ত সবে ।।
নৃপ গুরু শুক নৃপ সকলের গুরু।
শিখিলেন্ত শঙ্খ শিঙ্গা বাহিতে ডম্বরু ।।
স্মরয় নৃপতি মনে সেই একজন।
যার ভাবে রাজ্য তেজি করিলা গমন ।।
সব নৃপ কুমার পৈরয় যোগীবাস।
প্রান্তর ভরিয়া যেন ফুটিল পলাশ ।। (জা.৯)

চলিতে সদগুন ভাল দেখীতে[১৯] বিদিত।
ধেনু বৎস সংজোগে দক্ষিনে উপস্তিত ।।
দধি লও ২ ডাকে গোপালিনি।
পুন্ন কুম্ভ দেখীলেক ষুভাব্যা[২০] রমনি ।।
নাগসীরে দেখীলেক [২১] দক্ষিনে খঞ্জন।
বামেত শ্রীকাল ফিরি করে নিরক্ষন ।।
পুষ্পের জেস্তাস[২২] লই সমুখে মালিনি।
রসী পরে মণ্ডলএ চাটন সংখীনি[২৩] ।।
আইস ২ করিয়া সমুখে ষুনে বোল।
চতুর্দ্দিগে জোগার ষুনিলা জথ রোল ।।
কায্যসিদ্ধি[২৪] হৈব হেন মনেত মানিলা।
আর জথ ষুভগুন দেখীল ষুনিলা[২৫] ।।

চলিতে সদগুণ ভাল দেখিল বিদিত।
ধেনু-বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত ।।
দধি লও দধি লও ডাকে গোপালিনী।
পূর্ণ কুম্ভ দেখিলেক সুভব্য রমণী ।।
নাগ শিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন।
বামেত শৃগাল ফিরি করে নিরীক্ষণ ।।
পুষ্পের পসার লই সমুখে মালিনী।
শির পরে মণ্ডলয় সাচান শঙ্খিনী ।।
আইস আইস করি সমুখে করে বোল।
চতুর্দিকে জোহার শুনিল জয় রোল ।।
কার্যসিদ্ধি হৈব হেন মনেত মানিলা।
আর যত শুভক্ষণ দেখিল শুনিলা ।। (জা.১০)

১ দেখ ২ স্বপ্নে ৩ চন্দন ৪ তিষ্কা ৫ নাই ৬ সৈত্তবাদি ৭ ছিরিজেত
৮ আলাওলে ৯ বিরচন * এরপর বা পুথিতে অতিরিক্ত দুপংক্তি
কামদর আলি মান। আবুল হোচনে লেখন ।।
১০ নৃপসুত ১১ সঙ্গে ১২ চলিলেক ১৩ সংক সীঙ্গা ১৪ রাজ্য
১৫ পৈরন ১৬ কুমার ১৭ পাত্তর ১৮ কিবা ১৯ দেখীল ২০ ষুভেব
২১ দেখীলেন্ত ২২ পোসার ২৩ সাচন সীখীনি ২৪ কার্জসীদ্ধি
২৫ কথেক দেখীলা

মন্তব্য : নবম স্তবকের অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুগ। কেবল অনুবাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকের শুক-প্রসঙ্গটুকু মূলে নেই। আবার মূলের বৈরাগ্যতত্ত্বের কথাগুলি অনুবাদে নেই। দশম স্তবকের অনুবাদে মূলের মঙ্গল চিহ্নের তালিকা থেকে বেশ কিছু চিহ্ন বাদ যেছে। আবার দক্ষিণে সবৎসা ধেনুর উপস্থিতি আলাওলের নব-সংযোজন।

সে দিবসে অলপ মাত্র করিলা গমন।
নগর বাহির হইয়া রহিলা রাজন ॥
যুগীর নিয়ম ধর্ম্ম আলাও[১] করিয়া।
রহিলা সমস্ত নিশী প্রভুক ভাবিয়া[২] ॥
প্রভাতে উটীয়া নৃপ করিলা পয়ান।
সংখ সিংগা ডমরু পরএ ঘন সান ॥
সকলেরে নৃপতি কহিলা অনুরাগে।
সাবধানে চলিও বিকট পস্ত আগে ॥
পদেত পাওরি দেও কণ্টেত মোচন।
আগুয়ার পাছে চলি আইস সর্ব্বজন ॥
আমী সব পস্তের উদ্দেস নহি জানি।
গুরু যুক য়াগে করি চল পস্ত চিনি ॥

যুকে বুদ্ধিমন্ত কথা কহিল তথনে।
পস্তের উদ্দেস কহি যুন[৩] সর্ব্বজনে ॥
বিজয় নগর জথা নৃপ জয়গীরি।
প্রথমেত লংঘিয়া চলহ সেই পুরি ॥
আন্দার খাটোলা[৪] বামে দক্ষিনেত লংকা।
মধ্য ভাগে[৫] চলি জাও করা হাক টংকা[৬] ॥*
ডানেত রতনপুরি পারিন্দ্র দ্বায়ার[৭] ।
ঝাড়খন্ড পর্ব্বত থুইয়া বামগার ॥
বামেত ওরইসা[৮] জথা জগন্নাথ পাট।
নিসকণ্টকে[৯] উত্তরহু সমুদ্রের ঘাট ॥

যুকের বচন যুনি হইয়া সন্তোস।
নিথ্য নিথ্য হাটীয়া জায়ন্ত দসকোস ॥
রাত্রি হইলে বনমধ্যে[১০] করন্ত বসতি।
সবে নিদ্রা জাএন্ত জাগন্ত নরপতি ॥
জার হৃদে প্রজলিত প্রেম হুতাসন।
কিবা তার নিদ্রাযুখ[১১] বিশ্রাম ভোজন ॥

১ আলাউ ২ ইস্বর স্বরিআ ৩ যুক ৪ আন্দারি খাটালো ৫ মৈদ্ধভাগে ৬ না করিআ সংকা ৭ দুআর ৮ উরুসা ৯ নিস্কন্টেক ১০ বনমাজে ১১ যুক

সে দিবসে অল্পমাত্র করিল গমন।
নগর বাহির হৈয়া রহিল রাজন ॥
যোগীর নিয়ম ধর্ম আলাপ করিয়া।
রহিল সমস্ত নিশি প্রভুক ভাবিয়া ॥
প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান।
শংখ শিংগা ডম্বরু পড়য় ঘন সান ॥
সকলেরে নৃপতি কহিলা অনুরাগে।
সাবধানে চলিও বিকট পন্থ আগে ॥
পদেত পাওরি দেও কন্টক মোচন।
আগু পাছু হইয়া চলহ সর্বজন ॥
আমি সব পন্থের উদ্দেশ নাহি জানি।
গুরু শুক আগে করি চল পন্থ চিনি ॥(জা.১১-১২)

শুক বুদ্ধিমন্ত কথা কহিলা তথন।
পন্থের উদ্দেশ কহি শুন সর্বজন ॥
বিজয়নগর যথা নৃপ জয়গিরি।
প্রথমেত লংঘিয়া চলহ সেই পুরী ॥
আন্ধার খাটোলা বামে.দক্ষিণে তেলেংগা।
মধ্যভাগে চলি যাও না করহ শংকা ॥
ডাহিনেত রত্নপুর পারীন্দ্র দুয়ার।
ঝাড়খন্ড পর্বত থুইও বাম ধার ॥
বামেত উড়িষ্যা যথা জগন্নাথ পাট।
নিঃসংকটে উত্তরহ সমুদ্রের ঘাট ॥ (জা.১৩)

শুকের বচন শুনি হইয়া সন্তোষ।
নিত্য নিত্য হাঁটিয়া যায়ন্ত দশক্রোশ ॥
রাত্রি হৈলে বনমধ্যে করন্ত বসতি।
সবে নিদ্রা যায়ন্ত জাগন্ত নরপতি ॥
যার হৃদে প্রজ্জ্বলিত প্রেম-হুতাশন।
কিবা তার নিদ্রাসুখ বিশ্রাম ভোজন ॥ (জা.১৪)

শব্দার্থ টীকা : পারীন্দ্রদুয়ার—সিংহদ্বার ; বিজয়নগর—নর্মদা তীরস্থিত প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য, মূলে আছে 'বীজানগর'। আন্ধার—বিজয়নগর রাজ্যের একটি অঞ্চল। খাটোলা—আন্ধার রাজ্যসংলগ্ন উত্তরাঞ্চল, মূলে আছে 'খটোলা'।

মন্তব্য : মূলের তুলনায় একাদশ দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ অনেক সংক্ষিপ্ত। বনপথের বিবরণ অনুপস্থিত। ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদে কাটংগা দুর্গ বাদ গেছে। চতুর্দশ স্তবকটির অনুবাদ খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজার বিরহী চিত্তের প্রসংগ থাকলেও বিরহ অবস্থার বিবরণ নেই।

রাজা গজপতি সংবাদ খণ্ড

হেন মতে একমাস গেলা[১] বনবাটে।
উত্তরিলা গিয়া জথা সমুদ্রের ঘাটে ।।
রত্নসেন নৃপতি হইলা যুগী জতি[২]।
ষুনি সম্বাসীতে আইল নৃপ জগপতি[৩] ।।
ভুমী সম নম্রসীরে[৪] করি নমস্কার।
সজলাক্ষি[৫] কর যুরি[৬] করি পরিহার ।।
চক্রবর্ত্তি রাজা তুমী নৃপ সীরমনি।
হেন কম্ম তোমার উচিত নহে পুনি ।।
আমা সবেরে নৃপ[৭] অনাথ করিয়া।
কি হেতু চলিয়া জাও দেসান্তরি হইয়া ।।
শত সংখ্যা ষুন্দরি[৮] তোমার অন্তঃপুরে।
এক স্ত্রি[৯] লাগী কেনে ছার তা সবারে ।।
আমি কি বলিব[১০] তুমী আপনে পন্ডিত।
সকল জ্ঞাপন আছে যুগ্য[১১] অনুচিত ।।
ষুনিয়া নৃপতি বলে ষুন মোহাজন।[১২]
আপনার হস্তগত নহে মোর মন ।।
তোমা তুল্য[১৩] বুদ্ধিমন্ত ছিল আমী আগে।
এবে সেহ বুদ্ধিমত[১৪] বিস প্রায় লাগে ।।
পুনরপি[১৫] করজোরে বলে[১৬] জগপতি।
কহিতে লাগিলা কথা করিয়া ভগতি ।।
জদি পদরেণু দান কর[১৭] মহামতি।
উবল হইব সব আমার বসতি ।।
নৃপতি কহিল তবে ষুন মোহাসএ।[১৮]
নৃপ গৃহে যুগী জাইতে উচিত না হএ ।।
এই দান করহ বহিত্র[২০] জদি পাম।
পার হইয়া সমুদ্র আপনা কায্যে জাম ।।

হেন মতে একমাস চলে বনবাট।
উত্তরিল গিয়া যথা সমুদ্রের ঘাট ।।
রত্নসেন নৃপতি হইল যোগী যতি।
শুনি সম্ভাষিতে আইল নৃপ গজপতি ।।
ভূমি সম নম্রশিরে করি নমস্কার।
সজলাক্ষি কর জুড়ি মাগে পরিহার ।।
চক্রবর্তী রাজা তুমি নৃপ শিরোমণি।
হেন কর্ম তোমার উচিত নহে পুনি ।।
আমারা সবেরে নৃপ অনাথ করিয়া।
কি হেতু চলিয়া যাও দেশান্তরী হৈয়া ।।
শত সংখ্যা সুন্দরী তোমার অন্তঃপুরে।
এক স্ত্রী লাগিয়া কেন ছাড় তা-সবারে ।।
আমি কি বলিব তুমি আপনে পন্ডিত।
সকল জ্ঞাপন আছে যোগ্য অনুচিত ।।
শুনিয়া নৃপতি বোলে শুন মহাজন।
আপনার হস্তগত নহে মোর মন ।।
তোমা তুল্য বুদ্ধিমন্ত ছিল আমি আগে।
এবে সেই বুদ্ধি মোর বিষপ্রায় লাগে ।।
পুনরপি করজোড়ে বলে গজপতি।
কহিতে লাগিল কথা করিয়া ভগতি ।।
যদি পদরেণু দান কর মহামতি।
উজ্জ্বল হইব সব আমার বসতি ।।
নৃপতি কহিল তবে শুন মহাশয়।
নৃপগৃহে যাইতে যোগী উচিত না হয় ।।
এই দান করহ বহিত্র যদি পাম।
পার হইয়া সমুদ্র আপনা কার্যে যাম ।। (জা.:)

১ চলে ২ জানি ৩ জগমনি ৪ ভুমী সীর নম্র হই ৫ সজালৈক্ষে
৬ করজোরে ৭ আমারা সবের নির্প ৮ সত সংকা সোন্দরি ৯ এক জন
১০ কহিব ১১ জৈগ্য ১২ ষুনিআ নির্পতি বোলে ষুনহ রাজন
১৩ তুল ১৪ বুদ্ধি মোর ১৫ পুনরবি ১৬ বোলে ১৭ করে
১৮ মহাসএ ১৯ রাজগ্রিহে যুগী জাতি ২০ বুহিত্র

মন্তব্য : মূলের অনুগত হয়েও প্রথম স্তবকের অনুবাদ কিছুটা বিস্তারিত। মূলে গজপতির অভ্যর্থনার মধ্যে অতিথি সংকারের আবেদনটুকুই আছে কিন্তু অনুবাদে রত্নসেনের রাজ্যত্যাগের জন্য গজপতির বিলাপই প্রাধান্য লাভ করেছে। মূলের দোহা অংশের অনুবাদ যথারীতি অনুপস্থিত।

নৃপতির আদেস ধরম[1] সীর পাগে ।
সেই পুষ্পে[2] ভাল জেই[3] সীব পূজা লাগে ।।
এথ কহি নৃপতি বহিত্র আনি দিল ।
ক্রমে ২ সর্ব্বলোক নৌকাত উটীল ।।
নৃপতি বহিত্রে আছে সর্ব্বজন সুক ।
সকল চলিলা[4] তথা করিয়া[5] সমুক ।।
বিদাএ মাগীলা পুনি নৃপ জগপতি ।
করজোরে কহে কথা মধুর ভারতি ।।
কটীন দুর্গম পন্ত অলঙ্গ অপার ।
সাবধান[6] হইয়া সমুদ্র হৈয় পার ।।
খার খীর দধি আর[7] সমুদ্র উদধি[8] ।
সুরা জল কিবা য়ার এ সপ্ত[9] অবধি ।।
হিন্দুস্তানি ভাসে নাম লএ এইমত ।
সমস্কৃতে জেন কহে সুনহ বেকত ।।
প্রথমে লবন ইক্ষু সুরা[10] ঘৃত আর ।
দধি দুগ্ধ জলান্তক[11] সুনহ বিচার ।।
এ সব সমুদ্র তেজি সাহাস সঞ্জোগে ।
সত মধ্যে[12] এক লোক জাএ পুন্যভাগে ।।
এহে[13] সংকট পন্তে গমন তোমার ।
আপনে ভাবিয়া চাহ কি বলিব[14] আর ।।

নৃপে বোলে জগপতি মনে সক্তি সীব ।[15]
জার ঘটে প্রেমানল কিবা তার জিব ।।
প্রথমে জিবন তেজি প্রেমপন্তে জাম ।[16]
মৃত্তুক জনেরে কি করিতে পারে জম[17] ।।
সুখ সংকলপীয়া লইলু দুক্ষের সম্বল[18] ।
তার[19] পদ দিল[20] পন্তে নগর সীঙ্গল ।।
জে জন[21] পরিল প্রেমসাগর গম্ভিরে[22] ।
খালি ঝরি হেন দেখী এই সমুদ্রেরে ।।[23]
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প ।
অগ্নির সমুদ্র হৈলে তাত দেয় ঝাম্প ।।

১ ধরিমু ২ পুস্ফ ৩ জদি ৪ চলিআ ৫ করিল ৬ সাবদান ৭ আন্দারহ ৮ অর্দধি ৯ এসব ১০ সুভা ১১ যুভা ঘৃত ১২ সতা মৈদ্ধে ১৩ এহেন ১৪ বুলিমু ১৫ নৃপ বোলে জগমনে সক্তি আর সীব ১৬ গামে ১৭ জমে ১৮ আমুল ১৯ তবে ২০ দিলুম ২১ জেহেন ২২ ভাবের সাগর ২৩ দেখ এই সমুদ্র ভিতর .

নৃপতি আদেশ ধরিমু শির-পাগে ।
সেই পুষ্প ভাল যেই শিব-পূজা লাগে ।।
এত কহি নৃপতি বহিত্র আনি দিল ।
ক্রমে ক্রমে সর্বলোক নৌকাত উঠিল ।।
নৃপতি বহিত্রে আছে সর্বজন সুখ ।
সকল চলিল তথা করিয়া কৌতুক ।।
বিদায় মাগিল পুনি নৃপ গজপতি ।
করজোড়ে কহে কথা মধুর ভারতী ।।
কঠিন দুর্গম পন্থ অলঙ্ঘ্য অপার ।
সাবধান হইয়া সমুদ্র হৈও পার ।।
ক্ষার ক্ষীর দধি আর সমুদ্র উদধি ।
সুরা কিলকিলা আর এ সপ্ত অবধি ।।
হিন্দুস্তানী ভাষে নাম লয় এই মত ।
সংস্কৃতে কহে যেই শুনহ বেকত ।।
প্রথমে লবণ ইক্ষু সুরা ঘৃত আর ।
দধি দুগ্ধ জলাতকা শুনহ বিচার ।।
এসব সমুদ্র তোজি সাহস সংযোগে ।
শত মধ্যে এক লোক যায় পুণ্যভাগে ।।
এ হেন সংকট পন্থে গমন তোমার ।
আপনে ভাবিয়া চাহ কি বলিমু আর ।। (জা. ২)

নৃপ বলে গজপতি মনে শক্তি শিব ।
যার ঘটে প্রেমানল কিবা তার জীব ।।
প্রথমে জীবন তোজি প্রেম-পন্থে জাম ।
মৃত্যুক জনেরে কি করিতে পারে যম ।।
সুখ সংকল্পিয়া লৈলু দুঃখের সম্বল ।
তবে পদ দিল পন্থ নগর সিংহল ।।
যে জনে পড়িল প্রেমসাগর গম্ভীরে ।
খাল জোল সম দেখে এই সমুদ্রেরে ।।
জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প ।
অগ্নির সমুদ্র হৈলে তাত দেয় ঝম্প ।। (জা. ৩)

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকটি অনুবাদে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত। মূলে রত্নসেনের আদেশ শিরোধার্য করেও গজপতি সপ্তসমুদ্রের দুর্গমতার প্রসঙ্গ তুলে রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, আর অনুবাদে গজপতি রাজার জন্য সব ব্যবস্থা করে নৌকায় উঠিয়ে সাত সমুদ্র সম্পর্কে সাবধান করছেন। তৃতীয় স্তবকটির অনুবাদ মূলানুগ, যদিও দোহা অংশের অনুবাদ অনুপস্থিত।

প্রেম ডোর গলে বান্দি বিরহের টানে।
সায়র আনল গিরি[১] খুদ্র প্রাএ জানে ॥
জদ্যাপি[২] সমুদ্র হএ ঘন লহরিত।
হংস হিয়া উধ্ধ কর নহ কদাচিত ॥[৩]
প্রেম পন্তে জাইতে জদি বা মৃত্ত হএ।
জনম সাফল্য সে থরিত নিস্তরএ[৪] ॥
জাহারে সঁপিল[৫] জিউ সততই সংগ।
সিংগ ব্যাঘ্র বিরহিক দেখী দেএ ভংগ ॥[৬]
অমুল রতন আর্ম্য[৭] দেখী বট প্রাএ।
দেবতা রক্ষক[৮] জার কি তার অপাএ[৯] ॥

১ সাগর আনলে গীরি ২ জৈম্ধাপী ৩ হংসরাজ হিআ উর্ধ্ব নহে কদাচিত ৪ তুবিতে নিস্তাবএ ৫ সপীলুম ৬ সীঙ্গ ব্যাঘ্র বিরহা দেখীআ দেন্ত রঙ্গ ৭ অমূল্য রতন জথ ৮ বৈক্ষক ৯ উকাএ

প্রেম ডোর গলে বাঁধি বিরহের টানে।
সাগর আনল গিরি ক্ষুদ্রপ্রায় জানে ॥
যদ্যপি সমুদ্র হয় ঘন লহরিত।
হংসের হিয়ার উর্ধ্বে নহে কদাচিত ॥
প্রেম পন্থে যাইতে যদি বা মৃত্যু হয়।
জনম সাফল্য সে তুরিতে নিস্তারয় ॥
যাহারে সঁপিলে জিউ সততই সংগ।
সিংহ ব্যাঘ্র বিরহীকে দেখি দেয় ভংগ ॥
অমূল্য রতন যত দেখি বট প্রায়।
দেবতা রক্ষক যার কি তার উপায় ॥ (জা. ৪-৫)

মন্তব্য: চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ অনুপস্থিত।

বহিত্র খণ্ড

অতুলিত সত্ব[1] দেখী নৃপ জগপতি।
সাহাসেত সীদ্ধি আছে বুজিল সমপ্রতি ॥
সাজে বাজে বহিত্র[2] করিয়া সমর্পন[3]।
আসীর্ব্বাদ করি নৃপ[4] করিলা গমন ॥
চলিলা কেয়ট কুল নৌকা সব ঠেলি[5]।
সংসারেত ধন্য[6] জেবা খেলে প্রেম খেলি ॥
এই স্থানে[7] সুখ্ধ সুখ[8]পাএ সেই[9] জনা।
তৃন[10] প্রাএ লেখী[11] মাত্র জগত[12] বাসনা ॥
সংসারের সুখ ভোগ সপন তুলন।
জিবন মরণ সম জানে মোহাজন ॥

চলিল বহিত্রকুল চঞ্চলা গমনে।
দৃষ্টী পাছে করিয়া সে[13] পলকে জুজনে[14] ॥
অপার সমুদ্র মাজে সুর্গ[15] মাত্র ছিন[16]।
কুপ হেন গুনে তাক প্রেম উদাসীন ॥
তখনে শর্ফরি মৎস[17] এক দেখা দিল।
জেহেন ধবল গীরি পর্ব্বত আইল ॥
সমুদ্র লহর পুনি লাগেল আকাস[18]।
পুনি পাতালেত পরি করএ নৈরাস ॥
নৃপতির স্থানে[19] কহে কুমার সকল।
হেন মত মতস্য[20] থাকে সমুদ্রের জল ॥
হেন পস্তে য়ামী[21] সবে করিছি পয়ান।
বিধাত্তার[22] রাখীলে পুনি রহিব পরান ॥
তুমী গুরু মহাজ্ঞানি[23] আমী চেলা নাথ[24]।
গুরু জথা পদ ধরে সিস্যে[25] ধরে মাথ ॥

১ আতুলিত সৈত্থ ২ বুহিত্র ৩ সর্ম্পন ৪ নির্প ৫ টেলি ৬ ধর্ম্ম ৭ স্তানে ৮ সুক ৯ জেই ১০ তিন্য ১১ খেনে ১২ সংসার ১৩ করি জাএ ১৪ সুজন ১৫ স্বর্গ ১৬ চিন ১৭ সফুরি মৈশ্চ ১৮ লাগীল মাকাস ১৯ স্তানে ২০ মৈশ্চ ২১ আসী ২২ বিদত্তা ২৩ মোহাঙ্গানি ২৪ নাত ২৫ সীস্ব

অতুলিত সত্য দেখি নৃপ গজপতি।
সাহসেত সিদ্ধি আছে বুঝিল সম্প্রতি ॥
সাজে বাজে বহিত্র করিয়া সমর্পণ।
আশীর্বাদ করি নৃপে করিল গমন ॥
চলিলা কেওটকুল নৌকা সব ঠেলি।
সংসারেত ধন্য যেবা খেলে প্রেমকেলি ॥
এই স্থানে স্বর্গসুখ পায় সেই জনা।
তৃণপ্রায় দেখে মাত্র জগৎ বাসনা ॥
সংসারের সুখভোগ স্বপন তুলন।
জীবন মরণ সম জানে মহাজন ॥ (জা. ১)

চলিল বহিত্রকুল চঞ্চল গমনে।
দৃষ্টি পাছে করি যায় পলক যোজনে ॥
অপার সমুদ্র মাঝে স্বর্গ মাত্র চিন্।
কুপ হেন গণে তাক প্রেম-উদাসীন ॥
তখনে সফরী মৎস্য এক দেখা দিল।
যেহেন ধবলগিরি পর্বত আসিল ॥
সমুদ্র লহর পুনি লাগিল আকাশ।
পুনি পাতালেত ফেলি করয় নৈরাশ ॥
নৃপতির স্থানে কহে কুমার সকলে।
হেন মত মৎস্য থাকে সমুদ্রের জলে ॥
হেন পন্থে আমি সব করিছি পয়ান।
বিধাতা রাখিলে পুনি রহিব পরাণ ॥
তুমি গুরু মহাজ্ঞানী আমি চেলা নাথ।
গুরু যথা পদ ধরে শিষ্য ধরে মাথ ॥ (জা. ২)

শব্দার্থ টীকা : কেওট কুল—ধীবর বা জেলে গণ। সফরী মৎস্য—পুঁটি মাছ। মূলে আছে 'চান্দুহা' মৎস্য।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকে মূলে আছে রাজার 'সত্ত দত্ত' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা এবং আত্মদানের কথা; অনুবাদে সত্যগুণের কথাই আছে। জগৎ বাসনাকে তৃণজ্ঞান করার কথা অনুবাদে আছে কিন্তু মূলে নেই। দ্বিতীয় স্তবকে ধাবমান বহিত্রকুলকে মূলে হস্তীযূথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুবাদে উপমাটি নেই। আবার সমুদ্রকে বৈরাগীর কূপজ্ঞান করার কথাটি অনুবাদে আছে, কিন্তু মূলে নেই।

হাসএ কেয়ট কুল বহিত্র রক্ষক[১] ।
সমুদ্র ন চিন কুপজলের রক্ষক[২] ।।
অথানে[৩] সে সব মৎস্য[৪] তুমী দেখ[৫]নএ ।
এমত সহস্র জার উদরস্ত হএ ।।
তাহার উপরে রাজপক্ষি মণ্ডলএ ।
ঝাপএ শহস্র কোস জাহার ছায়াএ ।।
সেই পক্ষি মৎস্য লইয়া উরএ[৬] আকাসে ।
ছাও মুখে আহার জোগাএ অনায়াসে ।।
গগনে গরজে জেন পক্ষির বোলনে ।
জলাকার হএ এক পাখের ডোলনে[৭] ।।
সেইকালে চন্দ্র ষুয্য না দেখী প্রকট ।
দিগের নিন্নয় নাহি[৮] চলন সংকট[৯] ।।···

চলিতে প্রেমের পন্তে কিসের সংকট ।।
তুমী সবে নৌকা বাহ মনের হরিসে ।
বিরহের রক্ষক[১০] আপনে জগদিসে ।।
আমি এই কুসল মাগীএ প্রভু স্থানে ।
সথ্যা ন নরোক[১১] প্রেম পন্তের গমনে ।।
তোমার বাহনে কি এমত নৌকা চলে ।
পোবন গমনে নৌকা চলে সথ্য[১২] বলে ।।
একে ২ এরাইলা সমুদ্র সংকট ।
পঞ্চমাসে হৈলা গীয়া সিংহল নিকট ।।

১ বুহিত্র রৈক্ষক ২ দিস্টক ৩ এখনে ৪ মৈস্যে ৫ দেব ৬ মৈশ্চ লই উরিল ৭ পাকের দোলনে ৮ দিবস নিন্যএ নাই
৯ 'বা' পুথিতে এর পর কয়েক পংক্তি—

সতে এক জাএ জার থাকে ধর্ম্ম নেম ।
আরহিলে বুহিত্রে কুসলে আর খেম ।।
নিপতি কহিল তবে যুনহ কেঅট ।

১০ রৈক্ষোক ১১ সৈত্ত না নরক ১২ সৈত্ত

হাসর কেওট কুল বহিত্র রক্ষক ।
সমুদ্রে না চিন কুপজলের দিস্টক ॥
এখনে সে সব মৎস্য তুমি দেখ নয় ।
এমত সহস্র যার উদরস্থ হয় ॥
তাহার উপরে রাজপক্ষী মণ্ডলয় ।
ঝাঁপয় সহস্র কোশ যাহার ছায়ায় ।।
সেই পক্ষী মৎস্য লই উড়য় আকাশে ।
ছাও মুখে আহার যোগায় অনায়াসে ।।
গগন গরজে যেন পক্ষীর বোলনে ।
জলাকার হয় এক পাখের ডোলনে ।।
সেইকালে চন্দ্র সূর্য না দেখি প্রকট ।
দিগের নির্ণয় নাই চলন সংকট ।।
শতে এক যায় যার আছে ধর্ম নেম ।
আরোহিলে বহিত্রে কুশল আর ক্ষেম ।। (জা. ৩)

নৃপতি কহিল তবে শুনহ কেওট ।
চলিতে প্রেমের পন্থে কিসের সংকট ।।
তুমি সব নৌকা বাহ মনের হরিষে ।
বিরহের রক্ষক আপনে জগদীশে ।।
আমি এবে কুশল মাঙিএ প্রভু স্থানে ।
সত্য না টলৌক প্রেম-পন্থের গমনে ।।
তোমার বাহনে কি এমত নৌকা চলে ।
পবন গমনে নৌকা চলে সত্য বলে ।।
একে একে এড়াইল সমুদ্র সংকট ।
পঞ্চমাসে হৈল গিয়া সিংহল নিকট ।। (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : ছাও—ছানা
ডোলনে—দোলায়
নেম—নিয়ম

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকে মূলে কুয়োর ব্যাঙের কথা আছে অনুবাদে তা বাদ পড়েছে। মূলে আছে রোহিত মৎস্যের প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা সাধারণ মৎস্যে পরিণত।

চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে মূলের ভাবটুকু মাত্র রক্ষিত, মূলের সৌন্দর্য রক্ষিত হয় নি। ধরণী এবং স্বর্গকে জাঁতার দুই চাকার সঙ্গে তুলনা করে রাজার প্রেম-নিষ্পেষিত হৃদয়কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অনুবাদে সেই কাব্যসৌন্দর্য অন্তর্হিত হয়েছে, এর পরিবর্তে আছে জগদীশ্বরের নিকট রাজার মঙ্গল প্রার্থনা। অনুবাদে পরবর্তী সাতসমুদ্র খণ্ড বর্জিত।

সিংহল-দ্বীপ খণ্ড

নৃপতি কহিলা তবে ষুন গুরু ষুক।
অকম্বাত মনে আজি জন্মিল কত্তুক ॥
সৈরব[১] সহিতে আসী সিতল[২] পোবন।
দহিত সরিরে[৩] জেন লাগীল চন্দন ॥
অন্দকার দূরে গেল কিরন উঝল।
সকল জগত আজি দেখী নিরমল ॥
মেঘ প্রাএ জদি সে[৪] দেখীএ অম্ভুত।
আকাসে লাগীল জেন ষুধির বিদ্যুত ॥
তাহার উপরে জেন চান্দ্রিমা প্রকাস।
কিত্তিকা[৫] নিকরে কাক[৬] করিছে গরাস ॥
অপর[৭] নক্ষত্র কুল[৮] দেখিএ সমিপ[৯]।
স্থানে ২ উঝল করিছে জেন দিপ ॥
দক্ষিন দিগেত দেখ কাঞ্চনের মেরু।
অকালে বসন্ত জেন হইছে ষুচারু ॥

ষুকে বলে[১০] ষুন নৃপ[১১] ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহাসে জিনিলা তুমী বিক্রম আদিত ॥
গুপিচন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমী জোগে[১২]।
সথ্য[১৩] হরিচন্দ্র নহে তোমার সঞ্জোগে ॥
গোরক্ষ য়াসীয়া[১৪] তোমা সিদ্ধি[১৫] দিল হাতে।
তোমাক ন পারে জ্ঞানে মছন্দর নাথে[১৬] ॥
প্রেমেত জিনিলা তুমি প্রিথিবি[১৭] আকাস।
এই দেখ সমুখে সিংগল কবিলাস ॥

নৃপতি কহিল তবে শুন গুরু শুক।
অকস্মাৎ মনে আজি জন্মিল কৌতুক ॥
সৌরভ সহিত আসি শীতল পবন।
দহিত শরীরে যেন লাগিল চন্দন ॥
অন্ধকার দূরে গেল কিরণ উজ্জ্বল।
সকল জগৎ আজি দেখি নিরমল ॥
সমুখে মেঘের প্রায় দেখি অদ্ভুত[১]।
আকাশে লাগিল যেন সুধীর বিদ্যুৎ ॥
তাহার উপরে যেন চন্দ্রিমা প্রকাশ।
কৃত্তিকা নিকরে তাক করিছে গরাস ॥
আর যে নক্ষত্রকুল দেখিয়ে সমীপ।
স্থানে স্থানে উজ্জ্বল করিছে যেন দ্বীপ ॥
দক্ষিণ দিগেত দেখ কাঞ্চনের মেরু।
অকালে বসন্ত যেন হইছে সুচারু ॥ (জা. ১)

শুকে বলে শুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত।
সাহসে জিনিলা তুমি বিক্রম-আদিত ॥
গোপীচন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে।
সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে ॥
গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে।
তোমাক না পারে জ্ঞানে মছন্দরনাথে ॥
প্রেমেত জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ।
এহি দেখ সম্মুখে সিংহল কবিলাস ॥

১ সৌরব ২ সীতল ৩ সরির
৪ সমুখে ৫ কৃতিকা
৬ তাক ৭ আরজে
৮ নৈক্ষত্রকুল ৯ সমীপ
১০ বোলে ১১ নিপ
১২ জগে
১৩ সৈত্য ১৪ আসীআ
১৫ সীদ্ধি
১৬ মোচন্দর নাতে
১৭ প্রিথিম্বি

শব্দার্থ টীকা : কৃত্তিকা—নক্ষত্রবিশেষ ; বিক্রম আদিত—গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ; গোপীচন্দ্র—জলন্ধর নাথের শিষ্য ও ময়নামতীর পুত্র যোগীশ্রেষ্ঠ রাজা। হরিশ্চন্দ্র—সত্যবাদী, ত্যাগী, ন্যায়পরায়ণ রাজা যিনি দানশীলতার জন্য স্ত্রী শৈব্যা, পুত্র রোহিতাশ্ব এবং নিজেকে বিক্রয় করে বিশ্বামিত্রের কাছে সত্য রক্ষা করেছিলেন। গোরক্ষ—সুবিখ্যাত গোরক্ষনাথ যিনি জ্ঞানবলে গুরুকে উদ্ধার করেছিলেন। মছন্দর নাথ—বিখ্যাত নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, যিনি জ্ঞানী যোগী হয়েও কদলী দেশে গিয়ে রমণী সংসর্গে মোহাচ্ছন্ন হন এবং পরে তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁকে উদ্ধার করেন। কবিলাস—কৈলাস

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ ; কেবল মূলের দ্বিতীয় চরণটির অনুবাদ কিছুটা পরিবর্তিত।

মেঘতুল্য ঘর দেখ লাগিছে[১] আকাসে।
সোবন্ন[২] কাঙ্কুরা[৩] জেন বিদ্যুত প্রকাসে ॥
আর জথ নক্ষত্র উঝল হেন লক্ষি[৪]।
রাজপুন্থে গৃহ সব ঠাই ২ দেখী[৫] ॥
ঐ হে জে[৬] দেখহ সসি নক্ষত্র বিষ্টীত।
নৃপতির গৃহকুল রত্তনে জরিত ॥

তার মধ্যে[৮] দেখ পদ্মাবতির আওয়াস[৯]।
সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষির[১০] প্রকাস ॥
এক উপদেশ তোমা কহ সার যুগ[১১]।
আগে দরসন নথ[১২] পাছে প্রাপ্ত ভোগ ॥
ঐ হি[১৩]জে কাঞ্চন পুরি[১৪] দেখহ দক্ষিনে।
মোহাদেব মান্ডব আছেএ[১৫] সেই স্থানে ॥
মাঘ মাস হইলে ছিরি পঞ্চমী সঞ্জগ[১৬]।
সেই স্থানে পুজাত আসীব সর্ব্বলোক[১৭] ॥
পদ্মাবতি আসীবেন্ত[১৮] পুজিতে[১৯] মহেস।
তথা দরসন হৈব যুন উপদেস ॥
তুমী গিয়া[২০] কর সেই মান্ডবে বসতি।
আমি জাই জথা আছে রানি পদ্মাবতি ॥
মনের আরতি জথ কহি সব[২১] কথা।
পুজা ছলে পদ্মাবতি লৈয়া[২২] জাইমু তথা ॥
নিথ্য ২ আসীয়া করিমু সম্বাসন।
কন্যাত কহিমু গীয়া[২৩] তোমার কথন ॥

নৃপতি কহিলা জদি দরসন পাম।
কিসে লাগে পর্ব্বতে আকাসে উটী ধাম ॥
জেই[২৪] স্থানে প্রিওথমা পাই দরসন।
মস্তক[২৫] করিয়া পদ করিমু গমন ॥

মেঘতুল্য গড় দেখ লাগিছে আকাশে।
সুবর্ণ কাঙ্গুরা যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে ॥
আর যত নক্ষত্র উজ্জ্বল হেন লখি।
রাজপন্থে গৃহ সব ঠাঁই ঠাঁই দেখি ॥
ওহি যে দেখহ শশী নক্ষত্র বেষ্টিত।
নৃপতির গৃহকুল রতনে জড়িত ॥ (জা. ২)

তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আবাস।
সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ ॥
এক উপদেশ তোমা কহ সার যোগ।
আগে দরশনলভ্য পাছে প্রাপ্ত ভোগ ॥
ওহি যে কাঞ্চনমেরু দেখহ দক্ষিণে।
মহাদেব মণ্ডপ আছয় সেই স্থানে ॥
মাঘ মাস হইলে শ্রীপঞ্চমী সংযোগ।
সেই স্থানে পূজাত আসিবে সর্বলোক ॥
পদ্মাবতী আসিবেক পূজিতে মহেশ।
তথা দরশন হৈব শুন উপদেশ ॥
তুমি গিয়া কর সেই মণ্ডপে বসতি।
আমি যাই যথা আছে রাণী পদ্মাবতী।
মনের আরতি যত কহি সর্বকথা।
পূজা ছলে পদ্মাবতী লৈয়া যাইমু তথা ॥
নিত্য নিত্য আসিয়া করিমু সম্ভাষণ।
কন্যাত কহিমু গিয়া তোমার কথন ॥ (জা. ৪)

নৃপতি কহিল যদি দরশন পাম।
কিসে লাগে পর্বত আকাশে উঠি ধাম ॥
যেই স্থানে প্রিয়তমা পাই দরশন।
মস্তক করিয়া পদ করিমু গমন ॥ (জা. ৫)

১ লাগীছে ৩ সোবৈন্য ৩ কাঙ্গুরা ৪ দেখী ৫ লেখী ৬ অই জে ৭ নৈক্ষত্র ৮ মাজে ৯ ওআস ১০ করএ ১১ জোগ ১২ আগেত দ্রসন লৈভ্য ১৩ অই ১৪ মেরু ১৫ আছএ ১৬ শ্রিপঞ্চি সমজোগ ১৭ সর্ব্বলোগ ১৮ আসীবেক ১৯ পুজিতে ২০ গীআ ২১ সর্ব ২২ লই ২৩ কৈন্যা স্থানে কৈমু গীআ ২৪ সেই ২৫ মস্তক

শব্দার্থ টীকা : কাঙ্গুরা—সৌধ শিখর
রাজপন্থ—রাজপথ

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলানুগ। তবে দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। আর ইতিহাসখ্যাত নামের তালিকায় মূলে ভর্তৃহরির নাম আছে। অনুবাদে তা বাদ গেছে। মূলের তৃতীয় স্তবকে সিংহল দুর্গের অলৌকিক বর্ণনাটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বর্জিত।

চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মূলগত হয়েও কিছু কিছু পার্থক্য এনেছে। দুর্গের দুর্ভেদ্যতা বোঝাতে মূলে আছে পক্ষীর পাশাপাশি ভ্রমরের অগম্যতার কথা, কিন্তু অনুবাদে আছে সমীরের দুষ্প্রবেশ্যতার প্রসঙ্গ। মূলে মহাদেব মণ্ডপের নিকটবর্তী মেরুপর্বতের উল্লেখ আছে, অনুবাদে বর্জিত। অনুবাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্তবকের শেষ চরণদুটি অতিরিক্ত, মূলে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মাত্র চার লাইনে সংক্ষিপ্ত। মূল কথাটা বলা হলেও মূলে উচ্চতার যে প্রশস্তিবচন আছে অনুবাদে তা বর্জিত।

নৃপতিক এমত কহিয়া হিরামনি।
উরিয়া চলিলা জথা পদ্মাবতি রানি॥[১]
নৃপতি মানস সিন্ধি পর্ব্বত উদ্দেসী।
সিস্যগন সঙ্গে করি চলিলা তপসি॥
পর্ব্বেত উটীয়া নৃপ দেখীলা গোচর।
সুন্ন রত্থে[২] অতি উক্ষ মান্ডব সুন্দর[৩]॥
চতুরমুখ মান্ডবের সুবন্ন দ্বার।[৪]
সুধ মুর্তি[৫] স্থাপিয়াছে তাহার মাজার॥
মান্ডবের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ।[৬]
পরসিলে পাপ হরে পুন্ন অবলম্ভ॥[৭]
ফলে ফুলে উদ্যানে মান্ডব চারিপাস।
স্বজিবন[৮] মুল তথা পুরে মন আস॥
সংখ্য সিঙ্গা[৯] ঘন্ডা তথা বাজে অনুক্ষন।
নিথ্য হোম জগ্য[১০] তথা করএ ব্রাহ্মন॥
মোহাদেব মান্ডব সভার পুয্যমান।[১১]
দরসনে ভক্তি কৈল্যে পাএ ইশ্চাদান॥

১ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
এথাতে সীঙ্গল ঘাটে উটীল রাজন।
রাজপুত্র সব সম্বাসীলা জনে জন॥
তবে জথ নৌকাবাসী জথেক রাছিল।
ধনে বস্ত্রে আসীর্ব্বাদে সকল তুসীল॥
গজপতি নিপর্স্থানে প্রণাম করিলা।
নৌকা সমে কেটকেরে চালাইয়া দিলা॥

২ সোর্নরত্ন ৩ সোন্দর ৪ স্বোবৈর্ণ্য দুআর ৫ সুধমতি ৬ স্তম্ব ৭ অবিলম্ব ৮ সজিবন ৯ সংক সীঙ্গা ১০ হর জৈগ্য ১১ সবের পুজ্যমান

নৃপতিকে এমত কহিয়া হীরামণি।
উড়িয়া চলিল যথা পদ্মাবতী রানী॥
নৃপতি মানসসিন্ধি পর্বত উদেশি।
শিষ্যগণ সঙ্গে করি চলিলা তপসী॥
পর্বতে উঠিয়া নৃপ দেখিলা গোচর।
স্বর্ণ রথ অতি উচ্চ মণ্ডপ সুন্দর॥
চতুর্মুখ মণ্ডপের সুবর্ণ দুয়ার।
শুদ্ধমূর্তি স্থাপিয়াছে তাহার মাঝার॥
মণ্ডপের অন্তরে স্থাপিছে চারি স্তম্ভ।
পরশিলে পাপ হরে পুণ্য অবলম্ব॥
ফল ফুলে উদ্যান মণ্ডপ চারিপাশ।
সঞ্জীবন মূল তথা পুরে মন আশ॥
শঙ্খ শিঙ্গা ঘন্টা তথা বাজে অনুক্ষণ।
নিত্য হোম যজ্ঞ তথা করয় ব্রাহ্মণ॥
মহাদেব মণ্ডপ সবার পূজ্যমান।
দরশনে ভক্তি কৈলে পায় ইচ্ছা দান॥ (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা: সঞ্জীবন মূল—সঞ্জীবন লতা। মূলে সঞ্জীবন মুরী।

মন্তব্য: ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে পার্থক্য হল এই যে আলাওল যে রথাকৃতি মহাদেব মণ্ডপের কল্পনা করেছেন, মূলে তা নেই। সম্ভবতঃ বর্মী প্যাগোডা মন্দিরের কথা ভেবেই আলাওল এর কল্পনা করেছেন।

মণ্ডপ গমন খণ্ড

মনে ভাবি পধ্মাবতি দরসন আস ।	মনে ভাবি পদ্মাবতী দরশন আশ ।
মন্ডলি করিয়া[১] মান্ডবের চারি পাস ॥	মন্ডলী করিল মন্ডপের চারিপাশ ॥
সিদ্ধি হৈতে তুরিতে আপনা মনুরত ।	সিদ্ধি হৈতে তুরিত আপনা মনোরথ ।
বিশ্বেশ্বর সাক্ষাত[২] হইলা দন্ডবত[৩] ॥	বৃষধ্বজ সাক্ষাতে হইল দন্ডবত ॥
নমো২ বৃষেধ্বজ জয় মোহাদেব ।	নম নম বৃষধ্বজ জয় মহাদেব ।
কি মোর সকতি আছে করো[৪] তোর সেব ॥	কি মোর শকতি আছে করি পদ সেব ॥
তুমী সে সিদ্ধির সিদ্ধ ভগত বৎসল ।	তুমি যে সিদ্ধির সিদ্ধি ভকতবৎসল ।
নৈরাসের আসা তুমী পুরাও সকল ॥	নৈরাশের আশা তুমি পুরাও সকল ॥
স্তুতি নাহি[৫] মোর মুখেত [৬] রসনা ।	স্তুতি যোগ্য নহে মোর মুখের রসনা ।
দয়াল চরিত্র তুমী এই সে বাসনা ॥	দয়াল চরিত তুমি এহি সে বাসনা ॥
অন্তুদ ন জান মুই জেমত তোমার ।[৭]	অন্তুত না জান মুই যেমত তোমার ।
কৃপাল হইয়া প্রভু ইশ্চা পুর মোর ॥[৮]	কৃপাল হৈয়া ইচ্ছা পুরাও আমার ॥ (জা.১)
এ বলিয়া সিংগা সংখে দিলা[৯] ঘন সান ।	এ বলিয়া শিংগা শঙ্খ দিলা ঘন সান ।
ঘোর সব্দে ঝাংকারিল দেবতার স্থান ॥	ঘোর শব্দে ঝংকারিল দেবতার স্থান ॥
জার জেই জোগ্য[১০] স্থানে আলাও করিয়া ।	যার যেই যোগ্য স্থানে আলাপ করিয়া ।
বসীলেন্ত[১১] যুগী সবে আসন মারিয়া ॥	বসিলেক যোগী সবে আসন করিয়া ॥ (জা.২)
দৃঢ়াসনে[১২] বসীলা পাতিয়া[১৩] মৃগছালা ।	দৃঢ়াসনে বসিল পাতিয়া মৃগছালা ।
পধ্মাবতি নামেত ফিরাএ[১৪] জপমালা ॥	পদ্মাবতী নামেত ফিরায় জপমালা ॥
সমাধি হইয়া মন সেই পদ্ম লাগি ।	সমাধি হইয়া মন সেই পদ্মা লাগি ।
জার দরসন হেতু[১৫] হইল বৈরাগি ॥[১৬]	যার দরশন হেতু হইল বৈরাগী ॥
কিন্নর[১৭] লইয়া দুক্ষে বৈরাগ্য[১৮] বাজাএ ।	কিংগরি লইয়া দুঃখে বৈরাগ বাজায় ।
সঙ্খ সিংগা দুই সন্দ্যা[১৯] নিথ্য ঝংকারএ ॥	শঙ্খ শিংগা দুই সন্ধ্যা নিত্য ঝংকারয় ॥
নিসি জাগারনে আখী রাতুল কটোর ।[২০]	নিশি জাগরণে আঁখি রাতুল কোটর ।
ষুধাকর ভাবে জেন চকিত চকোর[২১] ॥	সুধাকর ভাবে যেন চকিত চকোর ॥ (জা.৩)

১ করিল ২ বিষ্ণুর সাক্ষাতে অবে ৩ ডন্ডবত ৪ কোর ৫ স্তুতি জৈগ্য নাই ৬ মুখের ৭ অন্তুদ না জানি মুঞি কেমত তোমার ৮ কৃপাল হইআ ইশ্চা পুরাও আমার ৯ এ বলিআ সীঙ্গ সংকা দিল ১০ জৈগ্য ১১ বসীলেক ১২ দ্রিড়াসন ১৩ পাতিল ১৪ পীবাই ১৫ লাগী ১৬ হইলুম বিউগী ১৭ কিন্ন্যের ১৮ বৈরাগী ১৯ সংকা সীঙ দুই সব্দ ২০ কটুর ২১ চোকর

মন্তব্য ঃ মন্ডপগমনখন্ড অধ্যায়ে মূলের সংগে অনুবাদের অন্যাবিধ মিল সত্ত্বেও একটি প্রধান পার্থক্য হল এই যে মূলে রাজার প্রার্থনা নারায়ণের কাছে, কিন্তু অনুবাদে বৃষধ্বজ মহাদেবের কাছে এবং সেটাই সঙ্গত, কারণ পরে আছে পার্বতী-মহেশ খন্ড ।

মন্তব্য ঃ জায়সীর দ্বিতীয় স্তবকটি আলাওলের অনুবাদে মাত্র চারপংক্তিতে অতিসংক্ষিপ্ত । অনুবাদে মন্দিরাভ্যন্তরে অলৌকিক শব্দঝংকারের ঘটনাটুকুমাত্র উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু মূলের অলৌকিক দৈববাণীর মরমী কাব্যকথাটুকু অনুবাদে বর্জিত । মূলের দোহা অংশটিতে যে সুফী-তত্ত্বকথা আছে অনুবাদে তাও বাদ পড়েছে । তৃতীয় স্তবকের অনুবাদেও মূলের অনেক কিছু বাদ গেছে । তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বর্জন হল পদ্মাবতী-নিষ্ঠ রাজার অনুরাগ-মত্ত কথনগুলি । তৃতীয় স্তবকের দোহাটিও অনুবাদে যথারীতি অনুপস্থিত ।

পদ্মাবতী বিয়োগ-খণ্ড

ওথা পদ্মাবতি মন বিরহে বিউগ[১] ।	ওথা পদ্মাবতী মনে বিরহ বিয়োগ ।
হইল মদন বস নাহিক সঞ্জোগ ।।[২]	হইল মদন-বশ নাহিক সংযোগ ॥
নিদ্রা নাহি আখী নিসি জাগীয়া পোসাএ ।	নিদ্রা নাহি আঁখি নিশি জাগিয়া পোহায় ।
বিচটীর পত্র প্রায় সয্যা[৩] লাগে গাএ ।।	বিছুটির পত্রপ্রায় শয্যা লাগে গায় ॥
মলআ সমির[৪] চন্দ্র সিতল[৫] চন্দন ।	মলয়া সমীর চন্দ্র শীতল চন্দন ।
অঙ্গ পরসএ[৬] জেন গৃষ্মের[৭] তপন ।।	অঙ্গ পরশয় যেন গ্রীষ্মের তপন ॥
কলপ সমান জাএ বিরহ রজনি ।	কলপ সমান মাত্র বিরহ রজনী ॥
সখীগন সঙ্গে বঞ্চে কহিয়া কাহিনি ।।	সখীগণ সঙ্গে বঞ্চে কহিয়া কাহিনী ॥
সতত রাতুল আখী নিসী জাগরনে ।	সতত রাতুল আঁখি নিশি জাগরণে ।
মনের বেদন কথা কহে সখী স্থানে ।।	মনের বেদনা কথা কহে সখী স্থানে ॥ (জা.১)
শুন প্রানসখী সব চিত্তের সন্তাপ ।	শুন প্রাণসখী সব চিত্তের সন্তাপ ।
নিজ কর্ম্মদোসে অবিবেক মাও বাপ ।।	নিজ কর্মদোষে অবিবেক মাও বাপ ॥
নবম বরিস বাড়ি হইলু ত্রয়দসে[৮] ।	নবম বরিষ বাড়ি হইলু ত্রয়োদশে ।
মিলএ সঞ্জোগ পুনি অতি ভাগ্যবসে ।।	মিলয় সংযোগ পুনি অতি ভাগ্যবশে ॥
ষুরস বৎসর[৯] মোর নাহিক সঞ্জগ ।	ষোড়শ বৎসর মোর নাহিক সংযোগ ।
তাহাত প্রবল হৈল বিরহের রোগ ।।	তাহাত প্রবল হৈল বিরহের রোগ ॥
সর্ব্ব অঙ্গ পোরে নিদ্রা নাহি নিসীদিন ।	সর্ব অঙ্গ পোড়ে নিদ্রা নাহি নিশি দিন ।
ছটফট করে জেন বিনি জলে মীন ।।	ছটফট করে যেন বিনি জলে মীন ॥ (জা.২)
জোবক বারিয়া[১০] জেন নবিন বসন্ত ।	যৌবনের বৈরী জান নবীন বসন্ত ।
আচম্বিত পাইল বিরহ[১১] ময়মন্ত ।।	আচম্বিত পাইলু* বিরহ ময়মন্ত ॥
সাখা পত্র বিদংসিয়া সমূলে বিনাসে ।	শাখাপত্র বিধ্বংসিয়া সমূলে বিনাশে ।
নিরুধ ন মানে পুনি প্রবোধ অঙ্কসে[১২] ।।	নিরোধ না মানে চিত্ত প্রবোধ অঙ্কুশে ॥
পরিল বিরহ সিন্দু আটাই গম্ভিরে ।[১৩]	পড়িলে বিরহ সিন্ধু অগাধ গম্ভীরে ।
স্বহাএ[১৪] নাহিক কোনে লাগাইব তিরে ।।[১৫]	সহায় নাহিক কোনে লাগাইব তীরে ॥ (জা.৩)

১ মনে বিরহ বিওক ২ সঞ্জক ৩ সৈজ্জা ৪ সমীর ৫ সীতল ৬ পরসনে ৭ গ্রিসের ৮ নবম বরিসে বারি হৈলু ত্রিয়দসে ৯ সোরস বশ্চরে ১০ জোবনের বরি ১১ বির ১২ নিরোদ না মানে চিত্ত প্রবেদ অঙ্কুসে ১৩ গম্ভির ১৪ সোহাএ ১৫ থির

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেকখানি পৃথক। বিরহিণীর শয্যাকন্টকী বোঝাতে মূলে আছে শয্যায় কেঁবাচ বা কাঁটাফল বিছানোর কথা, অনুবাদে তা বোঝানো হয়েছে বিছুটিলতা দিয়ে। মূলে বিরহিণীর নিশিযাপনের জন্য বীণা বাজানো এবং চিত্র রচনার আলংকারিতা অনুবাদে বর্জিত। জায়সীর পদ্মাবতীর মুখে যে বিরহ-বাণী আছে আলাওল তাও অনুল্লেখিত রেখেছেন। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের কিছুই রক্ষিত হয় নি। সবটাই আলাওলের নিজস্ব রচনা। মূলে আছে ধাত্রীর কথাবার্তা, আলাওলে আছে সখীর সঙ্গে কথোপকথন। মূলে আছে নিসর্গখচিত বিরহবার্তা, অনুবাদে লৌকিক কামপীড়ার প্রথাগত বর্ণনা। মূলের দোহা অংশের অনুবাদ দুটি স্তবকেই অনুপস্থিত। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের সাঙ্গরূপকটি (যৌবনবনে বিরহ হস্তীর মত্ততা) অনুসৃত হলেও অনুবাদটি মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের দোহা অংশটি শেষ দুটি চরণে অনূদিত হয়েছে।

সখী বোলে পদ্মাবতি আপনে পাণ্ডিতা ।
পরম চাতুরি[১] তুমি নৃপতি[২] দুহিতা ॥
নদা নদি আসী পুনি সমুদ্রে মিসাএ ।
অতুল গাম্ভির সিন্দু কথাত ন জাএ[৩] ॥
প্রবল বিরহ জেন[৪] তরঙ্গ তুখার[৫] ।
কর নিগ্রহিয়া রাখে সেই আষুয়ার[৬] ॥
জদি মাত্র[৭] মত্ত করি ধাএ চতুর্দ্দিসে ।
রাখীব তাহারে সক্তি ক্ষেমার[৮] অংকুসে ।
জদ্যাপী[৯] মদন সরে তিলে হরে প্রান ।
তাহার অধিক সথ্য[১০] জাতি কুল মান ॥
সহিয়া বিরহ দুক্ষ রাখ ধর্ম্ম নেম ।
জথেক দহয় বান বুদ্ধি[১১] হুএ হেম ॥
কমল কোরক তুমী ধির ধর মনে ।
সময় হইলে অলি মীলব আপনে ॥
আপে মাএ এক সেই জগত ইশ্বর ।
সর্ব্বভূতে দিয়া আছে সঙ্গ[১২] দোসর ॥
জাবতে মিলএ পীউ[১৩] সহ প্রেম পির ।
জেন সিন্দু মধ্যে[১৪] ছিল স্বরসাতি[১৫] নির ॥
শ্রীপঞ্চমীত[১৬] গিয়া মানাইব দেব ।
পতিবর পাইবা করিলে দেব সেব ॥
জেই কালে গুরু পত্নি[১৭] হারাইল চন্দ্রে ।
রাখীতে নারিল সথ্য[১৮] ব্রহ্মা আর ইন্দ্রে ॥
তিল ন চাহিল[১৯] মোহাযুগী পষুপতি ।
কুলের মহত্ত[২০] রাখে ধন্য[২১] কুলবতি ॥

১ চতুর ২ রাজার ৩ কথা নাই জাএ ৪ জান ৫ তুখার ৬ আস্বোআর ৭ মন ৮ খেমার ৯ জেম্ধেপী ১০ সব্দ ১১ বাঁন্ধি ১২ সঞ্জোগ ১৩ অলি ১৪ মৈদ্ধে ১৫ ষুরস্বরি ১৬ ছিরি পঞ্চমীতি ১৭ গুরুপতি ১৮ তিলে ১৯ তিলে না চাইল ২০ মোহত ২১ দৈন্য

সখী বোলে পদ্মাবতী আপনে পণ্ডিতা ।
পরম চতুরী তুমি নৃপতি দুহিতা ॥
নদ নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিসায় ।
অতুল গম্ভীর সিন্ধু কোথাত না যায় ॥
প্রবল বিরহ যেন তুরঙ্গ তুখার ।
কর নিগ্রহিয়া রাখে সেই আসোয়ার ॥
যদি মন মত্ত করী ধায় চতুর্দিশে ।
রাখিব তাহারে শক্তি ক্ষমার অংকুশে ॥
যদ্যাপি মদন-শর তিলে হরে প্রাণ ।
তাহার অধিক সত্য জাতি কুল মান ॥
সহিয়া বিরহ দুঃখ রাখ ধর্ম নেম ।
যতেক দহয় বাণ বুদ্ধি হয় হেম ॥
কমলকোরক তুমি ধীর ধর মনে ।
সময় হৈলে অলি মিলিব আপনে ॥
আপে মাত্র এক সেই জগৎ-ঈশ্বর ।
সর্বভূতে দিয়া আছে সংযোগ দোসর ॥
যাবতে মিলয় পিউ সহ প্রেম-পীর ।
যেন সিন্ধু মধ্যে সিপি সাধে স্বাতী নীর[১] ॥
শ্রীপঞ্চমীত গিয়া মানাইব দেব ।
পতিবর পাইবা করিলে দেব সেব ॥
যেই কালে গুরু-পত্নী হ'রিছিলা[২] চন্দ্রে ।
রাখিতে নারিল সত্য ব্রহ্মা আদি ইন্দ্রে ॥
তিলে না চাহিল মহাযোগী পশুপতি ।
কুলের মহত্ব রাখে ধন্য কুলবতী ॥ (জা.৪-৭)

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : তুরঙ্গ তুখার—তুখোড় অশ্ব। মূলে যৌবনের রূপক, অনুবাদে বিরহের উপমা।
কর নিগ্রহিয়া—হস্ত রশ্মিতে দমন করে রাখা
অসোয়ার—অশ্বচালক

মন্তব্য : বর্তমান স্তবকটি মূলের চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্তবকের দোহাটুকু নিয়ে রচিত। এর মধ্যে মূলের চতুর্থ-স্তবকের স্থানই বেশী। ধাই-এর উক্তি অনুবাদে সখীবচনে পরিণত। চতুর্থ স্তবকের দোহা অংশটি অনুবাদের সপ্তদশ অষ্টাদশ পংক্তিতে অনুসৃত। মূলের পঞ্চম স্তবকে পদ্মাবতীর যৌবন বেদনার অংশটি অনুবাদে সম্পূর্ণই বর্জিত। মূলের ষষ্ঠ স্তবকটির আংশিক অনুবাদ আছে সখীর উপদেশ বচনের মধ্যে। সপ্তম স্তবকে পদ্মাবতীর বিরহ উত্তাপটুকু বাদ দিয়ে দোহা অংশটি আংশিকভাবে স্থান পেয়েছে অনুবাদের শেষ চরণে। অনুবাদ-স্তবকের শেষদিকে পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি আলাওলের সংযোজন।

পদ্মাবতী শুক মিলন খণ্ড

হেনকালে হিরামনি দিল দরসন।
পদ্মাবতি পাইল জেন নবিন জিবন ।।
কণ্টেত লাগাই যুক বিস্তর কান্দিলা[১] ।
প্রজলিত মন অগ্নি কিছু শাম্য ভেলা[২] ।।
হৃদএর দুক্ষে জথ করিল অস্থির[৩] ।
জল রূপে আখী পন্তে হইল বাহির ।।
তবে রানি হাসী ২ কুসল পুছিলা ।
আমা ছাড়ি[৪] এথকাল কথাতে আছিলা ।।

যুকে বোলে রাজযুতা   কহ মো রহাস্য কথা[৫]
তোমা মর্নাভিষ্ট হোক সিদ্ধি[৬] ।
জেমতে পাইল দুখ[৭]   পুনি প্রাপ্তি হৈল যুক
তবে কিছু কৈলু কাব্য সীদ্ধি ।।
নৃপতির ভএ করি   তোমা প্রেম পরিহরি[৮]
তোমাক ছারিয়া গেল বনে ।
শরীরিতে তোমার নেহা   সতত পোরএ দেহা
আর ভাবে ন য়াছিল[৯] মনে ।।
দিন দস তথা ছিল[১০]   নানা বন[১১] ফল খাইল[১২]
পক্ষিগনে করিল আদর ।
হেনকালে ব্যাধ আইল   সব খগ[১৩] উরি ধাইল
মুই হইল দুক্ষেত[১৪] বর্বর ।।
কাল ব্যাধে আমা ধরি   পেটারির মাজে[১৫] করি
হাটে তুলি নিল বেচিবারে ।
চিতাউর গড়[১৬] হনে   এক দ্বিজ[১৭] মহাজনে
তথা কিনি[১৮] লৈ গেল আমারে ।।

১ কান্দিল ২ সান্ত হৈল ৩ করিলেক স্থির ৪ ছারি ৫ কহ মোকে সৈথ্য কথা ৬ মন বিষ্টী হৈক সীদ্ধি ৭ জেনে মতে পাইলুম দুক ৮ আউ শ্রধা মনে ধরি ৯ আছিল ১০ ছিলুম ১১ বন্ন ১২ খাইলুম ১৩ যুক ১৪ মুঞি হৈলুম দুক্ষিত ১৫ পেটারি মাজার ১৬ গর ১৭ ধিজ ১৮ কেনি

হেনকালে হীরামণি দিল দরশন।
পদ্মাবতী পাইল যেন নবীন জীবন ॥
কণ্ঠেত লাগাইয়া শুকে বিস্তর কান্দিলা।
প্রজ্জ্বলিত মন-অগ্নি কিছু শান্ত হৈলা ॥
হৃদয়ের দুঃখ যত করিল অস্থির।
জলরূপে আঁখি পথে হইল বাহির। (জা, ১)
তবে রাণী হাসি হাসি কুশল পুছিলা।
আমা ছাড়ি এত কাল কোথাতে আছিলা ॥

শুকে বোলে রাজসুতা   কহম রহস্য কথা
তোমা মনাভীষ্ট হোক সিদ্ধি।
যেমত পাইলা দুঃখ   পুনি প্রাপ্তি হৈল সুখ
তবে কিছু কৈল কাজ সিদ্ধি ।।
নৃপতিরে ভয় করি   আয়ু শ্রদ্ধা মনে ধরি
তোমাক ছাড়িয়া গেলুঁ বনে।
স্মরিতে তোমার নেহা   সতত পোড়এ দেহা
আর ভাব না আছিল মনে ।।
দিন দশ তথা ছিলুঁ   নানা বর্ণ ফল খাইলুঁ
পক্ষিগণে করিল আদর।
হেনকালে ব্যাধ আইল   সব শুক উড়ি ধাইল
বন্দী কৈল দুঃখেতে বর্বর ।।
কাল ব্যাধ আমা ধরি   পেটারি মাঝারে করি
হাটে তুলি নিল বেচিবারে।
চিতাওর গড় হনে   এক দ্বিজ মহাজনে
তথা কিনি লই গেল আমারে ।। (জা, ২)

১. আ

মন্তব্য : বর্তমান খণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের ঘটনাটুকুই অনূদিত হয়েছে, আবেগটুকু বাদ গেছে। অনুবাদে আছে, শুকের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে কাঁদার পর পদ্মাবতীর হৃদয় শান্ত হল। মূলে আছে, মিলনের আনন্দের মধ্যে দুঃখের অগ্নিশিখা আরও প্রজ্জ্বলিত হল। মূলের পদ্মাবতী ও তার সখীর কথোপকথন গুলি অনুবাদে বাদ গেছে। দোহা অংশটিরও অনুবাদ অনুপস্থিত। দোহা অংশের তত্ত্বকথা এবং কাব্যরস অনুবাদে প্রায়শই বর্জিত। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদেও মূলের সঙ্গে অনেক পার্থক্য ঘটেছে। মূলে প্রতীক-তাৎপর্যটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী ও মার্জারের প্রসঙ্গ আছে, অনুবাদে তা বর্জিত হয়েছে। অনুবাদে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা একটু বিস্তারিত, মূল সংক্ষিপ্ত। মূলে চিত্রসেনের মৃত্যুসংবাদ আছে, অনুবাদে সে প্রসঙ্গ বাদ গিয়েছে।

ধন্য[১] চিতাউর দেস নাহি তথা দুক্ষ ক্লেস
কি কহিব তাহার মহিমা।
জথা[২] রত্নসেন রাজা নৃপসনে[৩] করে পোজা[৪]
সুরপতি জিনি সুরু সিমা[৫] ॥
রূপে জিনি পঞ্চবান বিদুষ[৬] সদৃস জ্ঞান
ধর্ম্মেক জিনিয়া যুধিষ্টির[৭]।
দানে মানে কর্ণগুরু[৮] বুধি জিনি সুর গুরু
জয়[৯] দিপ মধ্যে[১০] এক বির ॥
অল্প বসে রাযাপাল[১১] বিপক্ষ[১২] জনের কাল
ক্ষেমাএ প্রিথি[১৩] সমশ্বর।
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে[১৪] হরিচন্দ্র জিত
মর্য্যোদাএ[১৫] সিন্দু রত্নাকর ॥
পুযাক্রমে[১৬] ছত্রপতি মোহারাজ চক্রবর্ত্তি
শথ্যবাদি[১৭] মোহাসীল কুল[১৮]
চতুর পন্ডিত জ্ঞানি হিংসাহিন সুধ প্রানি[১৯]
প্রজার পালন পুত্রতুল ॥
সুনিয়া আমার কথা সে বিপ্র নিলেক তথা[২০]
নৃপে আমা রহাস্য[২১] পুছিলা।
সুনিতে বচন মোর নৃপতি আনন্দ ভোর
লক্ষ[২২] মুদ্রা ব্রাহ্মনক দিলা ॥
আদর সম্মান করি বহু স্নেহ মনে ধরি
নৃপ আমা পুছিলা জত্তনে।
কহি কথা কাব্য[২৩] রস নৃপ চিথ্য হৈল[২৪] বস
গুরু হেন মানিলেক মনে ॥

১ ধৈন্য ২ তথা ৩ সবে ৪ পুজা ৫ রুক সীমা ৬ বিদুর ৭ যুধিষ্টীর
৮ কুরু ৯ জম্বু ১০ মাজ্যে ১১ রাজ্জপাল ১২ বিপৈক্ষ ১৩ প্রিথিম্বি
১৪ সৈর্থ ১৫ মৈর্জ্জাদাএ
১৬ পুসাক্রম ১৭ সৈত্তবাদি ২৮ মোহকুল শীল
১৯ শুনি ২০ সে বিপ্রে আনিল তথা
২১ রোহাস্ব ২২ লৈক্ষ
২৩ কাভ্য
২৪ কৈল

ধন্য চিতাওর দেশ নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ
কি কহিব তাহার মহিমা।
তথা রত্নসেন রাজা নৃপ সবে করে পূজা
সুরপতি জিনি রূপসীমা ॥[১]
রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ জ্ঞান
ধর্মেত জিনিয়া যুধিষ্ঠির।
দানে মানে কর্ণ কুরু বুদ্ধি জিনি সুরগুরু
জম্বুদ্বীপ মধ্যে এক বীর ॥
অল্প বসে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনের কাল
ক্ষমায় পৃথিবী সমসর।
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্যাদায় সিন্ধু রত্নাকর ॥
পরাক্রমে ছত্রপতি মহারাজ চক্রবর্তী
সত্যবাদী মহাশীল কুল।
চতুর পন্ডিত জ্ঞানী হিংসাহীন শুদ্ধপ্রাণী
প্রজার পালন পুত্রতুল ॥
শুনিয়া আমার কথা সে বিপ্র নিলেক তথা
নৃপ আমা রহস্য পুছিল।
শুনিতে বচন মোর নৃপতি আনন্দ ভোর
লক্ষ মুদ্রা ব্রাহ্মণক দিল ॥
আদর সম্মান করি বহু স্নেহ মনে ধরি
নৃপ আমা পুছিলা যতনে।
কহি কথা কাব্য রস নৃপ চিত্ত কৈল বশ
গুরু হেন মানিলেক মনে ॥

১. আ

শব্দার্থ টীকাঃ সুরপতি—ইন্দ্র; বিদুর—পান্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা; যুধিষ্ঠির—কুন্তীপুত্র প্রথম পান্ডব; কর্ণ—সূর্যের ও কুমারী কুন্তীর পুত্র; কুরু—কৌরবদের আদি রাজা এবং যযাতির পুত্র; সুরগুরু—বৃহস্পতি; বিক্রমাদিত্য—গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; হরিশ্চন্দ্র—ভারত বিখ্যাত নৃপতি যিনি বিশ্বামিত্রকে দানদক্ষিণা দেবার জন্য নিজেকে এবং নিজের পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করেছিলেন।

রাজার চরিত্র জথ সমস্ত লক্ষিল তত
রূপে গুনে দেখিল[১] অপার ।
তোমা[২] ভাবিয়া চিত্তে বুঝিল[৩] সকল মতে
এই সে সঞ্জোগ জুগ্য[৪] তার ।।
তোমার রূপের ছবি তখনে মনেত ভাবি
প্রকাসীল নৃপতি বিদিত ।
বচন রচন রস নৃপ চিথ্য হৈল বস
তখনে পরিল মহুশ্চিত[৫] ।।
তোমার প্রেমের জালে নৃপতি পরিল কালে[৬]
যুগী হইয়া[৭] চলিল সত্তর ।
আসিয়া সিংগল[৮] দেসে সিবের[৯] মান্ডব পাসে
রাখী আইল[১০] তোমার গোচর ।।
তোমার সেবক ছিল[১১] এই কায্য মুই কল্য[১২]
লৈয়া আইলু[১৩] হেন মোহারাজ ।
পূর্ব্ব তপস্যার[১৪] ফলে হেন বর আসী মিলে
নহে ব্রেতা এরূপ জোবন ।।
রসীক নাগর রাএ ধর্ম্মসীল পুন্যকাএ
গুনি বস[১৫] জার প্রেম রসে ।
দানে মানে স্ববিসেষ[১৬] ধন্য[১৭] ২ সেই দেস
হেন মোহাজন জথা[১৮] বৈসে ।।
সদগুন মাগন নাম রোসাংগেত অনুপাম
আলাওলে যুনিয়া আরতি ।
ভাংগিয়া চৌপাইয়া চন্দ[১৯] রছিয়া পয়ার ছন্দ[২০]
পদে ২ অমীয়া[২১] ভারতি ।।

১ দেখীআ ২ তোমাকে ৩ বুজিলু ৪ জৈগ্য ৫ মহচিত ৬ নিপতি বাজিল কালে ৭ হই ৮ সীঙ্গল ৯ সীবের ১০ আইলুম ১১ ছিলুম ১২ কৈলুম ১৩ লই আইলুম ১৪ পূর্ব্ব তপসের ১৫ সব ১৬ সর্বিসেস ১৭ ধৈন্য ১৮ তথা ১৯ ছন্দ ২০ বন্দ ২১ মধুর

রাজার চরিত্র যত সমস্ত লক্ষিল তত
রূপগুণে দেখিল অপার ।
তোমাকে ভাবিয়া চিতে বুঝিল সকল মতে
এহি সে সংযোগ যোগ্য তার ।।
তোমার রূপের ছবি তখনে মনেত ভাবি
প্রকাশিল নৃপতি বিদিত । (জা, ৩)
বচন রচন-রস নৃপ-চিত্ত হৈল বশ
তখনে পড়িল মোহশ্চিত ।।
তোমার প্রেমের জালে নৃপতি বাজিল কালে
যোগী হই চলিল সত্বর ।
আসিয়া সিংহল দেশে শিবের মণ্ডপ পাশে
রাখি আইল তোমার গোচর ।।
তোমার সেবক ছিল মোর কর্ম মুই কৈল
লই আইল হেন মহাজন ।
পূর্ব তপস্যার ফলে হেন বর আসি মিলে
নহে ব্যর্থ এ রূপ যৌবন ।। (জা, ৪)
রসিক নাগর রায় ধর্মশীল পুণ্যকায়
গুণী বশ যার প্রেমরসে ।
দানে মানে সবিশেষ ধন্য ধন্য সেই দেশ
হেন মহাজন যথা বৈসে ।।
সদ্গুণ মাগন নাম রোসাংগেত অনুপাম
আলাওলে শুনিয়া আরতি ।
ভাংগিয়া চৌপাই ছন্দ রচিল[১] পয়ার বন্ধ
পদে পদে অমৃত[২] ভারতী ।।

১. আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : মোহশ্চিত—মূর্চ্ছিত

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে পৌরাণিক নামাবলী জড়ানো রাজপ্রশস্তিটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। মূলে এর একটিও নেই। মূলে আছে পদ্মাবতী-রত্নসেন প্রসংগে চন্দ্র-সূর্য, সোনা-সোহাগা, রক্ত-স্বর্ণ ইত্যাদি যুগল প্রতীকের ব্যবহার। অনুবাদটি মূলের তুলনায় বিস্তারিত, যদিও দোহা-সহ মূলের অনেক প্রসংগই অনুবাদে অনুপস্থিত। চতুর্থস্তবকের অনুবাদটি আবার মূলের তুলনায় অতিসংক্ষিপ্ত। মূলে ঘটনাটি যথাযথ বিবৃত হলেও পদ্মাবতীর কথা শুনে রাজার বিরহ-বিবরণটি মূলের তুলনায় নিরাবেগ ও সংবাদ-জ্ঞাপন হয়ে পড়েছে। শেষচারটি পংক্তি যেমন মূলে নেই, মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে নেই। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ-শেষে মাগন-প্রশস্তি অংশটুকু যে আলাওলের নিজস্ব রচনা তা বলাবাহুল্য।

পুনি ষুকে কহে ষুন রানি পদ্মাবতি ।
তুমী জেন রূপে গুনে[১] তেহেন নৃপতি ।।
ষুনিয়া তোমার গুন[২] নৃপতি[৩] পাগল ।
প্রান উপেক্ষিয়া[৪] আইল নগর সিংগল ।।
একস্বর ন পারিল[৫] হইতে বিউগী ।
সোলস কুমার সঙ্গে হইলেন্ত যুগী[৬] ।।
তোমার প্রেমের ভাবে তেজি অন্নপানি ।
ত্রিনগত ন গনিল[৭] হেন রাজধানি ।।
হেন ভাবকের দয়া না করহ জবে ।
তিলে মাত্র জিবন তেজিব যুগী সবে ।।
তোমার উপরে পুনি হৈব মোহাবদ ।
চতুর হইয়া পাছে হইবা মগদ ।।
এহার অধিক আমি কহিতে ন জানি ।
আজ্ঞা দেয় জাই আমী[৮] জথা নৃপমনি ।।

ষুকের বচন ষুনি রানি পদ্মাবতি ।
পরম হরিসে কহে মধুর ভারতি ।।
তুমি মোর প্রান ষুক প্রানের বেথীত[৯] ।
তোমার অধিক মোর কেবা আছে মিত[১০] ।।
মহন পন্ডিত তুমী ষুক সর্ব্বজান[১১] ।
তোমার বচন সথ্য মোর পুয্যমান[১২] ।।
কভু ন চিন্তিব তুমী আমার সহিত[১৩] ।
নিশ্চএ তোমার বাক্য[১৪] মোর অলংগত ।।
জে কর্ম্ম তোমার মনে যুগ্য[১৫] আচরিল ।
সথ্য[১৬] ২ মোর মনে সেই সে মানিল ।।
মোর বুদ্ধি হোন্তে বুদ্ধি উঝল তোমার ।
নয়ানে দেখীল ধিক পথ্যয়[১৭] আমার ।।
কিন্তু এই সংকট নৃপতি আগে বেসে[১৮] ।
পীত্রি আগে কোনে[১৯] কহিবেক কথা লেসে[২০] ।।
কাহার সকতি[২১] হেন আছে ত্রিজগতে ।
হেন বাক্য[২২] প্রকাসীব পীতার[২৩] অগ্রেতে ।।

১ জেন রূপে গুনে তুমী ২ রূপ ৩ হইল ৪ উচগীআ ৫ একাস্বর না পারিআ ৬ সোলসত রাজপুত্র সঙ্গে হৈল যুগী ৭ ত্রিন্যবত না জানিল ৮ আজ্ঞা দেও জাই এবে ৯ বেতিত ১০ হিত ১১ মোহন পন্ডিত ষুক সর্ব্বগুণ জান ১২ পুজ্জমান ১৩ অহিত ১৪ বাক্ষ ১৫ জৈগ্য ১৬ সৈথ্য ১৭ পৈর্থএ ১৮ নির্পতি যুগী ভেস ১৯ কনে ২০ লেস ২১ সরিরে ২২ বাক্ষ ২৩ পিত্রির

পুনি শুকে কহে শুন রানী পদ্মাবতী ।
যেন রূপ গুণ তুমি তেহেন নৃপতি ।।
শুনিয়া তোমার রূপ নৃপতি পাগল ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া আইল নগর সিংহল ।।
একেশ্বর না পারিল হইতে বিয়োগী ।
ষোলশত কুমার সঙ্গে হইল যোগী ।।
তোমার প্রেমের ভাবে তেজি অন্নপানি ।
তৃণবৎ না গুনিল হেন রাজধানী ।।
হেন ভাবকের দয়া না করহ যবে ।
তিলে মাত্র জীবন তেজিব যোগী সবে ।।
তোমার উপরে পুনি হৈব মহাবধ ।
চতুর হইয়া পাছে হইবা মুগধ ।।
এহার অধিক আমি কহিতে না জানি ।
আজ্ঞা দেও যাই আমি যথা নৃপমণি ।। (জা, ৪)

শুকের বচন শুনি রাণী পদ্মাবতী ।
পরম হরিষে কহে মধুর ভারতী ।।
তুমি মোর প্রাণ শুক প্রাণের বেথিত ।
তোমার অধিক মোর কেবা আছে মিত ।।
মহান পন্ডিত তুমি সর্ব শাস্ত্র[১] জান ।
তোমার বচন সত্য মোর পুজ্যমান ।।
কভু না চিন্তিব তুমি আমার অহিত ।
নিশ্চয় তোমার বাক্য মোর অলঙ্ঘিত ।।
যে কর্ম তোমার মনে যোগ্য আচরিল ।
সত্য সত্য মোর মনে সেই সে মানিল ।।
মোর বুদ্ধি হোন্তে বুদ্ধি উজ্জ্বল তোমার ।
নয়ানে দেখিলে ধিক প্রত্যয় আমার ।।
কিন্তু এহি সংকট নৃপতি যোগীবেশ ।
পিতৃ আগে কোনে কথা কহিবেক লেশ ।।
কাহার শকতি হেন আছে ত্রিজগতে ।
হেন বাক্য প্রকাশিব পিতার অগ্রেতে ।। (জা, ৫)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : মুগধ—মূর্খ

মন্তব্য : জায়সীর চতুর্থ স্তবকেরই কিয়দংশ নিয়ে আলাওলের পয়ার স্তবকটি রচিত। পদ্মাবতীর জন্য রাজার উন্মত্ততা এবং ষোলশত রাজকুমারসহ যোগী হয়ে রাজ্যত্যাগের প্রসঙ্গটুকু মূলানুগ, তবে রাজার হয়ে পদ্মাবতীর কাছে শুকের অতিরিক্ত আবেদন অংশটি আলাওলের সংযোজন। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদটি মূল থেকে অনেকটাই পৃথক। মূলে যোগী রত্নসেনের কথা শুনে পদ্মাবতীর অভিমান-বাণী অনুবাদে বর্জিত। দোহা অংশটিও অনুপস্থিত। শুধু পদ্মাবতীর পিতৃভীতিটুকুই মূলানুগত।

ষুকে বলে তুমি মাত্র কৃপা কর মনে।
মনুরথ[1] সিন্ধি বিধি করিব আপনে ।।
এক চিত্তে জেই জনে জাহাক ভাবএ।
তাহার বাঞ্চিত সিন্ধি বিধাতা পুরাএ[2] ।।
আপনে নৃপতি আগে প্রকাস হইব।
নিবন্দ পুরিলে কায্য প্রতক্ষে[3] ঘটীব ।।
পুর্ব্বে্ত জানিছি[4] আমী জোতিস গননে।
তোমার সঞ্জগ সেই বিধির করনে ।।
তবে সে নৃপতি লৈয়া হৈল আমী পার।
বেদ প্রাএ আমার বচন জান সার ।।

ষুকের বচনে কন্যা চলে দরসন[5]।
বিচ্ছেদ ষুকের ভাবি করএ রোদন[6] ।।

বিদাএ মাগীতে ষুকে কন্যা কহে কথা।
জে জন পরের হৈব[7] ন রহিব[8] এথা ।।
বিচারি বুজিল জার অঙ্গে আছে পাকা[9]।
আজি জাদি রহে কালি ন জাইব রাকা[10] ।।
কথা হোন্তে আসীয়া সন্তোষ কৈলা যুক।
পুনি চলি জাও মোর বিদারিয়া বুক[11] ।।
মীলিয়া বিচ্ছেদ[12] পুনি মরন সমান।
আসীয়া কি ফল জদি ন রহে নিদান ।।
ষুকে বলে[13] শ্বরি আমী তোমার লবন।
তোমা স্নেহ ছারিতে ন পারি কদাচন ।।
কিন্তু বন্ধি হইছে সথ্য[14] নৃপতির হাতে।
তেকারণে জাইতে চাহি তাহান সাক্ষাতে[15] ।।
নৃপতির তোমার ন জানি আমী[16] ভেদ।
ভিন্ন স্থানে ন জানাইব ন করিয়া ক্ষেদ[17] ।।
হৃদয় মুকুরে[18] তোমা ভাব[19] অনুক্ষন।
জেন কুণ্ড ক্রোম[20] ভৃঙ্গি ডিম্বগত মন।।

১ মন্থ রত ২ তাহার বাঞ্চিত সৈত্য বিদত্তা মীলাএ ৩ প্রতৈক্ষ ৪ জানচে ৫ শুকের বচনে কৈন্যা হৈল কুতুহল ৬ মোহার্বিষ্টি জলে জেন নিবাএ আনল। এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
ষুক সঙ্গে নিবারিল নিবন্ধ কথন।
শ্রীপঞ্চমী পুজা হৈলে হৈব দরসন ।।
৭ হএ ৮ না রহ ৯ পাক ১০ রাক ১১ বিদারিয়া মোর বুক ১২ বিচ্ছেদ ১৩ বোলে ১৪ কিন্তু বন্দি হৈছি আমী ১৫ অগ্রেতে ১৬ ভিন্ন ১৭ ভিন্ন স্থানে না জাইম না করিয় খেদ ১৮ চিত্তের নয়্যানে ১৯ হেরি ২০ কুর্ম্ম

শুকে বোলে তুমি কৃপা যদি কর মনে।
মনোরথ সিদ্ধি বিধি করিব আপনে ॥
এক চিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়।
তাহার বাঞ্ছিত সিদ্ধি বিধাতা পুরায় ॥
আপনে নৃপতি আগে প্রকাশ হইব।
নির্বন্ধ পুরিলে কার্য প্রত্যক্ষে ঘটিব ॥
পূর্বেত জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে।
তোমার সংযোগ সেই বিধির করণে ॥
তবে সে নৃপতি লইয়া হৈল আমি পার।
বেদ প্রায় আমার বচন জান সার ॥ (জা.৬)

শুকের বচনে কন্যা হৈলা কুতুহল।
মহাবৃষ্টি জলে যেন নিবায় আনল ।।
শুক সঙ্গে নির্ধারিল নির্বন্ধ কথন।
শ্রীপঞ্চমী পূজা হৈলে হৈব দরশন ॥ (জা.৭)

বিদায় মাগিতে শুকে কন্যা কহে কথা।
যে জন পরের হয় না রহয় এথা ॥
বিচারি বুঝিল যার অঙ্গে অছে পাখা।
আজি যদি রহে কালি না যাইব রাখা।
কোথা হোন্তে আসিয়া সন্তোষ কৈলা শুক।
পুনি চলি যাও মোর বিদারিয়া বুক ॥
মিলিয়া বিচ্ছেদ পুনি মরণ সমান।
আসিয়া কি ফল যদি না রহে নিদান ।।
শুকে বলে স্মরি আমি তোমার লবণ।
তোমা নেহা ছাড়িতে না পারি কদাচন ।।
কিন্তু বন্দী হৈছি সত্যে নৃপতির হাতে।
তেকারণে যাইতে চাহি তাহান সাক্ষাতে ।।
নৃপতিরে তোমারে না জানি ভিন্ন ভেদ।
ভিন্নস্থানে না যাইমু না করিও খেদ ।।
চিত্তের নয়ানে তোমা ভাবি অনুক্ষণ।
যেন ক্রৌঞ্চ কূর্ম ভৃঙ্গ ডিম্বগত মন ।। (জা.৮)

মন্তব্য : মূলের যষ্ঠস্তবকের শুকবচনের সঙ্গে তার অনুবাদের কোনই মিল নেই। মূলের সপ্তমস্তবকটি অনুবাদে যতদূরসম্ভব সংক্ষিপ্ত। শুধু শ্রীপঞ্চমীতে পূজাদান উপলক্ষে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ ছাড়া মূলের সঙ্গে আর কোনো মিল নেই। অষ্টম স্তবকের অনুবাদটি মূলানুগ, কিন্তু আলাওলের শেষ চরণটি নূতন। দোহাটি অনূদিত হয় নি।

এথেক কহিয়া[1] ষুক গেলা জথা যুগী ।
পন্ত হেরি রহিয়াছে বিরহ বিউগী ॥
হরসীতে আসী ষুক কহিল সন্দেস ।
যুগ সিদ্ধি[2] বচন বলিল উপাদেস[3] ॥
তোমার[4] প্রতি ষুন্দরি[5] বিস্তর মায়া কল্য ।
আদেস ষুনিয়া প্রেম অঙ্গিকার কল্য[6] ॥
অথনে তোমার গুরু মুক্ষ পদ্মাবতি ।
এক চিত্তে ভাবিয়া কৃপাল হৈল সতি ॥
গুরু ভৃঙ্গতুল্যা সীস্য পতঙ্গ সমান ।
প্রথমে মারিয়া পুনি দেএ প্রাণদান[8] ॥
তাহারে[9] অমরা বলি জেই[10] মরি জিএ ।
অলি পদ্ম মিসাই[11] একত্রে মধু পিএ ॥
সমুকে বসন্ত রিতু হৈল উপস্থিত[12] ।
পুজা ছলে দরসন সিদ্ধি[13] সমাহিত ॥
ষুনিয়া নৃপতি অতি পুলকিত অঙ্গ[14] ।
আনন্দ সাগরে জেন উটীল তরঙ্গ ॥
এই মতে ষুকে নিথ্য আইসে আর জাএ ।
আশ্বাস বচন রসে দুহাক সান্তএ[15] ।

১ এথে কহিআ ২ জোগ সীদ্ধি ৩ বুলিল উপদেস ৪ তোমা ৫ সোন্দরি ৬ আদেস ষুনিআ আইন্ধে আদেস কহিল ৭ মানি ৮ জিবদান ৯ তাহাকে ১০ জদি ১১ মীলিআ ১১ উপস্থিং ১৩ সীদ্ধি ১৭ ষুনিআ নিপতি পুলকিত হৈল অঙ্গ ১৫ আশ্বাস বচনে সেজে দোহাকে সান্তাএ

এতেক কহিয়া শুকে গেলা যথা যোগী ।
পন্থ হেরি রহিয়াছে বিরহ-বিয়োগী ॥
হরষিতে আসি শুকে কহিল সন্দেশ ।
যোগসিদ্ধি বচন বলিল উপদেশ ॥
তোমা প্রতি সুন্দরী বিস্তর মায়া কৈল ।
আদেশ শুনিয়া প্রেম অঙ্গীকার কৈল ॥
এখনে তোমার গুরু মুখ্য পদ্মাবতী ;
একচিত্তে ভাবিয়া কৃপাল হৈল সতি ॥
গুরু ভৃঙ্গতুল্য শিষ্য পতঙ্গ সমান ।
প্রথমে মারিয়া পুনি দেয় প্রাণ দান ॥
তাহারে অমরা বলি যেই মরি জিয়ে ।
অলি পদ্ম মিলিয়া একত্রে মধু পিয়ে ॥
সমুখে বসন্ত ঋতু হৈল উপস্থিত ।
পূজা ছলে দরশন সিদ্ধি সমাহিত ॥
শুনিয়া নৃপতি পুলকিত হৈল অঙ্গ ।
আনন্দ সাগরে যেন উঠিল তরঙ্গ ॥
এই মতে শুকে নিত্য আইসে আর যায় ।
আশ্বাস বচন-রসে দোহাক সান্তায় ॥ (জা.৯)

শব্দার্থ টীকা : যেন ক্রৌঞ্চ কূর্ম ভৃঙ্গ ডিম্বগত মন—যেমন কোঁচ পাখী, কচ্ছপ এবং মৌমাছির নিজেদের ডিমের প্রতি সর্বদা আসক্তি । মূলে উপমাটি নেই ।

মন্তব্য : নবমস্তবকের মূল এবং অনুবাদ সমান্তরাল । কেবল মূলে পদ্মাবতীকে গুরু গোরক্ষনাথের রূপক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে রূপকার্থটি ভেঙে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । অনুবাদের শেষ চার পংক্তির কথা মূলে অনুপস্থিত । ভৃঙ্গ ও পতঙ্গের রূপকে গুরু-শিষ্যের যোগতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে মূলে ও অনুবাদে ।

বসন্ত খণ্ড

কথদিন ব্যাজে শ্রিপঞ্চমী[১] আইল।
বসন্ত পুজিত লোক উল্লাসীত হৈল ॥
আনন্দিতে সকল পুজিতে রিতুপতি।
পুজা স্থানে জাইতে কন্যা ইস্চা হইল মতি[২] ॥
পদ্মাবতি সখীগণ সব[৩] হাংকারিলা।
রাজসুতা পাত্রসুতা সব মানাইলা[৪] ॥
আজি সে নবিন রিতু রিতুপতি হইল রাজা[৫]।
সবে মিলি চলিলা[৬] করিতে দেবপুজা ॥
নানাবিধ প্রকারে[৭] করিলা সবে বেস[৮]।
সীসিতে সিন্দুর দিলা[৯] কুরালিয়া[১০] কেস ॥
কর্ন্নে কর্ন্নফুল আদি ভুসন রঞ্জিলা[১১]।
অঞ্জনে[১২] রঞ্জিলা আখী খঞ্জন গঞ্জিলা[১৩] ॥
নানা অভরন[১৪] সশুভিত[১৫] তনু সব।
পৈরিলা[১৬] বিচিত্রবাস অমদ[১৭] সৌরব ॥
নানান সুরংগ পুস্প[১৮] পৈরিলা সুবাস[১৯]।
ভুলিত ভ্রমর কুল[২০] ন ছারএ পাস ॥
পদ্মাবতী কৈলা চতুদোলে আরুহন[২১]।
নানাবিধি বাহনে চড়িলা[২২] সখীগণ ॥
সমুখে দক্ষিনে সব মান্য জগ্য[২৩] সখী।
সমান বয়সী সব পীষ্ঠ বামে রাখী ॥
চান্দ্রমা বেরিয়া জেন তারক মন্ডল।
কুমুদিনি কুলে[২৪] জেন বিষ্টীত কমল ॥
সুগন্ধি তাম্বুল মুখে নয়ন তরংগ।
দরসন মাত্রে মুনি মন হএ ভংগ ॥
ছত্রিষ[২৫] বরণে সব হাটী জাএ চোরি[২৬]।
নয়ন সাফল্য[২৭] হএ তা সবান[২৮] হেরি ॥
সাখা সংগে নানা পুস্পসার লৈয়া করে[২৯]।
নানারংগে ফুল সব সুভে[৩০] মনুহরে ॥
ভুসন[৩১] বিচিত্র বাস অতি সুভামান[৩২]।
বসন্ত পুজিতে সংগে চলিলা উদ্যান[৩৩] ॥

১ ছিরি পঞ্চমী ২ পুজা স্থানে জাইতে কৈন্যার হৈল মতি ৩ সব সখীগণ ৪ আনাইল ৫ আজি সে নতুন রিতুপতি হৈল রাজা ৬ চলহ ৭ প্রকারেহ ৮ সুভেস ৯ দিআ ১০ কুরালিআ ১১ কর্ণে কর্ণফুলে সোভে ভোসন রঞ্জিত ১২ আঞ্জনে ১৩ গঞ্জিত ১৪ অবরন ১৫ সুষুভিত ১৬ পরিল ১৭ আমদ ১৮ পুস্ফ ১৯ সুভাস ২০ ভুলিল ভোমরা কুল ২১ চতুরদোলে আরহন ২২ চলিল ২৩ মান্য মান ২৪ জলে ২৫ ছত্তিস ২৬ ছবি ২৭ নয়ান সাফল ২৮ সর্ব্বনি ২৯ নানাপুস্ফ লৈয়া সবে করে ৩০ নানারঙ্গে পলাস লোভএ ৩১ ভোসন ৩২ সোভমান ৩৩ উদ্ধান

কতদিন ব্যাজে শ্রীপঞ্চমী আইল।
বসন্ত পূজিতে লোক উল্লসিত হৈল ॥
আনন্দিত সকলে পূজিতে ঋতুপতি।
পূজাস্থানে যাইতে কন্যার হৈল মতি ॥
পদ্মাবতী সব সখীগণ হাংকারিলা।
রাজসুতা পাত্রসুতা সব আনাইলা ॥
আজি সে নবীন ঋতুপতি হৈল রাজা।
সবে মিলি চলহ করিতে দেবপূজা ॥
নানাবিধ প্রকারে করিল সবে বেশ।
শিসেত সিন্দুর দিল কুরলিআ কেশ ॥
কর্ণে কর্ণ ফুল আদি ভূষণ রঞ্জিলা।
অঞ্জনে-রঞ্জিলা আঁখি খঞ্জন গঞ্জিলা ॥
নানা আভরণে সুশোভিত তনু সব।
পরিল বিচিত্র বেশ আমদ সৌরভ।
নানান সুরংগ পুষ্প পরিল সুবাস।
ভুঞ্জিতে ভোমরাকুল না ছাড়য় পাশ ॥ (জা.১)
পদ্মাবতী কৈল চতুর্দোলে আরোহণ।
নানাবিধ বাহনে চলিল সখীগণ ॥
সম্মুখে দক্ষিণে সব মান্যযোগ্য সখী।
সমান বয়সী সব পৃষ্ঠে বামে রাখি ॥
চন্দ্রিমা বেড়িয়া যেন তারকমন্ডল।
কুমুদিনী কুলে যেন বেষ্টিত কমল ॥
সুগন্ধি তাম্বুলে মুখে নয়নতরংগ।
দরশন মাত্র মুনি মন হয় ভংগ ॥
ছত্রিশ বরণ সব হাঁটি যায় চেড়ী।
নয়ান সাফল্য হয় তা সবান হেরি ॥
শাখা সংগে নানা পুষ্প লৈয়া সবে করে।
নানা রংগ ফুল সব শোভে মনোহরে ॥
ভূষণ বিচিত্র বাস অতি শোভমান।
বসন্ত পূজিতে সবে চলিল উদ্যান ॥ (জা.২-৩)

মন্তব্য : প্রথম স্তবকটি অনেকটা মূলানুগ হয়েও মূল থেকে পৃথক। মূলে আছে নিসর্গসজ্জা, কিন্তু অনুবাদে তা রমণীসজ্জারূপে বর্ণিত। মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকটি মিলে পরবর্তী স্তবকটি রচিত। দোহা অংশটি বাদে দ্বিতীয় স্তবকটি মোটামুটি রক্ষিত, কিন্ত তৃতীয় স্তবকে মূলের বিচিত্র জাতীয়া রমণীদের তালিকাটি অনুবাদে বর্জিত।

ফাগু চতুসম[১] সব যুরঙ্গ সরির।
লঙ্গএ জুজন[২] পন্ত সৌরব সমির ॥
যুন্নমএ[৩] ছত্র নানা রত্নে বিভুসীত।
পধাবতি সীর পরে চারু বিরাজিত ॥
আর জথ ছত্রফুল নানা রঙ্গ ধরে।
নৃপতি কুমারী গনে[৪] উর্দ্ধে সভা[৫] করে ॥
এক চন্দ্র যুয্যরূপ[৬] অন্ত ন[৭] পাইয়া।
নিকটে দেখীতে আইলা সমুখ হইয়া ॥
দূরেত থাকিয়া রূপ ন[৮] দেখে প্রকট।
চন্দ্র যুর্য্য তারা কিবা[৯] আইল নিকট ॥

উপস্থিত দেখীয়া বসন্তরিতু হার[১০]।
আপনা আপনি সব করন্ত জুহার[১১] ॥
কহন্ত বসন্ত পূজা হৈল সমুদিত।
হাসী খেলি সকলে ঝমকে গাএ[১২] গীত ॥
আজি হাসী খেলি লও দেব কর বস।
কালি আমী কথা ২ [১৩] এই খেলা রস ॥
হোহুলি করিয়া জে বলিলা বারে ২ [১৪]।
মনুহর ঝমক সব্দ বাহে[১৫] উচ্চস্বরে ॥

পঞ্চম যুস্বরে গাএ যুন্দরি[১৬] রমনি।
কেহ বিনা বাসী গাএ[১৭] যুমধুর ধনি ॥
মন্দিরা উপাঙ্গ কেহ বাহে[১৮] করতাল।
পঞ্চসব্দে বাজন বাজাএ[১৯] অতি ভাল ॥
নাচি ২ পাত্রগন তিল জথা রহে।
তথাতে আবির ফাগু উরু[২০] সম হএ ॥
যুগন্দি ফাগুর রেনু উটীল আগাস[২১]।
যুন্য[২২] পরে পক্ষি সব হৈল রক্ত বাস[২৩] ॥
রাতুল সকল মহি বৃক্ষ পত্র সব।
পরিনত[২৪] পত্র হৈল নবিন পল্লব ॥

১ চতুরসম ২ জোজন ৩ স্বোর্নময়এ ৪ সব ৫ উর্দ্ধে সোবা ৬ যুর্জ্জ রূপ ৭ না ৮ না ৯ গন ১০ রিতুহর ১১ জোগার ১২ গাহে ১৩ তুমি ১৪ হুহুলিআ করি সবে বোলে বারে ২। ১৫ মনুহর ঝমকে গাহএ ১৬ সোন্দরি ১৭ বাএ ১৮ বাএ ১৯ বাহএ ২০ উড ২১ উরিল আকাসো ২২ সৈন্য ২৩ বাসো ২৪ পরিনিত

ফাগু চতুঃসম সব সুরঙ্গ শরীর।
লঙ্ঘয় যোজন পন্থ সৌরভ সমীর ॥
স্বর্ণময় ছত্র নানা রত্ন বিভূষিত।
পদ্মাবতী শির পরে চারু বিরাজিত ॥
আর যত ছত্রফুল নানা রঙ্গ ধরে।
নৃপতি কুমারীগণ ঊর্ধ্বে শোভা করে ॥
এক চন্দ্র সূর্যরূপ অন্ত না পাইয়া।
নিকটে দেখিতে আইলা সমুখ হইয়া ॥
দূরেত থাকিয়া রূপ না দেখে প্রকট।
চন্দ্র সূর্য তারা কিবা আইল নিকট ॥

উপস্থিত দেখিয়া বসন্ত ঋতুহার।
আপনা আপনি সব করন্ত জোহার ॥
কহন্ত বসন্ত পূজা হৈল সমুদিত।
হাসি খেলি সকলে ঝুমক গাহ গীত ॥
আজি হাসি খেলি লও দেব কর বশ।
কালি আমি কোথা তুমি এই খেলা রস ॥
হুহুলি করিয়া সবে বোলে বারে বারে।
মনোহর ঝুমক গাহয়ে উচ্চস্বরে ॥ (জা, ৪)

পঞ্চম সুস্বরে গাহে সুন্দরী রমণী।
কেহ বীণা বাঁশী বাএ সুমধুর ধ্বনি ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ কেহ বাএ করতাল।
পঞ্চশব্দে বাজনে বাজায় অতি ভাল ॥
নাচিছে চাচরি সঙ্গে তিল যথা রহে।[১]
তথাত ফাগুর ধূলি অন্ধ সম হএ ॥[২]
সুগন্ধি ফাগুর রেণু উঠিল আকাশ।
শূন্যোপরে পক্ষী সব হৈল রক্তবাস ॥
রাতুল সকল মহী বৃক্ষপত্র সব।
পরিণত পত্র হৈল নবীন পল্লব। (জা, ৭)

১ আ. ২. আ

শব্দার্থ টীকা : চতুঃসম—চুয়া চন্দন অগরু কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য; জোহার—অভিবাদন। ঝুমক—নূপুর বা ঝুমুর মনুরা—মনোহর। চাচরি—হোলী বা দোলের উৎসবে একধরনের গীত।

মন্তব্য : অনুবাদের প্রথম স্তবকটি মূলে নেই, আলাওলের নিজস্ব। মূলের চতুর্থ স্তবকটির অনুবাদে সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি মূলানুগ। মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকের ফলফুলের বর্ণনা অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলের সপ্তম স্তবকটি অনুবাদে রক্ষিত, যদিও মূলে আরও বেশী বাদ্যযন্ত্রের কথা আছে।

এই মতে খেলিতে করিতে[1] নিথ্য গীত।
মোহাদেব মাণ্ডবেত হৈলা উপস্থিত ॥[2]
দেখী পদ্ধাবতি রূপ সরূপ কলাপ।
দেবতা পবিত্র হৈল খণ্ডিলেক পাপ ॥
কেহ বোলে সসী আইল অপছরা[3] সংগে।
দেবরাজ বধূ ভাবে[4] দেব হৈল রংগে ॥
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে পাই[5] দরসন।
ধন্য[6] ২ আমি সব জিবন লোচন ॥
ধন্দ হইল দেবকুল অংগ পুলকিত।
সমাধি[7] লাগীল প্রাএ হৈল মহুশ্চিত ॥
অতুলিত কাএ জেবা ছিল সিদ্ধজ্ঞান।[8]
সকল হরিল তিল রূপ বিদ্যমান ॥[9]

দেব দ্বারে গীয়া পদ্ধাবতি ষুকুমারি।
পূজা হেতু মাণ্ডব অন্তরে অনুশ্বরি ॥
ধূপ দিপ নৈবিদ্য[10] চন্দন পুষ্ফমালা।
নানা বিধি[11] ফল জথ সব কালা ২ ॥
পূজার সম্ভারে[12] সব মাণ্ডব ভরিয়া।
পুন ২ তিনবার প্রনাম করিয়া ॥
পরসিয়া দেবপদে[13] মাগিলেক বর।
ষুক্ষ মুক্ষ[14] দাতা প্রভু কৃপার সাগর ॥
লক্ষ কোটী দিয়া জদি কপটে পূজয়।[15]
তোমার মনেত সেই বস্তুজ্ঞান না হএ ॥[16]
ষুদ্ধভাবে ভক্তি করি এক পুষ্ফ দানে।
পূজিলে[17] তাহার বাঞ্ছা পুরে ততক্ষনে ॥[18]
তোমাতে জ্ঞাপন সব[19] মনের মানস।
পূজা হোন্তে[20] কদাচিত নহে তুমী বস ॥
সর্ব্ব ষুখ দিয়া আছে সংসারে বসতি।
পতিবর দান কর সৈলষুতাপতি ॥
জেই দিন মনবাঞ্চা সীদ্ধিদা[21] পাইমু।
সক্তি অনুরূপ আসী চরন পসিমু ॥[22]

১ কীহন্তে ২ উপস্তিত ৩ অপচা ৪ দেবরাজ ধন্দ হৈল ৫ পাইল ৬ ধৈন্য ৭ সামাধি ৮ অটলিত কাষ্যা জে পাইল ধৈজ্ঞজ্ঞান ৯ বিদ্ধমান ১০ নবিন্ধ ১১ নানা বন্য ১২ সম্বরে ১৩ দেব পদ্ধে ১৪ ষুখ দুক্ক ১৫ সেবএ ১৬ বস্তু জানা গএ ১৭ পূজিলে ১৮ তত্তেক্ষনে ১৯ জথ ২০ পূজা হন্তে ২১ সীদ্ধি তোনা ২২ সেবিমু

এই মতে খেলিতে করিতে নৃত্য গীত।
মহাদেব মণ্ডপেত হৈলা উপস্থিত ॥
দেখি পদ্মাবতী রূপ স্বরূপ-কলাপ।
দেবতা পবিত্র হৈল খণ্ডিলেক পাপ ॥
কেহ বলে শশী আইল অপ্সরা সংগে।
দেবরাজ বধূ ভাবি দেব হৈল রংগে ॥
পূর্ব তপস্যার ফলে পাইল দরশন।
ধন্য ধন্য আমি সব জীবন লোচন ॥
ধন্য হৈল দেবকুল অংগ পুলকিত।
সমাধি লাগিল প্রায় হৈল মোহশ্চিত ॥
অতুলিত কায়া যেবা ছিল সিদ্ধজ্ঞান।
সকল হরিল তিল রূপ বিদ্যমান ॥ (জা.৮)

দেবদ্বারে গিয়া পদ্মাবতী সুকুমারী।
পূজাহেতু মণ্ডপ অন্তরে অনুসরি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন পুষ্প মালা।
নানাবিধ ফল যত সব অতি ভালা[1] ॥
পূজার সম্ভার যত মণ্ডপ ভরিয়া।
পুনঃ পুনঃ তিনবার প্রণাম করিয়া ॥
পরশিয়া দেব-পদে মাগিলেক বর।
সুখ মোক্ষ দাতা প্রভু কৃপার সাগর ॥
লক্ষ কোটি দিয়া যদি কপটে পূজয়।
তথাপি তোমার মন বশ নাহি হয়[2] ॥
শুদ্ধভাবে ভক্তি করি এক পুষ্প দানে।
পূজিলে তাহার বাঞ্ছা পুরে ততক্ষণে ॥
তোমাতে জ্ঞাপন সব মনের মানস।
পূজা হোন্তে কদাচিত নহে তুমি বশ ॥
সর্ব সুখ দিয়া আছ সংসারে বসতি।
পতিবর দান কর শৈলসুতাপতি ॥
যেই দিন মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তোমা পাইমু।
শক্তি অনুরূপ আসি চরণ সেবিমু ॥ (জা. ৯)

১ আ ২ আ

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদটি বক্তব্যে মূলানুগ হলেও রূপে পৃথক। মূলে পদ্মাবতীকে দেখে দেবতাদের বিস্ময়-কোলাহল পৃথক পৃথক উক্তিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেই নাটকীয়তা অনুবাদের বিবরণে আসে নি। নবম স্তবকের অনুবাদেও মূলাগত বিবৃতিধর্মিতা লক্ষণীয়। পদ্মাবতীর পূজা প্রার্থনা অনেকটাই মূলানুগ। কিন্তু মূলে পদ্মাবতীকে দেখে দেবতার সশঙ্ক পলায়নী মনোভাব এবং পদ্মাবতীর কুমারী হয়ে থাকায় মনোবেদনা চরিত্রদুটিকে যতোটা জীবন্ত করে তুলেছে, অনুবাদে তা হয়নি।

১৫

এই মতে মন বাঞ্চামাগী পুনি ২।	এই মতে মনোবাঞ্ছা মাগি পুনি পুনি।
করজোরে সমুকেত ডান্ডাইলা রানি ॥	করজোড়ে সমুখেত দান্ডাইল রাণী ॥
উত্তর দিবেক কোনে[১] দেব গেল মরি।	উত্তর দিবেক কোণে দেব গেল মরি।
বুজিয়া চরিত্র মনে ভাবিল ষুন্দরি ॥[২]	বুঝিয়া চরিত্র মনে ভাবিল সুন্দরী ॥
ভাল মুই আইলু[৩] মানাইতে মোহাদেব।	ভাল মুঞি আইলুঁ মানাইতে মহাদেব।
নিদ্রাগত দেবে আসীয়া কল্য সেব ॥[৪]	নিদ্রাগত দেবে আসিয়া কৈলুঁ সেব ॥
পুনি ভাবে দেব পুজা কভু নহে মিছা।	পুনি ভাবে দেবপুজা কভু নহে মিছা।
জবে দর ভাবে মোর[৫] পুরিবেক ইশ্চা ॥	যবে দড় ভক্তি মনে পুরিবেক ইচ্ছা ॥ (জা. ১০)
হেন কালে আসীয়া হাসীয়া কহে সখী।	হেনকালে আসিয়া হাসিয়া কহে সখী।
অপুর্ব্ব কতুক এক দেখ সসীমুখী ॥[৬]	অপুর্ব কৌতুক এক দেখ শশিমুখী ॥
পুর্ব্ব দ্বারে ভরিয়া রহিছে যুগীকুল।	পুর্বদ্বারে ভরিয়া রহিছে যোগীকুল।
কোন[৭] দেস হোন্তে আইল ন জানিয়া[৮] মুল ॥	কোন দেশ হোন্তে আইল না জানিএ মুল ॥
তার মধ্যে মহন্ত আসীছে[৯] একজন।	তার মধ্যে মোহন্ত পুরুষ একজন।
গুরু হেন বুলি তাক[১০] বলে জুগীগন ॥	গুরু হেন করি তাক বলে যোগিগণ ॥
বাত্তিস লক্ষণ যুক্ত ষুন্দর[১১] সরির।	বত্রিশ লক্ষণযুত সুন্দর শরীর।
রাজ চক্রবর্তি প্রাএ দেখী ষুরুচির ॥	রাজচক্রবর্তী প্রায় দেখি সুরুচির ॥
উন্নত[১২] চরিত্র প্রাএ দেখী লাগে ধন্দ।	উন্নত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্ধ।
সমতুল নহে মছন্দর গোপী চান্দ ॥[১৩]	সমতুল নহে মছন্দর গোপীচন্দ্র ॥
হেন রুপ তুল[১৪] নহি দেখী অবদুত।[১৫]	হেন রুপ কভু নাহি দেখি অবধুত।
উপদেস পাই যুগী হৈছে রাজষুত ॥	উপদেশ পাই যোগী হৈছে রাজসুত ॥ (জা. ১১)
এথ ষুনি রাজবালা সখীগণ সংগে।	এত শুনি রাজবালা সখীগণ সংগে।
যুগী সব দেখীতে আইলা[১৬] মনুরংগে ॥[১৭]	যোগী সব দেখিতে আইল মনোরংগে ॥
মধ্যে[১৮] গুরু সীস্যগণ চারিভিতে বসী।	মধ্যে গুরু শিষ্যগণ চারিভিতে বসি।
তারক মন্ডলে জেন নিসকলংক সসী ॥	তারকামন্ডলে যেন নিষ্কলঙ্ক শশী ॥
ধ্যানমন্ত দৃঢ়াসন য়াছে সমাধিত।[১৯]	ধ্যানবন্ত ধীরাসনে আছে সমাহিত।
দেখীয়া আনন্দ কন্যা[২০] অংগ পুলকিত ॥	দেখিয়া আনন্দে কন্যা অংগ পুলকিত ॥
প্রেম মদে পুন্ন হৈল যুগল নয়ান।	প্রেমমদে পুর্ণ হৈল যুগল নয়ান।
দৃস্টীপন্থে পীএ রুপ নাহিক আঘান ॥[২১]	দৃষ্টিপন্থে পিয়ে রুপ নাহি এক জ্ঞান ॥

১ কনে ২ সোন্দরি ৩ আসীলুম ৪ নিদ্রাগত আসীআ দেবের কৈলুমে সেব ৫ জবে দর ভক্তি মনে ৬ সখীমুখী ৭ কন ৮ জানিএ ৯ পুরুস ১০ করি তারে ১১ লৈক্ষণ জোক্তা সোন্দর ১২ উনমত ১৩ মোছন্দর গুপীচান্দ ১৪ কভু ১৫ অদভুত ১৬ আসীলা ১৭ মনরঙ্গে ১৮ মৈধ্যে ১৯ ধানবন্ত ধির আসন আছে সমাদিত ২০ কৈন্যা ২১ নাহি এক জ্ঞান

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদের বক্তব্য মুল থেকে কিছুটা পৃথক। মুলে আছে প্রতিমাপুজার প্রতি জায়সীর বিদ্রুপ। 'পদ্মাবতীর রুপের প্রভাবে দেবতার মরণ হয়েছে' —এই দৈববাণী শুনে পদ্মাবতীর ব্যঙ্গোক্তি আছে মুল কাব্যটিতে। অনুবাদে প্রতিমাপুজার প্রতি এই তির্যক দৃষ্টি নেই, বরং দশম স্তবকের শেষ দুটি পংক্তিতে পদ্মাবতীর মুখে দেবপুজা সম্পর্কে ভক্তিবিশ্বাসই প্রকাশিত হয়েছে। একাদশ স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মুলানুগ ; কেবল মুলের কয়েকটি বিষয় অনুবাদে বাদ পড়েছে। মুলে বত্রিশ লক্ষণ কুমারের দশম লক্ষণ অর্থাৎ নাম জপ বা সত্যমন্ত্র উচ্চারণের কথা আছে, অনুবাদে তা বর্জিত। দ্বিতীয়তঃ গুড় খাইয়ে পাগল করার প্রসঙ্গটি মুলে আছে, অনুবাদে নেই। তৃতীয়তঃ যোগী প্রসঙ্গে মুলে সর্বদা যেমন গোপীচন্দ্রের সংগে ভর্তৃহরির উল্লেখ দেখা যায় এখানেও তা আছে, কিন্তু অনুবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

ষুক মুখে নৃপ কথা জথেক ষুনিলা।
তাহার সহগ্রে গুন নয়ন[১] দেখীলা ॥
প্রেমমদে বিভুর[২] হইয়া হতজ্ঞান ॥
রক্ষক[৩] হৈল আসী লাজ কুলমান ॥
হেন কালে ষুকে আসী রাজাত কহিল।
কোন সমাধিত আছে[৪] সীদ্ধি পন্ত[৫] পাইল ॥
গুরু গোক্ষ[৬] দরসনে কিসের সমাধি।[৭]
বর মাগী তিলে[৮] পাইবা সীদ্ধের অবধি ॥[৯]
ষুনিয়া নৃপতি কল্যা দৃষ্টী[১০] প্রকাসীত।
দৃস্টী মাত্র ধরনি পরিল মহুশ্চিত ॥
ষুপ তিখু সর আখী প্রতে[১১] কল্য পান।
জার এক বিন্দু হোন্তে হরে সীদ্ধাজ্ঞান ॥[১২]
নৃপতিত গোর্খে সিস্য[১৩] প্রেম মদ পিয়া।
জিবন ষুর্গেত[১৪] গেল তনু বিসর্জিয়া ॥

পদ্মাবতি কহিলেন্ত[১৫] ষুন সখীগণ।
তপসিরে দান কর আনি রত্ন ধন ॥
যোগা মম গৃহে আনি[১৬] দেও বহুতর।
ষুগন্দি চন্দন আনি ছিণ্ডহ বিস্তর[১৭] ॥
তত ক্ষনে [১৮] সখীগনে বহু ধন লৈয়া।
ষুগীরে আনিয়া দিলা ভক্তি আচরিয়া ॥[১৯]
চন্দন ষুগন্দি ষুগে[২০] আনি চতুস্বম।[২১]
ছিণ্ডিয়া ষুগীর অঙ্গ[২২] ধুইলা ভস্বম ॥
পদ্মাবতি নিজ করে লৈয়া ষুন্ন রত্নে।[২৩]
গুরুর সাক্ষাত দিলা ভক্তি ভাব জত্নে ॥[২৪]
নানান ষুগন্দি মিলি চন্দর আগরে।
গুরু অঙ্গি অনেক ছিণ্ডিলা নিজ করে ॥
পরম ষুন্দরি কন্যা নানা গুনধর।[২৫]
ছিণ্ডিতে চন্দন অঙ্গে লেখীলা অক্ষর ॥

শুকমুখে নৃপকথা যতেক শুনিল।
তাহার সহস্রাগুণ নয়ানে দেখিল ॥
প্রেমমদে বিভোর হইয়া হতজ্ঞান।
রক্ষক হইল আসি লাজ কুলমান ॥
হেনকালে শুকে আসি রাজাত কহিল।
কোন সমাধিতে আছ সিদ্ধিপন্থ পাইল ॥
গুরু গোর্খ দরশনে কিসের সমাধি।
বর মাগি তিলে পাইবা সিদ্ধির অবধি ॥
শুনিয়া নৃপতি কৈল দৃষ্টি প্রকাশিত।
দৃষ্টিমাত্র ধরণী পড়িল মোহশ্চিত ॥
তীব্র-রূপ-সুরা আঁখি-পন্থে কৈলা পান[১]।
যার এক বিন্দু হোন্তে হরে সিদ্ধজ্ঞান ॥
নিপতিত গোর্খশিষ্য প্রেমমদ পিয়া।
জীবন স্বর্গেত গেল তনু বিসর্জিয়া ॥ (জা. ১২)

পদ্মাবতী কহিলেক শুন সখীগণ।
তপস্বীরে দান কর আনি রত্নধন ॥
ভোজন সামগ্রী আনি দেও বহুতর।
সুগন্ধি চন্দন আনি ছিণ্ডাহ বিস্তর ॥
ততক্ষণে সখীগণে বহু ধন লৈয়া।
যোগীরে আনিয়া দিল ভক্তি আচরিয়া ॥
চন্দন সুগন্ধি জল আনিয়া উত্তম।
ছিণ্ডিয়া যোগীর অঙ্গে ধুইলা ভসম ॥
পদ্মাবতী নিজ করে লইয়া স্বর্ণ রত্ন।
গুরুর সাক্ষাতে দিল ভক্তিভাব যত্ন ॥
নানান সুগন্ধি মিলি চন্দন আগরে।
গুরু অঙ্গে অনেক ছিণ্ডিল নিজ করে ॥
পরম সুন্দরী কন্যা নানা কলাধর।
ছিণ্ডিতে চন্দন অঙ্গে লিখিলা অক্ষর ॥

১ মনেত্তে ২ বিভোর ৩ রক্ষিক ৪ কেনে সামাদিতে আছ ৫ বর ৬ পক্ষি ৭ সামাদি ৮ বর মাগীতে ৯ সীদ্ধির অবদি ১০ দিস্টী ১১ প্রাত'১২ সীদ্ধি জ্ঞান ১৩ নিপর্তির গোরাক্ষ সীস্ব ১৪ স্বর্গেতে ১৫ কহিলেক ১৬ ভোজনের সমাগ্রহ ১৭ সত্তর ১৮ ততেক্ষনে ১৯ আচারিআ ২০ রাগে ২১ চতুরসম ২২ অঙ্গে ২৩ সোন্য রত্ন ২৪ জত্ন ২৫ পরম সোন্দরি কৈন্যা নানা কলা ধরে

মন্তব্য : দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদটি কিছু নতুন ঘটনার সংযোজন ঘটেছে। মূলে এই স্তবকে শুক প্রসঙ্গ নেই। সখীসহ পদ্মাবতীকে দেখেই যোগীসহ রত্নসেনের সংজ্ঞাহীনতা মূলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে শুকমুখে পদ্মাবতীর আগমন সংবাদ শুনে নিমীলিতনেত্র যোগী রাজার নয়ন-উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছাপ্রাপ্তি ঘটেছে। নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য শুকের আকস্মিক আগমন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় অতিবিস্তারিত। মূর্ছাপন্ন যোগীর কাছে ধনরত্ন এবং ভোজনসামগ্রী আনয়নের কথা মূলে নেই। চন্দনলিপি মূলানুসারী হলেও অনুবাদে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে। লোকনিন্দার কারণে অবিলম্বে পদ্মাবতীর গৃহপ্রস্থানের কথা মূলে নেই। তাছাড়া মূলে আর যা কিছু সখীকে বলা হয়েছে অনুবাদে তা বাদ পড়েছে।

তোমা দরসনে আইলু করি পুজা ছল ।[১]
অসময় নিদ্রা কুল[২] কার্যেত নিষ্ফল ॥*
ষুরূপ আকুল জদি[৩] চন্দ্রের মিলনে ।
মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হৈব উটহ গগনে ॥
নয়ন সাফল হৈল তোমা দরসনে ।
ব্যাজ অনুচিত লোক চর্চার কারনে ॥
তেকারনে জাই আমী আপনা ভোবন ।[৪]
নিবন্দ থাকিলে পুনি হৈব দরসন ॥
চন্দন দিলেন্ত জাগী উটীবেন্ত ভাবে ।[৫]
সিতল[৬] পাইয়া বহু নিদ্রা আইল তবে ॥[৭]
এথেক ভাবিয়া[৮] কন্যা[৯] সত্তরে চলিলা ।
মর্ম্মসখী মুক[১০] হেরি কহিতে লাগীলা ॥
জে মোকে[১১] হেরএ সেই[১২] তিলে হরে প্রাণ ।
হদ্যা[১৩] ডরে কোন স্থানে না করে পয়ান ॥[১৪]

দেব সবে কহে পুনি অচেতন হইয়া ।[১৫]
হদ্যাপিনি[১৬] কথা গেল আমাক মারিয়া ॥[১৭]
সেই রূপ ধ্যানে রহিলেক[১৮] দেবগন ।
পদ্মাবতি নিজগৃহে করিলা গমন ॥

সয়ন করিলা নিসি রূপ ভাবি মনে ।
প্রভাত সপন কথা কহে সখী স্থানে ॥[১৯]
ষুন সখী আয়ু[২০] নিসী সপ্ন অতুলিত ।[২১]
আচম্বিত পুন্নে চন্দ্র পুর্ব্বেত উদিত ॥
প্রচন্ড তেজশ্বি[২২] ষুর পশ্চিমে থাকিয়া ।
চন্দ্রের নিকটে পুনি মিলিল আসীয়া ॥
সোম[২৩] অর্ক্ক একত্রে মিলিল স্নেহ[২৪] ধরি ।
কিবা রাত্রি কিবা দিন[২৫] চিনিতে ন পারি ॥
রাবনের ঘর রামে রহিল ঘিরিয়া ।[২৬]
অরযুনে কাটিল জন্ত্র[২৭] রুন্দ্র পন্ত দিয়া ॥
এমত দেখীতে মুই[২৮] জাগীয়া উটীল ।[২৯]
বিচারহ সপ্ন সখী তোমাতে কহিল ॥[৩০]

১ আইলুম ষুনএ পুজার ২ নিদ্রা আইল
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত এক পংক্তি—চতুরেহ নিদ্রা জাএ হেন জল
৩ ষুরূপে আইলা জদি ৪ ভুবন ৫ উটীবেক ভাবি ৬ সীতলতা ৭ তবি ৮ লেখীআ ৯ কৈন্যা ১০ মুখ ১১ মুকে ১২ তার ১৩ এই ১৪ পয়্যান ১৫ চেতন পাইআ ১৬ হন্থ্যামীনি ১৭ ছারিআ ১৮ সেই রূপে ধ্যানেতে রইল ১৯ সখীর স্থানে ২০ আজু ২১ সপন আতুলিত ২২ প্রচন্ডেতে সবি ২৩ ইন্দু ২৪ স্নেহ ২৫ দিবা ২৬ ঘিরো ২৭ পান্ত ২৮ মুঞি ২৯ উটীলুম ৩০ কহিলুম

তোমা দরশনে আইলু করি পুজা ছল ।
অসময়েত নিদ্রা আইল কার্যেত নিস্ফল ॥
সুররূপে আইলা যদি চন্দ্রের মিলনে ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হৈব উঠহ গগনে ॥
নয়ন সাফল্য হৈল তোমা দরশনে ।
ব্যাজ অনুচিত লোক-চর্চার কারণে ॥
তেকারণে যাই আমি আপনা ভবন ।
নির্বন্ধ থাকিলে পুনি হৈব দরশন ॥
চন্দন দিলেক জাগি উঠিবেক ভাবে ।
শীতল পাইলা বহু নিদ্রা আইল তবে ॥
এতেক লেখিয়া কন্যা সত্বরে চলিলা ।
মর্মসখী মুখ হেরি কহিতে লাগিলা ॥
যে মোকে হেরএ সেই তিলে হরে প্রাণ ।
হত্যা ডরে কোন স্থানে না করি পয়ান ॥ (জা.১৩)

দেব সবে কহে পুনি সচেতন হৈয়া ।
হত্যাকারী কোথা গেল আমাকে মারিয়া ॥
সেইরূপ ধ্যানেতে রহিল দেবগণ ।
পদ্মাবতী নিজ গৃহে করিলা গমন ॥

শয়ন করিল নিশি রূপ ভাবি মনে ।
প্রভাতে স্বপন কথা কহে সখী স্থানে ॥
শুন সখী আজু নিশি স্বপ্ন অতুলিত ।
আচম্বিতে পূর্ণচন্দ্র পূর্বেত উদিত ॥
প্রচন্ড তেজস্বী সূর পশ্চিমে থাকিয়া ।
চন্দ্রের নিকটে পুনি মিলিল আসিয়া ॥
সোম অর্ক একত্রে মিলিল স্নেহ ধরি ।
কিবা রাত্রি কিবা দিবা চিনিতে না পারি ॥
রাবণের ঘর রামে রহিল ঘিরিয়া ।
অর্জুনে কাটিল যন্ত্র রন্ধ্র পন্থ দিয়া ॥
এমত দেখিতে মুঞি জাগিয়া উঠিল ।
বিচারহ স্বপ্ন সখী তোমাতে কহিল ॥ (জা. ১৪)

মন্তব্য ঃ ত্রয়োদশ স্তবকের দোহাটি স্তবকশেষে অংশত অনূদিত। মূলের চতুর্দশ স্তবকটি অনুবাদে সম্পূর্ণই বর্জিত। মূলে দেহাবসানের যে ভাবগভীর দার্শনিকতা বর্তমান, অনুবাদে তার পরিবর্তে আছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা-বিবৃতি। পঞ্চদশ স্তবকের স্বপ্ন-প্রতীকটি মোটামুটি মূলানুসারী। কেবল মূলের দোহা অংশটিতে হনুমানের লঙ্কা (কটিদেশ) লুণ্ঠন ও উদ্যান (বারি-কুমারী) ধ্বংসের যে দ্ব্যর্থ প্রয়োগটি আছে অনুবাদে তা বর্জিত হয়েছে।

সখী বোলে শুন রানি সপ্নের বিচার।
ভক্তি ভাবে সেবা কালি কল্যা দেবতার ।।
সেই দেব তোমারে হইল পরসন।
স্বামী বর দিব[১] হেন বুজিল[২] কারন ।।
দিনমনি পুরুস চাঁন্দ্রমা তুমী রানি।
মিলিব উত্তম বর আসীয়া[৩] আপনি ।।
পশ্চিমে[৪] দিগের আসীবেক মোহারাজ।[৫]
তাহাক বরিয়া বর সিদ্ধি হইব কাজ ।।
দেখীলা রাবন ঘর বেরিয়াছে রাম।
কিঞ্চিত হইব পুনি[৬] প্রথমে সংগ্রাম ।।
নিকটে আসীয়া মিলিবেক এই কর্ম্ম।
বিচারি বুঝীল[৭] এই সপফনের[৮] মর্ম্ম ।।

১ দিলা ২ জানিলুম ৩ আসিব ৪ পশ্চিম ৫ মহারাজ ৬ মাত্র
৭ বুজিলুম ৮ সপনের

সখী বোলে শুন রাণী স্বপ্নের বিচার।
ভক্তিভাবে সেবা কালি কৈলা দেবতার ।।
সেই দেব তোমারে হইল পরসন।
স্বামী বর দিল হেন বুঝিল কারণ ।।
দিনমণি পুরুষ চাঁন্দ্রমা তুমি রাণী।
মিলিব উত্তম বর আসিয়া আপনি ।।
পশ্চিমদিগের আসিবেক মহারাজ।
তাহাকে বরিয়া বর সিদ্ধ হৈব কাজ ।।
দেখিলা রাবণ ঘর বেড়িয়াছে রাম।
কিঞ্চিৎ হইব মাত্র প্রথমে সংগ্রাম ।।
নিকটে আসিয়া মিলিবেক এই কর্ম।
বিচারি বুঝিল এই স্বপনের মর্ম ।। (জা. ১৬)

মন্তব্য : ষোড়শ স্তবকের অনুবাদে সখীর স্বপ্ন ব্যাখ্যাটি মূলানুগ হলেও কিছু কিছু অংশ বর্জিত। চাঁদ ও সূর্যের বিয়ের প্রতীক মূলে আছে কিন্তু অনুবাদে নেই। দ্ব্যর্থ প্রয়োগে উদ্যান বা রমণীদেহ লণ্ডভণ্ড করার কথা এবং মৎস্যভেদ বা যোনীভেদ করার কথা মূলে আছে কিন্তু অনুবাদে নেই। উষা ও অনিরুদ্ধ মিলনের পৌরাণিক অনুষঙ্গটিও অনুবাদে বাদ পড়েছে। বাদ গেছে বিধিলিপির অনিবার্যতার কথা। দোহা অংশটিও বর্জিত।

রাজা রত্নসেন-সতী খণ্ড

ওথাতে নৃপতি[১] জদি জাগীয়া উঠিলা ।
সকল বসন্ত[২] তবে উজার দেখীলা ।।
না দেখীয়া[৩] চন্দ্র তারা পুষ্ফ উপবন ।
জেন[৪] পুন্ন হইলেক জোগল[৫] নয়ন ।।
সকল জগত জেন হইল অন্দ কোপ ।[৬]
না দেখীলু[৭] আখী ভরি এ হেন সরূপ ।।
হেনকালে নিশ্চিত[৮] নিদৃত[৯] জেই জন ।
করমনি সির ধনি করএ যুচন ।।[১০]
হিয়ার উপরে দেখী চন্দন আখর ।[১১]
স্নেহ[১২] ভাবি পুনি ২ কান্দিলা বিস্তর ।।[১৩]

জল বিনু[১৪] মিন জেন ছটফটী[১৫] করে ।
তাহাতে পেলিল আনি[১৬] অগ্নির ভিতরে ।।
এথেকে[১৬] চন্দন অঙ্গে জেন দিল দাগ ।
বারব আনল জেন প্রেম অনুরাগ ।।[১৭]
কাচা কাণ্টে এক দিগে লাগীলে আনল ।
আর দিগ হোন্তে[১৮] জেন নিস্বরএ জল ।।

নব ঘনে[১৯] বসন্তে বরিক্ষে জলধার ।
গঞ্জনে উগরে[২০] জেন গজমতি হার ।।
মোহন মুরূতি[২১] গেল কথাতে চলিয়া ।
প্রান হরি[২২] নিল মোর হৃদেত পসীয়া ।।[২৩]
হেন[২৪] তপরূপ কভু নাহি দেখী য়ার ।[২৫]
বসন্ত কালেত হৈল অরুতপঝার ।[২৬]
পাইলু[২৭] বসন্ত করি বহুল য়ারাতি ।[২৮]
কোন জনে উজারিল এ হেন[২৯] বসতি ।।
পুনি হেন বসন্ত কি পাইমু আর বার ।
এই সে ভাবিতে হএ হৃদয় বিদার ।।[৩০]

১ অতাতে নির্পতি ২ বসন্ত ৩ দিখীলা ৪ জল ৫ যুগল ৬ অন্দ কূপ ৭ দিখীলুম ৮ নিচিন্তাতে ৯ নিদ্রা ১০ সোচন ১১ অক্ষর ১২ সনেহ ১৩ বিস্থর ১৪ বিনে ১৫ ছটফট ১৬ নিআ ১৬ জতেক ১৭ বারব আন সম প্রেম্ন অনুরাগ ১৮ আর দেগে দিয়া ১৯ বন ঘন ২০ খঞ্জন অগরে ২১ মুরতি ২২ পরান হড়ি ২৩ হ্রিদে প্রবিশীয়া ২৪ হিন ২৫ আর ২৬ তারক পাজ্ঝার ২৭ পাইলুম ২৮ আরতি ২৯ এ মত ৩০ হ্রিদয় বিধার

ওথাতে নৃপতি যদি জাগিয়া উঠিল ।
সকল বসন্ত তবে উজার দেখিল ।।
না দেখিয়া চন্দ্র তারা পুষ্প উপবন ।
জলপূর্ণ হইলেক যুগল লোচন ।।
সকল জগৎযেনহৈল অন্ধকূপ ।
না দেখিলু আখি ভরি এহেন স্বরূপ ।।
হেনকালে নিশ্চিত নিদ্রিত যেই জন ।
করমণি শিরে ধরি[১] করয় শোচন ।।
হিয়ার উপর দেখি চন্দন অক্ষর ।
স্নেহ ভাবি পুনি পুনি কান্দিল বিস্তর ।। (জা.১)

জল বিনু মীন যেন ছটফট করে ।
তাহাত ফেলিল আনি অগ্নির ভিতরে ।।
যতেক চন্দন অঙ্গে যেন দিল দাগ ।
বাড়ব-আনল সম প্রেম-অনুরাগ ।।
কাঁচা কাষ্ঠে একদিকে লাগিলে আনল ।
আর দিক হোন্তে যেন নিঃসরয় জল ।। (জা. ২)

নব ঘন বসন্তে বরিখে জলধার ।
খঞ্জন উগরে যেন গজমতিহার ।।
মোহন মুরতি গেল কোথাত চলিয়া ।
প্রাণ হরি নিল মোর হৃদে প্রবেশিয়া ।।
হেন অপরূপ কভু নাহি দেখি আর ।
বসন্ত কালেত হৈল নিষ্ফল আমার[১] ।।
পাইলুঁ বসন্ত করি বহুল আরতি ।
কোন জনে উজাড়িল এমত বসতি ।।
পুনি হেন বসন্ত কি পাইমু আর বার ।
এই সে ভাবিতে হয় হৃদয় বিদার ।। (জা. ৩)

১ আ

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। অনুবাদের তুলনায় মূলে রাজার বিলাপ আরও তীব্র। মূলে আছে শিরে করাঘাত, অনুবাদে মাথায় হাত। দোহা অংশটি সপ্তম অষ্টম চরণে বর্তমান। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি অভিনব। জল ও মাছের উপমাটুকুই মূলানুগ, অবশিষ্ট চার পংক্তি নতুন রচনা। মূলে আছে দাবানল, অনুবাদে বাড়বানল। কাঁচা কাষ্ঠে আগুন লাগায় জল নিঃসরণের উপমাটি অনুবাদে সম্পূর্ণ নূতন। মূলের দুষ্যন্ত-শকুন্তলা এবং মাধবানল-কামকন্দলার দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদে বর্জিত। মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদেও মূলের উপমাগুলি বর্জিত। মূলে আছে রত্নসেনের অশ্রুর সঙ্গে ছিন্ন রত্নমালার এবং মহুয়া ফুলের তুলনা। অনুবাদে আছে খঞ্জন কর্তৃক গজমতিহার উদগারের চিত্র। দোহা অংশটি বর্জিত।

কন্যা স্নেহ[১] ভাবি কিছু চিথ্য স্থির করি।
দেব মুন্তি[২] স্থানে কহে মনে ক্রোধ[৩] ধরি ॥
ওহরে[৪] কপট দেব শুন মোর কথা।
বের্থ তোর সেবন করিল[৫] আসী এথা ॥
সুফল পাইমু[৬] করি সেবা কল্য[৭] তোর।
শুয়ার সিকলি প্রাএ তুঞি হৈলী[৮] মোর ॥
পাসান চরিয়া জেই হৈতে চাহে পার।
সে পুনি ডুবএ[৯] জান নাহিক নিস্তার ॥[১০]
পাসান সেবিয়া কোনে পাইয়াছে ফল।[১১]
অজন্য[১২] সিঞ্চিলে জল না হএ কোমল ॥[১৩]
সেই সে পাগল জেই পাসানে[১৪] সেবএ।
আপনা সকতে জেই[১৫] নরিতে নারএ ॥
কেমনে না পুজি[১৬] এক প্রভু করতার।[১৭]
জিবনে মরনে জেই করএ উদ্ধার ॥[১৮]
করিপুছ গ্রহিলে[১৯] সমুদ্র হএ পার।
ধরিলে অজার পুছ ডুবে মাঝধার ॥[২০]

দেবে বোলে শুনরে পাগল নরপতি।
আপনে অসক্ত কি হৈব আন গতি ॥[২১]*
পদ্মাবতি রাজবালা সখীগণ সংগে।[২২]
জিবন রহিত দেখী হৈব মোর অংগে ॥[২৩]
তার অংগ দরসেই হলু মহুশ্চিত।[২৪]
ন জানি আহ্মাক[২৫] মারি গেল কোন ভিত ॥
সহজে পাসান আমী অতুলিত কায়া।[২৬]
ভক্তি ভাবে হর পুজ আমি জার ছায়া ॥[২৭]
তবে সে মানসসিদ্ধি হৈব সহসাত।
ভগত[২৮] বৎসল দেব গিরি ভোলানাথ ॥[২৯]

কন্যাস্নেহ ভাবি কিছু চিত্ত স্থির করি।
দেব-মূর্তি স্থানে কহে মনে ক্রোধ ধরি ॥
অরেরে কপটি দেব শুন মোর কথা।
বৃথা তোরে সেবন করিল আসি এথা ॥
সুফল পাইমু করি সেবা কৈল তোর।
শূয়ার শিকলি প্রায় তুই হৈলি মোর ॥
পাষাণে চড়িয়া যেই হৈতে চাহে পার।
সে পুনি ডুবয় জেন নাহিক উদ্ধার ॥
পাষাণ সেবিয়া কনে পাইয়াছে ফল।
আজন্ম সিঞ্চিলে জল না হয় কোমল ॥
সেই সে পাগল যেবা পাষাণ সেবয়।
আপনা শকতে যেই নড়িতে নারয় ॥ *
কেনে না পুজিএ এক প্রভু নৈরাকার।
জীবন মরণে যেই করয় উদ্ধার ॥
করি-পুচ্ছ ধরিলে সমুদ্র হয় পার।
ধরিলে অজার পুচ্ছ ডুবে মধ্যধার ॥ (জা. ৪)

দেব বোলে শুন রে পাগল নরপতি।
আপনে অশক্ত কি আনের হৈব গতি ॥
পদ্মাবতী রাজবালা সখীগণ সঙ্গ।
জীবন রহিত দেখি ছুইল মোর অঙ্গ ॥
তান অঙ্গ দরশেই হৈলু মোহশ্চিত।
না জানি আহ্মাক মারি গেল কোন ভিত ॥
সহজে পাষাণ আমি অনড়িত কায়া।
ভক্তি ভাবে হর পুজ আমি যার ছায়া ॥
তবে সে মানস সিদ্ধি হৈব সহসাত।
ভকত বৎসল দেব গিরিসুতানাথ ॥ (জা.৫)

১ কৈন্যা সনেহ ২ মুক্তির ৩ কোন্ধ ৪ ওরে রে ৫ করিলুম ৬ পাই ৭ কৈলুম ৮ কৈলো ৯ ডুবায় ১০ উদ্ধার ১১ পাসান সেবিয়া জনে কনে পাইয়াছে ফল ১২ অজন্ম ১৩ কমল ১৪ পাসন ১৫ জেবা ১৬ কেনে না পুজিএ ১৭ নৈয়াকার ১৮ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত অংশ—কর্ম্ম দোসে কুল ছারে সেবিলে পাসান
না দেখে না শুনে জে সেবন অকারণ ॥
১৯ করি পুচ ধরিলে ২০ মৈদ্ধধার ২১ আপনে অসৈক্তে কি আনের হৈব গতি * এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
পদ্মাবতি সখী সব রাজরানি বালা।
সখী সব কৈন্যা আগে সেবএ কুসলা ॥
২২ রঙ্গ ১৩ হৈল মোর অংগ ২৪ দরসনে হৈলুমে মহুচিত ২৫ আমারে ২৬ অনরিত কায়্যা ২৭ আমী তার ছায়্যা২৮ জগত ২৯ ভবনাত

* এর পরে শহীদুল্লাহ্ সংস্করণের গ্রন্থে ও অন্যান্য ছাপা বই গুলিতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক ও তার অনুবাদ আছে—
মূর্খানাং প্রতিমা দেবো বিপ্রদেবো হুতাশনঃ।
যোগিনাং প্রার্থনা দেবো দেবদেবো নিরঞ্জনঃ ॥
মূর্খ সকলের দেব প্রতিমা সে সার।
ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার ॥
যোগী সকলের দেব আপ্ত মহাজন।
সকল দেবের দেব প্রভু নিরঞ্জন ॥

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ। দোহা অংশের অনুবাদে কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। মূলে আছে সিংহ এবং ভেড়ার প্রসঙ্গ, অনুবাদে তা হস্তী এবং

ষুনি নৃপে[১] বোলে কেনে কাক দেয়ু[২] দোস।
জার উপসকে[৩] মুই সেই অসন্তোস ।।
নিটুর চরিত্র হৈয়া[৪] প্রান প্রিয়া গেল।
মোর অংগে হুলি জ্বালি বসন্ত খেলিল।
দয়াল চরিত্র সেই সতত[৫] সন্তুস।
আপনে নির্দ্দোসী[৬] মাত্র মোর সব দোস ।।
ষুনিশ্চিতে বুজিলু[৭] উপাএ নাহি য়ার[৮]।
আপনাক অব ২ দহি কল্য[৯] ছার ।।
প্রিওথমা[১০] লাগী জদি তেজিমু[১১] জিবন।
জর্ম্মান্তরে পাইমু[১২] মুই সে চন্দ্র বদন ।।[১৩]
সার ভব ন সেবি পুজিলু মুগধ মুর্ত্তি ।।[১৪]
এবে বদ দেয় সথ্য[১৫] মোহাদেব প্রতি ।।
এ বলিয়া পুঞ্জ[১৬] আনি কল্যা[১৭] কাষ্ঠ রাসী।
দহন হুলিতে অংগ সকল সন্যাসী[১৮] ।।

কাকনুচ পক্ষি জেন চিতা বিরচএ।
তেন চিতা রচি সবে কল্যা[১৯] অগ্নিমএ ।।

কাকনুচ পক্ষির চিতার নাম ষুনি।
হরসীতে পুছিলা[২০] মাগন গুনমনি ।।
কাকনুচে চিতা বিরচএ কোনমত।[২১]
ভ্রান্তি ভাংগি কহ আগে পক্ষির চরিত ।।[২২]
তাহান আদেস ষুনি মনেত ভাবিয়া।
কহে হিন আলাওলে[২৩] পয়ার[২৪] রচিয়া ।।[২৫]

১ নির্প ২ কাকে দেও ৩ উপসেক ৪ হই ৫ সক্রোধে ৬ নিদুসী ৭ বুজিলুম ৮ আরে ৯ কর ১০ প্রিঅতুমা ১২ পাই ১৩ চান্দবদন ১৪ সার ভাব না সেবিলুমে পুজিলুম গন্দমুর্ত্তি ১৫ দেও সৈত্ত ১৬ পুজা ১৭ কৈলুম ১৮ সৈন্যাসী ১৯ কৈল্য ৩০ পুচিলা ২১ রিত ২২ পাখীর চিরিত ২৩ হিন আলাওলে কহে ২৪ পঞ্চালি ২৫ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

গুনা লএ গুনে সীন্দু ছিরি কামন্দর আলি।
আবুল হোচনে লেখে উত্তম পঞ্চালি ।।

শুনি নৃপ বলে কেনে কাকে দেও দোষ।
যার উপাসক মুঞি সেই অসন্তোষ ।।
নিঠুর চরিত্র হইয়া প্রাণ প্রিয়া গেল।
মোর অংগে হুলি জ্বালি বসন্ত খেলিল ।।
দয়াল চরিত্র সেই সতত সন্তোষ ।।
আপনে নির্দোষী মাত্র মোর সব দোষ ।।
সুনিশ্চিতে বুঝিলু উপায় নাহি আর।
আপনাক অবয়ব দহি করু ছার ।।
প্রিয়তমা লাগি যদি তেজিমু জীবন।
জন্মান্তরে পাইমু মুঞি সে চন্দ্রবদন ।।
সারভাব না সেবি পুজিলু* মুগ্ধমতি।
এবে বধ দেও সত্য মহাদেব প্রতি ।।
এ বলিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ আনি কাষ্ঠরাশি।
অগ্নি দহে দিতে অংগ চলিল সন্যাসী ।।[১] (জা.৬)

ককনুছ পক্ষী যেন চিতা বিরচয়।
তেন চিতা রচি সবে কৈল অগ্নিময় ।। (জা. ৭)

ককনুছ পক্ষীর চিতার নাম শুনি।
হরষিতে পুছিলা মাগন গুণমণি ।।
ককনুছ চিতা বিরচয় কোন রীত।
ভ্রান্তি ভাংগি কহ আগে পক্ষীর চরিত ।।
তাহান আদেশ শুনি মনেত ভাবিয়া।
কহে হীন আলাওলে পয়ার রচিয়া ।।

১ আ

শব্দার্থ টীকা : ককনুছ পক্ষী—ফরিদুদ্দিন আত্তার রচিত 'মনতেকুত-তায়ের' গ্রন্থে উল্লিখিত ককনুছ পক্ষীর বর্ণনা। জায়সীতে ককনু পক্ষীর উল্লেখমাত্র আছে।

ছাগলে পরিণত। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদেও নতুনত্ব আছে। মূলে হরগৌরীর পূজানির্দেশ নেই, অনুবাদে তা নবাগত। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে ব্যতিক্রমগুলি যথা, মূলে আছে দেহ গঞ্জনা, অনুবাদে প্রিয়তমার প্রতি অনুযোগ। অনুবাদে মহাদেবকে যে আত্মহননের দায় দেওয়া হয়েছে মূলে এ প্রসংগ নেই। সপ্তম স্তবকের অনুবাদ দুলাইনে সংক্ষিপ্ত।

ককনুছ পক্ষীর বিবরণ

কাকনুচ নামে এক মোহা[১] পক্ষিবর ।
হিন্দুস্থানি দেসে থাকে পর্ব্বত[২] কন্দর ।।
নির্ম্মল স্যামল অংগ চরন রাতুল ।
দির্ঘ পুছ[৩] আখী যুগ মানিক্য সতুল[৪] ।।
হিরা জিনি চুঞ্চ তার সব রুন্দ্র মএ ।
আহার করিলে বায়ু সমুখে রহএ ।।[৫]
পোবন সমুখে জদি প্রসারএ[৬] চুঞ্চ ।
রুন্দ্রপন্তে প্রবেসীয়া সবদ হএ[৭] উঞ্চ ।।
প্রতি রুন্দ্রপন্তে উটে নানা জন্ত্র সব্দ ।
পষু পক্ষি মুর্চ্চা জাএ[৮] মুনি হএ স্তব্দ ।।
সেঈ যুধামএ সব্দে হৈয়া অবসিত ।[৯]
ভাবেত বিলল[১০] পক্ষি নাচে যুললিত ।।
তাহার পশ্চাতে[১১] জদি স্থান নির্ব্বহএ ।
নিথ্য ২ কাষ্ঠা পুঞ্জ[১২] আনিয়া সঞ্চএ[১৩] ।।
চিরকাল এই মতে[১৪] হএ কাষ্ঠরাসী ।
তবে তার মৃত্তু উপস্থিত হএ আসী ।।
সেদিন সমস্ত[১৫] চুঞ্চ করে প্রকাসীত ।
নানা তাল সব্দ উটে অতি যুললিত ।।
নানান ভঙ্গিমা করি নাচে সেই দিনে ।
পষু পক্ষি এক না রহএ অন্য স্থানে[১৬] ।।
সিংহ[১৭] করি মৃগ ব্যাগ্র একত্রে মিলিয়া[১৮] ।
চাহস্ত সে পক্ষিরব স্থকিত হইয়া[১৯] ।।
এই মতে নাচিয়া পুরিল জদি আস[২০] ।
দুই পাখে কাষ্ঠ পুঞ্জে করএ বাতাস ।।
দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগএ আগুনি ।
সেই অগ্নি মধ্যে[২১] পক্ষি[২২] পরএ আপনি ।।
ভস্ব রাসী হৈয়া[২৩] অগ্নি সান্ত হএ জবে ।
এক ডিম্ব তার মধ্যে[২৪] উপজএ তবে ।।
সেই ডিম্ব হোন্তে পক্ষি[২৫] পুনি জর্ম্ম হএ ।
জেমত কহিলু[২৬] সেই কর্ম্মে তথা কএ ।।

১ মহা ২ প্রবত ৩ পুচ ৪ মানিক্কের তুল ৫ আহার করিতে বাউ সমুক্কেতে রএ ৬ পোসারএ ৭ উটে ৮ পাএ ৯ সেই যুদামএ সব হই হরসীত ১০ বিভোল ১১ প্রচাতে ১২ কাষ্ঠপুঞ্জে ১৩ সঞ্চএ ১৪ রূপে ১৫ সমস্থ ১৬ আনস্থানে ১৭ সীংগ ১৮ করিআ ১৯ চাহন্ত পক্ষির ভঙ্গি যুকিত হইআ ২০ য়াস ২১ মাজে ২২ পাখী ২৩ হই ২৪ মাজে ২৫ পাখী ২৬ জেই মত কৈলু

ককনুছ নামে এক মহাপক্ষীবর ।
হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্বত কন্দর ।।
নির্মল শ্যামল অংগ চরণ রাতুল ।
দীর্ঘ পুচ্ছ আঁখি যুগ মাণিক্যের তুল ।।
হীরা জিনি চঞ্চু তার সব রন্ধ্রময় ।
আহার করিতে বায়ু সমুখে রহয় ।।
পবন সমুখে যদি প্রসারয় চঞ্চু ।
রন্ধ্র পন্থে প্রবেশিয়া শব্দ হয় উঞ্চ ।।
প্রতি রন্ধ্র পন্থে উঠে নানা যন্ত্র শব্দ ।
পশু পক্ষী মূর্চ্ছা যায় শুনি হয় স্তব্ধ ।।
সেই সুধাময় শব্দে হৈয়া হরষিত ।
ভাবেত বিভোর পক্ষী নাচে সুললিত ।।
তাহার পশ্চাতে যেই স্থানে নৃত্য হয় ।
নিত্য নিত্য কাষ্ঠপুঞ্জ আনিয়া সঞ্চয় ।।
চিরকাল এই মতে হয় কাষ্ঠরাশি ।
তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হয় আসি ।।
সে দিন সমস্ত চঞ্চু করি প্রকাশিত ।
নানা তাল শব্দ উঠে অতি সুললিত ।।
নানান ভঙ্গিমা করী নাচে সেই দিনে ।
পশু পক্ষী এক নাহি রহে অন্য স্থানে ।।
সিংহ করী মৃগ ব্যাঘ্র একত্র মিলিয়া ।
চাহন্ত পক্ষীর ভঙ্গী স্থকিত হইয়া ।।
এহি মতে নাচিয়া পুরিল যদি আশ ।
দুই পাখে কাষ্ঠপুঞ্জে করয় বাতাস ।।
দৈবগতি কাষ্ঠপুঞ্জে লাগয় আগুনি ।
সেই অগ্নিমধ্যে পক্ষী পড়য় আপনি ।।
ভস্মরাশি হই অগ্নি শান্ত হয় যবে ।
এক ডিম্ব তার মধ্যে উপজয় তবে ।।
সেই ডিম্ব হোন্তে পক্ষী পুনি উপজয় ।[১]
যেমত কহিলু সেই কর্ম আচরয় ।।[২]

১আ ২ আ

শব্দার্থ টীকা : উঞ্চ—উচ্চ
স্থকিত—স্থির

মন্তব্য : মাগন ঠাকুরের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই দীর্ঘ বিবরণ আলাওলের নতুন সংযোজন ।

মোর বাক্য[১] মনে জদি পথ্যএ[২] না ধরে ।
মোস্ত কুত এবে দেখ কহিছে আত্তারে[৩] ।।
সে জে সেখ ফরিদ আত্তার বর পির ।
দেব প্রাএ বচন তাহার জান ধির ।।

তেন চিতা রচি যুগী অগ্নি দিল জবে ।
স্যান আচমন করি ষুচি হইলা সবে[৪] ।।
পর্ব্বত জিনিয়া অগ্নি উটীল আকাস ।
সকল দেবতা মনে লাগীল তরাস ।।
বারব আনল সম দেখী হুতাসন ।
তাহাত বিরহি[৫] অংগ করিলে[৬] দাহন ।।
বিরহ আনল মিলি কোটী গুন হৈব ।
পর্ব্বত দহিয়া পুনি পাসান ফুটীব ।।
কোন মতে[৭] সান্ত নহে বিরহ আনলে ।
ভোবন পাতাল আদি এ ষুর্গ সকল[৮] ।।
আমারা সকল আগে দহি হৈব ছার ।
জদি আসী বৃসধজ্ঞ ন করে উদ্ধার ।।

আএ প্রভু দেব তাহ মৃত্তুজিত কায়া[৯] ।
জদ্যাপী[১০]পাসানে আমী হইতে তোমা ছায়া[১১]।।
তোমা ভাবে আমাকে পুজেয়[১২] সর্ব্বজন ।
নহেত পাসান পুজি কোন প্রওজন [১৩] ।।
আপনা নামের প্রভু রাখীবা মহত ।
সাক্ষাত হইয়া পুর নৃপ[১৪] মনুরত ।।

১ বাক্ক ২ পৈত্যএ ৩ আতারে ৪ স্থান আচমন ষুচি হইলেক তবে ৫ বিরহ ৬ হইস ৭ মত ৮ ভোবন পাতাল সর্গ দহিব সকল ৯ আএ দেব মোহাপ্রভু মৃত্তুঞ্জব কায়্যা ১০ জৈন্ধাপী ১১ হও তুমী ছায়্যা ১২ সেবএ ১৩ কন প্রঅজন ২০ নির্পে

মোর বাক্য মনে যদি প্রত্যয় না ধরে ।
মোহন্ত কুতুবে দেখ কহিছে আত্তারে ।।
সে যে সেখ ফরিদ আত্তার বড় পীর ।
বেদ প্রায় বচন তাহান জ্ঞান ধীর ।।

তেন চিতা রচি যোগী অগ্নি দিল যবে ।
স্নান আচমন করি শুচি হৈল তবে ।।
পর্বত জিনিয়া অগ্নি উঠিল আকাশ ।
সকল দেবতা মনে লাগিল তরাস ।।
বাড়ব-আনল সম দেখি হুতাশন ।
তাহাতে বিরহী অংগ করিলে দাহন ।।
বিরহ আনল মিলি কোটি গুণ হৈব ।
পর্বত দহিয়া পুনি পাষাণ ফুটিব ।।
কোন মতে শান্ত নহে বিরহ-অনল ।
ভুবন পাতাল স্বর্গ দহিব সকল ।।
আমরা সকল আগে দহি হৈব ছার ।
যদি আসি বৃষধ্বজ না করে উদ্ধার ।। (জা. ৭)

আয় প্রভু মহাদেব মৃত্যুজিৎ কায়া ।
যদ্যপি পাষাণ আমি হই তোমা ছায়া ।।
তোমা ভাবে আমাক পুজয় সর্বজন ।
নহেত পাষাণ পুজি কোন প্রয়োজন ।।
আপনা নামের প্রভু রাখিবা মহত্ত ।
সাক্ষাত হইয়া পুর নৃপ-মনোরথ ।।

শব্দার্থ টীকা : মোহন্ত কুতুব—মহাজন গ্রন্থ । আত্তার—ফরিদুদ্দিন আত্তার । বৃষধ্বজ—মহাদেব

মন্তব্য : মাগন ঠাকুরের কৌতূহল নিবৃত্তির পর আলাওল আবার জায়সীর সপ্তম স্তবকেই ফিরে এলেন । স্তবকটি মূলানুগ । কেবল চিতায় অগ্নিসংযোগের আগে রত্নসেনের স্নান ও আচমনের প্রসংগটি অনুবাদে নতুন সংযোজন । সপ্তম স্তবকের দোহা অংশটিতে পৃথিবী ও আকাশভরা প্রেমের অগ্নিস্ফুলিংগের ইমেজটি অনুবাদ বাদ গেছে । আর মূলে দেবতাদের বিধাতা-আহবান অনুবাদে মহাদেব প্রসংগে পরিণত । জায়সীর অষ্টম স্তবকে যে হনুমান প্রসংগটি আছে অনুবাদে তা সম্পূর্ণই বর্জিত । মূলের অষ্টম স্তবকের পরিবর্তে অনুবাদের শেষাংশে দেবতার প্রশস্তিটুকু আলাওলের নবসংযোজন ।

পার্বতী-মহেশ খণ্ড

এথ শ্তুতি ভগতি[১] করিতে দেব সবে ।
ততক্ষনে[২] জানিলা সর্ব্বগ[৩] মোহাদেবে ।।
বৃসব[৪] বাহনে সংগে লইয়া পার্ব্বতি ।
সতের[৫] গমনে আইল দেব উমাপতি[৬] ।।
সিরে জটা গংগাধারি গলে অস্তিমালা ।
অংগেত ভসম প্রবেষ্টীত ব্যাগ্র ছালা ।।
কণ্টে[৭] কাকোদর ভালে চন্দ্রিমা সুচারু ।
কক্ষে[৮] শ্রিংগি[৯] ভুতনাথ করেত ডমরু[১০] ।।
সংকর[১১] কুণ্ডল কর্ণে হস্তেত ত্রিষুল ।
উরের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ।।
আসীয়া কহিলা রুদ্রে ষুন[১২] যুগীবর ।
আপ্তঘাতি মোহাপাপ সংসার ভিতর ।।
বচনেক ষুন অংগ[১৩]ন খেপিয় অগ্নী ।
তাহার সপদ[১৪] লাগে মর জার লাগী ।।
জার লাগী পুরি[১৫] মর তার দির্ব্ব লাগে ।
আমার বচন জদি ন ষুনহ আগে ।।
কিবা তপ সাধিতে ন[১৬] পার দেখী কষ্ট ।
কিবা যুগ[১৭] নাস হৈল সথ্য হৈল ভ্রষ্ট ।।
সজিবন কায়া কেনে জানাও আনল ।
এই প্রাপ্তি হৈব[১৮] এথ কাল তপ ফলে ।।

নৃপতি দেখিল যুগী মোহাতেজ রাসী ।
কহিলা কি কায্য[১৯] আমা বাক্য[২০] বিলম্বসি ।।
অন্তরের অগ্নি মুই সহিতে ন পারো[২১] ।
নিসেদ না কর মনে[২২] তিলেক নিস্তারো[২৩] ।।
ষুন সিধ্দেব মুই পদ্মাবতি লাগি ।
রাজ্যপাট সমস্ত তেজিয়া হৈলু[২৪] যুগী ।।
এই স্থানে আসী কন্যা[২৫] দেব পুজি[২৬] গেল ।
মোহর হৃদয় দুক্ষ সতগুণ ভেল ।।
অধ্ব প্রাণ ঘটে অধ্ব হইছে বাহির ।
জিবন পরম দুক্ষ ন[২৭] সহে সরির ।।
সিব সক্তি[২৮] পুজি[২৯] কিছু ন পাইলুম বর ।
তে কারনে বদ দেম[৩০] সঙ্কর উপর ।।
তাহাতে আসীয়া দিলা অলংগ সপদ ।
মৃত্যু হোন্তে জেই[৩১] বাদে তাতে[৩২] মোর বদ ।।

১ ভক্তি জে ২ ততেক্ষনে ৩ সগর্ব্ব ৪ বৃষেবতে ৫ সত্তর ৬ উমাবতি ৭ কংকে ৮ কৈক্ষে ৯ সীংগা ১০ ডুম্বুরু ১১ সঙ্কের ১২ ষুনি ১৩ বচন ষুনহ অগ্গ ১৪ সপত ১৫ দাহি ১৬ সাদিতে না ১৭ জোগ ১৮ হৈল ১৯ কার্জ ২০ বাক্ক ২১ পারি ২২ মোরে ২৩ নিস্তরি ২৪ হৈলুম ২৫ কৈন্যা ২৬ পুজি ২৭ না ২৮ মুক্তি ২৯ পুজি ৩০ দেও ৩১ জে ৩২ তাহাতে

এত স্তুতি ভকতি করিতে দেব সবে ।
ততক্ষণে জানিলা সর্বজ্ঞ মহাদেবে ॥
বৃষববাহন সংগে লইয়া পার্বতী ।
সত্বর গমনে আইলা দেব উমাপতি ॥
শিরে জটা গংগাধারী গলে অস্থিমালা ।
অংগেত ভসম বেষ্টিত ব্যাঘ্রছালা ॥
কন্ঠে কাকোদর ভালে চন্দ্রিমা সুচারু ।
কক্ষে শিংগা ভুতনাথ করেত ডম্বরু ॥
শংখের কুন্ডল কর্ণে হস্তেত ত্রিশূল ।
ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল ॥
আসিয়া কহিল রুদ্র শুন যোগিবর ।
আত্মঘাত মহাপাপ সংসার ভিতর ॥
বচনেক শুন অংগে না ক্ষেপিও আগি ।
তাহার শপথ লাগে মর যার লাগি ॥
যার লাগি পুড়ি মর তার দিব্য লাগে ।
আমার বচন যদি না শুনহ আগে ॥
কিবা তপ সাধিতে না পারি দেখি কষ্ট ।
কিবা যোগ নাশ হৈল সত্য হৈল ভ্রষ্ট ॥
সজীবন কায়া কেন জ্বালাও আনলে ।
এই প্রাপ্তি হৈল এত কাল তপফলে ॥ (জা. ১)

নৃপতি দেখিল যোগী মহাতেজ রাশি ।
কহিলা কি কার্যে আমা বাক্য বিলম্বসি ॥
অন্তরের অগ্নি মুই সহিতে না পারোঁ ।
নিষেধ না কর মোরে তিলেক নিস্তারো ॥
শুন সিধ্দেব মুই পদ্মাবতী লাগি ।
রাজ্যপাট সমস্ত তেজিয়া হৈলু যোগী ॥
এই স্থানে আসি কন্যা দেব পুজি গেল ।
মোহর হৃদএ দুঃখ শতগুণ ভেল ॥
অর্ধ প্রাণ ঘটে অর্ধ হইছে বাহির ।
জীবন পরম দুঃখ না সহে শরীর ॥
শিব শক্তি পুজি কিছু না পাইলুম বর ।
তেকারণে বধ দেও শঙ্কর উপর ॥
তাহাত আসিয়া দিলা অনন্ত সম্পদ ।
মৃত্যু হোন্তে যেই বাদে তাতে মোর বধ ॥ (জা.২)

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ। তবে ব্যতিক্রমগুলি হল : মূলে হনুমানের অনুরোধে হরপার্বতীর আগমন, অনুবাদে দেবতাদের। মূলে কুষ্ঠ রোগীর বেশে হনুমান সহ মহাদেবের আগমন, অনুবাদে তা অনুল্লেখিত। দ্বিতীয় স্তবকের দোহার অনুবাদ নেই।

তখন পার্ব্বতী মন উপজির্ল দয়া[১] ।
পরম যুন্দরি[২] অপছর রূপ পাইয়া[৩] ॥
নৃপতির বস্ত্র ধরি বুলিলা হাসীআ ।
যুন রাজা তোমার বিরহে অগ্নে লক্ষি[৪] ।
বিসেস করিছো বহু দান ধর্ম্ম দেখী[৫] ॥
রাজকার্য্য তেজিয়া সাধিয়া[৬] সত যুগ[৭] ।
নিসার্থে[৮] দাহন বাত্রা গেল ইন্দ্রলোক ॥
তেকারনে যুরপতি পাটাইল মুকে[৯] ।
তোমা সঙ্গে কত্তুকে থাকিতে মধ্যালোকে[১০] ॥
পুন্নফলে তোমারে প্রসন্ন[১১] দেবরাজ ।
অপছরা পাইলে পদ্ধিনি কোন কাজ ॥
অখনে[১২] মরন তেজ সিদ্ধি হইব যুগ[১৩] ।
আমা সঙ্গে অজম্ম মানহ যুক ভোগ ॥
যুন ইন্দ্র অপচরা আমার বচন ।
সত্যনাস করে জেই কাপুরুস জন ॥
এক ভাবে প্রাণ দিলে মুক্তিপদ পাএ ।
দুই ভাবে নরকেত[১৪] পরে সর্ব্বথায়[১৫] ॥
নরকুলে জম্ম মোর এই সথ্য[১৬] ভাব ।
সত অপচরা হোন্তে নাহি মোর লাব ॥
মনুস্যেরে মোহথ্য[১৭] দিয়াছে করতার ।
জথ দেবগণ দেখ[১৮] নর পরিহার[১৯] ॥
নরকুলে জর্ম্ম মুনি দুর্ব্বাসার কুপ[২০] ।
তিলে মাত্র ইন্দ্রে ছিরি ভ্রষ্ট হৈল সাপ[২১] ॥
নররূপে জম্ম বিষ্ণু নন্দের নন্দন ।
ব্রহ্মা য়াদি দেবে কল্য চরন বন্দন ॥
পুর্ব্বের রহাস্য[২১] জথ কহিতে অনেক ।
সাক্ষাতের বচন দেখহ পরতেক ॥
নর পুত্র লাগী কল্য[২২] ধন প্রাণপন ।
তুমী অপচরা কর আন্ধা[২৩] আরাধন ॥
করতারে[২৪] নিজ অংসে শ্রিজিল মানব ।
দেব নরে সমাগম[২৫] অতি অসম্ভব ॥

১ এরপর 'বা' পুথিতে আছে—কিছু সৈত্ত বুজিবারে বিরচিল মায়া ২ সোন্দরি ৩ হৈআ ৪ অগ্নী লখী ৫ বিসেস করিচ দ্যান ধর্ম্ম বহু দেখী ৬ সাধিচ ৭ তপজোগ ৮ নিসৈত্ত ৯ মোক ১০ 'বা' পুথিতে পংক্তিটি নেই ১১ প্রসৈন্য ১২ এখনে ১৩ সীদ্ধি হৈল জোগ ১৪ নাবকেতে ১৫ সর্ব্ব দাএ ১৬ সৈত্ত ১৭ মনিস্বেরে মহত্ত ১৮ আছে ১৯ পারি আর ২০ দুর্ব্বাসার কোপে ২১ তিল মাত্র ইন্দ্রোস্তির ভণ্ট হৈব সাপে ২১ রোহাস্ব ২২ কৈল্যে ২৩ কি আমার ২৪ করতাএ ২৫ সমগম

তখন পার্বতী মনে উপজিল দয়া ।
কিছু সত্য বুঝিবারে বিরচিল মায়া ॥
পরম সুন্দরী অপ্সরা রূপ হৈয়া ।
নৃপতির বস্ত্র ধরি বুলিল হাসিয়া ॥
শুন রাজা তোমায় বিরহ-অগ্নি লক্ষি ।
বিশেষ করিলা বহু দান ধর্ম দেখি ॥
রাজকার্য তেজিয়া সাধিছ তপযোগ ।
নিঃস্বার্থ দাহন বার্তা গেল ইন্দ্রলোক ॥
তোমা সঙ্গে কৌতুকে থাকিতে মর্তলোকে ।
তেকারণে সুরপতি পাঠাইল মোকে ॥
পুণ্যফলে তোমারে প্রসন্ন দেবরাজ ।
অপ্সরা পাইলে পদ্মিনী কোন কাজ ॥
এখনে মরণ তেজ সিদ্ধি হৈল যোগ ।
আমা সঙ্গে আজন্ম মানহ সুখভোগ ॥ (জা.৩)
শুন ইন্দ্র অপ্সরা আমার বচন ।
সত্য নাশ করে যেই কাপুরুষ জন ॥
একভাবে প্রাণ দিলে মুক্তিপদ পায় ।
দুইভাবে নরকেত পড়ে সর্বথায় ॥
নরকুলে জন্ম মোর এই সত্য ভাব ।
শত অপ্সরা হোন্তে নাহি মোর লাভ ॥
মনুষ্যেরে মহত্ত্ব দিয়াছে করতার ।
যত দেবগণ দেখ নর পরিচার ॥
নরকুলে জন্ম মুনি দুর্বাসার কোপে ।
তিলমাত্র ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হৈল শাপে ॥
নররূপে জন্মে বিষ্ণু নন্দের নন্দন ।
ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল চরণ বন্দন ॥
পুবের্র রহস্য যত কহিতে অনেক ।
সাক্ষাতের বচন দেখহ পরতেক ॥
পদ্মাবতী লাগি কৈলু ধন প্রাণ পণ ।
তুমি অপ্সরা কর আন্ধা আরাধন ॥
করতারে নিজ অংশে সৃজিল মানব ।
দেব নর সমাগম অতি অসম্ভব ॥ (জা. ৪)

মন্তব্য ঃ তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের দোহা অংশটি যথারীতি অনুপস্থিত। এছাড়া মূলে আছে রত্নসেনের রূপের খ্যাতির কথা, অনুবাদে গুণখ্যাতি। আর মূলে রত্নসেনের হাতে পার্বতীর অঞ্চল স্থাপন আর অনুবাদে পার্বতীর রত্নসেনের বস্ত্র ধারণ। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে মূলের বক্তব্যটুকু ছাড়া সব কিছুই আলাদা।

এথেক শুনিয়া দে[১] ইসেত[২] হাসীয়া ।
সকরুন হৈয়া[৩] কহে সিব সম্বুদিয়া[৪] ।।
দেখীলু[৫] নৃপতি মনে সত্য অডোলিত[৬] ।
বিরহ আনল[৭] দহি আছে শুনিশ্চিত ।।
জলিছে কন্যার ভাব[৮] মনে নাহি আন ।
কসিয়া কসটী[৯] পাইলু দুদাদস বান[১০] ।।
বিসেস তোহ্মার[১১] প্রতি সকলপয় প্রান ।
হথ্যা লৈয়া[১২] ফল নাহি দেও ইম্চা দান ।।
ধর্ম্মিক কৃপাল তুহ্মি[১৩] ভোলা মহেশ্বর ।
বিসেস সাধক মোর ধার্ম্মিক অন্তর ।।

তখন সিবের[১৪] মনে উপৰ্জ্জিল দয়া[১৫]
নিজ মুক্তি ধরিল সম্বরি সব মায়া[১৬] ।।
সিন্ধা মুক্তি হেরি নৃপ অংগ পুলকিত ।
লক্ষিতে[১৭] লাগীলা সব সিদ্ধের[১৮] চরিত ।।
সিদ্ধের সরিরে নাহি পরসহে[১৯] মাক্ষি ।
কটক্ষ বর্জিত সিদ্ধ[২০] পুরুসের আখী[২১] ।।
সিদ্ধের[২২] সরিরে পুনি বেক্ত নহে ছায়া[২৩] ।
বিসেস দেখীলা পুনি[২৪] তেজ পুঞ্জ কায়া ।।

চিনিলেক[২৫] নৃপতি প্রতক্ষে[২৬] মহেশ্বর ।
স্তুতি ভক্তি দন্ডবতে[২৭] মাগীলেন্ত[২৮] বর ।।
যুগ্য[২৯] স্তুতি করোঁ[৩০] হেন মোর সক্তি নাই ।
এই সে ভরসা তুমী কৃপাল গোসাঞি ।।
ভকত[৩১] বৎসল প্রভু[৩২] এই আসা করোঁ ।
চরনে শ্বরন লইলু[৩৩] কিবা জিও মরোঁ ।।
এথ কহি চরনে ধরিয়া নরপতি ।
বিস্তর কান্দিয়া কল্যা অনেক কাকুতি[৩৪] ।।
শ্রাবনের মেঘে জেন বরিক্ষে নির্ভরে[৩৫] ।
পুন্য শ্রত চলিলেক ধরনি উপরে[৩৬] ।।

এতেক শুনিয়া দেবী ঈষৎ হাসিয়া ।
সকরুণ হইয়া কহে শিব সম্বোধিয়া ॥
দেখিলু নৃপতি মনে সত্য অনাড়িত ।
বিরহ-আনলে দহি আছে সুনিশ্চিত ॥
জ্বলিছে কন্যার ভাবে মনে নাহি আন ।
কষিয়া কষটি পাইলু দোয়াদশবাণ ॥
বিশেষ তোমার প্রতি সংকল্পয় প্রাণ ।
হত্যা লইয়া ফল নাহি দেও ইচ্ছা দান ॥
ধার্মিক কৃপাল তুমি ভোলা মহেশ্বর ।
বিশেষ সাধক মোর ধার্মিক অন্তর ॥ (জা. ৫)

তখন শিবের মনে উপজিল দয়া ।
নিজ মূর্তি ধরিল সম্বরি সব মায়া ।।
সিদ্ধা মূর্তি হেরি নৃপ-অঙ্গ পুলকিত ।
লক্ষিতে লাগিল সব সিদ্ধার চরিত ।।
সিদ্ধার শরীরে নাহি পরশয় মাখি ।
কটাক্ষ বর্জিত সিদ্ধা পুরুষের আঁখি ।।
সিদ্ধার শরীরে পুনি ব্যক্ত নহে ছায়া ।
বিশেষ দেখিলা যেন তেজঃপুঞ্জ কায়া ।। (জা. ৬)

চিনিলেক নৃপতি প্রত্যক্ষ মহেশ্বর ।
স্তুতি ভক্তি দন্ডবতে মাগিলেক বর ।।
যোগ্য স্তুতি করোঁ হেন মোর শক্তি নাই ।
এহি সে ভরসা তুমি কৃপাল গোসাঞি ।।
ভকতবৎসল প্রভু এই আশা করোঁ ।
চরণ শরণ লইলু কিবা জিও মারোঁ ।।
এত কহি চরণে ধরিয়া নরপতি ।
বিস্তর কান্দিয়া কৈল অনেক কাকুতি ।।
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিখে নির্ভর ।
পূর্ণস্রোত চলিলেক ধরণী উপর ।। (জা. ৭)

১ দেবি ২ ঈশিবত ৩ সকরুনা হই ৪ সীব সম্বুদিআ ৫ দেখিলুম ৬ সৈত্ত অনায়িত ৭ বিরহা আনলে ৮ জলিল কৈন্যার ভাবে ৯ কচটি ১০ দেআদস বান ১১ তোমার ১২ হান্তাইআ ১৩ তুমি ১৪ দেবের ১৫ মায়্যা ১৬ ধরিল বিশ্বরি বুপ কায়্যা ১৭ লক্ষিতে ১৮ সীদ্ধার ১৯ পরসএ ২০ কটাক্ষ বৃর্জ্জিত সীদ্ধা ২১ আক্ষি ২২ সীদ্ধার ২৩ চায়্যা ২৪ জেন ২৫ জানিলেক ২৬ প্রতৈক্ষ ২৭ ডন্ডবতে ২৮ মাগীলেক ২৯ জৈগ্যে ৩০ করি ৩১ জগত ৩২ গোসাই ৩৩ লৈলুম ৩৪ ভকতি ৩৫ বরক্ষ নির্ভর ৩৬ উপর

মন্তব্য ঃ পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে রত্নসেনের প্রেমলক্ষণ সম্পর্কে আরও অনেক কথা আছে, অনুবাদে তা চারটি পংক্তিতে সংক্ষিপ্ত। মূলে মহাদেব-পূজকে রামের প্রসঙ্গ আছে, অনুবাদে তা বর্জিত। মূলের দোহা অংশটিতে শবধারী মহেশ্বরকে নিয়ে পার্বতীর কৌতুক কটাক্ষ আছে অনুবাদে তা অনুপস্থিত। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে শিবের নিজমূর্তি ধারণের কথা মূলে নেই। কুষ্ঠ রোগীর ছদ্মবেশে মহাদেব থাকলেও রত্নসেন নানা লক্ষণ দেখে এঁকে মহেশ্বর বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু অনুবাদে আছে স্বরূপধারণের প্রসঙ্গ। সপ্তম স্তবকের অনুবাদে মূলের প্রেমাকুলতার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে ভক্তিব্যাকুলতা। মূলে আছে পদ্মাবতীকে হারিয়ে রত্নসেনের চিত্তব্যাকুলতা আর অনুবাদে আছে মহেশ্বরের প্রতি রত্নসেনের ভক্তিকাতরতা।

কৃপার সাগর সিব স্নেহযুক্ত হইয়া[1] ।
কহিতে লাগীলা তবে নৃপ সম্বদিয়া ।।
ন কান্দ ২ নৃপ কান্দিলা বিস্তর ।
মনবাঞ্চা সিদ্ধি হৈব আমী দিল বর ।।
আগে দুক্ষ সহিলে পশ্চাতে[2] সুক পাএ ।
বিধির নিবন্দ কভু খণ্ডন ন[3] জাএ ।।
এবে যুগসিদ্ধি হৈল[4] না হৈয় বিকল ।
কাম দরসনে তোর হইল নির্ম্মল ।।
উপদেস বাক্য[5] মোর যুনহ রাজন ।
বিনি সিন্দ দিলে চোরে নই পাএ ধন ।।
জেই কায্যে আসীআছ করি যুগ সিক্ষা[6] ।
ঘরে উটী নৃপে গীয়া মাগে সেই ভিক্ষা[7] ।।
উটীতে না দেএ জদি সিন্দ দিয়া জাইবা ।
প্রানপন করিলে সে মনবাঞ্চা পাইবা ।।
প্রান উপেক্ষিয়া সিন্দু মাজে কর জত্ন ।
তবে সে ডুবালে পাএ বহুমুল্য রত্ন ।।

জাবতে না করে যুগী আপন বিনাস ।
তবে ত[8] ন পুরে কভু নিজ মন আস ।
আপনা করিয়া নাস ভাবহ জাহারে ।
কায্যসিদ্ধি হৈব মাত্র রাখহ তাহারে ।।
প্রকট[9] কহিও কথা লোকাচার জত ।
গোপতে রাখহ মন জাএ মনুরত ।।
মুই ২ করিতে হারাএ সব কাজ ।
আপে নাহি সব আছে যুন মোহারাজ ।।
জিবন থাকিতে জদি মরে এক বার ।
পুনি কথা মরন কে মারে কেবা মার[10] ।।
আপনেহি গুরু যুগী আপনেহি চেলা ।
আপনে সকল মাত্র আপনে এখেলা ।।
আপনে মরন সথ্য আপনে জিবন ।
জে চাহে করিতে পারে আপনে আপন ।।
আপনা করিলে নাস আপে সর্ব্বলএ ।
আপনে জাহাক ভাবে আপে সেই হএ ।।

কৃপার সাগর শিব স্নেহযুক্ত হৈয়া ।
কহিতে লাগিল তবে নৃপ সম্বোধিয়া ।।
না কান্দ না কান্দ নৃপ কান্দিলা বিস্তর ।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হৈব আমি দিল বর ।।
আগে দুঃখ সহিলে পশ্চাতে সুখ পায় ।
বিধির নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায় ।।
এবে যোগ সিদ্ধি হৈব না হৈও বিকল ।
কায়া দরপন[1] তোর হইল নির্মল ।।
উপদেশ বাক্য মোর শুনহ রাজন ।
বিনি সিন্ধ দিয়া চোরে নাহি পায় ধন ।।
যেই কার্যে আসিয়াছ কর যোগ শিক্ষা ।
গড়ে উঠি নৃপবর মাগী লও ভিক্ষা ।।
উঠিতে না দেয় যদি সিন্ধ দিয়া যাইবা ।
প্রাণপণ করিলে সে মনোবাঞ্ছা পাইবা ।।
প্রাণ উপেক্ষিয়া সিন্ধু মাঝে কর যত্ন ।
তবে সে ডুবারু পায় বহুমূল্য রত্ন ।। (জা.৮-৯)

যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ ।
তাবতে না পুরে কভু নিজ মন আশ ।।
আপনা করিয়া নাশ ভাবহ যাহারে ।
কার্যসিদ্ধি হৈব মাত্র রাখহ তাহারে ।।
প্রকটে কহিও কথা লোকাচার যত ।
গোপত রাখিও মন যথা মনোরথ ।।
মুই মুই করিতে হারায় সব কাজ ।
আপ নাহি সব আছে শুন মহারাজ ।।
জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে ।
পুনি কোথা মরণ কে মরে কেবা মারে ।।
আপনহি গুরু যোগী আপনহি চেলা ।
আপনে সকল মাত্র আপনে একেলা ।।
যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন ।
আপনে মরণ সত্য আপনে জীবন ।।
আপনা করিয়া নাশ আপে সর্ব লয় ।
আপনে যাহাকে ভাবে আপ সেই হয় ।। (জা.১০)

১ সীব সাহা জোক্ত হৈআ ২ প্রচাতে ৩ না ৪ জোগ সীদ্ধি হৈব
৫ বাক্ক ৬ জোগ সীক্ষা ৭ ঘরে উটি নির্প বর মাগী লও ভিক্ষা
৮ তাবতে ৯ প্রকটে ১০ পুনি কি মরন কথা মরন কি মরে

মন্তব্য : অষ্টম নবম স্তবকের অনুবাদটিতে জায়সীর অষ্টম স্তবকেরই প্রাধান্য। নবম স্তবকের মধ্যে মূলের দেহ-গড়ের বিস্তারিত রূপক চিত্রটি অনুবাদে নেই। দোহা অংশটিই অনূদিত। দশম স্তবকটিতে মূলানুগ অনুবাদ থাকলেও মূলের কৃষ্ণ প্রসঙ্গটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

রাজা-গড় আক্রমণ খণ্ড

এথেক কহিয়া হর হৈয়া[১] অন্তধ্যান ।
সীস্যগন সঙ্গে নৃপ করিলা পয়্যান ॥
জাইতে ২ গেলা ঘরের নিয়র ।
মোহাসব্দ হৈল যুগী বেরিলেক ঘর ॥
দ্বাররক্ষি গনে দেখী লাগাএ কপাট[২] ।
কেহ বোলে ধর মার কেহ বোলে কাট[৩] ॥
উপরে থাকিয়া সবে দেখন্ত কতুক[৪] ।
রহিলেন্ত[৫] যুগীগন দ্বারের সম্মুক ॥
নৃপতির আগে তবে হইল ফুকার ।
কথা হোন্তে যুগী আইল ঘরের দ্বার[৬] ॥
প্রভেসীতে চাহে সব[৭] ঘরের ভিতর ।
দ্বার বান্দি রহ হৈল দেখী বহুতর[৮] ॥
কথা নাহি দেখী আমী হেন যুগী টেট[৯] ।
পুছিতে উচিত হএ পাটাই বসিট[১০] ॥ *
নৃপতির আগ্যাএ চলিলা দুইজন ।
কি হেতু আসীছে যুগী জিজ্ঞাস বচন ॥

এতেক কহিয়া হর হৈল অন্তর্ধান ।
শিষ্যগণ সঙ্গে নৃপ করিলা পয়ান ॥
যাইতে যাইতে গেল গড়ের নিয়ড় ।
মহাশব্দ হৈল যোগী বেড়িলেক গড় ॥
দ্বাররক্ষিগণে দেখি লাগায় কপাট ।
কেহ বোলে ধর মার কেহ বোলে কাট ॥
উপরে থাকিয়া সবে দেখন্ত কৌতুক ।
রহিলেন্ত যোগীগণ দ্বারের সমুখ ॥
নৃপতির আগে তবে হইল ফুকার ।
কোথা হোন্তে যোগিগণ আইল গড়দ্বার ॥
প্রবেশিতে চাহে সবে গড়ের ভিতর ।
দ্বার বান্ধি রহিলেক দেখি বহুতর ॥
কোথা নাহি দেখি আমি হেন যোগী ঢিঠ ।
পুছিতে উচিত হয় পাঠাই বসিঠ ॥
নৃপতি আজ্ঞায় চলিল দুই জন ।
কি হেতু আসিছে যোগী জিজ্ঞাস বচন ॥ (জা.১)

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ

আসি[১১] রাএবার করি নমস্কার
বলে[১২] যুন গুরুদেব ।
নৃপতি আদেস কথা স্ববিসেষ[১৩]
কহ পাদ[১৪] করি সেব ॥
জবে বনিজার মিলিয়া পশার[১৫]
বেকা কিনি কর হাট[১৬] ।
জবে যুগী সিক্ষা[১৭] মাগি লৈয়া[১৮] ভিক্ষা
চাহ[১৯] আপনা বাট ॥
ঘরের উপরে কিসের অন্তরে
জাইতে চাহ যুগীরাজ[২০] ।
এথাত রহন কোন প্রয়জন[২১]
কিবা মনে চিন্তা কাজ[২২] ॥

আসি রায়বার করি নমস্কার
বলে শুন গুরুদেব ।
নৃপতি আদেশ কথা সবিশেষ
কহ তুঁ পদ করি সেব ॥
যবে বনিজার মিলিয়া পশার
বিকি কিনি কর হাটে ।
যবে যোগ শিক্ষা মাগি লৈয়া ভিক্ষা
চলহ আপন বাটে ॥
গড়ের উপরে কিসের অন্তরে
যাইতে চাহ যোগীরাজ ।
এথাত রহন কোন প্রয়োজন
কিবা মনে চিন্ত কাজ ॥

১ হৈল ২ লাগাইল কপট ৩ কেহ ২ ধর বোলে কেহ মার কাট ৪ কুতুক৫ রহিলেক ৬ কথা হন্তে যুগী গন আইল ঘর দ্বার ৭ সবে ৮ দ্বার বান্দি রাখী আইল নৃপতি গোচর ৯ ঢীট ১০ পাটাইআ চিট ।

* এর পর বা পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
নৃপতি কহিল গীআ পুছহ জত্তনে ।
পশ্চাতে করিব দান বুজিআ তখনে ॥

১১ আসীআ ১০ বোলে ১৩ সবিসেস ১৪ পদ ১৫ মেলিয়া পোসার ১৬ বিকিকিনি করে হাটে ১৭ জোগ সীক্ষা ১৮ লই ১৯ চলহ ২০ যুগী নাথ ২১ কন প্রঅজন ২২ কিবা চিন্তা কুলরাজ ।

শব্দার্থ টীকা : পয়ান—প্রস্থান ; ফুকার—চিৎকার
ঢিঠ—ধূর্ত বসিঠ—দূত, বসিষ্ঠ>বসিঠ
রায়বার—রাজবার্তাবহ বনিজার—বণিকের

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূলানুগত্য সত্ত্বেও মূলে মহাদেবের কাছ থেকে ছাড়াও সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছ থেকেও রত্নসেনের সিদ্ধিলাভের কথা আছে, অনুবাদে সে প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত ।

জবে আন ভাব   তাত নাহি লাব
বুজি দেখ সমাগম ।[১]
তিলেক কুপিলে   মরিবা সকালে[২]
নৃপতি শাক্ষাত[৩] জম ॥
এ সব উত্তর   ষুনি যুগীবর
বলে[৪] ষুন নৃপদুত ।
নহি[৫] বনিজার   শত্রু নহি[৬] কার
আমী যুগী অবদুত ॥
ষুখ পরিহরি   যুগী ভেস ধরি
আইলু[৭] ভিক্ষা মাগীবার ।
ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে   জাইব সকালে
কিবা প্রওজন য়ার[৮] ॥
পদ্মাবতি দান   মাপী নৃপ স্থান[৯]
পাইলে জাইব[১০] দেস ।
ন[১১] পাই জাবত   রহিছি[১২] তাবত
জদ্যাবধি[১৩] আউ সেস ॥
আর হেন স্বার   নাহিক সংসার
জাহাত[১৪] মাগীব ভিখ[১৫] ।
হাতেত খাবর   মাগী এই বর
আর কিছু নহে[১৬] ধিক ॥
জেই যুগী জন   ভিক্ষা লইতে মন
আইশএ[১৭] নৃপতি ঘর ।
নৈরাস জে জন   যুদ্রে সে[১৮] আসন
ব্রাহ্মাত[১৯] ন[২০] মাগে বর ॥
কলির হাতিম   দক্ষতা অসিম[২১]
যুনায়ক সিরোমনি ।[২২]
টাকুর মাগন   আরতি কারন
হিন আলাওলে ভনি ॥*

১ সমগম ২ সকলে ৩ সাক্ষাতে ৪ বোলে ৫ নাই ৬ নাই ৭ আইলাম ৮ আর ৯ নিপস্থান ১০ চলি জাই ১১ না ১২ রহিব ১৩ জৈদ্ধাবদি ১৪ কাহাতে ১৫ ভিক ১৬ নাই ১৭ আসীএ ১৮ যুধির ১৯ ব্রহ্মাতে ২০ না ২১ দক্ষিনা অসীম ২২ যুনাউক সীরমনি

* এর পর 'বা' পুথিতে নিম্নলিখিত পুষ্পিকা—

মহন্ত চরিত   জ্ঞান আতুলিত
ছিরি কামদর আলি ।
খুদ্র জ্ঞানহিন   আবদুল হোচন
লেখীলুম এ পঞ্চালি ॥

যবে আন ভাব   তাতে নাহি লাভ
বুঝি দেখ সমাগম ।
তিলেক কোপিলে   মরিবা সকলে
নৃপতি সাক্ষাৎ যম ॥ (জা.২)
এসব উত্তর   শুনি যোগিবর
বলে শুন নৃপ-দূত ।
নহি বনিজার   শত্রু নহি কার
আমি যোগী অবধূত ॥
সুখ পরিহরি   যোগী বেশ ধরি
আইলু ভিক্ষা মাগিবার ।
ভিক্ষাপ্রাপ্ত হৈলে   যাইব সকলে
কিবা প্রয়োজন আর ॥
পদ্মাবতী দান   মাগি নৃপস্থান
পাইলে যাইব দেশ ।
না পাই যাবত   রহিব তাবত
যদ্যাবধি আয়ু শেষ ॥
আর হেন স্বার   নাহিক সংসার
যাহাত মাগিব ভিখ ।
হাতেত খাপর   মাগি এই বর
আর কিছু নাহি ধিক ॥
যেই যোগী জন   ভিক্ষা লৈতে মন
আইসয় নৃপতি ঘর ।
নৈরাশ যে জন   সুধীর আসন
ব্রহ্মাত না মাগে বর ॥ (জা.৩)
কলির হাতিম   দক্ষতা অসীম
সুনায়ক শিরোমণি ।
ঠাকুর মাগন   আরতি কারণ
হীন আলাওলে ভনি ॥

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে যোগীদের প্রতি দূতের যে সম্ভ্রম প্রকাশ পেয়েছে মূলে তা নেই। মূলে বরং আছে সিংহলরাজের বীর্যবত্তা সম্পর্কে দূতদের শ্লাঘাবোধ ও ঔদ্ধত্য। দ্বিতীয় স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ অনুপস্থিত। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদের শেষে দোহা অংশটি বর্তমান। কিন্তু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনার প্রসঙ্গটি মূলে নেই। প্রশস্তি সূচক ভণিতা স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব।

শুনিয়া সকোপে তবে কহিল অসিষ্ট[১] ।
কথাতে নাহিক আর হেন যুগী টেট[২] ।।
জেই জন জ্ঞানমন্ত চতুর পণ্ডিত ।
আপনার যোগ্য[৩] কথা কহিতে উচিত ।।
নৃপতি গন্দব[৪] সেন ইন্দ্র সমশ্বর ।
হেন বাক্য বলিতে[৫] কি প্রান[৬] নাহি ডর ।।
সিংগলের হস্তি পদে চুর্নবত হইবা ।
ব্রজ[৭] সম গদাঘাতে[৮] উরি ২ জাইবা।।
ভিক্ষা নাম পাসরিবা নৃপ[৯] হৈলে কোপ ।
ইন্দ্রেহো সহিতে নারে জাহার আটোপ ।।
নৃপকুল সমদৃষ্টী[১০] ন জাএ জথাত ।
হেন স্থানে ভিক্ষুকে[১১] মিলিতে চাহে হাত ।।
যুগ্যা যুগ্য[১২] না বুজি[১৩] অসক অবিলাস[১৪] ।
ভুমীতে পরিয়া চাহ চাটীতে [১৫] আকাস ।।
খগপতি অমৃত[১৬] হরিল অনাআসে ।
পক্ষি ভাবে সেই শ্রধা করএ বায়সে[১৭] ।।
গমনের স্থল বুজি পদ ধর নাথ ।
তথা না হেরিয় জথ না সহএ মাথ[১৮] ।।
পদ্মাবতি জেই পাএ তার রাযপাট ।
সুন্দরি[১৯] নৃপতি গৃহে যুগী কপি টাট ।।
নৃপে কহে যুগী কপি সথ্য[২০] কান্টাসন ।
একভাবে জুগ পন্তে[২১] নহে দুয়া[২২] মন ।।
আর জথ কর্ম্ম ওখাসীলে[২৩] সিদ্ধি হএ ।
আপনা দাহন বিনু জুগ[২৪] সিদ্ধি নহে ।।
সিংগলের [২৫] হস্তি ভএ নাহি মোর ভংগ ।
সিংগ[২৬] সম গুরু মোর সততই[২৭] সংগ ।।
তোর সন্য হস্তি দেখো[২৮] খুদ্র সমতুল ।
গুরুর প্রতাপে[২৯] তিলে গিরি কর ধুল[৩০] ।।
তোর তির গোলাগুলি জথ ভেদ মর্ম্ম ।
কি করিতে পারে মোর গুরু আছে ব্রহ্ম[৩১] ।।
মরিনের ভয় জার আছে হৃদ মাজ ।
তাহাতে দর্সাও [৩২] ভএ আমাত কি কাজ ।।

১ অসীট ২ টিট ৩ জৈগ্য ৪ গন্দ্রব্ব ৫ হেন বাক্ক বুলিতে ৬ মনে ৭ ব্রজ্ঞ ৮ গোলাঘাতে ৯ রাজা ১০ সমদিষ্টী ১১ ভিক্ষাকি ১২ জৈগ্য ২ ১৩ বুজিআ ১৪ হাবিলাস ১৫ চারিতে ১৬ অম্রেত ১৭ বাওসে ১৮ মাত ১৯ সোন্দরি ২০ সৈত্ত ২১ জোগপন্ত ২২ নাই দেও ২৩ অভ্যাসীলে ২৪ দহন বিনে জোগ্ ২৫ সীঙ্গলের ২৬ সীঙ্গ ২৭ সতেত জে ২৮ তোর হস্তি সৈন্য দেখী ২৯ প্রভাবে ৩০ গীরি করি চুর ৩১ ব্রুম ৩২ তাহারে দ্রসাও

শুনিয়া সকোপে তবে কহিল বসিঠ ।
কোথাত নাহিক দেখি হেন যোগী ঢিঠ ।।
যেই জন জ্ঞানবন্ত চতুর পণ্ডিত ।
আপনার যোগ্য কথা কহিতে উচিত ।।
নৃপতি গন্ধর্বসেন ইন্দ্র সমসর ।
হেন বাক্য কহিতে কি প্রাণে নাহি ডর ।।
সিংহলের হস্তীপদে চূর্ণবৎ হৈবা ।
বজ্রসম গোলাঘাতে উড়ি উড়ি যাইবা ।।
ভিক্ষা নাম পাসরিবা নৃপ হৈলে কোপ ।
ইন্দ্রও সহিতে নারে যাহার আটোপ ।।
নৃপকুল সমদৃষ্টি না যায় যথাত ।
হেনস্থানে ভিক্ষুকে মেলিতে চাহে হাত ।।
যোগ্যাযোগ্য না বুঝি অশক্য অভিলাষ ।
ভূমিতে পড়িয়া চাহ চাটিতে আকাশ ।।
খগপতি অমৃত হরিল অনায়াসে ।
পক্ষীভাবে সেই স্পর্ধা করয় বায়সে ।।
গমনের স্থল বুঝি পদ ধর নাথ ।
তথা না হেরিয় যথা না সহয় মাথ ।।
পদ্মাবতী যেই পায় তার রাজ্যপাট ।
সুন্দরী নৃপতি-গৃহে যোগী কপি কাট ।। (জা৪)
নৃপে কহে যোগী সত্য শত কপি কাট[১] ।
একভাবে যোগপন্থ নহে দুই বাট[২]।।
আর যত কর্ম অভ্যাসিলে সিদ্ধি হয় ।
আপনা দাহন বিনু যোগসিদ্ধি নয় ।।
সিংহলের হস্তিভয়ে নাহি মোর ভংগ ।
সিংহসম গুরু মোর সততহি সংগ ।।
তোর সৈন্য হস্তী দেখি ক্ষুদ্র সমতুল ।
গুরুর প্রতাপে তিলে গিরি করি ধুল ।।
তোর তীর গোলাগুলি যত ভেদ মর্ম ।
কি করিতে পারে মোর গুরু আছে বর্ম ।।
মরণের ভয় যার আছে হৃদ মাঝ ।
তাহারে দর্শাও ভয় আমাতে কি কাজ ।। (জা ৫)

মন্তব্য: চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ । তবে মূলে যব-পেষণের যে উপমাটি আছে অপরিচিতি হেতু অনুবাদে সেটি বাদ গেছে । আবার অনুবাদে গরুড়ের অমৃতহরণের পৌরাণিক প্রসংগটি নবাগত । গরুড় ও কাকের তুলনাটিও মূলে অনুপস্থিত । পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে মূলগত বক্তব্য এক হওয়া সত্ত্বেও মূলে যে পরিণাম-নশ্বরতার দার্শনিকতা ব্যক্ত হয়েছে অনুবাদে তা নেই । দোহা অংশটিও অনুবাদে নেই ।

এথেক ষুনিয়া দুত চলিল সত্তর।
কহিল সকল কথা নৃপতি গোচর ॥
ষুনি ক্রোধে[1] হৈল নৃপ[2] আনল সমান।
হেন বাক্য[3] যুগীর অথনে আছে প্রাণ ॥
হস্তি ঘোরা কটক[4] জাও কর[4] বহুতর।
সিগ্রে মার দুষ্ট যুগী বিলম্ব না কর ॥
মন্ত্রি সবে কহিল ষুনহ নরপতি[5]।
গুরুতর পাতক বধিলে[6] জুগীজাতি ॥
জিনিলে ভিখারি[7] যুগী নাহিক মহিমা।
দৈবগতি[8] হারিলে লাজের নাহি সীমা ॥
বিনি দেববলে যুগী না করে সাহাস।
অজয় বিজয় দুই মানয়[9] পৈরস[10] ॥
সহজে অবধ জুগী তাক[11] কিবা রোস।
সকল প্রকারে নৃপতিত[12] লাগে দোস ॥
প্রবেসীতে ন[13] পারিলে ঘরের[14] ভিতর।
জথাতথা চলি জাইব ন পাই উত্তর ॥
নতুবা রহোক পক্ষ মাসেক পয্যন্ত[15]।
পাসান ভক্ষিয়া নিত্ত কার হেন দন্ত[16] ॥

ক্রোধ সম্বরিলা নৃপ[17] মন্ত্রির বচনে।
ঘর[18] দ্বারে থাকি যুগী ভাবে মনে২ ॥
নৃপতির দুতে আসি না দিল সম্বাদ।
এক না বুজিল কিবা সিদ্ধি কায্য বাদ ॥
ষর্গ পুরে[19] বাণ্ডা মোর পাথাহিন কায়া।
বুজিতে নারিলু তত্ত প্রিয়া রোস[20] মায়া ॥
ষুরিতে রক্তের ধার[21] বাহিল নয়নে।
হিরামনি ষুক হাংকারিল ততক্ষণে[22] ॥ *
সেই[23] রক্তে পত্র লিখী ষুক সমর্পিলা।
গ্রহিতে যুকের চুঞ্চ রাতুল হইলা ॥

১ নৃপ ২ ক্রোন্ধ ৩ বাক্ষ ৪ জাউক ৫ নৃপতি ৬ বদিলে ৭ ভিকারি ৮ দৈবজোগে ৯ মনে ১০ অপরস ১১ তাহে ১২ নৃপতির ১৩ প্রভেসীতে ১৪ গরের ১৫ নতুবা রহুক মাস পৈক্ষক পেস্কান্ত ১৬ পাসান ভক্ষিব হেন করিলেক দন্ত ১৭ হেন ১৮ গর ১৯ স্বর্গপুরে ২০ রস ২১ স্বরিতে রকত ধারা ২২ ততেক্ষনে

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সেই হিরামনি ষুক তথাতে আইলা।
ষুক চুঞ্চ দেখী রাজা মন সান্ত হৈলা ॥

২৩ চৌক্ষ

এতেক শুনিয়া দূত চলিল সত্বর।
কহিল সকল কথা নৃপতি গোচর ॥
শুনি ক্রোধ হৈল নৃপ আনল সমান।
হেন বাক্য যোগীর এখনে আছে প্রাণ ॥
হস্তী ঘোড়া কটক জাউক বহুতর।
শীঘ্র মার দুষ্ট যোগী বিলম্ব না কর ॥
মন্ত্রী সবে কহিল শুনহ নরপতি।
ঘোরতর পাতক বধিলে যোগী জাতি ॥
জিনিলে ভিখারী যোগী নাহিক মহিমা।
দৈবগতি হারিলে লাজের নাহি সীমা ॥
বিনি দেব-বলে যোগী না করে সাহস।
অজয় বিজয় দুই মনে অপযশ ॥
সহজে অবধ্য যোগী তাহে কিবা রোষ।
সকল প্রকারে নৃপতির লাগে দোষ ॥
প্রবেশিতে না পারিলে গড়ের ভিতর।
যথা তথা চলি যাইব না পাই উত্তর ॥
নতুবা রউক পক্ষ মাসেক পর্যন্ত।
পাষাণ ভক্ষিব নিত্য কার হেন দন্ত ॥ (জা.৬)

ক্রোধ সম্বরিল নৃপ মন্ত্রীর বচনে।
গড় দ্বারে থাকি যোগী ভাবে মনে মনে ॥
নৃপতির দূত আসি না দিল সংবাদ।
এক না বুঝিল কিবা সিদ্ধিকার্য বাদ ॥
স্বর্গপুরে বাঞ্ছা মোর পাখা-হীন কায়া।
বুঝিতে নারিল তত্ত্ব প্রিয়া রস মায়া ॥
স্মরিতে রকত ধার বহিল নয়নে।
হীরামণি শুক হাংকারিল ততক্ষণে ॥
সেই রক্তে পত্র লিখি শুকে সমর্পিলা।
গ্রহিতে শুকের চঞ্চু রাতুল হইলা ॥ (জা.৭)

মন্তব্য ঃ ষষ্ঠ স্তবকটিতে মূলে যোগীহত্যার যে প্রস্তাব এসেছিল রাজকুমারদের কাছ থেকে অনুবাদে সেটি সরাসার রাজার মুখে বসানো হয়েছে। মন্ত্রীদের পরামর্শ মোটামুটি মূলানুগ। দোহা অংশেরও অনুবাদ আছে, তবে পক্ষ বা মাসের কথা মূলে নেই। সপ্তম স্তবকটি মূলের তুলনায় বেশ সংক্ষিপ্ত। ঘটনা দুক্ষেত্রেই মোটামুটি এক। অবশ্য মূলে রাজার পত্রটি ঠোঁটে করে নিয়ে পরে অগ্নিবলয়ের ন্যায় কণ্ঠে জড়িয়ে নেওয়ার কথা আছে। অনুবাদে এ ঘটনা নেই। সেখানে শুধু চঞ্চু দিয়ে পত্রধারণের কথাই আছে। দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত।

আর মুখে[১] বচন কহিয় মনস্‌কাম।
প্রথমে কহিও মোর কটী পরনাম ।।
উরিয়া চলিল যুক লইয়া দুক্ষপাতি।
যুবন্ন[২] মন্দিরে জথা বৈসে পদ্মাবতি ।।
বসিয়াছে পদ্মাবতি হৈয়া মৈন রিত।
দিনকর বিনু[৩] জেন কমল মুদিত ।।
বিসবত লাগে যুকভোগ গৃহবাস[৪]।
মধুকর[৫] বিনে পদ্ম[৬] নাহিক উলাস ।।
প্রথমে দ্রসন[৭] হেতু দুক্ষ বহুতর।
দ্রসন[৮] পরস আসে দুক্ষ সতান্তর ।।
প্রেমের অংকুর জদি জম্মিল হৃদএ।
বিছোদ[৯] শতত সাখা পত্র বৃদ্ধি[১০] হুএ ।।
আগর চন্দন চন্দ্র মলয়া সমীর।
কৃপকট[১১] সমান দহে অভরন[১২] চির ।।
সখীগন মুখে প্রেম প্রসংগ যুনিলে।
সমির সঞোগে অগ্নি[১৩] সতগুন জলে ।।
রুক্ষ[১৪] অবসানে কেস[১৫] বসন মলিন।
চাতক সবদ মনে ভাবে নিসি দিন ।।

ততক্ষণে পত্র লৈয়া আইল হিরামনি।
মোহাত্রিষ্ণা কালে জেন পাইল যুদ্ধপানি ।।
এথকালে যুকে আম্মা করিল শ্বরণ[১৬]।
কিবা পন্ত ভুলি আইলা না বুজি কারণ ।।
প্রথমে কান্দিলা[১৭] মন কহি প্রেম রস।
দেখীয়া হইলু[১৮] তার লক্ষ গুনে[১৯] বস ।।
আমা প্রতি প্রেম জদি থাকিত নিশ্চিত।
দরসন কালে কেনে হইত[২০] নিদ্রিত ।।
চন্দন ছিটন ছলে লেখীলু[২১] অক্ষর।
সলিল পরসে নিদ্রা ভাঙ্গিব সত্তর ।।
ন জাগীলে তথাপি[২২] না হৈল সিদ্ধি কাজ।
বেক্ত হৈতে মান হানি সখী কুলে লাজ ।।

অরে শুক[১] বচন কহিও মনস্কাম।
প্রথমে কহিও মোর কোটি পরণাম ॥
উড়িয়া চলিল শুক লইয়া দুঃখ পাতি।
সুবর্ণ মন্দিরে যথা বৈসে পদ্মাবতী ॥
বসিয়াছে পদ্মাবতী হই মৌন রীত।
দিবাকর বিনু যেন কমল মুদিত ॥
বিষবৎ লাগে সুখভোগ গৃহবাস।
মধুকর বিনু পদ্ম নাহিক উল্লাস ॥
প্রথমে দরশন হেতু দুঃখ বহুতর।
দরশ পরশ আশে দুঃখ শতান্তর ॥
প্রেমের অংকুর যদি জন্মিল হৃদয়ে।
বিচ্ছেদে সতত শাখা পত্র বৃদ্ধি হয় ॥
আগর চন্দন চন্দ্র মলয়া সমীর।
কৃপীট সমান দহে আবরণ চীর ॥
সখীগণ মুখে প্রেম প্রসংগ শুনিলে।
সমীর সংযোগে অগ্নি শতগুণ জ্বলে ॥
রুক্ষ অবয়ব কেশ বসন মলিন।
চাতক সমান মনে ভাবে নিশিদিন ॥ (জা. ১০)

ততক্ষণে পত্র লইয়া আইলা হীরামণি।
মহা তৃষ্ণাকালে যেন পাইল শুদ্ধপানি ॥
এতকালে শুকে আমা করিল স্মরণ।
কিবা পন্থ ভুলি আইলা না বুঝি কারণ ॥
প্রথমে বান্ধিলা মন কহি প্রেমরস।
দেখিয়া হইলু তার লক্ষগুণ বশ ॥
আমা প্রতি প্রেম যদি থাকিত নিশ্চিত।
দরশন কালে কেনে হইলা নিদ্রিত ॥
চন্দন ছিটন ছলে লেখিলুঁ অক্ষর।
সলিল পরশে নিদ্রা ভাঙ্গিব সত্বর ॥
না জাগিল তথাপি না হৈল সিদ্ধি কাজ।
ব্যক্ত হৈলে মানহানি সখীকুলে লাজ ॥

১ মৈক্ষ ২ সোবৈন্য ৩ বিনি ৪ গ্রিহবাস ৫ মদুকর ৬ পদ্ধ ৭ প্রথম দরস ৮ দরস ৯ বিশ্ছেদ ১০ বিধি ১১ কুপীট ১২ অবরণ ১৩ সমীর সনজোগে অন্নী ১৪ দুক্ষ ১৫ মুক ১৬ আমা করিছে স্বরণ ১৭ বান্দিলা ১৮ হইলুম ১৯ লৈক্ষ গুনে ২০ হইলা ২১ লেখীলুম ২২ তথাপী না জোগী

মন্তব্য ঃ দশম স্তবকের অনুবাদের আরম্ভপংক্তিদ্বয় মূলের অষ্টম স্তবকের প্রথম পংক্তিদ্বয়েরই অনুবাদ। কিন্তু অতঃপর আলাওল রাজার বিলাপ বর্ণনা ত্যাগ করে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনায় মনোযোগী হয়েছেন। মূলে স্বর্ণতারে রাজার বিরহলিপি কণ্ঠে বেঁধে পদ্মাবতীর কাছে শুকের আগমন কথা আছে। অনুবাদে এ চিত্রটি নেই। পদ্মাবতীর বিরহ চিত্রটি মূলানুগ হলেও প্রেমাঙ্কুরের শাখা পত্র বৃদ্ধির চিত্রটি অনুবাদে নূতন। দোহা অংশটি অনুবাদে বর্তমান, তবে মূলে আছে পাপিয়ার কথা, অনুবাদে চাতকে রূপান্তরিত।

মৃত্যুবত হৈয়া গৃহে করিলু[১] পয়ান।
তোমা দরসন হেতু রাখীআছ প্রাণ[২] ॥
এবে কি বুলিবা বোল ষুক বিদগদ।
কিবা প্রান রাখিবা[৩] কি[৪] লৈবা ত্রিয়া[৫] বদ ॥
ষুকে বলে বানি হেন কহিতে উচিত।
বিসানে হানিয়া[৬] ঘাও পোরহ অগ্নিত ॥
তোমা দরসনে মাত্র হৃদ[৭] সরঘাতে।
অচেতন মুশ্চাগত পরিল ভুমীতে ॥
ষুগন্দি চন্দন পুনি ছিটীল[৮] হৃদএ।
নিদ্রাভঙ্গ হএ সথ্য[৯] মুশ্চাভঙ্গ নহে ॥

মুশ্চা সম্বরিয়া জদি জাগীআ উটীল।
প্রতি লোমকুপে জেন বিসীখ[১০] ফুটীল ॥
আখী জোগে সমপুন্ন বহি গেল রক্তধার[১১]।
চিন্তেয়া রাতুল বন্ন হৈল কাথাভার[১২] ॥
অরুনে ডুপিয়া[১৩] রক্তে প্রাতবন্ন হইল।
পলাস মঞ্জিষ্ঠা বন পুষ্ফ রাতা ভেল[১৪] ॥
রাতুল বশন্ত যার জথ বনস্পতি[১৫]।
রাতুল জাবক[১৬] আর জথ জোগীজাতি[১৭] ॥
সেন্দুরে[১৮] হিন্দুল মেঘ রক্তবন্ন হৈল।
সবে মাত্র তোমার সরির ন ঘর্ম্মিল[১৯] ॥
ঘরেত আইলা[২০] ফিরি ন করিয়া দিট[২১]।
একবারে হেন ভাবকেরে দিলা পীট[২২] ॥

এমত বসন্ত খেদ[২৩] তুমি সে নিটুর।
পররক্তে পৈড়ি তুমী[২৪] সিসেত সিন্দুর ॥
দরসন হেতু জুগী না দেখীয়া পুনি।
দহিয়া মরিতে তবে[২৫] জলিল আগুনি ॥
হরগোরি জানিয়া এ সব বিবরন।
সত্তরে আসীয়া দুহু[২৬] কল্যা নিবারন ॥

১ করিলুম ২ রাখীছি পরান ৩ রাখ ৪ কিবা ৪ লও তিরি ৬ হানিলে ৭ ডিঢ় ৮ ছিণ্ডিলা ৯ হেন ১০ বিসীক ১১ বহে রক্তধার ১২ কথা তার ১৩ ডুবিয়া ১৪ পণ্ডাস মাঞ্জিটা পুষ্ফ রাতা উত ভেল ১৫ বনস্ফতি ১৬ জথেক ১৭ যুগীজাতি ১৮ সীন্দুর ১৯ গম্মিল ২০ আসীলা ২১ দিশ্টী ২২ পীণ্টী ২৩ খেল ২৪ পরের রকতে পৈর ২৫ পুনি ২৬ দোহ

মৃত্যুবৎ হৈয়া গৃহে করিলু পয়ান।
তোমা দরশন হেতু রাখিয়াছি প্রাণ।
এবে কি বুলিবা বল শুক বিদগধ।
কিবা প্রাণ রাখিবা কি লৈবা স্ত্রীয়া বধ ॥
শুকে বোলে রাণী হেন কহিতে উচিত।
বিষাণে হানিয়া ঘাও পোড়াহ অগ্নিত ॥
তোমা দরশনে মাত্র দৃঢ় শরাঘাতে।
অচেতন মূর্চ্ছাগত পড়িল ভূমিতে ॥
সুগন্ধি চন্দন পুনি ছিটিল হৃদয়ে।
নিদ্রা ভঙ্গ হয় সত্য মূর্চ্ছাভঙ্গ নহে ॥ (জা. ১১)

মূর্চ্ছা সম্বরিয়া যদি জাগিয়া উঠিল।
প্রতি লোমকূপে যেন বিশিখ ফুটিল ॥
আখিযুগ অশ্রুপূর্ণ বহে রক্তধার।
তিতিয়া রাতুল বর্ণ হৈল কান্থা ভার ॥
অরুণ ডুবিয়া রক্তে প্রাতঃবর্ণ হৈল।
পলাশ মঞ্জিষ্ঠা বনপুষ্প রাতা ভেল ॥
রাতুল বসন্ত আর যত বনস্পতি।
রাতুল যাবক আর যত যোগী যতি ॥
সিন্দুরে হিঙ্গুল মেঘ রক্তবর্ণ হৈল।
সবেমাত্র তোমার শরীর না ঘর্মিল ॥
ঘরেত আসিলা ফিরি না করিয়া দিঠ।
একবারে হেন ভাবকেরে দিলা পিঠ ॥ (জা. ১২)

এমত বসন্ত খেল তুমি সে নিষ্ঠুর।
পরের রকতে পৈর শিসেত সিন্দুর ॥
দরশন হেতু যোগী না দেখিয়া পুনি।
দহিয়া মরিতে তবে জ্বালিল আগুনি ॥
হরগৌরী জানিয়া এসব বিবরণ।
সত্বরে আসিয়া দোহ কৈলা নিবারণ ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ বিষাণ—শিঙা
বিশিখ—তীর রাতা—লাল
সবেমাত্র…ঘর্মিল—শুধুমাত্র তোমার দেহ দ্রবীভূত হল না।
ভাবকের দিলা পিঠ—প্রেমিকের দিকে ফিরেও দেখলে না।
পরের…সিন্দুর—অপরের রক্ত দিয়ে মাথার সিন্দুর পরছ।

মন্তব্যঃ একাদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক বিস্তারিত। পদ্মাবতীর মুখে অতীত ঘটনার বিবরণ অনুবাদে থাকলেও মূলে নেই। বরং মূলে শুকের মুখে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। দোহা অংশ যথারীতি বর্জিত। দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ। নিসর্গ রক্তিমার রোমান্টিকতা মূলানুযায়ী। দোহা অংশের শেষ পংক্তিটি অনুসৃত।

উপদেস দিলা উটী[১] গড়ের[২] দুয়ারে।
নৃপতির স্থানে আসি ভিক্ষা মাগিবারে[৩] ॥
দ্বারেত দেখীয়া জুগী লাগাইল কপাট।
ঘর হেটে রহিআছে ন পাইআ বাট ॥
নৃপতির দূতে পুনি না দিল সম্বাদ।
তেকারণে নৃপতি জে[৪] গুনস্ত প্রমাদ ॥
দুক্ষ পাতি লেখীয়া পাটাইল তোমা স্থানে।
জিবন মরন এবে তোমার বচনে[৫] ॥

এথেক[৬] যুনিআ রানি[৭] যুর্ন মনি[৭] আনি।
নিজ করে লেখীলেক দুক্ষের কাহিনি ॥

উপদেশ দিলা উঠি গড়ের দুয়ারে।
নৃপতির স্থানে আসি ভিক্ষা মাগিবারে ॥
দ্বারেত দেখিয়া যোগী লাগাইল কবাট।
গড় হেন্টে রহিয়াছে না পাইয়া বাট ॥
নৃপতির দূতে পুনি না দিল সংবাদ।
তেকারণে নৃপমণি গুণন্ত প্রমাদ ॥
দুঃখ পাতি লিখিয়া পাঠাইল তোমা স্থানে।
জীবন মরণ এবে তোমার বচনে ॥ (জা. ১৩)

এতেক শুনিয়া রাণী স্বর্ণমসী আনি।
নিজ করে লিখিলেক দুঃখের কাহিনী ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ

মহিমা লেখীলা[৮] পুর্ব্বে অনেক প্রনাম তবে
কুষল জানাইলা কিছু সেসে[৯]। *
তোহ্মার রহস্য কথা যুক মুখে যুনি বার্তা
পুজা ছলে গেল[১০] দেখীবার।
দ্রসনে[১১] হরিল চিত্য ভাবে হৈতে মুর্চ্ছিত[১২]
কুল লাজে বিরুধিল[১৩] মোরে।
তুমী হৈলা নিদ্রাগত এই হইল অযুগত[১৪]
সমুচিত[১৫] নহে হেন কর্ম্ম।
ছিটীয়া চন্দন[১৬] জলে অক্ষর লেখীলু ছলে
তথাপিহ ন বুজিল[১৭] মর্ম্ম ॥
ন হইল কায্য সিদ্ধি[১৮] বাঞ্চিত হইল বুদ্ধি[১৯]
লাজ হেতু না কল্য[২০] প্রচার।
জিবন তথাত থুইয়া যুন্য[২১] অব ২ লৈয়া
চলি আইলু[২২] গৃহে আপনার ॥

১ উট ২ ঘরের ৩ মাগীবারে ৪ নৃপমনি ৫ চরনে ৬ একথা ৭ স্বর্ণ্য মসী ৮ লেখীআ ৯ লেস ১০ গেলুম

* এরপর বর্জিত চরণটি 'বা' পুঁথিতে এইরূপ—
লেখী প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ ভাগ
কার্জ্জ ভাগ জানাইলা সেসে।

১১ দরসে ১২ বিমুহিত ১৩ বিরাদিল ১৪ অজগত ১৫ যুমুচিত ১৬ ছিড়িয়া নয়ান ১৭ না বুজিলাম ১৮ না হইল কার্জ্জ সীদ্ধি ১৯ বিধি ২০ কৈলুম ২১ সৈন্য ২২ আইলুম

মহিমা লিখিয়া পূর্বে অনেক প্রণাম তবে
কুশল জানাই কিছু লেশ।
লিখি প্রেম অনুরাগ বিরহ বৈরাগ্য ভাগ
কার্যভাগ জানাইলা শেষ ॥
তোমার রহস্য কথা শুক মুখে শুনি বার্তা
পূজা ছলে গেলুঁ দেখিবারে।
দরশে হরিল চিত ভাবে হৈল মোহিশ্চত
কুললাজে বিড়ম্বিল মোরে ॥
তুমি হৈলা নিদ্রাগত কার্যে হৈলা অযোগ্যত
সমুচিত নহে হেন কর্ম।
ছিটিয়া চন্দন জলে অক্ষর লেখিলু ছলে
তথাপিহ না বুঝিলা মর্ম ॥
না হৈল কার্যসিদ্ধ বঞ্চিত হইল বিধি
লাজ হেতু না কৈলু প্রচার।
জীবন তথাত থুইয়া শূন্য অবয়ব লইয়া
চলি আইলুঁ গৃহে আপনার ॥

মন্তব্য : ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিবরণধর্মী। মূলে আছে পূর্ব ঘটনার ইঙ্গিত। অনুবাদে শুকমুখে তা বিস্তারিত। দোহা অংশটি স্তবকশেষে অনূদিত হয়েছে। মূলের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ স্তবক দুটি আলাওল সম্পূর্ণই বর্জন করেছেন। বর্জিত স্তবক দুটির প্রথমটিতে শুকের মুখে রাজার বিরহজ্বালার অপ্রশমিত বেদনার কথা আছে আর দ্বিতীয়টিতে পদ্মাবতীর মুখে রাজার প্রেম-যোগের যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে প্রেমের আদর্শের কথা আছে। আলাওল এ সমস্ত ভাবানুভূতি ও প্রেমতত্ত্বের কথা বাদ দিয়ে পরবর্তী ঘটনাবৃত্তে প্রবেশ করেছেন। ষোড়শ স্তবকটির প্রথম দু লাইন আলাওল পয়ারে অনুবাদ করেছেন। স্তবকের অবশিষ্টাংশ আছে ত্রিপদীতে। সোনার কালি দিয়ে পত্রলিখনের ঘটনাটি মূলানুগ কিন্তু পদ্মাবতীর ঘামে ভিজে যাওয়ার কথাটা অনুবাদে নেই।

জে কিছু কহিল হরে মনেত শ্বরিয়া তারে
উটী আসি ঘরের উপায়[১] ।
দুয়ার ন পাও জবে সিংগ দিয়া আইস[২] তবে
ব্রেথা না হইব হর বর[৩] ।।
জদি কর প্রানপন পাইবা বাঞ্ছিত ধন
দুই ভাবে নহে সিদ্ধি মত ।
শর্ব্বাত্র[৪] তাহার লাভ জেই ভাবে অনুভাব[৫]
যুচিরন্দ্রে চালাএ পর্ব্বত ।।

যে কিছু কহিল হরে মনেত স্মরিয়া তারে
উঠ আসি গড়ের ভিতর ।
দুয়ার না পাও যবে সিন্ধ দিয়া আইস তবে
ব্যর্থ না হইব হর বর ।।
যদি কর প্রাণপণ পাইবা বাঞ্ছিত ধন
দুই ভাবে নহে সিদ্ধি মত ।
সর্বত্র তাহারে ভাব যেই ভাবে এক ভাব
সুচিরন্ধ্রে চালায় পর্বত ।। (জা. ১৬)

বিদগদ সিরুমনি[৬] রসীক নাগর গুনি
শ্রীযুত[৭] মাগন সথ্য নিধি ।
ধর্ম্ম বৃক্ষ দান ফল করি অতি ঝলমল
লোকের মনে[৮] হৈতে সিদ্ধি ।।
তাহান পিরিতি রসে চন্দন তুলন রসে[৯]
বস হৈল গুনিগন মন ।
হিন আলাঅল বানি সরস[১০] পয়ার খানি
পদে ২ অমৃত সিঞ্চন[১১] ।। *

বিদগধ শিরোমণি রসিক নাগর গুণী
শ্রীযুত মাগন সত্যনিধি ।
ধর্ম-বৃক্ষে দান ফল করে অতি ঝলমল
লোকের মানস হয় সিদ্ধি ।।
তাহান পিরীতি রসে চন্দন-তুলন যশে
বশ হৈল গুণিগণ-মন ।
হীন আলাওল বাণী সুরস পয়ার খানি
পদে পদে অমৃত সিঞ্চন ।।

রাগ যমক ছন্দ

সজল নয়নে যুকে[১২] পত্র সমর্পিল ।
মনের রহাস্য পুনি কহিতে লাগিল ।।
মোর মনুরথ জথ তোমার বিদিত ।
কথেক কহিব তুমী আপনে পন্ডিত ।।
জেন মত কহিআ রাজারে কল্যা যুগী ।
তেমত[১৩] করিলা[১৪] মোরে বিরহ বিউগী ।।
এবে জদি হএ মোর এই কায্য টীত[১৫] ।
তোমার উপরে মোর বধ যুনিশ্চীত ।।
জেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি ।
জিবনে মরনে আমি তাহান সংগতি ।।

সজল নয়নে কন্যা পত্র সমর্পিল ।
মনের রহস্য পুনি কহিতে লাগিল ।।
মোর মনোরথ যত তোমার বিদিত ।
কতেক কহিব তুমি আপনে পন্ডিত ।।
যেন মতে কহিয়া রাজারে কৈলা যোগী ।
তেন মতে কৈলা মোরে বিরহ বিয়োগী ।।
এবে যদি হয় এই কার্য বিঘটিত ।
তোমার উপরে মোর বধ সুনিশ্চিত ।।
যেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি ।
জীবনে মরণে আমি তাহান সংগতি ।।

১ ভিতর ২ উট ৩ ব্রেথা নহে হরের বচন ৪ সর্ব্বত্রে ৫ একভাব ৬ বিদগত সীরমনি ৭ ছিরিজোত ৮ মানস ৯ জসে ১০ যুরস ১১ সিঞ্চ * এরপর বা পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তির পুষ্পিকা—

দানে মানে কর্নবির ধৈর্জ্জকত জ্ঞানে ধির
হেন মত হএ কামদর আলি ।
খুদ্র বুদ্ধি অল্পজ্ঞান আবুল হোচনে জান
পোস্তক লেখীল পয়াকলি ।।

১২ যানি ১৩ তেনমতে ১৪ কৈল্যা ১৫ এবে জদি হএ এই কার্জ্জ বিঘটিত

মন্তব্য : ষোড়শ স্তবকের ত্রিপদী অনুবাদে পত্রলিপির মূল কথাগুলি মূলানুগত হলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। মূলে সোনা ও সোহাগার বৈদগ্ধ্যময় প্রতীকটি অনুবাদে নেই, তার বদলে এসেছে বঙ্গীয় পত্রলিখন পদ্ধতির প্রয়োগ অর্থাৎ কুশলসংবাদ ও প্রণাম নিবেদন ইত্যাদি। মূলে আছে শিবমন্দিরে মিলনকালে শঙ্ক করে গাঁটছড়া না বাঁধার জন্য রত্নসেনের কাছে পদ্মাবতীর অনুযোগ, অনুবাদে প্রসঙ্গটি বাদ গেছে। মূলে আছে পদ্মাবতী রত্নসেনের প্রথম শুভদৃষ্টিক্ষণে রত্নসেনের মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার জন্য সখীদের কাছে পদ্মাবতীর লজ্জার কথা, অনুবাদে আছে পদ্মাবতীর কুললজ্জার প্রসঙ্গ। মূলে আছে সূর্য হয়ে রত্নসেনকে দুর্গে উঠে আসার আমন্ত্রণ, অনুবাদে সিঁধ কেটে আসার নিমন্ত্রণ।

এথেক ষুনিয়া ষুক চলিল তুরিত[1] ।
শত্তর[2] গমনে গেল নৃপতি বিদিত[3] ।।
পদুত্তর পাট আনি দিল নৃপ করে[4] ।
পরসে পুলকে অংগ আনন্দ নির্ভরে ।।
পৃওথমা পত্র সথ্য[5] অর্ধ্দ দরসন ।
হৃদএ উপরে থুইল করিয়া জত্তন ।।
অগ্নি সম উশ্ব[6] হইল হৃদয় আনলে ।
দহন তরাসে[7] থুইল নয়ন সজলে ।।
নয়ানের জলে পত্রাক্ষর[8] নষ্ট হএ ।
তপন হইতে পুনি থুইল হৃদএ ।।
এই মতে পুনি ২ হৃদয় নয়নে ।
প্রিএ[9] পত্র রাখীলেক পরম জত্তনে ।।
মস্থক উপরে থুইলে দেখন ন জাএ ।
পরম জত্তনে প্রান মাজে থুইতে চাহে ।।
পরানের পরে[10] থুইতে পন্ত ন পাইয়া ।
মস্থকে রাখীল পত্র মনেত ভাবিয়া ।।

পুনি[11] ষুকে কহে ষুন নৃপ অধিপতি ।
তোমাত[12] অধিক স্নেহ ভাবে পদ্মাবতি ।।
সহজে অবলা জাতি[13] কুলসিল লাজ ।
তেকারনে বেকত করিতে নারে কাজ ।।
গুরুর আদেসে সিস্য চলহ তুরিত ।
আকাসে উটীলে[14] চন্দ্র পাইবা নিশ্চিত ।।
জদ্যাপি[15] সংকট আছে তাত নাহি ডর ।
পুষ্ফর কন্টক ত্রাস[16] ন পাব[17] ভোমর ।।
প্রেমভাবে আনলেত পরএ পতংগ ।
দুক্ষ অবসেসে প্রাপ্তি হএ ষুক রংগ ।।

১ সত্তর ২ তুরিত ৩ গোচর ৪ পদুত্তর পাতি দিল নৃপতির করে ৫ সৈত্তে ৬ উস্বা ৭ তারসে ৮ পত্র অক্ষর ৯ প্রিআ ১০ মাজে ১১ প্রান ১২ তোমার ১৩ জান ১৪ উলিলে ১৫ অদ্যাপী ১৬ দেখী ১৭ ফিরে

এতেক শুনিয়া শুক চলিল সত্বর ।
ত্বরিত গমনে গেল নৃপতি গোচর ।।
পদুত্তর পাতি আনি দিল নৃপ-করে ।
পরশে পুলকে অংগ আনন্দ বিভোরে ।।
প্রিয়তমা-পত্র সত্য অর্ধ দরশন ।
হৃদয় উপরে থুইলা করিয়া যতন ।।
অগ্নিসম উষ্ণ হৈল হৃদয় আনলে ।
দহন তরাসে থুইল নয়ানের জলে ।।
নয়নের জলে পত্রাক্ষর নষ্ট হয় ।
তপত হৈতে পুনি থুইল হৃদয়ে ।।
এই মতে পুনি পুনি হৃদয় নয়নে ।
প্রিয়া-পত্র রাখিলেক পরম যতনে ।।
মস্তক উপরে থুইলে দেখন না যায় ।
পরম যতনে প্রাণ মাঝে থুইতে চায় ।।
পরাণের মাঝে থুইতে পন্থ না পাইয়া ।
মস্তকে রাখিলা পত্র মনেত ভাবিয়া ।।

পুনি শুকে কহে শুন নৃপ অধিপতি ।
তোমার অধিক স্নেহ ভাবে পদ্মাবতী ।।
সহজে অবলা জাতি কুলশীল লাজ ।
তেকারণে বেকত করিতে নারে কাজ ।।
গুরুর আদেশে শিষ্য চলহ ত্বরিত ।
আকাশে উঠিলে চন্দ্র পাইবা নিশ্চিত ।।
যদ্যাপি সংকট আছে তাতে নাহি ডর ।
পুষ্পের কণ্টকত্রাসে না ফিরে ভ্রমর ।।
প্রেম ভাবে আনলেত পড়য় পতংগ ।
দুঃখ অবশেষে প্রাপ্তি হয় সুখরংগ ।। (জা. ২০)

মন্তব্য : মূলের সপ্তদশ অষ্টাদশ স্তবকে আছে প্রণয়লিপির অনুবৃত্তি। আলাওল তা বর্জন করে যে অতিরিক্ত স্তবক যোজনা করেছেন তাতে আছে শুকের প্রতি পদ্মাবতীর একান্ত নির্ভরতা। মূলের ঊনবিংশ স্তবকের পরিবর্তে অনুবাদে যে নতুন স্তবকটি আছে তার কিছুটা মূলের একুশ স্তবক থেকে গৃহীত। মূলের একুশ স্তবকে আছে পদ্মাবতীর পত্রটি রাজমস্তকে রাখার চিত্র। কিন্তু অনুবাদ স্তবকে রাজার বুকে এবং মাথায় রাখার মধ্যে চিত্তব্যাকুলতা প্রকাশিত। আলাওলের বিংশ স্তবকের অনুবাদটিও অনেকটাই মূল-বহির্ভূত। মূলে আছে শুক কর্তৃক পত্রদান এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে অচিরাৎ মিলিত হবার জন্যে শুক নির্দেশ। দোহা অংশে পত্রের সংক্ষিপ্ত প্রেম আহ্বান, কিন্তু অনুবাদে আছে পদ্মাবতীর কুললজ্জার কথা বলে শুক কর্তৃক নানা অলংকারে পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেনকে মিলিত হবার জন্য নির্দেশ। দোহা অংশটির প্রেমালাপ অনুবাদে অনুপস্থিত।

নৃপতি কহিল ষুক যুনহ বচন।
কন্টে আসি রহি ছিল[১] আমার জিবন ॥
তোমার উত্তর লাগী ছিল প্রান সেস।
এবে সথ্য জানিলু[২] গুরুর উপদেষ ॥
গুরু কৃপা থাকিলে প্রশন্ন[৩] হএ বিধি।
দুস্কর ষুশম হএ অসাধিত শিদ্ধি[৪] ॥
কহিতে ২ নৃপ আনন্দ জানিল[৫]।
ভাব রশে ভরে অংগ[৬] লোমাঞ্চিত হৈল ॥
কান্হার[৭] অন্তরে যুগী অংগনাস পাএ[৮]।
ভাব রস অন্তে ভাব কেসে[৯] পাতিআএ ॥
জথা পৃওথমা[১০] প্রান দেয় বলিদান।
পদে কিবা কায্যকর ললাট পয়ান ॥

দিনমনি অস্ত জদি[১১] সন্ধ্যাভ্রস্ট হইল[১২]।
হর বাক্য[১৩] মনে ভাবি[১৪] সত্তরে চলিল ॥
উনমত্ত অংগ[১৫] জেন চলএ সম্মুখে।
উগু নিচ খাল কূপ এক নাহি দেখে ॥
দেখীয়া বিকট পন্ত নাহি[১৬] মন ভংগ।
ধিরে ২ সীস্য সব চলিলেক সংগ ॥
দ্বারেত আসীয়া দেখে বজ্রের কপাট[১৭]।
জত্ন করি যুগীগনে ন পাইল বাট ॥
সমস্ত রজনি কেহ ন য়াইল[১৮] নিন্দ।
সামাইল যুগীগন ঘরে দিয়া সিন্দ ॥
হেনকালে বিবাবরি[১৯] সন্ত[২০] ভেল ভোর।
মোহাশব্দ[২১] হৈল সিংগ[২২] দিয়া আইল চোর ॥

১ আছে ২ সৈত্ত জানিলুম ৩ প্রসৈন্য ৪ অসাদিত সীদ্ধি ৫ জন্মিল ৬ ভাব রস ভাব অঙ্গ ৭ কাতর ৮ হএ ৯ কনে ১০ প্রিতুমা ১১ গেল ১২ ভেল ১৩ বাক্ক ১৪ ধরি ১৫ অন্ধ ১৬ নএ ১৭ কপট ১৮ না পাইল ১৯ দিবাবরি ২০ সান্ত ২১ মহাসন্দ ২২ সীঙ্গ

নৃপতি কহিল শুক শুনহ বচন।
কন্ঠে আসি রহিছিল আমার জীবন ॥
তোমার উত্তর লাগি ছিল প্রাণশেষ।
এবে সত্য জানিলুম গুরু উপদেশ ॥
গুরু কৃপা থাকিলে প্রসন্ন হয় বিধি।
দুস্কর সুষম হয় অসাধিত সিদ্ধি ॥
কহিতে কহিতে নৃপে আনন্দ জন্মিল।
ভাব রসে ভরে অংগ রোমাঞ্চিত হৈল ॥
কান্থার অন্তরে যোগী অংগ না সামায়।
ভাব রস অন্তে ভাব কনে পাতিয়ায় ॥
যথা প্রিয়তমা প্রাণ দেই বলিদান।
পদে কিবা কার্যকর ললাটে পয়ান ॥ (জা.২১)

দিনমনি অস্তে যদি সন্ধ্যাগম হৈল।
হরবাক্য মনে ভাবি সত্বরে চলিল ॥
উনমত অন্ধ যেন চলয় সমুখে।
উচ্চ নীচ খাল কূপ এক নাহি দেখে ॥
দেখিয়া বিকট পন্থ নাহি মন ভংগ।
ধীরে ধীরে শিষ্য সব চলিলেক সংগ ॥
দ্বারেত আসিয়া দেখে বজ্রের কপাট।
যত্ন করি যোগীগণে না পাইল বাট ॥
সমস্ত রজনী কেহ না আইল নিন্দ।
সামাইল যোগীগণ গড়ে দিয়া সিন্ধ ॥
হেনকালে বিভাবরি অন্ত ভেল ভোর।
মহাশব্দ হৈল সিন্ধ দিয়া আইল চোর ॥ (জা.২২)

শব্দার্থ টীকা : দুস্কর সুষম—দুঃসাধ্য কর্মও সহজ হয়
অঙ্গ না সামায়—দেহ স্থির হয় না
সামাইল—প্রবেশ করল।

মন্তব্য : একুশ স্তবকের অনুবাদও বক্তব্যে মূলের সংগে এক হলেও প্রকাশভংগীতে মূল থেকে পৃথক। মূলে আছে রত্নসেনের নবদেহে বসন্ত জাগরণের কথা। পবননন্দন হনুমানের ন্যায় তাঁর দেহবিক্রম এবং চন্দ্রোৎসুক চকোরের ন্যায় তাঁর চিত্তজাগরণের প্রসংগ। অনুবাদে এর পরিবর্তে আছে গুরুকৃপা এবং গুরু উপদেশ মহিমার কথা। হৃদয়ের উল্লাসবশতঃ দেহের রোমাঞ্চ কম্পনে মূলে সেখানে যোগীর কাঁথা টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেছে অনুবাদে সেখানে কাঁথার অন্তরালে যোগীর অংগকম্পনটুকুই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য দোহা অংশটি স্তবকশেষে সঠিক ভাবেই অনূদিত। বাইশ স্তবকের অনুবাদে যোগীদের অভিযান বর্ণনার মধ্যেও মূলের সংগে কিছুটা পার্থক্য ঘটেছে। মূলে রত্নসেনের অভিযান কুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে মূলত জলপথে—কিছুটা অলৌকিক যোগাভিযান—এইজন্য গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রসংগ এসেছে। কিন্তু অনুবাদের অভিযান অনেক সংক্ষিপ্ত এবং লৌকিক; উঁচু নীচু স্থান ও খাল কূপ পেরিয়ে স্থলাভিযান। গুরু সহায়তার কথা নেই। দোহা অংশটি অবশ্য উপস্থিত।

গন্ধর্বসেন-মন্ত্রী খণ্ড

নৃপতির আগে লোকে করিল গোহার ।
সিংগ দিয়া আইল যুগী ঘরের মাজার ॥
মন্ত্রি সব পন্ডিত পুছিল নৃপ তবে[১] ।
কেমন বেবস্তা তার বোল তুমী সবে ॥
সিংগ দিয়া ঘরে জদি[২] তস্কর উঠএ[৩] ।
এমত যুগীরে কিবা[৪] করিতে জুয়াএ ॥
কহিলা পন্ডিত সবে সাস্ত্র বিধি রিত[৫] ।
নৃপ আগ্গা ভংগে সাস্তি করিতে উচিত ॥
নৃপতির আংগা লংগি সিংগ দিয়া উটে ।
তস্করের সাস্তি তার কিছু নাহি টুটে ॥
কাএ সিদ্ধি[৬] দেব সব যুগীর[৭] একান্ত ।
সনোস[৮] ন হৈলে মাত্র তস্কর স্তারন্ত[৯] ॥

বন্দু[১০] নামে মহামন্ত্রি কর জোর করি ।
কহিলা নৃপতি স্থানে সংখ্যা[১১] পরিহরি[১২] ॥
যুগী হইয়া জেই জনে করে হেন কর্ম্ম ।
বধিতে উচিত নহে লইয়া বিনি মর্ম্ম[১৩] ॥
জদি বা নৃপতি সন্য[১৪] নাহি পরিমান ।
সিন্ধার সাক্ষাতে সথ্য সেকেত[১৫] সমান ॥
কদাচিত ভএ নাহি সিন্ধের সরিরে ।
খর্গ দেখী স্বইশ্চাএ[১৬] গিম নম্র করে ॥
সিস্যগণ সংগে আইল অসম শাহাস[১৭] ।
অবজ্ঞা[১৮] করিতে মনেত নহি আইসে ॥
হেন নিতি আছে নিবেদেও মোহারাজ[১৯]
জমুক আহেরে জাই সিংগেরাজ সাজে[২০] ॥
একবার যুগীরে মারিতে অনুচিত ।
প্রথমে বুজিব[২১] তার কেমত[২২] চরিত ॥

নৃপতির আগে লোকে করিল গোহার ।
সিন্ধ দিয়া আইল যোগী গড়ের মাঝার ॥
মন্ত্রীগণ ডাকি নৃপ পুছিলেক তবে ।
কেমত ব্যবস্থা তার বোল তুমি সবে ॥
সিন্ধ দিয়া গড়ে উঠে তস্করের প্রায় ।
এমত যোগীরে কিবা করিতে জুয়ায় ॥
কহিল পন্ডিত সবে শাস্ত্রবিধি রীত ।
নৃপ-আজ্ঞা ভংগে শাস্তি করিতে উচিত ॥
নৃপতির-আজ্ঞা লংঘি সিন্ধ দিয়া উঠে ।
তস্করের শাস্তি তার কিছু নাহি টুটে ॥
কায়াসিদ্ধি দেববশ যোগের একান্ত ।
সন্ন্যাসী না হৈলে মাত্র তস্কর নিতান্ত ॥ (আ. ১)

রত্ন নামে মহামন্ত্রী করজোড় করি ।
কহিল নৃপতি স্থানে শংকা পরিহরি ॥
যোগী হৈয়া যেই জনে করে হেন কর্ম ।
বধিতে উচিত নহে না লইয়া মর্ম ॥
যদি বা নৃপতি সৈন্য নাহি পরিমাণ ।
সিন্ধার সাক্ষাতে সত্য মর্কট সমান ॥
কদাচিত ভয় নাহি সিন্ধার শরীরে ।
খড়্গ দেখি স্বইচ্ছায় গিম নম্র করে ॥
শিষ্যগণ সংগে আইল অসম সাহস ।
অবজ্ঞা করিতে মনেতে নাহি আশ ॥
হেন রীতি আছে নিবেদিয়ে মহারাজ ।
জম্বুক অহেরে যাইতে সিংহরাজ সাজ ॥
একেবারে যোগীরে মারিতে অনুচিত ।
প্রথমে বুঝিব তার কেমন চরিত ॥ (আ. ২)

১ মন্ত্রি গণ ডাকি নৃপ পুচিলেক তবে ২ উটে ৩ তস্করের প্রাএ
৪ কিনা ৫ কহিলা পন্ডিতে আসী সাস্ত্রের বিদিত ৬ কায়াসীদ্ধি
৭ জোগের ৮ সানাস ৯ তস্করী চারন্ত ১০ রত্ন ১১ সংকা
১২ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

বোলে যুন আএ নির্প মোর নিবেদন ।
কহিতে পারিএ জদি জিবক দান ॥

১৩ না লইলে মর্ম্ম ১৪ জৈম্বাপী নির্পতি সৈন্য ১৫ মর্কট
১৬ সইশ্চাএ ১৭ সাহসে ১৮ অবজ্ঞান ১৯ নিবেদহ' মহারাজ
২০ জেম্বুকে আহার জাইতে সীঙ্গের ষমাজ ২১ বুজন ২২ কেমন

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ মূলানুগত হয়েও কিছুটা ভিন্ন। বিশেষতঃ পন্ডিতদের বিচার বিবেচনার মধ্যে পার্থক্য আছে। মূলে যোগীদের যোগাচার এবং তস্করের চৌর্যবৃত্তির মধ্যে যে সমান্তররেখা টানা হয়েছে অনুবাদে তা অনুপস্থিত। মূলে আছে শূলবিদ্ধ করার নির্দেশ, অনুবাদে কেবল শাস্তিদানের আদেশ। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে নতুনত্ব হল এই যে মূলে পরামর্শদাতা মন্ত্রীর কোনো নাম ছিল না, আলাওল তার নাম দিয়েছেন রত্ন। মূলের যোগীমহিমা কীর্তন অনুবাদে বর্জিত। দ্বিতীয় স্তবকের দোহা অংশটি অনুবাদে একেবারেই অনুপস্থিত।

পাত্রের বচনে নৃপ দিলা অনুমতি ।
সর্ব্বরগ্রে[1] সাজিয়া চলিলা সিগ্রগতি ॥
নৃপতি কুমার ভাগ সেনাপতি গণ ।
জুধ্বভেসে চলিলেক করিয়া সাজন ॥
লক্ষে[2] ২ তুরঙ্গ সহশ্র সংখ্যা[3] হাথি ।
কটী ২ মোহাজুধা চলিল পদাতি ॥
ক্ষেত্রির কুমার সব হাতে ধনুশ্বব ।
অশ্ব গজরোহন চলিলা বহুতর[4] ॥
কার হস্তে ভল্ল[5] ভিন্ডিপাল খর্গ চর্ম্ম ।
আরুহন বাহন[6] অঙ্গেত[7] সব ব্রহ্ম ॥
নানা সব্দে বাদ্য[8] বাজে ধ্বনি কোলাহল[9] ।
সন্য[10] পদভরে খীতি[11] করে টলমল ॥
উর্দ্ধভাগে ইন্দ্র অধে[12] বাষুকি কম্পিল[13] ।
কমটে বসহে ভর ধরনি দলিল[14] ॥
ছত্রপতিগণ ছত্রে ছাইল আকাস ।
ধুলি অন্দকার দিন না দেখী প্রকাস ॥

হেন মতে[15] নৃপতি সাজিল পুর ঠাটে[16] ।
সকোপে[17] সত্তরে আইল যুগীর নিকটে[18] ॥
সন্যের সাজন দেখী সব সীস্যগণে[19] ।
সম্বুদিয়া কহে বথা গুরুর চরনে[20] ॥
ষুন ষুন গুরু আমা সব নিবেদন[21] ।
হস্তি ঘোরা সন্য দেখী সাজন বাজন[22] ॥
ষুদ্ধ ভেস ধরি আইসে সিঙ্গল নৃপতি ।
এই দিন লাগি আমি তোমার সংগতি ॥
ইশ্বরের আপদ আপনা সিরে লএ ।
সেই সে সেবক ধন্য[23] নিতি সাস্ত্র কহে ॥
রাজপুত্র জাতি আমী যুদ্ধে নাহি উন ।
তুমি মোহাসত্ত বিব[24] সংগ্রামে নিপুন ॥
দুই মতে যুদ্ধ ভাব[25] ষুন নরপতি ।
জয় পাইলে কায্যসিদ্ধি[26] মৈলে সর্গগতি ॥
এই মতে আদেস গুরুর জদি পাই ।
আগু হইয়া চএ[27] আমি চালাইতে চাহি[28] ॥
নহেত চোরের মত[29] সকল মরিব ।
বির হইয়া[30] অপমান কেমতে সহিব ॥

১ সর্ব্বারম্ভে ২ লৈক্ষ ৩ মৈক্ষ ৪ অশ্বে গজে আরুহন চলে বহুতর ৫ ভল ৬ বাহনেতে ৭ সঙ্গে ৮ বাদ্ধ ৯ কলাহল ১০ সৈন্য ১১ খেতি ১২ অধে ১৩ কাপীল ১৪ কামটে না সহে ভার ধরোনি দলিল ১৫ হেনমত ১৬ ঠাট ১৭ সোকপে ১৮ নিকট ১৯ গণ ২০ চরন ২১ ধব গুরু আমাব সবের নিবেদন ২২ সৈন্য আইল করিয়া সাজন ২৩ ধৈন্য ২৪ তুমী মহা সত্তগুণে ২৫ ভাল ২৬ কার্য্যসীদ্ধি ২৭ অস্ত্র ২৮ চাই ২৯ মতে ৩০ হই

পাত্রের বচনে নৃপ দিলা অনুমতি ।
সর্বারম্ভে সাজিয়া চলিল শীঘ্রগতি ॥
নৃপতি কুমার সঙ্গ-সেনাপতিগণ
যুদ্ধবেশে চলিলেক করিয়া সাজন ॥
লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ সহস্র সংখ্যা হাতী ।
কোটি কোটি মহাযোদ্ধা চলিল পদাতি ॥
ক্ষেত্রির কুমার সব হাতে ধনুঃশর ।
অশ্ব গজ আরোহণে চলে বহুতর ॥
কার হস্তে ভল্ল ভিন্দিপাল খড়্গ চর্ম ।
আরোহণ বাহনে অঙ্গেত সব বর্ম ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনি কোলাহল ।
সৈন্য-পদভরে ক্ষিতি করে টলমল ॥
উর্ধ্বভাগে ইন্দ্র অধে বাসুকি কম্পিল ।
কমঠে না সহে ভার ধরণী দুলিল ॥
ছত্রপতিগণ ছত্রে ছাইল আকাশ ।
ধূলি অন্ধকারে দিন না দেখি প্রকাশ ॥ (জা. ৩)

হেন মতে নৃপতি সাজিল পূর্ণ ঠাটে ।
সকোপে সত্বরে আইল যোগীর নিকটে ॥
সৈন্যের সাজন দেখি সব শিষ্যগণে ।
সম্বোধিয়া কহে কথা গুরুর চরণে ॥
শুন শুন গুরু আমা সব নিবেদন ।
হাতী ঘোড়া সৈন্য দেখি সাজন বাজন ॥
যুদ্ধবেশ ধরি আইসে সিংহল নৃপতি ।
এই দিন লাগি আমি তোমার সংগতি ॥
ঈশ্বরের আপদ আপনা শিরে লয় ।
সেই সে সেবক ধন্য নীতিশাস্ত্রে কয় ॥
রাজপুত জাতি আমি যুদ্ধে নহি উন ।
তুমি মহা সত্যবীর সংগ্রামে নিপুণ ॥
দুই মতে যুদ্ধ ভাল শুন নরপতি ।
জয় পাইলে কার্যে সিদ্ধি মৈলে স্বর্গগতি ॥
এইমত আদেশ গুরুর যদি পাই ।
আগু হইয়া চক্র আমি চালাইতে চাই ॥
নহেত চোরের মত সকলে মরিব ।
বীর হইয়া অপমান কেমতে সহিব ॥ (জা. ৪)

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুগ । তবে মূলের প্রথমাংশ কোনো কোনো পাঠে অনুজ্ঞাবাচক । কিন্তু অনুবাদে তা সাধারণ বর্ণনা । এছাড়া সংখ্যাবাচক শব্দগুলি অনুবাদে অনির্দেশক কিন্তু মূলে নির্দেশক । মূলের দোহা অংশের প্রথম পংক্তিটি অনুবাদে উপস্থিত । চতুর্থ স্তবকের অনুবাদের মন্তব্য মূলের অনুরূপ, যদিও মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে আমূল পরিবর্তিত ।

এমত বচন জদি সকলে কহিল ।
সন্তের সুমেরু নৃপ তিল না ভুলিল[1] ॥
সিস্যের বচনে গুরু[2] বলিল প্রবোধ[3] ।
প্রেমপন্তে চলিতে উচিত নহে ক্রোধ ॥
ক্ষেমা সে দুল্লব বস্তু সংসারেব সার ।
ক্ষেমাধিক ভাবকের পদ নাহি য়ার[4] ॥
ক্ষেমা[5] সে জলের রূপ জানিও নিশ্চএ ।
জে বস্তু[6] মিশ্রীত করে সেই বর্ন হএ ॥
জদ্যাপি[7] নৃপতি ক্রোধ আনল তুলন ।
জল পরসনে সাম্য[8] হএ হুতাসন ॥
তিখন খর্গ দেখী[9] জলের কিবা হএ[10] ।
ছেদিলে সতেক বার দুই খন্ড নএ ॥
নম্র সির করি সবে যুদৃঢ়[11] আসনে ।
মৈন রূপে প্রভু ভাবি থাক এক মনে[12] ॥
জাহাক[13] মনেত ভাবে সেই সে রক্ষক[14] ।
কি করিতে পারে তবে[15] সহস্র ভক্ষক[16] ॥
যুদ্ধ কল্যে সথ্য ভঙ্গ তাহে সিদ্ধি নাহি ।
সথ্য হোন্তে সর্ব্ব রক্ষা করিব গোসাই ॥

গুরুর বচন শুনি জথ সিস্যগন ।
বসীলেক নম্রসিরে করিআ পোসন[17] ॥
নৃপতি আদেসে সন্য যুগীকে[18] বেড়িল ।
দসে এক ধরি ২ সবাক[19] বান্দিল ।
গলাএ নিগর দিয়া বান্দ কল্য যুগী ।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ হইল বিউগী ॥
নৃপতিক[20] বান্দিতে আইল জথ জন ।
মুহিত হইল শুনি কিন্নর বাজন ॥
জগত আহন রূপ[21] পরম যুন্দর[22] ।
বান্দিবার তরে ন[23] নিস্বরে কার কর ॥
ঈশ্বরের আদেস সহজে অলঙ্গিত ।
জন্ত্রধ্বনি শুনি হস্ত থুই মুকলিত ॥
কটীদেসে ডোর দিয়া করিলা বন্দন[24] ।
হরিস বিসাদ নাহি[25] বিরহির মন ॥

১ সৈন্তের সুমেরু কভু নির্প না টলিলা ২ নৃপ ৩ বুলিল প্রবোদ ৪ খেমাধিক সংসারেতে বস্তু নাই আর ৫ খেমা ৬ বস্তু ৭ জৈন্ধাপী ৮ হন্তে ৯ দেখীলে ১০ ভএ ১১ যুধিব ১২ তাকহ আপনে ১৩ জাহার ১৪ রৈক্ষক ১৫ তারে ১৬ ভৈক্ষক ১৭ করিআ আসন ১৮ যুগীরে ১৯ সবেরে ২০ নৃপতিতে ২১ মোহনরূপ ২২ সৌন্দব ২৩ বান্দিবারে তাকে না ২৪ বান্দন ২৫ নাই

এমত বচন যদি সকলে কহিল ।
সত্যের সুমেরু নৃপ তিল না টলিল ॥
শিষ্যের বচনে গুরু বলিল প্রবোধ ।
প্রেম-পন্থে চলিতে উচিত নহে ক্রোধ ॥
ক্ষেমা সে দুর্লভ বস্তু সংসারের সার ।
ক্ষেমাধিক ভাবকের বস্তু নাহি আর ॥
ক্ষেমা সে জলের রূপ জানিও নিশ্চয় ।
যে বস্তু মিশ্রিত করে সেই বর্ণ হয় ॥
যদ্যপি নৃপতি-ক্রোধ আনল তুলন ।
জল পরশনে শান্ত হয় হুতাশন ॥
তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিলে জলের কিবা ভয় ।
ছেদিলে শতেক বার দুই খণ্ড নয় ॥
নম্রশির করি সবে সুদৃঢ় আসনে ।
মৌনরূপে প্রভু ভাবি থাক এক মনে ॥
যাহারে মনেত ভাব সেই সে রক্ষক ।
কি করিতে পারে তারে সহস্র ভক্ষক ॥
যুদ্ধ কৈলে সত্যভঙ্গ তাহে সিদ্ধি নাই ।
সত্য হোন্তে সর্বরক্ষা করিব গোসাঞি ॥ (জা.৫)

গুরুর বচন শুনি যত শিষ্যগণ ।
বসিলেক নম্রশিরে করিয়া আসন ।
নৃপতি আদেশে সৈন্য যোগীরে বেড়িল ।
দশে একে ধরি ধরি সবাক বান্ধিল ॥
গলায় নিগড় দিয়া বন্দী কৈল যোগী ।
দুঃখের উপরে দুঃখ সহিল বিয়োগী ॥ ॥
নৃপতিক বান্ধিতে আইল যত জন ।
মোহিত হইল শুনি কিংগরী বাজন ॥
জগৎ- মোহন রূপ পরম সুন্দর ।
বান্ধিবার তরে কার না নিঃসরে কর ॥
ঈশ্বরের আদেশ সহজে অলঙ্ঘিত ।
যন্ত্রধ্বনি শুনি হস্ত হৈল স্থগিত ॥
কটিদেশে ডোর দিয়া করিল বন্ধন ।
হরিষ বিষাদ নাহি বিরহীর মন ॥ (জা.৬)

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদের প্রথম দুটি পংক্তি নতুন । সত্যের সুমেরু রূপে রাজার অটল চিত্তের বর্ণনা মূলে নেই । অবশ্য শিষ্যদের প্রতি রাজার উপদেশ এবং অহিংসার আদর্শবাণী মোটামুটি মূলেরই প্রতিধ্বনি । ষষ্ঠ স্তবক থেকে দেখা দিয়েছে মূলের ব্যতিক্রম। মূলে ষষ্ঠ স্তবক থেকে অষ্টম স্তবক পর্যন্ত রাজা রত্নসেনের বিচিত্র প্রেম-প্রলাপ । আলাওল এক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ না করে ঘটনা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন । সিংহলরাজের আদেশে রত্নসেন সহ যোগীদের বন্ধন প্রয়াস এবং রত্নসেনের বাজনা শুনে সকলের মোহগ্রস্ততা ইত্যাদি মূলে নেই ।

মধু বৃষ্টী[১] করে যুগী জন্ত্রের বাজনে[২] ।
অনাঘাত তাল রাগ ষুধা বরিসনে[৩] ।।
ষুনিতে ২ জন্ত্র কার হএ নিদ্রা ।
কেহ ঢলি ২ পরে কার হএ তন্দ্রা ।।
ধন্দ হৈয়া রহিল সরির অতোলিত[৪] ।
চিত্রের[৫] পোর্তলি প্রাএ চেতন রহিত ।।
পাসান সলিল বত ষুক্ষ দারো দ্রবে[৬] ।
সরস জিবন কারি[৭] ষুধারস শ্রবে ।।

নৃপতি গোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন[৮] ।
যুগীর ভিতরে গুরু[৯] আছে[১০] একজন ।।
পরম ষুন্দর[১১] তনু সে তনু নিন্দিত ।
করেত কিনুর বাহে অতি ষুললিত ।।
হেন রূপ হেন জন্ত্র[১২] নহি[১২] ষুনি দেখী ।
সাফল্য হইল আজি ষুনি কন্ন আখী[১৩] ।।
ষুনিয়া আদেস নৃপ করিল তখন ।
আমার সাক্ষাতে আন গুরু কোন[১৪] জন ।।
রাজার আদেস পাই ত্বরিত গমনে ।
রত্নসেন আনিলেক নৃপ বিদ্যমানে[১৫] ।।
নম্রসিরে রহিলেক[১৬] নৃপতি গোচর ।
নক্ষত্র[১৭] বিষ্টীত জেন পুন্ন সসোদর[১৮] ।।
মস্তক[১৯] আপদ[২০] নৃপ নিরিক্ষিল ক্রমে ।
দেখীআ মোহন রূপ রহিল সম্ভ্রমে ।।
মনে অনুমানি রাজা নহে অবধূত ।
উঝল ললাট দেখী নৃপতির ষুত ।।
জবে যুগী হএ গোপিচন্দ্র[২১] কিবা ভোজ ।
সর্ব্বদাএ[২২] উচিত লইতে তার খোজ ।।

মধুর বচনে জিজ্ঞাসিল নৃপবরে ।
যুগীর লক্ষন[২৩] কিছু না দেখী তোমারে ।
কোন উপাদেস[২৪] পাই হৈলা[২৫] দেসান্তরি ।
নিজ কুল সিল জাতি[২৬] কহ দর[২৭] করি ।।
যুগী বোলে প্রচন্ড প্রতাপ মহারাজ ।
ভিক্ষুকের জাতি কুল বিচারি কি কাজ[২৮] ।।
ভিকারির পুত্র আমী ধরি যুগী সাজ ।
ক্রোধ নাহি বান্দিলে নাহিক[২৯] কোন[৩০] লাজ ।।

১ বিষ্টী ২ বাজন ৩ বরিসন ৪ অটলিত ৫ চিত্রের ৬ শুষ্ক দ্রবি দ্রবি ৭ করি ৮ জ্ঞাপনে ৯ যুগী ১০ গুরু ১১ সোন্দর ১২ হেন জন্ত্র হেন রূপ ১২ নাই ১৩ সাফল্য মানিল আজি নিজ কর্ণ আখী ১৪ কন ১৫ বিদ্যমানে ১৬ বসীলেক ১৭ নৈক্ষত্র ১৮ সোসধর ১৯ মস্তক ২০ অপদ ২১ গুপীচন্দ্র ২২ সর্ব্বথাএ ২৩ লৈক্ষন ২৪ কন উপদেস ২৫ হৈচ ২৬ নিজ কুল সীল জাতি/২৭ সৈত্য ২৮ ভিকারির ছএ জাতি কুল কিবা কাজ ২৯ মনেত ৩০ নাহি

মধু বৃষ্টি করে যোগী যন্ত্রের বাজনে ।
অনাঘাতে তাল রাগ সুধা বরিষণে ।।
শুনিতে সুষির যন্ত্র কার হয় নিদ্রা ।
কেহ ঢলি ঢলি পড়ে কার হয় তন্দ্রা ।।
ধন্ধ হই রহিল শরীর অটলিত ।
চিত্রের পুতলি প্রায় চেতনা রহিত ।।
পাষাণ সলিলবৎ শুষ্ক দারু দ্রবে ।
সরস জীবন করি সুধারস স্রবে ।।

নৃপতি গোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন ।
যোগীর ভিতরে গুরু আছে একজন ।।
পরম সুন্দর তনু অতনু নিন্দিত ।
করেতে কিংগর বাজে অতি সুললিত ।।
হেন রূপ হেন যন্ত্র নাহি শুনি দেখি ।
সাফল্য মানিলু আজি নিজ কর্ণ আঁখি ।।
শুনিয়া আদেশ নৃপ করিল তখন ।
আমার সাক্ষাতে আন গুরু কোনজন ।।
রাজার আদেশ পাই ত্বরিত গমনে ।
রত্নসেন আনিলেক নৃপ বিদ্যমানে ।।
নম্রশিরে রহিলেক নৃপতি গোচর ।
নক্ষত্রবেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর ।।
আপাদমস্তক নৃপ নিরখিল ক্রমে ।
দেখিয়া মোহনরূপ রহিল সম্ভ্রমে ।।
মনে অনুমানি রাজা নহে অবধূত ।
উজ্জ্বল ললাট দেখি নৃপতির সুত ।।
যবে যোগী হয় গোপীচন্দ্র কিবা ভোজ ।
সর্বথায় উচিত লইতে তার খোঁজ ।।
(জা. ১-র. শু. খণ্ড)

মধুর বচনে জিজ্ঞাসিল নৃপবরে ।
যোগীর লক্ষণ কিছু না দেখি তোমারে ।।
কোন উপদেশ পাই হৈলা দেশান্তরী ।
নিজ কুলশীল জাতি কহ সত্য করি ।।
যোগী বলে প্রচণ্ড প্রতাপ মহারাজ ।
ভিক্ষুকের জাতিকুল বিচারি কি কাজ ।।
ভিখাবির পুত্র আমি ধরি যোগী সাজ ।।
ক্রোধ নাহি বান্ধিলে মনেত নাহি লাজ ।

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবর্তী স্তবকটি আলাওলের নোতুন সংযোজন । সঙ্গীতপ্রিয় কবি আলাওল রত্নসেনের মোহন সারেঙ্গীধ্বনিতে সর্বচরাচরকে মোহমুগ্ধ করে মূল-বহির্ভূত ঘটনাচমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন । পরবর্তী স্তবকের বিষয়বস্তু পদমাবৎ কাব্যের পরবর্তী অধ্যায় 'রত্নসেন—শূলীখণ্ডের প্রথম স্তবক থেকে গৃহীত ।

মরনেত[১] মুক্তি হেন জার মনে বাসে[২] ।
সাল দেখী সেই চোর মট২[৩] হাসে ।।
প্রেম পন্থে চলি জদি অন্ত নাহি পাএ ।
সেই পন্থে ভাবকের মরিতে য়ুয়াএ ।।
আজি[৪] সে খণ্ডিব জথ মনের উদাস ।
আজি সে প্রিথিবি[৫] তেজি ষর্গেত নিবাষ[৬] ।।
আজি সে টুটীব কায়া পাঞ্জরের বন্দ ।
আজি প্রানপক্ষি মুক্ত ভ্রমিব ষুছন্দ ।।
আজি সে নিয়ম ধর্ম্ম নিবাহ[৭] হইব ।
পুওথমা শ্বরিয়া[৮] আজি প্রান[৯] তেজিব ।।
প্রেমর অবধি আজি পুরিব একান্ত ।
তুরিতে মারিয়া[১০] আমা প্রান কর সান্ত ।।
কি ফল জিজ্ঞাসি মোর কুলসিল কথা ।
এ বলিয়া[১১] হাসে জুগী[১২] করি হেট মাথা ।।
নৃপতি কহিলা জবে ইশ্চিলা মরন ।
জাব প্রতি স্নেহ থাকে করহ শ্বরন ।।
জুগী বোলে নরাধিপ ষুন বিবরন[১৩] ।
সতত গুরুব পদ আছও শ্বরন ।।
আর কেহ নাহি মোর দোসর বান্দব ।
জাহার লাগীয়া সহে[১৪] এ দুক্ষ লাঘব ।।
সেই পদ্মাবতি গুরু আমি সিস্য তার ।
সংসার অসাব জানি সেই মাত্র সাব ।।
বিন্দু ২ হইয়া[১৫] জথ শ্রবিব রকত ।
পদ্মাবতি ২ শ্বরিব বেকত ।।
জথ লোম আছে মোর সরির মাজার ।
সেই নাম বিনু য়ার ন[১৬] লইব আর ।।
জথ নারি য়াছে মোর কায়ার অন্তরে[১৭] ।
তন্ত্র হৈয়া সেই নাম লইব ষুস্বরে[১৮] ।
খন্ড অস্থি রুন্দ্রে মোর পোবন পরসে ।
বাসী[১৯] প্রাএ সেই ধনি বাজিব ষুরসে[২০] ।।
ব্রত[২১] একাদসী মোর সেই নাম জপে ।
তিলেক বিশ্রুতি মাত্র ব্রতভঙ্গ পাপে[২২] ।।

১ মরনের ২ ভাসে ৩ খল২ ৪ আজু (সর্বত্র) ৫ প্রিতিম্বি ৬ সর্গেতে নিবাস ৭ নির্ব্বাহা ৮ প্রিআত্তমা সুরি ৯ জিবন ১০ মারহ ১১ বুলিয়া ১২ য়ুগী ১৩ ষুনহ বচন ১৪ সহি ১৫ হই ১৬ বিনে জান না ১৭ সরির মাজার ১৮ ষুসার ১৯ নাসী ২০ নিসরে ষুসরে ২১ ব্রেত ২২ সাপে

মরণেত মুক্তি হেন যার মনে বাসে ।
শাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে ।।
প্রেম পন্থে চলি যদি অন্ত নাহি পায় ।
সেই পন্থে ভাবকের মরিতে জুয়ায় ।।
আজি সে খণ্ডিব যত মনের উদাস ।
আজি সে সংসার তেজি স্বর্গেত নিবাস ।।
আজি সে টুটিব কায়া পিঞ্জরের বন্ধ ।
আজি প্রাণপক্ষী মুক্ত ভ্রমিব সুছন্দ ।।
আজি সে নিয়ম ধর্ম নির্বাহ হইব ।
প্রিয়তমা স্মরি আজি জীবন তেজিব ।।
প্রেমের অবধি আজি পুরিব একান্ত ।
তুরিতে মারিয়া আমা প্রাণ কর শান্ত ।।
কি ফল জিজ্ঞাসি মোর কুলশীল কথা ।
এ বলিয়া হাসে যোগী করি হেঁট মাথা ।।(জা. ২-ঐ)
নৃপতি কহিলা যবে ইচ্ছিলা মরণ ।
যার প্রতি স্নেহ থাকে করহ স্মরণ ।।
যোগী বলে নরাধিপ শুন বিবরণ ।
সতত গুরুর পদ আছয় স্মরণ ।।
আর কেহ নাহি মোর দোসর বান্ধব ।
যাহার লাগিয়া সহি এ দুঃখ লাঘব ।।
সেই পদ্মাবতী গুরু আমি শিষ্য তার ।
সংসার অসার জানি সেই মাত্র সার ।।
বিন্দু বিন্দু হই যত স্রাবিব রকত ।
পদ্মাবতী পদ্মাবতী স্মরিব বেকত ।।
যত লোম আছে মোর শরীর মাঝার ।
সেই নাম বিনু জান না লইব আর ।।
যত নাড়ী আছে মোর কায়ার অন্তরে ।
তন্ত্র হৈয়া সেই নাম লইব সুস্বরে ।।
খণ্ড অস্থি-রন্ধ্রে মোর পবন পরশে ।
বাঁশী প্রায় সেই ধ্বনি বাজিব সুরসে ।।
ব্রত একাদশী মোর সেই নাম জপ ।
তিলেক বিস্মৃতি মাত্র ব্রতভঙ্গ পাপ ।।(জা.৩-ঐ)

মন্তব্য : বর্তমান স্তবক দুটিও রত্নসেন—শূলীখণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকদ্বয়ের অনুবাদ। অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগ। তবে মূলে যেখানে সমবেত জনগণের সঙ্গে রত্নসেনের কথোপকথন, অনুবাদে সেক্ষেত্রে রাজা গন্ধর্বসেনের সঙ্গে রত্নসেনের উক্তি প্রত্যুক্তি ।

জথেক দিবস আমি গুরু ন চিনিল ।
কটী ২ অন্তপট অন্তরে আছিল ॥
অখনে চিনিল জদি যার কেহো নএ ।
তন মন জিবন[১] সেই সে[২] সর্ব্বমএ ॥
মটু[৩] ২ করিতে পতিত[৪] হএ কায়া ।
সিন্ধপদ[৫] পাইলে কথাতে আছে ছায়া ॥
গুরু সে মারএ আমা গুরু সে জিয়াএ ।
আর কোনে মারিব সরির সর্ব্বথাএ ॥
না বুজিয়া জলে জেন ধাএ অন্দ মিন ।
জল সে জিবন তার জল নাহি চিন ॥
কাষ্টের পোতলি আমী[৬] কল গুরু করে ।
ভিতরে দোলাএ জদি নাচিএ[৭] বাহিরে ॥
গুরু মোর দ্বীপতুল্য[৮] আমী সে পতঙ্গ ।
মস্তকে করাত দিলে না নারিমু[৯] অঙ্গ ॥
এথেক বচন জদি কহিলেক জতি ।
যুনি ক্রোধে অগ্নিতুল্য জলিল নৃপতি ॥
বোলে হিন ধিট[১০] যুগী সহজে অজ্ঞান ।
অনুত্তর দেএ না মাগএ[১১] প্রাণ দান ॥
এমত দুর্মুখ [১২] চোর রাখী নাহি কাজ ।
সিগ্র করি সালে দেও না করিয়া ব্যাজ[১৩] ॥
এথ যুনি[১৪] ধরি যুগী নিল সিগ্রগতি ।
উঞ্চ ধরাহরে থাকি দেখে পদ্মাবতী ॥
আগের রহাস্য সব হইছে গোচর ।
রাহু করে [১৫] যুর পদ্ম হইল ঝামর ॥
যুখ সরে সলিল সকল যুখাইল ।
বিরহ সায়রে সোগ অগস্চা উগিল [১৬]॥
উঝল দিবস[১৭] হৈল তমসি রজনি ।
সঙ্কুচিত হৈল দুখ প্রকাসে[১৮] নলিনি ॥
আনল পিয়ল[১৯] ভেল ডুবি গেল[২০] শ্বাস ।
দন্ত ২ লাগি হৈল জিবন নৈরাস ॥

যতেক দিবস আমি গুরু না চিনিল ।
কোটি কোটি অন্তপট অন্তরে আছিল ॥
এখন চিনিল যদি আর কেহ নয় ।
তনু মন জীবন সেই সে সর্বময় ॥
মুঞি মুঞি করিতে পতিত হয় কায়া ।
সিদ্ধিপদ পাইলে কোথাত আছে ছায়া ॥
গুরু সে মারয় আমা গুরু সে জীয়ায় ।
আর কোনে মারিব শরীর সর্বথায় ॥
না বুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধ মীন ।
জল সে জীবন তার জল নাহি চিন ॥
কাষ্ঠের পুতলি আমি কল গুরু করে ।
ভিতরে দোলায় যদি নাচয়ে বাহিরে ॥
গুরু মোর দীপতুল্য আমি সে পতঙ্গ ।
মস্তকে করাত দিলে না নাড়িমু অঙ্গ (জা. ৭)
এতেক বচন যদি কহিলেক যতি ।
শুনি ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিল নৃপতি ॥
বলে হেন ঢিঠ যোগী সহজে অজ্ঞান ।
অনুত্তর দেয় না মাগয় প্রাণদান ॥
এমত দুর্মুখ চোর রাখি নাহি কাজ ।
শীঘ্র করি শালে দেও না করিয়া ব্যাজ ॥
দশে বিশে ধরি যোগী নিল শীঘ্রগতি ।
উচ্চ ধরাহরে থাকি দেখে পদ্মাবতী ॥
আগের রহস্য সব হইছে গোচর ।
রাহু করে সুর পদ্ম হইল ঝামব ॥
সুখ-সরে সলিল সকল সুখাইল ॥
বিরহ অমরে যদি অগস্ত উগিল ।
উজ্জ্বল দিবস হৈল তামসী রজনী ।
সঙ্কুচিত হইল দুঃখ বিকশে নলিনী ॥
আনল শীতল ভেল ডুবি গেল শ্বাস ।
দন্তে দন্তে লাগি হৈল জীবন নৈরাশ ॥ (জা. ৯,

১ জিব ২ হএ ৩ মুট ৪ পাতিত ৫ সীদ্ধিপদ ৬ মুই ৭ না চিনি ৮ দিপ তুল ৯ লাগীব ১০ হেন ঢেট ১১ দেন্ত না মাগীআ ১২ দোমুখী ১৩ না করি বেয়াজ ১৪ দস বিসে ১৫ কোরে ১৬ বিরহ বিউগ রোগ আগস্থ উগীল ১৭ বিরহ ১৮ বিকাস ১৯ আকল পীয়ম ২০ ডুবিল

মন্তব্য : অতঃপর আলাওল আবার মূলের যথাস্থানে ফিরে এসেছেন । গন্ধর্বসেন-মন্ত্রীখণ্ডের সপ্তম স্তবকেরঅনুবাদে আলাওল দোহাসমেত মূলানিষ্ঠ । কেবল শেষপংক্তিদ্বয় মূলের অষ্টম স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ । মূলের অষ্টম স্তবকের চৌপাঈ অংশের অনুবাদ আলাওলের রচনায় অনুপস্থিত । নবম স্তবকের অনুবাদে অভিনবত্ব লক্ষণীয় । জায়সী যেখানে রত্নসেনের মুখে পদ্মাবতীর নামোচ্চারণ সূত্রে অবলম্বনে হঠাৎ পদ্মাবতীর বিরহলোকে প্রস্থান করেছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে নিজস্ব কাহিনীসূত্র অনুযায়ী রত্নসেনের বন্দীদশা এবং রাজাদেশে রত্নসেনকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় প্রাসাদশীর্ষ থেকে সেই দৃশ্য দেখে পদ্মাবতীর বিরহ ভাবের বর্ণনা করেছেন । বিরহ বর্ণনা যদিও অনেকটাই মূলানুগ, কিন্তু আলাওল এই বিরহের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দিয়েছেন ।

ভূমী নিপাতিত অঙ্গ করে ছটফট ।
সখীগনে দেখী বোলে কি হৈল সঙ্কট ।।
বিরহ অগ্নির পরে[1] অগ্নি প্রজলিত ।
বিরহ ঘাএর মাজে ঘাওর[2] নিশ্চিত ।।
বিরহ দুক্ষের পরে দুক্ষ অতিসএ ।
বিরহ বিসিখ পরে বিসিখ নিশ্চএ ।।
রোগের উপরে রোগ জানিয় বিরহ ।
দোসহ উপরে তত বিরহ দোসহ ।।[3]
সালের উপবে সত্য[4] বিরহ সে[5] সাল ।
কালের উপরে নিষ্ঠা বিরহ সে কাল ।।
জিবন হরিয়া কালে নেএ একবাবে [6] ।
দাবুন বিরহ পুনি মৃত্যুকেরে মারে[7] ।।
প্রবল বিরহ কন্যা[8] হৈল অচেতন ।
আস্তেবেস্তে আসীযা ধরিলা সখীগন ।।

কোন[9] সখী পাক তল্য[10] সিরেত ঢালন্ত ।
কেহ ২ হস্তপদ তল্য ঘরিসন্ত ।।[11]
কেহ আনি অঙ্গে সেঞ্চে[12] সিতল চন্দন ।
বিচনি আনিয়া কেহ[13] দোলাএ পোবন ।।
কোন[14]সখী সিদ্ধ[15] জল আনি দেন্ত মুখে ।
নাসা আগে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস লখে ।।
নানা মতে প্রকার করিলা সখীগন ।
কোন পরকারে[16] কন্যা নাইল[17] চেতন ।।
ক্ষেনে কর পসারএ ক্ষেনে বান্ধে মুট ।
নর্খসিখ[18]ব্যাপিল বিরহ কালকুট ।।
ক্ষেনে চমকিয়া উটে ক্ষেনে ২ চাম্পে[19] ।
ক্ষেনে চক্ষু[20] প্রকাশএ ক্ষেনে পুন ঝাম্পে ।।

ডন্ড[21] এক হেন মত ছিল চন্দ্র গ্রাস[22] ।
পুনি বুদ্ধি ষরি হৈল হৃদয প্রকাশ[23] ।।
ছারিল নিশ্বাস জদি শ্বরি মনে পিও[24] ।
হরসেতে[25]সখীগণ পলটীল জিও[26] ।।

ভূমি নিপাতিত অঙ্গ করে ছটফট ।
সখীগনে দেখি বোলে কি হৈল সঙ্কট ।।
বিরহ অগ্নির পরে অগ্নি প্রজ্বলিত ।
বিরহ ঘায়ের মাঝে ঘাও যে নিশ্চিত ।।
বিরহ দুঃখের পরে দুঃখ অতিশয় ।
বিরহ বিশিখ পরে বিশিখ নিশ্চয় ।।
রোগের উপরে রোগ জানিও বিবহ ।
দুঃখের উপরে তত বিরহ দুঃসহ ।।
শালের উপরে সত্য বিরহ সে শাল ।
কালের উপরে নিষ্ঠ বিরহ সে কাল ।।
জীবন হরিয়া কালে নেন্ত একবারে ।
দারুণ বিরহ পুনি মৃত্যুকেরে মারে ।।
প্রবল বিরহে কন্যা হৈল অচেতন ।
আস্তে ব্যস্তে আসিয়া ধরিল সখীগণ ।। (জা.১০)

কোন সখী পাক তৈল শিবেত ঢালেন্ত ।
কেহ কেহ হস্তে পদে তৈল ঘরিসেন্ত ।।
কেহ আনি অঙ্গে সিঞ্চে শীতল চন্দন ।
বিচনী আনিয়া কেহ দোলায় পবন ।।
কোন সখী শুদ্ধ জল আনি দেন্ত মুখে ।
নাসা আগে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস লখে ।।
নানামত প্রকার করিলা সখীগণ ।
কোন পরকারে কন্যা না হৈল চেতন ।।
ক্ষেনে কর প্রসারয় ক্ষেনে বান্ধে মুট ।
নর্খশিখ ব্যাপিল বিরহ কালকুট ।।
ক্ষেনে চমকিয়া উঠে ক্ষেনে ক্ষেনে কাম্পে ।
ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পুন ঝাম্পে ।। (জা.১১)

দন্ড এক হেনমত ছিল চন্দ্রগ্রাস ।
পুনি বুদ্ধি স্মরি হৈল হৃদয় প্রকাশ ।।
ছাড়িল নিঃশ্বাস যদি স্মরি মনে পিউ ।
হরষিত সখিগণ পলটিল জিউ ।।

১ বিরহের অগ্নিএ ২ ঘাও জে ৩ দুক্ষের উপরে বিরহ দুক্ষ সহ ৪ সাল ৫ বিরহের ৬ নেন্ত একবার ৭ মার ৮ কৈন্যা ৯ কন ১০ তৈল ১১ তালু ঘরিসেন্ত ১২ ছিডে অঙ্গে ১৩ চামর লইআ কেহো ১৪ কন ১৫ শুদ্ধ ১৬ প্রকারে ১৭ কৈন্যা না হৈল ১৮ নৈক্ষাপর ১৯ কাম্পে ২০ চৌক্ষ ২১ দন্ড ২২ গ্রাসে ২৩ প্রকাসে ২৪ মনে ভাবি পীউ ২৫ হরসীত ২৬ জিউ

মন্তব্য : দশম স্তবকে বিরহিণী পদ্মাবতীকে নিয়ে সখীদের নক্ষত্র গুণে রাত্রি অতিবাহনের কথা আছে, অনুবাদে তা বর্জিত হয়েছে। সখীদের রোদনের কথাও অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি অনুবাদে বাদ গেছে। একাদশ স্তবকে সখী পরিচর্যার বর্ণনায় মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য ঘটেছে। অনুবাদে পদ্মাবতীর মাথায় ও পায়ে তৈল-ঘর্ষণের কথা আছে, মূলে তা নেই। মূলের দোহা অংশের অনুবাদ নেই। মূলে আছে দশমী দশা, অনুবাদে চেতনালাভ।

দেখীলেক সখীগনে গ্রহন খন্ডিল।
কান্দিতে ২ সবে কহিতে লাগীল।।
তোর মুখচন্দ্র জোতে জগত প্রকাশ।
তিলেকে মলিনে আমি হইল নৈরাস।।[১]
ক্ষেনে মাত্র দেখীল দসমী দশ রিত।
মিহির প্রকাসে জেন কমল মুদিত।।
গজগতি সিংহ কটী মহাগর্ব্বধারি।
মানমতি কুলবতি নৃপতি কুমারি।।
জগত মুহিত হএ তোমার দেখীআ।
তুমী অচেতন হও কিসের লাগীয়া।।
এথা নৃপতির সব লক্ষিয়া চরিত।
সিগ্রে আইলা হিরামনি কুমারি বিদিত।।
হিরামনি দেখী উটী বসীলা যুবতি।
কণ্ঠেত লাগাই যুক করএ কাকুতি।।*

১ বর্তমান পরিচ্ছেদে এর পরবর্তী অংশ 'বা' পুথিতে খণ্ডিত।
* হাবিব সংস্করণ, সত্যেন্দ্রসংস্করণ ও শহীদুল্লাহ সংস্করণে এর পরে একটি গীতের উল্লেখ আছে যা পুঁথিতে নেই। গানের প্রথম দিকের হেঁয়ালী দুর্বোধ্য।

সারঙ্গ অরির হিত তাহান বান্ধব মিত
তার সুত প্রচন্ড প্রতাপ।
তাহার তনয় পতি মুনির সে সুসন্ততি
তান রিপু আমা দিল শাপ।।
সখী হে মোব বাক্য কর অবধান।
ভুবন দুগুনে করি তাহাতে তপন পুরি
তার অর্দ্ধ করিমু যে পান।।

দেখিলেক সখিগণ গ্রহণ খন্ডিল।
কান্দিতে কান্দিতে সবে কহিতে লাগিল।।
তোর মুখচন্দ্র জ্যোতি জগৎ প্রকাশ।
তিলেক মলিনে আমি হৈলু নৈরাশ।।
ক্ষেনে মাত্র দেখিল দশমী দশা রীত।
মিহির প্রকাশে যেন কমল মুদিত।।
গজগতি সিংহকটি মহাগর্ব্বধারী।
মানমতী কুলবতী নৃপতি কুমারী।।
জগৎ মোহিত হয় তোমারে দেখিয়া।
তুমি অচেতন হও কিসের লাগিয়া।।
এথা নৃপতির সব লক্ষিয়া চরিত।
শীঘ্র আইল হীরামণি কুমারী বিদিত।।
হীরামণি দেখি উঠি বসিলা যুবতি।
কণ্ঠেত লাগাই শুক করয় কাকুতি।। (জা.১২)

রাগ : দীর্ঘ ছন্দ

সারঙ্গ অরির হিত তাহান বান্ধব মিত
তার সুত প্রচন্ড প্রতাপ।
তাহার তনয় পতি মুনির সে সুসন্ততি
তান রিপু আমা দিল শাপ।।
সখী হে মোর বাক্য কর অবধান।
ভুবন দুগুনে করি তাহাতে তপন পুরি
তার অর্ধ করিমু যে পান।।

শব্দার্থ টীকা : ভুবন⋯পান—বিষ পান
ভুবন দুগুনে = ১৪ × ২ = ২৮
তপন = দ্বাদশ আদিত্য = ১২

৪০ ÷ ২ = ২০ বা বিশ

মন্তব্য : দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ। কেবল মূলের ত্রয়োদশ চতুর্দশ পংক্তিদুটি ও দোহা অংশটি অনুবাদে বাদ গেছে। তার পরিবর্তে অনুবাদে যে ঘটনাক্রম আছে, তা মূল থেকে পৃথক। মূলে ত্রয়োদশ স্তবকের শেষে বিরহিণী পদ্মাবতী সখীকে অনুরোধ করেছে গুরুকে ডেকে আনার জন্য, চতুর্দশ স্তবকে ধাত্রীর আহ্বানে হিরামনের আগমন হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বাদশ স্তবকের শেষে নিজেই শুক পদ্মাবতীর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আলাওল মূলের ত্রয়োদশ স্তবকের বিরহ ভাবাবেগ বর্ণনাটি বর্জন করেছেন।

শ্রী গান্ধার কহু রাগ ত্রিছন্দ

তুমী পাক্ষি প্রিওথম কংকট কল্যা যুসম ।
সে ষব রহ হাস্য বিঘটীত হইয়া
কি লাগী হইল বিসম ॥
যুন যুক প্রাণ আমার মিন্নতিবে । (ধুয়া)
কহিও নৃপতি আগে মোব মন অনুরাগে ।
জে সকল বিস তাহার শরিবে
আমাব পবাণ আগে ॥
কটীন বিরহ জাল প্রাণের নিকটে কাল ।
ত্রিলেক মাজাবে ব্যক্ত না কবিযা
ঘন ২ হানে সাল ॥
পুর্ব্বতপ ফুলান্তব মিলিল জে যোগ্য বর ।
হেন কাযা হিত কল্য বিপবিত
হৈযা বিধি পামব ॥
কি বুদ্ধি বোলহ কবিমু কেমতে প্রাণ ধরিমু ।
বিচ্ছেদ আনল হৈল প্রবল
আপনা হানিযা ধরিমু ॥
মনেত কল্য বিচার উপাএ না দেখী আর ।
প্রভুব জে গতি হৈব সমপ্রতি
সেই সে গতি আমার ॥
প্রেমে রসময় নিধি ষরূপ গুণ অবধি ।
হেন বস্তবর দেখাইয়া মোরে
কি লাগী বঞ্চিল বিধি ॥
আমার পিরিতি লাগি নৃপতি হইলা যুগী ।
মৃত্তুকালে জদি নাহো এক গতি
হইমু বধের ভাগী ॥
প্রভুর দেখীলু সংকট প্রাণ কবে ছটফট ।
জদি পাখ হএ তেজি লাজ ভএ
উরিয়া জাও নিকট ॥
রসিক নাগর রাএ দান সিন্দু ধর্ম কাএ
শ্রীযুত মাগন আরতি লৈয়া
হিন আলাওলে গাএ ॥*

তুমি পক্ষী প্রিয়তম সংকট কৈলা সুষম ।
সে সব রহস্য বিঘটিত হইয়া
কি লাগি হইল বিষম ॥
শুন শুক প্রাণ আমার মিনতি রে (ধ্রু) ।
কহিও নৃপতি আগে মোব মন অনুরাগে ।
যে সকল দুখ তাহান শবীরে
আমার পবাণে লাগে ॥
কঠিন বিরহ জাল প্রাণেব নিকটে কাল ।
ত্রিলোক মাঝারে ব্যক্ত না করি
ঘন ঘন হানে শাল ॥
পূর্ব তপ ফলান্তর মিলিল সে যোগ্য বব ।
হেন কার্য হিত কৈল বিপবীত
হৈলা বিধি পামব ॥
কি বুদ্ধি বল করিমু কেমতে প্রাণ ধরিমু ।
বিচ্ছেদ আনল হৈল প্রবল
আপনা হানিয়া মরিমু ॥
মনেতে কৈল বিচাব উপায না দেখি আর ।
প্রভুর যে গতি হইব সম্প্রতি
সেই সে গতি আমার ॥
প্রেম-রসময় নিধি স্বরূপ গুণ অবধি ।
হেন রত্ন বর দেখাইয়া মোবে
কি লাগি বঞ্চিল বিধি ॥
আমাব পিরিতি লাগি নৃপতি হইল যোগী ।
মৃত্যুকালে যদি নাহি হয গতি
হইমু বধের ভাগি ॥
প্রভুর দেখিলু সংকট প্রাণ করে ছটফট।
যদি পাখা হয় তেজি লাজ ভয়
উড়িয়া যাও নিকট ॥
রসিক নাগর রায় দান সিন্ধু ধর্মকায় ।
শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ
হীন আলাওলে গায় ॥ (জা.১৯)

শব্দার্থ টীকা : সুষম—সহজ
বিঘটিত—বিপর্যয
বিষম—কঠিন

* 'বা' পুথিতে না থাকায় এর পাঠান্তর দেওয়া গেল না ।

মন্তব্য : আলাওল মূলের চতুর্দশ স্তবক থেকে একেবারে উনবিংশ স্তবকে এসে উপনীত হয়েছেন । মধ্যবর্তী পঞ্চদশ স্তবক থেকে অষ্টাদশ স্তবক পর্যন্ত পদ্মাবতীর বিরহ ভাবাবেগ এবং শুকের সঙ্গে পদ্মাবতীর কথোপকথন অংশগুলি বর্জন করে উনবিংশ স্তবকের পদ্মাবতীর উক্তিটিকে গীতিরূপ দান করেছেন । মূলে পদ্মাবতীর প্রেমোক্তি অনুবাদে সম্প্রসারিত, কিন্তু মূলের প্রেমযোগতত্ত্বটি অনুবাদে বর্জিত । বিশেষতঃ দোহা অংশের গুরুশিষ্য সম্বন্ধতত্ত্বটি অনুবাদে একেবারেই অনুপস্থিত ।

রাগ যমক ছন্দ

কন্যার বচন ষুনি সজল নয়নে ।
শান্তি পুর্ব্ব কহে ষুক মধুর বচনে ॥
চিথ্য স্থিব কব রানি না হইয় আকুল ।
অথনেহ নহি জান প্রেমের আমুল ॥
বিরহ আনল জার হৃদের মাজারে ।
কাহার পবান তারে কি কবিতে পারে ॥
ক্ষেমা আচবিয়া আছে না করিয়া ক্রোধ ।
তাহার কারণে হএ এথেক বিরোধ ॥
সিদ্ধের সাবিবে জদি ক্রোধ উপজ্জিত ।
পর্ব্বত করিয়া রেনু তিলে উবাইত ॥
ছায়া সম সিধি কায়া জানিয় নিশ্চএ ।
না ভিজএ জলেত অগ্নিত না পোরএ ॥
যুন্য অব ২ তার প্রাণ তোমা টাম ।
সতবার বিচাবিলে ন পাইব জাম ॥
কোন চিন্তা না করিয়া থাক হরসীত ।
হর বর বেথর্ না হইব কদাচিত ॥
আশ্বাস বচনে যুকে কন্যা শান্তাইল ।
মনেব ভবম খণ্ডি চিথ্য স্থির কলা ॥

কন্যার বচন শুনি সজল নয়নে ।
শান্ত স্বরে কহে শুক মধুর বচনে ॥
চিত্ত স্থির কর রাণী না হৈও আকুল ।
এখনেহ নাহি জান প্রেমের আমূল ॥
বিবহ আনল যার হৃদয় মাঝাবে ।
কাহাব শকতি তারে কি করিতে পারে ॥
ক্ষেমা আচরিয়া চাহ না করিয়া ক্রোধ ।
তাহাব কাবণে হয এতেক বিবোধ ॥
সিদ্ধার শরীবে যদি ক্রোধ উপাজিত ।
পর্বত কবিযা রেণু তিলে উড়াইত ॥
ছায়া সম সিদ্ধ কায়া জানিও নিশ্চয় ।
না ভিজয জলেত অগ্নিত না পোড়য় ॥
শূন্যে অবয়ব তাব প্রাণ তোমা ঠামে ।
শতবার বিচারিলে না পাইব যমে ॥
কোন চিন্তা না কবিয়া থাক হরষিত ।
হব-বব ব্যর্থ না হইব কদাচিত ॥
আশ্বাস বচনে শুকে কন্যা শান্তাইল ।
মনের ভবম খণ্ডি চিত্ত স্থিব কৈল ॥ (জা.২০)

মন্তব্য ঃ মূলের বিংশ স্তবকটি অনুবাদে কিছুটা পরিবর্তিত । মূলকাব্যের ঊনবিংশ স্তবকে পদ্মাবতীব তত্ত্বজিজ্ঞাসার উত্তরে বিংশ স্তবকটি একটি তত্ত্বগর্ভ শুকবচন । মূলে রত্নসেন-পদ্মাবতীর অদ্বৈত সম্পর্কের উপর আত্মার অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অপরদিকে অনুবাদের শুকবচনেও সিদ্ধদেহের অমরতার প্রসঙ্গ আছে তবে তা ততটা জায়সীর সূফীপথে নয়, অনেকটা গীতার পথে, 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবক' গীতার এই আদর্শ অনুযায়ী আলাওল সিদ্ধকায়ার বর্ণনা করেছেন । অবশ্য বিরহঅনল যাকে শুদ্ধদেহ দান করেছে তাকে যে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না, মূলের এই সূফীতত্ত্বও অনুবাদে অনুসৃত হয়েছে । দোহা অংশের পরিবর্তে স্তবকশেষে আলাওল অতিসংক্ষেপে পদ্মাবতীর চিত্তস্থৈর্যের কথা বলেছেন যার আভাস আছে মূলের একবিংশ স্তবকে । মূলের একবিংশ স্তবকটি আলাওল বর্জন করেছেন । এই স্তবকে পদ্মাবতীর উক্তিতে যে ভাবসম্মিলনের অদ্বৈতপ্রত্যয় এবং মৃত্যুঞ্জয়ী মহামিলনের প্রেমাবেগ ব্যক্ত হয়েছে, আলাওলের বর্জনে অনুবাদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

রত্নসেন-শূলী খণ্ড

এথাত[১] যুগীরে ধরি লৈয়া গেল জবে ।
পুনর্ব্বার[২] নৃপতির আজ্ঞা লৈয়া[৩] তবে[৪] ॥
সালে দিত যুগীরে আনিল জদি কাষ্ঠ[৫] ।
সহিতে নারিল তবে দস[৬] বন্দি ভাট ॥ *
পেটে হানি মরিবারে লইয়া কাটারি ।
নৃপ আগে দান্ডাইল[৭] সংখ্যা[৮] পরিহরি ॥
বামহস্ত তুলিয়া করিলা আসীর্ব্বাদ ।
সব্বলোকে দেখি বোলে কি হইল প্রমাদ ॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ হইল নৃপতি ।
তপ্ত ঘৃত[৯] জলে জেন দিল সীগ্র গতি ॥
ওরে রে অবুঝ[১০] ভাট প্রানে নাহি ডর ।
আমা আশীর্ব্বাদ কর তুমী[১১] বাম কর ॥
তাতোধিক[১২] আমা হোন্তে কেবা আছে বলি ।
আশীর্ব্বাদ করিতে দক্ষিণ হস্ত তুলি ॥
শত সংখ্যা[১৩] নৃপতি দেখহ বিদ্যমান[১৪] ।
প্রিথিবিত কেবা আছে মহর সমান[১৫] ॥
হেনজন দর্শাইতে[১৬] জদি[১৭] নার[১৮] মোরে ।
জদ্যাপি ন বধ্য[১৯] হও বধমু তোমারে[২০] ॥
দুই বির[২১] যুদ্ধ জদি করে কদাচিত ।
মধ্যাবর্ত্তি[২২] হৈয়া ভাটে রাখিতে উচিত ॥
আজ্ঞা লঙ্গি চোর প্রাএ সিন্ধ দিয়াইসে[২৩] ।
রহাশ্য[২৪] পুছিলে তারে অনুত্তর[২৫] ভাসে ॥
অপরাদি মারিবারে আজ্ঞা দিল আমি ।
পেটে হানি মরিবারে কোন[২৬] চাহ তুমী ॥
বিপ্র ভাট বধিলে[২৭] পাতক গুরুতর ।
তেকারণে পুছ তোরে[২৮] এথেক উত্তর ॥

১ অতাতে ২ পুনর্বার ৩ আজ্ঞা হৈল ৪ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি হেন মতে যুগীরে সালেতে দেও সবে । ৫ বাট ৬ দেস

* 'বা' পুথিতে এরপর কয়েকটি অতিরিক্ত পংক্তি —
তাতে এক ভাট জাতি নৃপ সঙ্গে ছিল ।
দেখীলেক নৃপতিকে সাল আগে দিল ॥
ভাটে বলে সরবংসের পালএ জেই জন ।
হেন রাজা মারে আমী রহি সজিবন ॥
তাহা ভাবি বিপ্র ভাটে রুধিত নয়ানে ।
চলি আইল সীঙ্গলের নৃপতির স্থানে ॥

৭ ডান্ডাইল ৮ সংকা ৯ ঘ্রেতে ১০ অবেরে অবোদ ১১ তুলি ১২ আর ধিক ১৩ সত সংকা ১৪ দিখীলা বিশ্বমান ১৫ আমার সমন ১৬ দ্রসাইতে ১৭ পার ১৮ জদি ১৯ জৈন্ধাপী অবোধ ২০ বদিমু-সবেরে ২১ নির্প ২২ মৈধ্য ব্যক্তি ২৩ দিআ আইসে ২৪ রোহাসন ২৫ মনুরত ২৬ কেনে ২৭ বদিলে ২৮ পুচি তোকে

এথাত যোগীর ধরি লৈয়া গেল যবে ।
পুনর্বার নৃপতির আজ্ঞা লৈলা তবে ॥
শূলে দিতে যোগীরে আনিল যদি কাঠ ।
সহিতে নারিল তবে দশবন্দী ভাট ॥
পেটে হানি মারিবারে লইল কাটারি ।
নৃপ আগে দান্ডাইল শঙ্কা পরিহরি ॥
বাম হস্ত তুলিয়া করিল আশীর্বাদ ।
সর্বলোকে দেখি বোলে কি হৈল প্রমাদ ॥
ক্রোধের উপর ক্রোধ হইল নরপতি ।
তপ্ত ঘৃতে জল যেন দিল শীঘ্রগতি ॥ (জা. ৭)
ওরে রে অবোধ ভাট প্রাণে নাহি ডর ।
আমা আশীর্বাদ কর তুলি বাম কর ॥
ততোধিক আমা হোন্তে কেবা আছে বলী ।
আশীর্বাদ করিতে দক্ষিণ হস্ত তুলি ॥
শত সংখ্যা নৃপতি দেখহ বিদ্যমান ।
পৃথিবীতে কেবা আছে মোহর সমান ॥
হেন জনে দর্শাইতে নার যদি মোরে ।
যদ্যপি অবধ্য হও বধিব তোমারে ॥
দুই নৃপ যুদ্ধ যদি করে কদাচিত ।
মধ্য ব্যক্তি করি ভাটে রাখিতে উচিত ॥
আজ্ঞা লঙ্ঘি চোর প্রায় সিন্ধ দিয়া আইসে ।
রহস্য পুছিলে তাতে অনুত্তর ভাষে ॥
অপরাধী মারিবারে আজ্ঞা দিল আমি ।
পেটে হানি মারিবারে কেন চাহ তুমি ॥
বিপ্র ভাট বধিলে পাতক গুরুতর ।
তেকারণে পুছি তোরে এতেক উত্তর ॥ (জা.৮)

মন্তব্য ঃ আলাওলের বর্তমান পরিচ্ছেদটির আরম্ভ মূলের সপ্তম স্তবক থেকে। মূলের প্রথম তিন স্তবকের অনুবাদ আছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। বাকি তিনটি স্তবক অনুবাদে বর্জিত। মূলের সপ্তম স্তবকের অনুবাদ ঘটনাবিন্যাসে মূলানুগ হলেও মূল থেকে পৃথক। মূলে আত্মগোপন-প্রয়াসী রত্নসেনের প্রতি ভাট-ছদ্মবেশী মহাদেবের ভর্ৎসনা আছে অনুবাদে তা নেই। আবার রাজা গন্ধর্বসেনের কাছে ভাটের উপদেশ-বাণীও মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে নেই। মূলে ভাট ছদ্মবেশী মহাদেব, অনুবাদে নিছক ভাট। আলাওলের পরবর্তী পরিচ্ছেদটি মোটামুটি জায়সীর অষ্টম পরিচ্ছেদের অনুবাদ। তবে মূলের আত্মশ্লাঘাসূচক পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে বর্জিত। এছাড়া মূলের দশম স্তবকের কিছুটা এই স্তবকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভাটে বোলে মোহারাজা সিদ্ধি[১] মনুরত।
জে আগ্গা করিলা নৃপ[২] সকল জোকত[৩] ॥
সথ্য মোহারাজা তুমী কোন সান্দি[৪] নাই।
সকল সমান নহি শ্রীজয়[৫] গোসাঞি ॥
সহজে নৃপতি তুমী বিক্রমে অসিম।
হনুমন্ত[৬] দেখী মন্দবিয্য[৭] হৈল ভিম ॥
রাবনের গর্ব্ব জথ সংসার বিদিত।
রাম দরসনে হৈল সকল খণ্ডিত ॥

জদি মোরে জিগ্গাসিলা নৃপতি গন্দর্ব্ব।
শথ্য[৮] কথা কহিমু তোমার আগে সর্ব্ব ॥
চিতাউর মোহাঘর[৯] জম্বুদিপ মাজ।
তথা নৃপ চক্রবর্তি চিত্রসেন রাজ ॥
তার[১০] ঘরে রত্নসেন কুলের মার্তণ্ড।
পিত্রি[১১] অসাদিত রায্য[১২] সাধিল প্রচণ্ড ॥
বংসাক্রমে রায্যপাল কুলিন চৌহান।
জম্বুদিবপে রাজা নাহি তাহান সমান ॥
জগত ব্যাপিত তান অতুল মহিমা।
ষুরপতি সমান ষুকের নাহি সিমা ॥

জথেক মহত্ত আমি কহিতে না পারি[১৩]।
অন্য দেস নৃপ জদি গেল ষর্গবাস[১৪]।
কিবা ভ্রাত্রি পুত্রে[১৫] জার[১৬] রায্য লইতে য়াস ॥
চিতাউর নৃপ পাসে[১৭] আইসন্ত সবে।
রায্যের ভজন[১৮] নৃপে জারে দেখে তবে ॥
আগর চন্দন চুয়া কুমকুম কেসরি।
নৃপতি শাক্ষাত আনে চতুসম করি ॥
পদ বৃধাঙ্গুলে[১৯] দিলে ললাটে তিকক[২০]।
সেই ভাগ্যবন্ত হএ রায্যের পালক ॥
একদিন জেই লএ রত্নসেন দান।
ভিক্ষা ন মাগএ আর জাবত পরান ॥
সেই নৃপ ভাটে আমি জগত[২১] সংসারে।
তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহান[২২] গোচরে ॥
তাহান সমান আর কে য়াছে নৃপতি।
তাহানে[২৩] দক্ষিণ হস্ত তুলিব সম্পতি[২৪] ॥

১ সীদ্ধি ২ রাজা ৩ জোগত ৪ কুন সন্দি ৫ শ্রিজএ ৬ হনুমান ৭ বিজ ৮ সৈত্ত ৯ মহগর ১০ তান ১১ পীত্রি ১২ রাজ্জ ১৩ 'বা' পুথিতে পরবর্তী পংক্তি—চারি সহস্রেক রাজা তান আজ্ঞাকারি ॥
তোমাকে কহিএ আমী তুমী গজধারি।
এক কথা কহি শুনে অবদান করি ॥
১৪ স্বর্গবাস ১৫ যুতে ১৬ কিবা ১৭ নিপস্থানে ১৮ ভাজ্জন ১৯ বৃদ্ধ অঙ্গুলে ২০ তিলক ২১ বিদিত ২২ তাহার ২৩ তাহারে ২৪ সমপ্রীত।

ভাটে বোলে মহারাজ সিদ্ধ মনোরথ।
যে আজ্ঞা করিলা নৃপ সকল যুকত ॥
সত্য মহারাজা তুমি কোন সন্দ নাই।
সমান সকল নাহি সৃজিলা গোসাই ॥
সহজে নৃপতি তুমি বিক্রমে অসীম।
হনুমন্ত দেখি মন্দবীর্য হৈল ভীম ॥
রাবণের গর্ব যত সংসারে বিদিত।
রাম দরশনে হৈল সকল খণ্ডিত ॥ (জা.৮-৯)

যদি মোরে জিজ্ঞাসিলা নৃপতি গন্ধর্ব।
সত্য কথা কহিমু তোমার আগে সর্ব ॥
চিতাওর মহাগড় জম্বুদ্বীপ মাঝ।
তথা নৃপ চক্রবর্তী চিত্রসেন রাজ ॥
তার ঘরে রত্নসেন কুলের মার্তণ্ড।
পিতৃ-অসাধিত কার্য সাধিল প্রচণ্ড ॥
বংশক্রমে রাজ্যপাল কুলীন চৌহান।
জম্বুদ্বীপে রাজা নাহি তাহান সমান ॥
জগৎ ব্যাপিয়া তান অতুল মহিমা।
সুরপতি সমান সুখের নাহি সীমা ॥

যতেক মহত্ত্ব আমি কহিতে না পারি।
এক কথা কহি শুন অবধান করি ॥
অন্য দেশে নৃপ যদি গেল স্বর্গবাস।
কিবা ভ্রাতৃপুত্র তার রাজ্য লইতে আশ ॥
চিতাওর নৃপ পাশে আইসেন্ত সবে।
রাজ্যের ভাজন নৃপ যারে দেখে তবে ॥
আগর চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী।
নৃপতি সাক্ষাতে আনে চতুঃসম করি ॥
পদ বৃদ্ধাঙ্গুলে দিলে ললাটে তিলক।
সেই ভাগ্যবন্ত হয় রাজ্যের পালক ॥
একদিন যেবা লয় রত্নসেন দান।
ভিক্ষা না মাগয় পুনি যাবত পরাণ ॥
সেই নৃপ ভাট আমি জগত সংসারে।
তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহার গোচরে ॥
তাহান সমান আর কে আছে নৃপতি।
তাহারে দক্ষিণ হস্ত তুলিব সম্প্রীতি ॥ (জা.১১)

মন্তব্য ঃ অষ্টম স্তবকের দোহা এবং নবম স্তবকের প্রথম দুটি চরণ নিয়ে আলাওলের স্তবকটি রচিত। আলাওলের পরবর্তী স্তবকটি একাদশ স্তবকের অনুবাদ। কেবল মূলে ভাটের নাম বলা আছে মহাপাত্র। কিন্তু অনুবাদে তার কোন নাম উল্লেখ করা হয় নি।

আর নিবেদন করোঁ নৃপতি বিদিত।
পদ্মাবতি শুক হিরামনি সুপণ্ডিত ॥
রাজভএ মনে ভাবি[1] গেল বনান্তরে।
ব্যাধে বন্দি করি তারে আনিল বাজারে[2] ॥
চিতাউর হোন্তে দ্বিজ আসিছিল এথা[3]।
শুক বেচাইতে[4] বিপ্র লৈয়া গেল তথা ॥
রত্নসেনে নাম[5] শুনি শুক বিবরন।
লক্ষ সন্ন টংকা দিয়া আনিল ব্রাহ্মণ[6] ॥
পদ্মাবতি রূপ গুন শুক মুখে শুনি।
জুগী হইয়া এথাতে আইলা নৃপমনি ॥
সঙ্গে শোলশত জুগী[7] নৃপতি কুমাব।
শ্রীষ্ট গুরু হইয়া আইল পরিচার[8] ॥
যুগীভেস ক্ষেমাশেল[9] অস্ত্র না ধরিল।
জথেক লাঘব কল্যা সকল কহিল[10] ॥
শোলশত নৃপসুত সংগ্রামে নিপুন।
সঙ্গে রাজপুত্রকুল বিক্রমে[11] দ্বিগুন ॥
এ সকল অস্ত্র ধরি জদি যুদ্ধ দিত।
কাহার শকতি তার আগে[12] স্থির হইত ॥
অখনেহ ক্ষেমা কর শুন মোহারাজ[13]।
সিদ্ধ অঙ্গে[14] ক্রোধ হইলে নষ্ট হইব কাজ ॥
আপনে শঙ্করে তার[15] সঙ্গেত বেকত।
গোর্খ য়াদি সিদ্ধা সব[16] আছএ গোপত ॥
কন্যা গৃহে[17] জন্মিছে অবেস্য[18] বিবা দিবা।
হেন যুগী জামাতারে[19] কথাতে[20] পাইবা ॥
ক্রোধ পরিহর রাজা না হৈও মুগধ[21]।
না ধরিলে মোর বাক্য[22] দিমু ব্রহ্মবধ[23] ॥
ভাট জাতি আমি মরনেব নাহি ত্রাস।
মোর রক্ত পরিলে হইব শ্রীষ্টী নাস ॥
মোর বাক্য জদি রাজা না কর পথ্যএ[24]।
হিরামনি শুককে জিজ্ঞাস মোহাসএ[25] ॥

১ গুনি ২ রাজারে ৩ চিতাউর দেস এক দ্বিজ আইল এথা ৪ বিকাইতে ৫ নৃপ ৬ লৈক্ষ স্বোবর্ন মুদ্রা দিআ তুসীলা ব্রাহ্মন ৭ সোল সত যুগী ৮ সীষ্যরূপে আসীস হইআ পরিবার ৯ খেমাসীল ১০ সহিল ১১ সংগ্রামে ১২ যুদ্ধে ১৩ মান মহারাজ ১৪ সীদ্ধা সঙ্গে ১৫ তান ১৬ গোক্ষ আদি সীদ্ধ সবো ১৭ কৈন্যা গ্রিহে ১৮ আবৈস্ব ১৯ হেন মত জামতা জে ২০ আর কথা ২১ মগদ ২২ বাক্ক ২৩ ব্রহ্মাবত ২৪ পৈর্থএ ২৫ হিরামনি শুক আনি পুচ মহাসএ

আর নিবেদন করোঁ নৃপতি বিদিত।
পদ্মাবতী শুক হীরামণি সুপণ্ডিত ॥
রাজভয় মনে ভাবি গেলা বনান্তরে।
ব্যাধ বন্দী করি তারে আনিল বাজারে ॥
চিতাওর হোন্তে দ্বিজ আসিছিল হেথা।
শুক বিকাইতে বিপ্র লই গেল তথা ॥
রত্নসেন নৃপ শুনি শুক বিবরণ।
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ ॥
পদ্মাবতী রূপগুণ শুক মুখে শুনি।
যোগী হই এথাত আইল নৃপমণি ॥
সঙ্গে ষোলশত যোগী নৃপতি কুমার।
শিষ্যরূপে আসিল হইয়া পরিচার ॥
যোগীবেশে ক্ষমাশীল অস্ত্র না ধরিল।
যতেক লাঘব কৈলা সকল সহিল ॥
ষোলশত নৃপসুত সংগ্রামে নিপুণ।
সঙ্গে রাজপুত্রকুল বিক্রমে দ্বিগুণ ॥
এ সকল অস্ত্র ধরি যদি যুদ্ধ দিত।
কাহার শকতি তার আগে স্থির হৈত ॥
এখনেহ ক্ষমা কর শুন মহারাজ।
সিদ্ধা অঙ্গে ক্রোধ হৈলে নষ্ট হইব কাজ ॥
আপনে শঙ্কর তার সঙ্গেত বেকত।
গোর্খ আদি সিদ্ধা সব আছয় গোপত।
কন্যা গৃহে জন্মিছে অবশ্য বিভা দিবা।
হেন যোগ্য জামাতা কোথাত পাইবা ॥
ক্রোধ পরিহর রাজা না হৈও মুগধ।
না ধরিলে মোর বাক্য দিমু ব্রহ্মবধ ॥
ভাট জাতি আমি মরণের নাহি ত্রাস।
মোর রক্ত পড়িলে হইব সৃষ্টি নাশ ॥
মোর বাক্য যদি মনে না কর প্রত্যয়।
হীরামণি শুককে জিজ্ঞাস মহাশয় ॥ (জা. ১২)

মন্তব্য : দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদ অতিবিস্তারিত। মূলে প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে ভাট আসলে ছদ্মবেশী মহেশ্বর। আলাওল অনুবাদে এর কোনো ইঙ্গিত দেন নি। বরং অনুবাদের ভাট রত্নসেনকেই মহাদেবের সঙ্গী বলে মহিমা কীর্তন করেছে। মূলে রত্নসেনের পরিচয়-প্রসঙ্গটুকু আছে কিন্তু অনুবাদে সেই সূত্র ধরে ব্যাধকর্তৃক শুকের বন্ধনদশা থেকে আরম্ভ করে যোগীর বন্দীদশা পর্যন্ত বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা আছে। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে বাদ গেছে। মূলের তুলনায় অনুবাদের ভাট শেষপর্যন্ত অনেকটা ঘটক হয়ে পড়েছে।

রত্নসেন নাম শুনি সিংগল ইশ্বর ।
অথ্যন্ত হরিস নিত্য[১] আনন্দ বিস্তর ॥
ইসীত হাসীয়া নৃপ[২] ক্রোধ সম্বরিল ।
হিরামনি আনিবারে আদেস করিল[৩] ॥
যুগ্যেজন[৪] ধাই গেল কুমারি ভোবনে[৫] ।
হিরামনি লৈয়া আইল[৬] নৃপ বিদ্যমানে ॥
নৃপতি আদেসে মুক্ত[৭] করিল[৮] পাঞ্জর ।
আইস ২ বোলে নৃপ প্রসারিলা কর ॥
স্তুতি আসির্ব্বাদ করি ভক্তি আচরিয়া ।
নৃপতির করে আসি পরিল উরিয়া ॥
হরসিতে শুকেত পুছিলা নরপতি ।
সত্য চিতাউর নাথ কিবা যুগী জতি ॥

শুকে বোলে মোহারাজা সিদ্ধি মনুরথ ।
নৃপতি সেবক আমি সংসারে বেকত ॥
ইশ্বরের কায্য হএ জে কর্ম্ম করিতে ।
সেবকে না ডরে ডর সে কথা কহিতে ॥
পক্ষি হইয়া তোমার সেবাএ পাইল জ্ঞান ।
করিমু তোমার সেবা জাবত পরান ॥
কটু কসা তিক্ত রস তেজিয়া সকল ।
শুকে লৈয়া আইসে মাত্র মিষ্টামৃত[৯] ফল ॥
পক্ষি হইয়া জার হৃদে হৈল জ্ঞানজুতি ।
সতত তাহার কণ্ঠে বৈসে সরস্বতি ॥
অবিরত হিত বাক্য[১০] বোলএ পন্ডিত ।
অবিচারে প্রভু রোসে ভাগ্য বিপরিত ॥

স্বামি ক্রোধ হইলে সে সেবক শুদ্ধভাব ।
নিজ প্রানি রাখী পুনি চিন্তে স্বামিলাভ
এই ভাবি প্রানি লৈয়া গেল আমী বনে ।
ব্যাধ হস্তে বন্দি হৈল কর্ম্ম নিজোজনে[১১] ॥
ব্যাধ হোস্তে মুক্ত করি এক দিব্জবর[১২]
ভাগ্যযুগে[১৩] লৈয়া গেল চিতাউ[১৪] নগর[১৫] ॥

রত্নসেন নাম শুনি সিংহল ঈশ্বর ।
অত্যন্ত হরিষ নৃপ আনন্দ বিস্তর ॥
ঈষৎ হাসিয়া নৃপ ক্রোধ-সম্বরিল ।
হীরামণি আনিতে তখনে আজ্ঞা দিল ॥
দশ বিশ ধাই গেল কুমারী ভবনে ।
হীরামণি লৈয়া আইল নৃপ বিদ্যমানে ॥
নৃপতি আদেশ কৈল মুকত পিঞ্জর ।
আইস আইস বুলি নৃপ প্রসারিল কর ॥
স্তুতি আশীবাদ করি ভক্তি আচরিয়া ।
নৃপতির করে আসি পড়িল উড়িয়া ॥
হরষিতে শুকেত পুছিলা নরপতি ।
সত্য চিতাওর নাথ কিবা যোগী যতি ॥ (জা. ১৯)

শুকে বলে মহারাজ সিদ্ধি মনোরথ ।
নৃপতি সেবক আমি সংসারে বেকত ॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা হয় যে কর্ম করিতে ।
সেবক না করে ডর সে কথা কহিতে ॥
পক্ষী হইয়া তোমার সেবায় পাইল জ্ঞান ।
করিমু তোমার সেবা যাবত পরাণ ॥
কটু কষা তিক্ত রস তেজিয়া সকল ।
শুকে লইয়া আইসে মাত্র মিষ্টামৃত ফল ॥
পক্ষী হইয়া যার হৃদে হৈল জ্ঞান জ্যোতি ।
সতত তাহার কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী ॥
অবিরত হিত বাক্য বোলয় পণ্ডিত ।
অবিচারে প্রভু রোষ ভাগ্য বিপরীত ॥ (জা. ২০)

স্বামীক্রোধ হৈলে সেবক শুদ্ধভাব ।
নিজ প্রাণ রাখি পুনি চিন্তে স্বামীলাভ ॥
এই ভাবি প্রাণ লইয়া গেল আমি বনে ।
ব্যাধ হস্তে বন্দী হৈল কর্ম নিযুজনে ॥
ব্যাধ হোস্তে মুক্ত কৈল এক দ্বিজবর ।
ভাগ্যযোগে লই গেল চিতাওর গড় ॥

১ নৃপ ২ রাজা ৩ হিরামনি আনিতে তখনে আঙ্গা দিল ৪ দর্সাবিসে
৫ ভুবন ৬ আনি দিলা ৭ কৈল ৮ মোকত ৯ মীস্ট মাত্র ১০ বাক্ষ
১১ নিযুজনে ১২ ধিজবরে ১৩ ভোগজগে ১৪ চিতাউর ১৫ গরে

মন্তব্য : আলাওল মূলের দ্বাদশ স্তবকের পর একেবারে উনবিংশ স্তবকে এসে উপনীত হয়েছেন। মধ্যবর্তী স্তবকগুলিতে সিংহলের রাজসেনার সঙ্গে দেবসেনাদের যুদ্ধের অলৌকিক প্রসঙ্গগুলি আলাওল হয় স্বেচ্ছায় বাদ দিয়েছেন নতুবা তাঁর অবলম্বিত মূলগ্রন্থে স্তবকগুলি ছিল না। অবশ্য মূলের অষ্টাদশ স্তবকটি কিছুটা অনুসৃত হয়েছে দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদের মধ্যে। উনবিংশ স্তবকের অনুবাদে ঘটনা মূলানুগ হলেও বর্ণনা মূলগত নয়। মূলে রাজা শুককে সরাসরি রত্নসেনের কথা জিজ্ঞাসা না করে শুকের নিজের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। মূলের পরবর্তী স্তবক দুটিতে তারই প্রসঙ্গে শুকের রাজপরিচয় দান। অনুবাদে কিন্তু শুককে ডেকে গন্ধর্বসেন সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছেন, ছদ্মবেশী প্রকৃতই রাজা না যোগী? বিংশ স্তবকটি অনেকটাই মূলানুগ।

ধন্য[1] ২ সেই দেস নাহি যুক সিমা।
তথা রাজা রত্নসেন অতুল[2] মহিমা ॥
মোর কথা যুনিয়া তুসীলা দিজবর[3]।
নৃপতি রাখীল আমা করিয়া আদর ॥
গুনের সায়র রূপ[4] অভিন মদন।
নৃপতি সহস্র সংখে[5] পুজয়[6] চরন ॥
জদ্যাপি[7] নৃপতি আমা পুসএ[8] জত্তনে।
আদ্য স্বামি লবন বিসাস্তি[9] নাহি মনে ॥
এই নৃপে তাহানে করিল হস্ত জোর[10]।
মনের বাঞ্ছিত তবে সিদ্ধি হএ মোর ॥
এই বাক্য[11] ভাবিয়া মনেত কল্য[12] সার।
পদ্মাবতি সঞ্জগ সংসারে নাহি য়ার ॥
তেকারণে কহিয়া কন্যার গুণকথা[13]।
যুগী ভেসে নৃপতি লইয়া আইলু[14] এথা ॥
সঙ্গে যুগী সোল সত নৃপ অনুচর।
এক ২ জন এ[15] রায্যের ইশ্বর ॥
কহিলু[16] রূপের কথা দেখীলা বিদিত।
গুন বিচারিয়া এবে বুঝহ চরিত[17] ॥

হিরামনি[18] আগে হৈল[18] ভাটের বচন।
তবে রত্নসেন হেন মানিলেস্ত[19] মন ॥
সাধু ২ বলি নৃপ যুক প্রসংসিল।
ভাগ্যবলে হেন কম্ম আসিয়া মিলিল[20] ॥
হরসিতে আগ্গা কল্যা সিঙ্গল নৃপতি।
রত্নসেন মুক্ত করি আন সিগ্র গতি[21] ॥
জুগী সব[22] অঙ্গ হোন্তে বন্দন[23] ঘুচাও।
আশ্বাস বচন বুলি[24] সভাক সান্তাও ॥

ধন্য ধন্য সেই দেশ নাহি সুখ সীমা।
তথা রাজা রত্নসেন অতুল মহিমা ॥
মোর কথা শুনিয়া তুষিয়া দ্বিজবর।
নৃপতি রাখিল আমা করিয়া আদর ॥
গুণের সাগর রূপে অভিন্ন মদন।
নৃপতি সহস্র সংখ্যা পুজয় চরণ ॥
যদ্যাপি নৃপতি আমা পোষয় যতনে।
আদ্য স্বামী লবণ বিস্মৃত নাহি মনে ॥
এই ভাবি তাহানে কবিল হস্ত জোড়।
মনের বাঞ্ছিত তবে সিদ্ধি হয় মোর ॥
এই বাক্য ভাবিয়া মনেত কৈল সার।
পদ্মাবতী সংযোগ সংসারে নাহি আর ॥
তেকারণে কহিয়া কন্যার গুণ কথা।
যোগীবেশে নৃপতি লইয়া আইল এথা ॥
সঙ্গে যোগী ষোলশত নৃপ-অনুচর।
এক এক জন এক রাজ্যের ঈশ্বর ॥
কহিল রূপের কথা দেখিলা বিদিত।
গুণ বিচারিয়া এবে বুঝহ চরিত। (জা. ২১)

হীরামণি আগে হৈল ভাটের বচন।
তবে রত্নসেন হেন মানিলেক মন ॥
সাধু সাধু বলি নৃপ শুক প্রশংসিল।
ভাগ্যবলে হেন বর আসিয়া মিলিল ॥
হরষিতে আজ্ঞা কৈল সিংহল-নৃপতি।
রত্নসেন মুক্ত করি আন শীঘ্র গতি।
যোগিগণ অঙ্গ হোতে বন্ধন ঘুচাও।
আশ্বাস বচন বুলি সভাক সান্ত্বাও ॥ (জা. ২২)

১ ধৈন্য ২ আতুল ৩ তুশীয়া ধিজবর ৪ রূপের সাগরে গুনে ৫ সঙ্গে ৬ সেবএ ৭ জৈদ্যাপী ৮ পোসএ ৯ বিসরতি ১০ এই ভাবি তাহারে কবিলুম সীব জোব ১১ মনে ১২ কৈলুম ১৩ কৈন্যার রূপ-কথা ১৪ আইলুম ১৫ এক জন হএ এক ১৬ কহিলুম ১৭ নিশ্চিত ১৮ সাক্ষতে জে ১৯ মানিলেক ২০ আনি মিলাইল ২১ আনহ সিগ্রতি ২২ যুগীগন ২৩ বদন ২৪ আশ্বাসে বচনে পুনি

মন্তব্য : মূলের একবিংশ স্তবকের অনেকখানি জুড়ে শুক রাজগৃহ থেকে নিজের পলায়নের কৈফিয়ৎ দিয়েছে। অনুবাদে এটি দুলাইনে সংক্ষিপ্ত। অতঃপর মূলের সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অনুবাদে কিছুটা বিস্তারিত। মূলের দোহা অংশটিতে শুককর্তৃক রাজার প্রশ্নের উত্তর আছে। মূলের উনবিংশ স্তবকে শুককে দেখে গন্ধর্বসেন তার ঠোঁটের লাল রঙ এবং দেহের পীতবর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অনুবাদে রাজার প্রশ্ন এবং শুকের উত্তর কোনোটাই নেই। মূলের দ্বাবিংশ স্তবকের অনুবাদে ঘটনাক্রমটুকুই অনুসৃত হয়েছে, বর্ণনায় প্রচুর প্রভেদ। মূলে রত্নসেনকে মুক্ত করে আনার পর তাঁকে এক বন্য ঘোড়ায় চড়তে বলা হলে তিনি ছত্রিশ প্রকার ভঙ্গীতে অশ্বচালনা করলেন। মূলে একটি স্তবকে যে ঘটনা বর্ণিত হল অনুবাদে গোটা একটি পরিচ্ছেদ জুড়ে তার বিবরণ পাওয়া যাবে 'চৌগান খণ্ডে'।

নৃপতির আংগা পাই অনুচরগণ।
যুগীগন অংগ হোন্তে খন্ডাই বন্দন[১] ॥
রত্নসেন লৈয়া গেল নৃপতি গোচর।
দেখীআ নৃপতি মনে আনন্দ নির্ভর ॥
হস্তি হোন্তে নামিযা সিংহল নরাধিপে[২]।
পদব্রজে আইলা[৩] বত্নসেনের সমীপে ॥
অন্যে ২ নমস্কার কল্যা দুইজনে।
নৃপতি গন্দর্ব্বসেনে বলিলা তখনে[৪] ॥
অজানিত অপবাদ ক্ষেমিয়া আমারে[৫]।
ক্ষেমাসিল ধির তুমী সংসার মাজারে[৬] ॥ *
করজোরে রত্নসেনে দিলা পদুত্তর।
তুমী মোব পিত্রিতুল্য সিংগল ইশ্বর ॥
পুত্রবে বন্দন তাত[৭] কিবা অপরাদ।
আগে পুত্রে সাস্তি পাএ পশ্চাতে[৮] প্রসাদ ॥
অপরাদ কল্যে[৯] সিষু সাস্তি পাএ আগে।
পশ্চাতে সান্তাএ দিযা[১০] জেই দান মাগে ॥

১ খোসাএ বান্দন ২ সীংগল নবাধিপ ৩ পদবাটে বাটে আইল
৪ বুলিল বচন ৫ খেমিবা আমান ৬ মাজাব
* এবপব 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
হেন অপকর্ম্ম বাপ তোমা অনুচিত।
যুগীরূপে দক্ষ পাইলা সীংগল ভূমীত ॥
৭ পুত্রেব বান্দনে তাতে ৮ প্রচাতে ৯ কৈলে ১০ প্রচাতে তোসএ দিআ

নৃপতির আজ্ঞা পাই অনুচরগণ।
যোগিগণ অংগ হোন্তে খসায় বন্ধন ॥
রত্নসেনে লই গেল নৃপতি গোচর।
দেখিয়া নৃপতি মনে আনন্দ নির্ভর ॥
হস্তী হোন্তে নামিয়া সিংহল নরাধিপ।
পদব্রজে আইলা রত্নসেনের সমীপ ॥
অন্যে অন্যে নমস্কাব কৈল দুই জনে।
নৃপতি গন্ধর্বসেন বলিল তখনে ॥
অজানিত অপরাধ ক্ষেমিবা আমার।
ক্ষেমাশীল ধীর তুমি সংসার মাঝার ॥
করজোড়ে রত্নসেন দিলা প্রত্যুত্তর।
তুমি মোর পিতৃতুল্য সিংহল-ঈশ্বর ॥
পুত্রের বন্ধনে তাত কিবা অপরাধ।
আগে পুত্র শাস্তি পায় পশ্চাতে প্রসাদ ॥
অপরাধ কৈলে শিশু শাস্তি পায় আগে।
পশ্চাতে সান্ত্বায় দিয়া যেই দান মাগে ॥

মন্তব্য : মূলের ত্রয়োবিংশ এবং চতুর্বিংশ স্তবক দুটি অনুবাদে সম্পূর্ণই বর্জিত। বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষ স্তবকটি আলাওলের নব সংযোজন। বন্ধনমুক্ত রত্নসেনের কাছে গন্ধর্বসেনের ক্ষমাপ্রার্থনা এবং তদুত্তরে গন্ধর্বসেনের প্রতি রত্নসেনের বিনীত পুত্রবৎ আচরণ মূলে অনুপস্থিত। রত্নসেনের বিনম্র প্রত্যুত্তরের মধ্যে বংগীয় জামাতৃসুলভ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

চৌগান খণ্ড

শুনিআ সিংগল নৃপ ইসিতে হাসিলা ।
তুরঙ্গ আনিয়া দিতে ইঙ্গিতে বলিলা ॥
নৃপ আরুহন হএ আনিলা বিদিতে ।
অনুমতি দিলা রাজা অশ্বে আরুহিতে ॥
নৃপতির আরতি বুজিয়া রত্নসেনে ।
চরিয়া ফিরাএ এহ[১] বিবিধ বিধানে ॥
প্রথমে দুগাম[২] চালি গামা সাহা গাম ।
এরিয়া বেকারি[৩] হিয়া প্রায় অনুপাম ॥
বোহা[৪] আব শপ্তচালি চালাইল[৫] সকল ।
বনের[৬] অঙ্গের মাক্ষি উদেরের জল ॥
প্রপ্তা[৭] চালাইয়া তবে দিলেক কুণ্ডলি ।
ধুলি মাজে অশ্ব জেন মেঘত বিযুলি ॥
দক্ষিনে ফিরাএ খেনে ২ বাম পাক ।
অলক্ষিত গতি জেন কুম্ভকার[৮] চাক ॥
জখনে দক্ষিন বামে পাক উলটাএ ।
আগে পাছে তখনে কিঞ্চিত চিন পাএ ॥
তবে বাগ খেচি জঙ্গা চিপিল কিঞ্চিত ।
গমনে[৯] মারএ লম্প সিংগগতি রিত ॥
খেনে শত হস্ত পার[১০] ক্ষেনেক পঞ্চাস ।
খেনে ক্ষেতি ছোএ ক্ষেনে[১১] শুন্য পবকাস[১২] ॥
অলক্ষিত গতি শুন্য উটে অবিলম্বে[১৩] ।...
কেহ বোলে মহাদেব বৃসহ[১৪] বাহন ।
উচ্চশ্রবা ভাবে বোলে শহশ্র লোচন ॥
ক্ষেনে ছটী[১৫] খুটী[১৬] করে উলটী পালটী ।
লোকে অনুমান করে[১৭] ন পরসে মাটি ॥

১ অশ্ব ২ দোগাম ৩ হেবি আর তাবি ৪ নাচ ৫ চাইল ৬ না নরে ৭ পুঞ্জিআ ৮ কুম্ভারের ৯ গগনে ১০ পরে ১১ হএ ১২ শৈন্যেতে-প্রকাস ১৩ এরপর 'যা' পুথিতে 'ঢা' পুথির ছাড় পংক্তিগুলি—

পাখা হিন কায়া দেখী মহি অতি কম্পে ॥
কেহ বোলে নৃপ উঞ্চ প্রভা আরোহন ।
যুগী ভেস দেখী বোলে দেব ত্রিনয়ন ॥

১৪ বৃশ্বেত ১৫ খুব ১৬ ছাটী ১৭ পন্থে

শুনিয়া সিংহল নৃপ ঈষৎ হাসিলা ।
তুরঙ্গ আনিয়া দিতে ইঙ্গিতে বলিলা ॥
নৃপ-আরোহণ-হয় আনিলা ত্বরিতে[১] ।
অনুমতি দিলা রাজা অশ্বে আরোহিতে ॥
নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে ।
চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে ॥
প্রথমে দোগাম চালি সাহা গোমগাম[২] ।
এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুপাম[৩] ॥
বোহা আর সপ্তচালি চালাইল সকল ।
না নড়ে অঙ্গের মাক্ষি উদরেব জল ॥
পুনি চালাইয়া তবে দিলেক কুণ্ডলি ।
ধুলি মাঝে অশ্ব যেন মেঘেত বিজুলি ॥
দক্ষিণে ফিরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক ।
অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভারের চাক ॥
যখনে দক্ষিণে বামে পাক উলটায় ।
আগে পাছে তখনে কিঞ্চিৎ চিন পায় ॥
তবে বাগ খেচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ ।
গগনে মারয় লম্ফ সিংহগতি রীত ॥
ক্ষেণে শতহস্ত পরে ক্ষেণেক পঞ্চাশ ।
ক্ষেণে ক্ষিতি ছোয় ক্ষেণে শূন্যে পরকাশ ॥
অলক্ষিত গতি শূন্যে উঠে অবিলম্বে ।
পাখাহীন কায়া দেখি মহি অতি কম্পে ॥
কেহ বোলে ইন্দ্র উচ্চৈশ্রবা আরোহণ[৪] ।
কেহ বোলে মহাদেব বৃষভবাহন ॥
উচ্চৈশ্রবা ভাবে বোলে সহস্রলোচন ।
যোগীবেশ দেখি বলে দেব ত্রিনয়ন ॥
ক্ষেণে ঝুটি খুলি করে উলটি পালটি ।
লোকে অনুমান করে না পরশে মাটি ॥

১ আ ২ আ ৩ আ ৪ আ ৫ আ

শব্দার্থ টীকা : দোগাম, গোমগাম, বোহা, সপ্তচালি ⇒ অশ্বচালনার চাল বিশেষ

মন্তব্য : বর্তমান পরিচ্ছেদটি মূল-বহির্ভূত। আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

তবে দূর ভুমী গেল দির্গতর[১] লবে।
বুঝিতে ন পারে ভুমি নরে বা ন[২]নরে ॥
পুনি উলটীয়া[৩] আসি হানেক পিছাট[৪]।
লংকার দুয়াবে জেন লাগাইল কপাট ॥
জথ দুর গিয়া নৃপে অশ্ব পলটাএ।
দৃষ্টী নহি পরসীতে হয় তথা জাএ ॥
সমুখে চাবুক পেলি ধাএ[৫] সিগ্রগতি।
দেখীয়া সকল লোক ধন্দ হএ[৬] অতি ॥
চোখ দরবরে জাইতে চাবুক পেলাএ।
আসীতে ধরনি হোন্তে পুনি উম্বারএ ॥
আর বার পেলি বেগে জাএ দুবাশ্তব।
আসিতে নামীতে[৭] কিবা বেকত ভিতর ॥
অশ্বপেট তল দিয়া লইযা চাবুক।
আর দিগ দিয়া[৮] উটে দেখাএ কত্তুক ॥
লোকে অনুমান করে পরিল ভুমীত।
অলংক্ষতে উটে জেন চমকে বিযুত[৯] ॥
দেখীয়া সিংগল নাথ[১০] পরি গেল ধন্দ।
বুজিতে ন পাবে যথ কিবা দৃষ্টী বন্দ ॥
অথা উচ্চ ধরাহরে বসি[১১] রূপবতি।
চিক তুলি নিরক্ষএ হরসিত মতি ॥
নৃপতি কল্যান হেতু[১২] বহু ষন্ন দান।
মন ষুকে দিলা ডাকি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
সিংহলের লোক সবে[১৩] বোলে ধন্য ২।
একাশ্বব পবাজিতে পারে সর্ব সন্য ॥
পুনি আসি নৃপতির আগে হৈল স্থির।
মুখ দিয়া সৈন্দব[১৪] বাখীল মহাবির ॥
এমত সঞ্জোগ করি করনি খেচিল।
ভুমী[১৫] পদরূপি দুই হস্ত উম্ধ কৈলা ॥
চতুরমুখে পাক লৈল লাটিকা আকাব।
চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আশ্বয়ার ॥
দক্ষিনি নিত্তকে জেন ত্রিপাদ দেখাএ।
আগে পাছে চতুর্পাকি[১৬] চিনন ন জাএ ॥

১ বর দুর্গ ২ কি না ৩ পলটীআ ৪ হানিলেক ছাট ৫ ধরে ৬ হৈল ৭ জাইতে ৮ হন্তে ৯ ত্বরিত ১০ সিঙ্গল নাদ ১১ ষুনি ১২ নিপতির কন্যা করে ১৩ নিরক্ষি সকল লোকে ১৪ সন্দব ১৫ ব্রহ্ম ১৬ চতুর্দিগে

তবে দূর ভূমি গেল দীর্ঘতর লড়ে।
বুঝিতে না পারে ভূমি নড়ে বা না নড়ে ॥
পুনি উলটিযা আসি হানিলেক ছাট।
লঙ্কার দুয়ারে যেন লাগিল কবাট ॥
যতদূর গিয়া নৃপ অশ্ব পলটায়।
দৃষ্টি নাহি পরশিতে হয় তথা যায় ॥
সমুখে চাবুক ফেলি ধরে শীঘ্রগতি।
দেখিয়া সকল লোক ধন্ধ হৈল অতি ॥
ধাই অশ্ববর[১] যাইতে চাবুক ফেলায়।
আসিতে ধরণী হোন্তে পুনি উদ্ধারয় ॥
আরবার ফেলি বেগে যায় দূবান্তর ॥
আসিতে নামিতে কিবা বেকত অন্তর ॥
অশ্বপৃষ্ঠতল দিয়া লৈয়া চাবুক।
আব দিক দিয়া উঠে দেখায় কৌতুক ॥
লোক অনুমান করে পড়িল ভূমিত।
অলক্ষিতে উঠে যেন চমকে তড়িত ॥
দেখিয়া সিংহলনাথ পড়ি গেল ধন্ধ।
বুঝিতে না পারে সত্য কিবা দৃষ্টি বন্ধ ॥
ওথা উচ্চ ধরাহরে বসি রূপবতি।
চিক তুলি নিরক্ষয় হরসিত মতি ॥
নৃপতি কল্যাণ হেতু বহু স্বর্ণ দান।
মন সুখে দিলা ডাকি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ॥
নিরক্ষি সকল লোকে বলে ধন্য ধন্য।
একেশ্বর পবাজিতে পারে সব সৈন্য ॥
পুনি আসি নৃপতিব আগে হৈল স্থিব ॥
কেশে ধবি ঘোড়া[২] রাখিল মহাবীর ॥
এমত সংযোগ করি করনি খেচিল।
ভূমি পদরূপী দুই হস্ত উর্ধ্ব কৈল।
চতুর্মুখে পাক লৈল লাটিকা আকার।
চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আশোয়ার ॥
দক্ষিণী নর্তকী যেন ত্রিপদ দেখায়।
আগে পাছে চতুর্দিকে চিনন না যায় ॥

১ অ। ২ অ।

শব্দার্থ টীকা : ছাট—চাবুক
লাটিকা আকাব—লাটিমেব মতো
দক্ষিণী নর্তকী—দক্ষিণ দেশীয় নটী

দুই পাদ উর্ধ স্থির রহএ তখনে।
সমুদ্র লংগীব হেন মনে অনুমানে ॥
মর্কটে লঙ্গিছে সিন্ধু ভাবি অশ্ববর।
নেয়াটিয়া[১] রহিলেক ধরনি উপর ॥
উর্ধমুখে[২] ক্ষেনে ২ নেহানে আকাস।
ষুর্য্যের অশ্বের কিবা করে উপহাস ॥
দেব দিনকর বহু তুমী সর্ব্বজন[৩]।
আমি একশ্বর রত্নসেন আরোহোন ॥
তবে এক ছেল করে লৈয়া মোহামতি।
পঞ্চাঙ্গুষ্টে[৪] ভ্রমাঅন্ত অলক্ষিত গতি ॥
অঙ্গুলের দরবার লক্ষন ন জাএ[৫]।
কুম্ভকার চক্রকৃতি ধান্দারি দেখাএ ॥
অবের্থ[৬] সন্দানি জদি হানে ঘন বান।
ছেল বারিঘাতে সব[৭] হএ খান ২ ॥
ছেল ভ্রমাইতে অশ্ব ধাএ খরতরে।
উলটী পলটী খেলে লোপি[৮] ২ ধরে ॥
কক্ষতল[৯] দিয়া ভ্রমাঅন্ত দুই পাসে।
অশ্বপেট তল দিয়া তোলে অনাআসে ॥
এই মতে নানা ছন্দে[১০] ছেল ভ্রমাইল।
ধন্য ২ সর্ব্বলোকে দেখীয়া বুলিল ॥
অনুমান করে সবে আপনা আপনি।
ষুল হস্তে আইল কিবা দেব ষুলপানি[১১] ॥
তবে ধনুর্ব্বান আনি যুগী করে দিল।
দির্ঘ বাস গাড়ি[১২] তাহে কোটরি বান্দিল ॥
ছাট হানি অশ্ববব ধাবাইয়া[১৩] বেগে।
আগে পাছে হানন্ত অবের্থ সর লাগে ॥
তবে আসি হেটমুখী ছায়া নিরক্ষিয়া।
অর্ধচন্দ্র বান মারি পেলিলা[১৪] কাটীয়া ॥
সকল লোকের মনে জন্মিল বিশ্বএ।
পুনি যুগী রূপে কিবা আইলা ধনঞ্জএ ॥
জেন পার্থ জন্ত্র কাটী দ্রোপদি[১৫] পাইল।
সেই কর্ম্ম আসি হেন উপস্থিত হইল ॥

১ নেউটীআ ২ উদ্দমুখী ৩ সপ্তজন ৪ পঞ্চাঙ্গুলে ৫ লেখন না জায ৬ অব্রেত ৭ খেল বাড়ি শর ঘাতে ৮ লুকি ২ ৯ কৈক্যতল ১০ মতে ১১ ষুলফানি ১২ দির্গ বাঁস গাবি ১৩ ধাইয়া জে ১৪ ফেলিল ১৫ দরপাত

দুই পদ উর্দ্ধ স্থির রহয় তখনে।
সমুদ্র লঙ্ঘিব হেন মনে অনুমানে ॥
মর্কটে লঙ্ঘিছে সিন্ধু ভাবি অশ্ববর।
নেউটিয়া রহিলেক ধরণী উপব ॥
উর্দ্ধমুখে ক্ষেণে ক্ষেণে নেহানে আকাশ।
সূর্যের অশ্বেরে কিবা করে উপহাস ॥
দেব দিবাকর হও তুমি সপ্তজন।
আমি একেশ্বর রত্নসেন আরোহণ ॥
তবে এক শেল করে লই মহামতি।
পঞ্চাঙ্গুষ্ঠে ভ্রমায়ন্ত অলক্ষিত গতি ॥
অঙ্গুলের দড়বাড় লক্ষণ না যায়।
কুম্ভকার চক্রাকৃতি ধান্ধারি দেখায় ॥
অব্যর্থ সন্ধানি যদি হানে ঘন বাণ।
শেলবাড়ি শরাঘাতে হয় খান খান ॥
শেল ভ্রমাইতে অশ্ব ধায় খরতরে।
উলটি পালটি খেলে লুকি লুকি ধরে ॥
কক্ষতল দিয়া ভ্রমায়ন্ত দুই পাশে।
অশ্বপৃষ্ঠতল দিয়া তোলে অনায়াসে ॥
এই মতে নানা ছন্দে শেল ভ্রমাইল।
ধন্য ধন্য সর্বলোকে দেখিয়া বুলিল ॥
অনুমান করে সবে আপনা আপনি।
শূলে হস্তে আইল কিবা দেব শূলপাণি ॥
তবে ধনুর্বাণ আনি যোগী করে দিল।
দীর্ঘ বাঁশ গাড়ি তাহে কোঠারি বান্ধিল ॥
ছাট হানি অশ্ববর ধাবাইয়া বেগে।
আগে পাছে হানেন্ত অব্যর্থ শর লাগে ॥
তবে আসি হেটমুখে ছায়া নিরক্ষিয়া।
অর্ধচন্দ্র বাণ মারি ফেলিল কাটিয়া ॥
সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময়।
পুনি যোগীরূপে কিবা আইল ধনঞ্জয় ॥
যেন পার্থ যন্ত্র কাটি দ্রৌপদী পাইল।
সেই কর্ম আসি হেন উপস্থিত হৈল ॥

শব্দার্থ টীকা : নেউটিয়া—নিবৃত্ত হয়ে
নেহানে—দেখে।
কুম্ভকার চক্রাকৃতি ধান্ধারিব প্রায়—কুমোরের চাকা এবং যোগীচক্রের মতো। কোঠারি—কুটুরি

এথ ষুনি[১] তাহারে চাহন্ত শবে বেরি ।
গৃহে বসী হেরএ সিণ্গল জথ নারি[২] ।।
অথাত চিকের দ্বারে নৃপতি কুমারি ।
কুমার কত্তুক দেখী সখী সণ্গে করি ।।
সখী বোলে ষুন রানি[৩] দেখহ কত্তুক ।
গ্রহন ছারিল সসী দেখী আখী[৪] মুক ।।
আর সখী বোলে হর গোরি সান্তি কল্যা ।
তাহা লাগি রানি জোগ্য[৫] বর মিলাইলা ।।
আর সখী এক কহে ষুন ষুবধনি[৬] ।
নৃপতি কল্যান দান দেও রাজরানি[৭] ।।
আর এক বোলে বিপ্র কিরূপে আনিব ।
নৃপতি হইলে ক্রোধ সমূলে নাসিব ।।
আর সখী বোলিলেন্ত ষুন রাজবালা ।
ধন দান দিয়া তুস জথ ছত্রসালা ।।
মর্ম্মসখী হিতবানি ষুনি রূপবতি ।
দান হেতু ধন দিলা সখীগন প্রতি ।।
বোলে জথ ছত্রসালা[৮] আছে বিপ্রগণ ।
ভালমতে তুসীবেক দিয়া বহুধন ।।
তবে মান্ডবের হর গোরীর চরন ।
যোগ্য পূজা দান কল্যা মোর নিবেদন ।।
উদ্দেসী প্রনামি[৯] সখী সিগ্রে পাঠাইলা[১০]
জথ ছত্রসালা বিপ্র সকল তুসীলা ।।
তবে মোহাদেব জথ মান্ডব আছিল ।
জোগ্য ভক্তি পূজা লই সখী চলি গেল ।।
মোহাদেব আগে জগ্য[১১] পূজা করি দান ।
শপ্ত পাক প্রদক্ষিন কল্যা[১২] সেই স্থান[১৩] ।।
অষ্টাণ্গ[১৪] প্রনাম করি লুটি ভূমীগত ।
কহিলেক পদ্মাবতী জথ মনুরত ।।
তবে হরগোরিএ সান্তিএ সান্ত হৈলা[১৫] ।
অলক্ষিতে ডাক দিয়া সখীতে কহিলা ।।
ষুন সখী পদ্মাবতি স্থানে কহ গীয়া ।
সর্ব্বত্র কল্যান রাজা চিন্ত কি লাগীয়া[১৬] ।
এথেক ষুনিয়া সখী হরিস অন্তর ।
সিগ্রে কহিলেক গীআ গোরির খবর ।।
জথনে ষুনিল সখী মুখের[১৭] উত্তর ।
কুমুদ প্রকাসে প্রকাসীল সম্বধর[১৮] ।।

১ ভাবি ২ গৃহবাসী হেরোর জে সিণ্গলের নারি ৩ পদ্মাবতী সখী বোলে ৪ আসী ৫ জজ্ঞ ৬ যুবদনি ৭ নৃপতি কৈন্যার তুণ্টীত ভবানি ৮ ছত্রসালে ৯ উদ্দেসে প্রনাম ১০ সীগ্রে পাটাইলা ১১ জৈগ্য ১২ কৈল ১৩ স্তান ১৪ অণ্টাণ্গে ১৫ সান্তাইল ১৬ সত্তরে কৈন্যারে রাজি সখী কহ গীআ ১৭ গোরি ১৮ সোসধর

এত শুনি তাহারে চাহন্ত সবে বেড়ি ।
গৃহে বসি হেরয় যত সিংহলের নারী ।।
অথাত চিকের দ্বারে নৃপতি কুমারী ।
কুমার কৌতুক দেখি সখী সঙ্গে করি।।
সখী বোলে শুন রাণী দেখহ কৌতুক ।
গ্রহণ ছাড়িল শশী দেখী আঁখি মুখ ।।
আর সখী বোলে হর গৌরী শান্ত কৈলা ।
তাহা লাগি রাণী যোগ্য বর মিলাইলা ।।
আর সখী এক-কহে শুন সুবদনী ।
নৃপতি কল্যাণ দান দেও রাজরাণী ।।
আর এক বোলে বিপ্র কিরূপে আনিব ।
নৃপতি হইলে ক্রোধ সমূলে নাশিব ।।
আর সখী বুলিলেন্ত শুন রাজবালা ।
ধনদান দিয়া তোষ যত ছত্রশালা ।।
মর্মসখী হিতবাণী শুনি রূপবতী ।
দানহেতু ধন দিলা সখীগণ প্রতি ।।
বোলে যত ছত্রশালা আছে বিপ্রগণ ।
ভাল মতে তুষিবেক দিয়া বহুধন ।।
তবে মন্ডবের হরগৌরীর চরণ ।
যোগ্যপূজা দান কৈলা মোর নিবেদন ।।
উদ্দেশে প্রণামী সখী শীঘ্রে পাঠাইলা ।
যত ছত্রশালা বিপ্র সকল তুষিলা ।।
তবে মহাদেব যত মন্ডপে আছিল ।
যোগ্য ভক্তি পূজা লই সখী চলি গেল ।।
মহাদেব আগে যোগ্য পূজা করি দান ।
সপ্তপাক প্রদক্ষিণ কৈল সেই স্থান ।।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি লুটি ভূমিগত ।
কহিলেক পদ্মাবতী যত মনোরথ ।।
তবে হরগৌরী শান্তিতে সান্ত্বাইলা ।
অলক্ষিতে ডাক দিয়া সখীত কহিলা ।।
শুন সখী পদ্মাবতী স্থানে কহ গিয়া ।
সর্বত্র কল্যাণ রাজা চিন্ত কি লাগিয়া ।।
এথেক শুনিয়া সখী হরিষ অন্তর ।
শীঘ্র কহিলেক গিয়া গৌরীর খবর ।।
যথনে শুনিল সখীমুখের উত্তর ।
কুমুদ প্রকাশে প্রকাশিল শশধর ।।

মন্তব্য : সন্দেহজনক পৃষ্ঠাটি কোন ছাপা সংস্করণে নেই । মূলের ষট্‌ঋতুবর্ণনখন্ডের দ্বিতীয় স্তবকে পদ্মাবতীর এইরূপ পূজা নিবেদনের বর্ণনা আছে ।

তবে মোহাগজ আনি আরোহিতে দিল[১] ।
কম্ন ধরি অলক্ষিতে লম্প দি উটীল[২] ॥
ভ্রমাই দক্ষিন বামে চক্রের আকৃতি[৩] ।
দূর ভ্রমি ধাবাইল[৪] অলক্ষিত গতি ॥
ভগদত্ত গজেন্দ্র[৫] জিনিয়া সিগ্রগতি ।
কিবা ঐরাবতে চরি আইলা সুরপতি ॥
গজগতি দেখী নৃপ পরি গেল ধন্দ ।
এই হস্তি কভু নাহি চলে হেন ছন্দ ॥
তবে সিংগলের মুক্ষ[৬] অশ্ববার গন ।
নৃপতি ইংগিত বুজি আইল[৭] তখন ॥
ছাট হানি অশ্বগজ সংগে ধাবাইল ।
আছোক হস্তির কাজ[৮] ধুলি ন পাইল ॥
হস্তি আগে থাকি জদি ঘটক ধাবাএ ।
অদ্দপন্তে[৯] জাইতে অর্সের[১০] লাগ পাএ ॥
সর্ব্বলোকে অনুমানে মারিলেক হএ ।
সিক্ষাঘুনে[১১] দস্ততলে হোন্তে উদ্ধারএ ॥
পুনি হস্তি হোন্তে চাড়ি[১২] অশ্বের উপর ।
চৌকাম[১৩] খেলিতে আংগা কল্যা নৃপবর ॥
সিংগল দেশের জথ রাজার কুমার ।
বাছি ২ দিলা দেসমুক্ষ[১৪] আসোয়ার ॥
রত্নসেন দিগ হোন্তে[১৫] যুগী নব জন ।
চৌকাম খেলিতে হৈলা[১৬] অশ্বে আরোহন ॥
দুই দিগে চারি খুটী আনিয়া গারিল ।
মধ্যভাগে আরোপিয়া গেরোয়া পেলিল[১৭] ॥
মিসামিসী হৈয়া তবে লাগিল খেলিতে ।
সকলে চাহন্ত নিতে আপনার ভিতে ॥
সিংগলের অশ্ববারে গোলি নিতে চাহে ।
চৌকাম ঠেলিয়া যুগী গুলি পলটাএ ॥
গেরোয়া বেরিয়া সব্দ[১৮] ধুনি[১৯] টনাটনি ।
দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমনি ॥
ইসীত হাসিয়া নৃপ আসিয়া ত্বরিত ।
গেরোয়া মারিয়া দিল সিংহলের[২০] ভিত ॥

১ দিলা আরহিতে ২ কর্ণে ধরি লম্প দিআ উটে অলক্ষিতে ৩ আক্রিতি ৪ দূর ভূমি ধাই গেল ৫ ভগদন্তে গজিন্দ্র ৬ মৈক্ষ ৭ আসীলা ৮ লাগ ৯ অর্দ্ধোপন্ত ১০ অশ্বের ১১ সীক্ষাবলে ১২ চরি ১৩ চোগাম ১৪ চোক দস ১৫ হন্তে মৈক্ষ ১৬ আইলা ১৭ মৈধ্যভাগে আরহিআ ঘেরআ খেলিল ১৮ সব ১৯ গুলি ২০ নিল আপনার

তবে মহাগজ আনি দিল আরোহিতে ।
কর্ণ ধরি লম্ফ দিয়া উঠে অলক্ষিতে ॥
ভ্রমায় দক্ষিণ বামে চক্রের আকৃতি ।
দূর ভ্রমি ধাই আইল অলক্ষিত গতি ॥
ভগদত্ত গজেন্দ্র জিনিয়া শীঘ্রগতি ।
কিবা ঐরাবতে চড়ি আইল সুরপতি ॥
গজগতি দেখি নৃপ পড়ি গেল ধন্দ ।
এই হস্তী কভু নাই চলে হেন ছন্দ ॥
তবে সিংহলের মুখ্য অশ্ববারগণ ।
নৃপতি ইঙ্গিত বুঝি আইল তখন ॥
ছাট হানি অশ্ব গজ সংগে ধাবাইল ।
আছুক হস্তীর লাগ ধুলি না পাইল ॥
হস্তী আগে থাকি যদি ঘোটক ধাবায় ।
অর্ধপথে যাইতে অশ্বের লাগ পায় ॥
সর্বলোক অনুমানে মারিলেক হয় ।
শিক্ষাগুণে দস্তিতল হোন্তে উদ্ধারয় ॥
পুনি হস্তী হোন্তে চাড়ি অশ্বের উপর ।
চৌগান খেলিতে আজ্ঞা কৈল নৃপবর ॥
সিংহল দেশের যত রাজার কুমার ।
বাছি বাছি দিল দশ মুখ্য আসোয়ার ॥
রত্নসেন দিক হোন্তে যোগী নয়জন ।
চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ ॥
দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল ।
মধ্যভাগে আরোপিয়া গেড়ুয়া ফেলিল ॥
মিশামিশি হইয়া তবে লাগিল খেলিতে ।
সকলে চাহন্ত নিতে আপনার ভিতে ॥
সিংহলের অশ্ববারে গুলি নিতে চায় ।
চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পলটায় ॥
গেড়ুয়া বেড়িয়া শব্দ শুনি ঠনাঠনি ।
দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি ॥
ঈষৎ হাসিয়া নৃপ আসিয়া ত্বরিত ।
গেড়ুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত ॥

শব্দার্থ টীকা : ভগদত্ত—সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত হস্তী যা ইন্দ্র লাভ করেন। চৌগান—পোলো জাতীয় খেলা ; অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বল নিয়ে একধরণের খেলা ।
গেড়ুয়া—কন্দুক জাতীয় গোলাকৃতি খেলনা ।

সিংগল কুমারগন খেলাএ চতুর ।
বেগে বাবি হানিয়া গেবোয়া নিল দুর ।।
পুনি বোলে খেলি ২ অশ্বগুলি শংগে ।
সিগ্রগতি লইয়া জান্ত[১] নিজ মনুরংগে ।।
পাছে ২ অশ্ব ধাবাইল যুগিগন ।
ফিরাইতে নারে কেহ করিয়া জত্তন ।।
যুগী সবে বোলে গুরু কি কর্ম্ম করিলা ।
আপনা হস্তের খেলি পরহস্তে দিলা ।।
তুমি বিনে মহারাজা সংসাব মাজার ।
আমা হস্তে গুলি নিতে শকতি কাহার ।।
হাত হোস্তে[২] খেলি গেল আর নাহি আসা ।
গুরুর চরনে মাত্র করিএ ভরসা ।
আমারা ন জানি হেন[৩] মত[৪] খেলি ভাও ।
আপনে করিয়া জত্ন খেলি[৫] পলটাও ।।
গুরু বোলে শুন সীস্য আমাব বচন ।
দরভাবে খেল খেলি হৈয়া এক মন ।।
পরহস্তগত জদি হইল গেড়োয়া[৬] ।
পুনি ফিরাইতে পারে সেই সে খেরোয়া[৭] ।।
সিস্যগনে নরপতি এথেক কহিতে ।
সিংগলের গুনে[৮] গুলি নিল নিজ ভিতে ।।
তখনে সকল লোক মনে ভাবিলেক ।
সিংগলের অশ্ববার খেলি জিনিলেক ।।
খুটার নিকটে নিল করিবারে হাল ।
যুগীগনে গীয়া গুলি রুন্দিল ততকাল ।।
দুই খুটী মধ্যে দিয়া গুলি নিতে চাহে ।
চৌকান ঢেলিয়া জোগী গনে পলটাএ[৯] ।।
খুটা বেবি শবলে[১০] করে হানাহানি ।
রত্নসেন নৃপে তবে মনে অনুমানি ।।
বিজলি ছুটকে প্রবেসীয়া মোহামতি ।
চলিলা গেরোয়া[১১] লৈয়া[১২] অলক্ষিত গতি ।।

সিংহল কুমারগণ খেলায় চতুর ।
বেগে বাড়ি হানিয়া গেড়ুয়া নিল দূর ।।
পুনি বোলে খেলি খেলি অশ্বগুলি সংগে ।
শীঘ্রগতি লৈয়া যান্ত নিজ মনোরংগে ।।
পাছে পাছে অশ্ব ধাবাইল যোগিগণ ।
ফিরাইতে নারে কেহ করিয়া যতন ।।
যোগি সবে বোলে গুরু কি কর্ম করিলা ।
আপনা হস্তের খেলি পরহস্তে দিলা ।।
তুমি বিনে মহারাজ সংসার মাঝার ।
আমা হোস্তে গুলি নিতে শকতি কাহার ।।
হাত হোস্তে খেলি গেল আর নাহি আশা ।
গুরুর চরণে মাত্র করিয়ে ভরসা ।।
আমরা না জানি হেন মতে খেলা ভাও ।
আপনে করিয়া যত্ন খেলি পলটাও ।।
গুরু বোলে শুন শিষ্য আমার বচন ।
দড়ভাবে খেল খেলি হৈয়া এক মন ।।
পরহস্তগত যদি হৈল গেড়ুয়া ।
পুনি ফিরাইতে পারে সেই সে খেড়ুয়া ।।
শিষ্যগণে নরপতি এতেক কহিতে ।
সিংহলের গণে গুলি নিল নিজ ভিতে ।।
তখনে সকল লোক মনে ভাবিলেক ।
সিংহলের অশ্ববার খেলি জিনিলেক ।।
খুটার নিকটে নিল করিবারে হাল ।
যোগিগণে গিয়া গুলি রুন্ধিল তৎকাল ।।
দুই খুটি মধ্য দিয়া গুলি নিতে চায় ।
চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পলটায় ।।
খুঁটি বেড়ি দুই বলে করে হানাহানি ।
রত্নসেন নৃপ তবে মনে অনুমানি ।।
বিজুলী ছুটকে প্রবেশিয়া মহামতি ।
চালল গেড়ুয়া লই অলক্ষিত গতি ।।

১ লই জাএ ২ হস্ত হস্তে ৩ মাত্র ৪ হেন ৫ গুলি ৬ গেরুআ ৭ খেরুআ ৮ গনে ৯ চোকানে ঢেলিআ গুলি যুগী পলটাএ ১০ দুই বলে ১১ গুটুআ ১২ লই

শব্দার্থ টীকা : ভাও—রীতি
খেড়ুয়া—খেলুড়ে

বেরা বারি হানি গুলি দূরে চালাইল ।
পাছে ২ সিগ্র করি অশ্ব ধাবাইল ।।
তার পাছে[1] অশ্ববার ধাইল ত্বরিতে ।
নৃপতির সিক্ষা কেহ ন পারে লক্ষিতে[2] ।।
ছাটের উপরে ছাট অশ্বেরে[3] হানিল ।
নৃপতির হএ পদধূলি ন পাইল ।।
ডাইনে থুইয়া গুলি রোল খেলি ২ ।[4]
সিগ্র হান কল্য[5] রত্নসেন মোহাবলি ।।
জয়বাদ্য ডুগডুগি[6] বাজিলেক জবে ।
সিংগলের অশ্ববার পলটিল তবে ।।
এই মতে যুগী জিনিলেক তিনবার ।
লক্ষিতে নারিল[7] সিংগলের অশ্বাবার ।।
সিংগলের রাজাবে গিয়া[8] কহিল সকলে ।
হেন মতে খেলি নহি দেখী কোনকালে ।।
আমা সব খেলি নৃপ[9] দেখীছ বিদিতে ।
যুগীর খেলন কিছু ন পাবি লক্ষিতে ।।
যুনিয়া সিংগলনাথ হরসীত মন ।
সাস্ত্র বিচারেতে আজ্ঞা করিলা তখন ।।
মোহা ২ পন্ডিত আনিয়া ততক্ষনে[10] ।
পুছিতে[11] লাগিলা বাক্য[12] খন্ডন স্থাপনে ।।
জেই বাক্য গুনি গনে খন্ডন করএ ।
অখন্ডিত করি নৃপ আনিয়া স্থাপএ ।।

১ পরে ২ লংগিত ৩ আশ্বআব ৪ ডাইনে থুইআ বোল গলাগলি খেলি ৫ সীগ্রে হেন কৈল ৬ জুগী দেখী ৭ লংগিতে নারিলেক ৮ বাজ্জ আগে ৯ সব ১০ ততৈক্ষনে ১১ পুচিতে ১২ বাক্ক

খেলা[1] বাড়ি হানি গুলি দূরে চালাইল ।
পাছে পাছে শীঘ্র করি অশ্ব ধাবাইল ।।
তার পাছে অশ্ববার ধাইল ত্বরিতে ।
নৃপতির শিক্ষা কেহ না পারে লঙ্ঘিতে ।।
ছাটের উপরে ছাট অশ্বরে হানিল ।
নৃপতির হয় পদধূলি ন পাইল ।।
ডাহিনে থুইয়া গুলি বোলে খেলা খেলি ।
শীঘ্র হার কৈল রত্নসেন মহাবলী ।।
জয়বাদ্য ডুগডুগী বাজিলেক যবে ।
সিংহলেব অশ্ববার পলটিল তবে ।।
লক্ষিতে নারিল সিংহলেব অশ্ববার ।
এই মতে যোগী জিনিলেক তিনবার ।।
সিংহল রাজাবে গিয়া কহিল সকলে ।
হেন মতে খেলি নাহি দেখি কোন কালে ।।
আমি সব খেলা নৃপ দেখিছ বিদিতে ।
যোগীর খেলন কিছু না পারি লঙ্ঘিতে ।।
শুনিয়া সিংহলনাথ হরষিত মন ।
শাস্ত্র বিচারিতে আজ্ঞা করিল তখন ।।
মহা মহা পন্ডিত আনিয়া ততক্ষণ ।
পুছিতে লাগিল বাক্য খন্ডন স্থাপন ।।
যেই বাক্য গুণিগণে খন্ডন করয় ।
অখন্ডিত করি নৃপ আনিয়া স্থাপয় ।।

১ আ।

শব্দার্থ টীকা : খেলা বাড়ি—পোলো খেলাব জন্য ব্যবহৃত দন্ড ।

মন্তব্য : জায়সীর পদমাবৎ কাব্যের অন্তর্গত রত্নসেন শূলী খণ্ডের দ্বাবিংশ স্তবকের শেষাংশ অবলম্বনে আলাওল 'চৌগান খন্ড' নামে যে বিস্তৃত পরিচ্ছেদটি রচনা করেছেন তা একটি মৌলিক সংযোজন। রত্নসেনেব অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন ও পোলো খেলার প্রতিযোগিতায় তাঁর জয়লাভ চৌগান খন্ডের বিষয়। অন্তরাল থেকে সখীসহ পদ্মাবতীর সেই ক্রীড়া দর্শন ও দেবতার কাছে পদ্মাবতীর পূজাদান অতিরিক্ত সংযোজন। অশ্বক্রীড়া সম্পর্কে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তার থেকে মনে হয় আরাকান রাজসভায় আসার আগে অশ্বারোহী সৈনিকরূপে আলাওলের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা এবং এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দক্ষতা থেকেই এই অধ্যায়ের জন্ম। অশ্বচালনা সম্পর্কে যথেষ্ট পটুতা না থাকলে এই জাতীয় সংযোজন সম্ভব কিনা সন্দেহ।

শাস্ত্রতত্ত্ব খণ্ড

সুত্রবিত্তি পঞ্জি বেয়াকম্ন অবিধান[১] ।
একে ২ রত্নসেনে করিলা বাখান ।।
শাহাট্য[২] পুরান বেদ তর্ক্ক অলঙ্কাব ।
নানাবিধি বাক্য রস[৩] আগম বিচার ।।
নিজ বাক্য[৪] জথেক পড়িল[৫] নানা ছন্দ ।
শুনিয়া পন্ডিতগণ হৈলা অতি ধন্দ[৬] ।।
সবে বোলে তার কণ্ঠে ভারথি নিভাস[৭] ।
কিবা বরুরুচি[৮] ভবভক্তি[৯] কালিদাস ।।
বিদ্যালোভে মোহাকবি[১০] প্রানে অকাতব ।
সুরুঙ্গে পন্তে আইল শহজে সুন্দর[১১] ।।
অবসেসে কবিলেক শংকিপ্ত বিচার ।
পুস্তকের অল্পভাব[১২] রসের প্রকাব ॥
পিংগল চৌসষ্ঠ ছন্দ অষ্ট মহাগন ।
অষ্ট নাহিকার ভেদ সন্দের লক্ষণ[১৩] ।।
প্রথমে কবিমু গণাগনের বাখান ।
কবিত্বের মুল সেই সুন বুদ্ধিমান[১৪] ।।
সুগনে পুরিলে বাক্য[১৫] সকল সন্তোস ॥
আগম[১৬] পরিলে কবি বাক্য[১৭] লাগে দোষ ॥
অগন এগন য়ার রগন সমন[১৮] ।
তগন জগন অন্তে ভগন নগন ।।
এই অষ্টে মোহাগন দেখহ বিদিত ।
বিবেচিয়া কহু[১৯] তার গুনের[২০] চরিত ।।
লঘু[২১] গুরু জানিলে গনের ভেদ পাএ ।
তেকারনে লঘু গুরু জানিতে জুয়াএ ।।
দ্রুসিকার দ্রুসিকার[২২] অক্ষর মোকল ।
এই সব[২৩] লঘু য়ার গুরু সে সকল ।।
কবিত্বের প্রথন পদের তিনক্ষর ।
বিচারিব কেবা লঘু কেবা গুরুতর ।।

১ চক্কবিত্ত পঞ্জিকা ব্যাকর্ণ অবিদান ২ সহিত্ত ৩ বাক্ষরসে ৪ বাক্ষ ৫ পুরিল ৬ শুনিআ পন্ডিত বর অতি বর ধন্দ ৭ ভারতি নিবাস ৮ বররুছি ৯ ভবভুতি ১০ বিধালোভে মহাকবি ১১ সোন্দর ১২ অর্ধভাব ১৩ লৈক্ষন ১৪ বোদমান ১৫ পরিলে বাক্ষ ১৬ য়গনে ১৭ বাক্ষ ১৮ সগন ১৯ বিবচিআ কহি ২০ জার জে ২১ লগু ২২ রষুকার রিষীকার ২৩ তিন

সূত্র বৃত্তি পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান ।
একে একে রত্নসেন করিলা বাখান ।।
সাহিত্য পুরাণ বেদ তর্ক অলংকার ।
নানাবিধ বাক্যরস আগম বিচার ।।
নিজ কাব্য যতেক পড়িল নানা ছন্দ ।
শুনিয়া পন্ডিতগণ হৈল অতি ধন্দ ।।
সবে বোলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস ।
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস ।।
বিদ্যালোভে মহাকবি প্রাণে অকাতর ।
সুরঙ্গের পন্থে কিবা আইলা সুন্দর ।।
অবশেষে করিলেক সংক্ষিপ্ত বিচার ।
পুস্তকের আদ্য ভাব রসের প্রকার ।।
পিঙ্গল চৌষট্টি ছন্দ অষ্টমহাগণ ।
অষ্টনায়িকার ভেদ শব্দের লক্ষণ ।।
প্রথমে করিমু গণাগণের বাখান ।
কবিত্বের মূল সেই শুন বুদ্ধিমান ।।
সুগণে পড়িলে বাক্য সকল সন্তোষ ।
অগণে পড়িলে কাব্য কবি লাগে দোষ ।।
মগন যগণ[১] আর রগণ সগণ ।
তগণ জগণ অন্তে ভগণ ণগণ ।।
এই অষ্ট মহাগণ দেখহ বিদিত ।
বিরচিয়া কহি তবে গণের চরিত ।।
লঘু গুরু জানিলে গণের ভেদ পায় ।
তেকারণে লঘু গুরু জানিতে জুয়ায় ।।
হ্রস্বকার ঋ ৯ কার[২] অক্ষর মুকল ।
এই তিন লঘু আর গুরু যে সকল ।।
কবিত্বের পদের প্রথম তিনাক্ষর ।
বিচারিব কেবা লঘু কেবা গুরুতর ।।

১ আ ২ আ

শব্দার্থ টীকা : পিঙ্গল—দ্বাদশ শতকের ছান্দসিক। প্রাকৃত ভাষায় ছন্দোগ্রন্থ প্রাকৃত পৈঙ্গলের রচয়িতা। গণ—ছন্দোশাস্ত্রের তিন বর্ণের সমূহ। লঘুগুরুর ক্রমানুসারে আটপ্রকার গণ—যগণ, মগণ, তগণ, রগণ, জগণ, ভগণ, ণগণ, সগণ ।

তিন গুরু হৈলে তারে[১] বুলিএ মগন ।
নিধিস্থির বন্দ[২] প্রাপ্তি তাহার লক্ষন[৩] ।।
আদ্যে লঘু[৪] অন্তে দুই গুরু হএ জার ।
তাহারে এ গন বোলি[৫] বুজিব বিচার ।।
মধ্যে[৬] লঘু দুই দিগে দুই গুরু হএ ।
সেই সে রগন হেন জানিও নিশ্চএ ।।
দুই গনে গুনি কহু[৭] মনে করি কল্প ।
এ গণেত[৮] সাহাস রগনে আউ অল্প ।।
অন্তে গুরু আদ্য মধ্যে[৯] লঘু পরচার[১০] ।
ষুনিশ্চিত জানিয়া সগন[১১] নাম তার ।।
দুই গুরু একাক্ষর লঘু হএ[১২] হেটে ।
তাহারে তগন বোলি[১৩] জানিও প্রকটে ।।
সঘনে[১৪] পরিলে বাক্য করএ উদাস ।
তগনেত ষুন্যফল[১৫] জানিও নির্জাস ।।
মধ্যে[১৬] গুরু দুই দিগে দুই লঘু পাএ ।
তাহারে জগন বোলি[১৭] উৎপাত করাএ ।।
অন্তে মধ্যে[১৮] লঘু জার গুরু আদ্যাক্ষর[১৯] ।
ভগন মংগল ফল দেএ বহুতর ।।
তিন লঘু নগনে সম্পদ বারে বুদ্ধি ।
রনে সিংগ আপদ তারনে কার্য্যসিদ্ধি ।।

অষ্ট নাইকার[২০] ভেদ কহিব ভাবিয়া ।
জে নাম লক্ষন[২১] তার ষুন মন দিয়া ।।
আদ্যে[২২] নারি খণ্ডিতা দুয়জে[২৩] অভিসারি ।
ত্রিতিএ বাস সয্যা[২৪] বিপ্রলব চারি[২৫] ।।
পঞ্চমে উৎকন্টীতা কলপন্তরি ষষ্টমে ।
সয়ন্দুতিকার ভেদ জানিয় সপ্তমে[২৬] ।।
স্বাধিক ভিত্তিকাহ[২৭] অষ্টমে লৈমু নাম ।
জাহার জেমত গুন[২৮] ষুন অনুপাম ।।

১ তানে ২ বন্দু ৩ লৈক্ষন ৪ আদ্ধে লগু ৫ বুলি ৬ মৈদ্ধে ৭ গন কহি ৮ গনে ৯ আইদ্ধে মৈদ্ধে ১০ লগু প্রচার ১১ ষুনিশ্চিতে জানিঅ সঘন ১২ জাঁদ ১৩ বুলি ১৪ সগনে ১৫ সৈন্যফল ১৬ মৈদ্ধে ১৭ বুলি ১৮ মৈদ্ধে ১৯ আইদ্ধক্ষর ২০ নায়িকার ২১ লৈক্ষন ২২ আইদ্ধে ২৩ দোঅজে ২৪ বাষুকসৈজ্জা ২৫ বিপ্রলোব্ধা চারি ২৬ সপ্তমে ২৭ সন্ধিন বিত্তিকা

মন্তব্য ঃ বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণ থাকলেও আলাওলের বিভাগে অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্রম রক্ষিত হয় নি ।

তিন গুরু হৈলে তারে বুলিয়ে মগণ ।
নিধি স্থির বন্ধু প্রাপ্তি তাহার লক্ষণ ।।
আদ্যে লঘু অন্তে দুই গুরু হয় যার ।
তাহারে যগণ বলি বুঝিব বিচার ।।
মধ্যে লঘু দুই দিকে দুই গুরু হয় ।
সেই সে রগণ হেন জানিও নিশ্চয় ।।
দুই গণ গুণ কহি মনে করি কল্প ।
যগণেত সাহস রগণায়ু অল্প ।।
অন্তে গুরু আদ্য মধ্যে লঘুর প্রচার ।
সুনিশ্চিত জানিও সগণ নাম তার ।।
দুই দিকে গুরু একাক্ষর লঘু হেটে ।
তাহারে তগণ বলি জানিও প্রকটে ।।
সগণে পড়িলে বাক্য করয় উদাস ।
তগণেতে শূন্যফল জানিও নির্য্যাস ।।
মধ্যে গুরু দুই দিকে দুই লঘু পায় ।
তাহারে জগণ বলি উৎপাত করায় ।।
অন্তে মধ্যে লঘু যার গুরু আদ্যাক্ষর ।
ভগণ মঙ্গল ফল দেয় বহুতর ।।
তিন লঘু নগণে সম্পদ বাড়ে বুদ্ধি ।
রণে সিদ্ধ আপদ তারণ কার্য্যসিদ্ধি ।।

অষ্টনায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া ।
যে নাম লক্ষণ তার শুন মন দিয়া ।।
আদ্যে নারী খণ্ডিতা দুয়জে অভিসারী ।
তৃতীয়ে বাসকসজ্জা বিপ্রলব্ধা চারি ।।
পঞ্চমে উৎকন্ঠিতা কলহান্তরি ষষ্ঠমে ।
স্বয়ংদূতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে ।।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা অষ্টমেত লৈমু নাম ।
যাহার যেমত গুণ শুন অনুপাম ।।

শব্দার্থ টীকা ঃ খণ্ডিতা—অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন অঙ্গে নিয়ে প্রাতঃকালে আগত নায়কের অপমানিতা নায়িকা । অভিসারী—প্রিয়মিলনের জন্য সঙ্কেত কুঞ্জের দিকে গোপনে এগিয়ে চলে যে নায়িকা । বাসকসজ্জা—নিজদেহ ও কুঞ্জগৃহ সজ্জিত করে নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে যে নায়িকা । বিপ্রলব্ধা—সঙ্কেতস্থানে প্রিয়তম না আসায় ব্যথিতান্তরা নায়িকা । উৎকণ্ঠিতা—প্রিয়তমের আগমনের জন্য সঙ্কেতস্থানে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষমানা নায়িকা ।

জার প্রিয়া আন[1] সংগে বঞ্চএ রজনী ।
প্রভাতে ধরএ চোর খণ্ডিতা রমনি ॥
সঙ্কেত নির্জনে[2] প্রিয়া থাকে রতি য়াসে ।
রমনি চলিয়া আইসে পুরুসের পাসে ॥
সেই সে রমনি অভিসারিকা নিশ্চএ ।
কেলিকলা রস রংগে রজনি বঞ্চএ ॥
কামভাবে নির্জনেত সয্যা বিরচিয়া[3] ।
জাগিয়া পোশাএ নিসি অবধি ভাবিয়া ॥
তাহাক বাসকসয্যা বুলিছ নিশ্চিত[4] ।
এবে শুন বিপ্রলোব্ধা[5] রমনি চরিত ॥
কামলোব্ধা অতিসয় মুগ্ধমতি হইয়া ।
হৃদএর শুক[6] কহে প্রভু সমুদিয়া ॥
স্বামি মান কল্যে সতি আপনে মানাএ ।
কেলি কলা নির্বাহিলে মনে সান্তি পাএ ॥
তাকে বিপ্রলোব্ধা[7] বুলি সেই মহাজন ।
কলন্তরি ভাব এবে কহিমু লক্ষণ[8] ॥
মনে গর্ব্ব ধরিয়া হইয়া মানমতি[9] ।
না চাহে[10] নয়ন তুলি না দএ সম্প্রতি[11] ॥
সখীগন বচনে না হএ মন সান্ত ।
বহু পরার্থনে জদি মানাইল কান্ত ॥
তবে তার হএ পুনি রসে ২ মতি ।
এহারে সে বুলি কলন্তরিতা যুবতি ॥
সয়ন্দুতিকার[12] এবে শুনহ চরিত ।
নিকটে নাহিক পতি কামে হর্তচিত[13] ॥
দেখীলে চতুর নব চতুরি যুবতি ।
আন ২ ছলে কহে মনের আরতি ॥
আপনে আপনা দুতি ইংগিত বচনে ।
শয়ন্দুতিকা[14] নাম রামা ধরে তেকারনে ॥
উতকন্টীতা লক্ষণ জথেক গুননিধি[15] ।
বিলম্ব[16] ন চাহে পিও মিলন অবধি[17] ॥

১ অন্য ২ সঙ্গেত নিরালে ৩ সৈজ্জা বিচাইআ ৪ তাহাকে বাসুকি সৈজ্জা বুলি সুনিশ্চিত ৫ লব্ধা রাজ ৬ সোকে ৭ বিপ্রলব্দা ৮ লৈক্ষন ৯ মধুবতি ১০ নাচাএ ১১ সম্মতি ১২ সঅন্ধতিকার ১৩ বিমহিত ১৪ সঅন্ধতিকা ১৫ গুনবতি ১৬ বিমুক ১৭ যুবতি

যার প্রিয় আন সংগে বঞ্চয় রজনী ।
প্রভাতে ধরয় চোর খণ্ডিতা রমণী ॥
সংকেত নির্জনে প্রিয়া থাকে রতি আসে ।
রমণী চলিয়া আইসে পুরুষের পাশে ॥
সেই সে রমণী অভিসারিকা নিশ্চয় ।
কেলিকলা রসরংগে রজনী বঞ্চয় ॥
কামভাবে নির্জনেত শয্যা বিরচিয়া ।
জাগিয়া পোহায় নিশি অবধি ভাবিয়া ॥
তাহাকে বাসকসজ্জা বুলি সুনিশ্চিত ।
এবে শুন বিপ্রলব্ধা রমণী চরিত ॥
কামলুব্ধা অতিশয় মুগ্ধমতি হইয়া ।
হৃদয়ের শোক কহে প্রভু সম্বোধিয়া ॥
স্বামী মৌন কৈলে সতী আপনে মানায় ।
কেলিকলা নির্বাহিলে মনে শান্তি পায় ॥
তাকে বিপ্রলব্ধা বুলি সেই মহাজন ।
কলন্তরি ভাব এবে কহিমু লক্ষণ ॥
মনে গর্ব ধরিয়া হইয়া মানমতী ।
না চাহে নয়ান তুলি না দেয় সম্মতি ॥
সখীগণ বচনে না হয় মন শান্ত ।
বহু পরার্থনে যদি মানাইল কান্ত ॥
তবে তার হয় পুনি রসেব সম্মতি ।
এহারে সে বুলি কলন্তরিতা যুবতী ॥
স্বয়ং দুতিকাব এবে শুনহ চরিত ।
নিকটে নাহিক পতি কামে হত চিত ॥
দেখিলে চতুর নর চতুরা যুবতী ।
আন আন ছলে কহে মনের আরতি ॥
আপনে আপনা দূতী ইংগিত বচনে ।
স্বয়ংদূতিকা নাম রামা ধরে তেকারণে ॥
উৎকণ্ঠিতা লক্ষণ যতেক গুণনিধি ।
বিলম্ব না চায় পিউ মিলন অবধি ॥

কলহান্তরিতা—সখীদের সম্মুখে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করে পরে অনুতপ্ত হয় যে নায়িকা। স্বয়ংদূতিকা—নিজেই নিজের দৌত্য করে যে নায়িকা। এক্ষেত্রে প্রোষিতভর্তৃকার বিভাগটিই রসশাস্ত্রসম্মত। স্বাধীনভর্তৃকা—নায়কের উপর প্রভুত্ব করে যে নায়িকা।

পতি সঙ্গে রতি রস বঞ্চে জেই মত[1] ।	পতি সঙ্গে রতিরস ভুঞ্জে যেই মত ।
সখীগণে প্রকাশএ করিয়া[2] বেকত ।।	সখীগণে প্রকাশয় করিয়া বেকত ।।
স্বাধীনবিত্তকা নারি জান বিরহিনি ।	স্বাধীনভর্তৃকা নারী জান বিরহিণী ।
পতি ভাবে পরি থাকে দিবস রজনি ।।	পতিভাবে পড়ি থাকে দিবস রজনী ।।
শতির চন্দন চান্দে দহে কলেবর ।	সতীর চন্দন চান্দে দহে কলেবর ।
বিসবত লাগে পুষ্প[3] কুকিল ভমর ।।	বিষবৎ লাগে পুষ্প কোকিল ভ্রমর ।।
অষ্ট নায়িকার[4] কথা কহিলু[5] বিদিত ।	অষ্ট নায়িকার কথা কহিলু বিদিত ।
অবধান[6] কর পঞ্চ সন্দেব চরিত ।।	অবধান কর পঞ্চ শব্দের চরিত ।।
আদ্যে[7] তথ বিতথ দুয়জে পরমান[8] ।	আদ্যে তত বিতত দুয়জে পরিমাণ ।
ত্রিতিএ ষুসীর[9] চারি ঘন হেন জান[10] ।।	তৃতীয়ে সুষির চারি ঘন হেন জান ।।
পঞ্চমে আনদ লৈয়া[11] পঞ্চ সব্দ নাম ।	পঞ্চমে অনাহদ লৈয়া পঞ্চ শব্দ নাম ।
কারে কোন সব্দ বুলি ষুন অনুপাম ।।	কারে কোন শব্দ বুলি শুন অনুপাম ।।
কবিনাস আদ্যে[12] জথ তারের[13] বাজন ।	কপিনাস আদি যত তারের বাজন ।
তাহাক বুলিএ তথ ষুন মোহাজন ।।	তাহাকে বুলিয়ে তত শুন মহাজন ।।
মন্দিরা করিআ বাদ্যে[14] জথ তান ধরে[15] ।	মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে ।
সেই সে বিতথ জান সব্দ মনুহরে[16] ।।	সেই সে বিতত জান শব্দ মনোহরে ।।
উপাঙ্গ মেস্তাঙ্গ[17] আদি ফোকে[18] জথ বাহে[19] ।	উপাঙ্গ মুবচঙ্গ আদি ফুকে যত বায় ।
তাহাক ধুসিব[20] হেন জান সর্ব্বথাএ ।।	তাহাকে সুষির হেন জান সর্বথায় ।
মুরুজ[21] দুমদুমি আদ্য[22] বাদ্য জথ চর্ম্ম ।	মুরজ দুন্দুভি আদি বাদ্য যত চর্ম ।
ঘন হেন নাম ধবে বুজ তার মর্ম্ম ।।	ঘন হেন নাম ধরে বুঝ তার মর্ম ।।
মুখ হোন্তে[23] উশ্চারএ জথেক সবদ ।	মুখ হোন্তে উচ্চারয় যতেক শবদ ।
নিশ্চএ তাহাব নাম জানিও আনদ ।।	নিশ্চয় তাহার নাম জানিও অনাহদ ।।
এই মত কহএ সঙ্কিত[24] দামুদরে ।	এই মতে কহয় সঙ্গীত দামোদবে ।
সঙ্কিত দর্পন[25] মত ষুন কহি তারে ।।	সঙ্গীত দর্পণ মত শুন কহি তারে ।।
তথ বিতথ ঘন[26] ষুসীর মিশ্রিত ।	তত বিতত ঘন সুষির মিশ্রিত ।
চারি[27] সব্দে এক[28] সব্দ হএ ষুললিত ।।	চারি শব্দে এক শব্দ হয় সুললিত ।।
এই পঞ্চ সব্দ কহে সঙ্কিত দর্পন[29] ।	এই পঞ্চশব্দ কহে সঙ্গীতদর্পণ ।
দুই মত কহিলু ষুনহ মহাজন[30] ।।	দুই মতে কহিলাম শুন মহাজন ।।

১ ভুঞ্জয়ে জেমত ২ কহিআ ৩ পুষ্ফ ৪ নারিকার ৫ কহিলুম ৬ অবদান ৭ আইদ্ধে ৮ দোঅজে হেন জান ৯ ষুচির ১০ মান ১১ লৈব ১২ আদ্ধে ১৩ তানের ১৪ আদি ১৫ ধরি ১৬ মনুহরি ১৭ মুখাঙ্গ ১৮ ফুকে ১৯ বাএ ২০ সুচির ২১ মুরুচ ২২আদি ২৩ মুক হন্তে ২৪ সঙ্কেত ২৫ সঙ্কত দ্রপন ২৬ জান ২৭ সাম ২৮ জথ ২৯ সঙ্কন্ত দ্রপনে ৩০ দুইমতে কহিলুম ষুনে মহাজনে

শব্দার্থ টীকা : তত—তারের বাদ্যযন্ত্র । যথা সেতার, বীণা ইত্যাদি বিতত—বিনা তারের বাজনা, মন্দিরা । সুষির—বায়ু সংযোগে যে যন্ত্র বাজানো হয়,—যথা বাঁশী । ঘন—তাল রাখবার জন্য যে বাজনা ব্যবহার করা হয়, যথা তবলা । অনাহদ—অনাহত বাদ্য অর্থাৎ মুখবাদ্য । সঙ্গীত দামোদর—শুভঙ্কর রচিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র । সঙ্গীত দর্পণ—শার্ঙ্গদেব রচিত সঙ্গীত শাস্ত্র ।

মন্তব্য : স্বাধীনভর্তৃকার যে লক্ষণ আলাওল দিয়েছেন তা আসলে প্রোষিতভর্তৃকার লক্ষণ । সঙ্গীতদামোদর ও সঙ্গীতদর্পণ অনুসরণে আলাওল এক্ষেত্রে যে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা যতোটা পাণ্ডিত্যপরিচায়ক ততটা কবিত্বসহায়ক নয় ।

ভাবরস হুস্তকের কথা প্রচারিতে[১] ।
পোস্তক বিসাল[২] হএ না পারি কহিতে ॥
দানে ধর্ম্মে রত্নাকর গুনের পালক ।
শ্রীযুত[৩] মাগন ধির জাচক তোসক ॥
কিবা প্রভু করতারে[৪] কিবা জগজনে ।
কেহ কিছু নহি পাএ বেরেক্ত[৫] মাগনে ॥
আপনা নামের অর্থ[৬] মনেত ভাবিয়া ।
জে মাগে তোসন্ত সক্তি অনুরূপ দিয়া ॥
আরতি কুষুম[৭] তান করি সিরে তান[৮] ।
গুনিগণ পদে ভজি আলাঅল ভান ॥
না কহিলে দোস না কহিতে বাসি[৯] ডর ।
তেকারণে কহো কথা করি জোর কর[১০] ॥
বিচারি পাইলে দোস অক্ষরে ষুধিও[১১] ।
না বুজিয়া আহ্মার কবিত্ত[১২] না দোসিও[১৩] ॥
এক পদ গুথীতে জথেক দুক্ষ হএ ।
তাহার মরম পুনি মোহন্তে জানএ[১৪] ॥
বাক্য[১৫] সিন্দু সব্দ মুক্তা কবি সে রবারু[১৬] ।
বহু রত্ব ডুবি[১৭] তোলে রত্তন ষচারু । *

১ বিচারিতে ২ বিস্তর ৩ ছিরমন্ত ৪ করতাএ ৫ বেকত ৬ তত্ত ৭ কুসম্ব ৮ সীরত্রান ৯ ভাসী ১০ কর জোর ১১ ষুধিঅ ১২ মোহর কবিতা ১৩ দুসীয় ১৪ বুজএ ১৫ কাব্য ১৬ ডুবারু ১৭ বহুল জত্তনে

* এবপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
জার জেই জৈগ্য সেই জনে জানে ভাল ।
হেমরত্ন জোরন না জানে পাটীআল ॥
ছন্দগুন দিআ কবি বান্ধএ পোবন ।
তাহার মরম জানে জেই গ্যানি জন ॥
খুদ্র বুধি অল্প গ্যান আবুল হোচনে ।
লেখীলুম পঞ্চালি এই কামদর বচনে ॥

ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে ।
পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে ॥
দানে ধর্মে রত্নাকর গুণের পালক ।
শ্রীযুত মাগন ধীর যাচক তোষক ॥
কিবা প্রভু করতারে কিবা যোগ্য জনে ।
কেহ কিছু নাহি পায় বেগর মাগনে ॥
আপনা নামের অর্থ মনেত ভাবিয়া ।
যে মাগে তোষন্ত শক্তি অনুরূপ দিয়া ॥
আরতি কুসুম তান করি শিরস্ত্রাণ ।
গুণিগণ পদে ভজি আলাওল ভাণ ॥
না কহিলে দোষ না কহিতে বাসি ডর ।
তেকারণে কহি কথা করি জোড়কর ॥
বিচারি পাইলে দোষ অক্ষর শুধিও ।
না বুঝিয়া আমার কবিত্ব না দুষিও ॥
এক পদ গুথিতে যতেক দুঃখ হয় ।
তাহার মরম পুনি মোহন্তে জানয় ॥
কাব্যসিন্ধু শব্দমুক্তা কবি সে ডুবাবু ।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচারু ॥
যার যেই যোগ্য সেই জনে জানে ভাল ।
হেমরত্ন জুড়ন না জানে পাটিয়াল ॥
ছন্দগুণ দিয়া কবি বান্ধয় পবন ।
তাহার মরম জানে যেই মহাজন ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ বেগর—ভিন্ন ।
গুথিতে—গাঁথতে, গ্রন্থন বা বচনা কবতে ।
পাটিয়াল—মজুর ।
ডুবারু—ডুবুরী ।
শুধিও—জিজ্ঞাসা কোর ; এক্ষেত্রে শুদ্ধ কোর ।

মন্তব্য ঃ মাগন ঠাকুরের প্রশস্তি উপলক্ষে বর্তমান স্তবকে আলাওল তাঁর নিজের কাব্যরচনার ভুল ত্রুটি সম্পর্কে গুণীজনের কাছে বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। কবিকে ডুবারুর সঙ্গে তুলনা কবে কাব্যসিন্ধুতে মুক্তা আহবণের যে প্রৌঢ়োক্তিটি আলাওল করেছেন তা এক্ষেত্রে অনুধাবন যোগ্য ।

রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ-খণ্ড

রাগ দীর্ঘ ছন্দ কেদার

পরিক্ষিয়া নানামতে চাহিলা সিংগল নাথে[1]
নানাবিদ্যা পারগ যুজান[2] ।
বিচারি বুজিতে কাজ কসীলা কসটী[3] মাজ
পাইল হেম দুাদস[4] বান ॥
বিচারিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করাই ক্ষেউর কর্ম্ম
জট নট করিল খণ্ডন ।
তথাই কানাত টানি কুমকুম কস্তুরি আনি
নানা গন্দে করাই মর্দ্দন[5] ॥
জবে স্যান[6] করাইআ অংগেত যুগন্দি দিয়া
দিব্য[7] বস্ত্র পৈবাইলা আনি ।
চরাই গজেন্দ্র কান্দে নিথ্য গিত[8] নানা ছন্দে
হরিসে চলিলা বাজধানি ॥
সংগের কুমারগণ তেজি যুগ অভরণ[9]
পৌবিলিক[10] উত্তম বসন ।
নানান বাহনে চড়ি[11] চলে বত্নসেন বেবি
জেন চন্দ্র পাসে তারা গণ ॥
চাহি বত্নসেন ভিতে সর্ব্বলোক আনন্দিতে
বোলে ধন্য[12] ২ পদ্মাবতি ।
অস্ত্রে সাস্ত্রে মহাধির ইন্দ্রের সমান বির
রূপে গুনে পাইল যুগ্যাপতি[13] ॥
হরিসে সিংগল বাএ পুলকিত সর্ব্বগাএ
দেখী ২ রূপের অবধি[14] ।
মনে ভাবে[15] নৃপবর রূপে গুনে বিদ্যাধর[16]
ভাগ্যবসে মিলাইল বিধি ॥
যন্ন রত্ন[17] মনুরম অমরাবতির সম
নৃপতি কুমার আওযাস[18] ।
তথা নৃপ অনুসারি বহুবিধ মান্য করি[19]
রত্নসেন দিলেক নিবাস ॥

১ নাতে ২ নানাবিধ্যা ফারক যুজন ৩ কচটী ৪ পাই হেম দোআদস ৫ নানাছন্দে করিলা মধন ৬ তবে স্নান ৭ দির্ব্ব ৮ গীদ ৯ যুগী অবরন ১০ পাবিলেক ১১ চরি ১২ ধৈন্য ১৩ জৈগ্যাপতি ১৪ অবদি ১৫ ভাবি ১৬ বিধ্যাধব ১৭ স্বোর্ণ ১৮ নৃপতির কুমার ওযাস ১৯ বহু বিধি মান্যা করি

পরীক্ষিয়া নানা মতে চাহিল সিংহলনাথে
নানা বিদ্যা পারগ সুজ্ঞান ।
বিচারি বুঝিতে কাজ কষিল কষটি মাঝ
পাইল হেম দ্বাদশ বাণ ॥
বিচারিয়া ধর্মাধর্ম করাই খেউর কর্ম
জটাজুট করিল মুণ্ডন ।
তথায় কানাত টানি কুংকুম কস্তুরী আনি
নানা গন্ধ করিল মর্দন ॥
তবে স্নান করাইয়া অংগেত সুগন্ধি দিয়া
দিব্যবস্ত্র পরাইল আনি ।
চড়াই গজেন্দ্র কান্ধে নৃত্যগীত নানা ছন্দে
হরিষে চলিল রাজধানী ॥
সঙ্গের কুমারগণ তেজি যোগী আভরণ
পরিলেক উত্তম বসন ।
নানান বাহনে চড়ি চলে রত্নসেন বেড়ি
যেন চন্দ্র পাশে তারাগণ ॥
চাহি রত্নসেন ভিত সর্বলোক আনন্দিত
বোলে ধন্য ধন্য পদ্মাবতী ।
অস্ত্র শাস্ত্রে মহাধীর ইন্দ্রের সমান বীর
রূপে গুণে পাইল যোগ্যপতি ॥
হরিষে সিংহল রায় পুলকিত সর্বকায়
দেখি দেখি রূপের অবধি ।
মনে ভাবে নৃপবর রূপে গুণে বিদ্যাধর
ভাগ্যবশে মিলাইল বিধি ॥
স্বর্ণরত্ন মনোরম অমরাবতীর সম
নৃপতির কুমার আবাস ।
তথা নৃপ অনুসারী বহুবিধ মান্য করি
রত্নসেনে দিলেক নিবাস ॥

শব্দার্থ টীকা : কষটি — কষ্টি পাথর
দ্বাদশ — দ্বাদশ
খেউর কর্ম — ক্ষৌর কর্ম
নেত — পট্টবস্ত্র

মন্তব্য : রত্নসেন পদ্মাবতী বিবাহখণ্ডটি মূলে থাকলেও মূলকে সামান্যক্ষেত্রে মাত্র অনুসরণ করে সমস্ত খণ্ডটিই আলাওলের নব-রচনা । মূলের অনুসরণ ক্ষেত্রগুলির পাশে জায়সীর পদসংখ্যা নির্দেশ করে দেওয়া হল ।

নানাবিধি ভক্ষভোজ[১]   দিলেন্ত বান্দিযা[২] রোজ
নিথ্য প্রতি করিয়া নিওম[৩] ।
নানাবিধি[৪] উপহার   আইসে সত সংখ্যা[৫] ভার
কালাকাল[৬] ষুফল উত্তম ।।
হেন মতে বত্নসেন   ষুর্গে[৭] ষুবপতি জেন
আছেন্ত[৮] পরম ষুখ[৯] মনে ।
জদ্যাপি সরিবে ষুখ[১০]   অন্তবে বিবহ দুখ[১১]
দিলেক[১২] কলপ সম মানে ।।
নিজ[১৩] ষুখে জাএ আইসে   কুমাব কুমারি পাসে
আশ্বাসিযা দোহান শান্তাএ[১৪] ।
শ্রীযুত[১৫] মাগন ধির   আবতি কবিযা স্থিব
কবি হিন আলাওলে গাএ । *

১ ভৈক্ষভোজ ২ কবিযা দিলেন্ত ৩ নিতি পতি কবিআ নিষম ৪ নানা বিদি ৫ সখ্কা ৬ কালাবিলা ৭ সর্গ ৮ আচেন্ত ৯ ষুক ১০ অশ্ধাপী সবিব ষ.ক ১১ দুক্ষ ১২ তিলেক ১৩ নিপ ১৪ আশ্বাসীআ দোহ কৈল সান্ত ১৫ ছিবি জোত

* এবপব বা পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

বসন্দ্ধ অনুপাম কামদব আলি নাম
আজ্ঞা মোকে কবিল হরিসে ।
তাহান আরতি পাই পদে পবাক্ষব চাই
আবুল হোচন সবিসেসে ।।

নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ   দিলেন্ত রাঁধিয়া রোজ
নিতি নিতি করিযা নিয়ম ।
নানাবিধ উপহাব   আইসে শতসংখ্যাভার
কালাকাল সুফল উত্তম ।।
হেন মতে রত্নসেন   স্বর্গে সুরপতি যেন
আছন্ত পবম সুখ মনে ।
যদ্যাপি শরীবে সুখ   অন্তরে বিরহ দুঃখ
তিলেক কলপ সম মানে ।।
নিত্য শুক যায় আইসে   কুমার কুমারী পাশে
আশ্বাসিয়া দোঁহানে সান্ত্বায় ।
শ্রীযুত মাগন ধীব   আরতি করিয়া শির
কবি হীন আলাওলে গায় ।।

শব্দার্থ টীকা : কালাকাল সুফল উত্তম—সময়েব এবং অসময়েব ভাল ফল মূল ।

মন্তব্য : আলাওল রত্নসেন ও পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণন প্রসঙ্গে নানাবিধ ভক্ষভাজ বলেই ছেড়ে দিয়েছেন, খাদ্যদ্রব্যের বিস্তারিত তালিকা দেন নি। জায়সী কিন্তু বিবাহখণ্ডেব পুরো দশমস্তবক জুড়ে বিস্তৃত ভোজ্য-দ্রব্যের বিবরণ দিয়েছেন। রত্নসেন-পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা-দানের জন্য শুকপাখীর যাওয়া আসা মূলে নেই ।

যমক ছন্দ : রাগ কামোদ

সিংগল নৃপতি হাঙ্কারিয়া[১] হিরামনি ।
আর বহু পন্ডিত জোতিসগন আনি ॥
ষুভক্ষনে[২] ষুভলগ্ন করিয়া বিচার ।
রচিলা বিবার কায্য মঙ্গল আচার ॥
কর্ফুল সঞ্জগে[৩] পান দিল ঘরে ২ ।
পঞ্চ সব্দ বাজন বাজাএ মনুহরে ॥
ছাইলেক হাটবাট ষুন্ন[৪] পাটম্বরে ।
পুন্ন[৬] ঘট কদলি স্থাপিলা দ্বারে ২ ॥
নিথ্য গীত[৭] আনন্দ বাজাই[৮] পুন্নদেশ ।
নচে বেস্যা নিথ্য কালে[৯] মনুহর ভেষ ॥
অগর লবান ধুম্র আকাশ ছাইল ।
আরগজা[১০] চতুসমে ধরনি লেপিল[১১] ॥
স্থানে[১২] ২ ইন্দ্রজালি দর্সাএ কুহুক ।
নানা কাছে নানা ঢঙ্গ করে বিদুসক[১৩]॥
আর নানা বন্নে বহু কিত্তিম কুসুম ।
মধ্যে[১৪] ২ আরুপিল য়তি মনুরম ॥
স্বন্ন বস্ত্রে[১৫] চন্দ্রতাপ মুক্তার ঝালর ।
নানামতে আছাদন[১৬] কলা্য ষুন্ন পরে[১৭] ।
নানাবিধি চিত্র নানা মুরুতি নির্ম্মল[১৮] ।
জেন ষর্গে ষুর সসী নক্ষএ[১৯] মন্ডল ॥
দেখীয়া লোকের মনে জন্মিল ভরম ।
অকস্মাত[২০] হৈল জেন আকাস অষ্টম ॥
স্থানে ২ বিচিত্র পতকা বিবাজিত ।
নানা বন্নে ষুচাবু চামর চারিভিত ॥
বিচিত্র কমল সয্যা অতি সুনির্ম্মল ।
আরুপিল নানাবন্নে চন্দ্রতাপতল ॥
আগর লোবান ধুম্রে আকাস ছাইল ।
আমদ সৈরবে সব দেস মহ কল্য ॥

সিংহল নৃপতি হাঙ্কারিয়া হীরামণি ।
আর বহু পন্ডিত জ্যোতিষগণ আনি ॥
শুভক্ষণে শুভলগ্ন করিয়া বিচার ।
রচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচার ॥
কর্পূর সংযোগে পান দিল ঘরে ঘরে ।
পঞ্চশব্দ বাজন বাজায় মনোহরে ॥
ছাইলেক হাটবাট স্বর্ণ পাটাম্বরে ।
পূর্ণঘট কদলী স্থাপিলা দ্বারে দ্বারে ॥
নৃত্য গীত আনন্দ বাজায় পুণ্য দেশ ।
নাচে বেশ্যা নৃত্য কালে মনোহর বেশ ॥
আগর লোবান ধূম্রে আকাশ ছাইল ।
আরগজ চতুঃসমে ধরণী লেপিল ॥
স্থানে স্থানে ইন্দ্রজালে দর্শায় কুহক ।
নানা কাচে নানা ঢঙ্গ করে বিদুষক ॥
আর নানা বর্ণ বহু কৃত্রিম কুসুম ॥
মধ্যে মধ্যে আরোপিল অতি মনোরম ॥
স্বর্ণ বস্ত্রে চন্দ্রাতপ মুক্তার ঝালর ।
নানামতে আচ্ছাদন কৈলা শূন্য পর ॥
নানাবিধ চিত্র নানা মূরতি নির্মল ।
যেন স্বর্গে সুর শশী নক্ষত্র মন্ডল ॥
দেখিয়া লোকের মনে জন্মিল ভরম ॥
অকস্মাৎ হৈল যেন আকাশ অষ্টম ॥
স্থানে স্থানে বিচিত্র পতাকা বিরাজিত ।
নানা বর্ণ সুচারু চামর সুশোভিত ॥
বিচিত্র কোমল শয্যা অতি সুনির্মল ।
আরোপিল নানা বর্ণে চন্দ্রাতপতল ॥
আগর লোবান ধূম্রে আকাশ ছাইল ।
আমোদ সৌরভে সব দেশ মোহ কৈল ॥

১ হাঙ্কারিল ২ ষুভক্ষেনে ৩ কব ফুল সজোগ ৪ পঞ্চসব্দে ৫ স্বৈান্য ৬ পুর্ন্ন ৭ গীদ ৮ বাজাএ ৯ নিথ্য কিনি ১০ আরগজে ১১ লিপিল ১২ স্তানে ২ ১৩ বুধ শুক ১৪ মৈধে ১৫ স্বৈানাবস্ত্রে ১৬ আচাদান ১৭ সৈন্যপর ১৮ নির্ম্মল ১৯ নৈক্ষত্র ২০ আকাসেতে

শব্দার্থ টীকা : আগব লোবান ধূম্রে—অগুরু এবং গুগ্গুলের সুগন্ধি ধোঁয়া । আরগজ চতুঃসমে—চুয়া, চন্দন, কুংকুম, কস্তুরী ইত্যাদি চারপ্রকার গন্ধদ্রব্য । নানা কাচে—নানা বেশে

মন্তব্য : জায়সীর বিবাহ বর্ণনার সংগে আলাওলের বিবাহ বর্ণনার প্রভূত প্রভেদ। জায়সীতে বিবাহ বর্ণনার রাজকীয় জাঁকজমক আছে, কিন্তু আলাওলের বিবাহ বর্ণনায় হিন্দু বিবাহের বিচিত্র আচার আচরণের পুংখানুপুংখ বিবরণ আছে ।

নৃপকুল পাত্রকুল বন্দু পুরহিত ।
আসীয়া বসীলা সব জার জেই রিত ॥
পাত্র পুরহিত নারি ব্রাহ্মনি সয্যনি[১] ।
যুকুলিনি সদবা যুবেসা[২] যুরমনি ॥
নৃপ গ্রিহে আসি মোহাদেবি অনুমতি ।
আইউহে সযা কল্যা[৩] হরসিত অতি[৪] ॥
বেলি অবশেসে মিলি যুবতি সকলে ।
বর কন্যা স্যান[৫] করাইলা কুতুহলে ॥
প্রতক্ষে ২ দুই স্যান কবাইল[৬] ।
রাজ নিতি বস্ত্র অলঙ্কার পৈরাইল ॥
জেই মত মহৎসব[৭] নৃপতিব ঘরে ।
তেমত আনন্দ হৈল রত্নসেন পুরে ॥
সন্দাকালে[৮] আদেস কবিলা মহারাজে ।
ষুর্ন পাটে[৯] প্রদিপ স্থাপিল সভাগাজে[১০] ॥
গনেসাদি পঞ্চদেব পুজিয়া[১১] হরিশে ।
সণ্ঠী আর মার্কন্ড[১২] পুজিল তার সেসে ॥
তবে গন্দ আদিবাস[১৩] কল্যা যুভক্ষনে ।
ললাটে বিংসতি বস্তু চুইল ব্রাহ্মনে ॥
মহি গন্দ[১৪] শীলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্কফল ।
দধি ঘৃত সক্কাবা[১৫] আর সিন্দুব কজ্জল ।
যুস্তিক রচনা সঙ্গে সিদ্ধার্থ কাঞ্চন ।
রূপ তাম্র দিপ আব নির্ম্মল দর্পন[১৬] ॥
এসকল প্রতক্ষে[১৭] কপালে প্রসাইআ[১৮] ।
প্রসস্তি বন্দনা[১৯] কলা যুপেণ্ড[২০] থুইযা ॥
অখন্ড কদলিপত্র কাটারি দর্পন[২১] ।
বরের[২২] কন্যার হস্তে করিলা স্থাপন[২৩] ॥
পাত্র মিত্র পুরহিত ব্রাহ্মন শয্যনে[২৪] ।
কফুল তাম্বুল মাল্য দিলা জনে ২ ॥
যুগন্দি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি ।
অতি মহৎসব করি[২৫] বঞ্চিলা রজনি ॥

১ ব্রহ্মনি সৈজ্ঞানি ২ সকুলিন সধবা যুভের ৩ জাই যুই সৈজ্ঞা কৈস ৪ মতি ৫ কৈন্যা শ্রান ৬ নানা পরিমল আদি অঙ্গেতে লিপীল ৭ জেই মতে মউচ্ছব ৮ সৈন্দ কালে ৯ স্যোন্য ঘট ১০ শালিতে সোভা মাঝ ১১ পুজিয়া ১২ মোকেন্ড ১৩ অদিবাস ১৪ মোহগন্দ ১৫ দুর্ব সাক্করাএ ১৬ দ্রপন ১৭ প্রতেক্ষ ১৮ কোপালে প্রসাইআ ১৯ প্রসাস্তির বন্দ ২০ সোপেতে ২১ দ্রপন ২২ বারেক ২৩ স্থাপন ২৪ ব্রহ্মান সজ্জানে ২৫ মউচ্ছব করি আজে

নৃপকুল পাত্রকুল বন্ধু পুরোহিত ।
আসিয়া বসিলা সব যার যেই রীত ॥
পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী সজ্জনী ॥
সুকুলিনী সধবা সুবেশা রমণী ॥
নৃপ গৃহে আসি মহাদেবী অনুমতি ।
আয়ো শয্যা কৈল সবে হরষিত মতি ॥
বেলি অবশেষে মিলি যুবতী সকলে ।
বর কন্যা স্নান করাইলা কুতূহলে ॥
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে দুই স্নান করাইল ।
বাজবীতি বস্ত্র অলংকার পরাইল ॥
যেই মত মহোৎসব নৃপতির ঘরে ।
তেমত আনন্দ হৈল বত্নসেন পুবে ॥
সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে ।
স্বর্ণ ঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে ॥
গণেশ আদি পঞ্চদেব পুজিয়া হরিষে ।
ষষ্ঠী আর মার্কণ্ড পুজিল তার শেষে ॥
তবে গন্ধ অধিবাস দৈল শুভক্ষণে ।
ললাটে বিংশতি বস্তু ছোঁয়াইল ব্রাহ্মণে ॥
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্বা পুষ্পফল ।
দধি ঘৃত দুগ্ধ আব সিন্দুর কজ্জল ॥
স্বস্তিক বচনা সঙ্গে সিদ্ধার্থ কাঞ্চন ।
বৌপ্য তাম্র দীপ আর নির্মল দর্পণ ॥
এ সকল প্রত্যক্ষে কপালে প্রসারিয়া ।
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সুপেণ্ড থুইয়া ॥
অখণ্ড কদলীপত্র কাটারি দর্পণ ।
বরেব কন্যার হস্তে করিলা স্থাপন ॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ সজ্জনে ।
কর্পূর তাম্বুল মাল্য দিলা জনে জনে ॥
সুগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি ।
অতি মহোৎসব করি বঞ্চিলা রজনী ॥

শব্দার্থ টীকা : গনেশ আদি পঞ্চদেব—গণেশ, ভাস্কর, কেশব, রুদ্র, চন্ডী । সুপেণ্ড—কুলোগ । মেলানি—মিলন, অভ্যর্থনা । ষোড়শ মাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, সাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা ।

বসুধারা—গৃহভিত্তিতে সিন্দুরে চিহ্ন দিয়ে পাঁচবাব বা সাতবার ঘৃতধারা

পিছল সৈরব[১] পংক হৈল হাট বাট।
জথা তথা রঙ্গ রস[২] দেখী গীত[৩] নাট॥
ইন্দ্রজালি সিল্পকারি দর্শাএ কুহক[৪]।
মধ্যে ২ নানা ঢঙ্গ[৫] করে বিদুষক[৬]॥
ক্ষেনে ২ বহুরূপি নানা মুর্ত্তি ধরে।
কিবা সথ্য কিত্তিম চিনিতে কেহ নারে[৭]॥
রত্নের প্রদিপকুল জলে[৮] সারি ২।
কিবা রাত্রি কিবা দিন চিনিতে না পারি॥
স্থানে ২ বাজি পোরে অতি মনুহর।
স্থানে ২ নানা জন্ত্র[৯] বাজাএ সুস্বর॥
এই মতে বাহিরে হইল নানা ঢঙ্গ[১০]।
অন্তপুর মধ্যে হইল তথোধিক রঙ্গ[১১]॥
প্রভাত[১২] সমএ নৃপ করিলেক স্যান[১৩]।
সোবস মাত্রিকা[১৪] পুজা বসন্ধারা[১৫] দান॥
নান্দিমুখ শ্রাধ্য সাঙ্গ করিলা রাজনে।
রত্নসেনে জথচি ত[১৬] করিলা আপনে॥
নাপিত[১৭] ডাকিয়া[১৮] আনি ত্রিতিয় প্রহরে।
করিল খেউরি কর্ম্ম কন্যা কুমাররে॥
কাপর থাগ[১৯] করিয়া রজক গেল জবে।
আইএ সবে স্যান[২০] করাইতে নিল তবে॥
সুগন্দি হরিদ্রা তল্যে[২১] সরির মাজিল[২২]।
রম্ভাতলে[২৩] পুস্করনিত স্যান[২৪] করাইল॥
রাজযুগ্যে[২৫] পৈরাইল বস্ত্র অলংকার।
গিদ নাট্যে হুলুস্থলি জয় জোকার[২৬]॥
পিত যুত হস্ত বান্দি[২৭] কলা কুমারম্ভ[২৮]।
তবে বর চলি জাইতে করিল আরম্ভ[২৯]॥

১ পীছল সোরবে ২ ঢঙ্গে ৩ দেখে গীদ ৪ দ্রসাএ কুহুক ৫ বঙ্গে ৬ বুন্ধে যুক ৭ কিবা সত্ত্ব কৃতি কিবা চিনিতে না পারে ৮ জ্বালে ৯ বান্ধ ১০ ঢঙ্গে ১১ তাথ্যধিক অন্তস্পুরে মেধ্যে হৈল রঙ্গে ১২ প্রবাত ১৩ স্যান ১৪ স্বোর বস মাত্রিকা ১৫ বসোন্দর ১৬ জথাচিত ১৭ নাইক ১৮ রাকিআ ১৯ সংকাদাগ ২০ আই সব স্যান ২১ হলিদ্র তৈল ২২ মাজিল ২৩ বৈক্ষতল ২৪ স্নান ২৫ রাজ জৈগ্য ২৬ গীদ নাট হুলাস্থলি করএ জোগাব ২৭ পীত যুতে হস্তে বান্দি ২৮ কুমারম্ব ২৯ আরম্ব

পিছল সৌরভ পংক হৈল হাট বাট।
যথা তথা রঙ্গরস দেখি গীত নাট॥
ইন্দ্রজাল শিল্পকারী দর্শায় কুহক।
মধ্যে মধ্যে নানা ঢঙ্গ করে বিদুষক॥
ক্ষেণে ক্ষেণে বহুরূপী নানামূর্তি ধরে।
কিবা সত্য কৃত্রিম চিনিতে কেহ নারে॥
রত্নের প্রদীপকুল জ্বলে সারি সারি।
কিবা রাত্রি কিবা দিন চিনিতে না পারি॥
স্থানে স্থানে বাজি পোড়ে অতি মনোহর।
স্থানে স্থানে নানা যন্ত্র বাজায় সুস্বর॥
এই মতে বাহির হইল নানাঢঙ্গ।
অন্তঃপুর মাঝে হৈল ততোধিক রঙ্গ॥
প্রভাত সময় নৃপ করিলেক স্নান।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা দান॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজনে।
রত্নসেন যথোচিত করিলা আপন॥
নাপিত ডাকিয়া আনি তৃতীয় প্রহরে।
করিলা খেউর কর্ম কন্যা কুমারের॥
কাপড় থাক করিয়া রজক গেল যবে।
আয়ো সবে স্নান করাইতে নিল তবে॥
সুগন্ধি হরিদ্রা তৈলে শরীর মাজিল।
রম্ভাতলে পুষ্করণীতে স্নান করাইল॥
রাজযোগ্য পরাইল বস্ত্র অলংকার।
গীতে নাটে হুলুস্থুলি করয় জোকার॥
পীত সুত হস্তে বান্ধি কৈল কুমারম্ভ।
তবে বর চলি যাইতে করিল আরম্ভ॥

শব্দার্থ টীকা: ইন্দ্রজাল শিল্পকারী—যাদুকর।
জোকার—জয়ধ্বনি বা উলুধ্বনি

মন্তব্য: আলাওলের বিবাহ অনুষ্ঠান বর্ণনা সম্পূর্ণ বঙ্গীয়। জায়সীর বর্ণনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জায়সীতে আছে রাজকীয় বিবাহ আড়ম্বরের সাধারণ (general) বর্ণনা। আলাওলে বঙ্গীয় হিন্দু বিবাহ রীতির প্রাদেশিক বর্ণনা।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ধানসী

রত্নসেন মহারাজ পৈরএ বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলংকাবে জবে তনু।
মস্তকে কিবিট[1] শোভে[2] দেখী ষুরপতি লোভে
জলধ উপবে জেন ভানু॥
চন্দন শেখর[3] ভালে মুক্তালোর[4] তাহে দোলে
তারক বেষ্টিত[5] সশধব[6]।
রত্তন কুন্ডল কানে তরুনে অরুনে জিনে
বালক অরুনে নেত্রাধর[7]।
বয়ান[8] ললাটে ফোটা জিনিযা চান্দ্রিমা ছটা
কুন্ডল অধর ষুনয়ন।
চন্দ্রার্ক[9] মন্ডলি দেখী রাহু বল হিন লখি[10]
বহে ষুর মুকুট সরন॥[11]
বাদলা দগলা গাএ রত্নকন্টমালা তাএ
ষুব বেরি নক্ষত্র[12] মন্ডল।
জরাউ কমরে পাটা ষুন্ন[13]বত্নে মিলি[14]ছটা
দেখীতে নিশরে আখীজল॥
রত্ন বাষুবন্দ বাহে[15] দেখী কুলবতী মহে[16]
নবরত্নাঙ্কুরি কর সাকে।[17]
চন্দ্র খন্ড ২ হেরি মনে অনুরাগ ধরি
শতত কিত্তিকা পাসে থাকে॥
জর্কসি ওঘনে[18]পাএ রত্নের পা নহে তাহে[19]
ডগ মগ অতি দিপ্তি করে।
ষুভ জুগে লগ্ন ধরি রত্ন চতুবদোলে চরি
বিবাহ আনন্দ[20] অনুশ্বাবে॥

১ মস্তকে ২ সোভে ৩ সেখব ৪ মুক্তাল: ৫ বিষ্টীত ৬ সসোধর ৭ নেত্রধার ৮ বয়ানে ৯ চন্দ্রাক ১০ দেখী ১১ নাম, ষুব মুকুন্ড সোরণ ১২ নৈক্ষত্র ১৩ স্বোর্ণ ১৪ মনি ১৫ ছোহে ১৬ মোহে ১৭ রত্তন অংকুরি কর সাথে ১৮ জবকসী ওমান ১৯ বত্তন-কাবাই গাএ ২০ বিবহা আনন্দে

রত্নসেন মহারাজ পৈরএ বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলংকারে জরে তনু।
মস্তকে কিরিট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু॥
চন্দন শোভএ ভালে মুক্তালোর তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধর।
রতনকুন্ডল কানে তরুণ অরুণ জিনে
বালক অরুণ নেত্রাধর॥
বযানে ললাটে ফোঁটা জিনিয়া চান্দ্রিমা ছটা
কুন্ডল অধর সুনয়ন।
চন্দ্রার্ক মণ্ডলী দেখি রাহু বলহীন লখি
রহে সুর মুকুট শরণ॥
বাদলা দগলা গায় রত্ন কণ্ঠমালা তায়
সুব বেড়ি নক্ষত্র মন্ডল।
জড়াউ কোমরে পাটা স্বর্ণরত্ন মণি ছটা
দেখিতে নিঃসরে আঁখিজল॥
রত্ন বাজুবন্দ সোহে দেখি কুলবতী মোহে
নব রত্নাঙ্গুরী কর শাখে।
চন্দ্র খন্ড খন্ড হেরি মনে অনুরাগ ধরি
সতত কৃত্তিকা পাশে থাকে॥
জরকশী পাদুকা পায় রত্নের কাবাই গায়
ডগমগ অতি দীপ্তি করে।
শুভ যোগে লগ্ন ধরি রত্ন চতুর্দোলে চড়ি
বিবাহ আনন্দে অভিসারে॥

শব্দার্থ টীকা: বাদলা দগলা গায়—অঙ্গাবরণ বিশেষ। মূলে আছে—'পহিরহু বাতা দগলা সোহাবা'
জরকশী—জরির
কাবাই—জামা

মন্তব্য: পদ্মাবৎ কাব্যের অন্তর্গত রত্নসেন-পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের দ্বিতীয় স্তবকে রত্নসেনের জন্য মূল্যবান রাজকীয় বিবাহ-পরিচ্ছদ আনয়নের উল্লেখমাত্র আছে। সেই প্রসঙ্গকে বিস্তারিত করে আলাওল এক্ষেত্রে বিচিত্র বেশভূষার বর্ণনা করেছেন।

সুন্দরি সধবা[১] নারি মঙ্গল বিধান[২] ধরি
শতথ করএ[৩] উলু ২।
জয় ২ মহা রোল ন সুনি কাহাব বোল
উশ্ববে[৪] আনন্দে হুলুস্তুলু[৫]॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য[৬] বাজে ভেউর করনাল গাজে[৭]
শানাই বর্গোল সিঙ্গ বাসি।[৮]
গুরু মেদ মধু বিনি[৯] মিদাঙ্গ[১০] উপাঙ্গ ধনি
সানগুজা সুসি রাসি ২॥[১১]
মুদ্রা কাসি[১২] করতাল আউজা কটাতার[১৩] ভাল
বিতথ বাজএ বহুতের।
মুরুজ দুন্দুভি[১৪] জোরা দগর পেগাম[১৫] কারা
ঢাক ঢোল ঘন মনুহর।
রোবাব দোতরা বিন[১৬] কবিনাস বোদ্র পিন[১৭]
সমান্ডল[১৮] বাহে সুললিত।
তম্বুরে[১৯] কিন্নর মেলা বেমাঞ্চ[২০] সুস্বর ভালা
বাজে তথে তাল রাগ গিদ।
চারি সব্দে মিলি বাহে[২১] গাইনে সুস্বরে গাএ
গোলা[২২] নাচে বেশ্যা নটী গন।
পাএ দাক্ষিনাদ্যে[২৩] নাচে নানা ছান্দে[২৪] নানা কাছে
হস্তে নিত্য সাধন[২৫] মীলন॥
নানা বন্ন বাজি পোরে অনেক হাওই উরে
গাচ বাজি য়ার[২৬] উরে ঘন।
দিপ্তি অতি মনুহর অগ্নি বিষ্টী সুন্নপব[২৭]
জেন সুর্গে ভ্রষ্ট[২৮] তাবা গন॥
মহাতাপ ফুলঝারি দিপক[২৯] অনেক হেরি[৩০]
দিয়টি ফান্দিল বহুতের।
জগত ভরিল সুতি দেখী লাজে দিনপতি
লুকাইল শপ্ত দ্বিপান্তর[৩১]॥

১ সোন্দরি সদবা ২ বিদান ৩ সতে সতে করে ৪ উশ্চবে ৫ হুরস্থুল ৬ বাইন্ধ ৭ কর্নাল ৮ সানাই ব্রগুলে সীঙ্গা বাঁসী ৯ ভুরুতে কুমুর বেজি ১০ মৃদাঙ্গ ১১ আগুজো সুসীর সাবি ২ ১২ রাসী ১৩ অজা কটতার ১৪ মুরুজ দুমেদুমি ১৫ প্রেমের ১৬ বিনা ১৭ রুদ্র পীনা ১৮ সামন্ডলি ১৯ তাম্বুরা ২০ বিমাঞ্চি ২১ বাএ ২২ পোলা ২৩ দক্ষিনাদ ২৪ ছন্দে ২৫ সাদন ২৬ আর ২৭ সৈন্যপব ২৮ বিষ্টী ২৯ দিপক ৩০ হরি ৩১ সপ্ত দিপান্তব

সুন্দরী সধবা নারী মঙ্গল বিধান করি
সতত করয় উলু উলু।
জয় জয় মহারোল না শুনে কাহাব বোল
উৎসব আনন্দ হুলুস্থুলু॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল গাজে
শানাই বিউগল শিঙ্গা বাঁশী।
গুরু মাদল মধুবাণী মৃদঙ্গ উপাঙ্গ ধ্বনি
আরগুজো সুষির রাশি রাশি॥
মুদ্রাকাঁসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজয় বহুতের।
মুরজ দুন্দুভি জোড়া নাগরা পিনাক কাড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহব॥
রবাব দোতারা বীণ কপিনাস রুদ্রবীণ
সমন্ডল বাহে সুললিত।
তমুরা কিন্নরি মেলা বিপঞ্চ সুস্বর ভালা
বাজে তত তাল রাগ গীত॥
চারি শব্দে মিলি বায় গাইনে সুস্বর গায়
তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।
পায় দক্ষিণান্ত নাচে নানাছন্দে নানাকাচে
হস্ত নৃত্য সাধন মিলন॥
নানাবর্ণ বাজি পোড়ে অনেক হাউই উড়ে
গাছ বাজী আর উড়ে ঘন।
দীপ্ত অতি মনোহর অগ্নিবৃষ্টি শূন্য পর
যেন স্বর্গ ভ্রষ্ট তারাগণ॥
মহাতাপ ফুলঝুরি দীপক অনেক হেরি
দিয়টী ফান্দিল বহুতের।
জগৎ ভরিল জ্যোতি দেখি লাজে দিনপতি
লুকাইল সপ্তদ্বীপান্তর।

শব্দার্থ টীকা : গাজে—গর্জন করে। সুষির—বাঁশী জাতীয় বাজনা। বিতত—বিনা তারের তালবাদ্য। তত—তারের বাজনা। দিয়টি—প্রদীপ

মন্তব্য : মূলে বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা নগর জুড়ে গীতঝঙ্কারের উল্লেখটুকু মাত্র আছে। সঙ্গীত-রসিক আলাওল এক্ষেত্রে সেই সূত্র ধরে বিচিত্র বাদ্য বাদনের [illegible]।

নর ফুলা বেঙগ বাজি[১] ভুমী চম্পা[২] অপরাজি
অনেক চরক ষুছুন্দারি[৩]।
ধরনি ন পুরে দৃষ্টী[৪] জেন ভেল নগ বৃষ্টী[৫]
নতুবা খদ্যত[৬] মহি পুবি[৭] ॥
জলে ডুবে পানি[৮] কাক পাতিল চরক পাক
ডিঙ্গা বাজি কুম্ভির[৯] অনন্ত।
জলেত আনল জলে নৌকা ২ যুদ্ধ করে[১০]
দেখী লোক হরিশ অনন্ত[১১] ॥
হেম রত্ন ছত্র চএ ঝলম[১২] মুকুতা মএ
ষুর্ন্ন[১৩] পত্র অন্তরে জরিত।
মধ্যে ২ অভ্রপাতি[১৪] জিনিয়া দর্পন[১৫] যুতি
রঙ্গ ছায়া তাহাতে[১৬] উদিত ॥
ক্ষেনে ২ দেএ পাক উরএ রত্তন ঝাক
অন্তারিক্ষ[১৭] ভরি মহাদিপ্ত।
চন্দ্রতারা দিল লুক লাজে ন দেখাএ মুক
হেরি মন নয়ন আধিপ্ত[১৮] ॥
গাছুল বমুল কুল কিত্তিম বিটপ[১৯] ফুল
সপল্লব[২০] ফুল মনুহর।
অতি ঝলমল দেখী সাফল্য মানএ[২১] আখী
যুগটন[২২] ষুচারু যুন্দর[২৩] ॥
হয়[২৪] হস্তি নানা বর্ন্নে[২৫] গজ গাহে গৃবা কর্ন্নে[২৬]
হিরার হাজার মেখী গাএ।
উত্তকাক গিনছিরি[২৭] অতি দিপ্ত মন্ত হেরি[২৮]
সুবর্ন্ন[২৯] অম্বোরি জিনি তাহে[৩০] ॥

১ নবফুল বেঙ্গবাজি ২ চম্পা ৩ ছুচুন্দরি ৪ না পরে দিষ্টী ৫ বিষ্টী ৬ খদিত ৭ মহেস্বরি ৮ জল ৯ কুম্বির ১০ ফলে ১১ অথান্ত ১২ ঝলদএ ১৩ সোর্ন ১৪ মৈধ্যে অভ্র পাতি ২ ১৫ দ্রপন ১৬ তাহাব ১৭ অন্তরিক্ষে ১৮ হরি মন আন অতি দিপ্তী ১৯ বিচিপী ২০ সপল্লব ২১ মানিল ২২ সুঘটন ২৩ সোন্দব ২৪ হএ ২৫ বর্ন্য ২৬ কর্ন্য ২৭ উথকেক জিন চৗব ২৮ মনু হরি ২৯ সোনৈনা ৩০ ভাএ

নরফুলা বেঙবাজি ভুমি চাম্পা অপরাজি
অনেক চরক ছুছুন্দরি।
ধরণী না পরে দৃষ্টি যেন ভেল ঘন বৃষ্টি
নতুবা খদ্যোতে মহী পুরি ॥
জলে ডুবে জলকাক পাতিলা চড়ক পাক
ডিঙ্গাবাজি কুম্ভীর অনন্ত।
জলেত আনল জ্বলে নৌকা নৌকা যুদ্ধ খেলে
দেখি লোক হরিষ অনন্ত ॥
হেমরত্ন ছত্র চয় ঝলমল মুক্তাময়
স্বর্ণপত্র অন্তরে জড়িত।
মধ্যে মধ্যে অভ্র পাতি জিনিয়া দর্পণ জ্যোতি
রঙ্গ ছায়া তাহাতে উদিত ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে দেয় পাক উড়য় রতন ঝাঁক
অন্তরীক্ষ ভরি মহাদীপ্ত।
চন্দ্র তারা দিল লুক লাজে না দেখএ মুখ
হেরি মন নয়ান অতৃপ্ত ॥
গাছুলী বিম্বুলি ফুল কৃত্রিম বিটপ কুল
সপল্লব ফুল মনোহর।
অতি ঝলমল দেখি সাফল্য মানয় আঁখি
সুগঠন সুচারু সুন্দর ॥
হয় হস্তী নানা বর্ণ গজাগ্রণী গ্রীবা কর্ণ
হীরার হাজার মোতি গায়।
উত্তম কাজিম চীর অতি দীপ্ত মনোহারী
সুবর্ণ অম্বর জিনি ভায় ॥

শব্দার্থ টীকা : খদ্যোত—জোনাকী। কাজিম চীর—বস্ত্রবিশেষ

মন্তব্য : মূলে মশাল জ্বালানোর কথা থাকলেও বাজি পোড়ানোর কোনোই উল্লেখ নেই। আলাওল এখানে হরেক রকম আতসবাজির বর্ণনা করেছেন। যথা, ব্যাঙবাজি, নানা প্রকার চরকী, ছুঁচোবাজি, নৌকাবাজি, গাছবাজি ইত্যাদি।

রত্নের কদলি[1] মুখে   হেমাঙ্কুশ[2] ধরি যুখে[3]
শ্রীমন্ত কুমার ভাগে চলে ।
বিচিত্র বসন বেস[4]   দেখীতে মোহিত[5] দেশ
জেন দেব নামিল ভূতলে ॥
স্থল পদ্ম-পরি[6] টাট   চলিতে ন পাই বাট
জে জথা রহিয়া রঙ্গ চাহে[7] ।
পেলিলে সরিস[8] মুটী   ভুমী ন পরএ ছিটী
মধ্যভাগে[9] বর চলি জাএ ॥
বিমানে[10] চরিয়া দেবে   কতুক দেখীতে সবে
হরিসে রহিল অন্তরক্ষে[11] ।
অনেক হাউই[12] উটে   জেন অগ্নি বান ছুটে
ত্রাসে নানামতে খীতি লক্ষে[13] ॥
রত্নসেন রূপ দেখী   দেব অনিমিখ আখী
লাজে হৈতে চাহে অলক্ষিতে ।
বাজিব আনল চএ[14]   যুন স্থল যুতিম্মএ[15]
লুকাইতে নারে কদাচিতে ।
রত্নসেন দেখে[16] হেরি   বাঞ্ছিত শ্বরণ[17] করি
ভক্তি ভাবে কল্যা[18] নমস্কার ।
মায়া মনে ধরি দেবে   আশীরবাদ[19] করি সবে
চলিলা বিবাহ[20] দেখীবার ॥
হেটে রঙ্গ পন্ন টাট   উপরে দেবের হাট
দেখীতে কতুক[21] অতি মানি ।
বিবিধ[22] আনন্দ রঙ্গে   নানা রসে নানা ঢঙ্গে
হরিসে পাইলা[23] রাজধানি ॥
উচ্চ ধবাহরে থাকি   রানি পদ্মাবতি দেখী
সখী জনে পুছে[24] কথা সার ।
অহি[25] জে বৈরাতিগণ   তার মাজে কোন জন
কহ যুনি ভিকারি কাহার[26] ॥

১ কলিকা ২ হেমাঙ্কুর ৩ যুকে ৪ ভেস ৫ মুহিত ৬ পবিপুর্ণ ৭ চাএ ৮ ফেলিলে সলিল ৯ মৈধ্যভাগে ১০ ভিমানে ১১ অন্তরৈক্ষে ১২ হাঅই ১৩ খেতি লৈক্ষি ১৪ ছএ ১৫ সৈনাস্থল যুতিব মএ ১৬ দেবে ১৭ বাঞ্ছিত স্বোরন ১৮ কৈলুম ১৯ আসীর্ব্বাদ ২০ বিবহা ২১ কুতুক ২২ বিবিধ ২৩ আসীল ২৪ পুছে ২৫ এই ২৬ আমার

রত্নের কলিকা মুখে   হেমাঙ্কুশ ধরি সুখে
শ্রীমন্ত কুমার সুখে চলে ।
বিচিত্র বসন বেশ   দেখিতে মোহিত দেশ
যেন দেব নামিল ভূতলে ।।
স্থল গিরি পূর্ণ ঠাঠ   চলিতে না পায় বাট
যথা তথা রহি রঙ্গ চায় ।
ফেলিলে সরিষা মুঠি   ভূমি না পড়য় ছিটি
মধ্যভাগে বর চলি যায় ।।
বিমানে চড়িয়া দেবে   কৌতুক দেখিতে সবে
হরিষে রহিল অন্তরীক্ষে ।
অনেক হাউই উঠে   যেন অগ্নিবাণ ছুটে
ত্রাসে নানামতে ক্ষিতি লক্ষ্যে ।।
রত্নসেন রূপ দেখি   দেব অনিমিখ আঁখি
লাজে হৈতে চাহে অলক্ষিত ।
বাজিব আনল চয়   শূন্যস্থল জ্যোতির্ময়
লুকাইতে নারে কদাচিত ।
রত্নসেন দেবে হেরি   বাঞ্ছিত স্মরণ করি
ভক্তিভাবে কৈলা নমস্কার ।
মনে মায়া ধরি দেবে   আশীর্বাদ করি সবে
চলিলা বিবাহ দেখিবার ।।
হেটে রঙ্গ পূর্ণ ঠাট   উপরে দেবের হাট
দেখিতে কৌতুক অতি মানি ।
বিবিধ আনন্দ রঙ্গে   নানা রসে নানা ঢঙ্গে
হরিষে আইল রাজধানী ।। (জা.৩)
উচ্চ ধরাহরে থাকি   রাণী পদ্মাবতী দেখি
সখী জনে পুছে কথা সার ।
এই যে বৈরাতিগণ   তার মাঝে কোন জন
কহ শুনি ভিখারী আমার ।। (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : বৈরাতিগণ—বরযাত্রীসমূহ

মন্তব্য : মূলের তৃতীয়স্তবকে বিবাহমন্ডপে সিংহলী জনতা এবং রাজন্যবর্গের মাঝখানে ইন্দ্রলোক থেকে দেবাগমনেরও ইঙ্গিত আছে, আলাওল সেই সূত্র ধরে দেবগণের মর্ত্যে আগমন ঘাটিয়েছেন। মূলের চতুর্থ স্তবকের অতি সংক্ষিপ্ত অনুসরণ আছে আলাওলের পরবর্তী স্তবকটিতে।

সখী বোলে রাজ বালা গোপন[১] চৌসন্ঠী কলা
জানিয়া জিগ্গাস কি কারন ।
মধ্যে[২] দেখ নরেশ্বর[৩] ত্রিলক্ষ[৪] মহন বর
ষুর শুপ্ত[৫] নহে কদাচন ।।
উপরে রত্নের[৬] ছত্র ঝলকে কনক[৭] পত্র
চামর দোলএ দুই ভিতে[৮] ।
জে লাগি পুজিলা হর মিলিলেক সেই বর
বেকত দেখহ আনন্দিতে ।।

সহজে সুন্দর[৯] রাজ দিব্য[১০] অলঙ্কাব সাজ
হেরি ২ নয়ন আনন্দ ।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত ভাবে হৈল বিমহিত
টুটী গেল কাঞ্চুলির বন্দ ।।
মনে ভাবে কলাবতি আজি ক্রোধ করি অতি
কটক জরিল[১১] হেটে[১২] কাম ।
সাজি আইল বির বর ভিদিতে রসের গর[১৩]
আজি সথ্য চুরতি[১৪] সংগ্রাম ।।

সদগুন দয়াল[১৫] ধির পুন্যবন্ত দাতা বির
শ্রীযুত[১৬] মাগন রসদধি ।
আরতি পাইয়া[১৭] তান হিন আলাওল ভান
সুপয়ার রসের অবধি ।। *

১ জাপনে ২ মৈধ্যে ৩ নবম্বর ৪ লৈক্ষ ৫ লোপ্ত ৬ কনক ৭ কমল ৮ চারি ভিত ৯ সোন্দর ১০ দিব্ব ১১ যুরিলা ১২ হের ১৩ ঘর ১৪ ছুরিতি ১৫ সদাগুন দযা ১৬ শ্রীজোত ১৭ যুনিআ

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তির পুষ্পিকা—

মোহাগুনে মহাদাতা কামদব আলি যুপন্ডিতো
পাই তান আরতি মহত্ত ।
স্বল্প বুদ্ধি অল্প গ্যান আবুল হোচন জান
লেখীলুম এই পোস্তক ।।

সখী বোলে রাজবালা জ্ঞাপন চৌষট্টি কলা
জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ ।
মধ্যে দেখ নরেশ্বর ত্রৈলোক্যমোহন বর
সুর সুপ্ত নহে কদাচন ।।
উপরে রত্নেব ছত্র ঝলকে কনক পত্র
চামব দোলয় চারিভিতে ।
যে লাগি পুজিলা হর মিলিলেক সেই বর
বেকত দেখহ আনন্দিতে ।। (জা. ৫)

সহজে সুন্দর রাজ দিব্য অলঙ্কার সাজ
হেরি হেরি নয়ান আনন্দ ।
প্রতি অংগ পুলকিত ভাবে হৈল বিমোহিত
টুটি গেল কাঞ্চুলির বন্ধ ।।
মনে ভাবে কলাবতী আজি ক্রোধ করি অতি
কটক জুড়িলা হের কাম ।
সাজি আইল বীরবব ভেদিতে রসের ঘর
আজি সত্য সুরতি সংগ্রাম ।। (জা. ৬)

সদ্গুণ দযাল ধীর পুণ্যবন্ত দাতা বীব
শ্রীযুত মাগন রসোদধি ।
আরতি শুনিয়া তান হীন আলাওল ভান
সুপয়ার রসের অবধি ।।

শব্দার্থ টীকা : কাঞ্চুলিব বন্ধ—বক্ষাবরণ বন্ধনী
কটক—সেনা
বসোদধি—রসের সমুদ্র

মন্তব্য : জায়সীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হলেও মূলনিষ্ঠ। আলাওলের ভনিতায় মাগনের সদ্গুণ প্রশস্তির পাশাপাশি মাগন ঠাকুরের কাব্যোৎসাহিতার উল্লেখ আছে।

রাগ যমক ছন্দ মালসী

হুলুস্তল[১] করি বর[২] আইল রাজধানি।	হুলুস্থুলে করি বর আইল রাজধানী।
নৃপতি কুমার সবে[৩] আগু বারি আনি ॥	নৃপতি কুমার সবে আগু বাড়ি আনি ॥
ছায়া মান্ডবের তলে[৪] বিদিত[৫] বসীল।	ছায়ামন্ডপের তলে বেদিতে বসিল।
আসীয়া কন্যার[৬] বাপে বরন করিল ॥	আসিয়া কন্যার বাপে বরণ করিল ॥
পাদ্য অঘ আচমনি[৭] বস্ত্র অলংকার।	পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বস্ত্র অলংকার।
একে ২ দিয়া নৃপ কল্যা পুরস্কার[৮] ॥	একে একে দিয়া নৃপ কৈল পুরস্কার ॥
সভা মধ্যে[৯] বসিলেক সভার[১০] দুল্লব।	সভা মধ্যে বসিলেক সবার দুর্লভ।
সবে বুলে[১১] সেই ধন্য[১২] জার এ বল্লব ॥	সবে বোলে সেই ধন্য যার এ বল্লভ ॥
অথ্যান্ত আনন্দ চিত্ত দরসন আসে।	অত্যন্ত আনন্দ চিত্ত দরশন আশে।
পল কল্প সমান বিরহি মনে বাসে[১৩] ॥	পল কল্প সমান বিরহী মনে বাসে ॥
নৃপতি গন্দর্ব্বসেন জোতিস[১৪] পুছিয়া[১৫]।	নৃপতি গন্ধর্বসেন জ্যোতিষ পুছিয়া।
পাত্রক[১৬] বুলিলা ঝাটে কন্যা[১৭] আন গীয়া ॥	পাত্রকে বুলিল ঝাটে কন্যা আন গিয়া ॥
যুবরাজে নৃপ আজ্ঞা যুনি হরসীতে।	যুবরাজে নৃপআজ্ঞা শুনি হরষিতে।
তুরিতে গমনে গেলা মাত্রির বিদিতে ॥	তুরিত গমনে গেলা মাতৃর বিদিতে ॥
যুন মাতা যুভক্ষনে[১৮] হৈল উপস্থিত।	শুন মাতা শুভক্ষণ হৈল উপস্থিত।
সাজাইয়া পদ্ধাবতি চালাও তুরিত ॥	সাজাইয়া পদ্মাবতী চালাও তুরিত ॥
সখী সব[১৯] প্রতি দেবে[২০] করিলা আদেস।	সখীগন প্রতি দেবী করিলা আদেশ।
ঝাস্টে করি পদ্ধাবতি করিতে যুভেস ॥	ঝাটে করি পদ্মাবতী করিতে সুবেশ ॥

১ হুলস্থলি ২ বির ৩ সনে ৪ স্থলে ৫ দিপেতে ৬ কৈন্যার ৭ পাদ্ধ আন আচামনি ৮ পরিষ্কার ৯ মাজ্জে ১০ সবের ১১ বোলে ১২ ধৈন্য ১৩ ভাসে ১৪ জতিস ১৫ পুচিআ ১৫ পাত্রেকে ১৭ কৈন্যা ১৮ যুভৈক্ষণ ১৯ গণ ২০ দেবি

শব্দার্থ টীকা : আগু বাড়ি—আগ বাড়িয়ে বা এগিয়ে গিয়ে।
ঝাটে—দ্রুত

মন্তব্য : বরবরণ এবং বিবাহের জন্য কন্যা আনয়ন ইত্যাদি বর্ণীয় ব্যাপারগুলি অনুবাদে নূতন। যুবরাজ প্রসঙ্গও মূলে অনুপস্থিত। মূলের সপ্তম স্তবক থেকে ভোজন ও সঙ্গীত প্রসঙ্গগুলি অনুবাদে আর অনুসৃত হয় নি। তার পরিবর্তে আলাওলের রচনা সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ অবলম্বন করেছে। জায়সীর কাব্যে রত্নসেন—পদ্মাবতী বিবাহ খন্ডের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ স্তবক দুটিতে যে সংক্ষিপ্ত বিবাহ বর্ণনা আছে তাতে বেদপাঠের কথা আছে, বরকনের মালাবদলের, পাণিগ্রহণের, গাটছড়া বাঁধার এবং সপ্তপদীগমনের মূল কথাগুলি থাকলেও বিশেষ আর কোন সামাজিক আচার আচরণের চিত্র নেই ; কারণ সমাজবাস্তবতার চেয়ে নায়ক নায়িকার হৃদয় সংবাদের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু আলাওলের কাব্যে সমাজ প্রসঙ্গটি যেহেতু কখনই তুচ্ছ নয় তাই তাঁর বর্ণনায় হিন্দু বিবাহের খুঁটিনাটি সামাজিক আচার আচরণ এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যে হিন্দু বিবাহরীতি সম্পর্কে মুসলমান কবির এই সামাজিক অভিজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। জায়সীতে চন্দ্র সূর্যের প্রতীকে নায়িকা ও নায়কের কাব্যময় বিবাহ মিলন বর্ণিত হয়েছে. কিন্তু আলাওলের অনুবাদে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিবাহ চিত্রিত হয়েছে।

রাগ চন্দ্রাবলী ছন্দ ত্রিপদী বসন্ত

কেস কুরালিয়া[১] কুযুম[২] রচিয়া
গুন্তিলা[৩] ত্রিগুন বোনি[৪] ।
পাটের থুপন কনক বন্দন
বিরাজিত রত্নমনি ॥
জেন গিরি বর হোন্তে[৫] অজাগব
লরাকি[৬] রহিল যুখে ।
জিবন পতঙ্গ ভাক্ষিতে ভুঅঙ্গ[৭]
সিস ফুল[৮] মান মুখে ॥
বিন্দুনি রতন[৯] জগত মহন
ডগ মগ দিপ্তি আত ।
স্যাম রজনিত তারকে বেটাত[১০]
কিবা শুক্র বৃহস্পাতি ॥
অতি চারুতর ললাট সোন্দর
ষুরঙ্গ বিন্দুব[১১] বিন্দু ।
রাহু আসে ধরি বসন পাস্তরি[১২]
হোবি মুখ পুন্ন ইন্দু ॥
ভুরু বিমহন কাম সবাসন
কাজল গুন সমান ।
ইসীত কটাক্ষ[১৩] হানে লক্ষ[১৪] ২
চতুর মরমে বান ॥
শ্রবন যুগল রত্ন পদ্ম ফুল
বিষ্টীত মুকুতা পাতি ।
অরুনে সেবন হইল তারন[১৫]
পাশ তেজি নিসাপাতি ॥
কনক ঝাজরি উর্দ্ধে চাক বলি[১৬]
ঘোঙ্গাট মাজে কেলিত[১৭] ।
কিঞ্চিত ডুলনে[১৮] বিজা শ্রেত ঘনে[১৯]
মন্দ ২ প্রকাসীত ॥
নানা যুললিত কির চন্দ্রজিত
যুচারু বেসর রাজে[২০] ।
তুরিত জরিত তারক লাগিত[২১]
দেখীলু চান্দের মাজে[২২] ॥

১ কুরাইয়া ২ কুসুম্ব ৩ গুন্তিল ৪ বিনি ৫ হন্ত ৬ লটীক ৭ ভুজঙ্গ ৮ সীস ফল ৯ বান্ধুলি রথন ১০ তারক বিল্টীত ১১ সীন্দুর ১২ পসরি ১৩ ইঙ্গিতে কটাক্ষে ১৪ লৈক্ষে ১৫ ছান্দ তাবাগণ ১৬ উর্দ্ধে বসী চারি ১৭ ঘোঘট মৈধ্যে লুকিত ১৮ ঢোলনি ১৯ নিস্বাসেতে গনি ২০ রাজ ২১ লুকিত ২২ দেখস ছান্দের মাজ .

কেশ কুরাইয়া কুসুম রচিয়া
গুম্ফিথলা ত্রিগুণ বেণী ।
পাটের থোপন কনক বন্ধন
বিরাজিত রত্নমণি ॥
যেন গিরিবর হোন্তে অজাগর
লটীক রহিল সুখে ।
যৌবন পতঙ্গ ভক্ষিতে ভুজঙ্গ
বিষ-ফল ফণামুখে ॥
বান্ধুলি রতন জগৎ মোহন
ডগমগ দীপ্তি অতি ।
শ্যাম রজনীত তারকা বেষ্টিত
কিবা শুক্র বৃহস্পতি ॥
অতি চারুতর ললাট সুন্দর
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু ।
রাহু আশা ধরি রহিল পাসরি
হেরি মুখ পূর্ণ ইন্দু ॥
ভুরু বিমোহন কাম শরাসন
কাজল গুণ সমান ।
ঈষৎ কটাক্ষে হানে লক্ষে লক্ষে
চতুর মরমে বাণ ॥
শ্রবন-যুগল রত্ন কর্ণফুল
বেষ্টিত মুকুতা পাতি ।
অরুণ সেবক হইল ভাবক
পাশ তেজি নিশাপতি ॥
কনক ঝাঁঝরি ঊর্ধ্বে চাকি ধরি
ঘোঁঘট মধ্যে লুকিত ।
কিঞ্চিৎ দোলনে বিজু শ্বেত ঘনে
মন্দ মন্দ প্রকাশিত ॥
নাসা সুললিত করি চন্দ্র জিত
সুচারু বেসর রাজে ।
তাড়িত জড়িত তারক ললিত
দেখিলু চান্দের মাঝে ॥

শব্দার্থ টীকা : ঘোঘট—ঘোমটা ; বেশর—নাকছাবি ;
আনট—পদাঙ্গুরীয় ;
সপ্তসরি হার—সাতনলীহার

মন্তব্য : পদ্মাবতীর রূপসজ্জার পদটি আলাওলের মৌলিক রচনা ।

বান্দুলি নিন্দিত অধর সুভিত
রাতুল তাম্বুল রাগে ।
সুধা রস বানি সুনি সিন্ধ[1] মুনি
মরমে মদন জাগে ।।
গিম মনুহর কম্বু কন্ঠবব[2]
সোভে সপ্তছরি হার ।
কুচ গিরি পরে রহে নিরন্তরে[3]
জেন সুরেশ্বরী ধার ।।
বাহু সুলক্ষণ[4] অঙ্গদ কংকন
রত্ন বলায়া শাজে ।[5]
অঙ্গুলি চম্পক কলিকা নিন্দক
নব রত্নাঙ্কুরি রাজে ।।
মুখের রোসন কটীতে ভুসন[6]
চলিতে সুস্বর বাজে ।
চরনে নেপুর সব্দ সুমধুব
রুনুঝুনু জেন গাজে ।।[7]
আনট বিচিয়া জিবন নিছিয়া
চত্তুরে পেলে[8] আপন ।
পাইয়া পঞ্চম পাশরি[9] উথম
হেরিতে হরএ মন ।।
চারু অঙ্গ যুতি নাগে রত্ন মুতি
যুতি হৈল অতিসএ ।
অলংকার ধন বন্নিতে কটীন[10]
সুধা অঙ্গ সুধা মএ ।।
রূপে অভরন[11] শহজে মহন
অধিক ২ সাজে ।
কুরূপ ভুসন[12] গোরের গাওন
বধির[13] কন্ন বিরাজ ।।
শ্রীজোত মাগন টাকুর সুজন
কতুক[14] কল্যা আরতি ।
কহে আলাওলে বিবাহ মঙ্গলে
সাজি চলে পধাবতি ।। *

১ সুধ ২ কুম্ব কন্টবর ৩ নিরান্তবে ৪ সুলৈক্ষন ৫ রথন বলআ সাজে ৬ সোভন ৭জন্ত বাজে ৮ ফেলে ৯ পাসনি ১০ বন্নিমু কেমন ১১ রূপ অবরন ১২ সোবন ১৩ বদরি ১৪ কুতুকে

* বা পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—ধির স্তির অতি কামন্দর সুমতি
আদেশীল হরসীতে ।
আব্দুল হোচন পঞ্চালি লীখন
নাই বুদ্ধি পদারিতে ।।

বান্ধুলি নিন্দিত অধর শোভিত
রাতুল তাম্বুল রাগে ।
সুধারস বাণী শুনি সিদ্ধা মুনি
মরমে মদন জাগে ।।
গিম মনোহর কম্বু কন্ঠবর
শোভে সপ্তছরি হার ।
কুচ গিরি পরে রহে নিরন্তরে
যেন সুরেশ্বরী ধার ।।
বাহু সুলক্ষণ অঙ্গদ কংকণ
রতন বলয়া সাজে ।।
অঙ্গুলি চম্পক কলিকা নিন্দক
নব রত্নাঙ্গুরি রাজে ।।
মুখর রশন কটিতে ভূষণ
চলিতে সুস্বর বাজে ।।
চরণে নেপুর শব্দ সুমধুর
রুনু ঝুনু যেন গাজে ।।
আনট বিছিয়া জীবন নিছিয়া
চতুরে ফেলি আপন ।
পাইয়া পঞ্চম পাসরি উত্তম
হেরিতে হরয় মন ।।
চারু অঙ্গ-জ্যোতি লাগি রত্নমোতি
জ্যোতি হৈল অতিশয় ।
অলংকার ধন বর্ণিমু কেমন
সুধা অঙ্গ সুধাময় ।।
রূপে আভরণ সহজে মোহন
অধিক অধিক সাজে ।
সুরূপ ভূষণ অধিক শোভন
শুনিতে কর্ণে বিরাজে ।।
শ্রীযুত মাগন ঠাকুর সুজন
কৌতুকে কৈলা আরতি ।
কহে আলাওলে বিবাহ মঙ্গলে
সাজি চলে পদ্মাবতী ।।

শব্দার্থ টীকা : অঙ্গদ—তাগা
রশণ—কটিভূষণ
আনট—পদাঙ্গুরীয় ,
সপ্তছরি হার—সাতনরী হার ।

মন্তব্য : পদটি মৌলিক রচনা ।

বিচিত্র বসন পৈরি নানা অভরন ।[১]
করেত লইলা রামা[২] নির্ম্মল দর্পন[৩] ॥
নিজ আখী নিজ রূপ দেখী সষুভেন ।[৪]
আপনার রূপ হেরি মজ্জিল[৫] আপন ॥
আপনা রূপের[৬] ভাবে আপে হইল লিন ।
আপনা হেরিতে হৈল আপ হোন্তে ভিন ॥
সখীগণে এক মিলি[৭] নানা জন্ত্র বাহে ।
কেহ ২ ষুশ্বরে মঙ্গলগীত গাএ[৮] ॥
ষুসৌরবে নাসিকা শ্রবন দিব্য শ্বরে ।
দিব্যরূপ হেরি আখী আনন্দ[৯] নির্ভরে ॥
প্রেম মদে ঘুন্ন আখি হৈল তত ভিত[১০] ।
তনু অচেতন[১১] মাত্র মন সচকিত[১২] ॥
সচেতন অচেতন সপ্ন সমশ্বর ।
দেখীছে ষুনিছে জথ হইল গোচর ॥
তথাত দেখীলে প্রিএ[১৩] রত্নসেন মুখ ।
হরিসে পুলক অঙ্গ মন সকতুক[১৪] ॥
রসময় আনন্দে সায়রে ডুবি বালা[১৫] ।
নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা[১৬] ॥
সখীগণে বোলে বালা কিবা মতি তোর ।
আপনার রূপ দেখী হইলা বিভোর ॥
কথা সেই নৃপ রত্ন বিবাহের স্থলে[১৭] ।
অন্তঃপুরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে[১৮] ॥
আপনার রূপ দেখী হইলা এমন ।
প্রিওথমা রূপ হেরি করিবা কেমন ॥
আনে স্থানে মাগ বর মালা নিজ গলে ।
এমত করিবা নাকি বিবাহেব কালে[১৯] ॥
বিবা কালে হেন জদি করহ খানিক ।
মুখ নিছি পেলাইমু এ পঞ্চ মানিক ॥
এমত না কর জদি মোর দিব্য লাগে ।
তোমাতে কহিলু রানি[২০] বর অনুরাগে ॥

১ অবরন ২ কন্যা ৩ দ্রপন ৪ ষুসোবন ৫ রহিল ৬ আপনার রূপ ৭ হই ৮ গীদ গাহে ৯ ভোলন ১০ প্রেম মদে হৈল আখী ঘুরন তন্দ্রিত ১১ আছে তন ১২ সাচাকিত ১৩ ততাতে দেখীল প্রিঅ ১৪ মানস কুতুক ১৫ রসমএ আনন্দেতে সাগর ডুবিলা ১৬ নৃপ গলে চাহে কৈন্যা দিতে পুষ্পমালা ১৭ স্থল ১৮ গল

১৯ অতিরিক্ত পংক্তি—এমত কহিল আমী ষুনহ সকলে ।
ভোর মতি হই কৈন্যা এই মত বোলে ॥

২০ আমী

বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ ।
করেত লইল রামা নির্মল দর্পণ ॥
নিজ আঁখি নিজ রূপ দেখি সুশোভন ।
আপনার রূপ হেরি মজিল আপন ॥
আপনা রূপের ভাবে আপে হৈল লীন ।
আপনা হেরিতে হৈল আপ হোন্তে ভিন ॥
সখীগণ এক মিলি নানা যন্ত্র বাহে ।
কেহ কেহ সুস্বরে মঙ্গলগীত গাহে ॥
সুসৌরভে নাসিকা শ্রবণ দিব্যস্বরে ।
দিব্যরূপ হেরি আঁখি আনন্দ নির্ভরে ॥
প্রেমমদে ঘূর্ণ আঁখি হইল তন্দ্রিত ।
তনু অচেতন মাত্র মন সচকিত ॥
সচেতন অচেতন স্বপ্ন সমসর ।
দেখিছে শুনিছে যত হইল গোচর ॥
তথাত দেখিল প্রিয় রত্নসেন মুখ ।
হরিষে পুলক অঙ্গ মন সকৌতুক ॥
রসময় আনন্দ-সাগরে ডুবি বালা ।
নৃপ-গলে দিতে কন্যা মাগে বরমালা ॥
সখীগণে বোলে বালা কিবা মতি তোর ।
আপনার রূপ দেখি হইলা বিভোর ॥
কোথা সেই নৃপরত্ন বিবাহের স্থলে ।
অন্তঃপুরে থাকি চাহ মালা দিতে গলে ॥
আপনার রূপ দেখি হইলা এমন ।
প্রিয়তম রূপ হেরি করিবা কেমন ॥
আন স্থানে মাগ বরমালা নিজ গলে ।
এমত করিবা নাকি বিবাহের স্থলে ॥
বিভাকালে হেন যদি করহ খানিক ।
মুখ নিছি ফেলাইমু এ পঞ্চ মানিক ॥
এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে ।
তোমাতে কহিলুঁ রাণী বড় অনুরাগে ॥

শব্দার্থ টীকা : বাহে—বাজায়
আপে হৈল লীন—আত্মমগ্ন হল অর্থাৎ নিজের রূপে নিজেই বিলীন হল। আপ হোন্তে ভিন—নিজের রূপ আস্বাদনের জন্য নিজের থেকে নিজেই পৃথক হল।
নিছি পেলাইব—মুছে ফেলব

মন্তব্য : পদ্মাবতীর এই রোমান্টিক আত্মরতির বর্ণনা মূলে নেই। সখী পরিহাসও আলাওলের নিজস্ব।

উপহাসী সখী জদি এমত বলিল[১] ।
সম্ভমেত[২] লয্যাযুক্তা[৩] পদুত্তর দিল ॥
জার হৃদে[৪] প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত ।
তুমী সবে নাহি জান ভাব রস তত[৫] ॥
ভাবের ভাবিনি জদি হৈলা[৬] তুমী সবে ।
এমত বচন মোরে[৭] না বুলিতা তবে ॥
আহ্মার মরমে বেথা[৮] তুমী উপহাসী ।
এবে সত্য কহ তুমী[৯] বচন প্রকাসি ॥
তুহ্মি[১০] বোল প্রভু আছে বিবাহের স্থলে[১১] ।
আমা[১২] দরসন পাই হৃদয় কমলে[১৩] ॥
জেই স্বামী সেই আমী নাহি ভাব হিন[১৩] ।
আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হৈল লিন ॥
জেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন ।
সমদৃষ্টী হেরি সে লালুআএ নয়ন[১৫] ॥
ঘুঙ্গট[১৬] অন্তবে আখি মুখ হৈল লোক[১৭] ।
সে সমএ স্ত্রিয়া লাজে থাকি ওধোমুখ[১৮] ॥
না জানি কি হএ মুখ চন্দ্রিকার[১৯] কালে ।
তোহ্মাব সবত পাছে[২০] তত মাত্র ফলে ॥
তাহার উফাএ আছে ষুন সখী বর ।
জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর ॥
এথেক কহিতে ষুভক্ষণ উপস্থিত ।
মোহাদেবি আজ্ঞা হইল চলিতে তুরিত ॥
রত্নময় চতুর্দ্দোল নিকটে আনিল[২১] ।
উট ২ বলি[২২] সখী ধরিয়া তুলিল[২৩] ॥
জয় ২ সব্দ হৈল সব উলুউল[২৪] ।
গীদ বাদ্য নাট হৈল পুরি হুলস্তুল[২৫] ॥
চলিতে না চলে কন্যা[২৬] অর্দ্ধ পদগতি ।
চাহিতে সখীর দীগে লজ্জা ভাসে[২৭] অতি ॥

১ কহিল ২ সম্রমীতা ৩ লৈজ্জাযোক্তা ৪ হিৃদে ৫ কন মত ৬ হৈতা ৭ মোকে ৮ বেতা ৯ কথা ১০ তুমী ১১ স্থল ১২ আমী ১৩ কমল ১৪ ভিন ১৫ মনদিস্টী হেরিলে সে নয্যান বয্যান ১৬ ঘুঘোট ১৭ লুক ১৮ অধমুক ১৯ চন্দ্রিমার ২০ তোমাব সকত আছে ২১ আনিয়া ২২ কহি ২৩ ধরিল আসিয়া ২৪ মন উথরোল ২৫ গীদ নাটে বাধ্য হৈল সব্দ হুরুস্থুল ২৬ কৈন্যা ২৭ লৈজ্জা ভাসে

উপহাসি সখী যদি এমত কহিল ।
সম্ভ্রমিতা লজ্জাযুক্তা পদুত্তর দিল ॥
যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সতত ।
তুমি সবে নাহি জান ভাব রস তত ॥
ভাবের ভাবিনী যদি হৈতা তুমি সবে ।
এমত বচন মোকে না বুলিতা তবে ॥
আমার মরমে ব্যথা তুমি উপহাসি ।
এবে সত্য কহি কথা বচন প্রকাশি ॥
তুমি বোল প্রভু আছে বিবাহের স্থলে ।
আমি দরশন পাই হৃদয়-কমলে ॥
যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন ।
আপনা চাহিতে প্রাণনাথ হৈল লীন ॥
যেই দিব্য দিলা সখী না হইত আন ।
সমদৃষ্টি চাহি যদি না রহিব প্রাণ[১] ॥
ঘোঁঘট অন্তবে আঁখি মুখ হৈল লুক ।
সে সময় স্ত্রিয়ালাজে থাকি অধোমুখ ॥
না জানি কি হয় মধু চন্দ্রিমার কালে ।
তোমার শপথ পাছে ততমাত্র ফলে ॥
তাহার উপায় আছে শুন সখীবর ।
জাতি কুল লাজ মান লোকচর্চা ডর ॥
এতেক কহিতে শুভক্ষণ উপস্থিত ।
মহাদেবী আজ্ঞা হৈল চলিতে তুরিত ॥
রত্নময় চতুর্দোল নিকটে আনিল ।
উঠ উঠ বলি সখী ধরিয়া তুলিল ॥
জয় জয় শব্দ হৈল মন উতরোল ।
গীতে নাটে বাদ্যে হৈল পুরী হুলস্থুলে ॥
চলিতে না চলে কন্যা অর্ধপদগতি ।
চাহিতে সখীর দিগে লজ্জা বাসে অতি ॥

১ অ৷

শব্দার্থ টীকা : ভাবেব ভাবিনী—মর্মসঙ্গিনী ।
সম দৃষ্টি—সমান দৃষ্টি
ঘোঁঘট অন্তরে…লুক—ঘোমটাব অন্তবালে চোখ মুখ লুকানো
মধুচন্দ্রিমা—মিলন রাত্রে

মন্তব্য : সখীর পরিহাস বচনের প্রত্যুত্তরে পদ্মাবতীর প্রেমতন্ময়তা এবং নিজের মধ্যেই প্রিয়তমকে প্রত্যক্ষ করার জয়দেবীয় রীতি মূলে অনুপস্থিত ।

রাগ কর্ণাট পাঁরতাল ছন্দ

চলিল কামিনি[১] গজেন্দ্র গামিনি[২]
খঞ্জন গঞ্জিনি শোহিতা।[৩]
কিংকিনি বাজ[৪] মন্তর রাজ[৫]
ঝাঝর নূপুর মধুর গাজে।[৬]
ভুরু বিভংগ মনমথ মন মোহিতা।[৭](ধু)
কুটীল[৮] কেস কুষুম বেস[৯]
সিন্দুর বন্দন সসি দিনেস।[১০]
সঘন[১১] রাতি তারক[১২] পাতি
বান্দুলি রত্ন রুচিতা ।।
যুন্দর ভাল[১৩] ময়ংগ বাল[১৪]
দসন অধর যুতি।[১৫]
রসন লাল[১৬] বচন[১৭] শাল
বিরহ বেদন মুহিতা ।।
জবর[১৯] হেম কটোর[২০]
বিবুধ মানস[২১] জাকর কোর[২২]
নায়র ভোর আখী।
শাল রেএইছে পয়ধর রঞ্জিতা।
মাগন লাহা জগজন যুখ
জার সরহে।
আলাওল ভন রমনি গয়ন
অপছরা নট গঞ্জিতা ।।

১ চলিতে কামিনি ২ গজিন্দ্র গমনি ৩ খঞ্জন গঞ্জন হিতা ৪ কিংকিনির বাজে ৫ পন্ত রস রাজে ৬ ঝনাঝন নেপুব গীতা ৭ ভুরুর বিভঙ্গ দিঘল তরংগ মন মুহিত মুহিতা ৮ কাচিলেক ৯ কুসম্ব যুভেস ১০ সীন্দুরে চন্দন তথা ১১ সঘনের ১২ তারকের ১৩ সোন্দর কোপাল ১৪ মঅগম ভাল ১৫ দসন যুতি প্রভানতা ১৬ রসের রসাল ১৭ বচনের ১৮ সহিতা ১৯ উবু জেন জোর ২০ হেম মঅ কোর ২১ বিবিন্ধ তম নাসতা
২২ 'বা' পুথিতে পরবর্তী অংশ—

জাকরের কোর কাম তত ভোর
এই পযদরাঞ্জিতা।
মাগন জে নেহা গুণে কর গাহা
জগ জন যুখ বহে।
আলাঅলে ভন রমনি গমন
অন্টব নাট গঞ্জিতা ।।
আবুল হোচেন পঞ্চালি লেখন
নই বুজি পদারতি।
কামদয় যুজন আরতি কারণ
ধিকাধিক গুণে অতি ।।

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জন গঞ্জন[১] শোভিতা।
কিংকণী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঝর
ঝনাঝন নেপুরে মধুর গীতা ।।
ভুরু বিভংগ[২] মন্মথ-মন-মোহিতা ।। (ধুয়া)
কুটিল কেশ[৩] কুসুম সুবেশ
সিন্দুরে চন্দন তিলক তথা।
সঘন রাতি তারকা পাঁতি
বান্ধুলি রত্ন বিরাজিতা ।।
সুন্দর ভাল মযংক বাল[৪]
অধর দশনজ্যোতি প্রভান্বিতা।
রসনা সুলোল বচন রসাল
বিরহ-বেদনা মোহিতা ।।
উরজ জোড় হেম কটোব
এহি সে পয়োধর বঞ্জিতা।
মাগন নায়ক গুণক গাহক
জগজন সুখ সুশোভিতা।
আলাওল ভন বমণী গমন[৫]
অপ্সরা নট[৬] গঞ্জিতা ।।

১ গমন (শ)
২ ভুরু বীর ভঙ্গ অপাঙ্গ তরঙ্গ (শ)
৩ গুম্ফিলেক কেশ (শ)
৪ মাগনে বণে (শ)
৫ গাযনে (শ)
৬ নাটক (শ)

শব্দার্থ টীকা : বান্ধুলি—পুষ্প বিশেষ
ময়ঙ্ক—মৃগাংক, চন্দ্র
উরজ জোড় হেম কটোর—বক্ষযুগল সোনার বাটির ন্যায়

মন্তব্য : কন্যার বিবাহযাত্রার এই চিত্রটি মূলে নেই। পদটি সম্পূর্ণই আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। শহীদুল্লাহ সংস্করণ, সত্যেন্দ্র ঘোষাল সংস্করণ এবং আলি আহসান সংস্করণ মিলিয়ে পুথিপাঠটিকে শুদ্ধ করে বর্তমানের সম্পাদিত পাঠ গ্রহণ করা হল। পদটি পদকর্তা আলাওলের চমৎকার গীতরচনার নিদর্শন। পদাবলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ধানসি

সখী সবে ধরি তোলে রত্নময় চতুর্দ্দোলে
বর বালা কৈলা[১] আরোহন।
ষুচরিতা সখীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন[২]
চারিপাশে করিলা গমন ॥
কার হাতে পুষ্পমালা ষুগন্দি চন্দন ভালা
কার হাতে পুষ্পকাছ টপে[৩]।
বিবাহের জথ বস্তু ষুমঙ্গল ষুভমস্তু[৪]
লৈয়া চলে কুমারি সমীপে ॥
মঙ্গল বিধান[৫] করি গীদ বাদ্য[৬] নিথ্যে পুরি
রঙ্গভুমী[৭] বাহির হইল।
করি জয় ২ বোল নামাইয়া চতুর্দোলি[৮]
ষুভক্ষণে পাটেত তুলিল ॥
জথেক নগর গণ হেরিতে মোহিত[৯] মন
সাফল্য মানিল নিল আখী।
এই সে মনেব আস তেজি সব গৃহ বাস
এহার সেবক হৈয়া[১০] থাকি ॥
ষুতির্ম্ময়[১১] রূপ দেখী অলিপিক মিখ আখী[১২]
চৌদিগে উঝল হেন ছায়া।
তিলেক ষুদ্রা[১৩] ভাবে সিন্ধি সমাইল সবে[১৪]
পাসরিয়া আপনার কায়া ॥
চিত্রের পোত্তলি জেন সভাখন্ড রহে তেন
খসী পরে হাতের[১৫] তাম্বুল।
কেহ ষুধা ভুল ভক্ষে[১৬] কেহ গুয়া দেয় কাকে[১৭]
কেহ চাবের্ব হস্তের আঙ্গুল ॥
অন্তরিক্ষ[১৮] দেব সবে মোহিত[১৯] কন্যার[২০] ভাবে
অনুশোচ[২১] করে দেব রাজ।
সচিরে[২২] আনিয়া সঙ্গ নিজ রঙ্গ হৈল ভঙ্গ
কেনে হেন করিব[২৩] অকাজ ॥

১ হৈল ২ ত্রিলোচন ৩ কার হস্তে পুষ্পের বিটাপ ৪ ষুমস্তু ৫ বিদান ৬ বাদ্যে ৭ ভ্রমী ৮ নামাইল চতুরদোল ৯ মুহিত ১০ হই ১১ ষুত্রিমঐ ১২ সবে অনিমীখ আখী ১৩ সাদির ১৪ সীন্ধি সম হৈল তবে ১৫ হস্তের ১৬ কেহ ষুধা মনে ভৈক্ষে ১৭ দেন্ত নাকে ১৮ অন্তরৈক্ষা ১৯ মুহিত ২০ কৈন্যার ২১ অনুসোজ ২২ সচর ২৩ করিল

সখী সবে ধরি তোলে রত্নময় চতুর্দোলে
সুচরিতা সখীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
চারি পাশে করিলা গমন ॥
কার হস্তে পুষ্পমালা সুগন্ধি চন্দন ভালা
কার হাতে পুষ্পসার টপে।
বিবাহের যত বস্তু সুমঙ্গল শুভমস্তু
লৈয়া চলে কুমারী সমীপে ॥
মঙ্গল বিধান করি গীত বাদ্য নৃত্যে পুরি
রঙ্গভুমি বাহির হৈল।
করি জয় জয় রোল নামাইল চতুর্দ্দোল
শুভক্ষণে পাটেত তুলিল ॥
যতেক নাগরীগণ হেরিতে মোহিত মন
সাফল্য মানিল নিজ আঁখি।
এই সে মনের আশ তেজি সব গৃহবাস
এহার সেবক হই থাকি ॥
জ্যোতির্ময় রূপ দেখি সবে অনিমিখ আঁখি
চৌদিকে উজ্জ্বল হেন ছায়া।
তিলেক বিশুদ্ধ ভাবে সিদ্ধা সম হৈল তবে
পাসরিয়া আপনার কায়া ॥
চিত্রের পুতলী যেন সভাখন্ড রহে তেন
খসি পড়ে হস্তের তাম্বুল।
কেহ সুধা চুণা ভক্ষে কেহ গুয়া দেন্ত মুখে
কেহ চর্বে হস্তের আঙ্গুল ॥
অন্তরীক্ষে দেব সবে মোহিত কন্যার ভাবে
অনুশোচ করে দেবরাজ।
শচীরে আনিয়া সঙ্গ নিজ রঙ্গ হৈল ভঙ্গ
কেন হেন কবিলু অকাজ ॥

শব্দার্থ টীকা : পুষ্পসাব টপে—আতরদানী
গুয়া—গুবাক বা সুপারী
অনুশোচ—আফশোষ

মন্তব্য : বিবাহ আসরে রত্নসেন-পদ্মাবতীর রূপ দেখে সভামন্ডলীর হতচকিত অবস্থার চমৎকার মৌলিক চিত্র আছে চিত্রাপিত'বৎ সভাজনের আত্মবিস্মৃত অবস্থা চিত্রণের মধ্যে। ইন্দ্রের অনুশোচনা বাণীটিও কৌতুককর। মূলে এই বর্ণনা নেই।

রত্নসেন মোহাবাজে[১] বিবা সমযুক্ত কাজে[২]
নর কান্দে আরুপিয় চন্দন[৩] ।
ছত্র দন্ড[৪] ধরি হাতে দান্ডাইয়া নর নাথে[৫]
দরসন আসা ধরি মন ।।
রত্নময় পাটে করি ভব্য[৬] চাবি জনে ধরি
কন্যা[৭] আনি বরের নিকট ।
অন্তস্পট মাজে দিয়া সপ্ত পা। ফিরাইয়া
তুলি ধরি করিলা প্রকট ।।
দিব্য পুস্প লৈয়া[৮] করে ছিটএ নাগর বরে
রাজকন্যা সিরের উপরে ।
অঙ্গুল্যে সৌষ্টবে[৯] ধরি দুই হস্তে নমস্কারি
কন্যা খেপে বরেব সিরে[১০] ।।
দেখীতে হস্তের টাম[১১] হরএ ত্রিজগ প্রাণ[১২]
উর্ব্বসী[১৩] হস্তকধিক বলি[১৪] ।
অন্যত্রে ন চলে আখি[১৫] পাঞ্জোরে জন্দ্রিত পাখি[১৬]
মার[১৭] বান দিবা ন[১৮] অঙ্গুলি ।।
পুস্প বিস্টী সম্বরিআ গ্রুবা হোন্তে মালা লৈয়া[১৯]
কন্যা[২০] গলে দিলেক রাজন ।
গ্রুবা হোন্তে পুস্প মালা[২১] দুই করে লৈয়া বালা
পতি গিমে করিলা স্থাপন ।।
ভ্রাতি আসি কন্যা ধরি[২২] মুখ পট দূর করি
বলে সমদৃস্টী[২৩] হের বালা ।
মুখ চান্দ্রিকার কাল[২৪] প্রেম দৃস্টী অতি ভাল[২৫]
জম্মে ২ হোক যুভ[২৬] মেলা ।।

১ মোহাবাজ ২ বিবাহা সংজোতে সাজ ৩ আরুপী চলন ৪ ডন্ড ৫ নাতে ৬ ভৈব ৭ কৈন্যা ৮ দিব্ব পুষ্ফ লই ৯ অঙ্গুলে সৌষ্টব ১০ কৈন্যাএ খেপে বর বাজ সীরে ১১ টাম ১২ মহাত্রি জগত প্রাণ ১৩ উর্ব্বসী ১৪ বুলি ১৫ অন্তরে আঞ্চল যাখী ১৬ পাঞ্চরে তন্দ্রিত পাখি ১৭ মারে ১৮ দিব্ব না ১৯ গীব্বা হন্তে লামাইআ ২০ কৈন্যা ২১ নিজ গ্রিব্ব পুষ্ফমালা ২২ ভাত্রি আসী কৈন্যা ধবি ২৩ বোলে সমদি টী ২৪ কলা ২৫ প্রেম দিস্টে অতি ভালা ২৬ যুক

রত্নসেন মহারাজে বিবাহ সংযুক্ত সাজে
নর কান্ধে আরোপি চরণ ।
ছত্র দন্ড ধরি হাতে দান্ডাইল নরনাথে
দরশন আশা ধরি মন ।।
রত্নময় পাটে করি ভব্য চারিজনে ধরি
কন্যা আনি বরের নিকট ।
অন্তস্পট মাঝে দিয়া সপ্ত পাক ফিরাইয়া
তুলি ধরি করিলা প্রকট ।।
দিব্য পুস্প লৈয়া করে ছিটয় নাগর বরে
রাজকন্যা শিরের উপরে ।
অঙ্গুলি সৌষ্ঠবে ধরি দুই হস্তে নমস্কারি
কন্যা ক্ষেপে বরের যে শিরে ।।
দেখিতে হস্তের ঠাম হরয় ত্রিজগ প্রাণ
উর্বশীর হস্তাধিক বুলি ।
অঞ্চল অন্তরে আঁখি পিঞ্জরে মুদিত পাখি
শরে যেন ভেদিল অঙ্গুলী[১] ।।
পুস্পবৃষ্টি সম্বরিয়া গ্রিম হোন্তে মালা লৈয়া
কন্যা গলে দিলেক রাজন ।
গ্রীবা হোন্তে পুস্পমালা দুই করে লৈয়া বালা
পতিগিমে করিলা স্থাপন ।।
ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি মুখ পট দূরে করি
বলে সমদৃষ্টি হের বালা ।
মুখ চান্দ্রিমার কাল প্রেম দৃষ্টি অতি ভাল
জম্মে জম্মে হোক সুখ মেলা ।।

শব্দার্থ টীকা : অন্তস্পট—আড়াল
ঠাম—ভঙ্গী, গড়ন

মন্তব্য—বিবাহ বর্ণনা উপলক্ষে বরকনের মালাবদলের চিত্রটি মূলে থাকলেও বরকে বেষ্টন করে কন্যাকে নিয়ে সাতপাক ঘোরানো এবং ভ্রাতা কর্তৃক কন্যার মুখাবরণ দূরে করে শুভদৃষ্টি ঘটানো ইত্যাদি রীতিগুলি বঙ্গীয় রীতির নিদর্শন।

অন্যে ২ হেরি মুখ[১] পাসরিলা সব দুখ[২]
পুরিলেক দুহান[৩] বাঞ্চিত।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত হইতে মোহিত[৪] রিত
কুল লাজে হইল বাধিত[৫]॥
হইতে সমান দৃষ্টী[৬] কাম কল্য শর বৃষ্টী[৭]
দোহার কটক্ষ[৮] করি লক্ষ[৯]।
লয্যাএ[১০] মধ্যাস্ত[১১] হৈল কাম সব নিবারিল
দম্পতি মহত্ত গেল রক্ষ[১২]॥
পাইয়া রুপের সাক্ষি যুরাইল চারি আখী
কেলি বিনে নহে মন শান্ত।
দরশে পরশে[১৩] লাগী প্রবল অন্তরে আগী
চিত্তে ভাবি[১৪] রসের একান্ত॥
শ্রীখুতে[১৫] মাগন বির কাব্য বসে[১৬] অতি ধির
ত্রিভুভাব[১৭] নব রস গাতা।
জার মনে জেই বাঞ্চা পুরাওন্ত সেই ইশ্চা
কলিকালে বলি সম দাতা॥
তাহান য়ারতি[১৮] ধরি মনেত[১৯] শাহাশ কবি
বিরচিল সরস পয়ার।
হিন আলাওলে ভনে মিনতি[২০] পন্ডিত স্থানে
টুট[২১] হইলে সুধিয় অক্ষর। *

অন্যে অন্যে হেরি মুখ পাসরিলা সব দুখ
পুরিলেক দোহান বাঞ্চিত।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত হইতে মোহিত রীত
কুললাজে হইল বাধিত॥
হইতে সমান দৃষ্টি কামে কৈল শরবৃষ্টি
দোহান কটাক্ষ করি লক্ষ্য।
লজ্জায় মধ্যস্থ হৈল কামশর নিবারিল
দম্পতি মহত্ব কৈল রক্ষ॥
পাইয়া রুপের সাক্ষী জুড়াইল চারি আখি
কেলি বিনে নহে মন শান্ত।
দরশ পরশ লাগি প্রবল অন্তরে আগি
চিত্তে ভাব রসের একান্ত॥
শ্রীযুতে মাগন বীর কাব্যবসে অতি ধীর
ত্রিভুবনে নবরসজ্ঞাতা।
যার মনে যেই বাঞ্ছা পুরায়ন্ত সেই ইচ্ছা
কলিকালে বলিসম দাতা॥
তাহান আরতি ধরি মনেত সাহস করি
বিরচিল সরস পয়ার।
হীন আলাওলে ভনে মিনতি পন্ডিত স্থানে
টুটা হইলে শুধিয় অক্ষর॥

১ মুক ২ দুক ৩ দোহান ৪ মুহিত ৫ বাদিত ৬ সোমান দিস্টী ৭ কামে হৈল সর বিস্টী ৮ দোহর কটাক্ষ ৯ লৈক্ষ ১০ লৈজ্জাএ ১১ মৈধ্যস্ত ১২ রৈক্ষা ১৩ দরস পরস ১৪ ভাবে ১৫ ছিরি জোত ১৬ বাক্ষরস ১৭ ত্রিঅভাব ১৮ আরতি ১৯ মনেতে ২০ মীনতি ২১ টুটা

* 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তির পুষ্পিকা—
কামদর গুনমান তাহান আরতি জান
কবি শেখে আবুল হাচন।
না বুজিলুম পদাক্ষর গুনি স্থানে হই কাতর
অক্ষর সুদিতে নিবেদন॥

শব্দার্থ টীকা : নবরসজ্ঞাতা—কাব্যের নয় রস, যথা, শৃঙ্গার হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শান্ত ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ।
বলি সম দাতা—দানবীর বলিরাজ, যার দানের অহংকার চূর্ণ করার জন্য ভগবান হরি বামন অবতার রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে পাতালে বন্দী করেন।
টুটা হইলে…অক্ষর—ছন্দ বা শব্দচ্যুতি হলে সংশোধন করে নিও।

মন্তব্য : বরকনের শুভদৃষ্টিকালে উভয়ের অন্তরে কামের আবির্ভাব এবং লজ্জার মধ্যস্থতার ফলে দুজনের চিত্তসংযম ইত্যাদি আলাওলের নব সংযোজন। ভনিতায় মাগনপ্রশস্তি প্রসঙ্গে বুধমন্ডলীর কাছে তাঁর কাব্যের দোষত্রুটির জন্য আলাওলের আবেদন ও মিনতি স্বাভাবিক বিনয়ের প্রকাশ।

যমক ছন্দ

বর কন্যা[১] নামাইয়া[২] দ্বিজ পুরহিত[৩]।
আনল স্থাপন কল্যা[৪] শাস্ত্রের বিহিত[৫] ॥
তখনে কন্যার[৬] বাপে পুন্ন[৭] ঘট আনি।
বর হস্ত পরে তুলি কন্যা[৮] হস্ত খানি ॥
পঞ্চ হরিতকি[৯] হৈয়া[১০] এ পঞ্চ মানিক।
কুশ লৈয়া হস্তযুগ বন্দিলা[১১] খানিক ॥
কুশা তিল তুলসী লইয়া নৃপ বরে[১২]।
কন্যা[১৩] উচ্ছর্গীয়া দান কল্যা[১৪] জামাতারে ॥
সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বোলে মোর প্রাণ[১৫] আজি তোমা হস্তে দিল ॥
আর জন হৈলে কিছু কহিতে উচিত।
খোমাসীল[১৬] গ্যানি তুম্মি[১৭] আপনে পণ্ডিত ॥
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে।
স্বামী[১৮] কৃপা হোন্তে[১৯] নারি দুই জগ তরে[২০]
এথেক বলিয়া[২১] রাজা রহিলা তখনে।
পঞ্চম বরনে[২২] হোম[২৩] করিলা ব্রাহ্মনে ॥
জয়া হোম[২৪] লাজা হোম[২৫] করি তার পরে।
শপ্ত পদি[২৬] গমন করিল কন্যা[২৭] বরে ॥
দম্পতি দান্ডাইয়া[২৮] পূর্ণ হুতি[২৯] দিল জবে।
ব্রাহ্মনেরে জগ্যের[৩০] দক্ষিণা দিলা তবে ॥
ঘরে নিয়া যুভব্যা[৩১] সধবা[৩২] নারিগন।
স্ত্রিয়াচারে[৩৩] করিলেক করিয়া বরণ ॥
পঞ্চগ্রাসি করাইল[৩৪] মন কুতুহলে।
প্রেম গাটী বান্দিলেক আঞ্চলে ২ ॥
হরসীতে দম্পতি রহিলা[৩৫] অন্তপুরে।
নৃপকুল গ্যাতিকুল[৩৬] ভোঞ্জএ[৩৭] বাহিরে ॥

বর কন্যা নামাইয়া দ্বিজ পুরোহিত।
আনল স্থাপন কৈলা শাস্ত্রের বিহিত ॥
তখনে কন্যার বাপে পূর্ণ ঘট আনি।
বর- হস্ত পরে তুলি কন্যা-হস্ত খানি ॥
পঞ্চ হরিতকী লৈয়া এ পঞ্চ মানিক।
কুশ লইয়া হস্তযুগ বান্ধিলা খানিক ॥
কুশ তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে।
কন্যা উৎসর্গিয়া দান কৈলা জামাতারে ॥
সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিল।
বোলে মোর প্রাণ আজি তোমা হস্তে দিল ॥
আর জন হৈলে কিছু কহিতে উচিত।
ক্ষমাশীল জ্ঞানী তুমি আপনে পণ্ডিত ॥
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে।
স্বামী কৃপা হোন্তে নারী দুই জগ তরে ॥
এথেক বলিয়া রাজা রহিলা তখনে।
পঞ্চম বরণ হোম করিলা ব্রাহ্মণে ॥
জয়-হোম লাজ-হোম করি তার পরে।
সপ্তপদী গমন করিল কন্যা বরে ॥
দম্পতি দান্ডাইয়া পূর্ণাহুতি দিল যবে।
ব্রাহ্মণেরে যজ্ঞের দক্ষিণা দিল তবে ॥
ঘরে নিয়া সুভব্যা সধবা নারীগণ।
স্ত্রীআচার করিলেক করিয়া বরণ ॥
পঞ্চগ্রাসী করাইয়া মন কুতুহলে।
প্রেমগাঠি বান্ধিলেক আঞ্চলে আঞ্চলে ॥
হরষিতে দম্পতি রহিলা অন্তঃপুরে।
নৃপকুল জ্ঞাতিকুল ভুঞ্জয়ে বাহিরে ॥

১ কৈন্যা ২ নাসাইআ ৩ ধিজ পুরোহিতে ৪ কৈল্যা ৫ সাস্ত্রের বিহিতে ৬ কৈন্যার ৭ পুন্য ৮ কৈন্যা ৯ হরতৈক্ষ ১০ লৈআ ১১ বান্দিল ১২ নির্প করে ১৩ কৈন্যা ১৪ কৈল ১৫ প্রানি ১৬ খেমাসীল ১৭ তুমী ১৮ স্বোমী ১৯ হন্তে ২০ জগে তরে ২১ এথেক কহিআ ২২ বরনে ২৩ হুম ২৪ জয় হুম ২৫ লজ হুম ২৬ সপ্তপদি ২৭ কৈন্যা ২৮ দান্ডাই ২৯ পূর্ণ হুম ৩০ ব্রাহ্মণের জৈগ্যের ৩১ যুভৈব ৩২ সদবা ৩৩ ত্রিআচার ৩৪ করাইআ ৩৫ রহিআ ৩৬ রাজকুল জ্ঞাতি গ্যাতি ৩৭ ভুঞ্জাএ

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চহরিতকী—আমলকী, হত্তুকী, বয়ড়া, সুপুরী, হলুদ।

মন্তব্য : আলাওলের রচনায় বর্ণিত কন্যাসমর্পণ রীতির বঙ্গীয় চিত্রটি মূলে নেই। মূলে রত্নসেনকে যৌতুকদান কালে সিংহলরাজার কিছু বিনয়বচন আছে.—কিন্তু তা মূলতঃ রাজা হবার জন্য অনুরোধ। কিন্তু অনুবাদে কন্যাদান কালে সজল নয়নে গন্ধর্বসেনের অনুনয়ভঙ্গী বিশেষভাবে বঙ্গীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী স্তবকের সপ্তপদী গমনের কথা মূলে থাকলেও বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় শাস্ত্রীয় যজ্ঞাচারের সঙ্গে লৌকিক স্ত্রীআচার অনুবাদে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে।

কহিলু যে[১] নানা উপহার সর রসে[২] ।
ব্রাহ্মন সে ষুকবর[৩] আনিয়া পরসে ।।
রত্তন মানিক্য[৪] হিরা জরিয়াছে ভাল ।
এক আগে পরে হেন সত[৫] সংকা থাল ।।
জেই ২ পাত্রে আনি পদার্থ রাখীল ।
সঙ্গের সেবক স্থানে সব সমরপীল ।।
কদাচিথ সেই মেলে জেই ছিল দুক্ষি ।
নৃপতি নিমন্ত্র[৬] ভৌক্ষি হৈল জম্ম[৭] ষুখী ।।
সঙ্কিপ্তে[৮] কহিল আমী[৯] ভোজনেব কথা ।
বিচারিআ কহিতে[১০] বিসাল হএ পোতা ।।
রত্নসেন ভোজন করিলা জথাশ্চিত[১১] ।
সষ্টবসে নানা উপহারে বাজানিত[১২] ।।

বথনে জরিত সপ্তখন্ড ধরাহর ।
নানা বর্ণ্য বিচিত্র[১৩] কবিছে[১৪] চিত্রকব ।।
চন্দ্র ষুর্জ লেখীআছে নৈক্ষত্র মন্ডল ।
হরিহর ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতা সবল ।।
নবাগ্রহ[১৫] বাববাসী সবি দিন পাল[১৬] ।
পষুপক্ষি বৃক্ষলতা লেখীআছে ভাল ।।

রাজযোগ্য নানা উপহার ষটবসে ।
ব্রাহ্মণ সহস্র সংখ্যা আনিয়া পরশে ।।
রতন মাণিক্য হীরা জড়িয়াছে ভাল ।
এক আগে পরে হেম শত সংখ্যা থাল ।।
যেই যেই পাত্র আনি পদার্থ রাখিল ।
সঙ্গের সেবক স্থানে সব সমর্পিল ।।
কদাচিৎ সেই মেলে যেই ছিল দুঃখী ।
নৃপ নিমন্ত্রণ ভক্ষি হৈল জন্ম সুখী ।।
সংক্ষেপে কহিয়া আমি ভোজনের কথা ।
বিচারিয়া কহিতে বিশাল হয় পোথা ।।
রত্নসেন ভোজন করিলা যথোচিত ।
ষটবস নানা উপভোগ বাজবীত ।।

রতনে জড়িত সপ্ত খণ্ড ধরাহব ।
নানা বর্ণ চিত্র করিয়াছে চিত্রকব ।।
চন্দ্র সূর্য লিখিয়াছে নক্ষত্র মন্ডল ।
হরিহর ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতা সকল ।।
নবগ্রহ বাবরাশি যত দিকপাল ।
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা লিখিয়াছে ভাল ।।

১ রাজজৈগ্য ২ সষ্টবসে ৩ সহস্র সংকা ৪ বথন মানিক্ষ ৫ এর পরে কয়েকটি পাতা 'ঢা' পুথিতে নেই। পববর্তী অংশেব পাঠ 'বা' পুথিব এবং পাঠান্তর আলি আহসানের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। ৬ নৃপ নিমন্ত্রণ ৭ মহা ৮ সংক্ষেপে ৯ কিছু ১০ কবিলে ১১ যথোচিত ১২ উপভোগ বাজবীত ১৩ চিত্র ১৪ করিয়াছে ১৫ নবগ্রহ ১৬ যত দিকপাল

শব্দার্থ টীকা : ষটবস—অম্ল, মধুব, তিক্ত, কষায়, লবণ, ঝাল
পোথা—পুঁথি
ধবাহব—প্রাসাদ

মন্তব্য : আলাওল পদ্মাবতী ও রত্নসেনের বিবাহের শেষে রাজকীয় ভোজন পাত্রগুলি একবার দেখিয়েই ভোজনবর্ণনা শেষ করেছেন, এবং এই সংক্ষেপীকরনের কৈফিয়ৎ হিসাবে পুথি বিশাল হয়ে যাবাব কারণ দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে জায়সী নবম দশম স্তবক জুড়ে ভোজন পাত্রের ও আহার্য্য বস্তুর বর্ণনা দিয়েছেন। মূলের একাদশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তবকে আছে সঙ্গীত তত্ত্ব প্রসঙ্গ। আলাওল ইতিপূর্বে শাস্ত্রতত্ত্ব খন্ডে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছেন বলে এখানে আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। আলাওলের শেষ স্তবকটির আভাস পাওয়া যাবে মূলের পরবর্তী খন্ডের প্রথম স্তবকটিতে।

পদ্মাবতী-রত্নসেন ভেটখণ্ড

সপ্তখন্ড ধরাহর জেন সপ্তাকাস।
তথা নিআ কৈন্যা বর দিলেক নিবাস ॥
সখী দুই সহস্র আইল সেবাকাজে।
তারক বিণ্টীত জেন পুন্য দ্বিজরাজে।
উঝল নৈক্ষত্রকুল বেরি চারিপাস।
মীহিরা লইআ সসী উটীল আকাস।
সপ্তখন্ড ধরাহব নগ[1] সপ্তরঙ্গ।
দবসন মাত্র হএ কটী[2] পাপ ভঙ্গ ॥

হিরার ইটাল সব কফুল জাত্তন[3]।
চন্দোনের স্তম্ভ সব জরিত রত্তন ॥
গজমুক্তা দামে[4] লাগীআছে[5] তার চুন।
বিশ্বকর্ম্ম কারিতে না পারে তার গুনে[6] ॥
অতি ষুনির্ম্মল জেন দ্রুপনের কায়া।
এক দিগে মুক্তি আর দিগে দেখে ছায়া[7] ॥
তাহে সখী অপচরা সসীগন[8]।
জোগসীদ্ধি ফলে পাইল অমরা ভুবন ॥

চারিদিগে চারিস্থম্ব ফটীক উঝল।
নানাবন্যে মুক্তি তাহে ঘটীছে নির্ম্মল ॥
সজিবনে কায়্যাসীদ্ধি[9] কহে [10] ডান্ডাইআ।
নানাবিদি ষুগন্ধি তাম্বুল পত্র লৈআ ॥
তার মাজে[11] রত্তন[12] খাট অতি মনুহর।
বিচিত্র কমল সৈজ্জা তাহার উপর ॥
জেই দৈব খাইতে পৈবিতে ইস্ছা হএ।
পোতলিব হস্ত হন্তে সেই বস্তু লএ ॥
সেই সৈজ্জা উপরে বহিল[13] রত্নসেন।
অপচরা বিণ্টীত স্বর্গ[14] ইন্দ্র[15] জেন ॥
উপরেতে চন্দ্রথোপ করে ঝলমল।
মানিক্ক প্রদিপ নিসী বাসর উঝল ॥

১ নব ২ দৃষ্টি ৩ হীরামোতি কপট আদি ইটাল পাষাণ ৪ দহিলা ৫ লাগাইল ৬ বিশ্বকর্মা সহিতে না পাবে কার্যগুনে ৭ একদিগে মূর্তি দেখি আর দিগে ছায়া ৮ তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ ৯ যেন ১০ রৈছে ১১ মধ্যে ১২ বত্ন ১৩ বসিলা ১৪ ইন্দ্র ১৫ স্বর্গরাজ

সপ্তখন্ড ধরাহর যেন সপ্তাকাশ।
তথা লৈয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস ॥
সখী দুই সহস্র আইল সেবাকাজে।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে ॥
উজ্জ্বল নক্ষত্রকুল বেড়ি চারিপাশ।
মিহির লৈয়া শশী উঠিল আকাশ ॥
সপ্তখন্ড ধরাহর নব সপ্তরঙ্গ।
দরশন মাত্র হয় দৃষ্টিপাপ ভঙ্গ ॥ (জা. ১)

হীরার ইটাল সব কর্পূর যতন।
চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন ॥
গজমুক্তা দহিলা লাগাইল তার চুন।
বিশ্বকর্মা সহিতে না পারে কার্যগুণ ॥
অতি সুনির্মল যেন দর্পণের কায়া।
একদিগে মূর্তি দেখি আর দিকে ছায়া ॥
তাতে শশী অপ্সরা বেষ্টিত সখীগণ।
যোগ-সিদ্ধি- ফলে পাইল অমরা ভবন ॥ (জা.২)

চারিদিকে চারিস্তম্ভ স্ফটিক উজ্জ্বল।
নানাবর্ণ মূর্তি তাতে গঠিছে নির্মল ॥
সঞ্জীবন কায়া যেন রৈছে দান্ডাইয়া।
নানাবিধ সুগন্ধি তাম্বুল পাত্র লৈয়া ॥
তার মধ্যে রত্নখাট অতি মনোহর।
বিচিত্র কমল-শয্যা তাহার উপর ॥
যেই দ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছা হয়।
পুতলির হস্ত হোন্তে সেই বস্তু লয় ॥
সেই শয্যা উপরে বসিলা রত্নসেন।
অপ্সরা বেষ্টিত ইন্দ্র স্বর্গরাজ যেন ॥
উপরেতে চন্দ্রাতপ করে ঝলমল।
মাণিক্য প্রদীপে নিশি বাসর উজ্জ্বল ॥ (জা.৩-৪)

শব্দার্থ টীকা : দ্বিজরাজ—চন্দ্র
মিহির—সূর্য, এক্ষেত্রে রত্নসেন
সপ্তখণ্ড ধরাহর—সাতমহলা প্রাসাদ

মন্তব্যঃ প্রথমস্তবকের অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হলেও অনেকটাই মূলানুগ। দোহা অংশটিও অনূদিত হয়েছে। মূলে যেখানে সখীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার অনুবাদে তা দু হাজারে পরিণত। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদও কিছুটা মূলানুগ। তবে দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় মেঝে কিংবা হিন্দোলাকৃতি সোনার থাম ইত্যাদি অনুবাদে বর্জিত। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল জায়সীর চতুর্থ স্তবকের পুতুল প্রসঙ্গও এনে ফেলেছেন। চতুর্থ স্তবকটি আর পৃথকভাবে অনূদিত হয় নি।

গাটী ছোরাইতে ছল করি সখী গনে[1] ।
নৃপ পাস হন্তে কৈন্যা নিল আনস্থানে[2] ।।
নৃপতি দেখীল জদি পাসে প্রিআ নাই ।
মনে অনুসোচ করে কি হৈল গোঁসাই ।।
বহুতপ করি চন্দ্র পাইলুম পুন্যিমার ।
কনে[3] হরি নিল জগ করি অন্দকার ।।
সঘ্রেত পাঅস পাইলু চির উপবাসে ।
পদিপ নিবাইল কনে[4] প্রথম গবাসে ।।
বহু জত্নে রত্ন পাইলুম[5] কনে[6] নিল হরি ।
ভ্রষ্ট[7] জোগ সাদি আমী[8] সীদ্ধি[9] পাই মরি ।।
মীলিআ বিশ্চেদ পুনি মৃত্তু সমশ্বর ।
কৃপাল হইআ বিধি হইল ফামব[10] ।।
ধরাইতে নারি হিআ[11] চকিত হইআ ।
স্থকিত রহিল জেন টক নাবু[12] খাইআ ।।
ষুদ্ধি বুদ্ধি হিন হাস্য ক্রোন্দ নাই আইসে[13] ।
সোবনোর গ্রিহ জেন[14] বনখন্ড বাসে[15] ।।

সখীগনে নৃপতির দেখী হেন রিত ।
জিজ্ঞাসীলা মৃদুবাক্কে[16] হাসীআ ইম্বিত[17] ।।
কহ সীম্ববর তোর গুরু গেল কথা ।
চন্দ্র বিনে ষুর একাম্বর কেনে এথা ।।
কথাতে লুকাই থুইলা চন্দ্রিমা তোমার[18] ।
জেই বিনু রজনি জগত আন্দিআর ।।

নৃপতি বুলিল ষুন[19] সখীর বচন ।
চাতুরি সমএ ভাল পাইচ এখন ।।
অম্রেত দ্রসাই পুনি বিস কর দান ।
এমত দয়্যাল সংসারেতে য়াছে[20] কন[21] ।।
জাহার মরমে ঘাও[22] সেই মাত্র জানে ।
না জানে প্রেমের বেতা অবেতিত জনে ।।

১ গণ ২ অন্যস্থান ৩ কেবা ৪ কেবা ৫ পাইলু ৬ কেবা ৭ অস্ট ৮ সিদ্ধি ৯ পদ ১০ পামর ১১ চিত্ত ১২ ঠক লাড়ু ১৩ কান্দনের আশ ১৪ হৈল ১৫ বাস ১৬ মধুস্বরে ১৭ কিঞ্চিৎ ১৮ আমার ১৯ শুনি ২০ নাহি ২১ আন ২২ ব্যথা ২৩ খেলা

গাঠি ছোড়াইতে ছল করি সখীগণ ।
নৃপ পাশ হোন্তে কন্যা নিল অন্য স্থান ।।
নৃপতি দেখিল যদি পাশে প্রিয়া নাই ।
মনে অনুশোচ করে কি হৈল গোঁসাই ।।
বহু তপ করি চন্দ্র পাইলু পূর্ণিমার ।
কেবা হরি নিল জগ করি অন্ধকার ।।
সঘৃত পায়স পাইলু চির উপবাসে ।
প্রদীপ নিবাইল কেবা প্রথম গরাসে ।।
বহু যত্নে রত্ন পাইলু কেবা নিল হরি ।
অষ্টযোগ সাধি সিদ্ধিপদ পাই মরি ।।
মিলিয়া বিচ্ছেদ পুনি মৃত্যু সমসর ।
কৃপাল হৈয়া বিধি হইলা পামর ।।
ধরাইতে নারে চিত্ত চকিত হইয়া ।
স্থকিত হৈল যেন ঠকলাড়ু খাইয়া ।।
শুদ্ধি বুদ্ধি হীন হাস্য কান্দনের আশ ।
সুবর্ণের গৃহ হৈল বনখণ্ড বাস ।। (জা. ৫)

সখীগণ নৃপতির দেখি হেন রীত ।
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে হাসিয়া কিঞ্চিৎ ।।
কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা ।
চন্দ্র বিনে সুরে একেশ্বর কেনে এথা ।।
কোথাতে লুকাই থুইলা চন্দ্রিমা আমার ।
যেই বিনে রজনী জগত আন্ধিয়ার ।। (জা. ৬)

নৃপতি বুলিল শুনি সখীর বচনে ।
চাতুরী সময় ভাল পাইছ এখনে ।।
অমৃত দর্শাই পুনি বিষ কর দান ।
এমত দয়াল সংসারেতে নাহি আন ।।
যাহার মরমে ঘাও সেই মাত্র জানে ।
না জানে প্রেমের ব্যথা অবেথিত জনে ।।

শব্দার্থ টীকা : গাঠি ছোড়াইতে—গাঁটছড়া খুলতে
অষ্টযোগ—যোগের আট অঙ্গ ; যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ।
ঠক লাড়ু—বিষের নাড়ু ; মূলে আছে ঠগ লাড়ু

মন্তব্যঃ পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের ঘটনাটুকুই গ্রহণ করেছেন, সখীদের বচনবিলাস বর্জন করেছেন। দোহার একাংশ অনুবাদ করেছেন স্তবকের শেষদিকে। স্তবকের অনেকখানি জুড়ে আছে মূলের সপ্তম স্তবকের অনুবাদ। সেক্ষেত্রেও মূলের রাসায়নিক উপমা বাদ দিয়ে আলাওল নিজস্ব উপমা ব্যবহার করেছেন। ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদ খুবই সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশটি বাদ গেছে।

প্রিথিমিতে হেন দাতা কেবা আছে আর ।
ভিকারিরে দিআ দান[1] হরে পুনর্ব্বার ॥
দাতা হৈআ ভিকারির[2] প্রান জদি হরে ।
মরিলে পাইব জেবা[3] জার লাগী মরে ॥
এথেক যুনিআ সখী ইস্বিত হাসীআ ।
পরিহাস্ব ছলে কহে ভক্তি আচারিআ ॥
এখনে[4] গগনে লুকাইল সেই সসী ।
পুনি তপ সাধিলে সে পাইবা তপসী ॥
আমরা না জানি চন্দ্র গেল কন ভিত ।
বিচারিআ জদি লাগ পাই কদাচিত[6] ॥
তোমাব নিবিথে তবে[7] কহিব[8] সর্ব্বথা ।
বুলিব ভিকারি পরদেসী আইল এথা ॥
তোমা লাগী তপ সাদিআছে এক মনে ।
হস্ধ্যান[9] লইআ[10] কৃপা করহ এখনে ।
আমা পবাথ্নে জদি মনে কৃপা করে[11] ।
দোআদস বরনি আসীব সত্তরে[12] ॥
আর সোল শ্রিঙ্গাব জে গন্ধ[13] অনুপাম ।
না জানিলে যুন বাব অববণ[14] নাম ॥
সৌরবের কুন্ডে কবি সরিব মার্জ্জন[15] ।
বিচিত্র বসন পরি লিপীত[16] চন্দন ॥
শ্রীমস্ত[17] সীন্দুর পবি তিলক ললাট ।
যুর সসী সমুদিত বিধেন্য নিকট ॥
শ্রবনে কুন্ডল দিআ[18] নয়ানে আঞ্জন ।
বেসরে রঞ্জিত নাসা জরিত রত্তন ॥
রাতুল তাম্বুল রাগে যুবঙ্গ অধব ।
গীমে সপ্তচরি হার অতি মনুহর ॥
অঙ্গেব বলয়া আদি করেত্তে কঙ্কন ।
রুনু ঝনু বাজে কটী মুখেতে রোসন[20] ॥
নেপুর পাইল[21] জদি চরনে রঞ্জিত ।
দ্বাদস বরন[22] নাম যুনহ নিশ্চিত ॥
আর বার আবরন[23] তন[24] লগ্ন হএ ।
বর বালা চিন হেন পন্ডিতে বোলএ ॥

১ ভিক্ষা দিয়া যোগী করে ২ ভিক্ষুকের ৩ যেই ৪ যখনে ৫ যে ৬ আচম্বিত ৭ আমা ৮ বিচারি ৯ দয়াল ১০ হৈয়া ১১ মায়া কর ১২ বার আভরন পবি আসিবে সত্তব ১৩ সহজ ১৪ আভরণ ১৫ সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জ্জন ১৬ পরএ ১৭ সীমন্ত ১৮ আদি ১৯ অঙ্গেত ২০ শুনিতে শোভন ২১ পায়রি ২২ বার আভরণ ২৩ আভরণ ২৪ তনু

পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা আছে আর ।
ভিক্ষা দিয়া যোগীকরে হবে পুনর্বার ॥
দাতা হৈয়া ভিক্ষুকের প্রাণ যদি হরে ।
মরিলে পাইব সেই যার লাগি মরে ॥ (জা. ৮)
এতেক শুনিয়া সখী ঈষৎ হাসিয়া ।
পরিহাস্য ছলে কহে ভক্তি আচরিয়া ॥
এখনে গগনে লুকাইল সেই শশী ।
পুনি তপ সাধিলে সে পাইবে তপসী ॥
আমরা না জানি চন্দ্র গেল কোন ভিত ।
বিচারিয়া যদি লাগ পাই আচম্বিত ॥
তোমার নিমিত্তে তবে কহিব সর্বথা ।
বুলিব ভিখারী পরদেশী আইল এথা ॥
তোমা লাগি তপ সাধি আছে এক মনে ।
দয়াল হৈয়া কৃপা কবহ এখনে ॥
আমা পরার্থনে যদি মনে মায়া কর ।
বার আভরণ পরি আসিবে সত্বর ॥
আর ষোল সিঙ্গাব সহজে অনুপাম ।
না জানিলে শুন বার আভবণ নাম ॥ (জা. ৯)
সৌরভে শরীব যেন করিব মার্জন ।
বিচিত্র বসন পরি লেপিত চন্দন ॥
সীমন্তে সিন্দুর পরি তিলক ললাটে ।
সুর শশী সমুদিত বিধুন্য নিকটে ॥
শ্রবণে কুন্ডল দিয়া নয়ানে আঞ্জন ।
বেসররঞ্জিত নাসা জড়িত রত্তন ॥
রাতুল তাম্বুলে রাগে সুরঙ্গ অধর ।
গীমে সপ্তছরি হার অতি মনোহর ॥
অঙ্গের বলয়া আদি করেতে কঙ্কণ ।
রুনু ঝনু বাজে কটি শুনিতে শোভন ॥
নেপুর পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত ।
বার আভরণ নাম শুনহ নিশ্চিত ॥
আব বার আভরণ তনু লগ্ন হয় ।
বববালা চিন হেন পন্ডিতে বোলয় ॥ (জা. ১০)

শব্দার্থ টীকা : বাব আভরণ—বসন, চন্দন, সিন্দুর, তিলক কুন্ডল, অঞ্জন, তাম্বুল, হার, বলয়, বেসর, কঙ্কণ, নূপুর ।

সিঙ্গার—শৃঙ্গার বা বেশ সজ্জা

নেপুর পায়রি—নূপুব পায়জোড়

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদের বক্তব্যটুকুই মূলানুগ, কিন্তু রূপে পৃথক । অমৃত ও বিষ প্রসঙ্গটুকু ছাড়া কোনো উপমাই মূলগত নয় । মূলে আছে রাসায়নিক ও ধাতব উপমা । অপরিচিতির জন্যেই আলাওল সে সব উপমা বাদ দিয়েছেন । নবম ও দশম স্তবক দুটির অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুগ ।

পষু বেদ পক্ষি বেদ ফল গোটা চারি ।
এ সকল রূপ ধরে পদ্মাবতি নারি ॥
চারি পষু চারি পক্ষি আর চারি ফল ।
এই দোআদস চিন সরিরে সকল ॥
সীংগ কটী গজগতি চিকুর চামরি ।
কুরংগ নয়্যান বালা কহিলুম বিচারি ॥
গ্রিধিনি নিন্দিত কর্ণ নাসা যুকবর ।
নিলকন্ট তামরচোরা পীক কন্ঠস্বর ॥*
বিম্ব ফল অধব দাবিম্ব[১] যুদসন ।
কুচ ছিরিফল[২] জংগ কদলি লক্ষন[৩] ॥
দোয়াদস অভরন[৪] এই দুই মত ।
এবে সরদস সিংগার বেকত[৫] ॥
চারি দির্ঘ চারি লঘু চারি স্তল খেন[৬] ।
বব স্ত্রিআ[৭] এই মত সরিরের চিন ॥
দির্ঘ কেস অংগুলে দিঘল গিম[৮] আখী ।
দসন কপাল নাভি লঘু তাল[৯] দেখী ॥
খীন নাসা অধর তিঅজে[১০] কটী খীন ।
চতুর্থে উদর জেন নাহি অন্ত চিন ॥
উরজ নিতম্ব স্থল য়ার ভুজ ভুরু[১১] ।
বাখানিল সব রস[১২] সিংগার[১৩] যুচারু ॥
এই ভাএ[১৪] সোল[১৫] জদি সখী বাখানিল ।
ইসীত হাসীয়া[১৬] নৃপ পদুত্তর দিল ॥
ভার[১৭] সোল অংগ লগ্ন বিধি[১৮] দিছে জারে ।
কি ফল তাহার কৃতি মেরু অলংকারে[১৯] ॥
জার অংগ দরসনে কনক স্যামল ।
রত্ন জিনি[২০] নখদন্ত অধর নির্ম্মল ॥
চন্দ্রের উদএ মাত্র[২১] উঝল সংসার ।
কোন অভরন[২২] আছে সরিরে তাহার ॥

* এর পরবর্তী পাঠ 'ঢা' পুথি থেকে গৃহীত, এবং পাঠান্তর 'বা' পুথির ।

১ ডালিম্ব ২ শ্রিফল ৩ লৈক্ষন ৪ অবরন ৫ এবে যুন স্বরদস অংগের বেকত ৬ খীন ৭ বরস্ত্রিয়া ৮ গীম ৯ লাগু জঙ্গ ১০ ত্রিঅজে ১১ উর কুচস্তল নিধাম্ব ভুজ উবু ১২ সব দস ১৩ শ্রিংকাব ১৪ ভাবে ১৫ সোলক ১৬ হাসীতে ১৭ বার ১৮ বিধি ১৯ কি ফল তাহাবে জরা স্বোন্য অলংকারে ২০ জিনি রত্ন ২১ জেন ২২ কেনে অবরন

পশুভেদ পক্ষীভেদ ফল গোটা চারি ।
এ সকল রূপ ধরে পদ্মাবতী নারী ॥
চারি পশু চারি পক্ষী আর চারি ফল ।
এই দোয়াদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥
সিংহকটি গজগতি চিকুর চামরী ।
কুরঙ্গ নয়ানী বালা কহিলু বিচারি ॥
গৃধিনী নিন্দিত কর্ণ নাসা শুকবর ।
নীলকণ্ঠ তাম্রচূড়া পিক কন্ঠস্বর ॥
বিম্বফল অধর দাড়িম্ব সুদশন ।
কুচ শ্রীফল জাংগ কদলী লক্ষণ ॥
দোয়াদশ আভরণ এই দুই মত ।
এবে শুন ষড়দশ সিংগার বেকত ॥
চারি দীর্ঘ চারি লঘু চারি স্থূল ক্ষীণ ।
বর স্ত্রীয়া এই মত শরীরেব চিন ॥
দীর্ঘ কেশ অংগুলে দীঘল গীম আঁখি ।
দশন কপাল নাভি লঘু ঠোঁট দেখি ॥
ক্ষীণ নাসা অধর তিয়জে কটি ক্ষীণ ।
চতুর্থে উদর যেন নাহি অন্ত চিন ॥
উরজ নিতম্ব স্থূলে আর ভুজ উরু ।
বাখানিল ষড়দশ সিংগার সুচারু ॥
এই ভাবে ষোল যদি সখী বাখানিল ।
ঈষৎ হাসিয়া নৃপ পদুত্তর দিল ॥
বার ষোল অংগ লগ্ন বিধি দিছে যারে ।
কি ফল তাহাবে জড়ি স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥
যাব অংগ দরশনে কনক শ্যামল ।
রত্ন জিনি নখদন্ত অধর নির্মল ॥
চন্দ্রের উদয়ে যেন উজ্জ্বল সংসার ।
কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার ॥

শব্দার্থ টীকা : চিকুর চামরী—চমরী গাভীর পুচ্ছের ন্যায় চুল ।
কুরঙ্গ নয়নী—হরিণনেত্রা
গৃধিনী লাঞ্ছিত কর্ণ—শকুনী নিন্দিত কান
ষড়দশ সিঙ্গার—জায়সীর কাব্যে স্ত্রী-ভেদ-বর্ণন খণ্ডে ষোড়শ সিঙ্গারের বর্ণনা আছে । নারীদেহের অঙ্গ সংস্থানের আদর্শ শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী চার দীর্ঘ—কেশ, কবাঙ্গুলি, নয়ন এবং কন্ঠরেখা । চাব লঘু—দন্ত, কুচ, ললাট, নাভি । চার স্থূল—কপোল, নিতম্ব, জংঘা, ভুজ । চাব ক্ষীণ—নাসিকা, কটি, উদর, অধর । আলাওল কুচকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী লঘুস্তর থেকে স্থূলশ্রেণীতে পরিবর্তিত করেছেন ।

মন্তব্য : আলাওল জায়সীর অনুসরণে পদ্মাবতীর দ্বাদশ আভরণের বর্ণনা করে পরে পৃথক একটি স্তবকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী সখীমুখে পদ্মাবতীর দ্বাদশ অঙ্গ সংস্থানের বর্ণনা করেছেন, মূলে এটি নেই । মূলে ষোড়শ সজ্জারও পৃথক বর্ননা এ ক্ষেত্রে নেই । আলাওল মূলের স্ত্রীভেদ বর্ণন খন্ড থেকে তুলে এনে এখানে তা বর্ণনা করেছেন ।

সখী বোলে জেই আজ্ঞা কল্যা নৃপমনি ।
সহজে সোন্দরি বালা ত্রিলক্ষ[1] মহনি ॥
কিন্তু বিবাহেব কার্যে[2] আছে হেন নিত ।
সরিরে মাজিলে তল্য হরিদ্রা মিশ্রিত[3] ॥
তেকারণে কন্যা[4] অলংকাব উত্তারিয়া ।
পুন ২ সুসৈরবে[5] সরির মাজিআ ॥
রাজনিতি পৈদ্রএ রত্নের অভবন[6] ।
আহ্মি গিয়া কন্যা[7] আনি স্থির কর মন ॥
নৃপতিরে এথেক কহিয়া সখী বর ।
ত্বরিত গমনে গেল কন্যার[8] গোচর ॥
করজোরে বোলে সখী[9] সুনহ মীন্নতি[10] ।
সয্যার[11] উপবে একেশ্বব[12] নরপতি ॥
হেরএ তোমার পন্থ হৈয়া[13] হৃত রিত ।
কলানিধি ভাবে জেন চকোব চকিত ॥
জেই প্রান দেয়[14] এক ভাবে হৈয়া লিন ।
সর্ব্বদাএ[15] উচিত সুধিতে[16] তার রিন ॥
ভুখীলেবে তুবিতে তুসীএ অন্নদানে[17] ।
কিবা ফল ভোজনে সমএ অবোলানে[18] ॥
পদ্মাবতি বলে সখী সুনহ নিশ্চএ ।
জে কিছু কহিলা তুমী মোর মনে লএ ॥
কিন্তু স্বামীসেবা না করিছি কোন দিন[19] ।
নহি জানি সুয়ামি[20] আপনা কিবা ভিন ॥
জৌবন বৈভব[21] গর্ব্বে পাছে ন চিন্তিলু ॥ [22]
প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বুলিমু ন ভাবিলু[23] ॥
এবে প্রভু জিজ্ঞাসিলে রহাস্য[24] সকল ।
না জানি কি হএ মুখ[25] রাতুল পিয়ল[26] ॥
তেজোম্বি তরুনে[27] স্বামি মুই কমলি... ।
উঠিতে[28] প্রভুর তল্পে কি হএ না জানি ।

১ ত্রিলৈক্ষ ২ দনে ৩ তৈল হলিদ্রা মীশ্রিত ৪ কৈন্যা ৫ পুনি ২ সুসৌরবে ৬ রাজনীতি পরিআ রত্তন অবরন ৭ আমি গীআ কৈন্যা ৮ কৈন্যার ৯ রাণি ১০ মিন্যতি ১১ সৈজ্জার ১২ একাম্বর ১৩ হই ১৪ দেএ ১৫ সর্ব্বথাএ ১৬ সুদিতে ১৭ ভুকিলকে উচিত তুসীত অন্যদানে ১৮ কিবা ফল ভোজন সঅন অবসানে ১৯ করিচি কন দিন ২০ না জানি স্বামীরে কি ২১ বৈবক ২২ না চিন্তিলুম ২৩ ভাবিলুমে ২৪ রোহাস্য ২৫ দুক্ষ ২৬ কমল ২৭ অরুণ ২৮ উদিতে

সখী বোলে যেই আজ্ঞা কৈলা নৃপমণি ।
সহজে সুন্দরী বালা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
কিন্তু বিবাহের কার্যে আছে হেন রীত ।
শরীর মাজিবে তৈল হরিদ্রা মিশ্রিত ॥
তেকারণে কন্যা অলংকার উতারিয়া ।
পুনি পুনি সুসৌরভে শরীর মাজিয়া ॥
রাজরীতি পরাইয়া রত্ন আভরণ ।
আমি গিয়া কন্যা আনি স্থির কর মন ॥
নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখীবর ।
ত্বরিত গমনে গেল কন্যার গোচর ॥
করজোড়ে বোলে রাণী শুনহ মিনতি ।
শয্যাব উপরে একেশ্বর নরপতি ॥
হেরয় তোমার পন্থ হই হৃতচিত ।
কলানিধি ভাবে যেন চকোর চকিত ॥
যেই প্রাণ দেয় এক ভাবে হই লীন ।
সর্বথায় উচিত সুধিতে তার ঋণ ॥
ভুখিলেরে তুরিতে তুষিহ অন্নদানে ।
কিবা ফল ভোজন সময় অবসানে ॥
পদ্মাবতী বলে সখী শুনহ নিশ্চয় ।
যে কিছু কহিলা তুমি মোর মনে লয় ॥
কিন্তু স্বামীসেবা না করিছি কোন দিন ।
না জানি স্বামীরে কি আপনা কিবা ভিন ॥
যৌবন বৈভব গর্বে পাছে না চিন্তিলু ।
প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বুলিমু না ভাবিলু ॥
এবে প্রভু জিজ্ঞাসিলে রহস্য সকল ।
না জানি কি হয় মুখ রাতুল পিয়ল ॥
তেজস্বী অরুণ স্বামী মুই কমলিনী ।
উঠিতে প্রভুর তল্পে কি হয় না জানি ॥ (জা.১৪)

শব্দার্থ টীকা : উতারিয়া—খুলে
ভুখিলেরে—ক্ষুধার্তকে ।
রাতুল—লাল
পিয়ল—হলুদ, পিঙ্গল
তল্প—শয্যা

মন্তব্য : পদ্মাবতীর ষোড়শসজ্জা বর্ণনার পর আলাওল মূলের একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ স্তবক বাদ দিয়ে অন্য ভাবে সাজিয়েছেন। মূলে আছে পদ্মাবতীর শৃঙ্গারসজ্জার কাব্যবর্ণনা, আলাওল এর পরিবর্তে রত্নসেনের পরিহাসোক্তি বর্ণনা করেছেন। সখীর প্রত্যুক্তিটিও মূল বহির্ভূত স্বাধীন রচনা। চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদে পদ্মাবতীর প্রতি সখীনির্দেশটি মূলের তুলনায় অনেক বিস্তারিত। কিন্তু পদ্মাবতীর প্রত্যুত্তরটি অনেকটাই মূলানুগ। দোহা অংশটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে উপমা খচিত হয়ে উপস্থাপিত।

শখী[১] বোলে শ্বামির[২] আরতি হৈল জবে। *
নিজ মনে ইশ্চাএ রহিতে নারি[৩] তবে ॥
ভক্তি ভাবে এক চিত্তে রাখে[৪] প্রেম রস।
নিশ্চএ জানিও[৫] প্রভু ভর্কাতির[৬] বস ॥
মনের ভরম ভাঙ্গি হও এক মন।
জাহারে[৭] আপনা দিবা হইবা[৮] আপন ॥
বর বালা হৃদে ত্রাস থাকএ তাবত।
প্রেম রসে[৯] পতি[১০] নহি মিলএ জাবত ॥
রশে বস কর[১১] প্রভু ভাবে হৈয়া লিন।
শ্বামি সে আপনা হৈব[১২] য়ার[১৩] সব ভিন ॥
প্রথম[১৪] সঙ্গম ভএ জেবা মনে ধরি।
ভোমরার[১৫] ভরে কভু না টুটে মঞ্জরি ॥
নিতে পাটাইল জবে[১৬] আদেশ অমেট[১৭]।
তন মন জৈবন[১৮] চলহ লৈয়া[১৯] ভেট ॥

* 'বা' পুথিতে এর আগে আরও চারটি পংক্তি আছে, যা 'ঢা' পুথিতে নেই

সখী বোলে শুন বানি মোব নিবেদন।
রমনি বর্ণিল প্রভু পুরুস কারণ ॥
পুরুস নাবিব জদি প্রেম না লাগাইত।
ত্রিভুবনে জিব জন্য কিছু না বাখীত ॥

১ পুনি ২ স্যামীব ৩ নারে ৪ বাখ ৫ জানিঅ ৬ ভর্তাতির ৭ জাহাকে ৮ হইব ৯ প্রেমবস ১০ রতি ১১ রস বসাক্করে ১২ জান ১৩ আর ১৪ প্রেমের ১৫ ভোমরের ১৬ জদি ১৭ আমেট ১৮ জোবন ১৯ হই

সখী বলে শুন রাণী মোর নিবেদন।
রমণী নির্মিল[১] প্রভু পুরুষ কারণ ॥
পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত।
ত্রিভুবনে জীবজন্তু কিছু না রহিত ॥[২]
পুনি বলে শ্বামীর আরতি হৈব যবে।
নিজ মন ইচ্ছায় রহিতে নারি তবে ॥
ভক্তিভাবে একচিত্তে রাখি প্রেম-রস।
নিশ্চয় জানিবা প্রভু ভর্তাতির বশ ॥
মনের ভরম ভাঙ্গি হও এক মন।
যাহারে আপনা দিবা হইবা আপন ॥
বরবালা হৃদে ত্রাস থাকয় তাবত।
প্রেমরসে রতি নাহি মিলয় যাবত ॥
রসে বশ করে প্রভু ভাবে হৈয়া লীন।
শ্বামী সে আপনা জান আব সব ভিন ॥
প্রথম সঙ্গম ভয় কেবা মনে ধরি।
ভোমরার ভরে কভু না টুটে মঞ্জরী ॥
লৈতে পাঠাইল যদি আদেশ না মেট।
তনু মন যৌবন চলহ লৈয়া ভেট ॥ (জা. ১৫)

১ আ ২

শব্দার্থ টীকা : আদেশ না মেট—আদেশ উপেক্ষা কোব না।

মন্তব্য : মূলে পঞ্চদশ স্তবকটি পদ্মাবতীর প্রতি সখীর মিলন-নির্দেশ। অনুবাদে তা হয়ে পড়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং নারী পুরুষের মিলনতত্ত্বের উপদেশ। দোহা অংশটি বাদ গেছে। মূলের পুষ্পকলি-ভ্রমর সংযোগের উপমাটি ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবে অনুবাদ স্তবকের শেষে আছে, কিন্তু ফলভারে বৃক্ষশাখা ভাঙার রূপকটি অনুবাদে বাদ পড়েছে। মূলে আছে মান না করে প্রিয়তমের প্রতি প্রেমবর্ধনের সখীনির্দেশ, আর অনুবাদে আছে শ্বামীভক্তির সামাজিক উপদেশ।

গীত

দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ চৌক একতালি

তুয়া পদ হেরইতে[১] রাতুল নয়ন যুগ
কামিনি মহন কটাছ হিন ভেল[২] ।
প্রেম মদে[৩] বিহ্বল[৪] শতত বহএ লোর[৫]
অব ২ পরিহরি যুদ্ধি বুদ্ধি গেল[৬] ॥
চল ২ প্রেমহ প্রভুর শে তল্পে[৭] ।
আরতি গতি মতি পতি অতি কল্পে[৮] ॥ (ধুয়া)
চন্দন[৯] চান্দ সিতল মায়ানিল যুমল[১০]
সৌরব জথ বিখ লাগে[১১] ।
ভ্রমর কুকিল রব[১২] যুনত[১৩] পরাভব
মধু মথ[১৪] বান আনল উর জাগে ॥
কিঞ্চিত প্রাণ আছএ ঘটে ধুক ২
তোয়া আসোআচ[১৫] বচন বিসউআসে ।
শ্রীযুত[১৬] মাগন রসীক যুনায়ক[১৭]
আরতি হিন আলাওলে[১৮] ভাশে[১৯] ॥ *

১ হেরিবতে ২ ভেলা ৩ ভবে ৪ বিহ্বল ৫ লর ৬ হরি গেলা ৭ চল ২ প্রেম প্রভু রস তল্পে ৮ কম্প ৯ চন্দ ১০ মলয়া নিমল যুমল ১১ রাগে ১২ বর ১৩ যুনিতে ১৪ মনমথ ১৫ তুআ আসআস ১৬ শ্রী জোত ১৭ যুনাওক ১৮ আলাঅলে

১৯ এরপর 'বা' পুথিতে পুথিলেখকের অতিরিক্ত দু পংক্তি—

কামদর বসজন তাহান আরতি বচন
কবি লেখে হিন আবুল হোচন

* পদটি শহীদুল্লাহ সংস্করণে নিম্নরূপ—

তুয়া পদ হেরইতি রাতুল যুবতী-কামিনী মোহন কটাক্ষে হীন ভেল ।
প্রেমমদে বিভোর সতত বহয় লোর অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি হরি গেল ॥

চল চল প্রেম-প্রভুর সে তল্পে ।
আরতি গতি মতি পতি অতি অল্পে ॥ (ধু)

চন্দন চন্দ্র-কিরণ মানে আনল সমান সৌরভ বিশিখ তব লাগে ।
ভ্রমর কোকিল রব শুনি অতি পরাভব মন্মথ-বাণ আনল পরে জাগে ॥
কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে আছে ধুক্ ধুক্ তুয়া আশ্বাসে ।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুজন আরতি বিহীন আলাওলে ভাষে ॥
[শহীদুল্লাহের পদ্মাবতী সংস্করণটি এইখানেই সমাপ্ত]

তুয়া পদ হেরইতে রাতুল নয়ন যুগ
কামিনীমোহন কটাখ হীন ভেল ।
প্রেমামোদে বিহ্বল সতত বহয় লোর
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধি বুদ্ধি গেল ॥
চল চল প্রেমহ প্রভুর সে তল্পে ।
আরতি-মতি পতি গতি অতি অল্পে ॥ (ধুয়া)
চন্দন শীতল মলয়ানিল ছল
সৌরভ বিশিখ খরতর লাগে ।
ভ্রমর কোকিল রব শুনত পরাভব
মন্মথ-বাণ আনল উরে জাগে ॥
কিঞ্চিত প্রাণ আছয় ঘটে ধুক ধুক
তুয়া আশ্বাস বচন বিসোআশে ।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়ক
আরতি হীন আলাওলে ভাষে ॥

পদ্মাবতীর প্রতি সখীবচন—তোমার চরণ দেখে তাঁর নয়ন যুগল রক্তিম হল এবং রমণীমোহন কটাক্ষ ত্যাগ করল। প্রেমের আবেশে বিবশ হয়ে সর্বদা তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বইছে। দেহ থেকে শুদ্ধবুদ্ধি অন্তর্হিত হল। চল সখী প্রিয়তমের শয্যার দিকে। প্রেমার্ত পতি গমনে অশক্ত। শীতল চন্দন এবং মলয় সমীরের সৌরভ তাঁর কাছে খরতর শর-তুল্য। ভ্রমর ও কোকিলের ডাক শুনে তিনি পরাভূত। মদন বাণের আগুন জ্বলছে তাঁর হৃদয়ে। তোমার আশ্বাস বাণীর প্রতি বিশ্বাস করে এখনও তাঁর দেহে ধুক ধুক করে কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট আছে। শ্রীযুক্ত মাগন রসিক নায়ক। হীন আলাওল প্রেমার্তির কথা বলছেন।

শব্দার্থ টীকা : লোর—অশ্রু
তল্প—শয্যায়
বিশিখ—তীর
বিসোয়াশে—বিশ্বাসে
আরতি মতি পতি গতি অতি অল্পে—প্রেমার্তমনা পতি গমনে অশক্ত।

মন্তব্য : পদ্মাবতীর প্রতি সখী-বচন পদটি আলাওলের স্বাধীন রচনা। ব্রজবুলি ভাষায় জয়দেবীয় পদাবলীর ভঙ্গীটি লক্ষণীয়। মূলের ষোড়শ স্তবকটিতে আছে পদ্মাবতীর রূপের কাছে বিশ্ব চরাচরের পরাজয় ও তার প্রথাগত আলংকারিক বর্ণনা। আলাওল সেক্ষেত্রে মূলের ভাবটুকু বাদ দিয়ে নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন।

পদ্মিনির গমন মুনাল[১] করি জিনি।
ধিরে ২ পতি পাশে চলিলা কামিনি ॥
সুচরিতা সখীগন[২] আগে পাছে হইয়া[৩]।
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতি লইয়া[৪] ॥
হাসীয়া কহিল শখী[৫] পরিহাশ[৬] ছলে।
গোরক্ষ আইল যুগী[৭] তপস্যার[৮] ফলে ॥
ভস্য কুরকুটা গন্দ শরিব[৯] মাজাব।
মলিন হইল চন্দ্র পরশে তোমাব ॥
পদ্মাবতি রানি জেন[১০] নিরমল গঙ্গা।
তাব যুগ্য হৈল কি যুগী ভিক্ষা মাঙ্গা ॥
নিকটে আইল গুগি[১১] মায়া করি মনে।
ভক্তিভাবে কোলে উটে ন লাগে চরনে ॥

গোরক্ষ শাক্ষাত[১৩] মুনি খণ্ডিল সমাধি[১৪]।
তপস্যার[১৫] ফলে পাইল সুধারসনিধি ॥
করে ধরি নিলেক জে সভার উপর[১৬]।
লাজে অধমুখী রহি ঘোঙ্গট অন্তর[১৭] ॥
মিনতি[১৮] করএ নৃপ সুন প্রানপ্রিয়া।
দয়ালের চিত্যে কেনে কটীনতা ক্রিয়া [১৯] ॥

তোমা লাগি রাজ্য[২০] তেজি করি প্রানপন।
অতি তপফলে পাইল দরসন[২১] ॥
এখনে উচিত নহে বদন গোপন।
প্রেমবশে কহ কথা জুরাউক শ্রবন ॥
প্রিয় বাক্য বুলিতে[২২] মনেত নাই জবে।
কটীন বচনে এক গালি দেও তবে ॥
তিক্ত কটু ঔসদ সঞ্জোগে ব্যাধি জাএ[২৩]।
তপ্তজল পরসেহো[২৪] অগ্নি সান্তি[২৫] পাএ ॥

১ মরাল ২ নারিগণ ৩ হৈআ ৪ লৈয়া ৫ সখী ৬ পরিহাস্য ৭ গোরাক্ষ আইল দেখ ৮ তবৈসের ৯ সরির ১০ জান ১১ তার জৈগা হৈবা নাকি ১২ গুরু ১৩ গোরাক্ষ সাক্ষাতে ১৫ সমাদি ১৫ তবৈস্যের ১৬ করে ধরি নিলা কৈন্যা সৈজ্জার উপরে ১৭ ঘোঘট অন্তরে ১৮ মিনতি ১৯ দয়্যাল চরিত্র কেনে কটীনতা হিয়া ২০ রাজ্জ ২১ পাইলুম তোমা দরশন ২২ প্রিঅ বাক্ক কহিতে ২৩ তিথ বস্তু আস্বাদে ভৈক্ষনে ব্যাদি জাএ ২৪ সঞ্জোগেহ ২৫ অগ্নী সান্তে

পদ্মিনীর গমন মরাল করি জিনি।
ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী ॥
সুচরিতা সখীগণ আগে পাছে হৈয়া।
নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লৈয়া ॥
হাসিয়া কহিল সখী পরিহাস ছলে।
গোরক্ষ আইল যোগী তপস্যার ফলে ॥
ভস্ম কুরকুট গন্ধ শরীর মাঝার।
মলিন হৈল চন্দ্র পরশে তোমার ॥
পদ্মাবতী রাণী যেন নিরমল গঙ্গা।
তার যোগ্য হৈল কি যোগী ভিক্ষামাঙ্গা[১] ॥
নিকটে আইল গুরু মায়া করি মনে।
ভক্তিভাবে উঠিয়া লাগ এ চরণে ॥ (জা. ১৭)

গোরক্ষ সাক্ষাত মুনি খন্ডিল সমাধি।
তপস্যার ফলে পাইল সুধা-রস নিধি ॥
করে ধরি নিল কন্যা শয্যার উপর।
লাজে অধোমুখী রহে ঘোঁঘট অন্তর ॥
মিনতি করয় নৃপ শুন প্রাণ প্রিয়া।
দয়াল চরিতে কেনে কঠিনতা হিয়া ॥ (জা. ১৮)

তোমা লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণপণ।
অতি তপফলে পাইল তোমা দরশন ॥
এখনে উচিত নহে বদন গোপন।
প্রেমরসে কহ কথা জুড়াক শ্রবণ ॥
প্রিয়বাক্য বুলিতে মনেত নাই যবে।
কঠিন বচনে এক গালি দেও তবে ॥
তিক্ত কটু ঔষধ সংযোগে ব্যাধি যায়।
তপ্ত জল সংযোগে অগ্নি শান্তি পায় ॥

১. আ

শব্দার্থ টীকা : গোরক্ষ—নাথযোগী গোরক্ষনাথ
ভস্ম কুরকুট সিদ্ধি—ছাই, ভাঙ্গ, সিদ্ধি ইত্যাদি দ্রব্য। মূলে আছে শুধুই কুরকুটা।

মন্তব্য : সপ্তদশ স্তবকের অনুবাদ বক্তব্যে মূলানুগ। তবে মূলের চন্দ্রসূর্যের রূপক ভেঙে দিয়ে বর্ণনাকে আলঙ্কারিকতামুক্ত করা হয়েছে। মূল স্তবকের শেষ দুটি দোহা পংক্তি অনুবাদে যথারীতি অনুপস্থিত। অষ্টাদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলে পদ্মাবতীর প্রথম সমাগম ভীতি বর্ণনা অনেক বিস্তৃত। অনুবাদে বঙ্গ রমণীর অবগুন্ঠনের অন্তরালে পদ্মাবতীকে লজ্জায় নীরব করে রাখা হয়েছে। রাজার মিনতিবাণী মূল স্তবকে নেই। মূলের উনবিংশ স্তবকের প্রথম দুলাইনের অনুবাদ দিয়ে পরবর্তী স্তবকের আরম্ভ, কিন্তু পরবর্তী অংশ মৌলিক রচনা।

ইসিত হাসীয়া কন্যা[১] কহে মধুস্বরে ।
না ধর ভিকারি যুগী রাজকন্যা[২] করে ॥
অপসরে অন্তরে কুরকুট লগন কায়া[৩] ।
রাজকন্যা অঙ্গে ন লাউক[৪] যুগী ছায়া[৫] ॥
দ্বারেব বাহিরে থাকি ন মাগিয়া ভিক্ষা ।
যুগে উটী মাগিতে[৬] করিছো যুগশিক্ষা[৭] ॥
নৃপ অন্তপুবে[৮] যুগী রহিতে ন পাবে ।
ভিক্ষা মাগী লও গিয়া দ্বারের বাহিরে ॥

নৃপতি বুলিলা যুনে[৯] প্রানেব ইশ্বরি ।
রাযপাট ছাবি শথ্য হইল ভিখারি[১০] ॥
ঘব দ্বাবে ভিক্ষা মাগি ন পাইলু[১১] জবে ।
চোব মত[১২] সিন্ধ দিয়া সমাইলু[১৩] তবে ॥
প্রান লৈতে গেল নৃপ শাজি[১৪] নিকট ।
তোমার প্রভাবে এবাইলা[১৫] সে সংকট ॥
তাহাব অধিক মোর সংকট এখন ।
বিনু[১৬] অপরাদে গোপ্ত কবহ বদন ॥

কন্যা বলে[১৭] জেবা মন বান্দিলেক যুগে[১৮] ।
তার কার্যে কোন য়াছে[১৯] সংসারের ভোগে ॥
যুগী হইলে অনাহার থাক[২০] সর্ব্বক্ষন ।
সপ্নেহ না হেরে যুগী রমনি বদন ।
প্রচন্ড তপন তেজ যুগীর শরিরে ।
সোম সম সিদ্ধি রশ্মি জুগী কলবরে[২১] ॥
যুগী ভুগী মিশ্রীত নহে এ[২২] কদাচিত ।
নিসী দিনান্তরে দুহ হিমাংস আদিত[২৩] ॥
ছলে জগে[২৪] টগে যুগী টলে বিগ্য মন[২৫] ।
এই রূপে সিতাদেবি হরিল বাবন ॥

১ কৈন্যা ২ বাজকৈন্যা ৩ কান্যা ৪ না পরক ৫ ছায়্যা ৬ মাগীবাবে ৭ বাজসীক্ষা ৮ অন্তস্পুবে ৯ নিপ বোলে তোমা লাগী ১০ রাজ পাট ছারি সৈত্ত হৈলুম ভিকারি ১১ না পাইলাম ১২ রূপ ১৩ সামাইলম ১৪ সাজিআ ১৫ সে এবাইলাম ১৬ বিনি ১৭ কৈন্যা বোলে ১৮ জোগে ১৯ তার বাগর্জ কন আছে ২০ অনাহারে থাকে ২১ সম সসী সম সীদ্ধি রছি যুগী করে ২২ না হএ ২৩ দুই মাসেকে বিদিত ২৪ বৃক্ষ ২৫ টোনা বিদ্বমান

ঈষৎ হাসিয়া কন্যা কহে মধুস্বরে ।
না ধর ভিখারী যোগী রাজকন্যা করে ॥
তপস্যা অন্তরে কুরকুট লগন কায়া ।
রাজকন্যা অঙ্গে না লাগুক যোগী ছায়া ॥
দ্বারের বাহিরে থাকি না মাঙ্গিয়া ভিক্ষা ।
স্বর্গে উঠি মাঙ্গিতে করিছ যোগ শিক্ষা ॥
নৃপ অন্তঃপুরে যোগী রহিতে না পারে ।
ভিক্ষা মাঙ্গি লও গিয়া দ্বারের বাহিরে ॥(জা.১৮)

নৃপ বোলে তোমা লাগি প্রাণেব ঈশ্বরী ।
রাজ্যপাট ছাড়ি সত্য হইলু ভিখারী ॥
ঘরদ্বারে ভিক্ষা মাঙ্গি না পাইলু যবে ।
চোর মত সিন্ধ দিয়া সামাইলু তবে ॥
প্রাণ লৈতে গেল নৃপ সাজিয়া নিকট ।
তোমার প্রভাবে সে এবাইলু সংকট ॥
তাহার অধিক মোর সংকট এখন ।
বিনি অপরাধে গুপ্ত করহ বদন ॥ (জা. ১৯)

কন্যা বলে যেবা মন বান্ধিলেক যোগে ।
তার কার্যে কোন আছে সংসারের ভোগে ॥
যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্বক্ষণ ।
স্বপ্নেহ না হেরে যোগী রমণী বদন ॥
প্রচন্ড তপন তেজ যোগীর শরীরে ।
সোম সম সিদ্ধি রশ্মি যোগী কলেবরে ॥
যোগী ভোগী মিশ্রিত না হয় কদাচিত ।
নিশি দিনান্তর দহে হিমাংশু আদিত ॥
ছলযোগে ঠগে যোগী টলে বিজ্ঞ মন ।
এই রূপে সীতাদেবী হরিল রাবণ ॥ (জা.২০)

শব্দার্থ টীকা : সিন্ধ দিয়া—সিঁধ দিয়ে
সামাইলু—প্রবেশ করলাম
হিমাংশু আদিত—চন্দ্র সূর্য

মন্তব্য : মূলের অষ্টাদশ স্তবকের অন্তর্গত পদ্মাবতীর মিনতি-বাণীর দোহাসমেত হুবহু অনুবাদ আছে বর্তমান স্তবকে। কেবল সূর্যের কাছ থেকে চাঁদের পলায়ন চিত্রটি বাদ গেছে। উনবিংশ স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে পরবর্তী স্তবকে আলাওল অনেকটাই পরিবর্তিত করেছেন। মূলে আছে মালতী-ভ্রমর, ভ্রমর-কেতকী, দীপ-পতঙ্গ এবং কমল-ভ্রমরের রূপকে রাজার প্রেমার্তি আর অনুবাদে আছে পদ্মাবতীর জন্য রত্নসেনের সঙ্কটময় অভিযানের ঘটনা বর্ণনা। বিংশ স্তবকের অনুবাদে যোগী ও ভোগীর বৈপরীত্য-বর্ণনার বক্তব্যটুকু মূলানুগ হলেও যোগীর জীবনাচরণ বর্ণনা ও তার অলংকারগুলি মূল ও অনুবাদে পৃথক। অবশ্য রাবণের সীতাহরণের পৌরাণিক অনুষঙ্গটি মূলানুগ।

নৃপে বোলে অনাহারে থাকএ জাবত ।
সিদ্ধি হেন পদ যুগী ন পাএ তাবত ॥
সিদ্ধিপদ পাইলে যুগী ভুগী নাহি চিন ।
শর্ব্বত্র আপনা[১] তার কেবা আছে ভিন ॥
জে বুলিলা যুর সসি নিসী দিনান্তর ।
অর্ক্ক যুতি[২] চন্দ্রের উঝল কলেবর ॥
চন্দ্র যুয্য[৩] সিব শক্তি কিবা তার ভিন ।
পুন্ন্য দরসন হএ পুর্ন্নমাসী[৪] দিন ॥
সিবসক্তি মিলিলে[৫] সে সিদ্ধি হএ কাএ ।
শক্তি কার বিনু সিব সব সংগা[৬] পাএ ॥
জে কহিলা ষুনে জোগে টগে যুগী জনে ।
তুমী বিনু আর[৭] কিছু নাহি মোর মনে ॥
আপনাত পুছ সথ্য[৮] ভাব কিবা ছল ।
ছলবৃক্ষে কভু না ধরএ[৯] সিদ্ধিফল ॥
সিতাদেবি রাবনেরে কল্য ভিক্ষা দান ।
তুমি সে নিটুব অতি লুকাও বয়ান[১০] ॥
দুর হোন্তে অলি আইসে কমল সম্পাষ ।
ভ্রমর নিছনি পন্ধ দেএ বাস [১১] ॥
তোমার আমার প্রেম আযুকার নহে[১২] ।
মনেত স্বরণ কর পুর্ব্ব পরিছএ[১৩] ॥
গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকতে অদ্ধাঙ্গ[১৪] ।
মনের ভরমে মানে[১৫] হএ রঙ্গ ভঙ্গ ॥

১ সর্ব্বোত্র য়াপনা ২ জোতে ৩ যুক্তং ৪ পুন্নিমাসী ৫ মিলন ৬ সম সীদ্ধি ৭ তুমী বিনে আন ৮ কিবা ৯ নাই ধরে ১০ বয়ান ১১ ভোমর নিচনি জাএ পদে দেএ বাস ১২ নএ ১৩ পরিচএ ১৪ দোঅঙ্গ ১৫ মন

নৃপ বোলে অনাহারে থাকয় জাবত ।
সিদ্ধি হেন পদ যোগী না পায় তাবত ॥
সিদ্ধিপদ পাইলে যোগী ভোগী নাহি চিন ।
সর্বত্রে আপনা তার কেবা আছে ভিন ॥
যে বুলিলা সুর শশী নিশি দিনান্তব ।
অর্ক জ্যোতি চন্দ্রের উজ্জ্বল কলেবর ॥
চন্দ্র সূর্য শিব শক্তি কিবা তারা ভিন ।
পুণ্য দরশন হয় পৌর্ণমাসি দিন ॥
শিব শক্তি মিলিলে যে সিদ্ধি হয় কায ।
শক্তি বিনে শিব শক্তি সব শংকা পায়[১] ॥
যে কহিলা ছলযোগে ঠগে যোগী জনে ।
তুমি বিনে আর কিছু নাহি মোর মনে ॥
আপনাতে পুছ সত্যভাব কিবা ছল ।
ছলবৃক্ষে কভু না ধরয় সিদ্ধিফল ॥
সীতাদেবী রাবণেরে বৈল ভিক্ষাদান ।
তুমি সে নিঠুর অতি লুকাও বয়ান ॥
দূর হোতে অলি আইসে কমল সম্পাস ।
ভ্রমর নিছনি যায় পদ্ম দেয় বাস ॥
তোমার আমার প্রেম অজিকার নয় ।
মনেত স্মরণ কর পূর্ব পরিচয় ॥
গোপতে একাঙ্গ ছিল বেকত দুই অঙ্গ ।
মনের ভরমে মানে হয় রঙ্গ ভঙ্গ ॥ (জা. ২১)

১. আ

শব্দার্থ টীকা : অর্কজ্যোতি—সূর্যকিরণের জ্যোতিতে
পৌর্ণমাসি—পূর্ণিমা
কমল সম্পাস—পদ্মের পাশে

মন্তব্য : মূলের একবিংশ স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে রাবণকে সীতার ভিক্ষাদানের পৌরাণিক অনুষঙ্গের মূলানুবৃত্তি-টুকু ছাড়া আলাওল প্রায় সর্বত্রই নূতন কথা বলেছেন। মূলে রাজার প্রেম-আবেদনের মধ্যে সূর্য-চন্দ্র, ভ্রমর-চম্পক, মালতী-ভ্রমর ইত্যাদি রূপকের সাহায্যে হৃদয়ানুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে শিব শক্তিতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, যোগতত্ত্ব ইত্যাদি কথাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। মূলের দোহা অংশটির পরিবর্তে আলাওল স্তবকশেষে যুগলের ভেদাভেদতত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন যা মূলে নেই। উপমা রূপকগুলিতে মূলানুসারিতা এবং নতুনত্ব দুইই আছে। সূর্যের জ্যোতিতে চন্দ্রের দীপ্যমানতার উপমাটি মূলানুসারী, তেমনি আবার ছলবৃক্ষে সিদ্ধিফল না ধরার রূপকটি নূতন সংযোজন।

মূলের দ্বাবিংশ স্তবক থেকে সপ্তবিংশ স্তবক পর্যন্ত রত্নসেনের ও পদ্মাবতীর পারস্পরিক উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রেমতত্ত্বের যে অসাধারণ আলোচনা আছে আলাওল তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।

বিহাসী কহিল ধনি[১] ষুন প্রান পিউ [২]।
ভাব রস বাক্য[৩] মোর ভোলাইলা জিউ ॥
নিশ্চএ জানিল মোর গত তোমা প্রাণ।
সেই ভাবে ভুলি কল্যা[৪] তন মন দান ॥
ষুক মুখে ষুনিয়া পরিলু[৫] তোমা বসে[৬]।
দেখীয়া ভুলিলু[৭] সত গুন ভাব রসে ॥

কি জানি মোহনি দিয়া[৮] বন্দি কল্যা[৯] মন।
সয়ন জাগনি তিল নহে[১০] বিস্মরন ॥
বিনি জলে মিন[১১] জেন হৈল মোর জিউ।
জপীল[১২] চাতক প্রাএ মনে পীউ ২।
চোকরের মত[১৩] নিসি নিদ্রা নাহি আখী[১৪]।
পথ্যএ না কল্যে তোমা[১৫] মনে মোর সাক্ষি ॥
তোমা[১৬] ভাবানলে হৈল মোর হৃদে প্রেম।
দহন দাহনে হএ বান বুন্ধি[১৭] হেম ॥
কটী ২ পাসানে হেরেএ দিনপতি।
ষুয্যে[১৮] জারে হেরে সেই হএ রত্নযুতি ॥
অরুন উদএ হএ[১৯] কমল প্রকাস।
নহে কথা অলি কথা মকরন্দ[২০] বাস ॥
সেই অগ্নি[২১] মোর হৃদে হইল প্রবল।
তোমা বহিভুত জথ পুরিল সকল ॥
সতত[২২] মনের আখি ছল তোমা ধ্যানে।
বেকত না কল্য লোকচর্চার কারনে ॥
গোপত ষুদৃষ্ট ভাবে বেকত পাইলু[২৩]।
তনু প্রান জোবন সকল সমর্পিলু[২৪] ॥
এ বোলিয়া মুখ অনম্পট[২৫] দুর কবি।
পতি পদে[২৬] সীর দিয়া রহিলা ষুন্দরি[২৭] ॥

বিহসি কহিল ধনি শুন প্রাণ পিউ।
ভাব রস বাক্যে মোর ভোলাইলা জিউ ॥
নিশ্চয় জানিল মোর তোমাগত প্রাণ।
সেই ভাবে ভুলি কৈল তন মন দান ॥
শুক মুখে শুনিয়া পড়িলু তোমা বশে।
দেখিয়া ভুলিলু সত্য গুণ ভাব রসে ॥(জা.২৮)

কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈলা মন।
শয়ন জাগনে তিল নাহি বিস্মরণ ॥
বিনি জলে মীন যেন হৈল মোর জিউ।
জপিল চাতক প্রায় মনে পিউ পিউ।
চকোরের মত নিশি নিদ্রা নাহি আঁখি।
প্রত্যয় না কৈলে তোমা মনে মোর সাক্ষী ॥
তোমা ভাবানলে হৈল মোর হৃদে প্রেম।
দহন দাহনে হয় বাণ বুন্ধি হেম ॥
কোটি কোটি পাষাণ হেরয় দিনপতি।
সূর্যে যারে হেরে সেই হয় রত্নজ্যোতি ॥
অরুণ উদয়ে হয় কমল প্রকাশ।
নহে কোথা অলি কোথা মকরন্দ বাস ॥
সেই অগ্নি মোর হৃদে হৈল প্রবল।
তোমা বশীভূত যত পুড়িল সকল ॥
সতত মনের আঁখি ছিল তোমা ধ্যানে।
বেকত না কৈলু লোকচর্চার কারণে।
গোপত সুধীর ভাব বেকত পাইলু।
তন মন যৌবন সকল সমর্পিলু ॥
এ বুলিয়া মুখের ঘোঘট দূরে করি।
পতি পদে শির দিয়া রহিল সুন্দরী ॥ (জা.৩০)

১ বিকাসীয়া কহিলেক ২ পীউ ৩ বাক্ষে ৪ কৈলুম ৪ পুবিলুম ৬ রসে ৭ ভুলিলুম ৮ মহিনি দিআ ৯ কৈলা ১০ সঅন জাগনে তিলে নাই ১১ মীন ১২ জপীলুম ১৩ প্রাএ ১৪ নাই আকি ১৫ পৈথ্যএ না কৈলে তোব ১৬ তোর ১৭ সীন্ধি ১৮ ষুজ্জে ১৯ জেন ২০ মকরন্দ ২১ যগ্নী ২২ সতেত ২৩ গোপতে ষুধিব ভাবে কথ দুক্ষে পাইলুম ২৪ সমবপীলুম ২৫ এ বুলিয়া মুকের ঘোঘট ২৬ পন্থে ২৭ রহিল সোন্দরি

শব্দার্থ টীকা : পিউ—প্রিয়
জিউ—জীবন
মকরন্দ—মধু
বাণবুন্ধি—বর্ণবুন্ধি
তন—দেহ
ঘোঘট—ঘোমটা

মন্তব্য : মূলের অষ্টাবিংশ স্তবকটির অনুবাদ অনেক সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশ তো নেইই, মূলের চৌপাঈ অংশেরও অনেক কিছুই বর্জিত। মূলে আছে মুগ্ধা পদ্মাবতীর অকপট স্বীকারোক্তি। অনুবাদে তা থাকলেও লজ্জায় সংকুচিত। মূলের উপমা সৌন্দর্য অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলের উনত্রিংশ স্তবকের অন্তর্গত রত্নসেনের প্রেমানুগত্যটি বাদ দিয়ে আলাওল মূলের ত্রিংশ স্তবকের অন্তর্গত পদ্মাবতীর আত্মনিবেদনে চলে এসেছেন। অনুবাদটি যতদূরসম্ভব মূলানুগ। উপমা রূপকগুলি মূলানুসারী। কেবল দোহা অংশটি অনুবাদ করতে গিয়ে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। লোকনিন্দার ভয়ে প্রেমকে গোপন রাখার কথা অনুবাদে আছে কিন্তু মূলে নেই। আর মুখের ঘোমটা সরিয়ে ফেলে পতিপদে প্রণতি নিবেদন চিত্রটিও অনুবাদে নূতন যোজনা, মূলে ছিল প্রিয়তমের কাছে পদ্মাবতীর আত্মসমর্পণের অভীপ্সা।

শথরে[1] তুলিয়া নৃপ[2] কোলে বৈশাইলা ।
নয়ন বয়ান চুম্বি ললাট ঘ্রানিলা ।।[3]
যুগনলে জালি ছিল[4] মৃত্তক মদন ।
অধর অমৃত[5] পানে হৈল সজিবন ।।
ভোজে[6] ভিম্ভি আলিঙ্গন অতি অনুরাগে ।
একত্রে[7] লাগিল জেন কনক সোআগে[8]।।
রতিসাস্ত্রে ঞ্গাতা[9] দুই ভুলি রতিরসে ।[10]
করএ বিবিধ[11] কেলি অসেস বিসেসে ।।
উরু ২[12] লাগাইয়া যুতিলা সয়ানে ।
জেন পক্ষি ধরি নখে ভিন্ডএ সাইচানে ।।[13]
কটীন হিআর দুই শ্রীফল কটীন ।
গাঢ়[14] আলিঙ্গনে রহে পহু আর[15] চিন ।।
ক্ষেনেক দক্ষিনে বামে খেনে উর্ধে ২ ।[16]
দুই মলে[17] উলটে পলটে রতিযুধে ।।
সঘন চুম্পন ক্ষেনে ২[18] মধু পান ।
নানামতে ভায্যাকেলি কল্য সামাদান ।।[19]
রতিরসে বিভোর হইয়া দুই জন ।
দুর ভেল[20] অন্তরের লয্যার[21] বসন ।।
ছাওইয়া ধরি মাল্য গৃভাত বিলান ।[22]
ভেদিল রসের ঘর সুদ্রিস[23] সন্দান ।।
অবেদিত মুক্তা[24] জদি করিল ভেদন ।।
অথ্যন্ত হরিস[25] নৃপ যুরিল[26] নাচন ।
চোরাসি[27] প্রকার বন্দ নৃপ জানে ভালে ।[28]
নানাছন্দে নিথ্য[29] করে নপুরের তালে ।।[30]
চোক এক তালি নাটে প্রবলিত কাম ।
উরে ২ লাগাইয়া নিথ্যেব বিরাম ।।

১ সঙ্কবে ২ নৃপে ৩ নয্যান বয্যান চুম্পি ললাটে গ্রানিল ৪ যুগল নয্যানে ছিল ৫ অম্রেত ৬ ভুজে ৭ একাত্রে ৮ সোহাগে ৯ সাস্ত্রজ্ঞাতা ১০ ভুকিল বিবসে ১১ বিবিন্ধ ১২ অরে ২ ১৩ জেন নৌকে ধরি পক্ষি ভিন্ডিল সাচনে ১৪ গাড়া ১৫ উর ১৬ উন্ধে অন্ধে ১৭ মন্বে ১৮ ঘন ২ ১৯ কৈলা সাবিদান ২০ দুরে গেল ২১ লৈজ্জায় ২২ জএ পাই ধরে মাল গ্রিবাতে বিনান ২৩ যুধির ২৪ অভেদ মুকুতা ২৫ অত্যান্ত হরিসে ২৬ লইল ২৭ চৌরাসী ২৮ ভাল ২৯ কেলি ৩০ তাল

সম্ভ্রমে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল ।
নয়ানে বয়ানে চুম্বি ললাট ঘ্রাণিল ।।
যোগানলে জ্বালিছিল মৃত্যুক মদন ।
অধর অমৃত পানে হৈল সজীবন ।।
ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন অতি অনুরাগে ।
একত্রে লাগিল যেন কনক সোহাগে ।।
রতিশাস্ত্রজ্ঞাতা দুই ভুলি রতিরসে ।
করয় বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে ।।
উরে উরে লাগাইয়া শুতিল শয়ানে ।
যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্ধয় সচানে ।।
কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠিন ।
গাঢ় আলিঙ্গনে রহে কাঙ্গুরার চিন ।।
ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে ঊর্ধ্বে অধে ।
দুই মল্লে উলটে পালটে রতিযুদ্ধে ।।
সঘন চুম্বন ক্ষেণে ক্ষেণে মধুপান ।
নানামতে রসকেলি কৈল সমাধান ।।
রতিরসে বিভোর হৈয়া দুই জন ।
দূর কৈল অঙ্গ হৈতে লজ্জার বসন ।।
জয় পাই ধরি মাল্য গ্রীবাত বিনান ।
ভেদিল রসের ঘর সুধার সন্ধান ।।
অভেদিত মুক্তা যদি করিল ভেদন ।
অত্যন্ত হরিষে নৃপ জুড়িল নাচন ।।
চৌরাশী প্রকার বন্ধ নৃপ জানে ভালে ।
নানা ছন্দে নৃত্য করে নূপুরের তালে ॥
চৌক এক তালি নাটে প্রবলিত কাম ।
উরে উরে লাগাইয়া নৃত্যের বিরাম ।। (জা. ৩১)

শব্দার্থ টীকা : মৃত্যুক মদন—মৃতপ্রায় কাম । মূলে মদনসঞ্জীবনের প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত । কনক সোহাগে—সোনায় সোহাগা , শ্রীফল—বেল, এক্ষেত্রে স্তন । সাচানে—শ্যেন পক্ষীতে কাঙ্গুরার চিন—সৌধ শিখরের চিহ্ন । মূলে এই চিত্রটি অনুপস্থিত । চৌরাশী প্রকার বন্ধ—চুরাশি প্রকারের রতি-আসন চৌক একতালি নাট—একজাতীয় নৃত্যের তাল , মূলে আছে সরোবরে হংসনৃত্য ।

মন্তব্য : আলাওলের সুদীর্ঘ রতিরণবর্ণনাটি মূলের একত্রিংশ স্তবকের মোটামুটি মূলানুগ অনুবাদ । দোহা অংশের অনুবাদ যথারীতি অনুপস্থিত । মূলের দু একটি উপমা অনুবাদে বর্জিত । মালতী ফুলের মালা এবং ডাল নুইয়ে চাঁপা ফুল গ্রহণের উপমায় পদ্মাবতীধারণ চিত্রটি মূলে আছে, অনুবাদে নেই । অর্জুনের বাণে মৎস্যভেদের পৌরাণিক যৌন প্রতীকটিও অনুবাদে অনুপস্থিত । তেমনি আবার মিলনকালে উভয়ের অঙ্গ থেকে লজ্জাবাস ত্যাগের চিত্রটি মূলে নেই ।

রতি রনে অভরনে[১] বেস[২] গেল দূর ।
বিথুরি শ্রীমন্ত বর মিটীল সিন্দুর ॥[৩]
মীটীল অঞ্জন[৪] দুই নয়ন চুম্বনে ।[৫]
খন্ডিল অধররাগ সুধারস পানে ॥
কুচ গ্রহি চুম্বে[৬] কেস কর্সনি ছুটীল ।
কর নিবারনে রত্ন বলআ টুটীল ॥
সিংগ দর্প করিকুম্ভ[৭] করিতে বিদার ।
টুটী গেল রত্নময় সপ্ত ছরি[৮] হার ॥
সিংগগতি মওমত্ত[৯] জোবন ধংসীল ।[১০]
রসঘর ভেদিতে[১১] সসন্য ভংগ দিল ॥
পৈরঞ[১২] রসের স্তলি উরু কটী দেস ।
কুচ কচ গুভাধর[১৩] নিতম্ব বিশেষ[১৪] ॥
শীরের উপরে বসী কাম হতমাতি ।[১৫]
অন্টস্তল পীরিত রোরবে ভোঞ্জে রাতি ॥[১৬]
প্রথমের সংগ্রামে সামথা[১৭] পতি অতি ।
রতিশ্রমে যুক্ত[১৮] বালা করএ কাকুতি ॥[১৯]
পিউ ২ বিরটাক বিবস সধর ।[২০]
নিটুর হৃদএ পতি শহজে পামর ॥[২১]
টুকেক করহ কৃপা কৃপাল[২২] চরিত ।
পর দুক্ষ নিজসুখ না হএ উচিত ॥
খুধাতুর হইলে দুই হস্তে কেবা খাএ ।
মন্দ ২ চর্বনে[২৩] ইক্ষুর রস পাএ ॥
প্রথম সংগ্রাম বালা শহজে কমলি ।
প্রচন্ডক চাপে[২৪] জেন লবন পোতলি ॥
করে নিবারএ মুখ তাম্বুল উদগাবে ।[২৫]
মায়া করি নৃপ তুলি লাগাইল উরে ॥
চুক্ষ মুং[২৬] চুম্পি বোলাইয়া পিষ্ঠে হাত ।
আলিংগনে প্রিয় বাক্য তুলিলেক[২৭] নাত ॥

১ অবরন ২ ভেস ৩ বিতুরিত ছিরমন্তেব মীটীল সীন্দুর ৪ আঞ্জন ৫ নয়্যান চুম্পনে ৬ কোচ গ্রাহি চুম্পে ৭ সীঙ্গ দর্পে করিকুম্ব ৮ সপ্তুর্নরি ৯ মত্তগতি ১০ ডংসীল ১১ ভেদি বেস ১২ বিরহ ১৩ গ্রিবা ধরি ১৪ নিম্বাম্ব বিসেস ১৫ চিব উপবাসে কামে হৈআ হতমতি ১৬ অন্ট স্থলে ফিরি রৈরবে ভুঞ্জে রতি ১৭ সামর্থ ১৮ রতি শ্রম জোক্ত ১৯ কাগুতি ২০ পীউ২ বিরটনে নিরসো অধর ২১ সহজে ফামর ২২ দয়্যাল ২৩ চাবারানে ২৪ তাপে ২৫ আগরে ২৬ চোক্ষে মুকে ২৭ আলিঙ্গিআ প্রিয়াবাক্ষ তুসীলেক

রতিরণে আভরণ বেশ গেল দূর ।
বিথুরিত সীমন্তের মিটিল সিন্দুর ॥
মিটিল আঞ্জন দুই নয়ান চুম্বনে ।
খন্ডিল অধররাগ সুধারস পানে ॥
কুচ গ্রহি চুম্বে কেশ কর্ষণি ছুটিল ।
কর নিবারণে রত্নবলয়া টুটিল ॥
সিংহ দর্পে করিকুম্ভ করিতে বিদার ।
টুটি গেল রত্নময় সপ্তছরি হার ॥
সিংহগতি ময়মত্ত যৌবন ধ্বংসিল ।
রসঘর ভেদিতে সসৈন্য ভংগ দিল ॥
বিরহ রসের স্থলী উরু কটি দেশ ।
কুচ কচ গ্রীবাধর নিতম্ব বিশেষ ॥
চির উপবাসী কামে হৈয়া হতমতি ।
অন্টস্থলে ফিরিয়া রৌরবে ভুঞ্জে রতি ॥ (জা.৩৪)
প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি ।
রতিশ্রমযুক্ত বালা করয় কাকুতি ॥
পিউ পিউ বিরটনে বিরস অধর ।
নিঠুর হৃদয় পতি সহজে পামর ॥
বারেক করহ কৃপা দয়াল চরিত ।
পরদুঃখে নিজ সুখ না হয় উচিত ॥
ক্ষুধাতুর হইলে দুই হস্তে কেবা খায় ।
মন্দ মন্দ চর্বণে ইক্ষুর রস পায ॥ (জা. ৩৫)
প্রথম সংগ্রামে বালা সহজে কোমলী ।
প্রচন্ড প্রতাপে যেন লবণ পুতলি ॥
করে নিবারয মুখ তাম্বুলে আগরে ।
মায়া করি নৃপে তুলি লাগাইল উরে ॥
চক্ষে মুখে চুম্বিয়া বুলাই পৃষ্ঠে হাত ।
আলিঙ্গিয়া প্রিয়বাক্যে তুষিলেক নাথ ॥

শব্দার্থ টীকা : বিথুরিল—বিস্তৃত হল বা ছড়িয়ে গেল ।
মিটিল—মুছে গেল
কর্ষনি ছুটিল—বন্ধনী ছিঁড়ে গেল
কচ—কেশ

মন্তব্য : চতুস্ত্রিংশ স্তবকের অনুবাদে মিলন-বিপর্যস্তা নায়িকার বর্ণনায় মূলের সংগে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে । মূলে রামরাবণের যুদ্ধপ্রতীকে দ্ব্যর্থভাবে লংকার চিত্র এসেছে । অনুবাদে রামরাবণও নেই, লংকার দ্ব্যর্থ প্রয়োগও নেই । সোনার কেল্লার স্তনপ্রতীকটিও অনুবাদে অনুপস্থিত । এর বদলে অনুবাদে পদাবলীর অনুসরণে মিলনরতা নায়িকার সিন্দুর এবং অধররাগ মোছার যে বর্ণনা আছে, মূলে তা অনুপস্থিত । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই ।

পঞ্চত্রিংশ স্তবকের অনুবাদে প্রসংগটুকুই মূলানুগ, কিন্তু বক্তব্যরূপে মূল ও অনুবাদ পৃথক । মূলে আছে প্রথম সমাগমকালে প্রিয়তমের প্রতি পদ্মাবতীর বিদগ্ধ রতিনির্দেশ, আর অনুবাদে আছে উন্মত্ত নায়কের প্রতি নায়িকার ক্লিষ্ট কাকুতি নিবেদন । মূলে আছে দ্রাক্ষামধুপানের প্রসংগ, অনুবাদে আছে ইক্ষুরসপানের পরামর্শ ।

বিচনি লইআ অঙ্গ বিচিয়া নৃপতি ।
বিপরিত রতি আসে করএ কাকুতি ।।[১]
যুনে প্রিয়া ভোখীলেরে[২] কল্যে ভার্য দান ।[৩]
সর রসে পূর্ণ হইলে[৪] সন্তস পরান ।।
এক রস উন হইলে আত্তি ন পুরেএ ।[৫]
সেই সে চতুর জেই বুজএ সমএ ।।
এথ যুনি লাজে চক্ষ চাপি[৬] দুই করে ।
অধমুখে[৭] রহে বালা[৮] মিলি পতি উরে ।।
ইঙ্গিত বুঝিয়া বালা সয়নে যুতিয়া[৯] ।
মিনতি করএ পদে করে পরসিয়া ।।[১০]
একত্র[১১] হইলা দোহ মদন মিনতি ।[১২]
লাজে সন্য ভঙ্গ করি রসে কল্যা[১৩] মতি ।।
বিপরিত রমন শহজে[১৪] মোহাবস ।
রতিরসে কল্যা[১৫] সতি পতি অতি বস ।।
মুখ চন্দ্র হেরি পওধরে দিয়া হাত ।
রসদধি ডুবিয়া স্তম্দিত[১৬] প্রাণনাথ ।।[১৭]
নপুর[১৮] নিসব্দ হৈল যুসব্দ রসন ।[১৯]
গলিত কুন্তরভার[২০] স্খলিত বসন ।।
রতি বিপরিত হইল কাল বিপরিত ।
একত্রে গ্রহন হইল চান্দ্রমা আদিত ।।
সঘন মেদনি কম্প বাউ খরতর ।
উলটিয়া রহিল[২১] যুমেরু ধরাধর ।।
মেঘারম্ভ করিয়া হইল[২২] অন্দকার ।
শ্রমজল বরিক্ষে সতত বৃষ্টীধার ।।[২৩]
সিরের মুকতা পুষ্প[২৪] পরিল ছিন্ডিয়া ।
খসীল তারক জেন যুর্গভ্রষ্ট হইয়া ।।[২৫]

১ কাগুতি ২ ভুবিলের ৩ ভুঞ্জনান ৪ সতরস ব্যাএ হৈলে ৫ আত্তি না পুরাএ ৬ চৌক্ষে ঝাপী ৭ অধমুখি ৮ কথা ৯ বুজিয়া নৃপ সযনে যুতিলা ১০ মীন্যাতি করিআ পন্ধে কৈন্যা পরসীলা ১১ একহি ১২ মীন্যাতি ১৩ কৈল ১৪ সহজে ১৫ কৈলা ১৬ তন্দ্রিত ১৭ প্রাননাত ১৮ নেপুর ১৯ সব্দের বোসন ২০ কুন্তলিভার ২১ উলটীআ রহিআ ২২ মেঘারম্ভ করিআ করিল ২৩ শ্রমজলে সতেত বরিখে বিস্টীধার ২৪ পুষ্ফ ২৫ স্বগ্য ভ্রষ্ট হৈআ

বিচনি লৈয়া অঙ্গ বিচিয়া নৃপতি ।
বিপরীত রতি আশে করয় কাকুতি ।।
শুনে প্রিয়া ভুখিলরে কৈলে ভোজ্য দান ।
ষটরস পূর্ণ হৈলে সন্তোষ পরাণ ।।
এক রস উন হৈলে আর্তি না পূরয় ।
সেই সে চতুর যেই বুঝয় সময় ।।
এত শুনি লাজে চক্ষু ঝাঁপি দুই করে ।
অধোমুখে রহে বালা মিলি পতি উরে ।।
ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিল ।
মিনতি করিয়া কন্যা পদ পরসিল ।।
একত্রে হইল দুই মদন মুরতি ।
লাজসৈন্য ভঙ্গ করি রসে কৈল মতি ।।
বিপরীত রমণ সহজে মহারস ।
রতিরসে কৈল সতী পতি অতি বশ ।।
মুখচন্দ্র হেরি পয়োধরে দিয়া হাত ।
রসোদধি ডুবিয়া স্তম্ভিত প্রাণনাথ ।।
নেপুর নিঃশব্দ হৈল সুশব্দ রসন ।
গলিত কুন্তলভার স্খলিত বসন ।।
রতি বিপরীত হৈল কাল বিপরীত ।
একত্রে গ্রহণ হৈল চান্দ্রমা আদিত ।।
সঘন মেদিনী কম্পে বায়ু খরতর ।
উলটিয়া রহিল সুমেরু ধরাধর ।।
মেঘারম্ভ করিয়া হইল অন্ধকার ।
শ্রমজলে সতত বরিখে বৃষ্টিধার ।।
শিরের মুকুতা পুষ্প পড়িল ছিন্ডিয়া ।
খসিল তারকা যেন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ।।

শব্দার্থ টীকা : বিচনি—ব্যজনী বা পাখা
উন—কম
মেদিনী—পৃথিবী, এক্ষেত্রে নিতম্ব ।
বাউ—বায়ু, এক্ষেত্রে নিঃশ্বাস
সুমেরু ধরাধর—সুমেরু পর্বত, এক্ষেত্রে স্তনযুগ

মন্তব্য : প্রলয়ের রূপকে বিপরীত-রতির এই বর্ণনা বিদ্যাপতির বিপরীত-রতিবর্ণনার পদকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । বিপরীত-রতির বর্ণনাটি আলাওলের নিজস্ব । জায়সীতে নেই । মূলের তেত্রিশ ও চৌত্রিশ স্তবকের সম্ভোগ বর্ণনার অনুবাদ যেমন আলাওল করেন নি, তেমনি ছত্রিশ স্তবকের অন্তর্গত রাজার প্রেমসুরা পানের রসতত্ত্ব বর্ণনাটিও বাদ দিয়েছেন । তার পরিবর্তে পদাবলীর অনুসরণে আলাওল বিস্তারিত ভাবে নায়িকার বিপরীত-রতিবর্ণনায় ব্যাপৃত হয়েছেন ।

সরির ডোলনে[১] কেস ডোলএ[২] সদাএ।
বেসর ঝলকে বিজ্জ[৩] চমকি লুকাএ॥
কেস নিবারিয়া[৪] মুখ করিতে প্রকট।
বেসরের মুক্তাএ বাঝিল এক নট॥[৫]
গরোনে[৬] সমুখে পাই নাগিনি ধরিল।
চুঞ্জের চিবনে[৭] কিবা ডিম্বা নিশ্বরিল॥[৮]
চারিচক্ষু সমযুক্ত[৯] হইতে দম্পতি।
লজ্জাএ[১০] পতির উবে লুকাএ যুবতি॥
ভুজে ভিরি[১১] করে নৃপ গার[১২] আলিঙ্গন।
উলটী পলটী দুই করে কামবন॥[১৩]
ক্ষেনেকে পুরুস হএ ক্ষেণেকে কামিনি।
অতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল মদন বাহিনি॥
রসময় সায়বে ডুবিয়া দুইজন।
ঘটযুগ পূর্ণ বল্য[১৪] রসেব জিবন॥
ঘটেত ন য়াটে বস চুয়াইযা পবে।[১৫]
রসভরে দুইজন সয্যাতলে গবে॥[১৬]
শ্রীযুত মাগন বির মোহা বিদগদ।[১৭]
বতিরঙ্গ নববসে অতি বিসারদ॥[১৮]
কেলিকলা বিজ্ঞ চিত্ত সবস[১৯] অন্তর।
বর বালা মুখাম্ভজে নাগর ভ্রমর॥[২০]
সিব পুবি তান আজ্ঞা মালতিব মালে।[২১]
সবস পয়াব কহে হিন আলাওলে[২২]॥

শরীর দোলনে কেশ দোলয় সদায়।
বেশর ঝলকে বিজু চমকি লুকায়॥
কেশ নিবারিয়া মুখ করিতে প্রকট।
বেশরের মুক্তায় বাধিল কণ্টক॥
গরুড়ে সমুখে পাই নাগিনী ধরিল।
চঞ্চুর চিপনে কিবা ডিম্ব নিঃসরিল॥
চারিচক্ষু সমযুক্ত হইতে দম্পতি।
লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতী॥

ভুজে ভিড়ি করে নৃপ গাঢ় আলিঙ্গন।
উলটি পালটি দুই করে কামরণ।
খেনেক পুরুষ হয় খেনেক কামিনী।
অতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল মদন বাহিনী॥
রসময় সাগরে ডুবিয়া দুই জন।
ঘটযুগ পূর্ণ বৈল রসের জীবন।
ঘটেতে না আঁটে রস চুয়াইয়া পড়ে।
রসভরে দুইজন শয্যাতলে গড়ে।
শ্রীযুত মাগন ধীর মহা বিদগধ।
রতিরঙ্গ নবরসে অতি বিশারদ॥
কেলিকলা বিজ্ঞচিত্ত সরস অন্তর।
বর বালা মুখাম্বুজে নাগর ভ্রমর॥
শিরে পুরি তান আজ্ঞা মালতীর মালে।
সরস পয়ার কহে হীন আলাওলে।

দোলনে ২ চুলএ ৩ বজ্র ৪ কেশ নিবারিতে ৫ বেসরের মুক্তা এ জে বাজিল নট বট ৬ গোরন ৭ চুঞ্চের টীপনে ৮ নিকলিল ৯ চারি চৌক্ষ সমজোক্ত ১০ লৈঙ্জাএ ১১ ভিড়ি ১২ গাড়া ১৩ রতিরন ১৪ পুন্য কৈল ১৫ চুআই পাএ ১৬ সৈম্ভ্রাতে গড়এ ১৭ বিদগত ১৮ বিসারত ১৯ পরস ২০ বর বাল্চন্দ্র মুখ মাগন ভোমর ২১ মানি দান বলে ২২ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দুটি পংক্তির পুষ্পিকা—

মানে গুরু মহত্ত জে শ্রী কামদর আলি।
আব্দুল হোচনে লেখে উত্তম পঞ্চালি॥

শব্দার্থ টীকা : বেশর—নাকছাবি
বিজু—বিদ্যুৎ
উরে—বক্ষে

গরুড়ে…নিঃসরিল—নাকের বেশরে আটকানো চূর্ণ কুন্তল দেখে মনে হচ্ছে নাসাগরুড়ের আয়ত্তাধীন কুন্তল সর্প এবং হীরের বেশরটি যেন গরুড় চঞ্চুর চাপে নিঃসৃত সর্পডিম্ব।

মন্তব্য : বিপরীত-রতিবর্ণনা শেষে পুরুষায়িত রতিপ্রচেষ্টার জন্য পদ্মাবতীর লজ্জাবশতঃ নায়কের বুকে মুখ লুকোবার চিত্রটি আলাওলের নারীমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অতি চমৎকার ইঙ্গিত। স্তবকশেষে আলাওলের মাগন-প্রশস্তি অংশে কবি মাগনকে রতিবিশারদ নবীন মদন রূপে চিহ্নিত করেছেন। মূল-বহির্ভূত বিপরীত-রতিবর্ণনার এই বিস্তৃত আয়োজন কি পৃষ্ঠপোষকের অভিপ্রায় অনুযায়ী করা হয়েছিল ?

লাচারী রাগ দীর্ঘ ছন্দ

রসসিন্দু শাঙরিআ[1]   অতি বর শ্রান্ত হইয়া
দুইজন যুতিলা সয়নে ।
সিথিল[2] বসন বেস   শরিব[3] ঝাপিল কেস
নিদ্রা আসি ব্যাপিল[4] নয়নে ।।
বাম হস্ত উরু[5] মিলি   বর বালা তাহে তুলি
উরে ২ বদনে বদন ।[6]
আব ভুজ উরু[7] দিয়া   মৃদু তনু আবরিয়া
ষুখে নিদ্রা আইল দুইজন ।।
দুই অংগ এককার[8]   মাজে নাহি বস্ত্র হার[9]
চারি ভুজে অবিক ভিন্ডিল ।[10]
চাহিতে কটাক্ষ হিন   দুই পল ছিল ভিন
নিদ্রামদে এগত্রে ডুবিল ।।[11]
হেন কালে তাম্রচোরে   সঘন হাংকাব করে
কল ২ কুকিল কুজিত ।
বিরল নক্ষত্র[12] গণ   চকই[13] হবিস মন
চন্দ[14] পাকে পেচক দুখীত ।।[15]
চন্দ্র প্রভাহিন দেখী   মুদিত কুমুদ আখী
প্রকাসীত কমল বদন ।
গুঞ্জবএ অলিরাজে   কামের কর্তালি বাজে
কাকে কবে কা কা বিবটন ।।[16]
মুখত[17] মলিন যুতি   দিপ[18] প্রভাহিন অতি
চান্ডি চুন্ডি[19] পাক্ষি রব করে ।
স্রিয়া গিমে রস মুতি[20]   সিতল লাগএ অতি
পান বাগ ধুসর অধরে ।।
প্রভাত সমএ লখি   নিকটে আসিয়া[21] সখী
মৃদু হাসী বচন[22] রসাল ।
বোলে উট পন্ধাবতি   উদিত বসের[23] পতি
নহে অতি সয়নের কাল ।।

রসসিন্ধু সন্তারিয়া   অতি বড় শ্রান্ত হৈয়া
দুইজন শুতিল শয়নে ।
শিথিল বসন বেশ   শরীরে ঝাঁপিল কেশ
নিদ্রা আসি ব্যাপিল নয়নে ।।
বাম হস্ত উরে মিলি   বরমালা তাহে তুলি
উবে উরে বদনে বদনে ।
আর ভুজ উবে দিয়া   মৃদু তনু আবরিয়া
সুখে নিদ্রা গেল দুইজনে ।।
দুই অংগ একাকাব   মাঝে নাহি বস্ত্র হাব
চারি ভুজে অধিক বান্ধিল ।
চাহিতে কটাক্ষ হীন   দুই পল ছিল ভিন
নিদ্রামদে একত্র ডুবিল ।।
হেনকালে তাম্রচুড়ে   সঘন হাংকার কবে
কল কল কোকিল কুহিত ।
বিরল নক্ষত্র গণ   চকোই হরিষ মন
চম্পপাশে পেচক লুকিত ।।
চন্দ্র প্রভাহীন দেখি   মুদিত কুমুদ আঁখি
প্রকাশিত কমল বদন ।
গুঞ্জরয় অলিরাজে   কামেব কর্তালি বাজে
কাকে করে কা কা বিরটন ।।
মুখেত মলিন জ্যোতি   দীপ প্রভাহীন অতি
চাঞি চুঞি পক্ষী বব কবে ।
স্ত্রীয়ার গীমেব মূর্তি   শীতল লাগয় অতি
পান বাগ ধুসব অধরে ।।
প্রভাত সময লখি   নিকটে আসিয়া সখী
মৃদু হাসি বচন রসাল ।
বোলে উঠ পদ্মাবতী   উদিত ভাস্কর পতি
নহে ইহা শয়নের কাল ।।

১ সাচরিআ ২ সীতল ৩ সবিবে ৪ ঝাপীল ৫ উরে ৬ উবু উরে বদনে বদনে ৭ উবে ৮ একাকায় ৯ আব ১০ ভিবীধা ১১ জুবিআ ১২ নৈক্ষত্র ১৩ টকহি ১৪ চম্প ১৫ দুক্ষিৎ ১৬ কাক বিরাটন ১৭ খুম্বত ১৮ দিপ ১৯ চাঞি চুঞি ২০ ত্রিআর গীমিব মুতি ২১ আইল ২২ বচনে ২৩ ভাস্কর

শব্দার্থ টীকা : তাম্রচুড়ে—মোরগ
হাংকার—চিৎকাব
চকোই—চক্রবাকী
কর্তালি—করতাল বা খঞ্জনি
বিরটন—প্রচার

মন্তব্য : রসালস-নিদ্রা বর্ণনার এই ত্রিপদী স্তবকটি মূলে নেই । পদাবলী প্রভাবিত এই রসালস বর্ণনাটি আলাওলের নব-সংযোজন । প্রত্যুষের নিসর্গচিত্রটি লক্ষণীয় ।

সখীজন সব্দ শুনি উটীলা নৃপতি মনি
কর জোরে[১] নয়ান মাজিআ।
মশরি[২] তুলিযা করে প্রাতক্রিযা[৩] অনুসারে
বালা অঙ্গ বসনে ঝাপিয়া ।।[৪]
কন্যার[৫] বদন দেখী হইয়া ইসীত সুখী
করে ধরি তোলে সখীগণে।
বোলে কথ নিদ্রা জাও কি লাগি আলস্য[৬] গাও
উটী মুখ দেখহ দর্পনে ।।[৭]
শ্রীযুত মাগন গুণি সরস আরতি শুনি
আলাওলে পয়ার[৮] প্রকাসে।
রশের একান্ত জানে[৯] সেই সে রসিক জনে[১০]
হেন বর পদ্মিনি[১১] বিলাসে ।।[১২]

১ করযুগে ২ মোসরি ৩ পাওক্রিআ ৪ ঢাকিআ ৫ কৈন্যার ৬ আলৈস্য ৭ দরপনে ৮ ছিরিজোত ৯ পয়ার ১০ জানি ১১ জানি ১২ পদ্মানি
১৩ এরপর 'রা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তির পুষ্পিকা—
রসদধি অনুপাম কামদর আলি নাম
আবদুল হোছন পদ লেখে।
পদাক্ষর না বুঝিআ রোখীলুম পঞ্চালিআ
যুদিঅ আপনাগুনে আখে ॥

সখীগণ শব্দ শুনি উঠিল নৃপতিমণি
করযুগে নয়ান মাজিয়া।
মশারী তুলিয়া করে প্রাতক্রিয়া অনুসারে
বালা অঙ্গ বসনে ঝাঁপিয়া ।।
কন্যার বদন দেখি হইয়া ঈষৎ সুখী
করে ধরি তোলে সখীগণে।
বোলে কত নিদ্রা যাও কি লাগি আলস্য গাও
উঠি মুখ দেখহ দর্পণে ।।
শ্রীযুত মাগন গুণী সরস আরতি শুনি
আলাওলে পয়ার প্রকাশে।
রসের একান্ত খনি সেই সে রসিক জানি
হেন বর পদ্মিনী বিলাসে ।।

মন্তব্য : প্রভাতকালীন নিদ্রাভঙ্গের চিত্রটিও এক্ষেত্রে জায়সীর অনুসরণ নয়, পদাবলীর কুঞ্জভঙ্গ-পালা পর্যায়েরই অনুবৃত্তি। মশারী তোলার চিত্রটি অবশ্য বাস্তবতা মন্ডিত।

যমক ছন্দ

রশাশ্রমাযুক্তা লয্যা নয়ন ঘুন্নিত ।[১]
নিদ্রামদে ভুলি ঢুলি শয্যা বিলোলিত ।।[২]
চুর্ণজট রাতুল লাক্ষিমনা[৩] দিগাম্বর ।
ণ্গানমদে ভোর[৪] জেন ধ্যানস্ত সংকর ।।
চন্দন ধুসের[৫] তনু বিভুতি ভুসন ।
ললাটে সিন্দুর রেখা বেক্তহ নয়ন ।।
ক্ষেনে[৬] মারএ কামে ক্ষেনেকে জিআএ ।
নিসী জাগরনে পুজি[৭] ইশ্চাফল পাএ ।।
তুলি বসাইয়া[৮] সখী বস্ত্র পিন্দোইল ।[৯]
বিথুবিত[১০] কেস সিসে[১১] জরিয়া বান্দিল ।।
সখী বোলে এথা হোন্তে চল সীগ্রগতি ।
এই ভেশে নৃপ পাশে লয্যা[১২] পাইবা অতি ।
পতি রতি শ্রমে সতি গতি অতি মন্দ ।
বিধুন্তুদ দনানলে[১৩] নিরস জেন চন্দ্র ।।[১৪]
সখী কান্দে[১৫] ভর করি বিলম্বিত গামে[১৬] ।
সয়নের স্থান তেজি গেলা অন্য টামে [১৭]।।

হিন অভরন[১৮] বিচারিয়া লৈলা সখী ।
হাসীতে ২ বোলে কন্যা[১৯] মুখ দেখী ।।
কোনে[২০] ভঙ্গ কল্য হেন মুললিত বেস ।[২১]
বিথুরিত কল্য কোনে[২২] কোরলিত[২৩] কেস ।।
অভরন[২৪] হার ভার সহিতে নাবিলা ।
প্রচন্ড প্রিয়ার ভাব কেমতে সহিলা ।।

রসশ্রমে লজ্জাযুক্ত নয়ান ঘুর্ণিত ।
নিদ্রামদে ভুলি ঢলি শয্যা বিলুলিত ।।
চুর্ণ জটা রাতুল লক্ষণ দিগম্বর ।
জ্ঞানমদে ভোর যেন ধ্যানস্থ শংকর ।।
চন্দনধুসর তনু বিভূতি ভূষণ ।
ললাটে সিন্দুরেরেখা ব্যক্তহ নয়ন ।।
ক্ষেণেকে মারয় কামে ক্ষেণেকে জিয়ায় ।
নিশি জাগরণে পুজি ইচ্ছাফল পায় ।।
তুলি বসাইয়া সখী বস্ত্র পিন্ধইল ।
বিথুরিত কেশ শিষে জড়িয়া বান্ধিল ।।
সখী বলে এথা হোন্তে চল শীঘ্রগতি ।
এই বেশে নৃপপাশে লজ্জা পাইবা অতি ।।
পতি-রতি-শ্রমে সতী গতি অতি মন্দ ।
বিধুন্তুদ দলনে নীরস যেন চান্দ ।।
সখী কান্দে ভর করি বিলম্বিত গামে ।
শয়নের স্থল তেজি গেলা অন্য ঠামে ।। (জ্ঞা ৩৮)

আভরণহীন বিচারিয়া লৈল সখী ।
হাসিতে হাসিতে বোলে কন্যামুখ দেখি ।।
কোন ভঙ্গ কৈল হেন সুললিত বেশ ।
বিথুরিত কৈল কোনে কুরলিত কেশ ।।
আভরণ হার ভার সহিতে নারিলা ।
প্রচন্ড প্রিয়ার ভাব কেমনে সহিলা ।। (জ্ঞা.৩৯)

১ রসশ্রমা লৈজ্জাজোক্তা নয্যান ঘুণিত । ২ নিদ্রামদে তুলি ছলি সৈজ্জা বিলুলিত । ৩ গীমথ ৪ ভুর, ৫ দোসব ৬ ক্ষেনেকে ৭ পুঞ্জি ৮ বৈসাইলা ৯ পীন্ধাইলা ১০ বিতুবিত ১১ সীর ১২ লৈজ্জা ১৩ বিদৈন্যাদ দলনে ১৪ চান্দ ১৫ সখীগণ ১৬ গাম ১৭ টাম ১৮ অববন ১৯ কৈন্যা ২০ কোন ২১ ভেস ২২ বিতুরিত কৈল কনে ২৩ কুরলিত ২৪ অবরন

শব্দার্থ টীকা : বিলুলিত—লুন্ঠিত
বিধুন্তুদ—রাহু
গাম—গমন ; পিন্ধাইল—পবাল
বিথুবিত—বিস্তৃত, আলুলায়িত
কুরলিত—আঁচড়ানো
প্রিয়ার ভার—প্রিয়তমের দেহভাব , মূলে অংশ। করভারের কথাই আছে ।

মন্তব্য : মূলের সাঁইত্রিশ সংখ্যক স্তবকটি অনুবাদে বাদ গেছে । আটত্রিশ সংখ্যক স্তবকটি অনুবাদে অল্পই গৃহীত এবং অনেকটাই পরিবর্তিত । মূলে আছে পদ্মাবতীর রসালস বর্ণনা, কিন্তু অনুবাদে পদ্মাবতীর বিপর্যস্ত সজ্জারও বর্ণনা আছে এবং তা অনেকটাই পদাবলীর খন্ডিতা পর্যায়ের বিপর্যস্ত নায়কের বর্ণনা । রতিশ্রান্তা নায়িকার বর্ণনায় গ্রহণগ্রস্ত চাঁদের উপমাটি মূলানুগ । নায়িকা-প্রস্থান আলাওলের নিজস্ব । মূলের উনচল্লিশ স্তবকের সখীদের পরিহাস বচনগুলি অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলে মিলন-বিপর্যস্তা নায়িকার প্রতি সখীদের অনেক প্রশ্ন । তারমধ্যে প্রথম প্রশ্নটি মাত্র অনুবাদ স্তবকের শেষ পংক্তিদ্বয়ে বর্তমান । অনুবাদে সখীকর্তৃক নায়িকার কেশ ও বেশবিন্যাস চিত্রটি মূলে নেই । মূলের দোহাটি অনুবাদে নেই ।

কন্যা[1] বোলে ষুনে সখী কহ সুনিশ্চিত ।
পতি তুল্য বান্দব নাহিক প্রিথিবিত[2] ।।
প্রেম বস আলাপনে বস কল্যা[3] প্রাণ ।
স্বইশ্চাএ জিবন জোবন কল্যা[4] দান ।।
জাবত না মিলে পিউ বালা মনে ভিত ।
দিনমনি দরসে[5] মোছন[6] হএ সীত ।।

চম্পাবতি[7] বানি কাছে[8] গীয়া সখী গণ ।
কহিলেক পদ্ধাবতি রহাস্য[9] কথন ।।
পুত্রির স্বভাগা[11] ষুনি মন কুতুহলে ।
চুম্বিল কন্যার আসি নয়ন কপালে ।।[12]
থাল ভরি বস্ত্র মুক্তা আনি[13] তোরমান ।
কন্যাক[14] নিছিয়া কল্যা ভিক্ষকেরে[15] দান ।।
স্যান[16] করাইযা পৈরাইয়া অলংকাব ।
পুনি যুতির্ম্মএ[17] হৈল চন্দ্র পুন্নিমার ।।[18]

১ কৈন্যা ২ প্রিতিম্বিত ৩ কৈল্য ৪ কৈল্ ৫ দবসনে ৬ মোহন
৭ চাম্পাবতি ৮ পাসে ৯ বোহাস্ব
১০ এরপব 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
ষুনিআ কৈন্যার ষুক মনের হরিসে ।
সীঞ্চিল বহুল ধন কৈন্যাব মানসে ।।
আর জথ সখীগণ প্রসাদে তুসীষা ।
তুরিত গমনে বানি কৈন্যা পাসে গীআ ।।
১১ পতিরসভঙ্গ ১২ চুম্পিলা কৈন্যারে বানি নয্যান কোপালে
১৩ পুনি ১৪ কৈন্যাকে ১৫ ভিক্ষুকেবে ১৬ শ্রান ১৭ যুতির্ম্মন্ত
১৮ পুন্য চন্দিমাব

কন্যা বোলে শুন সখী কহি সুনিশ্চিত ।
পতিতুল্য বান্ধব নাহিক পৃথিবীত ।।
প্রেমরস আলাপনে বশ কৈল প্রাণ ।
স্বইচ্ছায় জীবন যৌবন কৈল দান ।।
যাবত না মিলে পিউ বালা মনে ভীত ।
দিনমণি দরশনে মোচন হয় শীত ।। (জা.৪০)

চম্পাবতী রাণীপাশে গিয়া সখীগণ ।
কহিলেক পদ্মাবতী রহস্য-কথন ।।
শুনিয়া কন্যার সুখ মনের হরিষে ।
সিঞ্চিল বহুল ধন কন্যার মানসে ।।
আর যত সখীগণ প্রসাদে তুষিলা ।
তুরিত গমনে রাণী কন্যাপাশে গেলা ।।
পুত্রীর সৌভাগ্য শুনি মন কুতুহলে ।
চুম্বিলা কন্যারে রাণী নয়ন কপোলে ।।
থাল ভরি বস্ত্রমুক্তা আনি তুরমান ।
কন্যাকে নিছিয়া কৈল ভিক্ষুকেরে দান ।।
স্নান করাইয়া পৈরাইয়া অলঙ্কার ।
পুনি জ্যোতির্ময় হৈল চন্দ্র পূর্ণিমার ।। (জা.৪৩-৪৫)

শব্দার্থ টীকা তুরমান—দ্রুত
নিছিয়া—অর্ঘ্য দিয়ে, নিবেদন করে

মন্তব্য ঃ মূলের চল্লিশ সংখ্যক স্তবকটিও অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশের অনুবাদ তো নেই-ই, চৌপাঈ অংশেরও অনেক কথা অনুবাদে বর্জিত। মূল স্তবকের ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম পংক্তি তিনটি মাত্র অনুবাদে আছে। প্রেমালাপে বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছায় নায়িকার যৌবনদানের প্রসংগটি অনুবাদে নূতন, মূলে নেই। আবার মূলের অনেককিছুই অনুবাদে নেই। এরপর মূলের একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশ স্তবক দুটি বাদ দিয়ে আলাওল একেবারে মূলের তেতাল্লিশ স্তবকে মাতা চম্পাবতী প্রসংগে উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানত তেতাল্লিস স্তবক এবং অংশত চুয়াল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ স্তবক দুটির বিষয় নিয়ে আলাওলের অনুবাদ স্তবকটি রচিত। মূলের তেতাল্লিশ স্তবকে সখীরা অসংকোচে মায়ের কাছে কন্যার সম্ভুক্ত দেহ এবং বিপর্যস্ত বেশবাসের বর্ণনা করেছে। অনুবাদে আলাওল ঔচিত্য বিচার করে সেই বর্ণনাকে সংক্ষেপে 'রহস্য কথন' বলেই ইংগিতে শেষ করেছেন। তেতাল্লিশ স্তবকের দোহা অংশটির অনুবাদ হয়েছে। চুয়াল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ স্তবকের এক একটি মাত্র বিষয় পরবর্তী দুটি দুটি চরণে অনূদিত হয়েছে। কন্যার কল্যাণে ভিক্ষুককে রত্নদানের নির্দেশ আছে মূলের চুয়াল্লিশ স্তবকে আর পঁয়তাল্লিশ স্তবকে আছে বহুরকমের বস্ত্রবৃত্তান্ত ও অলঙ্কারসজ্জা। অনুবাদে বস্ত্রতালিকা বাদ দিয়ে অলঙ্কার পরানোর কথাটুকই আছে। পঁয়তাল্লিশ স্তবকের দোহার অনুবাদ নেই। চুয়াল্লিশ স্তবকের দোহার আংশিক অনুবাদ আছে অনুবাদ স্তবকের শেষ চরণে।

রত্নসেন-সাথী খণ্ড

শ্যান[১] করি রত্নসেন বাহির হইল ।
শঙ্গের কুমারগন ডাকিয়া আনিল[২] ।
প্রনামিলা আসি সবে চবন ধরিয়া ।
সম্বাসা করিল নৃপ করে কব দিয়া[৩] ॥
সবে বোলে মাগ ভাই নৃপতি কুশল[৪] ।
জাহার প্রশাদে দেখী হেন দিব্য স্থল[৫] ॥
জদি নৃপ আমি সব ন আনিত সঙ্গ[৬] ।
কথাত দেখীত আমি হেন রস রঙ্গ ॥
ধন্য[৭] বাজা তুমী তোমা হস্তে খিতি ধন্যা[৮] ।
যুগী রূপে বিবাহ[৯] করিলা রাজ কন্যা[১০] ॥
আমি সব[১১] সিস্যরূপে হইয়া আইল যুগি ।
তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভুগি ॥
এই বব মাত্র আমি মাগি নৃপ টাই ।
নিথ জেন পাদপদ্ধ[১২] দরসন পাই ॥

ইসীত হাসীয়া নৃপ কহিলেন্ত[১৩] তবে ।
আমাব পিরিতে দুঃখ[১৪] পাইলা তুমী সবে ॥
দুখে দুখ সুখে সুক[১৫] জথোচিত[১৬] কর্ম্ম ।
এমত না কল্যে নহে সুপুরুস ধর্ম্ম ॥
সোল শত পদ্ধিনি জে পরম সোন্দরি[১৭] ।
রাজকন্যা পাত্র কন্যা[১৮] কুলিন বিচারি ॥
সকলেবে বিবা দিলা আনন্দ উস্চবে ।
ঘবে ২ রাজসুখে রহিলেন্ত সবে ॥

স্নান করি রত্নসেন বাহির হইল ।
সঙ্গের কুমারগণ আসিয়া মিলিল[১] ॥
প্রণমিলা আসি সবে চরণ ধরিয়া ।
সম্ভাষা করিল নৃপ করে কর দিয়া ॥
সবে বলে মাগ ভাই নৃপতি কুশল ।
যাহার প্রসাদে দেখি হেন দিব্যস্থল ॥
যদি নৃপ আমি সব না আনিত সঙ্গ ।
কোথাত দেখিত আমি হেন রসরঙ্গ ॥
ধন্য রাজা তুমি তোমা হোন্তে ক্ষিতি ধন্যা ।
যোগীরূপে বিবাহ করিলা রাজকন্যা ॥
আমি সব শিষ্যরূপে হৈয়া আইল যোগী ।
তোমার প্রসাদে এবে হৈল রাজভোগী ॥
এই বর মাত্র আমি মাগি নৃপ ঠাই ।
নিত্য যেন পাদপদ্ম দরশন পাই ॥ (জা.১)

ঈষৎ হাসিয়া নৃপ কহিলেন্ত তবে ।
আমাব পীরিতে দুঃখ পাইলা তুমি সবে ॥
দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ যথোচিত কর্ম ।
এমত না কৈলে নহে সুপুরুষ ধর্ম ॥
ষোলশত পদ্মিনী যে পরম সুন্দরী ।
রাজকন্যা পাত্রকন্যা কুলীন বিচারী ॥
সকলেরে বিভা দিলা আনন্দ উৎসবে ।
ঘরে ঘরে রাজসুখে রহিলেন্ত সবে ॥ (জা.২)

১ শ্রান ২ সঙ্গে রঙ্গে কুমারেন সঙ্গতি মীলিল।
৩ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
তবে জথ ধন বস্ত্র বাজজোগ্য লৈআ ।
একে ২ তুসীলেক হরিস হইআ ॥
৪ কৈল্যান ৫ দিব্ব স্থান ৬ জদি নৃপ ন আনিত আমী সব সঙ্গ
৭ ধৈন্য ৮ ক্ষেতি ধৈন্যা ৯ বিবহা ১০ রাজকৈন্যা ১১ আমী সবে
১২ পৈদ্ধ্য ১৩ কহিলেক ১৪ দুক্ষ ১৫ দুক্ষে দুক্ষ সুকে সুক
১৬ জথাশ্চিত ১৭ তবে সোল সত নারি পদ্ধিনি সোন্দরি ১৮ রাজ
কৈন্যা পাত্র কৈন্যা

১. আ

শব্দার্থ টীকা : ষোল শত পদ্মিনী—পদ্মাবতীর ষোলশো পদ্মিনী সখী, মূলে আছে ষোল সহস্র ।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদটির বক্তব্য অনেকটাই মূলানুসারী । মূলে রত্নসেনের সভায় অষ্টস্তম্ভবিশিষ্ট সিংহাসনের উল্লেখ আছে, অনুবাদে তা নেই । অনুবাদে আবার স্নান করে রত্নসেনের সভায় আগমনের বৃত্তান্ত আছে, মূলে তা বর্ণিত হয় নি । মূলে অনুচরদের রাজসম্ভাষণে প্রণামের কথা নেই, অনুবাদে রাজসহচরগণ প্রণত হয়েছে । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত । দ্বিতীয় স্তবকটি মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । মূলে অনুচরদের কাছে নিজের যোগশক্তি এবং পৌরুষ সম্পর্কে যে রাজকীয় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে অনুবাদে তা নেই । আবার অনুবাদে নিজ অনুচরদের সঙ্গে সিংহলের পদ্মিনীদের বিবাহদানকালে রত্নসেন কৌলীন্য বিচার করেছেন, মূলে এ ধরণের কোনো বিবেচনার কথা নেই । মূলে বিবাহ দান ছাড়া প্রত্যেককে হাতী ঘোড়া, রাজবেশ এবং স্বর্ণগৃহদানের কথা আছে । অনুবাদে এই দানগুলি উহ্য । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে যথারীতি অনুপস্থিত ।

ষট্ ঋতু বর্ণন খণ্ড

শকলের[১] রমনি আনিয়া অন্তঃপুরে ।	সকলের রমণী আনিয়া অন্তঃপুরে ।
পদ্মাবতি তুসীলেক বস্ত্র অলংকারে ।।	পদ্মাবতী তুষিলেক বস্ত্র অলংকারে ।।
ঘরে ২ নিথ্য গিদ আনন্দ সদাএ ।	ঘরে ঘরে নৃত্য গীত আনন্দ সদায় ।
জাব মনে জেই মাগে ততক্ষনে[২] পাএ ।।	যার মনে যেই মাগে ততক্ষণে পায় ।।
পাইয়া পদ্মিনি সঙ্গ[৩] নানা ষুখ রস ।	পাইয়া পদ্মিনী সংগ নানা সুখরস ।
নিজ দেস পাসরি সিংগলে হৈলা বস ।।	নিজ দেশ পাসরি সিংহলে হৈলা বশ ।।
রত্নসেন পদ্মাবতি একপ্রান কাএ ।	রত্নসেন পদ্মাবতী এক প্রাণ কায় ।
কেলিকলারসে ভুলি থাকন্ত সদাএ ।।	কেলিকলারসে ভুলি থাকন্ত সদায় ।।
ষুচরিতা সখী গন পরম সোন্দরি ।	সুচরিতা সখীগণ পরম সুন্দরী ।
শতত করন্ত[৪] সেবা নানা ভেস ধরি ।।	সতত করন্ত সেবা নানা বেশ ধরি ।।
জাব ভিতে নরপতি কাম দৃষ্টে হেরে ।	যার ভিতে নরপতি কামদৃষ্টে হেরে ।
হরসীতে কন্যা[৫] অনুমতি দেএ তারে ।।	হরষিতে কন্যা অনুমতি দেয় তারে ।।
কন্যার[৬] বচনে সম্মত[৭] না হএ ।	কন্যার বচনে যদি সম্মতি না হয় ।
হাতে[৮] ধরি মানাইয়া নৃপে সমর্পএ ।।	হাতে ধরি মানাইয়া নৃপে সমর্পয় ।।
নিথ্যসালা য়াছে অন্তঃপুরের উদ্যানে[৯] ।	নৃত্যশালা আছে অন্তঃপুরের উদ্যানে ।
নিথ্যগীতে ভুলি থাকে হরসীত মনে ।।	নৃত্যগীতে ভুলি থাকে হরষিত মনে ।।
জেন রসে[১০] মণ্ডলে গোপিনি[১১] পীতবাসে[১২]	যেন রাসমণ্ডলে গোপিনী পীতবাসে ।
সর[১৩] রিতে নানা ষুখে ভুঞ্জে নানা রসে[১৪] ।	ষট্ঋতু নানাসুখে ভুঞ্জে নানারসে ।। (জা.১)
প্রথমে নয়ল ঋতু[১৫] বশন্ত দুল্লব :	প্রথমে নবীন ঋতু বসন্ত দুর্লভ ।
দুই পক্ষ[১৬] আগে পাছে মধ্য শুমাধব[১৭] ।।	দুইপক্ষ আগে পাছে মধ্যে সুমাধব ।।
মলয়া সমির হৈয়া[১৮] কামের পদাতি ।	মলয়া সমীর হৈলা কামের পদাতি ।
মুকলিত কল্য লতাবৃক্ষ বনস্পতি ।।	মুকুলিত কৈল লতা বৃক্ষ বনস্পতি ।।
কুষুমিত কিষুক[১৯] সঘন বন লাল ।	কুসুমিত কিংশুক সঘন বন লাল ।
পুষ্পীত ষুমল্ল মানি[২০] লবঙ্গ গোলাল ।	পুষ্পিত সুরঙ্গ মল্লি[১] লবঙ্গ গুলাল ।
ভোমরেব ঝঙ্কারে কুকিল কলরব ।	ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিল কলরব ।
যুনিতে যুবক মনে জাগে মনভব ।।	শুনিতে যুবক মনে জাগে মনোভব ।।
নানা পুষ্পমালা গলে সৌরব লুলিত[২১] ।	নানা পুষ্পমালা গলে সৌরভ লুলিত ।
বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দনে চর্চ্চিত[২২] ।।	বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দনে চর্চিত ।।
ষুকুষুম সয়নে সোন্দরি স্বামি শঙ্গে[২৩] ।	সুকুসুম শয়নে সুন্দরী স্বামী সঙ্গে ।
করএ বিবিধ[২৪] কেলি মনুহর রঙ্গে ।।	করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে ।। (জা. ৫)

১ সকলের ২ ততৈক্ষনে ৩ নঙ্গে ৪ সতেত করেন্ত ৫ কৈন্যা ৬ কৈন্যার ৭ সম্মতি ৮ হস্তে ৯ উদ্ধানে ১০ রস ১১ গুপীনী ১২ পীতবাস ১৩ সণ্ট ১৪ বস ১৫ নাবিন রিত ১৬ পাক্ষি ১৭ মধ্যস্থ মাধব ১৮ মলআ সমীর হৈল ১৯ কুসুম্বিত কিংষুক ২০ পুষ্প তোলে মন মানি ২১ ছলিত ২২ সন্ঠীত ২৩ সঙ্গে ২৪ বিবিন্ধ

১ অ।

শব্দার্থ টীকা ঃ পদাতি—পদাতিক
কিংশুক—পলাশ
মল্লি—মল্লিকা

মন্তব্য ঃ ষট্‌ঋতু বর্ণন খণ্ডের প্রথম স্তবকটি অনুবাদে অনেকখানি পরিবর্তিত। বিশেষ করে রত্নসেনের কৃষ্ণের ন্যায় পদ্মাবতীর সখীদের সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা মূলে নেই, আলাওলের নবসংযোজন। মূলে আছে সখীদের আনন্দোৎসব এবং পদ্মাবতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার। মূলের দ্বিতীয় স্তবকে সখীসহ পদ্মাবতীর দেবমন্দিরে পূজা দিয়ে আসার প্রসঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের কাম-সমর-আস্ফালনের উক্তি প্রত্যুক্তিদুটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। আলাওলের বসন্ত ঋতু বর্ণনা মূলানুসারী নয় বরং জয়দেবানুসারী। মূলে আছে চাচরী বা হোলিগীতের উল্লেখ।

গীত বসন্ত রাগ

বশন্তে[১] নাগর বর নাগীর কিলাসে ।
বরবালা মুখ ইন্দু শ্রবে যুধা[২] বিন্দু২
মৃদু মন্দ[৩] ললিত অধর মধু[৪] হাসে (ধুয়া) ॥
প্রফুলিত কুষুম[৫] মধুব্রত ঝঙ্কত
হুঙ্কেত পবহুতে[৬] কুজিত বারে[৭] ।
মলয়া সমির যুসৌরবে ষুসিতলে
বিলালিত[৮] পতি অতি রস ভাবে[৯] ॥
পল্লবিত বনস্পতি কুটীর তমাল দ্রুম
মুকলিত চুত[১০] কোবক জালে ।
যুব জন হৃদয আনন্দ পরি পুঞ্জিত
লবঙ্গ মল্লিকা মালতি মালে ॥
মধু[১১] সেনাপতি সঙ্গে মদন মেদনিপতি
বাহিনি কোবক নব পল্লা পুবিত ।
নবদণ্ড কেসর চামর সিবে সবেব
ভোবন বিজই চিত্ত যুবক সাসীত ॥
চৌদিগে যুবতি কুল মাঝে যুনাষব বব
নিথ্য গিত[১২] অতিসয় আনন্দ বিভোব ॥
শ্রমযুত[১৩] সবির কিশ্রামিতাশ্রযভাবে
অতি বসে রমনি লুলিত পতি উরে ।
কুহু করতাল বংশী কাসর মণ্ডল
যুমধুর ললিত উপাঙ্গ বওযাজে ।
তাহৃত থোহৃত ধিআ[১৪] দিতা তাতি থেই মাযা[১৫]
জিকু কুসি সুমি কিবা জত পাখওয়াজে[১৬] ॥
মধু মনসিজ মদে[১৭] নৃত্য কলা বিসারদে
তুসীত অঙ্গ নযন আলিঙ্গন চুম্ব[১৮] ।
যুবেশ নিকব ভাব বস ভাব অলসিত
বিরামই বমনি উরজে অবলম্বে ॥
আন[১৯] সাগর মনু হরিত জন্ত্র গিত
তালে বব পদ দুলিত বতি নট রঙ্গে ।
কুচ কুম্ভ গ্রহি কবে চুম্বিত নাগর বরে
মজিত উগিত রস উদধি তবঙ্গে[২০] ॥
রসীক নাযর বমনি[২১] শ্রী দুতে মাগন গুনি
মধু রিতু কলা ধির রতি বস রাসে ।
হিন আলাঅল কহ[২২] সতত বসন্ত যুখ
জার বরমনি বসতি পতি পাশে[২৩] ॥

১ বসন্ত ২ স্রবএ যুদা ৩ মদুমন্ত ৪ মদু ৫ কুসুম ৬ ঝংকত পববত ৭ রাবে ৮ বিলুলিত ৯ বসভাবে ১০ চুতলতা ১১ মধু ১২ গীদ ১৩ শ্রমজোক্ত ১৪ তাএিতা ২ বেই ১৫ অতি দিতা তাতিই ১৬ গিনি গতে ইম। আমী কুকুষুমি কিবা ১৭ মনে ১৮ হসিত অঙ্গ নানা অলিকুল চুম্পে ১৯ আনন্দ ২০ রসোদধি রঙ্গে ২৭ নাউক মনি ২২ আলাঅলে কহন্ত ২৩ যুখ জার বমনি বসতি পতি পাশে

বসন্তে নাগর বরনাগরী বিলাসে ।
ববনালা মুখ ইন্দু স্রবে সুধা বিন্দু বিন্দু
মৃদুমন্দ ললিত অধব মধুহাসে ॥
প্রফুল্লিত কুসুম মধুব্রত ঝংকৃত
হুংকৃত পরভৃত কুজিত রাবে ।
মলয়া সমীব সুসৌরভে সুশীতল
বিলুলিত পতি অতি রসভাবে ॥
পল্লবিত বনস্পতি কুটজ তমালদ্রুম
মুকুলিত চুতলতা কোবক জালে ।
যুবজনহৃদয় আনন্দ পবিপুঞ্জিত
লবঙ্গ মল্লিকা মালতীমালে ॥
মধু সেনাপতি সঙ্গে মদন মেদিনীপতি
বাহিনী কোরক নবপল্লব পুরিত ।
নবদণ্ড কেশর চামব শির সরে
ভুবনবিজয়ী চিত্ত যুবক শাসিত ॥
চৌদিগে যুবতিকুল মাঝে সুনাগব বব
নৃত্যগীত অতিশয় আনন্দ বিভোরে ।
শ্রমযুত শরীর বিশ্রামিতাশ্রয় ভাবে
অতিবসে বমণী লুলিত পতি উ ব ॥
কুহু ববতাল বংশী কাসব মণ্ডল
সুমধুব ললিত উপাঙ্গ আওযাজে ।
তানত থোনত ধিযা ধিতা তাথি থেই থিযা
জিকু কুসি সুমি কিবা যত পাখোয়াজে ॥
মধু মনসিজ মদে নৃত্যকলা বিশাবদে
তৃষিত নয়ন অঙ্গ আলিঙ্গন চুম্বে ।
সুবেশ নিকর ভাবে বস ভাব অলসিত
বিরমই রমণী উরজ অবলম্বে ॥
আনন্দ সাগরে মনো- হরিত যন্ত্র গীত
তালে করপদ দোলিত বতি নটবঙ্গে ।
কুচ কুম্ভ গ্রহি করে চুম্বিল নাগর বরে
মজিত উগিত বস উদধি তরঙ্গে ॥
বসিক নাগব মণি শ্রী দুতে মাগন গুণী
মধুঋতু কলাধীব রতিবস বাসে ।
হীন আলাওলে কহ সতত বসন্ত সুখ
যাব রমণী বসতি পতি পাশে ॥

মন্তব্য ঃ আলাওলেব এই নিজস্ব বসন্ত গীতটি বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায । বিভিন্ন পাঠ থেকে মোটামুটি একটা শুদ্ধরূপ দেওয়া গেল । পদটির ভাষা ভঙ্গীতে জয়দেবের বসন্ত বর্ণনাপদের প্রভাব লক্ষণীয় ।

নিদাগ সমএ অতি প্রচণ্ড তপন।
রৌদ্র ত্রাসে[১] রহে ছায়া চরণ সরন[২] ॥
চন্দন চম্পক মালা[৩] মলয়া পোবন।
শতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপীত[৪] মদন ॥
সিতল গম্ভির ছায়া সতি[৫] পতি[৬] সঙ্গে।
করএ বিবিধ[৭] কেলি মনহর রঙ্গে ॥
সকুমুম[৮] শ্রেত সয্যা পরিমল[৯] গাএ।
যুবতি উরজ অতি সিতলতা প্রাএ ॥
অধিক আনন্দ যুক্তা[১০] রানি পদ্মাবতি।
বসতি নাইঅর[১১] পুরে যুস্বামি[১২] সংগতি ॥
যুখে ভোগে দির্ঘ অহ তিলে চলি জাএ।
চক্ষব মটকে[১৩] খীন রজনি পোশাএ ॥
শ্রেত চামর[১৪] বাও ভোক্ষ[১৫] সিন্ধ জল।
সতি পতি সঙ্গে গৃহে[১৬] সহজে সীতল ॥
পাহুক[১৭] সমএ ঘন ২ গর্বজিত।
নিভব বরিসে জল চৌদিগে পুরিত ॥
উচ্চ টঙ্গি[১৮] পোবন চলাব লাগে অতি।
হরিয়ার[১৯] প্রিথিবি[২০] শকল বনস্পতি ॥
অবিরত দম্পতি থাকন্ত এক সঙ্গে।
দিবস রজনি সম কেলিকলা রঙ্গে ॥
ঘোর শব্দে রৌআজে[২১] ম দার[২২] রাগ গাএ।
দাদুরি সিখীনি রব অতি মনে ভাএ ॥
স্বামি সঙ্গে নানারঙ্গে নিসি বসি জাগে।
চমকিলে বিদ্যুত চমকি কন্টে লাগে ॥
ব্রজপাতে কমলিনী ত্রাসীত হইয়া।
ধরএ পতির গিমে[২৩] অধিক চাপিয়া ॥
কিটকুল[২৪] কলরব ঝিংকুর ঝংকার[২৫]।
যুনিতে যুবতি[২৭] চিত্ত চমকিত মাব ॥
সম পুষ্প[২৮] মৃদু শয্যা[২৯] মলিকা যুবাসে।
অঙ্গেত কুযুমী চির[৩০] নানা ভোগ রসে[৩১] ॥
বারিসা কালেত রামা পতি এক শঙ্গে।
পুর্নানন্দে[৩২] করে কেলি ভুলি কামরঙ্গে ॥

১ রৈদ্রবাসে ২ স্মরন ৩ চম্পক চন্দন মাল্য ৪ সপীত ৫ পতি ৬ পত্নী ৭ বিবিধ ৮ সুকমল ৯ পরিমল ১০ জোক্তা ১১ নাগর ১২ স্বামীর ১৩ চৌক্ষের কটাক্ষে ১৪ চামরের ১৫ ভৈক্ষ ১৬ গৃহ ১৭ পহুক ১৮ টঙ্গি ১৯ হরিহর ২০ প্রিথিম্বী ২১ রৈআ জে ২২ কর্ণাট ২৩ গলে ২৪ কিটরূপে ২৫ কলরবে ২৬ ঝাংকারে ২৭ যুবক ২৮ সম্পূর্ন্যত ২৯ মৃদুসৈজ্জা ৩০ কুসুম মীচি ৩১ নানা নভোরস ৩২ পুন্য বন্দে

নিদাঘ সময়ে অতি প্রচণ্ড তপন।
রৌদ্রত্রাসে রহে ছায়া চরণ শরণ ॥
চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন।
সতত দম্পতি সঙ্গে ব্যাপিত মদন ॥
শীতল গম্ভীর ছায়া সতী পতি সঙ্গে।
করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে ॥
সুকোমল শ্বেতশয্যা পরিমল গায়।
যুবতী উরজ অতি শীতলতা পায় ॥
অধিক আনন্দযুক্তা রাণী পদ্মাবতী।
বসতি নাগর পুরে সুস্বামী সংগতি ॥
সুখভোগে দীর্ঘ অহ তিলে চলি যায়।
চক্ষের মটকে ক্ষীণ রজনী পোহায় ॥
শ্বেত চামরের বায়ু ভক্ষ্য স্নিগ্ধ জল।
সতী-পতি সঙ্গে গ্রীষ্ম সহজে শীতল। (জা ৬)
পাহুখ সময় ঘন ঘন গর্জিত।
নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিগে পুরিত ॥
উচ্চ টঙ্গে ভুবন হরিদ লাগে অতি[১]।
হরিয়ার পৃথিবী সকল বনস্পতি ॥
অবিরত দম্পতি থাকন্ত একসঙ্গে।
দিবস রজনী সম কেলিকলারঙ্গে ॥
ঘোর শব্দে রেওয়াজে মল্লার রাগ গায়।
দাদুরী শিখিনী রব অতি মনে ভায় ॥
স্বামী সঙ্গে নানারঙ্গে সুখে নিশি জাগে।
চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি কন্ঠে লাগে ॥
বজ্রপাতে কমলিনী ত্রাসিত হইয়া।
ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া ॥
কীটকুল কলরব ঝিল্লুর ঝঙ্কারে।
শুনিতে যুবতী চিত্ত চমকিত ডরে ॥
কুসুম্ভিনী ফুলশয্যা[২] মল্লিকা সুবাসে।
অঙ্গেত কুসুম্ভী চির নানাভোগরসে ॥
বরিষা কালেতে রামা পতি একসঙ্গে।
পূর্ণানন্দে করে কেলি ভুলি কামরঙ্গে ॥ (জা.৭)

১ আ ২. আ

শব্দার্থ টীকা : পাহুখ—প্রাবৃষ বা বর্ষা। হরিদ—হরিৎ বা সবুজ নাগর—নাগর। দাদুরী শিখিনী রব—ব্যাঙ ও ময়ূরের ডাক।

মন্তব্য : গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর বর্ণনায় মূলের ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবক দুটির অনুবাদ স্থানে স্থানে মূলানুসারী। ষান্মাসিক গীতে আলাওল অনেকক্ষেত্রে মূলের পরিবর্তে বঙ্গ-নিসর্গ এবং বঙ্গীয় বর্ণনারীতিকেই অনুসরণ করেছেন।

আইল সরদ ঋতু নির্ম্মল আবাশ[১] ।
দোলএ চামর কাশ কুষুম[২] বিকাস[৩] ॥
নবিন খঞ্জন দেখী বরই[৪] কত্তুক ।
উর্জ্জরিহ[৫] জামিনি দম্পতি মনে ষুক ॥
চতুস্বম[৬] চন্দনে লিপিয়া কলেবর ।
শকুষুম[৭] শ্বেত শয্যা[৮] অতি মনুহর ॥
নানা অভরন[৯] পট বস্ত্র পরিধান ।
যুবকের মরমে জাগাএ পঞ্চবান ॥
ষুখ শয্যা[১০] ষুতি শতি[১১] ষুস্বামির সনে ।
নানা যুখ[১২] বিলাসন্ত হরসীত মনে ॥
সিসির সমএ বামা ষুস্বামি শংগতি[১৩] ।
শবল[১৪] নবিন ভোগ[১৫] নবিন আরতি ॥
শহজে দম্পতি মাজে[১৬] সিতের শোআগে[১৭] ।
হেমকান্তি দুই[১৮] এক হৈয়া লাগে ॥
অন্তরে না বহে মন[১৯] অজরত্ত হাব[২০] ।
উরে ২ তনে মনে হএ এককার ॥
দুই জৌবনের যুদ্ধ বাবএ জখনে[২১] ।
প্রান লইয়া উরে সিত পলাএ তখনে[২২] ॥
প্রবেশ কবন্ত বাও[২৩] সিত অতিসএ ।
পুষ্পতুল্য তাম্বুল অধিক ষুখ হএ[২৪] ॥
সিতের তরাসে রবি তুরিত লুকাএ ।
অতি দুক্ষ নিসী[২৫] পলকে পোশাএ[২৬] ॥
পদ্মে শয্যা[২৭] মৃদু তুলি বিচিত্র বসন ।
বক্ষে ২ এক হইলে[২৮] সিত নিবারন ॥
কফুল[২৯] কস্তুরি চুয়া জবাত সৈরবে[৩০] ।
দম্পতির চিত্তেত চেতন মনুভবে[৩১] ॥
তুলির অন্তবে দুই উর এক লাগ[৩২] ।
ভএ ভংগ দেএ সিত জেন দেখী কাগ[৩৩] ॥
সিংগলের ঘবে ২ সদা যুখ ভোগ[৩৪] ।
চিত্ত ক্লেস নাহি কার বিছেদ বিউগ[৩৫] ॥

১ আকাসে ২ কুসুব ৩ বিকাসে ৪ ববহি ৫ উজ্জিবী ৬ চতুরসম ৭ ষুকুসম ৮ সৈঙ্জা ৯ অবরন ১০ সৈজ্জা ১১ সতি ১২ ষুখে ১৩ সঙ্গতি ১৪ সকল ১৫ ভেট ১৬ সাজ্জি ১৭ ষুআগে ১৮ দুই য়ুংগ ১৯ রঙ্গ ২০ মনে অজ হার ২১ বাজএ জেখন ২২ তখন ২৩ প্রভেস হেমন্ত রিত ২৪ পুষ্পতুল্য তাম্বুলে হৈআ ষুখমএ ২৫ অতি দুক্ষে ষুখ নিসী ২৬ পোহাএ ২৭ পুন্য সৈজ্জা ২৮ লৈক্ষে ২ এক হৈল ২৯ কপুব ৩০ জাবতে সৌরব ৩১ দম্পতিব চিত্তেত জে তনু মন ভাব ৩২ লাক ৩৩ ভংগ দেয় সীত জেন সর দেখী কাক ৩৪ সদাএ ষুখে ভোগ ৩৫ চিহ্ন কোথা নাহি রহে বিচ্ছেদ বিউগ

আইল শরৎ ঋতু নির্মল আকাশ ।
দোলায় চামর কাশ কুসুম বিকাশ ॥
নবীন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক ।
উর্জারিহ যামিনী দম্পতি মনে সুখ ॥
চতুঃসম চন্দনে লেপিয়া কলেবর ।
সকুসুম শ্বেতশয্যা অতি মনোহর ॥
নানা আভরণ পট্ট বস্ত্র পরিধান ।
যুবকের মরমে জাগায় পঞ্চবাণ ॥
সুখশয্যা শুতি সতী সুস্বামীর সনে ।
নানা সুখ বিলসন্ত হরষিত মনে ॥ (জা. ৮)

শিশির সময়ে রামা সুস্বামী সংগতি ।
সকল নবীন ভোগ নবীন আরতি ॥
সহজে দম্পতি মাঝে শীতের সোহাগে ।
হেমকান্তি দুই অংগ এক হৈয়া লাগে ॥
অন্তরে না বহে হেম অংগ বত্তহার ।
উরে উরে তনে মনে হয় একাকার ॥
দুই যৌবনের যুদ্ধ বাজয় যখনে ।
প্রাণ লৈয়া উড়ে শীত পলাএ তখনে ॥ (জা. ৯)

প্রবেশ হেমন্ত ঋতু শীত অতিশয় ।
পুষ্পতুল্য তাম্বুলে অধিক সুখ হয় ॥
শীতের তরাসে রবি ত্বরিতে লুকায় ।
অতিদীর্ঘ সুখনিশি পলকে পোহায় ॥
পুষ্পশয্যা মৃদু তুলি বিচিত্র বসন ।
বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত নিবারণ ॥
কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবত সৌরভ ।
দম্পতির চিত্তেত চেতন মনোভব ॥
তুলির অন্তবে দুই উর এক লাগ ।
ভংগ দেয় শীত যেন শব দেখি কাগ ॥
সিংহলের ঘবে ঘবে সদা সুখ ভোগ ।
চিহ্ন কোথা নাহি রহে বিচ্ছেদ বিয়োগ ॥ (জা.১০)

শব্দার্থ টীকা ঃ উর্জারিহ—উজ্জ্বল
চতুঃসম—অগুরু, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী
শিশির সময়—শীতকাল ; এখানে লক্ষণীয় যে জায়সীর অনুসরণে বর্ণনায় সঙ্গতি থাকলেও অনুবাদে হেমন্ত ঋতুর ক্ষেত্রে শিশির ঋতু এবং শিশির বা শীত ঋতুর ক্ষেত্রে হেমন্ত ঋতুর উল্লেখ হয়েছে ।
তুলির অন্তবে—তুলো বা লেপের ভিতরে

মন্তব্য ঃ হেমন্ত ও শিশির ঋতুর বর্ণনায় আলাওল অনেকটাই মুলানুসারী । দোহা অংশের অনুবাদগুলি অবশ্য অনুপস্থিত ।

এই মতে রত্নসেন পদ্মাবতি পাস[১] ।
সরঋতু[২] নির্ব্বাহিল নানা ভোগ রস[৩] ॥
সরঋতু[৪] কেলি জদি হইল সমাদান[৫] ।
হিরামনি ষুক আইল দুহ[৬] বিদ্যমান[৭] ॥
কান্দি ২ কহে ষুক দুহান[৮] গোচব ।
মৃত্তুকাল আসি মোর হইল নিওব[৯] ॥
আজ্ঞা হইলে[১০] এবে মুই জম্মভুমী গিয়া ।
জাতি বিত্তি ধর্ম্ম মোর বনফল খাইয়া ॥
তোমার সেবাএ কল্য[১১] নানাবিধ[১২] ভোগ ।
অন্তকালে জাতি বিত্তি[১৩] মহাধর্ম্ম যুগ ॥
শক্তি অনুরূপ দোহানেব সেবা কল্য[১৪] ।
বুধ[১৫] বসে যুগ্যা যুগ্য[১৬] আনি মিলাইল[১৭] ॥
মেলানি দেযরে এবে পিন্ডবনে জাইনু[১৮] ।
জম্ম পীত্রিভুমি দেখী সবির তেজিমু ॥
যুনি নৃপ আখিযুগ জলে পুন্ন হইয়া ।
বিস্তর কান্দিলা ষুক কণ্টে লাগাইয়া ॥
তুমী মোর গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা ।
ভোবন দুল্লব রত্ন আনি মিলাইলা ॥
প্রাণ দিলে তোমার যুধিতে[১৯] নারি ধার ।
তুমি চলি[২০] জাইবা পুরি করি অন্দকার ॥
তবে পদ্মাবতী ষুক লাগাই গলাএ ।
কুহুরি কান্দএ কন্যা[২১] অতি উঞ্চ রাএ ॥
একবার বিবোরি[২২] বহুল[২৩] দুক্ষ দিলা ।
স্বামিরত্ন মিলাইআ প্রাণ সান্ত কল্যা ॥
মোহাষুখ[২৪] দিলা মিলাইআ জগ্য[২৫] ষামি ।
নহে কদাচিত বর ন বরিত আমি ॥
চিরদিন ন পারিলু[২৬] তোমাবে সেবিতে ।
এই দুক্ষ শতত[২৭] রহিল মোর চিত্তে[২৮] ॥

১ পাসে ২ সংটরিত ৩ বসে ৪ সংটরিতে ৫ সামাদান ৬ দোহ ৭ বিধ্যমান ৮ দোহাব ৯ নিঅর ১১ আজ্ঞা হৈলে ১১ খাইলুম ১২ নানা ফল ১৩ নিজ বেত্তি ১৪ কৈলুম ১৫ বিধি ১৬ জৈগ্যে ২ ১৭ মীলাইলুম ১৮ মেলানি প্রসাদ মাগী বৃন্দাবনে জাইমু ১৯ যুদিতে ২০ তুমি ত ২১ কৈন্যা ২২ বিশ্চেদে ২৩ বহু ২৪ মোহাষুক ২৫ জৈগা ২৬ না পারিলাম ২৭ সতেত ২৮ চিতে

এই মতে রত্নসেন পদ্মাবতী পাশে ।
ষড়ঋতু নির্বাহিল নানা ভোগ রসে ॥
ষড়ঋতু কেলি যদি হৈল সমাধান ।
হীরামণি শুক আইল দোহ বিদ্যমান ॥
কান্দি কান্দি কহে শুক দোহার গোচর ।
মৃত্যুকাল আসি মোর হৈল নিয়র ॥
আজ্ঞা হৈলে এবে মুই জন্মভূমি গিয়া ।
জাতিবৃত্তি ধর্ম মোর বনফল খাইয়া ॥
তোমার সেবায় কৈল নানাবিধ ভোগ ।
অন্তকালে জাতিবৃত্তি মহাধর্মযোগ ॥
শক্তি অনুরূপ দোহানের সেবা কৈল ।
বিধিবশে যোগ্যে যোগ্যে আনি মিলাইল ॥
মেলানি দেওত এবে বিন্ধ্যাবণ্যে জাইমু ।
জন্ম পিতৃভূমি দেখি শরীর তেজিমু ॥
শুনি নৃপ আঁখিযুগ জলপূর্ণ হৈয়া ।
বিস্তব কান্দিল শুককণ্ঠে লাগাইয়া ॥
তুমি মোব গুরু হইয়া তত্ত্ব জানাইলা ।
ভুবনদুর্লভ রত্ন আনি মিলাইলা ॥
প্রাণ দিলে তোমার শুধিতে নারি ধার ।
তুমি চলি যাইবা পুরী করি অন্ধকার ॥
তবে পদ্মাবতী শুক লাগাই গলায় ।
কুহরি কান্দয় কন্যা অতি উচ্চ রায় ॥
একবারে বিচ্ছেদে বহুল দুঃখ দিলা ।
স্বামীরত্ন মিলাইয়া প্রাণ শান্ত কৈলা ॥
মহা সুখ দিলা মিলাইয়া যোগ্য স্বামী ।
নহে কদাচিত বর না বরিত আমি ॥
চিরদিন না পারিলু তোমারে সেবিতে ।
এই দুঃখ সতত রহিল মোর চিতে ॥

শব্দার্থ টীকা : নিয়র—নিকট
মেলানি—বিদায়
বিন্ধ্যাবণ্যে—বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যে ; 'ঢা' পুঁথিতে পিন্ডবন, আবার 'বা' পুঁথিতে বৃন্দাবন ।
উচ্চ রাগ—উচ্চ স্বরে

মন্তব্য : দশম স্তবকের পর জায়সীর পদমাবৎ কাব্যে বর্তমান পরিচ্ছেদের সমাপ্তি । আলাওল কিন্তু এই পরিচ্ছেদটি শেষ করেছেন মূলবহির্ভূত হীরামণি পাখীর মৃত্যুসংবাদ বর্ণনা করে ।

নৃপতি গন্দর্ব[১] সব বহুল কান্দিলা ।
চম্পাবতি রানি ষুনি অনুষুচ কল্যা ।।
সব সখী সহছরি কান্দে উঞ্চ রাএ[২] ।
নিরোশ্চাহা দেস খন্ড[৩] ষুকে এরি জাএ[৪] ।।
মেলানি করিয়া[৫] ষুক জন্মভুমী গিয়া ।
জোগ ভাবি ষুর্গে গেলা তনু বিসর্জিয়া ।।
জন্মিলে অবস্য[৬] মৃত্তু নাহিক এরান ।
জিবনে চিন্তএ সুন জার আছে জ্ঞান[৭] ।।
কথাতে থাকিআ আইল কথা পুনি জাইব ।
বুধিমন্ত হইলে পুনি[৮] পন্ত উদ্দেসীব ।।
আপনে আপনা চিন্ত মনস্য[৯] জনমে ।
নিষ্ফল নবক কর্ম্ম[১০] সংসার ভবমে ।।

শ্রীযুত[১১] মাগন বিদগদ[১২] সিরমনি ।
আলাওল স্থানে কথা জিজ্ঞাসীলা পুনি ।।
চিতাউরে নাগমতি কি রুপে আছিল ।
কোন মতে[১৩] রত্নসেন দেসেত চলিল ।।
মধুর আদেস তান ষুনি কুতুহলে ।
পয়ার রচিয়া কহে হিন আলাঅলে[১৪] ।।*

১ গন্দ্রব ২ সহচাবি গণ কান্দে অতি উঞ্চরাএ ৩ নিটুর হৃদএ হৈআ
৪ 'বা' পুথিতে অতিবিক্ত পংক্তি—
তথা বত্নসেন পদ্মাবতি সম্বাসীআ ।
বনান্তবে গেল ষুক কান্দিআ ২ ।।
৫ মাগীআ ৬ যাবৈস্য ৭ জিবনে চিন্তহ জাব য়াছে ভাল জ্ঞান ৮ এই
৯ মনিস্য ১০ জর্ম্ম ১১ ছিবিজোত ১২ ধিরগদ ১৩ কনমতে
১৪ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তিব পুষ্পিকা—
ধীর স্থির ষুদ্ধমতি ছিরি কামন্দরয়ালি ।
আবুল হোচনে লেখে উত্তম পঞ্চালি ।।
* আলি আহসানেব পদ্মাবতী সংস্কবণটি এখানেই সমাপ্ত ।

নৃপতি গন্ধর্ব শুনি অনুশোচ কৈলা ।
চম্পাবতী রাণী শুনি বহুত কান্দিলা ।।
সব সখী সহচরী কান্দে উচ্চরায় ।
নিরুৎসাহে দেশখন্ড শুক এড়ি যায় ।।
মেলানি করিয়া শুক জন্মভূমি গিয়া ।
যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জিয়া ।।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক এড়ান ।
জীবনে চিন্তহ যার আছে ভাল জ্ঞান ।।
কোথাত থাকিয়া আইল কোথা পুনি যাইব ।
বুধিবন্ত হৈলে এই পন্থ উদ্দেসিব ।।
আপনে আপনা চিন্ত মনিষ্য জনমে ।
নিষ্ফল নরক কর্ম সংসার ভরমে ।।

শ্রীযুত মাগন বিদগধ শিবোমণি ।
আলাওল স্থানে কথা জিজ্ঞাসিলা পুনি ।।
চিতাউরে নাগমতি কিরূপে আছিল ।
কোনমতে রত্নসেন দেশেত চলিল ।।
মধুর আদেশ তান শুনি কুতূহলে ।
পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওলে ।।

মন্তব্য : জায়সীর কাব্যে হিরামনের বিদায় ও মৃত্যুসংবাদ নেই । রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিবাহ ও মিলনের পর থেকে পদ্মাবৎ কাব্যে হিরামন অদৃশ্য । আলাওল এতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ষট্ঋতুবর্ণনের শেষে হীরামণির স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ও যোগমৃত্যু বর্ণনা করেছেন । হীরামণির যোগমৃত্যুবর্ণনা উপলক্ষে আলাওলের তত্ত্বকথার মধ্যে সুফীধর্মের 'ফণা' বা নির্বাণবাদী মতবাদ প্রকাশিত । ষট্-ঋতুবর্ণন খন্ডের শেষে পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী কাব্যের প্রথম পর্ব সমাপ্ত ।

নাগমতি বিয়োগ খণ্ড

নাগমতির বারমাসী

চিতাউরে থাকি পন্ত হেরে নাগমতি।
মোর কর্ম্মদোসে ফিরি ন আইল[১] পতি ॥
পরিল নাগর কোন[২] নাগরিব বস।
চিত্ত হোন্তে দূর কল্য মোর প্রেমরস ॥
যুক[৩] কাল হইয়া[৪] লৈয়া গেল মহারাজ[৫]।
পতি বিনে সতির জিবন কোন কাজ ॥
বয়ন[৬] হইয়া বলি ছলিল মুরারি।
গোপিচন্দ্র[৭] নিল জেন জুগী জালন্দরি[৮] ॥
অক্রুরে লইয়া কৃষ্ণ হইল আলোপ[৯]।
অনাথ[১০] জগত হইল জথ গোপী[১১] গোপ ॥
তেন যুকে লইয়া গেল মোর প্রানশ্বর।
না কল্য[১২] পন্ডিত হইয়া[১৩] নারিবধ ডর ॥
বিরহে জরিত তনু আছে মাত্র শ্বাস[১৪]।
অতি[১৫] ক্লেসে বিরহিনি কান্দে[১৬] বারমাস ॥*

প্রথম আসার মাস বরিসা প্রবেস[১৭]।
মোর খন্ডব্রথ[১৮] ফল পহু নাহি[১৯] দেস ॥
পুন্নিত[২০] গগন ঘন বরিক্ষে সঘন।
পতি বিনু[২১] হতভাগি নিষ্ফল জিবন ॥

শ্রাবনে বরিসে মেঘ ধারে অনিবার[২২]।
নির্ঝর বরিসা[২৩] রাত্রি দিন একাকার ॥
ঝিঙ্কুর সিখিনি ভেগ[২৪] পাপিহার রোলে।
প্রান দহে অভাগিনি[২৫] কান্ত নাহি কোলে ॥

চিতাউরে থাকি পন্থ হেরে নাগমতি।
মোর কর্মদোষে ফিরি না আইল পতি ॥
পড়িল নাগর কোন নাগরীর বশ।
চিত্ত হোন্তে দূর কৈল মোর প্রেম বস ॥
শুক কাল হৈয়া লৈয়া গেল মহারাজ।
পতি বিনে সতীর জীবনে কোন কাজ ॥
বামন হইয়া বলি ছলিল মুরারি।
গোপীচন্দ্র নিল যেন যোগী জালন্ধরী ॥
অক্রুরে লইয়া কৃষ্ণ হইল আলোপ।
অনাথ জগৎ হৈল যত গোপী গোপ ॥
তেন শুকে লইয়া গেল মোর প্রাণেশ্বর।
না কৈল পন্ডিত হৈয়া নারীবধ ডর ॥
বিরহে জরিত তনু আছে মাত্র শ্বাস।
অতি ক্লেশে বিরহিণী কান্দে বারমাস ॥ (জা. ১)

প্রথম আষাঢ় মাস বরিষা প্রবেশ।
মোর খন্ডব্রতফলে পহু নাহি দেশ ॥
পূর্ণিত গগন ঘন বরিখে সঘন।
পতি বিনে হতভাগী নিষ্ফল জীবন ॥ (জা.৪)

শ্রাবণে বরিষে মেঘধারে অনিবার।
নিঝরে বরিখে রাত্রি দিন একাকার ॥
ঝিঙ্কুরে শিখিনী ভেক পাপিয়ার রোলে।
প্রাণ দহে অভাগিনী কান্ত নাহি কোলে ॥ (জা.৫)

১ আসীল ২ কন ৩ বুআ ৪ হই মোর ৫ রাজ ৬ বাঅন ৭ গুপীচন্দ্র ৮ দেসান্তরি ৯ আলুপ ১০ অনাত ১১ গুপী ১২ কৈল ১৩ হই ১৪ শ্ব্যাস ১৫ পতি ১৬ গাহে ১৭ প্রভেস ১৮ ব্রত ১৯ পর ২০ পুন্নাত ২১ বিনে ২২ শ্রবনে বরিক্ষে মেঘে ধারা অনিবার ২৩ নির্ঝরে বরিক্ষে ২৪ ভেগে ২৫ বিরহিনি

* হরিবর সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত দুইপংক্তি—
রাণীর বিলাপ দুঃখ না সহে পরাণে।
মাগনে আরতি লই আলাওলে ভনে ॥

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ। তবে পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণের কবচকুন্ডল হরণ-প্রসঙ্গটি মূলে আছে, কিন্তু অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলে আছে গরুড় কর্তৃক কৃষ্ণ-গোপন, অনুবাদে তা অক্রুরের রথে কৃষ্ণের মথুরাগমনে পরিণত। দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত।

মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকদুটি বাদ দিয়ে চতুর্থ স্তবক থেকে আলাওলের বারমাসী বর্ণনার আরম্ভ। দ্বিতীয় স্তবকে নাগমতির বিরহদশা এবং তৃতীয় স্তবকে পরিজনদের সান্ত্বনা বাণী অনুবাদে বর্জিত। অনুবাদের বারমাসী বর্ণনাগুলি মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলে যেখানে চৌপাঈ ও দোহা মিলে ষোড়শ চরণের এক একটি স্তবকে এক এক মাসের বিরহ বর্ণিত, অনুবাদে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসের বিরহবর্ণনা মাত্র চারটি চরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মূলের বারমাসী বর্ণনার অনুবাদ নতুন করে বঙ্গীয় মঙ্গলকাব্যের রীতিতে রচিত।

ভাদ্রেত তমিনি[১] ঘোরতম অতিসএ।
নানা অস্ত্র অনিবার মদনে খেপএ ॥
বিজ খর্গ বান ধরে[২] বজ্র গোলাঘাত[৩]।
প্রভু বিনু রমনির[৪] জিবন উৎপাত ॥

আশ্বীনে প্রকাস[৫] নিসি নির্ম্মল গগন।
গৃশ্ব[৬] অর্ধ অহ জিনি চন্দ্রের কিরন ॥
সকলের মতে[৭] চন্দ্র রাহু মোর মতে।
মুদিতে[৮] কমল আখি[৯] চন্দ্রের উদিতে ॥

কাত্তিকে অখন্ড[১০] উগি যুখাইল নির।
চন্দ্র দাহে যুথি উরু সবসত সিব[১১] ॥
পর্ব্ব দেউয়ারি[১২] ঘরে ২ যুখ ভোগ।
নিজ পতি বিনে মোর ভোগে ভেল[১৩] রোগ ॥

আগ্রনে[১৪] দির্ঘল নিসি খর্ব্ব ভেল দিন।
প্রিয়া বিনু একশ্ববি[১৫] সিতে তনু খিন ॥
নবিন ভোগতিভোগ ঘরে ২ যুখী[১৬]।
মুই অনাথিনি প্রাননাথ বিনু দুঃখী[১৭] ॥

পোসেত প্রবল সিত তরুনি ওখার[১৮]।
সকল জগত জেন দেখ ধুম্রকার[১৯] ॥
হেনকালে প্রভু বিনু বিরহ আনলে।
অবিবত মোর হিয়া দগধে ন জলে[২০] ॥

মাঘেত হেমন্ত[২১] ঋতু[২২] সিতের[২৩] একান্ত।
জলি ২ দহে প্রান কোরে নাহি কান্ত[২৪] ॥
অগ্নিসম উশ্ব যুয্যা[২৫] বিরহ হুতাসে।
প্রান লইয়া ধাএ সীত দহন তরাসে ॥

ফাল্গুনে প্রবেস হইল[২৬] দক্ষিন পোবন।
বাউকুন্ড ঘুম্নিত সমান মোর মন ॥
মোর অঙ্গ পরসি পোবন জথা জাএ।
তরুকুল পত্র ঝরি পরএ সদাএ ॥

১ ভাদ্রে তৃমনিসী ২ বনে ধারা ৩ হএ ঘাত ৪ বিরহিনি ৫ প্রবেস ৬ গ্রিস ৭ মনে ৮ মুদিত ৯ য়াখী ১০ উগ্রিস ১১ চন্দ্র দহে যুসীল উরুসে সীত সীর ১২ পরব দেওয়ারি ১৩ গেল ১৪ আগ্রানে ১৫ পাউ বিনে একাম্ববি ১৬ যুক ১৭ মুই অনাতিনি প্রাননাত বিনে দুকে ১৮ তরল উসার ১৯ দেখী ধুর্মাকার ২০ ধক ২ জলে ২১ হেমত ২২ রিত ২৩ সীতেত ২৪ জলিয়া ২ মরি কোলে নাই কান্ত ২৫ সৈশ্যা ২৬ প্রবল বহে

ভাদ্রে তমোনিশি ঘোর তম অতিশয়।
নানা অস্ত্র অনিবার মদনে ক্ষেপয় ॥
বিজ খড়্গবাণ ধরে বজ্র গোলাঘাত।
প্রভু বিনে রমণীর জীবন উৎপাত ॥ (জা.৬)

আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্মল গগন।
গ্রীষ্ম অর্ধ অহ জিনি চন্দ্রের কিরণ ॥
সকলের মতে চন্দ্র রাহু মোর মতে।
মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রের উদিতে ॥ (জা.৭)

কার্তিকে অখন্ড উগি শুখাইল নীর।
চন্দ্রদাহে শুষি নিল সরস শরীর ॥
পরব দেওয়ালি ঘরে ঘরে সুখভোগ।
নিজ পতি বিনে মোর ভোগে ভেল রোগ ॥ (জা.৮)

অঘ্রাণে দীঘল নিশি খর্ব ভেল দিন।
প্রিয়া বিনে একেশ্বরী শীতে তনু ক্ষীণ ॥
নবীন ভোগাতিভোগ ঘরে ঘরে সুখী।
মুই অনাথিনী প্রাণনাথ বিনে দুঃখী ॥ (জা.৯)

পৌষে প্রবল শীত তরুণী ওখার।
সকল জগৎ যেন দেখী ধুম্রাকার ॥
হেনকালে প্রভু বিনে বিরহ আনলে।
অবিরত মোর হিয়া ধক ধক জ্বলে ॥ (জা.১০)

মাঘেতে হিমন্ত ঋতু শীতের একান্ত।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরি কোলে নাই কান্ত ॥
অগ্নিসম উষ্ণশয্যা বিরহ হুতাশে।
প্রাণ লৈয়া ধায় শীত দহন তরাসে (জা.১১)

ফাল্গুনে প্রবল বহে দক্ষিণ পবন।
বায়ুকুন্ড ঘূর্ণিত সমান মোর মন ॥
মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়।
তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায় ॥ (জা. ১২)

শব্দার্থ টীকা : বিজ খড়্গবাণ—বিদ্যুতের তরবারি ও শর। মূলে এই উপমা আছে আষাঢ় বর্ণনা প্রসঙ্গে।
অখন্ড উগি—অখন্ড মন্ডলাকার চন্দ্রোদয়ে। বিরহিণীর শ্বাস, যার ফলে নীর শুকিয়ে গেল।

মন্তব্য : কোনো মাসের বর্ণনাই মূলানুগ নয়। কদাচিৎ আরম্ভ পংক্তিটি ছাড়া বাকি চরণগুলি অনুবাদে নবরচিত।

চৈত্রেত[১] বসন্ত আইল কাম সেনাপতি।
নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতি ॥
কুকিল ভ্রমর[২] পুষ্প[৩] নবিন পল্লব।
অধিক দহএ প্রান[৪] সমীর সৌরব ॥

বৈসাখে বিদরে[৫] মহি অরুন প্রবল।
ভষ্ট[৬] ভেল বাউজল বিরহ আনল ॥
মিত্র হইয়া কমল[৭] নাসএ[৮] দিনমনি।
পতি বিনে কেমতে সহিব কমলিনি ॥

জৈষ্টেত আনল রবি বরিখে[৯] সদাএ।
যুগ[১০] সম অহ দির্ঘ সহন ন জাএ ॥
পুষ্ফরেনু চন্দনে ছিন্ডএ সখীগনে[১১]।
ভস্ববত হএ সেহ[১২] অঙ্গ পরসনে[১৩] ॥

কান্দি ২ রমনি গোমাএ[১৪] বারমাস।
কান্ত বিনে সান্ত নহে বিরহ হুতাস ॥
অঙ্গে পাখা নাহি পতি পাসে উরি জাম।
বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাম[১৫] ॥*

গুঞ্জা হইয়া হৈল সেহ[১৬] কনক তুলন।
বিরহ আনলে দহে[১৭] স্যামল বদন ॥
বচন ন স্ফুরে দুঃখ অবধি[১৮] কহিতে।
জলপুন্নে আখী পন্তে[১৯] ন পারি হেরিতে ॥
অতি তিখ্ন তনু মোর বিরহ আনলে।
জাহারে কহম দুঃখ[২০] সেই জন জলে ॥
যুন রে জলধ অলি পিক দ্বিজরাজ।
বিরাহিনি অবলা বধিয়া নাই[২১] কাজ ॥
প্রিয়া[২২] পাসে ত্বরিত গমনে চলি জাও।
আমার বিরহ দুঃখ কিঞ্চিত[২৩] জানাও ॥

১ চন্দ্রেতে ২ ভোমর ৩ পুষ্ফ ৪ পুঙ্ফ ৫ বৈসাগে বিধরে ৬ ভ্রষ্ট ৭ কমলে ৮ না সহে ৯ বরিক্ষে ১০ জোগ ১১ পুষ্ফ যাব চন্দন সীঞ্চএ সখীগণ ১২ সেই ১৩ পরসন ১৪ গোঅাএ ১৫ সাম্বাদ পাঠাম

* 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত দু পংক্তি—
মাসা রক্ত নাই দেহে টুটীল সর্কতি।
চৌক্ষবাটে নিস্বরিল হই রাতি ২ ॥

১৬ গুঞ্জর হইল সেই ১৭ দহি ১৮ অধিক ১৯ রাখীপন্ত ২০ দুক্ষ ২১ কন ২২ পহু ২৩ প্রভুরে

চৈত্রেত বসন্ত আইল কামসেনাপতি।
নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতী ॥
কোকিল ভ্রমর পুষ্প নবীন পল্লব।
অধিক দহয় প্রাণ সমীর সৌরভ ॥ (জা.১৩)

বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবল।
ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহ আনল ॥
মিত্র হৈয়া কমল নাশয় দিনমণি।
পতি বিনে কেমতে সহিব কমলিনী ॥ জা.১৪)

জ্যৈষ্ঠেত আনল রবি বরিখে সদায়।
যুগ সম অহ দীর্ঘ সহন না যায় ॥
পুষ্পরেণু চন্দনে ছিটায় সখীগণে।
ভস্মবৎ হয় সেহ অঙ্গ পরশনে ॥ (জা.১৫)

কান্দি কান্দি রমণী গোঁয়ায় বারমাস।
কান্ত বিনে শান্ত নহে বিবহ হুতাশ ॥
অঙ্গে পাখা নাহি পতি পাশে উড়ি যাম।
বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাম ॥
মাংস রক্ত নাহি দেহে টুটিল শকতি।
চক্ষুবাটে নিঃসরিল হই রাতি রাতি ॥ (জা.১৭)

গুঞ্জা হৈয়া হৈল সেহ কনক তুলন।
বিরহ আনলে দহি শ্যামল বরণ ॥
বচন না স্ফুরে দুঃখ অবধি কহিতে।
জলপূর্ণ আঁখি পথে না পারি হেরিতে ॥
অতি তীক্ষ্ন তনু মোর বিরহ আনলে।
যাহারে কহম দুঃখ সেইজন জ্বলে ॥
শুন রে জলদ অলি পিক দ্বিজরাজ।
বিরহিণী অবলা বধিয়া কোন কাজ ॥
প্রভুপাশে ত্বরিত গমনে চলি যাও ॥
আমাব বিরহদুঃখ প্রভুরে জানাও ॥ (জা.১৮-১৯)

শব্দার্থ টীকা : গুঞ্জা—কুঁচ ফল।
দ্বিজরাজ—চন্দ্র

মন্তব্য : মূলের ষোড়শ স্তবকটিতে নিরাশ্রয়া নাগমতির জবানীতে কুটির নির্মাণের খুঁটি ও ছাউনির প্রতীক চিত্রটি অনুবাদে স্তবক সমেত অদৃশ্য। সপ্তদশ স্তবকের অনুবাদে মূলের অনেকটাই নেই। কেবল রক্তমাংসহীনা নাগমতির নয়ন-পথ দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরার চিত্রটি মূলানুগ। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ স্তবকের অনুবাদ স্তবকটিতেও মূলের অল্পই বজায় আছে। গুঞ্জাফলের চিত্রটিই মূলানুগ; মূলে আছে দৌত্যকার্যের জন্য নাগমতির কেবল পাখীদের কাছেই আবেদন, কিন্তু অনুবাদে আবেদন জানানো হয়েছে মেঘ, ভ্রমর, চন্দ্র এবং কোকিলের কাছে।

নিবেদিয়া[১] নাগমতি বিরহ আনলে।
দহিয়া স্যামল হৈল আমার সকালে ॥
ষুন কাক আখি দেহ[২] জদি[৩] লই জাও।
প্রভুরে দেখাই তিলে তুমি নিয়া খাও ॥
ষুনরে পোবন তুমি অতি সিগ্রগতি।
মোর দুক্ষ কহ গীআ জেথা[৪] প্রাণপতি ॥
ষুনহ পবন জাও নিজ বর পাসে[৫]।
মোর দুক্ষ কথা জথ[৬] করহ প্রকাসে[৭] ॥
এই মতে জনে ২ দুক্ষের কথন।
কহিলা সম্বাদ[৮] না দিলেক কোন জন[৯] ॥
দুরে থাকি পোরে মন[১০] বিরহ হুতাসে।
নিকটে ন য়াইসে অতি[১১] দহন তরাসে ॥
দুক্ষিনির দুক্ষ কেহো[১২] ষুন হেন[১৩] নাই।
কান্দি ২ করজোরে শ্বরিল গোসাই ॥

আএ প্রভু নিরঞ্জন নিলক্ষের লক্ষ[১৪]।
কাতর জনের মাত্র তুমি সে সপক্ষ[১৫] ॥
ত্রিজগতে কোনে[১৬] বুঝে তোমার মরম।
নৃপতিরে তিলে কর[১৭] ভিক্ষুক অধম ॥
জদি কৃপা কর তুমি প্রভু কৃপামএ।
দুখিজনে তিলেক অতুল ষুখ[১৮] হএ ॥
ষুখ দিয়া নৃপগৃহে কল্যা অনাথিনি[১৯]।*
সংসারের লোকে জথ দুখ ষুখ পাএ[২০]।
তোমার গোচরে সব আছএ সদাএ[২১] ॥
সংসারের সার তুমি প্রভু কৃপামএ[২২]।
মুঞি অনাথিনি[২৩] প্রতি হইয়া সদএ ॥
মোর শ্বামি মনে কৃপা দেও মোর প্রতি।
ব্রেথ[২৪] নহে তোমা আগে দুখের[২৫] কাকুতি ॥
তোমা না ভজিয়া হৈল[২৬] দুখের ভাজন।
এবে কৃপা কর নাথ লইলু[২৭] শ্বরণ ॥
দুর দেসে গেল পতি ন পাইল সন্দেস[২৮]।
হেন জন নাহি লইতে প্রভুর উদ্দেস[২৯] ॥
দুঃখিনের কাকুতি ষুনিয়া কৃপামএ।
দয়াল চরিত্র প্রভু হইলা সদাএ[৩০] ॥

১ নিবেদেএ ২ কাটী ৩ দিএ ৪ জথা ৫ ষুর সসী দোহ জাই কহ প্রভু পাস ৬ তথা ৭ প্রকাস ৮ উত্তর ৯ কনজন ১০ জথ ১১ কেহ ১২ হেন ১৩ কেহ ১৪ নিলৈক্ষের লৈক্ষ ১৫ সপৈক্ষ ১৬ কনে ১৭ করো তিলে ১৮ ষুখী ১৯ মোরে রানি।

* ছাড় পংক্তি, মোরে কৈলা রানি/বিচ্ছেদ করিআ মোরে কৈলা অনাথিনি ২০ দুক্ষ ষুক পাএ জথ ২১ বেকত ২২ দয়ামএ ২৩ অনাথিনি ২৪ বেথা ২৫ দুক্ষের ২৬ হৈলুম ২৭ লইলুম ২৮ উদ্দেস ২৯ সন্দেস ৩০ সদএ

নিবেদয় নাগমতি বিরহ আনলে।
দহিয়া শ্যামল হৈল আমার সকলে ॥
শুন কাক আখি কাটি যদি লই যাও।
প্রভুরে দেখাই তিলে তুমি নিয়া খাও ॥
শুনরে পবন তুমি অতি শীঘ্র গতি।
মোর দুঃখ কহ গিয়া যথা প্রাণপতি ॥
সুর শশী দোহ যাই কহ প্রভু পাশ।
মোর দুঃখ কথা তথা করহ প্রকাশ ॥
এই মতে জনে জনে দুঃখের কথন।
কহিলা সংবাদ না দিলেক কোন জন ॥
দুরে থাকি পোড়ে মন বিরহ হুতাশে।
নিকটে না আইসে কেহ দহন তরাসে ॥
দুঃখিনীর দুঃখ কেহ শুনে হেন নাই।
কান্দি কান্দি করজোড়ে স্মরিল গোঁসাই ॥

আহা প্রভু নিরঞ্জন নিলক্ষ্যের লক্ষ্য।
কাতর জনের মাত্র তুমি সে স্বপক্ষ ॥
ত্রিজগতে কোনে বুঝে তোমার মরম।
নৃপতিরে তিলে কর ভিক্ষুক অধম ॥
যদি কৃপা কর তুমি প্রভু কৃপাময়।
দুঃখীজন তিলেক অতুল সুখী হয় ॥
সুখ দিয়া নৃপগৃহে মোরে কৈলা রাণী।
বিচ্ছেদ করিয়া পতি কৈলা অনাথিনী ॥
সংসারের লোক যত দুঃখ সুখ পায়।
তোমার গোচরে সব আছয়ে সদায় ॥
সংসারের সার তুমি প্রভু কৃপাময়।
মুঞি অনাথিনী প্রতি হইয়া সদয় ॥
মোর স্বামী-মনে কৃপা দাও মোর প্রতি।
বৃথা নহে তোমা আগে দুঃখের কাকুতি ॥
তোমা না ভজিয়া হৈল দুঃখের ভাজন।
এবে কৃপা কর নাথ লইলু শরণ ॥
দুর দেশে গেল পতি না পাই উদ্দেশ।
হেন জন নাহি লৈতে প্রভুর সন্দেশ ॥
দুঃখিনীর কাকুতি শুনিয়া কৃপাময়।
দয়াল চরিত্র প্রভু হইলা সদয় ॥

মন্তব্য ঃ বর্তমান স্তবকদ্বয় মূলে নেই। কাক, পবন, সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি নাগমতির আবেদন স্তবকটি অনুবাদকের নব সংযোজন। শেষ স্তবকে ঈশ্বরের কাছে নাগমতির প্রার্থনাও মূলে অনুপস্থিত। নাগমতির ভক্তিপ্রার্থনার মধ্যে কবিরও ভক্তি মিশে গেছে।

নাগমতি সন্দেশ খণ্ড

এক বিহঙ্গমা পক্ষি আছিল উদ্যানে[১] ।
বিরহীনি[২] প্রতি মায়া[৩] ছিল তার মনে ॥
বিরহিনি কাতরতা দেখীয়া বিসম ।
অর্দ্ধ নিসী হাঙ্কিয়া[৪] বলিলা[৫] বিহঙ্গম ॥
ন[৬] কান্দ ২ কন্যা[৭] চিত্য কর স্থির ।
তোর দুঃখ[৮] না সহএ[৯] আমার সরির ॥
মোর জ্ঞাতি পক্ষি[১০] সব বিরহ আনলে ।
তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত জলে ॥
তোমার পতির পাসে সিগ্র[১১] আমি জাইব[১২] ।
বিরহ বেদনা তোর সকল কহিব[১৩] ॥
ধর্ম্ম আচরিয়া কন্যা[১৪] স্থির[১৫] কর মন ।
তুমি শান্ত হইলে শান্ত হৈব পক্ষিগণ[১৬] ॥*
দুখের সন্দেস লই বিহঙ্গ[১৭] উরিল ।[১৮]
সেই ধুম্রে[১৯] জলধ স্যামল বন্ন হইল ।[২০]
ফুলিঙ্গ[২১] উরিয়া পৈল চান্দের উপর ।
অন্তরে স্যামল তৈল ভেল সসোধর ॥
উরিতে[২২] ঝারিল পাখা যুন্যের[২৩] উপর ।
উল্কা[২৪] পাত হেন তারে[২৫] বোলে সব নর ॥
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন ।
জলধি হইল তেই পুন্নিত লবণ ॥
ত্বরিত গমনে গেল সিংগল নগর ।
সমুদ্রেব তিরে[২৬] এক মোহাতরুবর ॥
তার সাথে পরি পক্ষি বিশ্রাম করএ ।
কিরূপে কহিব বার্ত্তা[২৭] মনেত ভাবএ ॥

১ উন্ধানে ২ বিরহিনি ৩ দয্যা ৪ হাঙ্কাবি ৫ বুলিল ৬ না ৭ কৈন্যা ৮ দুক্ষে ৯ দহিলেক ১০ পাখী ১১ সীগ্রে ১২ জাই ১০ বিরহ বেদনা সব কহিব বুজাই ১৪ কৈন্যা ১৫ স্তির ১৬ তুমী সান্ত হৈলে পক্ষির সান্ত মন

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পক্ষি হৈয়া বিরহা সহিতে নারি আই ।
নারি হই মরমদুক্ষ কৈলা পক্ষিটাই ॥
পক্ষি বোলে সীঙ্গলেতে করিবাম গতি ।
সান্ত হও তুমী না কান্দিঅ নাকমতি ॥

১৭ উরে ১৮ কিজম ১৯ ধুম্মে ২০ ভ্রম ২১ ফুলাঙ্গ ২২ উরিআ ২৩ সৈন্যের ২৪ উন্যা ২৫ তাকে ২৬ সমুদ্র কুলেতে ২৭ কথা

এক বিহঙ্গমা পক্ষী আছিল উদ্যানে ।
বিরহিণী প্রতি দয়া ছিল তার মনে ॥
বিরহিণী কাতরতা দেখিয়া বিষম ।
অর্দ্ধনিশি হাহ্কারি বলিলা বিহঙ্গম ॥ (জা.১)

না কান্দ না কান্দ কন্যা চিত্ত কর স্থির ।
তোমা দুঃখ দহিলেক আমার শরীর ॥
মোর জ্ঞাতি পক্ষী সব বিরহ আনলে ।
তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত জ্বলে ॥
তোমার পতির পাশে শীঘ্র আমি যাই ।
বিরহ বেদনা তোর কহিব বুঝাই ॥
ধর্ম আচরিয়া কন্যা স্থির কর মন ।
তুমি শান্ত হৈলে শান্ত হৈব পক্ষীগণ ॥
পক্ষী বলে সিংহলেতে করিবাম গতি ।
শান্ত হও তুমি না কান্দিও নাগমতি ॥

দুঃখের সন্দেশ লই বিহঙ্গ উড়িল ।
সেই ধুম্রে জলদ শ্যামলবর্ণ হৈল ॥
স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া পৈল চান্দের উপর ।
অন্তরে শ্যামল তেই ভেল শশধর ॥
উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর ।
উল্কাপাত হেন তারে বলে সব নর ॥
সমুদ্র উপর দিয়া করিল গমন ।
জলধি হইল তেই পূর্ণিত লবণ ॥
ত্বরিত গমনে গেল সিংহল নগর ।
সমুদ্রের তীরে এক মহাতরুবর ॥
তার শাখে পড়ি পক্ষী বিশ্রাম করয় ।
কিরূপে কহিব কথা মনেত ভাবয় ॥ (জা.৫)

মন্তব্য : বর্তমান খন্ডের আরম্ভে ঘটনাগত অনুসরণ ছাড়া মূলের সংগে অনুবাদের বিপুল প্রভেদ। মূলে বিহঙ্গ-প্রশ্নের উত্তরে চারটি স্তবক জুড়ে নাগমতির বিচিত্র বিরহ নিবেদনের আর্তিগুলি অনুবাদে সম্পূর্ণই বর্জিত। তার পরিবর্তে অনুবাদে প্রাধান্য পেয়েছে বিরহিণী নাগমতির প্রতি সান্ত্বনাবাণী, যা মূলে অনুপস্থিত। জায়সী যেখানে বিরহিণীর ভাবার্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আলাওল সেক্ষেত্রে ঘটনাবৃত্তকেই অনুসরণ করেছেন। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ। দোহার একাংশ মাত্র অনুদিত।

সঙ্কট সুসম হএ বিধি হএ দয়া[১] ।
সেই দিনে রত্নসেনে করএ মৃগয়া[২] ।।*
বহুল বরাহ মৃগ গোধিকা[৩] সান্দুল ।
মইস[৪] গণ্ডক আদি মারি[৫] পষুকুল ।।
হেনকালে এক মৃগ মহা ভএ পাইয়া[৬] ।
নৃপতি সমুখে দিয়া চলিলেক ধাইয়া[৭] ।।
প্রাণ লইয়া কুরঙ্গ চলিল বাউগতি[৮] ।
তার পাছে[৯] অশ্ব ধাবাইল নরপতি ।।
ধাইতে ২ গেল সমুদ্দর তিরে ।
শর হানি কুরঙ্গ বধিলা[১০] মহাবিরে ।।
তিষ্কা[১১] কুলে অতি শ্রান্ত[১২] হইয়া রৌদ্রজালে ।
অশ্ব ধাবাইয়া নৃপ গেল বৃক্ষতলে ।।
অতি উগু মোহাবৃক্ষ[১৩] ষুগাম্ভির ছায়া ।
সিতল সমীর তিলে[১৪] যুরাইল কাযা ।।
তরু[১৫] মুলে তুরঙ্গ বান্দিয়া নৃপবর ।
সকতুকে[১৬] এক দৃষ্টে[১৭] নেহানে সাগর ।।
সেই বৃক্ষ উপবে বহুল পক্ষিগণ ।
বিহঙ্গমা স্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন ।।
পরম সোন্দর অঙ্গ ছিল ষুকোমল[১৮] ।
আজি কেনে দেখী হেন সরির স্যামল ।।
বিহঙ্গম বোলে ষুন অএ মিত্রগণ[১৯] ।
এথা হোন্তে[২০] জম্বু দ্বিপ[২১] করিলা গমন ।।
নগর দেখীল[২২] এক চিতউর নাম ।
বিরহ আনলে জলি তথা হইলু[২৩] স্যাম ।।

১ বিদি কৈল্লে দয্যা ২ মীগ্রয্যা
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

হস্তি হএ অশ্ববার পদাতি বহুত ।
আগে পাছে চলে সৈন্য অযুতে অযুত ।।
জেই দিগে চলে নৃপ বিপীন যুরিআ ।
জালে বন্দি আশুযারে আনএ ধরিআ ।।

৩ মুঘ গন্ধর্ব ৪ মৈস ৫ মারে ৬ পাই ৭ ধাই ৮ প্রাণ লই ধাইল কুরঙ্গ বাউর গতি ৯ পাসে ১০ বদিল ১১ তিস্কা ১২ শ্রমে ১৩ মহাবৃক্ষ ১৪ সীগ্রে ১৫ তার ১৬ সকুত্তুকে ১৭ দিস্টে ১৮ ষুকমল ১৯ বিহঙ্গে উত্তর দিল ষুন মীত্রগণ ২০ হন্তে ২১ জম্পু দিপে ২২ দেখীলুম ২৩ হৈল

সঙ্কট সুসম হয় বিধি কৈলে দয়া ।
সেই দিনে রত্নসেনে করয় মৃগয়া ।।
বহুল বরাহ মৃগ গোধিকা শার্দ্দুল ।
মইস গণ্ডক আদি মারে পশুকুল ।।
হেনকালে এক মৃগ মহা ভয় পাইয়া ।
নৃপতি সমুখে দিয়া চলিলেক ধাইয়া ।।
প্রাণ লই ধাইল কুরঙ্গ বায়ুগতি ।
তার পাছে অশ্ব ধাবাইল নরপতি ।।
ধাইতে ধাইতে গেল সমুদ্রের তীরে ।
শর হানি কুরঙ্গ বধিলা মহাবীরে ।।
তৃষ্ণা কুলে অতি শ্রান্ত হইয়া রৌদ্রজালে ।
অশ্ব ধাবাইয়া নৃপ গেলা বৃক্ষতলে ।।
অতি উচ্চ মহাবৃক্ষ সুগম্ভীর ছায়া ।
শীতল সমীর তিলে জুড়াইল কায়া ।।
তরুমূলে তুরঙ্গ বান্ধিয়া নৃপবর ।
সকৌতুকে এক দৃষ্টে নেহালে সাগর ।।
সেই বৃক্ষ উপবে বহুল পক্ষীগণ ।
বিহঙ্গমা স্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন ।।
পরম সুন্দর অঙ্গ ছিল সুকোমল ।
আজি কেন দেখি হেন শরীর শ্যামল ।।
বিহঙ্গম বলে শুন অহে মিত্রগণ ।
এথা হোন্তে জম্বুদ্বীপ করিলা গমন ।।
নগর দেখিল এক চিতউর নাম ।
বিরহ আনলে জ্বলি তথা হৈল শ্যাম (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা : সুসম—সহজ
গোধিকা—গোসাপ
গণ্ডক—গণ্ডার
কুরঙ্গ—হরিণ
জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ
চিতউর—চিতোর ; মূলেও চিতউর , পুথিতে এখানে চিতউর থাকলেও সর্বত্র চিতাউর

মন্তব্য ঃ ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় অতিবিস্তৃত । মূলে রত্নসেনের শিকার বর্ণনা চিত্রটি নেই । কিন্তু অনুবাদে মূলের শিকার প্রসঙ্গটিকে অনেকখানি পল্লবিত করা হয়েছে । 'ঢা' পুথির তুলনায় 'বা' পুথিতে আবার এই বর্ণনা আরও বিস্তারিত । রত্নসেনের শিকার বর্ণনার এই সংযোজন অংশটি আলাওলের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে মনে হয় । শিকার বর্ণনার পরবর্তী অংশটি যথাসম্ভব মূলানুগ । দোহা অংশটিও অনুবাদে বর্তমান ।

রত্নসেন নামে[১] তথা আছিল[২] নৃপতি।
যুগী হইআ ছারি গেল রামা নাগমতি[৩] ।।
পতির বিরহে সতি পরম দুঃখিনি[৪] ।
সংসার দহএ তান[৫] বিরহ আগুনি ।।
মাসা মাংস নাহি [৬] দেহ[৭] রক্ত নাহি[৮] রাতি।
বিরহ প্রদিপে[৯] অঙ্গ তলা[১০] হিন বাতি ।।
কুহুকিতে [১১] হিআ ফাটী উঠিল আগুনি ।
সেই অগ্নি তাপীত হইল দিনমনি ।।
কেতু মুণ্ডহিন রাহু হিন[১২] কলেবর।
চন্দ্রীমা[১৩] মলিন ভেল স্যাম জলধর ।।
সেই অগ্নি ফুলিঙ্গ [১৪] ষুর্গেতে[১৫] জথ উটে।
উল্কাপাত বোলে কেহ বোলে তারা ছোটে।
ভমব[১৬] ভুজঙ্গ পিক পাপিয়া[১৭] বাঅস[১৮]।
স্যামল হইল পুরি সে আনল বস ।।*
পষু পক্ষি দুক্ষি তার কান্দন ষুনিয়া।
বজ্র হোন্তে অধিক তাহার পতি হিয়া ।।
সেই নৃপ লাগ আমী পাইব কেমতে।
বিরাহিনি বিরহ সে[১৯] বেদনা কহিতে ।।
নৃপস্থানে জাবত না কহ[২০] এই কথা।
কদাচিত ন [২১] খণ্ডিব মোর মন বেথা[২২] ।।*

পক্ষিমুখে নৃপতি এসব কথা ষুনি[২৩] ।
অন্তরে প্রবেস কলা বিরহ আগুনি[২৪] ।।
বৃক্ষে থাকি কহে নাগ অতি[২৫] দুক্ষ কথা।
পক্ষিরূপ ধরি কোন[২৬] দেব আইল এথা ।।

১ নাম ২ আছএ ৩ যুগী হৈআ গেল তাব নারি নাগমতি ৪ দুক্ষিনি ৫ তার ৬ নাই ৭ দেহে ৮ নই ৯ প্রদিপ ১০ তৈল ১১ কুহুরতি ১২ হৈল ১৩ চন্দ্রিমা ১৪ ফুলিঙ্গ ১৫ স্বর্গেতে ১৬ ভোমর ১৭ পাহিআ ১৮ বাওস • 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পষু পক্ষি বৃক্ষলতা দহিল সকল।
সে অগ্নী তাপে মোব সরিব স্যামল ।।
প্রান লৈআ ধাইল আমী সেই দিপ হোন্তে।
তুমী সব তথা পাসে ন জাও কন মতে ।।

১৯ বিরাহিনির বিরহেব ২০ কহি ২১ না ২২ বেতা
• 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

বৃক্ষ মূলে বসী নৃপ ষুনে মৈন ধরি।
নাগমতি দুক্ষ কথা কবএ গোহারি ।।

২৩ জদি সে পক্ষির মুখে এথেক ষুনিল ২৫ নাগমতি ২৬ ন জানি পক্ষির রূপে

রত্নসেন নামে তথা আছিল নৃপতি।
যোগী হইয়া ছাড়ি গেল রামা নাগমতি ।।
পতির বিরহে সতী পরম দুঃখিনী।
সংসার দহয় তার বিরহ আগুনি ।।
মাস মাংস নাহি দেহে রক্ত নাহি রাতি।
বিরহ প্রদীপে অঙ্গ তৈলহীন বাতি ।।
কুহরিতে হিয়া ফাটি উঠিল আগুনি।
সেই অগ্নি তাপিত হইল দিনমণি ।।
কেতু মুণ্ডহীন রাহু হীন কলেবর।
চন্দ্রিমা মলিন ভেল শ্যাম জলধর ।।
সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ স্বর্গেত যত উঠে।
উল্কাপাত বলে কেহ বলে তারা ছুটে ।।
ভোমরা ভুজঙ্গ পিক পাপিয়া বায়স।
শ্যামল হইল পুরী সে আনল বশ ।।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা দহিল সকল।
সেই অগ্নিতাপে মোর শরীর শ্যামল ।।
প্রাণ লৈয়া ধাইল আমি সেই দ্বীপ হোন্তে।
তুমি সব তথা পাশে না যাও কোন মতে ।।
পশু পক্ষী দুঃখী তার ক্রন্দন শুনিয়া।
বজ্র হোন্তে অধিক তাহার পতি হিয়া ।।
সেই নৃপ লাগি আমি পাইব কেমতে।
বিরহিণী-বিরহের বেদনা কহিতে ।।
নৃপস্থানে যাবত না কহি এই কথা।
কদাচিত না খণ্ডিব মোর মনবেথা ।। (জা ৭)

পক্ষি মুখে নৃপতি এসব কথা শুনি।
অন্তরে প্রবেশ কৈল বিরহ আগুনি ।।
বৃক্ষে থাকি কহে নাগমতি দুঃখকথা।
পক্ষিরূপ ধরি কোন দেব আইল এথা ।।

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদে বর্ণনাগত মূলানুগত্য সত্ত্বেও মূলের চেয়ে অনুবাদটি বিস্তারিত। নাগমতির বিরহ দহনে বিশ্বব্যাপী অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনাটি যদিও মূলানুসারী, কিন্ত রক্তমাংসহীন বিরহিণী নাগমতির দেহপ্রদীপকে তৈলহীন স্তিমিত দীপের সঙ্গে তুলনাটি মূলে নেই, এটি নব সংযোজন। মূলের দোহা অংশের পরিবর্তে অনুবাদে রাজাকে নাগমতির বিরহ বেদনা জানানোর জন্য বিহঙ্গের যে হৃদয়োৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়েছে মূলে তা অনুপস্থিত।

নৃপে বোলে পাক্ষি তুমী[১] মোর প্রাণসখা ।
কহ কোন[২] মতে পাইলা নাগমতি দেখা ।।
রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুর সবত[৩] লাগে তোরে ।
জদি সত্য[৪] বচন না কহ তুমি মোরে ।।
কথাতে দেখীলা বিরহিনি নাগমতি ।
যুগী হইয়া[৫] নিশ্বরিল মুঞি তান পতি ।।
রত্নসেন নাম মোর যুন প্রানমীত ।
নিশ্চএ কহিলা ব্রজাধিক[৬] মোর চিত ।।
মোর লাগী দুক্ষ পাএ প্রানের ইশ্বরি ।
কিরূপে ধরএ প্রান কহ সত্ত[৭] কবি ।।

পাক্ষি বোলে বাবে ২ কহিয়া কি ফল ।
বৃক্ষ পরে[৮] থাকি নৃপ যুনিছ[৯] সকল ।।
কহিতে না পাবি তার দুক্ষের অবধি ।
জথ পাখা মোর অংগে মুখ[১০] হএ জদি ।।
তোমার মাত্রির দুক্ষ দেখী হইল[১১] ধন্দ ।
তোমা লাগি[১২] কান্দিতে ২ হৈল অন্দ ।।
তুমী হেন বিরপুত্র ধরিয়া উদরে ।
দুক্ষবস হইয়া বৃধা ঝুড়ি ২ মবে[১৩] ।।
আর এক কথা কহি যুন নৃপবর ।
তোমার নিকটে ওথা আছে দিল্লিশ্বর[১৪] ।।
আপনা আপনি মধ্যে[১৫] জদি ভেদ হএ ।
সব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চএ ।।
জম্মুদ্বিপ মধ্যে[১৬] তুমি চক্রবতি রাজ ।
রহিছ শষুর পুরি কথ বর লাজ[১৭] ।।
লাভেরে[১৮] জত্তন কর পরিহরি মুল ।
অযুগ্য[১৯] পন্ডিত আগে বচন বহুল ।।

এথেক যুনিয়া সকরুন[২০] কহে রাজা ।
মো[২১] স্থানে আইস মিত্র[২২] করো তোর পোজা[২৩]
মোহর রাজত্ব পদ তোরে[২৪] দেম ডালি ।
পাখা দান কর মোরে সিগ্রে জাম চলি ।।

১ তুয়া ২ কন ৩ সপদ ৪ সৈত্য ৫ হই ৬ বজ্রাধিক ৭ সৈত্ত ৮ তলে ৯ যুনিচ ১০ মুক ১১ লাগি ১২ বিন্দু ১৩ বৃন্ধ ঝুরি ২ মরে ১৪ দিলশ্বর ১৫ মাজে ১৬ মাজে ১৭ রহিচ সাষুর পুরে তেজি রাজ কাজ ১৮ লাবের ১৯ অজৈগ্য ২০ সকরুনা ২১ মোর ২২ মাত্র ২৩ পূজা ২৪ মোর রাজ্যপাট সব তোকে

নৃপে বলে পক্ষী তুমি মোর প্রাণসখা ।
কহ কোন মতে পাইলা নাগমতি দেখা ।।
রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুর শপথ লাগে তোরে ।
যদি সত্য বচন না কহ তুমি মোরে ।।
কোথাতে দেখিলা বিরহিণী নাগমতি ।
যোগী হইয়া নিঃসরিল মুই তান পতি ।।
রত্নসেন নাম মোর শুন প্রাণ-মিত ।
নিশ্চয় কহিলা বজ্রাধিক মোর চিত ।।
মোর লাগি দুঃখ পায় প্রাণের ঈশ্বরী ।
কিরূপে ধরয় প্রাণ কহ সত্য করি ।। (জা. ৮)

পক্ষী বলে বারে বারে কহিয়া কি ফল ।
বৃক্ষতলে থাকি নৃপ শুনিছ সকল ।।
কহিতে না পারি তার দুঃখের অবধি ।
যত পাখা মোর অংগে মুখ হয় যদি ।।
তোমার মাতৃর দুঃখ দেখি হৈল ধন্ধ ।
তোমা লাগি কান্দিতে কান্দিতে হৈল অন্ধ ।
তুমি হেন বীর পুত্র ধরিযা উদরে ।
দুঃখবশ হৈয়া বৃদ্ধা ঝুরি ঝুরি মরে ।। (জা ১০)

আর এক কথা কহি শুন নৃপবর ।
তোমার নিকটে ওথা আছে দিল্লীশ্বর ।।
আপনা আপনি মধ্যে যদি ভেদ হয় ।
সর্ব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চয় ।।
জম্বুদ্বীপ মধ্যে তুমি চক্রবর্তী রাজ ।
রহিছ শ্বশুরপুরে কত বড় লাজ ।।
লাভের যতন কর পরিহরি মূল ।
অযোগ্য পন্ডিত আগে বচন বহুল ।।

এতেক শুনিয়া সকরুণ কহে রাজা ।
মোর স্থানে আইস মিত্র করো তোর পূজা ।।
মোহর রাজত্ব পদ তোরে দিমু ডালি ।
পাখা দান কর মোরে শীঘ্র যাম চলি ।।

মন্তব্য ঃ অষ্টম স্তবকের প্রথমাংশের অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ। যদিও পক্ষীমুখে নাগমতির দুঃখকথা শুনে রাজ-অন্তরে বিরহ জ্বলন প্রসংগটি অনুবাদে থাকলেও মূলে নেই। দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত : মূলের নবম স্তবকটি আলাওল অনুবাদ করেননি। নবম স্তবকে বামমার্গ ত্যাগ করে দক্ষিণমার্গ গ্রহণের যোগতত্ত্বটি অনুবাদে বর্জিত। দোহা অংশটিতে জায়সীর একনয়ন এবং এক শ্রবণ ধারণের যে আত্মপরিচয় আছে অনুবাদে তাও অনুপস্থিত। দশম স্তবকের অনুবাদে মূলের তুলনায় মাতৃদুঃখের বর্ণনা অনেক সংক্ষিপ্ত। সিন্ধু ও অগস্ত্যমুনির রামায়ণ প্রসংগটি মূলে থাকলেও অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি যথারীতি অনুপস্থিত। মূলের একাদশ দ্বাদশ স্তবকের পরিবর্তে অনুবাদে একটি নতুন স্তবক সংযোজিত। দিল্লীশ্বর প্রসংগটি মূলে নেই। ঘরজামাই হয়ে থাকার লোকলজ্জার কথাও আলাওলে নোতুন সংযোজন।

হাসীয়া বোলএ পাক্ষি[১] সুনে মোহারাজ[২] ।
মনিস্যের নিকটে পক্ষিব কোন[৩] কাজ ॥
প্রভুর প্রভাবে[৪] আমি ভ্রমীএ সুছন্দ[৫] ।
কিবা সুখ তোমার পাঞ্জরে[৬] হৈলে[৭] বন্দ ॥
তোমার রাজত্বপদে মোর কোন কর্ম্ম[৮] ।
সমপুন্ন[৯] জঞ্জল চিন্তা সংসারের ধর্ম্ম ॥
বৈভবের মত্ত গর্ব্বে প্রভু বিস্বরএ ।
নিতি বুদ্ধি হোক ভাবে পশ্চাতে[১০] ডোবএ ॥
নির্ম্মহ[১১] মনুষ্য[১২] জাতি শান্ত[১৩] নহে মন ।
একা[১৪] আছে তথাপীহ আনেরে জত্তন ॥
পক্ষিজাতি আমি সব প্রভুভাবে থাকি ।
জেই কিছু দেএ নিত্য সেই মাত্র[১৫] ভক্ষি ॥
সঞ্চিত[১৬] না করি কিছু নাহি কাম[১৭] বস ।
অপথ্যের কালে সে আমারে রতি রস[১৮] ॥
জলধি পর্ব্বত কিবা গগন কানন ।
সকল লংগিয়া জাই[১৯] জথা লএ মন ॥
জেই কিছু দেয় প্রভু আছিএ সন্তোসে[২০] ।
নিজ আত্তি মধ্যে বিত্তি কল্যে মাত্র বাসে[২১] ॥
এথেক বুলিয়া পক্ষি চলিল উরিয়া ।
নৃপতি রহিলা সেই দিগে[২২] নিরক্ষিআ ॥
ধন্দ হইযা দন্ড[২৩] এক চাহিয়া রহিলা ।
দেখীতে ২ পক্ষি আলোপ[২৪] হইলা ॥*
নৃপতি বুজিআ নিজ মনে করি জ্ঞান[২৫] ।
জার অংগে পাখা য়াছে ন রহে নিদান ॥
অসার সংসার মায়া পাপের বন্দন ।
পরিনামে কি হইব নাহিক স্বরন ॥
বৃদ্ধ মাতা গুনবতি ভায্যা মনে স্বরি ।
কান্দি[২৬] চলিলা অশ্বে আরোহন করি ॥
নিশ্চএ জাইবা দেসে দরাইলা মন ।
অন্যোসিতে[২৭] পন্তেত মিলিল শন্যাগন[২৮]॥

১ পাখী ২ মহারাজ ৩ কন ৪ প্রসাদে ৫ সুচন্দ ৬ পাঞ্জরে ৭ হৈল ৮ তোমার সম্পদে মোর হএ কন কর্ম্ম ৯ সপুন্য ১০ প্রচাতে ১১ নৃপ ১২ মনিস্ব ১৩ সান্ত ১৪ এক ১৫ আমী ১৬ সাঞ্চিত ১৭ নাই করি ১৮ নিরানন্দ মনেতে যামারে কৌলি রস ১৯ চলি ২০ সন্তস ২১ নিজ আপ্তী পর হানি বৈলে মাত্র দোষ ২২ পন্ত ২৩ ভন্ড ২৪ আলুপ
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি

নৃপতি কহিল দয়্যাল ইস্বর ।
সুনাইব দুক্ষের গ্রন্ত করাইলা অন্তর ॥

২৫ নৃপ নিজ মনে ভাবি করিলেক জ্ঞান ২৬ কান্দিয়া ২৭ অন্যাসীতে ২৮ সৈন্যগন

হাসিয়া বোলয় পক্ষী শুনে মহারাজ ।
মনুষ্যের নিকটে পক্ষীর কোন কাজ ॥
প্রভুর প্রসাদে আমি ভ্রমিয়ে স্বচ্ছন্দ ।
কিবা সুখ তোমার পিঞ্জরে হইলে বন্ধ ॥
তোমার রাজত্ব পদে মোর কোন কর্ম ।
সম্পূর্ণ জঞ্জাল চিন্তা সংসারের ধর্ম ॥
বৈভবের মত্তগর্বে প্রভু বিস্মরয় ।
নিতি বৃদ্ধি হোক ভাবে পশ্চাতে ডুবয় ॥
নির্ময়া মনুষ্য জাতি শান্ত নহে মন ।
একা আছে তথাপিহ আনেরে যতন ॥
পক্ষী জাতি আমি সব প্রভু ভাবে থাকি ।
যেই কিছু দেই নিত্য সেই মাত্র ভক্ষি ॥
সঞ্চিত না করি কিছু নহে কাম বশ ।
অপত্যের কালে সে আমার রতি বস ॥
জলধি পর্বত কিবা গগন কানন ।
সকল লঙ্ঘিয়া যাই যথা লয় মন ॥
যেই কিছু দেয় প্রভু আছিয়ে সন্তোষ ।
নিজ আপ্তি মধুবৃত্তি কৈলে মাত্র দোষ ॥ (জা.১৩)
এতেক বুলিয়া পক্ষী চলিল উড়িয়া ।
নৃপতি রহিল সেই দিগে নিরক্ষিয়া ॥
ধন্দ হইয়া দন্ড এক চাহিয়া রহিলা ।
দেখিতে দেখিতে পক্ষী আলোপ হইলা ॥
নৃপতি বুঝিয়া নিজ মনে করি জ্ঞান ।
যার অঙ্গে পাখা আছে না রহে নিদান ॥
অসার সংসার মায়া পাপের বন্ধন ।
পরিণামে কি হইব নাহিক স্মরণ ॥
বৃদ্ধ মাতা গুণবতী ভার্যা মনে স্মরি ।
কান্দিয়া চলিলা অশ্বে আরোহণ করি ॥
নিশ্চয় যাইব দেশে দড়াইলা মন ।
অন্বেষিতে পন্থেত মিলিল সৈন্যগণ ॥ (জা. ১৪)

মন্তব্য : ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদে রাজবচনটি ঈষৎ পরিবর্তিত। মূলে রাজা পক্ষীকে নাগমতির সংবাদ জানার জন্যে নিজের কাছে আহবান করেছেন, কিন্ত অনুবাদে তাকে নিজের রাজত্বদান করতে চেয়েছেন। পক্ষীবচনটি মূলের তুলনায় আরও সম্প্রসারিত এবং অধিকতর বৈরাগ্য প্রণোদিত। চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদের ঘটনা মূলানুসারী হলেও ভাব ও রূপ মূল থেকে পৃথক। মূলের দার্শনিকতা এবং রূপকল্প অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি যথারীতি অনুপস্থিত।

সঙ্গের কুমার সব[১] আসিয়া মিলিলা ।
নৃপতিক[২] বিরস দেখীয়া জিগ্গাসিলা ।।
আযু কেনে মহারাজ[৩] বিরস বদন ।
কোন[৪] দুক্ষে বস কল্যা[৫] সদা যুক মন[৬] ।।
নৃপে বোলে আযু[৭] মন ব্যাপিল দুঃখে[৮] ।
নাগমতি বার্ত্তা[৯] যুনি বিহঙ্গম মুখে ।।
কান্দিতে ২ অন্দ হইছে[১০] বৃদ্ধমাতা ।
চিন্তাএ জরিল[১১] চিত্তে যুনি সেই কথা ।।
না যুনে দারুনে মন ধর্ম্ম হেন বোল ।
নিজ দেসে জাইতে হইল উতরোল ।।[১২]
কুমার সকলে বোলে যুন মহারাজ ।
আমারা সকল[১৩] মনে চিন্তিত এই কাজ ।।
তোমার সমুখে ডরে না করি প্রকাশ ।
দেসে জাইতে সকলের মনে অভিলাস ।।[১৪]
শযুব পুরেতে[১৫] হৈল দিন অবলম্ব[১৬] ।
অখনে করহ সিগ্রে[১৭] না কর বিলম্ব ।।
এথেক কহিয়া সব গেলা নিজ ঘরে ।
রত্নসেন প্রবেসীলা[১৮] আপনা মন্দিরে ।।
বিরন বদনে বসীলেক[১৯] মৌন[২০] রিত ।
দেখী পদ্মাবতি মন হইল চমকিত ।।

১ সবে ২ নৃপতিকে ৩ মোহারাজা ৪ কন ৫ কৈল ৬ সদাএ যুখ মন ৭ আজি ৮ ব্যাআপীল দুক্ষে ৯ বাক্ষ ১০ হৈল ১১ জরিত ১২ নিজ দেসে জাইতে মন হইল বিকল ১৩ সবেব ১৪ হাবিলাস ১৫ সাযুর পুরেতে ১৬ অবিলম্ব ১৭ এখনে চলহ সীগ্র ১৮ প্রভেসীল ১৯ বসীলেন ২০ মৈন

সঙ্গের কুমার সব আসিয়া মিলিলা ।
নৃপতিকে বিরস দেখিয়া জিজ্ঞাসিলা ।।
আজু কেনে মহারাজ বিরস বদন ।
কোন দুঃখে বশ কৈল সদা সুখ মন ।।
নৃপ বলে আজি মন বেয়াপিল দুঃখে ।
নাগমতি বার্তা শুনি বিহঙ্গম মুখে ।।
কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ হৈল বৃদ্ধমাতা ।
চিন্তাএ জারিল চিত্তে শুনি সেই কথা ।।
না শুনে দারুণ মন ধৈর্য হেন বোল ।
নিজ দেশে যাইতে মনে হইল উতরোল ।।
কুমার সকলে বলে শুন মহারাজ ।
আমরা সবের মনে চিন্তিত এই কাজ ।।
তোমার সমুখে ডরে না করি প্রকাশ ।
দেশে যাইতে সকলের মনে অভিলাষ ।।
শ্বশুর পুরেতে হৈল দিন অবলম্ব ।
এখনে চলহ শীঘ্র না কর বিলম্ব ।।
এতেক কহিয়া সবে গেলা নিজ ঘরে ।
রত্নসেন প্রবেশিলা আপনা মন্দিরে ।।
বিরস বদনে বসিলেক মৌনরিত ।
দেখি পদ্মাবতী মন হৈল চমকিত ।।

শব্দার্থ টীকা : অবলম্ব—অবলম্বন বা অতিবাহন

মন্তব্য : স্তবকটি মূলবহির্ভূত এবং আলাওলের নবসংযোজন । সঙ্গী কুমারদের সঙ্গে কথোপকথনে রত্নসেনের দেশোৎকণ্ঠা এবং কুমারদের সমর্থনসূচক উক্তিগুলি অনুবাদে মূলাতিক্রমী যোজনা । স্তবকের শেষ চার পংক্তিতে রত্নসেনের রমণী-বিমুখতার যে আভাস আছে তার উৎস পাওয়া যাবে মূলের চতুর্দশ স্তবকের দোহা পংক্তি দুটিতে ।

রত্নসেন বিদায় খণ্ড

আজি[১] কেনে নৃপতির বিচলিত মন।
ভক্তিভাবে পুছে কন্যা[২] রহাস্য[৩] বচন ॥
ষুন অএ[৪] প্রাননাথ[৫] নিবেদন মোর।
দাসির সমান পরিচর্যা[৬] করি তোর ॥
কোন অপরাধ কল্য রাতুল চরন।[৭]
আংগা কর তার শাস্তি[৮] লইমু এখন[৯] ॥
অষুক না কর মনে ষুন প্রানপতি।
সর্ব্ব মতে ভাজন দোশের স্ত্রিয়া জাতি[১০] ॥
নৃপতি বোলেন[১১] ষুন প্রানের বান্দবি।
অপরাদ[১২] তোমার কহিতে[১৩] নারি ভাবি ॥
কিন্তু আজি পাইলু[১৪] নিজ দেসের সন্দেস।
মাত্রিব দুক্কের কথা ষুনিল[১৫] বিসেস ॥
দন্দ বাদ কলহ[১৬] হইছে বহুতর।
অন্য ২ দেশেত হইছে অথান্তব[১৭] ॥
এথেক ভাবিতে মোর ছিত্ত[১৮] উচাটন।
দেশেত জাইমু এথা স্থির নহে মন ॥

ষুনি পদ্মাবতি মুখ হইল ঝামর।
এই দিন লাগি মোর কম্পীত অন্তব ॥
সংশারেত যুগী না হই কার মীত।
এক স্থানে স্থির নহে দেশান্তরি চিত ॥
জদিবা কমল প্রতি ভ্রমরের মন।
মালতির স্নেহ[১৯] ন ছার কদাচ্চন[২০] ॥
দেসান্তরি সেবিয়া হইলু[২১] দেশান্তরি।
দৈবের নিব্বন্দ[২২] আমি কি করিতে পারি ॥
এথেক ভাবিয়া কন্যা[২৩] কান্দএ নির্ভরে।
তিতিল অংগের বাস নয়নের লোরে[২৪] ॥

১ আষু ২ পুচে কৈন্যা ৩ রোহস্ব ৪ ষুন ৫ প্রাননাত ৬ দাসীর সদ্রিস পরিসৈব্জা ৭ কনয়পরাদ কৈলুম রাতুল চরনে ৮ সাস্থি ৯ এখনে ১০ স্ব্যর্ম্মতে দেশের ভাজন তিরিজাতি ১১ বোলএ ১২ অপরাদি ১৩ বুলিতে ১৪ পাইলাম ১৫ ষুনিলুম ১৬ ধন্দবাদ কলাহল ১৭ অতান্তর ১৮ চিথ্য ১৯ পুজা ২০ ন ছারএ কদাচন ২১ হইলুম ২২ নিবন্দ ২৩ বুলিআ কৈন্যা ২৪ নয়্যানের নিরে

আজি কেনে নৃপতির বিচলিত মন।
ভক্তিভাবে পুছে কন্যা রহস্য কথন ॥
শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদন মোর।
দাসীর সমান পরিচর্যা করি তোর ॥
কোন অপরাধ কৈল রাতুল চরণে।
আজ্ঞা কর তার শাস্তি লইমু এখনে ॥
অসুখ না কর মনে শুন প্রাণপতি।
সর্বমতে দোষের ভাজন স্ত্রীয়া জাতি ॥
নৃপতি বলেন শুন প্রাণের বান্ধবী।
অপরাধ তোমার কহিতে নারি ভাবি ॥
কিন্ত আজি পাইলু নিজ দেশের সন্দেশ।
মাতৃর দুঃখের কথা শুনিল বিশেষ ॥
দ্বন্দ্ব বাদ কলহ হইছে বহুতর।
অন্য অন্য দেশেত হইছে অথান্তর ॥
এতেক ভাবিতে মোর চিত্ত উচাটন।
দেশেত যাইমু এথা স্থির নহে মন ॥

শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল ঝামর।
এইদিন লাগিয়া মোর কম্পিত অন্তর ॥
সংসারেত যোগী না হয় কার মিত।
এক স্থানে স্থির নহে দেশান্তরি চিত ॥
যদিবা কমল প্রতি ভ্রমরের মন।
মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচন।
দেশান্তরী সেবিয়া হইলু দেশান্তরী।
দৈবের নির্বন্ধ আমি কি করিতে পারি ॥
এতেক ভাবিয়া কন্যা কান্দয়ে নির্ভরে।
তিতিল অংগের বাস নয়নের লোরে।

শব্দার্থ টীকা : অথান্তর—অনর্থ, আতান্তার
কমল—পদ্ম, পদ্মাবতী
মালতী—নাগমতি
তিতিল—ভিজে গেল

মন্তব্যঃ পরিচ্ছেদের আরম্ভ থেকেই মূলের সঙ্গে অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। রত্নসেনের উদাসীনতা দেখে মূলে আছে স্বগত কথনে পদ্মাবতীর আশঙ্কা বিলাপ, কিন্তু অনুবাদে সরাসরি রত্নসেনের সঙ্গে এ নিয়ে পদ্মাবতীর আলাপ বিলাপ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত রত্নসেনের বিদায় সম্ভাবনার কথা শুনে মূলে একই স্তবকে গন্ধর্বসেনের আগমন এবং রত্নসেনের ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু অনুবাদে সখীদের মাধ্যমে রাণী চম্পাবতীর কাছ থেকে শুনে গন্ধর্বসেন রত্নসেনের কাছে বিদায় নেবার কারণ জানতে চেয়েছেন।

পদ্মাবতি কান্দনে[১] কান্দএ সখীগনে[২] ।
সত্তরে জানাইলা গীয়া চম্পাবতি স্থানে[৩] ॥
ষুনি মোহাদেবি জেন মনে[৪] বজ্রঘাত ।
কান্দিতে ২ কহে পতির সাক্ষাত ॥
দেসে জাইতে জামাতার মন উছাটন[৫] ।
তুমী গীয়া আপনে করহ নিরাসন[৬] ॥
বৃধ হইল আমী এবে তপস্যার[৭] কাল ।
এই রায্যে[৮] জামাতা হউক মহিপাল ॥
এই বাক্য[৯] ষুনি রাজা সজল নয়ানে ।
সত্তরে আইল রত্নসেনের সদনে ॥[১০]
ভক্তিভাবে রত্নসেনে কল্যা[১১] নমস্কার ।
আসিস্বর্বাদ কবি নৃপ[১২] বোলে পরিহার ॥
তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে ।
নয়ানের যুতি মোর হইল বৃদ্ধকালে ॥
কি লাগিয়া কর নৃপ মন উছাটন[১৩] ।
আমারা সবেরে কোনে[১৪] করিব পালন ॥
তপস্যার[১৫] কাল এবে হইল আমার ।
দ্বিপান্তরে জাইবা তুমী এ কায্য কাহার ॥[১৬]

করজোরে রত্নসেনে বোলে সবিনএ ।
কিবা স্তুতি তোমারে করিমু মহাসএ ॥
কাচ হোন্তে হেম মোরে[১৭] কল্যা মহামতি ।
তবে রত্ন হইল[১৮] জদি তুমী দিলা যুতি ॥
ভিখারি[১৯] যুগিরে তুমি করিলা নৃপতি ।
তোমা[২০] পদে জম্মে ২ রহুক ভগতি ॥

মিনতি[২১] নৃপতি পদে করোঁ[২২] নিবেদন ।
এক পক্ষি সঙ্গে আজি হৈল দরসন ॥
দেসের বারতা ষুনি হৈলুঁ[২৩] অতি ধন্দ ।
মোর লাগি কান্দি বৃদ্ধ মাতা হৈল[২৪] অন্দ ॥
ঘরেত কলহ সে করন্ত জনে ২ ।[২৫]
একের বচন ষুনি[২৬]ন মানএ[২৭] আনে ॥

১ রোদনে ২ সখীগন ৩ চম্পাবতি স্থান ৪ সীরে ৫ উচাটন ৬ নিবারন ৭ তবেসের ৮ রাজ্জে ৯ বাক্ক ১০ সত্তরে আসীল রত্নসেন বিদ্ধমানে ১১ কৈল ১২ রাজা ১৩ উচাটন ১৪ কনে ১৫ তবস্যার ১৬ তুমী দেসে গেলে বোল এ রাজ্জ কাহার ১৭ মোকে ১৮ হৈলুম ১৯ ভিকারি ২০ তুআ ২১ মিন্নতি ২২ করে ২৩ হৈলুম ২৪ হৈছে ২৫ ঘরে ২ কলাহল করে জনে ২ । ২৬ শুনি ২৭ না যুনএ

পদ্মাবতী কান্দনে কান্দয় সখীগণে ।
সত্বরে জানাইল গিয়া চম্পাবতী স্থানে ॥
শুনি মহাদেবী যেন শিরে বজ্রাঘাত ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে পতির সাক্ষাৎ ॥
দেশে যাইতে জামাতার মন উচাটন ।
তুমি গিয়া আপনে করহ নিবারণ ॥
বৃদ্ধ হৈল আমি এবে তপস্যার কাল ।
এই রাজ্যে জামাতা হউক মহীপাল ॥
এই বাক্য শুনি রাজা সজল নয়নে ।
সত্বরে আসিল রত্নসেনের সদনে ॥
ভক্তিভাবে রত্নসেন কৈল নমস্কার ।
আশীর্বাদ করি নৃপ বলে পরিহার ॥
তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে ।
নয়নের জ্যোতি মোর হইল বৃদ্ধকালে ॥
কি লাগিয়া কর নৃপ মন উচাটন ।
আমরা সবেরে কোনে করিব পালন ॥
তপস্যার কাল এবে হইল আমার ।
তুমি দেশে গেলে বল এ রাজ্য কাহার ॥ (জা.১)

করযোড়ে রত্নসেনে বলে সবিনয় ।
কিবা স্তুতি তোমারে করিমু মহাশয় ॥
কাঁচ হোন্তে হেম মোরে কৈলা মহামতি ।
তবে রত্ন হৈল যদি তুমি দিলা জ্যোতি ।
ভিখারী যোগীরে তুমি করিলা নৃপতি ॥
তোমা পদে জন্মে জন্মে রহুক ভকতি (জা.২)

মিনতি নৃপতি পদে করোঁ নিবেদন ।
এক পক্ষী সঙ্গে আজি হৈল দরশন ॥
দেশের বারতা শুনি হৈলুঁ অতি ধন্ধ ।
মোর লাগি কান্দি বৃদ্ধ মাতা হৈল অন্ধ ॥
ঘরে ঘরে কোলাহল করে জনে জনে ।
একের বচন শুনি না মানয় আনে ॥

মন্তব্য : গন্ধর্বসেন ও রত্নসেনের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে মূলে যে কথাগুলি আছে অনুবাদে তা গন্ধর্বসেনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ও রত্নসেনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত; মূলে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই। মূলের স্তুতি-বিনয়-সম্বন্ধ অনুবাদে বঙ্গীয় শ্বশুর জামাতার পারিবারিক সম্পর্ক বন্ধনে রূপান্তরিত।

ভাই হোন্তে[১] সত্রু আর নাহি ত্রিভোবন[২] ।
ঘর ভেদে লংকা নষ্ট মইল বারন[৩] ॥
তুরুকান দিল্লীশ্বর[৪] আছএ নিকটে[৫] ।
সর্ব্ব[৬] পরিবার তিলে পরিব সংকটে[৭] ॥
বিগ্গ আগে বহুল বচন অনুচিত ।
তিলেকে কুপুত্র নাম রহে প্রিথিবিতে[৮] ॥
লংগিতে তোমার আগ্গা ভয় বাসি[৯] মনে ।
জথোচিত[১০] আগ্গা কর বিচারিয়া মনে[১১] ॥

নৃপতি গন্দর্ব্বসেনে বিচারি বোলএ ।
এথাতে রহিলে নিজ রায্য[১২] নষ্ট হএ ॥
নিশ্চএ জাইব দেসে রত্নসেন রাজ ।
নৃপে আগ্গা দিলা[১৩] কর গমনেব সাজ ॥

বহুল বহিত্র[১৪] পাত্রে সমুদ্রে নামাইল[১৫] ।
জৌতুকের বস্তু জতে[১৬] তাহাতে ভরিল ॥
হস্থি ঘোরা হেম রত্ন বিচিত্র বসন ।
কুমকুম কস্তুরি আদি আগর চন্দন ॥
ষুচারু চামর ঙর্ব্বাসি[১৭] নানাবস্ত্র ।
খন্ডা[১৮] ছেল ধনুর্ব্বান আদি নানা অস্ত্র ॥*
সখী দুই সহশ্র সোন্দরি কলাবতি ।
সিষুকাল হোন্তে[১৯] জার সঙ্গে প্রেম অতি ॥
আর দাস দাসী সঙ্গে দিলেক বহুল ।
নানা দ্রব্বে সমপন্নে ভরিলা নৌকাকুল ॥
জৌতিসী দৈবগ্গ[২০] সব ডাকিয়া আনিলা ।
দিন ক্ষেন জুগীনি ষুলগ্ন বিচারিলা ॥

১ হন্তে ২ নাই ত্রিভুবন ৩ মৈলহ বারন ৪ তুরুকে দিল্লিশ্বরে ৫ নিকট ৬ সব ৭ সংকট ৮ প্রিতিম্বিত ৯ ভএ ভাসী ১০ জথাশ্চিত ১১ বিচারি আপনে ১২ রাজ্জ ১৩ কৈল ১৪ বুহিত্রে ১৫ লামাইল ১৬ জৈতুকের দৈব্বজাত ১৭ জরকাসী চামর ১৮ খুণ্ড ১৯ হন্তে ২০ জ্বতিস দৈবগ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সেই যুহে মুল্য দৈব্ব রাজ্জ অনুমতি ।
নানাস্তান হন্তে আনি দিলা সীগ্রগতি ॥
আর রাজ্জে জেই দৈব্ব ত্যেকাই না পাএ ।
চেস্টা কৈল্লে সেই দৈব্ব সীগ্গলেতে পাএ ॥
কেহ নাই দেখে নাই ষুনে জন্মান্তরে ।
হেন অপরুপ দৈব্ব দিলা জামাতারে ॥

ভাই হোন্তে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন ।
ঘর ভেদে লংকা নষ্ট মৈল রাবণ ॥
তুরুকান দিল্লীশ্বর আছয় নিকটে ।
সর্ব পরিবার তিলে পড়িব সংকটে ॥
বিজ্ঞ আগে বহুল বচন অনুচিত ।
তিলেকে কুপুত্র নাম রহে পৃথিবীত ॥
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা ভয় বাসি মনে ।
যথোচিত আজ্ঞা কর বিচারি আপনে ॥(জা.৩)

নৃপতি গন্ধর্বসেনে বিচারি বলয় ।
এথাতে রহিলে নিজ কার্য নষ্ট হয় ॥
নিশ্চয় যাইব দেশে রত্নসেন রাজ ।
নৃপে আজ্ঞা দিলা কর গমনের সাজ ॥(জা.৪)

বহুল বহিত্র পাত্রে সমুদ্রে নামাইল ।
যৌতুকের দ্রব্য যত তাহাতে ভরিল ॥
হস্তি ঘোড়া হেম রত্ন বিচিত্র বসন ।
কুমকুম কস্তুরী আদি আগর চন্দন ॥
সুচারু চামর জরকাস নানা বস্ত্র ।
খন্ডা শেল ধনুর্বাণ আদি নানা অস্ত্র ॥
সখী দুই সহস্র সুন্দরী কলাবতী ।
শিশুকাল হোন্তে যার সঙ্গে প্রেম অতি ॥
আর দাস দাসী সঙ্গে দিলেক বহুল ।
নানা দ্রব্যে সম্পূর্ণ ভরিলা নৌকাকুল ॥
জ্যোতিষী দৈবজ্ঞ সব ডাকিয়া আনিলা ।
দিনক্ষণ যোগিনী সুলগ্ন বিচারিলা ॥ (জা.১৭)

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় স্তবকটির বক্তব্য অনুবাদে অনেকটাই রক্ষিত, যদিও কিছু কিছু পার্থক্যও লক্ষণীয় । স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কৈফিয়ৎরূপে মূলে আছে রাজ্যের গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রু আক্রমণের রাজনৈতিক কারণ । আলাওল এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন রত্নসেনের মাতার পুত্রবিচ্ছেদ কাতরতার পারিবারিক কারণ । 'কুপুত্র' দুর্নামের আশঙ্কায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কৈফিয়ৎটি মূলে অনুপস্থিত । তৃতীয় স্তবকের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই ।

চতুর্থ স্তবকটি মূলে রাজসভাসদদের উক্তি । অনুবাদে তা অতিসংক্ষিপ্ত হয়ে গন্ধর্বসেনের উক্তিতে পরিণত ।

অনুবাদের পরবর্তী স্তবকটি মূলের সপ্তদশ স্তবক থেকে গৃহীত । যৌতুকদানের প্রসঙ্গটি অনুবাদে এগিয়ে আনা হয়েছে । যৌতুক দ্রব্যগুলি মোটামুটি মূলানুসারী । অস্ত্রভান্ডারটি অবশ্য অনুবাদে নতুন সংযোজন ।

যুক্র রবি[১] পশ্চিমেত গমন কটীন ।
গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিন ॥
সম সনি পুর্ব্বে ন জাইব কদাচন ।[২]
উত্তরে মঙ্গল বুধে অষুব লক্ষন[৩] ॥
আবস্য[৪] জাইব জদি নাহিক এরান ।
তাহার ঔসদ[৫] কহি যুন বুদ্ধিমান ॥
যুক্রেত[৬] পশ্চীমে জাইতে মুখে দিব রাই ।
বৃহস্পতি দক্ষিনে চলিব[৭] গোর খাই ॥
মঙ্গলেত উত্তরে[৮] ধনিয়া মুখে দিব[৯] ।
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুলে দিবা মুখে ।
বাও দুঙ্গ ভক্ষি সনি[১০] পুর্ব্বে চল যুখে ॥
উত্তবে জাইতে বুধে খাইবেক দধি[১১] ।
বিচারি কহিল শপ্ত দিবস ঔসদি[১২] ॥
এবে চক্র যুগীনির[১৩] কথা যুন শাব ।
ত্রিস দিনে অষ্ট দিগে ফিরে বাবে ২ ॥

বার ঊনবিংস আর শাতাইস চারি ।
যুগীনি পশ্চিম থাকে বুঝহ বিচাবি ॥
এক নব সরদস[১৪] চতুর্ব্বিংস[১৫] দিন ।
পুর্ব্ব দক্ষিন দিগে[১৬] যুগীনির চিন ॥
অষ্টদস সরবিংস তিন একাদসে[১৭] ।
যুনিশ্চিত যুগীনি দক্ষিনদিগে বৈসে ॥
দস পঞ্চবিংস দুই[১৮] সপ্তদস দিনে ।
যুগীনি পশ্চিমে আর দক্ষিনের কোনে ॥
ত্রয়াদস ত্রিয়বিংস অষ্ট আর ত্রিস[১৯] ।
নিশ্চএ যুগীনি জান থাকে[২০] পুর্ব্ব দিস ॥

১ বাবে ২ সমে পুনি পুর্ব্বেতে না জাও কদাচন ৩ লৈক্ষন ৪ আবৈশ্ব ৫ অষুদ ৬ যুকুরে ৭ জাইব ৮ উত্তরে মঙ্গলে ৯ ছাড় পংক্তি—দ্রপন দেখীআ বুধে পুর্ব্বেতে জাইব ১০ বাউ ভক্ষি সনিবারে ১১ বুধবাবে উত্তবে জাইতে খাইব দধি ১২ দিনের অষুধি ১৩ যুগীর ১৪ সণ্টদস ১৫ চতুর্বিংশ ১৬ পুর্ব্বদক্ষিণের কোনে ১৭ অণ্টাদস তিন সণ্ট বিংম্ব একাদসে ১৮ দুই দস বিংম্ব পঞ্চ ১৯ চতুবদস বিংম্ব দুই সপ্ত এ উন্সিসে ২০ থাকে জান

শুক্র রবি পশ্চিমেত গমন কঠিন ।
গুরুবারে সিদ্ধি নাই গমন দক্ষিণ ॥
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচন ।
উত্তরে মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ ॥
অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান ।
তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান ॥
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই ।
বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব গুড় খাই ॥
উত্তরেত মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব ।
দর্পণ দেখিয়া সোমে পূর্বেতে যাইব ॥
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুলে দিবা মুখে ।
বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্বে চল সুখে ॥
বুধবারে উত্তরে যাইতে খাইব দধি ।
বিচারি কহিল সপ্ত দিবস ঔষধী ॥
এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার ।
ত্রিশ দিনে অষ্ট দিগে ফিরে বারেবার ॥ (জা.১০)

বাব উনবিংশ আর সাতাইশ চারি ।
যোগিনী পশ্চিমে থাকে বুঝহ বিচারি ॥
এক নব ষড়দশ চতুর্বিংশ দিন ।
পূরব দক্ষিণ দিগে যোগিনীর চিন্ ॥
অষ্টাদশ ষড়বিংশ তিন একাদশে ।
সুনিশ্চিতে যোগিনী দক্ষিণদিগে বৈসে ॥
দশ পঞ্চবিংশ দুই সপ্তদশ দিনে ।
যোগিনী পশ্চিমে আর দক্ষিণের কোণে ॥
বিংশ অষ্টবিংশ আর ত্রয়োদশ বাণ ।
উত্তর পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান ॥
পঞ্চদশ ত্রয়োবিংশ অষ্ট আর ত্রিশে ।
নিশ্চয় যোগিনী জান থাকে পূর্বদিশে ॥

শব্দার্থ টীকা : গুরুবার—বৃহস্পতিবার ।
রাই—সরিষা ।
ধনিয়া—ধনে ।
বান—পঞ্চবান বা পাঁচ ।

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদটি যতদূরসম্ভব মূলানুগ । কেবল মূলে শনিবার যাত্রাকালে বায়ুভক্ষণ এবং ওষধিলতা চর্বনের নির্দেশ আছে, অনুবাদে দ্বিতীয়টি বর্জিত । দ্বিতীয় স্তবকে পৃষ্ঠার শেষাংশের পুথির পাঠ ভুল, মূল দেখে সংশোধিত ।

চতুর্দ্দস দোয়াবিংস উনত্রিস সাতে[১] ।
যুগীনি উত্তরে থাকে জানিও নিশ্চিতে ॥
ত্রিস আটাইস আর ত্রিয়দস বান[২] ।
উত্তর পশ্চিম কোনে[৩] যুগীনির স্থান ॥
সর একবিংস থাকে ঐশান্যর ভিতে[৪] ।
যুগীনির সমুকে ন জাইও[৫] কদাচিতে ॥

পশ্চিম উত্তরে নৃপ করিব [৬]গমন ।
বৃহস্পতি উশাকালে দিলেক লগন ॥*
শোলশত কুমার জাইব একবারে ।
কান্দনার রোল হইল প্রতি ঘরে ২ ॥
গমনের কাল জদি নিকট হইল ।
পদ্মাবতি শখীগন সব আনাইল ॥
একে২ গলে ধরি কান্দে বর বালা ।
শকল ছারিয়া মুঞি চলিল এখেলা[৭] ॥
ছারিল মা বাপ ঘর[৮] বান্দব সমাজ ।
একশ্বর[৯] হইয়া চলিল[১০] ভিন্যরাজ ॥
তোমাবা সবেরে কোনমতে পাশরিমু ।
শ্মরন হইলে মাত্র[১১] জ্বলিয়া মরিমু ॥
শুন প্রানশখী আমি চলি জাই তথা[১২] ।
জথা[১৩] গেলে ফিরিয়া আসীতে নারি এথা ॥
জেই দিন লাগী শখী ছিল মনে ভিত ।
সেই দিন আসীআ হইল উপস্থিত ॥

চতুর্দশ দ্বাবিংশ উনত্রিংশ সাতে ।
যোগিনী উত্তরে থাকে জানিও নিশ্চিতে ॥
ত্রিংশ আঠাইশ আর ত্রয়োদশ বাণ ।
উত্তর পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান ॥
ষড় একবিংশ থাকে ঊশানর ভিতে ।
যোগিনীর সমুখে না যাও কদাচিতে ॥ (জা.১১)

পশ্চিমে উত্তরে নৃপ করিব গমন ।
বৃহস্পতি উষাকালে দিলেক লগন ॥
ষোলশত কুমার যাইব একবারে ।
কান্দনার রোল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
গমনের কাল যদি নিকট হইল ।
পদ্মাবতী সখীগণ সব আনাইল ।
একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা ॥
সকল ছাড়িযা আমি যাইমু একেলা ॥
ছাড়িল মা বাপ ঘর বান্ধব সমাজ ।
একেশ্বরী হইযা চলিল ভিন্ন রাজ ॥
তোমরা সবেরে কোন মতে পাশরিমু ।
স্মরণ হইলে মাত্র জ্বলিয়া মরিমু ॥
শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাই তথা ।
জথা গেলে ফিরিয়া আসিতে নারি এথা ।
যেই দিন লাগি সখী ছিল মনে ভিত ।
সেই দিন আসিয়া হইল উপস্থিত ॥

১ পঞ্চদস ত্রিঅবিংস্ব ত্রিসহ অশ্টেতে ২ বিংস্ব ত্রিয়দসেতে জানিঅ আর বান ৩ উত্তরে পশ্চিম কনে ৪ অশ্টবিংস্বে রিতু একবিংস্ব ইস্বানেতে ৫ জাও ৬ করিল

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

জেই দিন গনি লগ্ন রাজ আগে দিল ।
সনিবাব দুই জাম দিবস আছিল ॥
এ সব বোহাস্ব রাজ রাজ্জতে হইল ।
জথ রাজপাত্রগন কৈন্যা আগে আইল ॥

৭ জাইমু এখালা ৮ ছারিলুম তুমী সব ৯ একাশ্বরি ১০ চলিলুম ১১ মনে ১২ জথা ১৩ তথা

শব্দার্থ টীকা : ঊশানর ভিতে—উত্তর পূর্ব দিকে ।
বাণ—পঞ্চবান অর্থাৎ পাঁচ ।
ভিত—ভীতি

মন্তব্য : একাদশ স্তবকের যোগিনী-বিচারও হুবহু মূলানুবাদ । যদিও মূলের পারম্পর্য অনুবাদে রক্ষিত হয় নি । মূলের দ্বাদশ স্তবক থেকে পঞ্চদশ স্তবক পর্যন্ত পরপর তিথিবিচার, দিকবিচার, রাশিবিচার এবং নক্ষত্রবিচার আছে, অনুবাদে আলাওল এ সব নীরস ব্যাপার ত্যাগ করে পরবর্তী যাত্রার ঘটনায় প্রবেশ করেছেন । অবশ্য যাত্রাকালের যে নির্দেশ অনুবাদে আছে মূলে তা অনুপস্থিত ।

এথ দিনে ছারিলু[১] সিংহল[২] কবিলাস।
বিধি বসে হইল মোর দূরদেশে বাস ॥
পরদেশী হৈলু[৩] বুলি দআ[৪] না ছারিও[৫]।
আবস্য বারেক মোরে স্বরন করিও[৬]॥
তুমী সব ভাগ্যবতি রহিলা স্বদেষ[৭]।
মোর মনে রহিল জনম ভরি ক্লেস ॥
আসীর্ব্বাদ আমারে করিও[৮] এক মনে।
সতত[৯] পীরিতি জেন থাকে স্বামিসনে ॥
অজন্ম বিচ্ছেদ[১০] দুক্ষ দিলেক গোসাঞি।
চাপি য়ালিঙ্গন[১১] দেও আর দেখা নাই ॥
জেই কিছু ধিকাধিক বুলিছি[১২] জখনে।
দুক্ষিনিরে ক্ষেমা কর ন রাখীও[১৩] মনে ॥

পদ্মাবতি বান্দনে কান্দএ শখীগন।
সজল নয়ানে বোলে বিনয়[১৪] বচন ॥
তোমা হোন্তে বান্দব আছএ কোন জন।
জাহারে দেখীআ হৈব তোমা[১৫] বিস্বরন ॥
হেন সাদ করে সবে[১৬]জাই[১৭] তোমা সঙ্গে[১৮]।
কিবা যুখ[১৯] তোমা বিনু গৃহবাসে রঙ্গে[২০] ॥*
অবিরত থাকি আমি তোমার সম্পাশে।[২১]
কি করিব শতি পুত্র বাপ মাও[২২] ভাই।
তোমা তুল্য বান্দব সংসারে কেহ নাই ॥
কিন্তু জাইবারে নারি গরুআ অভাগে[২৩]।
কি লাগিআ আমি ন মইল[২৪] তোমা আগে ॥
সিষু হোন্তে[২৫] তোমা সঙ্গে ছিল[২৬] নানা যুখে।
একদিন কিঞ্চিত ন পাইলু মন দুখ[২৭]।
স্বরিতে তোমার নেহা আমারা মরিব।
দৈবের নিস্বন্দ আছে কেমত করিব ॥

১ ছাবিলুম ২ সীঙ্গল ৩ হৈলুম ৪ দয়া ৫ ছারিঅ ৬ আবৈম্ব মনেতে মোরে স্বরন করিঅ ৭ সোদেস ৮ করিয়া ৯ সতেত ১০ অজন্ম বিশ্চেদ ১১ চাপী আলিঙ্গন ১২ বুলিলুম ১৩ বাখিঅ ১৪ বিনও ১৫ দুক্ষ ১৬ মনে ১৭ জাই ১৮ সঙ্গ ১৯ সুক ২০ রঙ্গ * 'ঢা' পুথির পরবর্তী ছাড় পংক্তি—মনের আরতি অগ্নী দিআ গ্রিহবাস ২১ সম্পাস ২২ আর ২৩ গুরু আছে ভাগে ২৪ মরিল ২৫ সীষুকালে ২৬ ছিলাম ২৭ একদিন কভু ন আসীলাম তোমা দুখ

এতদিনে ছাড়িলু সিংহল কবিলাস।
বিধিবশে হৈল মোর দূর দেশে বাস ॥
পরদেশী হৈলুঁ বলি দয়া না ছাড়িও।
অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও ॥
তুমি সব ভাগ্যবতী রহিলা স্বদেশ।
মোর মনে রহিলক জনম ভরি ক্লেশ ॥
আশীর্বাদ আমারে করিও এক মনে।
সতত পিরীতি যেন থাকে স্বামী সনে ॥
আজন্ম বিচ্ছেদ দুঃখ দিলেক গোঁসাঞি।
চাপি আলিঙ্গনে দেও আর দেখা নাই ॥
যেই কিছু ধিকাধিক বুলিছি যখনে।
দুঃখিনীরে ক্ষেমা কর না রাখিও মনে ॥ (স্তা.৬-৭)

পদ্মাবতী কান্দনে কান্দয় সখীগণ।
সজল নয়ানে বোলে বিনয় বচন ॥
তোমা হোন্তে বান্ধব আছয় কোন জন।
যাহারে দেখিয়া হৈব তোমা বিস্মরণ ॥
হেন সাধ করে সবে যাই তোমা সঙ্গে।
কিবা সুখ তোমা বিনে গৃহবাস রঙ্গে ॥
মনের আরতি অগ্নি দিয়া গৃহ বাস।
অবিরত থাকি আমি তোমার সম্পাস ॥
কি করিব পতি পুত্র বাপ মাও ভাই।
তোমা তুল্য বান্ধব সংসারে কেহ নাই ॥
কিন্তু যাইবারে নারি গুরুআ অভাগে।
কি লাগিয়া আমি না মইল তোমা আগে ॥
শিশুকালে তোমা সঙ্গে ছিল নানাসুখ।
একদিন কিঞ্চিৎ না পাইল মনোদুখ ॥
স্মরিতে তোমার নেহা আমরা মরিব।
দৈবের নির্বন্ধ আছে কেমত করিব ॥

শব্দার্থ টীকা : কবিলাস—কৈলাস
গুরুআ অভাগে—গুরুতর দুর্ভাগ্য বশত

মন্তব্য : পদ্মাবতীর সুদীর্ঘ বিলাপটি মূলের ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকের অনুবাদ। অনুবাদে স্থানে স্থানে মূলানুসরণ থাকলেও অনেকটাই রূপান্তরিত। মূলে পিতার প্রতি যে অনুযোগ বর্তমান অনুবাদে তা নেই। আবার অনুবাদে স্বামীর নিরন্তর প্রীতিলাভের জন্য যে আশীর্বাদ-প্রার্থনা আছে, মূলে তা নেই। সখীদের সঙ্গে আলিঙ্গনের চিত্রটি মূলের সপ্তম স্তবকের দোহাতে আছে, কিন্তু অনুবাদ-স্তবকের শেষে সখীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার চিত্রটি মূলে অনুপস্থিত। মূলের তুলনায় অনুবাদ কিছুটা অতিনাটকীয়।

শতত গোপতে আমি তোমারে দেখীব[১] ।
ভ্রমেহ আমার মনে ভরম না হৈব ॥
এই মতে অন্যো ২ কান্দিতে কান্দিতে ।
নৃপ গৃহে আইলা মাও বাপ বোলাইতে ॥
বাপ মাও চরনে পরিয়া[২] কন্যা[৩] বরে ।
বিনয় করিয়া অতি[৪] কান্দে[৫] উঞ্চস্বরে ॥
মুঞি অনাথিনিরে[৬] কি লাগি হেন কল্যা[৭] ।
প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মানিলা[৮] ॥
জদি পাটাইবা মোরে দূর দেসান্তরে ।
কি লাগিয়া অভাগিরে ধরিলা উদরে ॥
গর্ব্ভবাসে [৯]কেনে ন মরিলু[১০] অভাগিনি ।
তেকারণে হৈলু[১১] এথ দুঃখের ভাজ্জনি[১২] ।
জম্ম হইল[১৩] জখনে কাটীল মোর নারি ।
কি লাগি ন দিলা মোর গৃবাত কাটারি[১৪] ।
বিস দিয়া সিষুকালে ন মারিলা কেনে[১৫] ।
কোন দুঃখ না হইত মারিতা তখনে[১৬] ॥
একশ্বর জাই এবে দূর দেশন্তরে[১৭] ।
জিবনে মরনে দুঃখ বিধি দিল মোরে ॥
মন দুক্ষ পাইলে মুঞি কাহারে কহিমু[১৮] ।
মাও বলি হতভাগি কাহারে ডাকিমু[১৯] ॥
শাষুবি ননন্দি জাল[২০] দুর্জ্জন সতিনি ।
তার মধ্যে নিবান্দবা[২১] মুঞি একাকিনি ॥
বান্দবি বিচ্ছেদ দুঃখ গুরুর গঞ্জর্ন[২২] ।
সতিনির জালে হিত নাহি কোন জন ॥
দুক্ষের সমুদ্রে মাগো[২৩] পেলিলা[২৪] আমারে ।
মন দুক্ষ কহ[২৫] হেন নাহিক সংসারে ॥*

১ সতেত গোপত আখী তোমাকে দেখীব ২ ধরিয়া ৩ কৈন্যা ৪ কান্দে ৫অতি ৬ মুই অনাতিরে ৭ কৈল্বা ৮ প্রচাতে গালিল। , গর্ব্ব বাসে ১০ মারিলা ১১ হৈলুম ১২ দুক্ষের ভাজ্জনি ১৩ হৈলুম ১৪ কি লাগীয়া নই দিলা গ্রিবাতে কাটারি ১৫ কেনে ন মারিলে ১৬ তখনে মারিলে ১৭ দেশান্তরে ১৮ কহিব ১৯ কাহাকে ডাকিব ২০ জালো ২১ মাজে নিবান্দবি ২২ গঞ্জন ২৩ মাও ২৪ ফেলিল ২৫ কহি

* 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

এ বুলিআ কান্দি বালা হারাইল হিত ।
তা দেখীআ সখীগন কান্দে বিপরিত ॥

সতত গোপত আঁখি তোমাকে দেখিব ।
ভ্রমেহ আমার মনে ভরম না হৈব ॥ (জা. ৮)
এই মতে অন্যে অন্যে কান্দিতে কান্দিতে ।
নৃপগৃহে আইল মাও বাপ বোলাইতে ॥
বাপ মাও চরণে পড়িয়া কন্যাবরে ।
বিনয় করিয়া কান্দে অতি উচ্চৈস্বরে ॥
মুঞি অনাথিনীরে কি লাগি হেন কৈলা ।
প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মারিলা ॥
যদি পাঠাইবা মোরে দূর দেশান্তরে ।
কি লাগিলা অভাগীরে ধরিলা উদরে ॥
গর্ভবাসে কেনে না মরিলু অভাগিনী ।
তেকারণে হৈলু এত দুঃখের ভাজনি ॥
জন্ম হৈল যখনে কাটিলা মোর নাড়ি ।
কি লাগি না দিলা মোর গ্রীবাত কাটারি ॥
বিষ দিয়া শিশুকালে কেন না মারিলে ।
কোন দুঃখ না হইত তখনে মরিলে ॥
একেশ্বর যাই এবে দূর দেশান্তরে ।
জীবনে মরণে দুঃখ বিধি দিল মোরে ॥
মনে দুঃখ পাইলে মুঞি কাহারে কহিব ।
মাও বলি হতভাগী কাহারে ডাকিব ॥
শাশুরি ননদীজাল দুর্জন সতিনী ।
তার মধ্যে নির্বান্ধবী মুঞি একাকিনী ॥
বান্ধব বিচ্ছেদ দুঃখ গুরুর গঞ্জন ।
সতিনীর জালে হিত নাহি কোন জন ॥
দুঃখের সমুদ্রে মাগো পেলিলা আমারে ।
মনোদুঃখ কহি হেন নাহিক সংসারে ॥
এ বুলি কান্দিয়া বালা হারাইল চিত ।
তা দেখিয়া সখীগণ কান্দে বিপরীত ॥

মন্তব্য : মূলের অষ্টম স্তবকের সংগে অনুবাদের বিশেষ কোনো মিল নেই। মূলে আছে চিরপরাধীনা নারীদের সামাজিক মূল্যবিচার, অনুবাদে আছে অতিনাটকীয় ভাবাবেগ। মূলের নবম স্তবকে পদ্মাবতীর প্রতি সখীদের সামাজিক উপদেশগুলি অনুবাদে যথাস্থানে নেই, অন্যত্র মায়ের মুখে বসানো হয়েছে। অপরদিকে অনুবাদে পদ্মাবতীর বিদায়কালীন সকরুণ মাতৃসম্ভাষণ চিত্রটি মূলে অনুপস্থিত। মূলের চেয়ে অনুবাদের পদ্মাবতী অনেক বেশী পারিবারিক।

কন্যা বুলি কোলে তুলি রাজা মহাদেবি[১] ।
গলে ধরি কান্দন্ত মনেত সোক ভাবি[২] ॥
বিস্তর কান্দিয়া দেবি বোলে সকরুনে ।
কন্যা গৃহে[৩] অবতার দুক্ষের কারনে ॥
প্রথম প্রসবদুক্ষ উদরের শাল ।
বিছেদ[৪] সমএ হএ হৃদএর কাল ॥
তোমার অধিক স্নেহ কারে[৫] মোর আর ।
দেশান্তরে জাও করি[৬] পুরি[৭] অন্দকার ॥
বিধির নিব্বন্দ[৮] আছে দুর দেসে জাইতে ।
চলিতে শ্বামির সঙ্গে কে পারে রাখীতে ॥
এথেকে পাঠাও[৯] তোমা হইয়া নিমায়া[১০] ।
মন হোন্তে ন ছারিও মা বাপের ছায়া[১১] ॥
হেন সাদ করে আমি[১২] মরি এই ক্ষনে[১৩] ।
তোমার বিছেদ[১৪] দুক্ষ ন দেখী নয়নে[১৫] ॥
আমি দুইজন প্রাণ তোমা সঙ্গে জাএ ।
ষুন্য[১৬] কলেবর মাত্র রহিল[১৭] এথাএ ॥
মুছিয়া চক্ষব[১৮] জল চুম্বিয়া কপালে ।
সান্তাইয়া দুহিতাবে দুইজনে[১৯] বোলে ॥
এক মনে ষুন মাও আমার বচন ।
তোমা সম ভাগ্যবতি আছে কোন জন[২০] ॥
বাপের দুল্লব তুমী মাএর পবান ।
শ্বামি তোর মোহাবাজা[২১] ইন্দ্রের সমান ॥
কৃপা কবি বিধি তোবে[২২] রূপ দিল অতি ।
প্রানেব অর্ধ[২৩] শেনহ করে তোব পতি[২৪] ॥
শহশ্র সতিনি হৈলে তাত[২৫] কিবা ডর ।
না হইব তোর সখীজন[২৬] সমশ্বর ॥
কন্যা[২৭] মাজে ধন্য[২৮] হেন তাহারে[২৯] বাখানি ।
শ্বামির সৌভাগ্য হএ[৩০] জিনিয়া সতিনি ॥

কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজমহাদেবী ।
গলাগলি করি কান্দে মনে শোক ভাবি ॥
বিস্তর কান্দিয়া দেবী বলে সকরুণে ।
কন্যা গৃহে অবতার দুঃখের কারণে ॥
প্রথম প্রসব দুঃখ উদরের শাল ।
বিচ্ছেদ সময় হয় হৃদয়ের কাল ॥
তোমার অধিক স্নেহ কারে মোর আর ।
দেশান্তরে যাও করি পুরী অন্ধকার ॥
বিধির নির্বন্ধ আছে দূর দেশে যাইতে ।
চলিতে স্বামীর সঙ্গে কে পারে রাখিতে ॥
এতেকে পাঠাই তোমা হইয়া নিমায়া ।
মন হোন্তে না ছাড়িও মা বাপের ছায়া ॥
হেন সাধ করে মনে মরি এই ক্ষণে ।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ না সহে পরাণে ॥
আমি দুই জন প্রাণ তোমা সঙ্গে যায় ।
শূন্য কলেবর মাত্র রহিল এথায় ॥
মুছিয়া চক্ষের জল চুম্বিয়া কপালে ।
সান্তাইয়া দুহিতারে উপদেশ বলে ॥
এক মনে শুন মাও আমার বচন ।
তোমা সম ভাগ্যবতী আছে কোন জন ॥
বাপের দুর্লভ তুমি মায়ের পরাণ ।
স্বামী তোর মহারাজা ইন্দ্রের সমান ॥
কৃপা করি বিধি তোরে রূপ দিল অতি ।
প্রাণের অধিক স্নেহ করে তোর পতি ॥
সহস্র সতিনী হৈলে তাতে কিবা ডর ।
না হইব তোর সখিজন সমস্বর ॥
কন্যা মাঝে ধন্যা হেন তাহারে বাখানি ।
স্বামীর সৌভাগ্য পায় জিনিযা সতিনী ॥

১ কৈন্যাকে তুলিআ ধরি রাজমোহাদেবী । ২ গলাগলি করি কান্দে মনে সোক ভাবি ৩ কৈন্যা গ্রিহে ৪ বিশ্চেদ ৫ কাকে ৬ পুরি ৭ করি ৮ বিদির নিবন্দ ৯ পাঠাই ১০ নিমায়া। ১১ মাও বাপ দয্যা ১২ মনে ১৩ ক্ষন ১৪ বিশ্চেদ ১৫ না সহে পরান ১৬ সৈন্য ১৭ রহিব ১৮ চৌক্ষের ১৯ উপদেস ২০ কন জন ২১ মহারাজা ২২ তোমা ২৩ অধিক ২৪ তোমা প্রতি ২৫ তাতে ২৬ তোমার সখীর ২৭ কৈন্যা ২৮ ধৈন্য ২৯ তাহাকে ৩০ স্বামীরস ভাগ্যে পাএ

শব্দার্থ টীকা : নিমায়া—নিষ্ঠুর
সমস্বর—সমতুল

মন্তব্য : কন্যার প্রতি মাতার এই বিদায় সম্ভাষণ চিত্রটি মূলে নেই। পতিগৃহযাত্রাকালে কন্যার প্রতি মাতার এই সকরুণ বিলাপভাষণ বাঙালী জীবন-পরিবেশ নির্মাণ করেছে। পদ্মাবতীর প্রতি জননীর সতীন সম্পর্কিত উপদেশ বাণীর একটু ছায়া যদিও মূলের সখীবচনে আছে, কিন্তু এর অনেকটাই আলাওলের সাংসারিক অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন।

মনেত রাখীয়া কহ[১] তাহার উফাএ।
সেবাধিক করিলে সৌভাগ্যাধিক পাএ[২] ।।
শ্বামি দয়া করে হেন গর্ব্ব না করিও[৩]।
অহর্নিসী ভক্তিভাবে শ্বামিক সেবিও[৪] ।।
শেবা ভক্তি উপরে না করি অবিশ্বাস।
এক তিলে দোস হএ সেভা[৫] ভক্তি নাস ।।
প্রভুর তরাস মনে সতত রাখীবা।
আর পাসে গেলে শ্বামি রিস না করিবা ।।
কাম দৃষ্টী ষুশ্বামি[৬] হেরএ জার ভিতে।
আন হোন্তে[৭] তার সংগে রাখীয়[৮] পিরিতে ।।
ষুক্ষ মুক্ষ[৯] প্রাপ্তি হএ শ্বামির সেবাএ।
সংসাবে শ্বভাগ্য পরকাল মুক্ত পাএ[১০] ।।
প্রভুরসকালে[১১] ধিক মনে না করিবা[১২]।
অমৃতে[১৩] গবল হেন মনেতে ভাবিবা ।।
লাজ অলস্কারে[১৪] জান রমনি ভুসিত[১৫]।
কৃড়াবস[১৬] কালেত রাখীও জথোচিত[১৭] ।।
সেবাএ করিয়া নিথ্য[১৮] হএ গুরু বস।
সতিনির শহিতে[১৯] রাখীও[২০] প্রেমরস ।।
ব্রত ধর্ম্ম নিয়ম উপেক্ষা না কবিও[২১]।
পিরিতি গৌরবে পরিজন সম্বাসিও[২২] ।।
শ্বামির আদেসে জদি হইল চলিতে।
জত্ন করি কেহ তোরে[২৩] ন পারে রাখীতে ।।
অতিথি শ্বরূপে কন্যা[২৪] থাকে পিত্রিঘরে।
অজন্ম নির্ব্বাহ মাত্র[২৫] হএ শ্বামিপুরে ।।
ত্রিভুবন মধ্যে[২৬] জান শ্বামি সে দুল্লব।
শ্বামি সে সংসার সুখ[২৭] ধন্দ আর সব ।।
শ্বামিবস আন মতে [২৮] নাহে বিনু ভক্তি।
ভক্তি শক্তি হইলে[২৯] অবস্য[৩০] পাএ মুক্তি ।।

১ মনেতে রাখীঅ কহি ২ সেবা কৈলে ষুসৌবব ভাগ্যাধিক পাএ ৩ করিঅ ৪ শ্ব্যামীকে সেবিঅ ৫সেবা ৬ শ্বামীএ ৭ হন্তে ৮ থাকিবা ৯ ষুক দুক্ষ ১০ সংসারে সুভাগ্য পরলোকে মুক্তি পাএ ১১ প্রভুর সোহাগ ১২ রাখীবা ১৩ অম্রেত ১৪ রাজ অলংকার ১৫ ভুসীত ১৬ কৃআরস ১৭ রাখীঅ জথাপ্তিত ১৮ কবিঅ নিত্য ১৯ সঙ্গেতে ২০ রাখীঅ ২১ উপক্ষ না করিঅ ২২ সান্তসীঅ ২৩ তারে ২৪ অতিতের মতে কৈন্যা ২৫ জান ২৬ মাঝে ২৭ ধন ২৮ অন্যমতে ২৯ থাকিলে ৩০ আকৈম্ব

মনেত রাখিবা কহি তাহার উপায়।
সেবাধিক করিলে সৌভাগ্যাধিক পায় ।।
শ্বামী দয়া করে হেন গর্ব না করিও।
অহর্নিশি ভক্তিভাবে শ্বামীকে সেবিও ।।
সেবা ভক্তি উপরে না করি অবিশ্বাস।
এক তিলে দোষ হয় সেবা ভক্তি নাশ ।।
প্রভুর তরাস মনে সতত রাখিবা।
আর পাশে গেলে শ্বামী রিস না করিবা ।।
কামদৃষ্টি শ্বামীএ হেরয় যার ভিতে।
আন হোন্তে তার সংগে থাকিবা পিরিতে ।।
সুখ মোক্ষ প্রাপ্তি হয় শ্বামীর সেবায়।
সংসারে সুভাগ্য পরলোকে মুক্তি পায় ।।
প্রভুর সোহাগ ধিক মনে না রাখিবা।
অমৃত গরল হেন মনেতে ভাবিবা ।।
লাজ অলঙ্কারে জান রমণী ভূষিত।
ক্রীড়ারস কালেত রাখিও যথোচিত ।।
সেবায় জানিও নিত্য হয় গুরু বশ।
সতিনীর সহিতে রাখিও প্রেমরস ।।
ব্রতধর্ম নিয়ম উপেক্ষা না করিও।
পিরিতি গৌরবে পরিজন সম্ভাসিও ।।
শ্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে।
যত্ন করি কেহ তারে না পারে রাখিতে ।।
অতিথি শ্বরূপে কন্যা থাকে পিতৃ ঘরে।
আজন্ম নির্বাহ মাত্র হয় শ্বামীপুরে ।।
ত্রিভুবন মধ্যে জান শ্বামী সে দুর্লভ।
শ্বামী সে সংসার সুখ ধন্দ আর সব ।।*
শ্বামী বশ আন মতে নহে বিনে ভক্তি।
ভক্তি শক্তি থাকিলে অবশ্য পায় মুক্তি ।।

* হরিবরী সংস্করণের অতিরিক্ত চার পংক্তি—
শ্বামী সে পরম গুরু সব এক চিত্তে।
ভক্তি শক্তি শ্বামী সঙ্গে বঞ্চিব পিরীতে ।।
শ্বামী সে নারীর গতি জানি সর্বথায়।
শ্বামী বিনে নারীরে সেবকে না ডরায় ।।

মন্তব্য : এই বিস্তৃত উপদেশ-বচন মূলে মাতৃমুখে নেই। এই জাতীয় নির্দেশ আলাওলের সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয়।

আপনে পন্ডিতা তুমী বুঝহ[১] শকল।
মোর আসির্ব্বাদ হৈক[২] সর্ব্বত্রে[৩] কুশল ॥
এথেক বলিয়া[৪] দেবি দিলেন্ত[৫] মেলানি।
কন্যা সমর্পিতে[৬] শঙ্গে আইলা নৃপমনি ॥
কন্যার হাতেত[৭] ধরি সজল নয়নে[৮]।
শমর্পিলা আসি[৯] নৃপ রত্নসেন স্থানে[১০] ॥
শর্ব্বিনএ নরপতি[১১] বোলে পরিহার।
শপীল পরাণি আমি হস্তেত তোমার[১২] ॥
চক্ষর[১৩] পোতলি মোর এই কন্যাখানি।
ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিছনি[১৪] ॥
নিবান্দবা একাকিনি দুরদেশে জাএ[১৫]।
মোর হৃদে এই শাল রহিল শদাএ ॥
দারুনে পেটের পোবা[১৬] ন জাএ শহন।
রহিতে নারিমু গৃহে স্থির[১৭] নহে মন ॥
অবলা দোশের[১৮] ঘর সদা[১৯] করে বোশ[২০]।
ক্ষেমিবা চাহিতে আমা[২২] জদি করে দোশ[২৩] ॥
কেহ নাই নিকটে শদব[২৪] বাপ ভাই।
মনদুঃখ পাইলে কহিত তার[২৫] টাই ॥
খুদাতোব হৈলে[২৬] অন্ন কাহাত্ত মাগীব।
মা বাপ বলিয়া আব[২৭] কাহাক ডাকিব ॥
শকল প্রকারে তারে পালন করিও।
আমা[২৮] সব প্রতি নৃপ দয়া ন ছারিও ॥
আর দেখা নাই এই[২৯] মনে অতি দুঃখ[৩০]।
কোণ মতে পাশরিমু হেন চান্দ মুখ ॥
জথ দিন আছে প্রাণ আমার সরিরে।
আসির্ব্বাদ তোমারে করিমু নিরান্তর ॥
অপন্ডিত আমি সব[৩১] কি কহিব আর।
শর্ব্ব মতে জান আমি তোমার ২ [৩২] ॥
জথোচিত[৩৩] পদুত্তর দিয়া রত্নসনে।
ভক্তিভাবে প্রনামিলা ধরিয়া চরনে ॥

১ বুজহ ২ য়াসীর্ব্বাদে হোক ৩ সর্ব্বাত্র ৪ বুলিআ ৫ দিলেক ৬ কৈন্যা সমরপীতে ৭ কৈন্যার হস্তেত ৮ নয়্যান ৯ আনি ১০ স্তান ১১ বিনয করিআ নৃপ ১২ সপীলাম তোমা স্তানে পরানি আমার ১৩ চৌক্ষের ১৪ নিচনি ১৫ নিবান্দবি একাম্বরি পরদেসে জাএ ১৬ জালা ১৭ স্তির ১৮ দোসব ১৯ সদাএ ২০ রোস ২২ খেমিবা আমারে চাহি ২৩ যথ করে দোস ২৪ দেসের নিকটে ২৫ কহিব কার ২৬ খুদাতুর হই ২৭ মাও বাপো বুলিআ ২৮ আমী ২৯ মনে ৩০ জন্মান্তের দুখ ৩১ আপনে পন্ডিত তুমি ৩২ আমার ৩৩ ভক্তিভাবে

আপনে পন্ডিতা তুমি বুঝহ সকল।
মোর আশীর্বাদ হোক সর্বত্রে কুশল ॥
এতেক বলিয়া দেবী দিলেন্ত মেলানি।
কন্যা সমর্পিতে সঙ্গে আইল নৃপমণি ॥
কন্যার হাতেত ধরি সজল নয়ানে।
সমর্পিলা আসি নৃপ রত্নসেন স্থানে ॥
সবিনয়ে নরপতি বলে পরিহার।
সোঁপিল পরাণী আমি হস্তেত তোমার ॥
চক্ষের পোতলী মোর এই কন্যাখানি।
ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিছনি ॥
নির্বান্ধবা একাকিনী দূরে দেশে যায়।
মোর হৃদে এই শাল রহিল সদায় ॥
দারুণ পেটের পোড়া না যায় সহন।
রহিতে নারিমু গৃহে স্থির নহে মন ॥
অবলা দোষের ঘর সদা করে রোষ।
ক্ষেমিবা আমারে চাহি যত করে দোষ ॥
কেহ নাহি দোসর নিকটে বাপ ভাই।
মনোদুঃখ পাইলে কহিতে তার ঠাঁই।
ক্ষুধাতুর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব।
মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব।
সকল প্রকারে তারে পালন করিও।
আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িও ॥
আর দেখা নাই এই মনে অতি দুঃখ।
কোন মতে পাসরিব হেন চান্দমুখ ॥
যতদিন আছে প্রাণ আমার শরীরে।
আশীর্বাদ তোমারে করিব নিরন্তরে ॥
আপনে পন্ডিত তুমি কি কহিব আর ॥
সর্বমতে জান আমি তোমার তোমার।
যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়া রত্নসেনে।
ভক্তিভাবে প্রণমিলা ধরিয়া চরণে ॥

মন্তব্য : বিদায়কালে পদ্মাবতীর প্রতি জননীর উপদেশবাণীর কিছুটা নেওয়া হয়েছে মূলের নবম স্তবকের সখীবচন থেকে, মূলে পদ্মাবতীর প্রতি মাতার বিদায় সম্ভাষণ নেই। রত্নসেনের হস্তে সিংহলরাজের কন্যাসমর্পণ এবং বিনয়বচনগুলিও মূলে নেই, এই সংযোজিত উপদেশ ও বিলাপ বর্ণনাগুলি অনেকটাই আলাওলের বঙ্গীয় মানসিকতার প্রকাশ।

চল ২ করিয়া চৌদিগে হইল রোল।
অন্তপুর মধ্যে[১] হইল কান্দনা প্রচুর[২] ।।
গজেন্দ্রে[৩] চরিয়া চলে নৃপ রত্নশেন।
ঐরাবত বাহনে[৪] শচিপতি[৫] জেন ।।
রত্ন চতুন্দোলে কন্যা[৬] কান্দি ২ জাএ।
দেখীআ উদ্যানগৃহ[৭] বেথা লাগে গাএ ।।
কৃড়াস্থলি সরোবর[৮] আর নিত্যসালা।
দেখীতে মহিত[৯] মন কান্দি জাএ বালা ।।
সত সংখ্যা[১০] দোলাদুলি করি আরুহন।*
চলিলেন্ত কান্দি ২ সঙ্গি সখীগণ[১১] ।।
শোল শত[১২] কুমারের জথেক রমনি।
রাজষুতা পাত্রষুতা সকল পদ্মিনি ।।
একে ২ শংগে অক্ষ বিস ত্রিস শখী[১৩] ।
নানান বাহনে জাএ[১৪] অশ্রুপুন্ন আখী ।।
আর দাসিগণ জথ পদগতি চলে।
দেশ পরিপুন্ন হৈল কান্দনার রোলে ।।

জাইতে ২ গেলা সমুদ্রের তিরে[১৫] ।
ক্রমে ২ উটীলেক ডিংগার উপরে ।।
সতে[১৬] ২ বহিদ্র সম্পুন্ন দ্রব্য[১৭] দেখী।
হস্তি ঘোরা হেম রত্ন পুন্ন হৈল আখী ।।
মনে ভাবে নৃপে জদি সিন্দু হইলে পাব[১৮] ।
মোর সম প্রিথিবিতে কেবা য়াছে আব[১৯] ।।
দ্রব্য[২০] দেখী গর্ব্ব অতি মনে উপর্জ্জিল।
গর্ব্ব হোন্তে শর্ব্বনাস ভাবি ন গুনিল[২১] ।।

চল চল করিয়া চৌদিগে হইল বোল।
অন্তঃপুর মধ্যে হৈল কান্দনার রোল ।।
গজেন্দ্র চড়িয়া চলে নৃপ রত্নসেন।
ঐরাবত বাহনেতে শচীপতি যেন ।।
রত্ন চতুর্দোলে কন্যা কান্দি কান্দি যায়।
দেখিয়া উদ্যান-বৃক্ষ ব্যথা লাগে গায় ।।
ক্রীড়াস্থলী সরোবর আর নৃত্যশালা।
দেখিতে মোহিত মন কান্দি যায় বালা ।।
শত সংখ্যা দোলাদুলি করি আরোহণ।
চলিলেন্ত কান্দি কান্দি সংগে সখিগণ ।।
ষোলশত কুমারের যতেক রমণী।
রাজসুতা পাত্রসুতা সকল পদ্মিনী ।।
একে একে সংগে চলে বিশ ত্রিশ সখি।
নানান বাহনে যায় অশ্রুপূর্ণ আঁখি ।।
আর দাসীগণ যত পদগতি চলে।
দেশ পরিপূর্ণ হৈল কান্দনার বোলে ।।(জা.১৬)

যাইতে যাইতে গেল সমুদ্রের তীরে।
ক্রমে ক্রমে উঠিলেক ডিংগাব উপরে ।।
শতে শতে বহিত্র সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখি।
হস্তী ঘোড়া হেম রত্ন পূর্ণ হৈল আঁখি ।।
মনে ভাবে নৃপে যদি সিন্ধু হৈলে পার।
মোর সম পৃথিবীতে কেবা আছে আর ।।
দ্রব্য দেখি গর্ব অতি মনে উপজিল।
গর্ব হোন্তে সর্বনাশ ভাবি না গুনিল ।। (জা.১৮)

১ মৈধ্যে ২ কান্দানার বোল ৩ গজিন্দ্র ৪ বাহনতে ৫ বৃহপাতি ৬ চতুবদোলে কৈন্যা ৭ উধ্যান বৃক্ষ ৮ ক্রিআস্থলি সরবর ৯ মুহিত ১০ সংকা ১১ কান্দি ২ চলিল সঙ্গের সখীগণ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

পীরিভুমী ছারিআ জাঅন্ত সব সখী।
বাহন অন্তরে জেন জল পুণ্য আখী ।।

১২ সোল সত ১৩ এক ২ জন সংগে চলে দস সখী ১৪ চলে ১৫ থিরে ১৬ সত্তেক ১৭ দৈব্য ১৮ হৈলুম সীন্দু পার ১৯ মোর সম সংসারেতে ধণ আছে কার ২০ দৈব্য ২১ না চাহিল

মন্তব্য : বর্তমান স্তবকের অবশ্যটি মূলের ষোড়শ স্তবকের এবং শেষাংশটি মূলের অষ্টাদশ স্তবকের অনুসরণে রচিত, কিন্তু মাঝের অংশটি আলাওলের নিজস্ব। মূলে আছে রত্নসেনের যাত্রার আদেশে সখীদের আলিংগন করে পদ্মাবতীর কাঁদতে কাঁদতে বিমানে আরোহণ এবং সিংহল-বাসীদের সম্মিলিত বিলাপের সংগে পদ্মাবতীর মাতা পিতা এবং ভ্রাতার ক্রন্দনচিত্র। অনুবাদে ঐরাবত ও চতুর্দোলায় চড়ে রত্নসেন ও পদ্মাবতীর উদ্যানবৃক্ষ, ক্রীড়াস্থলী, সরোবর, নৃত্যশালা পরিক্রমা করে সখীদের ও দাসদাসীদের নিয়ে ধনরত্নসহ নৌকায় আরোহণ। এ যেন গ্রামপরিক্রমা করে পল্লীকন্যার পতিগৃহযাত্রা। অষ্টাদশ স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের দানতত্ত্বকথা বাদ দিয়ে সংক্ষেপে ঘটনাটুকু মাত্র অনুসরণ করেছেন। মূলের সপ্তদশ স্তবকের দ্রব্যতালিকাটি অনুবাদে অন্যত্র আছে। অষ্টাদশ স্তবকে রত্নসেনের অহংকারী হবার ঘটনাটি মাত্র অনুবাদে উল্লেখ করে আলাওল পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রবেশ করেছেন।

দেশযাত্রা খণ্ড

হেনকালে শমুদ্র[1] ব্রাহ্মন রূপ ধরি ।
নৃপ আগে আইলা দান লইতে শ্রধা করি ।।
আসীর্ব্বাদ করি বোলে শুন নৃপবর ।
অনেক অপার ধন লৈয়া জাও ঘর ।।
চারি অংশে একাংস[2] মোর কর দান ।
শমুদ্র শংকট হোন্তে[3] হইবা কল্যান[4] ।।
দান হোন্তে বিঘ্ন নাস কৃতি[5] মহিপুরে ।
অন্তকালে পাপ খন্ডি সুর্গে[6] অনুশ্বারে ।।
দত্ত মত্ত[7] দুই ভাই জানিও নিশ্চএ ।
দত্তহ থাকিলে শর্থে[8] কিবা ফল হএ[9] ।।
দাতাজন নিদ্ধনি[10] না হএ কোন কালে ।
একদিলে দস পাএ শেই পুন্ন[11] ফলে ।।
দুখ খন্ডি সুখ[12] হএ দানের সম্ভাব ।
মুল নিষ্কণ্টকে রহে পুন্নপাত্র লাব ।।
দান হোন্তে[13] কর্ণবিরে পাইল দুইকুল ।
রাবনে সঞ্চিত[14] করি হারাইল মুল ।।
ধন শঞ্চি জেই জনে দান নাহি করে ।
দন্ডে[15] নাস হএ অগ্নি সলিল তস্করে ।।

এথ শুনি ক্রোধে বোলে রত্নসেন রাজ ।
ব্রাহ্মন ভিকারি তোর ধন কোন কাজ ।।
নৃপতি হইয়া জদি ন শঞ্চয়[16] ধন ।
কোন মতে পালিবেক কোটী ২ জন ।।
দ্রব্য হোন্তে[17] গর্ব্ব রহে সংসার মাজারে ।
দ্রব্য হোন্তে[18] জেই ইশ্চা করিবারে পারে[19] ।।
দ্রব্যহিন[20] জনের জিবন অকারন ।
কি কর্ম্ম করিতে পার ন থাকিলে ধন ।।
ধন হোন্তে অকুলিন হএ কুল ছত্র ।
শংশারে মহত্ব রহে বিজএ শর্ব্বত্র ।।

১ সমুদ্র ২ চারি অংসের এক অংস ৩ সমুদ্র সংকট হন্তে ৪ কৈল্লান ৫ বৈত্ত ৬ স্বর্গে ৭ দানে সৈত্ত ৮ দান না থাকিলে সৈত্তে ৯ পাএ ১০ নির্ধান ১১ পুন্য ১২ দুক্ষ খন্ডি সুক ১৩ হন্তে ১৪ সঞ্চিত ১৫ ডন্ড ১৬ সাঞ্চএ ১৭ দৈব্ব হন্তে ১৯ পারে করিবারে ২০ দৈব্বহিন

হেনকালে সমুদ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধরি ।
নৃপ আগে আইলা দান লইতে শ্রদ্ধা করি ॥
আশীর্বাদ করি বলে শুন নৃপবর ।
অনেক অপার ধন লইয়া যাও ঘর ॥
চারি অংশে এক অংশ মোরে কর দান ।
সমুদ্র সংকট হোন্তে হইব কল্যাণ ॥
দান হোন্তে বিঘ্ননাশ কীর্তি মহীপুরে ।
অন্তকালে পাপ খন্ডি স্বর্গে অনুসরে ॥
দত্ত সত্য দুই ভাই জানিও নিশ্চয় ।
দান না থাকিলে সত্যে কিবা ফল পায় ॥
দাতা জন নির্ধনী না হয় কোন কালে ।
এক দিলে দশ পায় সেই পুণ্যফলে ॥
দুঃখ খন্ডি সুখ পায় দানের সম্ভবে ।
মূল নিষ্কণ্টকে রহে পূর্ণপাত্র লভে ॥
দান হোন্তে কর্ণ বীর পাইল দুই কুল ।
রাবণে সঞ্চিত করি হারাইল মূল ॥
ধন সঞ্চি যেই জনে দান নাহি করে ।
দন্ডে নাশ হয় অগ্নি সলিল তস্করে ॥ (জা. ১)

এত শুনি ক্রোধে বলে রত্নসেন রাজ ।
ব্রাহ্মণ ভিখারি তোর ধন কোন কাজ ॥
নৃপতি হইয়া যদি না সঞ্চয় ধন ।
কোন মতে পালিবেক কোটি কোটি জন ॥
দ্রব্য হোন্তে গর্ব রহে সংসার মাঝারে ।
দ্রব্য হোন্তে যেই ইচ্ছা পারে করিবারে ॥
দ্রব্যহীন জনের জীবন অকারণ ।
কি কর্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন ॥
ধন হোন্তে অকুলীন হয় কুলছত্র ।
সংসারে মহত্ত্ব রহে বিজয় সর্বত্র ॥

মন্তব্য ঃ প্রথম স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ। প্রথম দুটি পংক্তি জায়সীর আগের পরিচ্ছেদের শেষ স্তবকের দোহা অংশের অনুবাদ। সেখানে সমুদ্রকে দানী বলা হলেও ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ নেই। অনুবাদে আলাওল দানীকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম স্তবকের দোহা অংশে সমুদ্র দান হিসাবে রাজার কাছ থেকে চল্লিশ অংশের এক অংশ চেয়েছেন। কিন্তু অনুবাদে এক চতুর্থাংশ চাওয়া হয়েছে। আলাওল সম্ভবত এক চতুর্থাংশ পাঠ ধরে অনুবাদ করেছেন। দানের মহিমা এবং সঞ্চয়ের নিন্দাপ্রসঙ্গে মূলে কর্ণ ও রাবণের প্রসঙ্গ দুটি অনুবাদে যথাযথ, কিন্তু মূলের মেরু-মহিমা ও কুবের-নিধনের প্রসঙ্গটি ভ্রান্তজ্ঞানে অনুবাদে বর্জিত। দোহা অংশটি রক্ষিত। দত্ত এবং সত্যকে ভ্রাতারূপে কল্পনা আলাওলের নিজস্ব। দানপুণ্যে স্বর্গলাভের কথাও নব-সংযোজন।

শংকটতরনে ধন হোন্তে সুখ রশ ।
মনুশ্যাক[১] কি বুলিব দেব হএ বস ॥
ধনের প্রভাবে নিত্ত[২] সেবা করে পর ।
নিধ্ধনিরে[৩] পুত্র দারা[৪] না করে আদর ॥
প্রাণপন করি নিত্ত ধন সঞ্চে[৫] নরে ।
প্রানের দুল্লব ধন কোনে[৬] দেএ কারে ॥
শাস্ত্র[৭] নিতি ভিক্ষা করি খাইব ব্রাহ্মনে[৮] ।
ধনে কায্য নহে জদি মাগ কি কারনে[৯] ॥
পাইলে দিনের ভিক্ষা কৃতার্থ[১০] ব্রাহ্মন ।
নৃপধন অংস মাগ উন্নত লক্ষন[১১] ॥
ব্রাহ্মনে বোলএ লোভ করি অতিশএ ।
জে পুনি সঞ্চএ তাব কাযারে না হএ[১২] ॥
মোহাজন হইলে সঞ্চিব[১৩] জেন মত ।
দান ধর্ম্ম সত কর্ম্ম থাকিব তেমত ॥
সত[১৪] কর্ম্ম ন করি শঞ্চিত[১৫] অতি পাপ ।
পেটারির মাঝে[১৬] জেন পোসে কালশাপ[১৭] ॥
বিস্তর সঞ্চিতে[১৮] পাবে বিস্তর জঞ্জাল ।
প্রসবে কৃপিনি নাম অন্ত নহে ভাল[১৯] ॥
কৃপীন আলুরে শত্রু নবক নিয়র ।*
স্বর্গের নিকট দাতা আলুবে গোচর ॥†
এথেক বুলিযা হৈল আলুপ[২০] ব্রাহ্মন ।
বহিদ্রে[২১] চবিযা নৃপ কবিলা গমন ॥
মোহাদাতা রত্নসেন জগত বিদিত ।
বিনাস সমএ হৈল[২২] বুদ্ধি[২৩] বিপারিত ॥

১ মনিস্যকে ২ নিত্ত ৩ নিধনিব ৪ দাড়া ৫ সাঞ্চে ৬ কেবা ৭ সাস্ত্র ৮ ব্রাহ্মন ৯ কারন ১০ কেবাত্ত ১১ উন্মত্ত লৈক্ষণ ১২ জে পুনি সাঞ্চএ ধন কাজেত্ত না লাগএ ১৩ সাঞ্চে ১৪ নিত্ত ১৫ সাঞ্চত ১৬ পেটারি মাজারে ১৭ কাল সাপ ১৮ সাঞ্চিতে ১৯ পুনুসক্রমে কৃপনতা অন্তে নহে ভাল ২০ আলুফ ২১ বহিদ্রে ২২ বুদ্ধি ২৩ হএ

* 'বা' পুথিতে নেই
† 'বা' পুথিতে নেই

সংকট তরণে ধন হোন্তে সুখ রস ।
মনুষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ ॥*
ধনের প্রভাবে নিত্য সেবা করে পর ।
নির্ধনীরে পুত্র দারা না করে আদর ॥
প্রাণপণ করি নিত্য ধন সঞ্চে নরে ।
প্রাণের দুর্লভ ধন কোনে দেয় কারে ॥
শাস্ত্র-নীতি ভিক্ষা করি খাইব ব্রাহ্মণে ।
ধনে কার্য নহে যদি মাগ কি কারণে ॥
পাইলে দিনের ভিক্ষা কৃতার্থ ব্রাহ্মণ ।
নৃপ ধন অংশ মাগ উন্মত্ত লক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণে বলয় লোভ করি অতিশয় ।
যে পুনি সঞ্চয় তাব কার্যে না আসয় ॥
মহাজন হইলে সঞ্চিব যেন মত ।
দানধর্ম সৎকর্ম থাকিব তেমত ॥
সৎকর্ম না করি সঞ্চিত অতি পাপ ।
পেটারিব মাঝে যেন পোষে কালসাপ ॥
বিস্তর সঞ্চিতে পাবে বিস্তব জঞ্জাল ।
প্রসরে কৃপণ নাম অন্ত নহে ভাল ॥ (আ. ২)

এতেক বলিয়া হৈল আলোপ ব্রাহ্মণ ।
বহিত্রে চড়িয়া নৃপ করিলা গমন ॥
মহাদাতা রত্নসেন জগতে বিদিত ।
বিনাশ সময়ে হৈল বুদ্ধি বিপরীত ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ পেটারি—প্যাটরা বা ঝুড়ি
আলোপ—অদৃশ্য
প্রসরে—বিস্তৃত হয়

হরিবরী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
ধনবন্ত জনেরে পুজয় সর্বজন ।
নির্ধন দেখিলে কেহ না পুছে বচন ॥

মন্তব্য ঃ দ্বিতীয় স্তবকের মূলে বক্তব্য মূলানুসারী হলেও রাজার কথাগুলো ঠিক মূলানুগ নয় । মূলে আছে ঐশ্বর্যের রাজকীয় সম্ভোগ-প্রয়োজনীয়তার কথা, আর অনুবাদে আছে সম্পদের সাংসারিক দরকারের কথা । মূলের তুলনায় ঐশ্বর্য-মহিমা বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুবাদ আরও বিস্তারিত । রাজার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে মূলের দোহা অংশটিতে সমুদ্রের উপদেশ একটি মাত্র উপমায় ব্যঞ্জনাগর্ভ । কিন্তু অনুবাদে উক্ত উপমাটির সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিস্তারিত নীতিকথন আছে । অনুবাদের মধ্যে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনাটি মূলে অনুপস্থিত ।

হেন কালে[1] পাক্ষি[2] এক শমুদ্রে[3] ভিতরে।	হেন কালে পক্ষী এক সমুদ্র ভিতরে।
সুবাউ বহিল[4] নৌকা চলিল শত্তরে[5] ।।	সুবায়ু বহিল নৌকা চলিল সত্বরে ।।
আর দিন আচম্বিত হৈল বাউ বৃষ্টী[6] ।	আর দিন আচম্বিত হৈল বায়ু বৃষ্টি ।
প্রলএর কালে জেন সংহারএ শ্রীষ্টী[7] ।।	প্রলয়ের কালে যেন সংহারয় সৃষ্টি ।।
খরতর বহে বাউ বৃষ্টী[8] অতিশএ ।	খরতর বহে বায়ু বৃষ্টি অতিশয় ।
মোহা অন্দকার নাহি[9] দিগ পরিচএ ।।	মহাঅন্ধকার নাহি দিক পরিচয় ।।
প্রবত প্রমান[10] ঢেউ আসীয়া প্রবলে ।	পর্বত প্রমাণ ঢেউ আসিয়া প্রবলে ।
আকাসে তুলিয়া ডিঙ্গা নামাএ পাতালে ।।	আকাশে তুলিয়া ডিঙ্গা নামায় পাতালে ।।
নৌকা ২ বাঝি কথ[11] খন্ড ২ হৈল ।	নৌকা নৌকা বাজি কত খন্ড খন্ড হৈল ।
ছত্রকার হৈয়া কথ নানা দিগে পৈল ।।[12]	ছত্রাকার হইয়া কত নানাদিকে পৈল ।।
নৃপতি চরন ডিঙ্গা দর সুগঠন[13] ।	নৃপতি চড়ন ডিঙ্গা অতি সুগঠন ।
সেই মাত্র লহব[14] সহিল কথক্ষন[15] ।।	সেইমাত্র লহর সহিল কতক্ষণ ।। (জা.৩)
তখনে রাক্ষস এক অতি ভবংকর[16] ।	তখনে রাক্ষস এক অতি ভয়ংকব ।
জলাহাব[17] করে বিভিসন[18] অনুচর ।।	জলাহার করে বিভীষণ অনুচর ।।
হস্তি শুন্ড জিনিয়া জে[19] নাসা দির্ঘ অতি ।	হস্তীশুন্ড জিনিয়া নাসা দীর্ঘ অতি ।
নিশ্বরিছে দন্ত জেন কুসাংগেব পতি[20] ।।	নিঃসরিছে দন্ত যেন কুলিসের পাঁতি ।।
সুর্য্য সম দুই চক্ষু[21] লাম্বত শ্রবন ।	সূর্য সম দুই চক্ষু লম্বিত শ্রবণ ।
সরির লোমাবলি[22] জেন নল বন ।।	শরীরেব লোমাবলি যেন নল বন ।।
তাল বৃক্ষ জিনি দির্ঘ হস্ত পদ তাব ।	তালবৃক্ষ জিনি দীর্ঘ হস্ত পদ তার ।
তনুকান্তি দেখী জেন নিলিব আন্ধার[23] ।।	তনুকান্তি দেখি যেন নিবিড় আন্ধাব ।। (জ.৪)
নৃপতির ডিঙ্গা দেখী হরিস অপার[24] ।	নৃপতির ডিঙ্গা দেখি হরিস অপার ।
মনে ভাবে বিধি আজি[25] দিল পূন্নহার ।।	মনে ভাবে বিধি আজি দিল পূর্ণাহার ।।
জথেক মনুস্য কথ খাই[26] কথ নিমু ।	যতেক মনুষ্য কত খাই কত নিমু ।
পদ্মিনি সুন্দরি[27] বিভোসন[28] ডালি দিমু ।।	পদ্মিনী সুন্দরী বিভীষণে ডালি দিমু ।।
সিতারে পাইয়া জেন হরিল রাবন ।	সীতারে পাইযা যেন হরিষ রাবণ ।
তাথোধিক[29] আনন্দ হইব বিভিসন ।।	ততোধিক আনন্দ হইব বিভীষণ ।।
নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর ।	নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর ।
এথেক ভাবিয়া কাছে[30] আইল নিশাচর ।।	এতেক ভাবিয়া কাছে আইল নিশাচর ।।
দেখীয়া ডিঙ্গার লোকে রাক্ষস নিকট ।	দেখিয়া ডিঙ্গার লোক রাক্ষস নিকট ।
মনে ভাবে হৈল ধিক সংকটে সংকট[31] ।।	মনে ভাবে হৈল ধিক সংকটে সংকট ।।

১ মতে ২ পৈক্ষ ৩ সমুদ্র ৪ সুবাও বহিআ ৫ সত্তরে ৬ বিষ্টী ৭ সঙ্গাবএ সীষ্টী ৮ বিষ্টী ৯ নাই ১০ সোমান ১১ বাজি সব ১২ ছত্রকার হই নৌকা নানা দেসে গেল ১৩ সুঘটন ১৪ লহরে ১৫ কতৈক্ষণ ১৬ মহাভএঙ্কর ১৭ জল আহার ১৮ বিবিসণ ১৯ হস্তির শুসান্ট জিনি ২০ কুলিসের পাতি ২১ চৌক্ষ ২২ লোম বুলি ২৩ তনুকান্তি জিনি জেন নিবির আন্দারে ২৪ আপার ২৫ মোরে ২৬ কথেক মনিস্ব আর খাইমু ২৭ সোন্দরি ২৮ বিবিসণ ২৯ তাতু ধিক ৩০ তবে ৩১ মনে ভাবে এবে বিধি দিলেক সংকট

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদের সঙ্গে মূলের পার্থক্য বর্তমান। আঁধির প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহিত্রগুলির বেপথুমানতার কথাই মূলে আছে। আলাওলেব অনুবাদে কিন্তু একমাত্র রাজবহিত্রটি ছাড়া অন্যগুলি পরস্পরের আঘাতে ভেঙে খন্ড খন্ড হবার বর্ণনা করা হয়েছে। মূলে ঐশ্বর্যের ভার, পারাবার পার ইত্যাদি নিয়ে যে তত্ত্বকথার অবতারণা হয়েছে অনুবাদে তা বাদ দিয়ে কেবল ঘটনারই অনুসরণ আছে। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে রাক্ষস-বর্ণনাতেও মূলের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। মূলে রাক্ষসটি ভল্লুকসদৃশ; অনুবাদে হস্তীতুল্য। মূলের পাঁচমুন্ড ও দশহাতের কথা অনুবাদে নেই। আবার অনুবাদে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে রাক্ষসের কুলিশ-সদৃশ দন্ত, নলবন-সদৃশ লোম এবং তালবৃক্ষ-সদৃশ হস্তপদের যে বর্ণনা আছে মূলে তা নেই।

শাহাস[১] করিয়া নৃপ বোলে গোলা মার ।
এথ ষুনি রাক্ষসে করিয়া নমসকার[২] ॥
মেঘের গর্জ্জনে ডাকি[৩] বোলে উচ্চস্বরে[৪] ।
শত্রু জন নাহোঁ মুই[৫] ন মারিয় মোরে[৬] ॥
বৃত্তান্ত ষুনহ আগে কহিএ তোমারে ॥
পরম ধর্ম্মিক বিভিসন মোহামতি[৭] ।
তাহান কিঙ্কব মুই[৮] ষুণ নবপতি[৯] ॥
তুমীহ ধার্ম্মিক বর জম্বু দ্বিপ[১০]মাজ ।
ধর্ম্মিকে ২ ইস্ট ষুন[১১] মোহারাজ ॥
রামচন্দ্র সম তুমী বিভিসন[১২] মীত ।
তেকারণে শংকটে[১৩] করিতে আইল[১৪] হিত ॥
লহরে পেলিল[১৫] ডিঙ্গা দুস্কব শাগরে[১৬] ।
জেই পন্তে জাইবাব ছিল অতি দূরে[১৭] ॥
তেকারনে তোমাবে[১৮] করিমু[১৯] উপকার ।
শেতু বন্দে তুলি দিতে আইলু তোমার[২০] ॥
কিন্তু মোবে তুরিতে করহ কিছু দান ।
তুষ্ট মনে করোঁ সেবা হইব কল্যান ॥

নৃপে বোলে ঘাটে[২১] আগে লৈয়া জাও নাও ।[২২]
তোমাবে প্রসাদ দিমু জথ ধন চাও ॥
তোমার নৃপতি জেন ধর্ম্মিক ষুজন[২৩] ।
তাহাণ নিমুক্তে[২৪] দিমু অমূল্য রত্তন ॥
তোমার নৃপতি স্থানে মাল্য[২৫] পাইবা তুমী ।
তোমা সনে ইস্টতা করিমু আজি আমি[২৬] ॥

এই বাক্য[২৭] ষুনিয়া কপট নিশাচর ।
চলিল বহিদ্র লৈয়া গমন শত্তর[২৮] ॥
সমুদ্রের মাজে জথা আছে[২৯] মোহাপাক ।
অতি বেগে[৩০] ফেরে[৩১] জেন কুম্ভকার[৩২] চাক ॥
শেই পাকে আনি ডিঙ্গা পেলিল শত্তব[৩৩] ।
অথান্ত হবিস হই নাচে নিশাচর ॥

সাহস করিয়া নৃপ বলে গোলা মার ।
শুনি করযোড় করি কৈল নমস্কার ॥
মেঘের গর্জনে ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে ।
শত্রুজন নহোঁ মুই না মারিয় মোরে ॥
পরম ধার্মিক বিভীষণ নরপতি ।
তাহার কিঙ্কর আমি শুন মহামতি ॥
তুমিহ ধার্মিক বড় জম্বুদ্বীপ মাঝ ।
ধার্মিকে ধার্মিকে ইষ্ট শুন মহারাজ ॥
রামচন্দ্র সম তুমি বিভীষণ মিত ।
তেকারণে সংকটে করিতে আইল হিত ॥
লহরে ফেলিল ডিঙ্গা দুস্তব সাগরে ।
যেই পথে যাইবাব ছিল অতি দূরে ॥
তেকারণে তোমারে করিমু উপকার ।
সেতুবন্ধে তুলি দিতে আইলু তোমাব ॥
কিন্তু মোবে তুবিতে করহ কিছু দান ।
তুষ্ট মনে করোঁ সেবা হইব কল্যাণ ॥ (জা.৫,৭)

নৃপে বলে ঘাটে আগে লইয়া যাও নাও ।
তোমারে প্রসাদ দিমু যত ধন চাও ॥
তোমার নৃপতি যেন ধার্মিক সুজন ।
তাহান নিমিত্তে দিমু অমূল্য রতন ॥
তোমার নৃপতি স্থানে মান্য পাইবা তুমি ।
তোমা সনে ইষ্টতা করিমু আজি আমি ॥ (জা.৬)

এই বাক্য শুনিয়া কপট নিশাচব ।
চলিল বহিত্র লইয়া গমন সত্বব ॥
সমুদ্রের মাঝে যথা আছে মহাপাক ।
অতিবেগে ফিরে যেন কুমোরের চাক ॥
সেই পাকে আনি ডিঙ্গা ফেলিল সত্বর ।
অত্যন্ত হরিষ হই নাচে নিশাচর ॥ (জা.৮)

১ সাহাস ২ ষুনি করজোর করি কৈল নমস্কার ৩ গজ্জন প্রাএ ৪ উচ্চস্বর ৫ সত্রু জন নহি মুই ৬ শর ৭ ভিবিসণ নরপতি ৮ আমী ৯ মোহামতি ১০ জম্পু দিপ ১১ ষুন ১২ ভিবিসণ ১৩ সঙ্কটে ১৪ আইলুম ১৫ ফিলিল ১৬ দুস্কর সাগবে ১৭ জেই পন্তে জাইবা বহিআছে দূরান্তরে ১৮ করিমু ১৯ তোমার ২০ সীন্দুতিরে তুলি দিতে মোবে আজ্ঞা কর ২১ ঘরে ২২ নৌকা লই জাও ২৩ বিবিসণ ২৪ তাহার নিবিত্তে ২৫ মান ২৬ করিব জান আমী ২৭ বাক্ক ২৮ সত্তর ২৯ জল ৩০ ভেগে ৩১ ফিরে ৩২ কুমারের ৩৩ ফেলিল সত্তর

মন্তব্য ঃ পঞ্চম স্তবকের অনুবাদের সঙ্গে মূলের সপ্তম স্তবকও জড়িয়ে গেছে। রাক্ষসকে এগিয়ে আসতে দেখে তার দিকে গোলা-নিক্ষেপের রাজ-আদেশ মূলে নেই। এই ঘটনাটুকু নবসংযোজন। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে সাধারণভাবে রাক্ষসকে ধনদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, মূলে যে সব বিশিষ্ট দানের প্রসঙ্গগুলি আছে অনুবাদে তা নেই। দোহা অংশটি যথারীতি অনুপস্থিত। অষ্টম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। ঘূর্ণ্যাবর্তে নৌকা আনয়নের ঘটনাটি মূলানুগ, কিন্তু মূলের মহীরাবণপুরীর বর্ণনাটি অনুবাদে নেই। দোহা অংশটিতে রাজার হুকুমটিও অনুবাদে অনুপস্থিত।

বোলে মোর হস্ত হোন্তে আর জাইবা[1] কথা ।
খাইমু সকল আজি[2] নাহিক অন্যথা ।।
নৃপতি দেখীল জিবনের আসা নাই ।
ভক্তি ভাবে এক চিত্যে শ্বরিলা গোশাঞি[3] ।।
আএ প্রভু করতার তুম্ভি[4] দিনবন্দু ।
তোমাক শ্বরন কল্যে[5] তরে ভব সিন্দু ।।
দোশ ক্ষেমী[6] পাপ হোন্তে করিতে[7] উদ্ধাব ।
তোমা বিনু ত্রিভোবনে[8] কেবা আছে য়ার[9] ।।
কৃপামএ নাম[10] তুমি[11] এক নিবঞ্জন[12] ।
শংকট[13] তরাও নাথ[14] লইলুঁ[15] শ্বরণ ।।
সংকট সমএ জেই[16] শ্বরে করতাব ।
আবস্য তাহাবে প্রভু[17] করএ[18] উদ্ধাব ।।
হেনকালে এক[19] মোহা[20] রাজপাক্ষিবর ।
আহাব নিমিত্তে[21] ভ্রমে সমুদ্র উপর ।।
রাক্ষ্যসেবে[22] অতি দুষ্ট[23] দেখীয়া হারিসে ।
নখে ধবি চঞ্চু লৈয়া[24] উবিল আকাসে ।।
তাহাব পাখাব[25] বাউ অতি খরতব ।
পাক[26] হোন্তে নিল ডিঙ্গা যুজন অন্তর ।।
শামুদ্র[27] নৃপতি দান মাগি না পাইল ।
শেই কোপে নৃপ প্রতি অশন্তোস হইল ।।
দেখীল বহিদ্র ন ভাঙ্গিল পাখা বাএ ।
শমুদ্র হইল চর তাহার মায়াএ ।।
সেই চবে বাঝি[28] ডিঙ্গা হৈল খান ২ ।
ডুবিল[29] সকল লোক[30] হারাইল প্রাণ ।।
জখনে চলিল নৃপ বুদ্ধি পরিকলি ।[31]
মোহা এক মাঞ্জস লইলা নাএ তুলি ।।
পঞ্চ ছএ জনের তাহাত ভর শহে ।
জাবত ন ভাঙ্গে কদাচিত তল নহে ।।
কুর্ম্মী প্রিষ্টাকার[32] তার উপরের কাট ।
তাব চারি পাসে লাগাইছে চাবি পাট ।।

১ জাবে ২ সকলের খাইমু আমী ৩ গোসাই ৪ তুমী ৫ তোমাবে স্মরণ কৈলে ৬ দোস খেমি ৭ কবহ ৮ তুমী বিনে ত্রিভুবনে ৯ আব ১০ তুমী ১১ মাত্র ১২ নিবাঞ্জন ১৩ সংকট ১৪ নাত ১৫ লইলুম ১৬ জেবা ১৭ আবৈস্য প্রভুএ তারে ১৮ কবিব ১৯ মোহা ২০ এক ২১ নিবিত্তে ২২ রাক্ষসের ২৩ পুস্ট ২৪ নৌকে ধরি চুঞ্চে নিআ ২৫ পাখের ২৬ পাখা ২৭ সমুদ্র ২৮ বাজি ২৯ প্রাণে ৩০ নৌকা ৩১ পরাকলি ৩২ কুম্ব পীস্ট কবি

বলে মোর হস্ত হোন্তে আর যাইবা কোথা ।
খাইমু সকল আজি নাহিক অন্যথা ।।
নৃপতি দেখিল জীবনের আশা নাই ।
ভক্তিভাবে এক চিত্তে স্মরিলা গোসাঞি ।।
আহা প্রভু করতার তুমি দীনবন্ধু ।
তোমারে স্মরণ কৈলে তরে ভবসিন্ধু ।।
দোষ ক্ষেমি পাপ হোন্তে করিতে উদ্ধার ।
তোমা বিনু ত্রিভুবনে কেবা আছে আর ।।
কৃপাময় নাম তুমি এক নিরঞ্জন ।
সংকট তরাও নাথ লইলুঁ শরণ ।।
সংকট সময়ে যেই স্মরে করতাব ।
অবশ্য তাহারে প্রভু করয় উদ্ধাব ।।
হেনকালে এক মহারাজপক্ষী-বর ।
আহার নিমিত্তে ভ্রমে সমুদ্র উপর ।।
রাক্ষসেরে অতি দুষ্ট দেখিয়া হরিষে ।
নখে ধরি চুঞ্চে লইয়া উড়িল আকাশে ।।
তাহার পাখার বায়ু অতি খরতর ।
পাক হোন্তে নিল ডিংগা যোজন অন্তর ।।
সমুদ্র নৃপতি দান মাগি না পাইল ।
সেই কোপে নৃপতি যে অসন্তোষ হৈল ।।
দেখিল বহিত্র না ভাঙ্গিল পাখা বায় ।
সমুদ্র হইল চর তাহার মায়ায় ।।
সেই চরে বাজি ডিংগা হৈল খান খান ।
ডুবিল সকল লোক হারাইল প্রাণ ।।
যখনে চলিল নৃপ বুদ্ধি পরাকলি ।
মহা এক মাঞ্জস লইলা নায়ে তুলি ।।
পঞ্চ ছয় জনের তাহাতে ভর সহে ।
যাবত না ভাঙ্গে কদাচিত তল নহে ।।
কূর্মপৃষ্ঠাকাব তার উপরের কাঠ ।
তাব চারিপাশ লাগাইছে চাবি পাট ।।

শব্দার্থ টীকা : গোসাঞি—ঈশ্বব
চুঞ্চে লই—ঠোঁট দিয়ে নিয়ে
মাঞ্জস—মান্দাস বা ভেলা
কূর্ম—কচ্ছপ

মন্তব্য : নবম স্তবকটি অনুবাদে নেই, পরিবর্তে অনুবাদ স্তবকটিতে রাজার যে ভক্তিপ্রার্থনা আছে মূলে তা অনুপস্থিত । কবির ভক্তিও স্তবকশেষে যুক্ত হয়েছে ।

লহরের জল জদি উপরে পরএ।
রন্দ পন্থ দিয়া ততক্ষনে[১] নিশ্চরএ॥
রহিবার লক্ষ[২] আছে করেতে ধরিয়া।
পদ্মাবতি দিলা নৃপে তাহাত তুলিয়া॥
আর চারি মুক্ষ[৩] সখী পরম বেথিত[৪]।
ধবি ২ নৃপে তাক[৫] তুলিলা তুরিত॥
আর এক সখী ধরি তুলিতে শস্তব[৬]।
লহরে তুলিআ কল্য[৭] মাঞ্জোস অন্তর॥
আর এক পাটে[৮] ধরি নৃপতি ভাসিল।
উদ্দেস নাহিক কারে[৯] কোণ দিগে নিল॥
চারি সখী সঙ্গে কন্যা অতি ত্রাস পাইয়া[১০]।
রহিলা ছিকল[১১] ধরি মোহশ্চিত হইআ[১২]॥
ভাসিতে ২ কন্যা[১৩] সমুদ্র ভিতবে।
কূলে লাগাইল[১৪] নিসি প্রবল লহবে॥
জোয়ারে লাগিল তিরে পরি গেল ভাটী।
শেই স্থানে[১৫] রহিল মাঞ্জোসে পাই মাটী॥

লহরের জল যদি উপরে পড়য়।
রন্ধ্রপন্থ দিয়া ততক্ষণে নিঃসরয়॥
রহিবার লক্ষ্য আছে করেতে ধরিয়া।
পদ্মাবতী দিলা নৃপে তাহাত তুলিয়া॥
আর চারি মুখ্যসখী পরম বেথিত।
ধরি ধরি নৃপ তাক তুলিল তুরিত॥
আর এক সখী ধরি তুলিতে সত্বর।
লহরে তুলিয়া কৈল মাঞ্জস অন্তর॥
আর এক পাটে ধরি নৃপতি ভাসিল।
উদ্দেশ নাহিক কাবো কোন দিগে নিল॥
চারি সখী সঙ্গে কন্যা অতি ত্রাস পাইয়া।
রহিলা শিকল ধরি মোহশ্চিত হৈয়া॥
ভাসিতে ভাসিতে কন্যা সমুদ্র ভিতরে।
কূলে লাগাইল নিয়া প্রবল লহরে॥
জোয়ারে লাগিল তীরে পড়ি গেল ভাটি।
সেই স্থানে রহিল মাঞ্জসে পাই মাটি॥ (জা.১০)

১ ততেক্ষণে ২ রহিবর লৈক্ষ ৩ মৈক্ষ ৪ বেতিত ৫ ধিবে ২ নৃপে তাকে ৬ স্বত্তব ৭ মাবিআ কৈল ৮ পাট ৯ কার ১০ কৈন্যা মহাত্রাস পাই ১১ ছিগল ১২ মোহচিত হই ১৩ কৈন্যা ১৪ বাজাইল ১৫ সেই স্তানে

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে শেষপর্যন্ত অনেকখানি ঘটনাগত পার্থক্য ঘটে গেছে। সমুদ্রবক্ষে রকপাখীর আকস্মিক আবির্ভাব এবং রাক্ষসকে নিয়ে উড়ে যাওয়ার মূল ঘটনাটি উভয়ক্ষেত্রে মোটামুটি এক, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। মূলে আছে পাখীর পাখার ঝাপটের প্রবলঝড়ে বহিত্রগুলি চূর্ণ হওয়ায় পৃথক পৃথক পাটাতন আশ্রয় করে রাজা রাণীর ভেসে যাওয়ার চিত্র। আর অনুবাদে পাখীর অলৌকিক মায়ায় হঠাৎ জেগে ওঠা চরে আঘাত লেগে রাজবহিত্রের নিমজ্জন (অন্য বহিত্রগুলি আগেই নিমজ্জিত) এবং একটি কাঠের মাঞ্জসে (মনসামঙ্গলের কলার মান্দাসের অনুসরণে) চার সখীসহ পদ্মাবতীকে তুলে দিয়ে (পঞ্চম সখীকে তুলে দেবার সময় তরঙ্গের দোলায় মাঞ্জস ভেসে গেল) অবশেষে একটি কাঠের পাটাতনকে আশ্রয় করে রাজার নিরুদ্দেশ যাত্রা। মূলের তুলনায় অনুবাদে ঘটনা-চমৎকারিত্ব বেশী, যদিও সম্ভাব্যতা কম।

দশম স্তবকের দোহা অংশে রাজা ও রাণীর বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ মিলনের যে তত্ত্বকথা আছে আলাওল অনুবাদে তা বাদ দিয়ে সখীসহ মূর্চ্ছিতা পদ্মাবতীর নিরুদ্দেশ ভেসে যাওয়া এবং ভাটার টানে তাদের তীরে আগমন ইত্যাদি ঘটনা ব্যাপারেই ব্যাপৃত থেকেছেন।

পদ্মা-সমুদ্রে খণ্ড

কন্যারে পেলিল[1] জথা   জলেব মাজারে তথা
দিব্য[2] পুরি শমুদ্র[3] মাজার ।
অতি মনুহর দেস   নাহি তথা দুক্ক ক্লেস
শত্ত ধর্ম্ম সদ শদাচার[4] ।।
সমুদ্র নৃপতি ষুতা   পদ্মা নামে গুনযুতা
সিন্দুতিরে দেখী দিব্যস্থান ।
উপরে পর্ব্বত এক   ফল ফুলে অতিরেক
তার পাছে[5] রছিল উদ্যান[6] ।।
নানা পুষ্ক মনুহর   যুগন্দি শৌরবতর[7]
নানা ফল[8] বৃক্ষ ষুলক্ষণ[9] ।
তাহাত বিচিত্র টঙ্গি   হেমরত্নে নানা রঙ্গি
তথা কন্যা থাকে সর্ব্বক্ষন ।।
পিত্রিপুরে[10] ছিল নিসি   নানা ষুকে খেলি হাসি
জদি হইল সমআ[11] প্রউস ।
সখী গণ করি সঙ্গে   হাসীতে[12] উদ্যানে রঙ্গে
সিন্দুতিরে রহিল মাঞ্জোস[13] ।।
মনেত কতুক[14] বাসি   ত্বরিত গমনে আসি
দেখী চারি সখী চারিভিত[15] ।
মধ্যেত[16] জে বন্যা[17] খানি   বুপে বতি[18] রম্ভা জিনি
নিপতিতা[19] চেতন রহিত ।।
দেখীয়া বুপের কলা   বিস্মাইত[20] হৈল বালা
অনুমান করে নিজ চিত্তে ।
ইন্দ্র শাপে বিদ্যাধরি   কিবা যুর্গ ভ্রষ্ট করি
অচেতন্য পরিছে ভুমীতে ।।

১ কৈন্যারে ফেলিল ২ দিশ্ব ৩ সমুদ্র ৪ সৈত্তধর্ম্ম সদাএ সুআচার ৫ পাসে ৬ উন্ধান ৭ সৌরব বব ৮ ফুলে ৯ সুলৈক্ষন ১০ পীত্রি গ্রিহে ১১ সমএ ১২ আসীতে ১৩ বহিছে মাঞ্জস ১৪ কুতুক ১৫ চতুর্ভিত ১৬ মৈধ্যেতে ১৭ কৈন্যা ১৮ অতি ১৯ নৃপতিত্রে ২০ বিস্মিত

কন্যারে ফেলিল যথা   জলের মাঝাবে তথা
দিব্য পুরী সমুদ্র মাঝার ।
অতি মনোহর দেশ   নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ
সত্য ধর্ম সদা সদাচার ।।
সমুদ্র নৃপতি সুতা   পদ্মা নামে গুণযুতা
সিন্ধুতীরে দেখি দিব্যস্থান ।
উপরে পর্বত এক   ফল ফুলে অতিরেক
তার পাশে রচিল উদ্যান ।।
নানা পুষ্প মনোহর   সুগন্ধি সৌরভতর
নানা ফল বৃক্ষ সুলক্ষণ ।
তাহাতে বিচিত্র টঙ্গি   হেম রত্নে নানা রঙ্গি
তথা কন্যা থাকে সর্বক্ষণ ।।
পিতৃপুরে ছিল নিশি   নানাসুখে খেলি হাসি
যদি হৈল সময় প্রত্যুষ ।
সখিগণ করি সঙ্গে   আসিতে উদ্যানে রঙ্গে
সিন্ধুতীরে রহিছে মাঞ্জস ।।
মনেতে কৌতুক বাসি   ত্বরিত গমনে আসি
দেখে চারি সখী চারি ভিত ।
মধ্যেতে যে কন্যাখানি   রূপে অতি রম্ভা জিনি
নিপতিতা চেতন রহিত ।।
দেখিয়া রূপের কলা   বিস্মিত হইল বালা
অনুমান করে নিজ চিতে ।
ইন্দ্রশাপে বিদ্যাধরি   কিবা স্বর্গভ্রষ্ট করি
অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে ।। (জা. ১)

শব্দার্থ টীকা : পদ্মা নামে গুণযুতা—আলাওলের কাব্যে সমুদ্র-কন্যার নাম পদ্মাবতী কিন্তু জায়সীতে লক্ষ্মী ।
টাঙ্গ—প্রাসাদ
রম্ভা—স্বর্গের অপ্সরী

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে পার্থক্যগুলি লক্ষণীয় । মূলে সমুদ্র কন্যার নাম লক্ষ্মী । কিন্তু অনুবাদে পদ্মা । মূলে সমুদ্রতীরের বালুকাবেলায় সখীদের সঙ্গে তিনি খেলছিলেন, কিন্তু অনুবাদে রূপকথার সমুদ্রপুরী থেকে সিন্ধুতীরের উদ্যানে সখীদের সঙ্গে আসবার সময় সমুদ্রকন্যা সখীসহ অচৈতন্য পদ্মাবতীকে দেখতে পেলেন ।

বেকত দেখীএ আখি তেন সবসন সাক্ষি[১]
বেথানিত[২] হৈছে কেস বেস[৩] ।
বুজি সমুদ্রের নাও ভাঙ্গিল প্রবল বাও
মোহিত[৪] পাইয়া সিন্দু ক্লেস ।।
চিত্রের পোতলি সমা নিপাতিত মনুরমা
কিঞ্চিত জে আছে[৫] মাত্র স্বাস ।
অতি স্নেহ ভাবি মনে বোলে পদ্মা ততক্ষণে[৬]
বিধি মোরে না কর নৈরাস ।।
পিতার[৭] পুন্যের ফলে মোহর ভাগের্যর বলে
বাহুরৌক[৮] কন্যার[৯] জিবন ।
চিকিশ্চমু[১০] প্রাণপণ কৃপা কর নিরঞ্জন
দুই তিরে দিয়া রস রন[১১] ।।
সখী তবে[১২] আজ্ঞা দিল উদ্যানের মাঝে[১৩] নিল
পঞ্চজনে বসনে ঢাকিয়া ।
অগ্নি জ্বালি ছেকি[১৪] গাও কেহ সিরে কেহ পাও
তন্ত্র মন্ত্রে মৌসধি[১৫] দিয়া ।।
দন্ড চার এই মতে বহু জত্নে চিকিশ্চিতে

শ্রীমন্তে[১৮] মাগন গুনি মহন্ত আরতি ধুনি
হিন আলাঅল[১৯] সুরচন[২০] ।।*

১ তিন সবে সব সখী ২ বিতুরিত ৩ সীর কেস ৪ মুহিত ৫ আছএ ৬ ততেক্ষনে ৭ সীতার ৮ বাহুরক ৯ কৈন্যার ১০ চিকিচিমু ১১ দুক্ষিনিরে করিয়া স্মরন ১২ গণ ১৩ উদ্যানের মাজে ১৪ ছেকে ১৫ মহাষুদি ১৬ চিকিশ্চিতে ১৭ কৈন্যা ১৮ শ্রীমন্ত ১৯ আলাওলে ২০ সুরেচন

* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
সুখ দুঃখ সুলেচন কামদর আলিঙ্গন
পোতা লেখে আবুল হোচন ।
হরিবরী সংস্করণের ছাপা বইতে শেষে অতিরিক্ত পংক্তি—
সুখ অবশেষে দুঃখ দুঃখ অবশেষে সুখ
বিধি বসে আছয় নিকট ।
যারে বিধি রক্ষা করে কে তারে মারিতে পারে
তিলে তার সহস্র সংকট ।।

বেকত দেখিযে আঁখি তেন স-বসন সাক্ষী
বেথানিত হৈছে কেশ বেশ ।
বুঝি সমুদ্রের নাও ভাঙ্গিল প্রবল বাও
মোহিত পাইয়া সিন্ধু-ক্লেশ ।।
চিত্রের পোতলি সমা নিপাতিত মনোরমা
কিঞ্চিৎ আছয় মাত্র শ্বাস ।
অতি স্নেহ ভাবি মনে বলে পদ্মা ততক্ষণে
বিধি মোরে না কর নৈরাশ ।।
পিতার পুণ্যের ফলে মোহর ভাগ্যের বলে
বাহুরুক কন্যার জীবন ।
চিকিৎসিমু প্রাণপণ কৃপা কর নিরঞ্জন
দুঃখিনীরে করিয়া স্মরণ ।।
সখী সবে আজ্ঞা দিল উদ্যানের মাঝে নিল
পঞ্চজনে বসনে ঢাকিয়া ।
অগ্নি জ্বালি ছেকে গাও কেহ শিরে কেহ পাও
তন্ত্রে মন্ত্রে মহৌষধি দিয়া ।।
দণ্ড চারি এই মতে বহু যত্নে চিকিৎসিতে
পঞ্চকন্যা পাইলা চেতন ।
শ্রীমন্তে মাগন গুণী মোহন্ত আরতি শুনি
হীন আলাওল সুরচন । (পা. ২)

শব্দার্থ টীকা : তেন স-বসন সাক্ষী—তাঁর কাপড়ের সাক্ষ্যে
বেথানিত —বিশৃঙ্খলিত বা অসংবৃত
বাহুরুক—ফিরে আসুক
ছেকে গাও—গা সেঁকে

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে শুশ্রূষা-ঘটনাটুকু ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের অনেক পার্থক্য । মূলে পদ্মাবতীর লক্ষ্মীর শুশ্রূষায় চৈতন্যলাভ এবং 'প্রিয়' উচ্চারণ করে জলপ্রার্থনা আর অনুবাদে পদ্মাবতীসহ পঞ্চজনকে সমুদ্রকন্যা ও তার সখীদের চারদন্ড ধরে সেবা ও অবশেষে চৈতন্যলাভ । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে নেই । দোহা অংশে আছে লক্ষ্মী কর্তৃক পদ্মাবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা । এর পরিবর্তে অনুবাদে আছে মাগন-প্রশস্তি । শুশ্রূষা কর্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে ।

রাগ—করুণা ভাটিয়াল

যমক ছন্দ

চারিদিগে চাহে কন্যা[১] পাইয়া[২] চেতন।
পাসে না দেখএ পতি নিজ শখীগন[৩] ॥
চন্দ্রপ্রভা বিজয়া রুহিনি বিধুন্নলা [৪]।
চারি শখী দেখে মাত্র সব ভিন্ন মেলা ॥
শ্বামির বিউগ দুঃখ[৫] আনল জালিযা[৬]।
দহিতে লাগিল চিত্ত হৃদে প্রবেশীয়া[৭] ॥
দুই হাতে[৮] হিয়া কুটে কান্দে উণ্ড রাএ।
চুল ছিরে[৯] সির ধুনে আছারিয়া[১০] কাএ ॥
হা হা[১১] প্রভু কথা গেলা আমারে ছাড়িয়া[১২]।
বির হইয়া নিজ নারি দুঃখ হাতে দিয়া[১৩] ॥*
পুন্নবন্ত দেখী তোমা রাখীল সাগরে।
পাপীনি দেখীয়া সিন্দু ন ইশ্চীল মোরে ॥
হেন চান্দমুখ কোন[১৪] মতে পাসরিমু।
মৃত্যুর উপাএ[১৫] নাহি কি বুদ্ধি সরিমু[১৬] ॥†
জেন মত বিনাইয়া[১৭] কান্দে পদ্মাবতি।
চাবি সখী কান্দে তেন করিয়া মিনতি[১৮] ॥
দুঃখের কান্দনে হএ পাসান বিদার।
সমুদ্র দুহিতা কান্দে কান্দনে তাহার ॥
বেথিত হৃদয় কান্দে সব সখী গনে।
শমুদ্র দুহিতা আশী ধরিলা আপনে[১৯] ॥
সবে মিলি ধবিযা তুলিলা পঞ্চজন।
সান্তাইয়া প্রিয় বাক্যে[২০] পুছিলা কারন ॥

১ কৈন্যা ২ পাহিআ ৩ সৈন্যগন ৪ চন্দ্রপ্রভা নিজআখী বিধৈন্য চণ্ডলা ৫ শ্যামীর বিউক দুক্ষ ৬ জ্বালিআ ৭ বালা চিত্তে প্রভেসীআ ৮ হস্তে ৯ ছিণ্ডি ১০ আচারিআ ১১ আহা ১২ ছাবিআ ১৩ দুক্ষ হস্ত দিআ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

তেজিআ বান্দব সব বাপ মাও পুরি।
তোমা সঙ্গে দুক্ষীনি আইলুম একাম্বরি ॥
কি দোস পাপিনি কৈলাম রাতুল চবন।
আমী পরিহরি প্রভু গেলা তেকারন ॥

১৪ কন ১৫ উফাএ ১৬ করিমু ১৭ বিলাপীআ ১৮ কাকুতি ১৯ সমুদ্র দুহিতা কান্দে জেন করি পান ২০ প্রিঅ বাক্ষে

† এরপর ছবিবী সংস্করণের ছাপা বই'তে তিন চার পৃষ্ঠা জুড়ে পদ্মাবতীর এক দীর্ঘ বিলাপ আছে যা কোনো পুথিতেই নেই।

চারিদিকে চাহে কন্যা পাইয়া চেতন।
পাশে না দেখয় পতি নিজ সখীগণ ॥
চন্দ্রপ্রভা বিজয়া রোহিণী বিধুন্নলা।
চারি সখী দেখে মাত্র সব ভিন্ন মেলা ॥
স্বামীর বিয়োগ দুঃখ আনলে জ্বলিয়া।
দহিতে লাগিল চিত্ত হৃদে প্রবেশিয়া ॥
দুই হাতে হিয়া কুটে কান্দে উচ্চরায়।
চুল ছিণ্ডি শির ধুনে আছারিয়া কায় ॥
আহা প্রভু কোথা গেলা আমারে ছাড়িয়া।
বীর হৈয়া নিজ নারী দুঃখ হাতে দিয়া ॥
তেজিয়া বান্ধব সব বাপ মাও পুরী।
তোমা সংগে দুঃখিনী আইলু একেশ্বরী ॥
কি দোষ পাপিনী কৈল রাতুল চরণে।
আমা পরিহরি প্রভু গেলা তেকারণে ॥
পুণ্যবন্ত দেখি তোমা রাখিল সাগরে।
পাপিনী দেখিয়া সিন্ধু না ইচ্ছিল মোরে ॥
হেন চান্দমুখ কোন মতে পাসরিমু।
মৃত্যুর উপায় নাহি কি বুদ্ধি করিমু ॥
যেন মত বিনাইয়া কান্দে পদ্মাবতী।
চারি সখী কান্দে তেন করিয়া মিনতি ॥
দুঃখের কান্দনে হয় পাষাণ বিদার।
সমুদ্র দুহিতা কান্দে কান্দনে তাহার ॥
ব্যথিত হৃদয়ে কান্দে সব সখীগণে।
সমুদ্র দুহিতা আসি ধরিলা আপনে ॥
সবে মিলি ধরিয়া তুলিল পঞ্চজন।
শান্তাইয়া প্রিয়বাক্যে পুছিলা কারণ। (জা. ৩)

মন্তব্যঃ মূলের তৃতীয় স্তবক অবলম্বনে অনুবাদটি নোতুন-ভাবে রচিত। মূলে পদ্মাবতী নিজেকে একাকিনী দেখে বিস্ময় বোধ করেছে, আর অনুবাদে চন্দ্রপ্রভা, রোহিণী, বিজয়া ও বিধুন্নলা প্রভৃতি সখীদের নিয়ে পদ্মাবতী বিনিয়ে বিনিয়ে যে মেলোড্রামাটিক বিলাপ শুরু করেছে তার সঙ্গে সমুদ্রকন্যা ও তার সখীরাও যোগ দিয়েছে।

ন কান্দ ২ কন্যা[১] স্থির কর মন।
পরান বিদবে[২] যুনি তোমার কান্দন ॥*
করতারে[৩] জেই করে শেই মাত্র হএ।
বুদ্ধিমন্তজনে তারে ক্ষেমা আচরএ ॥
জথেক রহাশ্য[৪] কথা কহ আপনার।
মোর মন বাঞ্ছিত তোমার উপকার ॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার দুহিতা।
কোন গতি[৫] এথা আইলা কাহার বনিতা ॥
আপনা বৃত্তান্ত মোরে কহ শত্ব[৬] করি।
উপকার তোমার করিব[৭] জথ পারি ॥
কন্যা[৮] বোলে এক দ্বিপ[৯] সিংগল নগর।
নৃপতি গন্দর্ব্বসেন তথা রাজেশ্বর ॥
তান কন্যা[১০] মুঞি অভাগিনি পদ্মাবতি।
জম্মু দ্বিপ[১১] রত্নশেন চিতউর পতি ॥
যুক মুখে মোর বার্ত্তা যুনি নৃপবর।
যুগীভেস ধরি আইল সিংগল নগর ॥
পুর্ব্ব তপশ্যার[১২] ফলে পাইল[১৩] হেন বর।
বৎশরেক[১৪] মোহাসুখে ছিল[১৫] পিত্রিঘর ॥
পক্ষিমুখে যুনিয়া দেসের বিবরণ।
আমা লৈয়া[১৬] নিজ দেসে কবিলা গমন ॥
হয় হস্তি হেমরত্ন সত শংখ্যা[১৭] নাও।
ভরিয়া চলিলা পন্তে বাহিল যুবাও[১৮] ॥
লহরে মারিয়া সব ছত্রকার কল্য।
নিশ্চএ[১৯] ন জানি কারে কোণ[২০] দিগে নিল ॥
নৃপতি চরন ডিংগা ভাংগিতে তরংগ।
মাঞ্জোসে তুলিলা মোরে চারি শখী শংগ ॥
আর এক সখীরে তুলিতে নৃপবব।
লহরে মারিয়া কল্য মাঞ্জোস অন্তর ॥

১ কৈন্যা ২ বিধরে
৩ করতাএ ৪ রোহাস্য ৫ কাজ্জে ৬ সৈত্য ৭ করিমু ৮ কৈন্যা ৯ দিপ
১০ কৈন্যা ১১ জম্পু দিপে ১২ তৈযাসের ১৩ পাইলুম ১৪ বৎসরেক
১৫ ছিলুম ১৬ লই ১৬ সংকা ১৮ বহিল বিবাও ১৯ নিন্যএ ২০ কন

* অতিরিক্ত পংক্তি—
সংকটে স্মরএ প্রভু জেই মোহাজন

না কান্দ না কান্দ কন্যা স্থির কর মন।
পরাণ বিদরে শুনি তোমার কান্দন ॥
করতারে যেই করে সেই মাত্র হয়।
বুদ্ধিমন্তজনে তারে ক্ষেমা আচরয় ॥
যতেক রহস্য কথা কহ আপনার।
মোর মন বাঞ্ছিত তোমার উপকার ॥
কি নাম তোমার তুমি কাহার দুহিতা।
কোন গতি এথা আইলা কাহার বনিতা ॥
আপনা বৃত্তান্ত মোরে কহ সত্য করি।
উপকার তোমার করিব যত পারি ॥
কন্যা বোলে এক দ্বীপ সিংহল নগর।
নৃপতি গন্ধর্বসেন তথা রাজেশ্বর ॥
তান কন্যা মুঞি অভাগিনী পদ্মাবতী।
জম্বুদ্বীপ রত্নসেন চিতউর পতি ॥
শুকমুখে মোর বার্তা শুনি নৃপবর।
যোগীবেশ ধরি আইল সিংহল নগর ॥
পূর্ব তপস্যার ফলে পাইল হেন বর।
বৎসরেক মহাসুখে ছিল পিতৃঘর ॥
পক্ষীমুখে শুনিয়া দেশের বিবরণ।
আমা লৈয়া নিজ দেশে করিলা গমন ॥
হয় হস্তী হেমরত্ন শত সংখ্যা নাও।
ভরিয়া চলিলা পন্থে বহিল সুবাও ॥
লহরে মারিয়া সব ছত্রাকার কৈল।
নির্ণয় না জানি কারে কোন দিগে নিল ॥
নৃপতি চড়ন ডিংগা ভাংগিতে তরংগ।
মাঞ্জসে তুলিলা মোরে চারি সখী সংগ ॥
আর এক সখীরে তুলিতে নৃপবর।
লহরে মারিয়া কৈল মাঞ্জস অন্তর ॥ (জা.৪)

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক বিস্তারিত। মূলে আছে অতিসংক্ষেপে পদ্মাবতী-প্রাপ্তির বিবরণ এবং পদ্মাবতীর সংহত শোকোচ্ছ্বাস, কিন্তু অনুবাদে আছে সমুদ্রকন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে পদ্মাবতীর দীর্ঘ আত্মপরিচয়দান। পদ্মাবতীর অতীত ইতিহাস ও বর্তমান সংকট বর্ণনার ফলে আলাওলের রচনা এক্ষেত্রে মূলের অনুবাদ না হয়ে স্বতন্ত্র বিবরণ হয়ে পড়েছে।

এক পাট ধরিয়া ভাষিল নরপতি।
কিবা মরে কিবা জিএ ন জানি কি গতি[১] ॥
দ্বিসহশ্র সখী মোর প্রানের বেথীত[২]।
শোল শত নৃপষুত আছিল শহিত ॥
একবারে সকল মরিল সিন্দু নিরে।
কি লাগি রাখীল বিধি মুই অভাগীরে ॥
বজ্র হোন্তে দর[৩] অতি হৃদএ আহ্মার[৪]।
এমত দারুনে দুখে[৫] না হৈল বিদার ॥
কি লাগিয়া পাপিষ্ঠেরে[৬] মারিতে[৭] না দিলা।
পাইতে অজন্ম দুঃখ রত্ন[৮] জিআইলা ॥
এবে এই[৯] দান মাগি তোমাব চরনে।
প্রভু বিনে মন সান্ত নহে কদাচনে[১০] ॥
বিস দান কর[১১] মোবে দেহ করি যুন্য[১২]।
মোব বাঞ্ছা পবাও পাইবা বর   পুন্য ॥
শেই মোহাদাতা জেই[১৪] দেএ মন ইশ্চা।
আর মনভিষ্ট[১৫] দানে পুবে[১৬] নিজ মন বাঞ্ছা ॥
নিদারুনে বিধি দিল দুঃখেব একান্ত।
মবন উপাএ[১৭] দিয়া প্রাণ[১৮] কর শান্ত ॥

ষুনিয়া সমুদ্রষুতা সজল নয়ানে।
সান্তাইয়া কহে কথা মধুর বচনে ॥
মোব নাম পদ্মাবতি তুহ্মি[১৯] মোর শই।
চিত্ত স্থিব কর আসি[২০] উপদেস কহি ॥
শ্বামী[২১] তোর নহি মরে জানিলু[২২] কারণ।
চান্দ্রমা জিনিয়া দেখী[২৩] উঝল বদন ॥
আইর্হিস্ত লক্ষন তোর[২৪] সরিরে প্রকটে।
ধুইল[২৫] সিন্দুব জলে বন্ন[২৬] নহি টুটে ॥
মদু[২৭] তনু বালা তুমী আছ শ্বজিবন[২৮]।
কৃষ্ণ তনু পুরুশের না হৈছে নিধন ॥
এই শমুদ্রেত মোর পিতা অধিকারি[২৯]।
শাগরেত জে কম্ম করিতে আমি পারি[৩০] ॥

১ কিবা জিএ কিবা মরে না বুঝিলাম গতি ২ বেতিত ৩ দড় ৪ আমার ৫ দুক্ষে ৬ পাপীনিকে ৭ মরিতে ৮ কেনে ৯ আমী ১০ মোর মন সান্ত নহে বেগর মরনে ১১ দেও ১২ করি প্রান সৈন্য ১৩ বহু ১৪ জেবা ১৫ আন মনতুষ্ট ১৬ পুরাও ১৭ উফাএ ১৮ মন ১৯ তুমী ২০ রানি ২১ শ্ব্যামী ২২ জানিলুম ২৩ তোমা ২৪ আইস্ত লৈক্ষন তোমা ২৫ তিতিছে ২৬ বিন্দু ২৭ মুত্তু ২৮ আছে সজিবন ২৯ অধিপতি ৩০ সাগরেব জথ কম্ম ধরএ সকতি

এক পাট ধরিয়া ভাসিল নরপতি।
কিবা মরে কিবা জিয়ে না জানি কি গতি ॥
দ্বিসহস্র সখী মোর প্রাণের ব্যথিত।
ষোলশত নৃপসুত আছিল সহিত ॥
একবারে সকল মরিল সিন্ধুনীরে।
কি লাগি রাখিল বিধি মুঞি অভাগীরে ॥
বজ্র হোন্তে দঢ় অতি হৃদয় আমার।
এমত দারুণ দুঃখে না হৈল বিদার ॥
কি লাগিয়া পাপিষ্ঠেরে মরিতে না দিলা।
পাইতে আজন্ম দুঃখ কনে জিয়াইলা ॥
এবে এই দান মাগি তোমার চরণে।
মোর মন শান্ত নহে বেগর মরণে ॥
বিষ দান দাও মোরে প্রাণ করি শূন্য।
মোর বাঞ্ছা পুরাও পাইবে বহু পুণ্য ॥
সেই মহাদাতা যেই দেয় মন ইচ্ছা।
আন মনাভিষ্ট দান পুরে মনোবাঞ্ছা ॥
নিদারুণ বিধি দিল দুঃখের একান্ত।
মরণ উপায় দিয়া মন কর শান্ত ॥

শুনিয়া সমুদ্রসুতা সজল নয়ানে।
শান্তাইয়া কহে কথা মধুর বচনে ॥
মোর নাম পদ্মাবতী তুমি মোর সই।
চিত্ত স্থিব কর আমি উপদেশ কই ॥
স্বামী তোর নাহি মরে জানিলু কারণ।
চন্দ্রিমা জিনিয়া দেখি উজ্জ্বল বদন ॥
আইশিত লক্ষণ তোর শরীরে প্রকটে।
ধুইলে সিন্দুর জলে বর্ণ নাহি টুটে ॥
মৃদুতনু বালা তুমি আছ সঞ্জীবন।
কৃষ্ণতনু পুরুষের না হৈছে নিধন ॥
এই সমুদ্রেত মোর পিতা অধিকারী।
সাগরের মত কর্ম করিবারে পারি ॥

মন্তব্য: মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে পদ্মাবতীর বেদনা-বিলাপের মধ্যে প্রথমটিতে আছে যুগল প্রেমের অদ্বৈতভাবনার দার্শনিকতা এবং পরেরটিতে আছে রত্নসেনের বিচ্ছেদে সতী হবার সংকল্প। কিন্তু অনুবাদে মূলের এই স্তবক দুটির পরিবর্তে আছে একঘেয়ে বেদনাবিলাপ এবং আত্মহননের জন্য সমুদ্রকন্যার নিকটে গরল প্রার্থনা।

<table>
<tr><td>
বাপের চরণে[১] ধরি জত্তনে[২] কহিমু[৩] ।
জথা থাকে[৪] শ্বামী তোর আনি মিলাইমু ।।
জদি জিববন্ত থাকে ষুশ্বামী[৫] পাইবা ।
মইলে শ্বামীর শঙ্গে শংকমস্নি[৬] জাইবা ।।
দেখীতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ ।
সান্ত হও প্রভু ভাবি হইব কল্যাণ[৭] ।।
পীতা পাশে[৮] জাই আমি স্থির কর মণ ।
মোর দিব্য লাগে শই[৯] না কর কান্দণ ।
এ বলিয়া কন্যা শান্ত হৈয়া সিন্দুবালা[১০] ।
চলিলা পীতার পাসে[১১] গমন চঞ্চলা ।।
</td><td>
বাপের চরণে ধরি যতনে কহিমু ।
যথা থাকে স্বামী তোর আনি মিলাইমু ।।
যদি জীববন্ত থাকে নিজ স্বামী পাইবা ।
মৈলে স্বামীব সংগে সহমৃত্যু যাইবা ।।
দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ ।
শান্ত হও প্রভু ভাবি হইব কল্যাণ ।।
পিতা পাশে যাই আমি স্থির কর মন ।
মোর দিব্য লাগে সই না কর কান্দন ।।
এ বলিয়া কন্যা শান্তাইয়া সিন্ধুবালা ।
চলিলা পিতার আগে গমন চঞ্চলা ।। (জা. ৭)
</td></tr>
</table>

১ চরন ২ জত্তত ৩ করিমু ৪ কথা আছে ৫ নিজ স্ব্যামী ৬ মৈলে স্ব্যামীর সনে সমরিনি ৭ কৈল্যান ৮ পাসে ৯ মোব সীর দিশ্ব সই ১০ এ বুলিআ কৈন্যা সান্তাইয়া সীন্দুবালা ১১ আগে

শব্দার্থ টীকা ঃ সহমৃত্যু—সহমরণ। পুথিপাঠ ভুল

মন্তব্যঃ সপ্তম স্তবকের অনুবাদে আলাওল মূলের ঘটনাটুকু ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করেন নি। পদ্মাবতীর জন্য পিতা সমুদ্রেব' কাছে কন্যার আর্জি-সংকল্পের প্রতিশ্রুতি দুক্ষেত্রেই বর্তমান। কিন্তু মূলে লক্ষ্মী যেভাবে পদ্মাবতীকে সান্ত্বনা দিয়ে আহার্য এনে ধবেছে এবং বিরহিণী পদ্মাবতী তা প্রত্যাখ্যান করেছে, অনুবাদে তা বর্জন করে সান্ত্বনাবাক্যকেই প্রধান কবে তোলা হয়েছে। মূলের সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মী যথার্থই লক্ষ্মীস্বরূপা সুখসৌভাগ্যদাত্রী, এবং সমুদ্রের আদুরে মেয়ে। অনুবাদের সমুদ্রকন্যা যেন পদ্মাবতীর এক মানবী সখী, পদ্মাবতীর এয়োতিচিহ্ন দেখে রত্নসেনের বেঁচে থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় থাকলেও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নয়, সমুদ্রেব প্রতি তার প্রভাব নেই, আনুগত্য আছে মাত্র।

কন্যার[১] নিকটে বালা থুই[২] সখীগন।
বাপের[৩] সম্মুখে গেলা সজল নয়ন॥
অশ্রুমুখী কন্যা[৪] দেখী শমুদ্র[৫] নৃপতি।
পুছিলা[৬] মধুর বাক্যে[৭] স্নেহ করি অতি॥*
কাহার পরাণ তোমা কি বুলিতে পারে।
কি দুঃখ পাইছ মনে[৮] কহত আমারে॥
কন্যা[৯] বলে তোমার প্রশাদে মোহারাজ।
কোণে[১০] কি বুলিব হেন আছে খিতিমাজ[১১]॥
কিন্তু আজি প্রভাতে উদ্যানে[১২] রঙ্গে জাইতে।
সিন্দুষ্টিরে মাঞ্জোস দেখীলু আচম্বিতে[১৩]॥
নিকটে দেখীলু গিয়া কন্যা পরজনি[১৪]।
এক কন্যা[১৫] তার মাঝে[১৬] ত্রিলক্ষ মোহনি[১৭]॥
লহরে পেলিছে করি[১৮] জিবন নৈরাস।
মুহিশ্চিত[১৯] শরির কিঞ্চিত আছে শ্বাস[২০]॥
তার দুঃখ আনল দহিল মোর মন।
চেতন করাইল[২১] করি বহুল জত্তন॥
শ্বচেৎন হৈআ কন্যা[২২] হইল অস্থির।
তনু আছাজল আখি বহএ রুধির॥
তাহার কারণে[২৩] মোর অন্ত জলি গেল[২৪]।
বহু জত্নে শান্তাইয়া[২৫] রহাশ্য পুছিল॥
পদ্মাবতি মুখে তবে যুনিলা বৃতান্ত[২৬]।
পিত্রি অগে সোন্দরি কহিল আদি অন্ত[২৭]।
মোরিবার[২৮] তরে মোরে করে পরাথর্ন।
তাকে আসা দিয়া আইল[২৯] তোমার চরণ॥
কন্যা[৩০] বোলে মোরে জদি দয়া থাকে মনে।
আনিয়া তাহার শ্বামি মিলাও এখনে॥

কন্যার নিকটে বালা রাখি সখীগণ।
বাপের সম্মুখে গেলা সজল নয়ন॥
অশ্রুমুখী কন্যা দেখি সমুদ্র নৃপতি।
পুছিলা মধুর বাক্যে স্নেহ করি অতি॥
কাহার পরাণ তোমা কি বুলিতে পারে।
কি দুঃখ পাইছ মনে কহত আমারে॥
কন্যা বলে তোমার প্রসাদে মহারাজ।
কোনে কি বলিব হেন আছে ক্ষিতি মাঝ॥
কিন্তু আজি প্রভাতে উদ্যানে রঙ্গে যাইতে।
সিন্ধুতীরে মাঞ্জস দেখিলু আচম্বিতে॥
নিকটে দেখিলু গিয়া কন্যা পঞ্চজনি।
এক কন্যা তার মাঝে ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
লহরে ফেলিছে করি জীবন নৈরাশ।
মোহাশ্চিত শরীর কিঞ্চিৎ আছে শ্বাস॥
তার দুঃখ অনল দহিল মোর মন।
চেতন করাইল করি বহুল যতন॥
চেতন হইয়া কন্যা হইল অস্থির।
তনু আছাড়ল আঁখি বহয় রুধির॥
তাহার কারণে মোর অন্তর জরিল।
বহু যত্নে শান্তাইয়া রহস্য পুছিল॥
পদ্মাবতী মুখে যত শুনিল বৃত্তান্ত।
পিতৃ আগে সুন্দরী কহিল আদি অন্ত॥
মরিবার তরে মোরে করে পরাথর্ন।
তারে প্রবোধিয়া আইল তোমার চরণ॥
কন্যা বোলে মোরে যদি দয়া থাকে মনে।
আনিয়া তাহার স্বামী মিলাও এখনে॥

১ কৈন্যার ২ রাখী ৩ পীতার ৪ কৈন্যা ৫ সমুদ্র ৬ পুচিলা ৭ বাক্ষে
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

কি দুক্ষ মনেত মাগ কার সনে দন্ত
ঘটে মোর প্রান ধর কহ আদি অন্ত

৮ চিন্তিতে আছ ৯ কৈন্যা ১০ কনে ১১ ক্ষেতি মাজ ১২ উধ্যানে ১৩ সীন্দুতিরে মাঞ্জস দেখীলুম আচম্বিতে ১৪ মাঞ্জস অন্তরে ছিল কৈন্যা পঞ্চজনি ১৫ কৈন্যা ১৬ মাজে ১৭ ত্রিলৈক্ষমহনি ১৮ করিছে ফেলি ১৯ মহশ্চিত ২০ শ্যাস ২১ করাইলুম ২২ চেতন হইআ কৈন্যা ২৩ কান্দনে ২৪ অন্তরে জরিল ২৫ সান্তসীআ
২৬ জথ বৃতান্ত যুনিল ২৭ এসব কহিল ২৮ মরিবার ২৯ প্রভদিআ আইলুম ৩০ কৈন্যা

শব্দার্থ টীকা: পরাথর্ন—প্রার্থনা

মন্তব্য: মূলে এই বিস্তারিত বিবরণ নেই। সপ্তম স্তবকের দোহা অংশের প্রথম চরণ অবলম্বনে অনুবাদে এই বিস্তৃত ঘটনা বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মূলে যা ছিল কবির অতিসংক্ষিপ্ত একছত্রের বিবৃতি, অনুবাদে তা ছত্রিশ চরণের কাহিনী বিবরণ।

ষামি[১] ন পাইলে বালা মরিব শত্তর[২] ।
রহিব তাহার বধ আমার উপর ॥
তাহান আমার বাপ হএ এক নাম[৩] ।
শত্য কল্য[৪] তাহার পুরাইতে[৫] মনস্কাম ॥
তার দুক্ষ দেখী মোর দুঃখ অতিসএ ।
তাহার মরনে মুই[৬] মরিমু[৭] নিশ্চএ ॥
আসা দিয়া ন পুবাইলে হৈলে শত্যভ্রষ্ট[৮] ।
নিষ্ফল জিবন তার শত্য হৈলে[৯] নষ্ট ॥
এ বুলিয়া ধরিলেক পিতার চরনে ।
কান্দি ২ বিস্তর করিলা পরাত্তনে ॥

মধুর বচনে নৃপে কন্যা[১০] সান্তাইলা ।
রত্নসেন নহে[১১] মরে হাসিয়া কহিলা ॥
দ্রব্য গব্ব মনে হৈল[১২] চিতাউব নাথ[১৩] ।
বিঘ্ননাস[১৪] হৈতে দান মাগিল তাহাত[১৫] ।*
তথাপিহ না বুঝিল মনের ভরম ।
কোনে খণ্ডাইতে পাবে জে য়াছে করম ॥
বিলম্বে ফলএ মুক্ষে কল্যে অপকর্ম্ম ।
তত মাত্র[১৬] ফলে কল্যে পণ্ডিতে অধর্ম্ম ॥
নিবন্দ পুরিল আসী মৈল সব্বজন ।
ছয় জন ন মরিল আউর কারণ ॥
চারি সখী সঙ্গে কন্যা রাখ সান্তাইয়া ।
জথা আছে রত্নসেন আনি আমি গিয়া ॥
কন্যাবে[১৭] এমত কহি[১৮] সমুদ্রের পতি ।
রত্নসেন আনিতে চলিলা সির্গগতি[১৯] ॥
পুনি উদ্যানে বালা চলিলা সত্বরে ।
পিতির সম্বাদে কহি সান্তাএ কন্যারে ॥

১ স্বামী ২ সত্তর ৩ মোব নামে যুন বাপ সেই কৈন্যা নাম ৪ সৈত্য কৈল্যুম ৫ পুরিতে ৬ আমী ৭ মরিব ৮ সৈত্যভষ্ট ৯ সৈত্য হৈল ১০ কৈনায় ১১ নাই ১২ দৈস্ব দেখী গর্ব্ব কৈল ১৩ নাতে ১৪ বিগ্ন নাস ১৫ মাগীল্যম তাহাতে * 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত অংশ—
বিপ্র ভেস মায়্যা ধরি গেল্যম তান স্থান ।
ধনগর্ব্ব না বিনিয়া না দিলেক দান ॥
১৬ তাও ধিক ১৭ কৈন্যারে ১৮ বুলি ১৯ সীগ্রগতি

স্বামী না পাইলে বালা মরিব সত্বর ।
রহিব তাহার বধ আমার উপর ॥
তাহার আমার বাপ হয় এক নাম ।
সত্য কৈল তাহার পুরাইতে মনস্কাম ॥
তার দুঃখ দেখি মোর দুঃখ অতিশয় ।
তাহার মরণে মুঞি মরিমু নিশ্চয় ॥
আশা দিয়া না পুরাইলে হৈলে সত্যভ্রষ্ট ।
নিষ্ফল জীবন তার সত্য হৈলে নষ্ট ॥
এ বুলিয়া ধরিলেক পিতার চরণে ।
কান্দি কান্দি বিস্তর করিলা পরার্থনে ॥

মধুর বচনে নৃপে কন্যা শান্তাইলা ।
রত্নসেন নাহি মরে হাসিয়া কহিলা ॥
দ্রব্য দেখি গর্ব কৈল চিতাউর নাথ ।
বিঘ্ননাশ হেতু দান মাগিল তাহাত ॥
তথাপিহ না বুঝিল মনের ভরমে ।
কোনে খণ্ডাইতে পারে যে আছে করমে ॥
বিলম্বে ফলয় মূর্খে কৈলে অপকর্ম ।
ততমাত্র ফলে কৈলে পণ্ডিতে অধর্ম ॥
নির্বন্ধ পুরিল আসি মৈল সর্বজন ।
ছয়জন না মরিল আয়ুর কারণ ॥
চারি সখী সঙ্গে কন্যা রাখ শান্তাইয়া ।
যথা আছে রত্নসেন আনি আমি গিয়া ॥
কন্যারে এমত বুলি সমুদ্রের পতি ।
রত্নসেন আনিতে চলিলা শীঘ্রগতি ॥
পুনি উদ্যানেত বালা চলিলা সত্বরে ।
পিতুর সংবাদ কহি শান্তায় কন্যারে ॥

শব্দার্থ টীকা : ততমাত্র—তৎক্ষণাৎ
নির্বন্ধ—নিয়তি

মন্তব্যঃ বর্তমান অনুবাদ স্তবকটি মূলের সপ্তম স্তবকের দোহা অংশের দ্বিতীয় ছত্রের পল্লবিত সম্প্রসারণ। মূলে একটি মাত্র চরণে সমুদ্রের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরটি অনুবাদে চতুর্দশ পংক্তিতে বিস্তারিত। অনুবাদ স্তবকের শেষাংশে আছে রত্নসেন প্রসঙ্গে পরবর্তী ঘটনা বিষয়ের উত্থাপন, মূলে তা নেই।

যমক ছন্দ

এবে কহি ষুনো রত্নসেন দুঃখ বানি[১] ।
জেন মতে সাগরেত রহিল পরানি[২] ॥
জখনে ভাঙ্গিল ডিঙ্গা[৩] বাউ[৪] খরতর ।
পাট এক লক্ষ[৫] করি ভাশীলা সাগর ॥
ভাসিতে ২ রত্নশেন এক[৬] পাটে ।
লহর প্রবল মারি লাগাইল তটে[৭] ॥
অতি সমুদ্রের ক্লেসে ছিল শম্মহন[৮] ।
ষুর্য্য রবি তাপে[৯] নৃপ পাইলা চেতন ॥
চারি ভিতে[১০] চাহে নৃপ কেহ নাহি সাতে ।
রত্নে[১১] সম্বরিলা দ্রব্য[১২] ন লাগিল হাতে ॥
কথা গেল রত্ন মনি ষুবন্ন[১৩] ভান্ডার ।
কথা মোর হয় হস্থি বাহিনি অপার ॥
কথাত কুমারগন মোর হিত কারি ।
কথা গেল সখিগন পদ্দিনী সুন্দরি[১৪] ॥
কথা গেল পদ্মাবতি প্রানের অধিক ।
জাহা বিনু ঘটে প্রানি ন রহে খানিক ॥
কথা গেল দ্রব্য ধন[১৫] বল্য[১৬] জার গর্ব্ব ।
মোর ২ করি সেসে[১৭] হারাইল[১৮] সর্ব্ব ॥

একবারে সর্ব্বনাস হইল আমার ।
রহিল দারুন প্রান দুঃখ দেখীবার ॥
পষুপক্ষি নাহি বার্ত্তা[১৯] কাহাত কহিমু[২০] ।
হাহা কৃপাময় বিধি কেনে হেন কল্যা[২১] ।
প্রান হরি যুন্য[২২] তনু কি লাগে রাখিলা ॥
মনেব ভরম দিয়া কল্যা[২৩] সর্ব্বনাস ।
তুমি সে পুরাইতে পার নৈরাসেব আস ॥

১ বিবরন ২ জিবন ৩ জেখনে বুহিদ্র ভাঙি ৪ হৈল ৫ লৈক্ষ
৬ সেই ৭ টটে ৮ সাঁম্ধাহিন ৯ ষুজ্জের্র তাপেতে ১০ পাসে ১১ জয়ে
১২ দৈম্ব ১৩ সবৈন্য ১৪ সোন্দরি ১৫ দৈম্বধন ১৬ কৈল্য ১৭ আজে
১৮ হারাইলুম ১৯ রাও
২০ 'বা' পুথিতে ছাড় পংক্তিটি—
উদ্দেস নাহিক কিছু কথা চলি জাইমু
২১ কৈলা ২২ সৈন্য ২৩ কৈলা

এবে কহি শুন রত্নসেন দুঃখ বাণী ।
যেন মতে সাগরেত রহিল পরাণী ॥
যখনে ভাঙ্গিল ডিঙ্গা বায়ু খরতর ।
পাট এক লক্ষ্য করি ভাসিলা সাগর ॥
ভাসিতে ভাসিতে রত্নসেন এক পাটে ।
লহর প্রবলে মারি লাগাইল তটে ॥
সমুদ্রের ক্লেশে অতি ছিল সম্মোহন ।
সূর্যের তাপেতে নৃপ পাইল চেতন ॥
চারিভিতে চাহে নৃপ কেহ নাহি সাথে ।
যত্নে সম্বরিল দ্রব্য না লাগিল হাতে ॥
কোথা গেল রত্ন মণি সুবর্ণ ভান্ডার ।
কোথা মোর হয় হস্তী বাহিনী অপার ॥
কোথাত কুমারগণ মোর হিতকারী ।
কোথা গেল সখীগণ পদ্মিনী সুন্দরী ॥
কোথা গেল পদ্মাবতী প্রাণের অধিক ।
যাহা বিনে ঘটে প্রাণী না রহে খানিক ॥
কোথা গেল দ্রব্য ধন কৈল যার গর্ব ।
মোর মোর করি শেষে হারাইল সর্ব ॥ (আ. ৮)

একবারে সর্বনাশ হইল আমার ।
রহিল দারুণ প্রাণ দুঃখ দেখিবার ॥
পশু পক্ষী নাহি বার্তা কাহাত কহিমু ।
উদ্দেশ নাহিক কিছু কোথা চলি যামু ॥
হা হা কৃপাময় বিধি কেনে হেন কৈলা ।
প্রাণ হরি শূন্য তনু কি লাগি রাখিলা ॥
মনের ভরম দিয়া কৈলা সর্বনাশ ।
তুমি সে পুরাইতে পার নিরাশের আশ ॥

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদের শেষাংশ অনেকখানি মূলানুগ । দোহা অংশটিও অনুবাদে রক্ষিত । কিন্তু মূলে রত্নসেনকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অনুবাদে সঙ্গত কারণেই তা বর্জিত । মূলে আছে কর্পূর ও প্রবাল পূর্ণ এক পর্বতের টিলা, যার উপর রত্নসেন উঠে দাঁড়ালেন । অনুবাদে আছে সমুদ্রতীর । অনুবাদে সমুদ্রক্লিষ্ট সংজ্ঞাহীন রত্নসেনের শরীরে রৌদ্রতাপের উষ্ণতায় চৈতন্যলাভের কথা আছে, মূলে এই স্বাভাবিক বর্ণনাটি অনুপস্থিত । বিলাপ অংশটি মোটামুটি এক । মূলের নবম ও দশম স্তবকে পদ্মাবতীর জন্য রাজার সুদীর্ঘ বিলাপের মধ্যে সংকল্প ও প্রার্থনাটুকু আলাওল পরবর্তী স্তবকে দু একটি চরণে মাত্র ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন । মূলে আছে রাজার ত্রিভুবন অনুসন্ধানের সংকল্প, অনুবাদে আছে অসহায়তা । মূলে আছে ত্রিদেব-স্মরণ, অনুবাদে একেশ্বর-প্রার্থনা ।

তোমার দয়াল নাম ব্যাপিত জগতে।
দুক্ষ নাসি তুমী মাত্র পার ষুখ[১] দিতে ॥
আপনার মত্ত গর্ব্বে মুই হৈলু নাস।
তোমার কৃপার নামে পাপিব বিশ্বাস ॥
তোমার আংগাএ হএ[২] ষুখ হোস্তে দুঃখ[৩]।
জদি দেও[৪] দিতে পার দুঃখ হোস্তে ষুখ[৫] ॥
এই মতে কান্দি স্তুতি কল্যা[৬] বাবে বার।
আখি লোহে হই সিন্দু[৭] ভাটীতে জোয়ার ॥
মর্জিল সমুদ্র নিবে প্রানের ইশ্বরি।
আমার উচিত এই সিন্দু নিরে[৮] মরি ॥
স্বামি নারি[৯] একত্রে না মৈল মুদগদ[১০]।
সমুদ্র উপবে গিয়া দেও মোবে বদ ॥
মৃত্তু দরাইল বসি সমুদ্রের স্থিরে[১১]।
দাহ তেআগিতে[১২] হেতু নামিলেক নিবে ॥

তোমার দয়াল নাম ব্যাপিত জগতে।
দুঃখ নাশি তুমি মাত্র পার সুখ দিতে ॥
আপনাব মত্ত গর্বে মুই হৈলুঁ নাশ।
তোমার কৃপাল নামে পাপীর বিশ্বাস ॥
তোমার লীলায় হয় সুখ হোস্তে দুঃখ।
যদি দাও দিতে পার দুঃখ হোস্তে সুখ ॥(জা.১১)
এই মতে কান্দি স্তুতি কৈলা বারে বার।
আঁখি লোহে হৈল সিন্ধু ভাটিতে জোয়ার ॥
মজ্জিল সমুদ্রনীরে প্রাণের ঈশ্বরী।
আমাব উচিত এই সিন্ধুনীরে মরি ॥
স্বামী নারী একত্রে না মৈল সে মুগধ।
সমুদ্র উপবে গিয়া দেও মোরে বধ ॥
মৃত্যু দড়াইল বসি সমুদ্রের তীরে।
দেহ তেয়াগিতে নৃপ নামিলেক নীরে ॥ (জা.১২)

রাগ ভাটিয়াল ঃ দীর্ঘ ছন্দ

তোমার কৃপাব বলে আপনাব পাপ ফলে
মত্ত[১৩] গর্ব্বে পাছে ন চিন্তিলু[১৪]।
অখনে সংকট হৈল সমন নিকটে আইল
উর্দ্ধাবহ কাতব হইলু[১৫] ॥
প্রভুর দয়া ন হরে[১৬] দিয়া রস অনাথেরে[১৭]
তুমি প্রভু পরম কাবন।
ভুলিযা সংসার রসে বন্দি হইলু[১৮] মায়া ফাসে[১৯]
ন ভজিলু[২০] তোমার চরণে।
এবে ত্রিজগত সাঞি তুমী বিনু গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুনে ॥
তোমারে বিভোর হৈলু[২১] আপনে আপনা খাইলু[২২]
তেকাবনে লাগিল বিদসা।
হিন আলাওলে ভনে জেই ভাবে দর মনে
অবস্য[২৩] পুরএ তার আসা ॥

তোমার কৃপার বলে আপনার পাপ ফলে
মত্ত গর্বে পাছে না চিন্তিলুঁ।
অখনে সংকট হৈল শমন নিকটে আইল
উর্দ্ধাবহ কাতব হইলুঁ ॥
প্রভুর দয়া না হবে দিয়া বস অনাথেরে
তুমি প্রভু পবম কারণ। (ধুয়া)
ভুলিয়া সংসাব পাশে বন্দী হৈল মায়া ফাঁসে
না ভজিলু তোমাব চবণে ॥
এবে ত্রিজগত সাঞি তুমি বিনে গতি নাই
তরাও আপনা নাম গুণে।
তোমারে ভরম হৈলু আপনে আপনা খাইলু
তেকারণে লাগিল বিদশা।
হীন আলাওলে ভণে যেই ভাবে দঢ়মনে
অবশ্য পুরয় তার আশা ॥

১ খুী ২ তোমার লিলাএ হৈল ৩ হস্তে দুক ৪ চাও ৫ দুক্ষে নাসী ষুক ৬ কৈল ৭ আখী নিরে হৈল সীন্দু ৮ তিরে ৯ স্যামী তিরি ১০ সে মুগদ ১১ তিরে ১২ ত্যাগীতে ১৩ মন ১৪ না চিন্তিলুম ১৫ হইলুম ১৬ প্রভুর দয়্যার তার ১৭ অনাতের দিআ ভার ১৮ হৈলুম ১৯ পাসে ২০ ভজিলুম ২১ ভবম হৈলুম ২২ খাইলুম ২৩ আবৈশ্ব

শব্দার্থ টীকা ঃ আঁখিলোহে—অশ্রুজলে
সাঞি—স্বামী

মন্তব্যঃ মূলের একাদশ ও দ্বাদশ স্তবক অবলম্বনে পয়ার স্তবকদুটি রচিত, ত্রিপদী স্তবকটি নূতন রচনা। মূল স্তবক দুটিতে যে সুফী সর্বেশ্বরবাদ আছে, অনুবাদে তা লীলাবাদে পরিণত। ঘটনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য দেখা দিয়েছে। মূলে আছে পদ্মাবতীর বিরহে রাজার শিরোচ্ছেদে আত্মহত্যার সংকল্প, আর অনুবাদে সমুদ্রকে দায়ী করে জলে ডুবে আত্মহননের প্রয়াস।

রাগ যমক ছন্দ

ভক্তিভাবে এক চিত্তে করএ কামন[১] ।	ভক্তিভাবে একচিত্তে করয় কামনা ।
জর্ম্মান্তরে পাও জেন সে চন্দ্রবদন[২] ॥	জন্মান্তরে পাও যেন সে চন্দ্রবদনা ॥
এই বর মাগিয়া ডুবিতে কল্য[৩] চিত ।	এই বর মাগিয়া ডুবিতে কৈল চিত ।
হেনকালে সমুদ্র হইল[৪] উপস্থিত ॥	হেনকালে সমুদ্র হইল উপস্থিত ॥
ধরিয়া ব্রাহ্মন রূপে আইল নিয়র ।	ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপে আইল নিয়র ।
বলিলা নৃপতি কহোঁ অবধান[৫] কর ॥	বলিলা নৃপতি কহোঁ অবধান কর ॥
তোমার সরিরে[৬] পাপ খণ্ডিল অখন[৭] ।	তোমার শরীরে পাপ খণ্ডিল এখন ।
পুনি আপ্তঘাত পাপ কর কি কারন ॥	পুনি আত্মঘাত পাপ কর কি কারণ ॥
আগে পদুত্তর তুমি দেওত[৮] আমারে ।	আগে পদুত্তর তুমি দেওত আমারে ।
মরিতে চাহিলে কোনে[৯] রাখিবারে পারে ॥	মরিতে চাহিলে কোনে রাখিবারে পারে ॥ (জা.১৩)
নৃপ বোলে কি উত্তর দিমু তোমা আগে ।	নৃপে বোলে কি উত্তর দিমু তোমা আগে ।
এ পাপ জিবনে মোর[১০] অতি দুঃখ[১১] লাগে ॥	এ পাপ জীবনে মোর অতি দুঃখ লাগে ॥
জেমুদিপে[১২] চিতাউরে ছিল[১৩] নৃপবর ।	জম্বুদ্বীপে চিতাওরে ছিল নৃপবর ।
জুগি হইয়া আইলু[১৪] মুঞি সিংগল নগর ॥	যোগী হইয়া আইলু মুঞি সিংহল নগর ॥
পদ্মাবতি বিয়া কল্য[১৫] মনের হরিশে[১৬] ।	পদ্মাবতী বিভা কৈল মনের কৌতুকে ।
শত সংখ্যা ডিংগা পুন্নে পাইলু হরিসে[১৭] ॥	শত সংখ্যা ডিংগা পূর্ণ পাইলু যৌতুকে ॥
হেমহস্তি হএ রত্ন কটক অপার ।	হয় হস্তী হেম রত্ন কটক অপার ।
শোল শত নৃপসুত শংগে পরিবার ॥	ষোলশত নৃপসুত সংগে পরিবার ॥
দ্বিসহস্র সখী মোর পরম সোন্দরি ।	দ্বিসহস্র সখী মোর পরম সুন্দরী ।
প্রাণের দুল্লভ মোর পদ্মাবতি নারি ॥	প্রাণের দুর্লভ মোর পদ্মাবতী নারী ॥
তিলেক[১৮] সমুদ্র মাঝে[১৯] ডুবিল সকল ।	তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল ।
একশ্বর রাজার[২০] জিবনে কোন[২১] ফল ॥	একেশ্বর আমার জীবনে কোন ফল ॥ (জা. ১৪)
ব্রাহ্মনে উত্তর দিল সুনহ রাজন ।	ব্রাহ্মণে উত্তর দিল শুনহ রাজন ।
জ্ঞানবন্ত হৈয়া[২২] কেনে ন বুঝ আপন[২৩] ॥	জ্ঞানবন্ত হইয়া কেনে না বুঝ আপন ॥

১ কামনা ২ জর্ম্মান্তরে পাপ ক্ষএ সে চন্দ্রবদনা ৩ কৈল ৪ নৃপতি ৫ কহি অবদান ৬ শরির ৭ এখন ৮ দেও জে ৯ কনে ১০ দুক্ষ ১১ বর ১২ জম্পুদিপে ১৩ ছিলুম ১৪ আইলুম ১৫ কৈলুম ১৬ কৃতুকে ১৭ সত সঙ্কা ডিঙ্গা পুর্ন্য আনিলুম জত্তুকে ১৮ তিলেকে ১৯ নিবে ২০ একাশ্বর আমার ২১ কন ২২ হই ২৩ না বুজ্জ রাজন

শব্দার্থ টীকা ঃ নিয়র—নিকট
আত্মঘাত—আত্মহত্যা
বিভা—বিয়ে

মন্তব্যঃ ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে অনেক পার্থক্য আছে। মূলে আছে নিজকণ্ঠে কাটারি দিয়ে আত্মহননের চেষ্টা, অনুবাদে জন্মান্তরে প্রিয়তমাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করে জলে ডুবে আত্মহত্যার প্রস্তুতি। উভয় ক্ষেত্রেই সমুদ্রের ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভাব, কিন্তু মূলের ব্রাহ্মণবেশীর বিস্তৃত রূপচিত্রটি অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলের দোহা অংশটির অংশ-বিশেষ অনুবাদে অতি সংক্ষিপ্তভাবে ছুঁয়ে আছে।

চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগ। সংখ্যাবাচক শব্দগুলিতে কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। যেমন মূলে সখীদের সংখ্যা দুলক্ষ, অনুবাদে হয়েছে দু হাজার ; মূলে ছিল বহু বহিত্র, অনুবাদে তা শত সংখ্যায় নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

শভার[১] ইশ্বর আছে এক দয়ামএ ।
কর্ম্ম অনুরূপ মাত্র সংসারে বিসএ ॥
সকল হরিয়া নিল[২] বস্তু ছিল জার ।
চিন্তেত ভাবিয়া চাহো[৩] তুমি বা কাহার ॥
এমত[৪] সংকট প্রভু তরাইল তোমারে ।
তার স্তুতি না করিয়া চাহ মরিবারে ॥
পুরুসের আর্যিত সযা ধন জন[৫] ।
কথবার[৬] আইসে জাএ থাকিলে জিবন ॥
প্রান সেসে[৭] থাকিলে তাহার ধিক পাইবা[৮] ।
আত্মঘাতি করি[৯] কেনে মোহাপাপি হৈবা[১০] ॥

নৃপে বোলে সত্ত[১১] পুরুসের কিবা[১২] হানি ।
জদি জিববস্ত পাও[১৩] পংবাবতি রানি ॥
প্রাণধিক দিলু[১৪] মোর প্রান কিবা কাম ।
দুরে থাকি জিবনের কটি পরনাম ॥

ব্রাহ্মনে কহিলা যুন নৃপসিরমনি ।
শবজিবনে আছে তোর[১৫] পদ্মাবতি রানি ॥
চারি সখী সংগে মোর কন্যার উদ্যানে[১৬] ।
তোমার বিছেদে কন্যা[১৭] না জিএ পরানে ॥
তোমা নিতে আইল আমি যুন নরপতি ।
তুরিতে দিবাম নিয়া জথা পংবাবতি ॥
যুনি পুলকিত[১৮] অংগ হরিস অন্তর ।
শেই সিন্দু হৈল জেন আনন্দ সায়র ॥*
এক দিশ্টে পদ্মাবতি নিরক্ষএ বাট ।
তিলে মাত্র নৃপ লৈয়া আইল সেই[১৯] ঘাট ॥

বুজিতে নৃপতি মর্ম্ম করিয়া চাতুরি ।
শমুদ্র দুহিতা পদ্মাবতি রূপ ধরি ॥
প্রভু ২ করি রামা আইসে সমুখে[২০] ।
গমন ভংগিমা নৃপ তেমত না দেখে ॥

১ সভান ২ এ সকল হরি নিল ৩ চাহ ৪ এথেক ৫ পুরুসের অসঞ্চীত আর্জিত জে ধন ৬ কথবারে ৭ ধরে ৮ পাইব ৯ হই ১০ মহাপাপী হৈব ১১ সৈত্ত ১২ নহে ১৩ পাই ১৪ বিনে ১৫ জিবনে আছএ তোর ১৬ কৈন্যার উদ্যানে ১৭ বিশেহদ কৈন্যা ১৮ যুনিতে পুলক ১৯ সীন্দু ২০ সমুখে * 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

করজোরে সীগ্রে আসী ব্রাহ্মন নিয়র ।
সৈত্ত কিবা ভান্ড মোরে কহ নৃপবর ॥
ঋিপ্রে বোলে ছলি তোকে কি ফল আমার ।
আমার নির্চান নৃপ হৈল দুক্ষ ভার ॥
এ বুলিআ রত্নসেন লইআ সঙ্গতি ।
নিজ রূপে চলি জাএ সমুদ্রের পতি ॥

সভান ঈশ্বর এক আছে দয়াময় ।
কর্ম অনুরূপ মাত্র সংসার বিষয় ॥
সকল হরিয়া নিল বস্তু ছিল যার ।
চিন্তেত ভাবিয়া চাহ তুমি বা কাহার ॥
এমত সংকট প্রভু তরাইল তোমারে ।
তার স্তুতি না করিয়া চাহ মরিবারে ॥
পুরুষের অসঞ্চিত অর্জ্জিত যে ধন ।
কতবার আইসে যায় থাকিলে জীবন ॥
প্রাণ শেষ থাকিলে তাহার অধিক পাইবা ।
আত্মঘাতি করি কেনে মহাপাপী হইবা ॥(জা.১৫)

নৃপে বোলে সত্য পুরুষের কিবা হানি ।
যদি জীববন্ত পাও পদ্মাবতী রাণী ॥
প্রাণাধিক বিনে মোর প্রাণে কিবা কাম ।
দূরে থাকি জীবনের কোটি পরনাম ॥ (জা.১৬)

ব্রাহ্মণে কহিলা শুন নৃপ শিরোমণি ।
স-জীবনে আছে তোর পদ্মাবতী রাণী ॥
চারি সখী সংগে মোর কন্যার উদ্যানে ।
তোমার বিচ্ছেদে কন্যা না জিয়ে পরাণে ॥
তোমা নিতে আইল আমি শুন নরপতি ।
তুরিতে দিবাম নিয়া যথা পদ্মাবতী ॥
শুনি পুলকিত অংগ হরিষ অন্তর ।
সেই সিন্ধু হৈল যেন আনন্দ সায়র ॥
এক দৃষ্টে পদ্মাবতী নিরক্ষয় বাট ।
তিলেমাত্র নৃপ লইয়া আইল সেই ঘাট ॥ (জা.১৭)

বুঝিতে নৃপতি মর্ম করিয়া চাতুরী ।
সমুদ্র-দুহিতা পদ্মাবতী রূপ ধরি ॥
প্রভু প্রভু করি রামা আইসে সমুখে ।
গমন ভংগিমা নৃপ তেমত না দেখে ॥

মন্তব্য : পঞ্চদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হলেও অনেকটা মূলানুগ। যদিও অনুবাদের কর্মফলবাদ মূলে নেই। আবার মূলের মায়াবাদ অনুবাদে অনুপস্থিত। ষোড়শ স্তবকের মধ্যে মূলে পদ্মাবতী সম্পর্কে রাজার যে প্রেম-প্রশস্তি আছে অনুবাদে তা বর্জ্জিত। কেবল মূলের প্রথম দু'লাইন আছে। সপ্তদশ স্তবকের অনুবাদ আমূল পরিবর্তিত। মূলে আছে ঘটনার নাটকীয় চমৎকারিত্ব। আর অনুবাদে আছে ঘটনার বিবৃতিধর্মিতা।

কিঞ্চিত শন্দেহ মনে আইল তান পাসে[১]।
না পাইল পদ্মাবতির অঙ্গের ষুবাশে[২] ॥
মুখ ফিরাইয়া[৩] নৃপ রহিল তখন।
ছল করি শিন্দুষুতা[৪] ষুরিল কান্দন ॥
তেজিয়া নাইয়র[৫] ঘর বাপ মাও পুরি।
তোমা শঙ্গে দুক্ষিনি আইলু একশ্বরি ॥
পরিল শমুদ্র মাঝে[৬] না হৈল মরন।
তোমার কারনে ধক ২ পোরে মন[৭] ॥
বহু পরার্থন[৮] করি পাইলু[৯] তোমারে।
কোন দোশে অসন্তোশ[১০] হইলা আমারে ॥
হেনকালে তুমি জদি ফিরাও বদন।
সাগরে পরিয়া মুই মরিমু এখন ॥

নৃপে বোলে সত্য নহি কহ পদ্মাবতি[১১]।
আশিতে দেখিল আমি[১২] নহে শেই গতি ॥
তথাপিহ ভরমে আইলু[১৩] তোমা পাশ।
শেই পুষ্ফ হেন দেখ[১৪] নহে শেই[১৫] বাশ ॥
বচন প্রকাসে মাত্র জানিলু[১৬] নিশ্চিতে।
পর অঙ্গ[১৭] অঙ্গ পরশিমু কোন মতে ॥
তোমার কত্তুকে[১৮] হএ আমার প্রানআন্ত[১৯]।
মিলাইয়া পদ্মাবতি প্রান কর শান্ত[২০] ॥

তবে সিন্দুষুতা[২১]হাশি[২২]বুলিলা বচন।
বিচারি বুজিলু সত্য[২৩]তুমি মোহাজন[২৪] ॥

১ তাব পাস ২ ষুবাস ৩ পীরাইআ ৪ সীন্দুষুতে ৫ নাওর ৬ পরিলুম সমুদ্র মাজে ৭ ধক২ তোমার কারনে পোরে মন ৮ পরার্থনা ৯ পাইলুম ১০ কন দোসে অসান্তস ১১ নৃপ বোলে তুমী সৈত্ত নহে পদ্মাবতি ১২ মুই ১৩ আসীল ১৪ দেখি ১৫ হেন ১৬ জানিলুম ১৭ পবঙ্গনা ১৮ কুত্তুকে ১৯ পরান্ত ২০ সান্ত ২১ ষুন্দুসুতা ২২ হাসী ২৩ বুজিল আমী ২৪ মহাজন

কিঞ্চিৎ সন্দেহ মনে আইল তার পাশ।
না পাইল পদ্মাবতীর অঙ্গের সুবাস ॥
মুখ ফিরাইয়া নৃপ রহিল তখন।
ছল করি সিন্ধুসুতা জুড়িল কান্দন ॥
তেজিয়া নাইয়র ঘর বাপ মাও পুরী।
তোমা সঙ্গে দুঃখিনী আইলু একেশ্বরী ॥
পড়িলু সমুদ্রমাঝে না হৈল মরণ।
তোমার কারণে ধক ধক পোড়ে মন ॥
বহু পরার্থন করি পাইলু তোমারে।
কোন দোষে অসন্তোষ হইলা আমারে ॥
হেনকালে তুমি যদি ফিরাও বদন।
সাগরে পড়িয়া মুই মরিমু এখন ॥ (জা. ১৯)

নৃপ বোলে সত্য নহি কহ পদ্মাবতী।
আসিতে দেখিল আমি নহে সেই গতি ॥
তথাপিহ ভরমে আইলু তোমা পাশ।
সেই পুষ্প হেন দেখি নহে সেই বাস ॥
বচন প্রকাশ মাত্র জানিলু নিশ্চিতে।
পরাঙ্গনা অঙ্গ পরশিমু কোন মতে ॥
তোমার কৌতুকে হয় আমার প্রাণান্ত।
মিলাইয়া পদ্মাবতী প্রাণ কর শান্ত ॥ (জা. ২০)

তবে সিন্ধুসুতা হাসি বুলিলা বচন।
বিচারি বুঝিল সত্য তুমি মহাজন ॥

শব্দার্থ টীকা : নাইয়র ঘর—বাপের বাড়ী
সেই পুষ্প—মূলে মালতী ফুলের কথা আছে
পরাঙ্গনা—পর নারী

মন্তব্যঃ মূলের অষ্টাদশ স্তবকটিতে বিরহিণী পদ্মাবতীর যে আলঙ্কারিক চিত্রটি বর্তমান, অনুবাদে তা বর্জিত। সপ্তদশ স্তবকের রামসীতার প্রসঙ্গসূত্র ধরে অষ্টাদশ স্তবকে পদ্মাবতীর বিরহিণী সীতামূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। মূলের এই চমৎকার বিরহবর্ণনার স্তবকটি বাদ দিয়ে আলাওল পরবর্তী ঘটনাধারায় প্রবেশ করেছেন। ঊনবিংশ স্তবকে পদ্মাবতীর ছদ্মবেশে লক্ষ্মী কর্তৃক রত্নসেনকে ছলনা করার মধ্যে যে ঘটনা-চমৎকারিত্ব আছে আলাওল তাকে অনুসরণ করলেও যথাযথ অনুসরণ করেন নি। মূলে আছে পথিমধ্যে ছদ্মবেশী পদ্মাবতীকে বসে থাকতে দেখে ধাবমান রত্নসেনের ভ্রমরতুল্য ব্যাকুলতা। অনুবাদে রত্নসেনকে দেখে ছদ্মবেশী পদ্মাবতীর ধাবমানতা। মূলে পদ্মগন্ধ না পাওয়ায় রত্নসেনের সন্দেহ, অনুবাদে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গমনভঙ্গিমার বৈসাদৃশ্য। রত্নসেনের বিমুখতায় লক্ষ্মীর বিলাপ মূলে সংক্ষিপ্ত, অনুবাদে তা তরল ও বিস্তৃত। বিংশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় নীতি-নীরস এবং বিবৃতি-বিরস। মূলে ভ্রমর ও মালতীর প্রতীকে যে কাব্যসুরভি সৃষ্টি করা হয়েছে অনুবাদে একটিমাত্র চরণে তার আভাসমাত্র আছে। এর পরিবর্তে অনুবাদে পরনারী স্পর্শের পাপ ও নীতিচেতনাই প্রবল।

এ বুলিআ নিজ রূপ ধরিয়া তুরিত।
নৃপ লৈয়া[১] গেল পদ্মাবতির শমিপ[২] ॥
অশকের[৩] তলে থাকি শিতা[৪] পাইল রাম।
তেনমতে শিদ্ধি পদ্মাবতি মনস্কাম ॥
জেন দায়মন্তি পতি[৫] পাইল পুনর্ব্বার।
তাহার অধিক হৈল আন্দ অপার ॥

শ্বামির[৬] চরনে ধরি[৭] কান্দে পদ্মাবতি।
অতি শিগ্রে বুকে[৮] লাগাইল নরপতি ॥
গলাগলি দুইজন বিস্তর কান্দিল।
জলরূপে দুখ[৯] আখি পন্তে নৃস্বারিল[১০] ॥
চারি শখি সঙ্গে দোহো[১১] কান্দিল জথেক[১২]।
শে সব কহিতে কথা বারে অতিবেক ॥
প্রিয় বাক্য কন্যা শান্তাইল[১৩] নৃপমনি।
তুমি আমি রক্ষ্যা পাইল[১৪] কিছু নহে হানি ॥
মর্ম্ম দয়াশিল আছে মুক্ষ্য[১৫] চাবি শখি।
পাশরিল[১৬] শব দুখ তার মুখ[১৭] দেখি ॥
সব এই দুখে মৈল[১৮] কুমার সকল[১৯]।
কি করিতে পারে তাকে নিবন্দ প্রবল ॥
বিধি কৃপা হতে[২০] চিতাওবে জাই জবে।
তার্তাধক অসজ্য[২১] পাইব পুনি ত্তবে ॥
করহ প্রভুর স্তুতি হৈয়া[২২] একমন।
জিববস্ত রাখি মিলাইল ছএ জন[২৩] ॥
সমুদ্র দুহিতা প্রিয়বাক্য[২৪] সান্তাইল।
দুইর মিলনে[২৫] শমস্ত রক্ষ্যা পাইল ॥
ত্রিভোবনে[২৬] পতি নারি বিশ্বেদ না হোক।
জদি হএ পুনরাফ[২৭] বিধি মিলাওক[২৮] ॥

১ লই ২ বিদিত ৩ অসকের ৪ সীতা ৫ জেন মত আছিল ৬ স্ব্যামীর ৭ পরি ৮ বৈক্কেতে ৯ দুক্ষ ১০ নিস্বরিলা ১১ দেহ ১২ জতেক ১৩ প্রিঅ বাক্কে কৈন্যা সান্তসীল ১৪ রৈক্ষা পাইলে ১৫ মৈক্ষ ১৬ াসরহ ১৭ তা সভান ১৮ জান ১৯ সকল ২০ হন্তে ২১ তা ওধিক অসৈজ্ঞ ২২ হই ২৩ দুইজন ২৪ বাক্ক ২৫ তুমী দুই মীলনে ২৬ ত্রিভুবনে ২৭ পুনর্বার ২৮ বিদি মীলাউক

এ বুলিআ নিজ রূপ ধরিয়া তুরিত।
নৃপ লইয়া গেল পদ্মাবতীর বিদিত ॥
অশোকের তলে থাকি সীতা পাইল রাম।
তেন মতে সিদ্ধি পদ্মাবতী মনস্কাম ॥
যেন দময়ন্তী পতি পাইল পুনর্বার।
তাহার অধিক হইল আনন্দ অপার ॥ (জা. ২১)

স্বামীর চরণে পড়ি কান্দে পদ্মাবতী।
অতি শীঘ্র বুকে লাগাইল নরপতি ॥
গলাগলি দুইজন বিস্তর কান্দিল।
জলরূপে দুঃখ আঁখিপন্থে নিঃসরিল ॥
চারি সখী সঙ্গে দোহ কান্দিল যতেক।
সে সব কহিতে কথা বাড়ে অতিরেক ॥
প্রিয়বাক্যে কন্যা শান্তাইল নৃপমণি।
তুমি আমি রক্ষা পাইল কিছু নহে হানি ॥
দয়াশীল আছে মুখ্য চারি মর্মসখী।
পাসরিল সব দুঃখ তা সবাবে দেখি ॥
সবে এই দুঃখ মৈল কুমার সকল।
কি করিতে পারে তাকে নির্বন্ধ প্রবল ॥
বিধি কৃপা হোন্তে চিতাওর যাই যবে।
ততোধিক ঐশ্বর্য পাইব পুনি তবে ॥
করহ প্রভুর স্তুতি হইয়া এক মন।
জীববস্ত রাখি মিলাইল ছয়জন ॥
সমুদ্রদুহিতা প্রিয়বাক্যে শান্তাইল।
তুমি দুই মিলনে সমস্ত রক্ষা পাইল ॥ (জা.২২)

ত্রিভুবনে পতি নারী বিচ্ছেদ না হোক।
যদি হয় পুনরপি বিধি মিলাওক ॥

শব্দার্থ টীকা : দময়ন্তী—বিদর্ভ রাজকন্যা, নল-পত্নী
পাসরিল—ভুলে গেল

মন্তব্যঃ একবিংশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের ঘটনাটুকুই আছে কিন্তু সমুদ্রকন্যার মুখে রত্নসেনের রূপবর্ণনাটি অনুবাদে অনুপস্থিত। নল-দময়ন্তী প্রসঙ্গটি মূলে আছে, কিন্তু মূলের কৃষ্ণ গোপী প্রসঙ্গটি অনুবাদে নেই। অনুবাদের রামসীতার প্রসঙ্গটি মূলের সপ্তদশ স্তবক থেকে গৃহীত। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। উপমাগুলিও বর্জিত। দ্বাবিংশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অনেকখানি পৃথক। রত্নসেনের পায়ে পড়ে পদ্মাবতীর কান্নার ঘটনাটুকু ছাড়া মূলের সঙ্গে অনুবাদের আর কোনো মিল নেই। মূলে আছে সূর্য-কমল, মালতী-ভ্রমর ইত্যাদির রূপকাবেষ্টনে যুগল মিলনের আনন্দরূপ বর্ণনা আর অনুবাদে আছে সখীসহ পদ্মাবতীর বিলাপ এবং রত্নসেন ও সমুদ্রকন্যার সাংসারিক সান্ত্বনা দান।

কায়া[১] প্রান মৈধ্যে[২] বিধি করএ বিচ্ছেদ।
না হৈলে না হৈত তবে[৩] ঈশ্বরের ভেদ ॥
শেই শে মারিয়া শার[৪] করিয়া মিটাএ।
শেই শে জিয়াএ পুনি আনিয়া ভেটাএ ॥
মনের বান্দব মিত্র প্রভু দেউক[৫] আনি।
সম্পদে বিপদে কিবা লাভ কিবা[৬] হানি ॥

ছএ জন বাশা[৭] দিল বিচিত্র মন্দিরে।
ভৈক্ষ্য জল রাজনিতি নানা উপহারে[৮] ॥
নানামত সশৌরব বিচিত্র অম্বর[৯]।
পরিপুন্ন থুইল আনি মন্দির অন্তর[১০] ॥
এক শত শখি তথা রাখিল শুন্দরি[১১]।
নৃপ কন্যা[১২] আগে বহে ভক্তি স্তুতি[১৩] করি ॥
আপনার গ্রিহ হেন মনেত ভাবিবা।
জেই মনে শ্রধা হএ[১৪] ইঙ্গিতে কহিবা ॥
পুন্যফলে পাইল আমি তোমা[১৫] দরশন।
ভিন্ন ন ভাবিয় আমি[১৬] তোমা[১৭] পরিজন ॥
নৃপে বোলে মৃত্ত[১৮] দেহে তুমি দিলা প্রান।
তোমার প্রশাদে হৈল সর্ব্বত্রে কল্যান[১৯] ॥
তুমি কল্যা হেন ঘোর শঙ্কট উদ্ধার।
এই জন্মে তোমার যুধিতে[২০] নারি ধার ॥
তোমার কার্জেত[২১] জদি লাগে মোর[২২] প্রান।
তথাপিহ শম[২৩] নহে কি বুলিমু আন ॥
তুমি মোর ভগ্নী নরপতি মোব পিতা।
মোর দোশ খেমিতে কহিঅ যুচরিতা ॥
আপনার প্রতিফল[২৪] পাইলুঁ[২৫] আপনে।
বুলিয় নৃপতি মোরে তুষ্ট হোক মনে ॥
তাহান শাক্ষাতে লাজে ন নিশ্বরে বানি[২৬]।
আমারে খেমিতে ভগিনি কহিবা[২৭] আপনি ॥

১ কায়্যা ২ মাজে ৩ দাস ৪ ছার ৫ দোক ৬ লাব হএ ৭ দুই জন বাস ৮ ভৈক্ষ দৈব্ব নানা রাজন্যাতি উপহাব ৯ নানা বর্ণ্য সুবর্ণ্য বিচিত্র পাটম্বর ১০ ভিতর ১১ এক সত সখী দিল পরম সোন্দরি ১২ কৈন্যা ১৩ স্তুতি ভক্তি ১৪ করে ১৫ তোমার ১৬ মনে ১৭ আমী ১৮ মৃত্তু ১৯ সর্ব্বাত্রে কৈল্যান ২০ যুদিতে ২১ কাজেত ২২ নিজ ২৩ সোজো ২৪ পতিফল ২৫ পাইলুম ২৬ তাহান সাক্ষাতে না নিস্বরে মোর বানি ২৭ কহিঅ

কায়া প্রাণ মধ্যে বিধি করায় বিচ্ছেদ।
না হৈলে না হৈত দাস ঈশ্বরের ভেদ ॥
সেই সে মারিয়া ছার করিয়া মিটায়।
সেই সে জিয়ায় পুনি আনিয়া ভেটায় ॥
মনের বান্ধব মিত্র প্রভু দেউক আনি।
সম্পদে বিপদে কিবা লাভ কিবা হানি ॥ (জা.২৩)

ছয়জন বাসা দিল বিচিত্র মন্দিরে।
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা রাজরীতি উপহারে ॥
নানা বর্ণ সুসৌরভ বিচিত্র অম্বর।
পরিপূর্ণ থুইল আনি মন্দির ভিতর ॥
একশত সখি তথা রাখিল সুন্দরী।
নৃপকন্যা আগে কহে ভক্তি স্তুতি করি ॥
আপনার গৃহ হেন মনেত ভাবিয়া।
যেই মনে শ্রদ্ধা হয় ইঙ্গিতে কহিবা ॥
পুণ্যফলে পাইল আমি তোমা দরশন।
ভিন্ন না ভাবিয় আমি তোমা পরিজন ॥
নৃপে বোলে মৃত্তদেহে তুমি দিলা প্রাণ।
তোমার প্রসাদে হৈল সর্বত্রে কল্যাণ ॥
তুমি কৈলা হেন ঘোর সংকট উদ্ধার।
এই জন্মে তোমার শুধিতে নারি ধার ॥
তোমার কার্যেত যদি লাগে মোর প্রাণ।
তথাপিহ সম নহে কি বলিমু আন ॥
তুমি মোর ভগ্নী নরপতি মোর পিতা।
মোর দোষ খেমিতে কহিয় সুচরিতা ॥
আপনার প্রতিফল পাইলুঁ আপনে।
বুলিয় নৃপতি মোরে তুষ্ট হোক মনে ॥
তাহান সাক্ষাতে লাজে ন নিঃসরে বাণী।
আমারে খেমিতে ভগ্নী কহিবা আপনি ॥

মন্তব্য : ত্রয়োবিংশ স্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলের ঈশ্বর-মহিমা-স্তুতি অনুবাদে যথাযথ। দোহা অংশটুকুও অনূদিত। কিন্তু মূল স্তবকের মধ্যাংশে পদ্মাবতী ও রত্নসেনের পারস্পরিক চরণ ধারণ ও ক্রন্দন অনুবাদে অনুপস্থিত। অনুবাদে আগের স্তবকে অবশ্য পদ্মাবতী কর্তৃক রত্নসেনের পদধারণ প্রসঙ্গ আছে। রত্নসেন কর্তৃক পদ্মাবতীর পদধারণ অনুবাদে নেই। মূলে রত্নসেন প্রেমিক, অনুবাদে 'পতি পরম গুরু'।

প্রান দান দিলা[১] পুরাইলা মনংকাম[২] ।
দেশেত জাইতে মনে রব হাবিলাশ[৩] ॥
আপনে কহিবা ভগ্নি পিতার শাক্ষ্যাতে[৪] ।
দেশে জাইতে উপাএ করোক নরনাতে[৫] ॥
ইশ্বিত হাশিআ কন্যা[৬] দিল পদুত্তর ।
দেশে জাইতে[৭] কেনে চিন্তা[৭] কর নৃপবর ॥
শমুদ্রের ক্লেশে হৈছে নিরবলি শরির[৮] ।
দিন কথ শান্ত[৯] এথা হও মোহাবির ॥
একদিনে তুলি দিব জথা জগন্নাত ।
দিন কথ রঙ্গে[১০] থ্যাকি পদ্মাবতি স্তাঁত ॥
এ বুলিআ কন্যা গেলা শমুদ্রের পুরে[১১] ।
কহিল সকল কথা পিতার গোচবে ॥
মোহাসুখে তথা আছে চিতাউর পতি ।
সর্ব্ব দুঃখ[১২] পাসরিলা পাই পদ্মাবতি ॥
প্রভাতে উদ্যানে[১৩] আইসে সমুদ্রেব বালা ।
পদ্মাবতি সঙ্গে রঙ্গে খেলে নানা খেলা ॥
দুই জন মধ্যে জদি[১৪] বাবিল পিরিত ।
এক নাম দুই সখী[১৫] হৈল এক চিত ॥
সমুদ্র নৃপতি অতি গৌরব করিয়া ।
নিত্য ২ জাএ রত্নসেন সম্বাসীয়া ॥
মনুস্য সবিরে[১৬] জাইতে নারে সিন্দু জলে ।
সিন্দু নাথে[১৭] আসীয়া বোলাএ কুতুহলে ॥

এই মতে এক মাস তথাত[১৮] আছিলা ।
আর দিন রত্নসেন বিদাএ মাগিলা ॥
এক নৌকা[১৯] ভরি হেম রত্ন বহুতর ।
নানা রত্ন[২০] বিচিত্র বসন মনুহর ॥
আর পঞ্চনখ[২১] দিল দ্বিপ যুতি তুল ।
এক ২ রত্ন এক ২ রায্য[২২] মুল ॥

১ দিআ ২ মন আস ৩ হাবিলাস ৪ সাক্ষাত ৫ করক সীন্দুনাত ৬ কৈন্যা ৭ চিন্তা কেন ৮ সমুদ্রের ক্লেসে হৈচ নিম্বলি সরিব ৯ সান্ত ১০ সঙ্গে ১১ এ বুলিআ চলি গেল কৈন্যা নিজ পুরে ১২ সব দুক্ষ ১৩ উদ্যানে ১৪ মৈধ্যে অতি ১৫ সই ১৬ মনিস্ব ১৭ সীন্দুনাত ১৮ তথাতে ১৯ নাএ ২০ বর্ন ২১ পঞ্চ নগ ২২ রাজ্জ

প্রাণদান দিয়া পুরাইল মন আশ ।
দেশেত যাইতে মনে বড় অভিলাষ ॥
আপনে কহিবা ভগ্নী পিতার সাক্ষাতে ।
দেশে যাইতে উপায় করুক সিন্ধুনাথে ॥
ঈষৎ হাসিয়া কন্যা দিল পদুত্তর ।
দেশে যাইতে চিন্তা কেন কর নৃপবর ॥
সমুদ্রের ক্লেশ হৈছে নির্বলী শরীর ।
দিন কত শান্ত এথা হও মহাবীর ॥
একদিনে তুলি দিব যথা জগন্নাথ ।
দিন কত রঙ্গে থাকি পদ্মাবতী সাথ ॥
এ বুলিয়া কন্যা গেলা সমুদ্রের পুরে ।
কহিল সকল কথা পিতার গোচরে ॥
মহাসুখে তথা আছে চিতাওর পতি ।
সর্ব দুঃখ পাসরিলা পাই পদ্মাবতী ॥
প্রভাতে উদ্যানে আইসে সমুদ্রের বালা ।
পদ্মাবতী সঙ্গে রঙ্গে খেলে নানা খেলা ॥
দুইজন মধ্যে অতি বাড়িল পিরীত ।
এক নামে দুই সখী হৈল এক চিত ॥
সমুদ্র নৃপতি অতি গৌরব করিয়া ।
নিত্য নিত্য যায় রত্নসেন সম্ভাষিয়া ॥
মনুষ্য শরীরে যাইতে নারে সিন্ধু জলে ।
সিন্ধুনাথে আসিয়া বোলায় কুতুহলে ॥

এই মতে একমাস তথাত আছিলা ।
আর দিন রত্নসেন বিদায় মাগিলা ॥
এক নৌকা ভরি হেম রত্ন বহুতর ।
ননা বর্ণ বিচিত্র বসন মনোহর ॥
আর পঞ্চরত্ন দিল দীপজ্যোতি তুল ।
এক এক রত্ন এক এক রাজ্য মুল ॥ (জা. ২৫)

মন্তব্য ঃ চতুর্বিংশ স্তবকের পরিবর্তে সুদীর্ঘ অনুবাদ স্তবকটিতে সমুদ্রকন্যার আতিথ্য বর্ণনা এবং রত্নসেনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের যে বর্ণনা আছে মূলে তা নেই। মূলে চতুর্বিংশ স্তবকে নিমজ্জিত সঙ্গী-সাথীদের ফিরিয়ে দেবার জন্য লক্ষ্মীর কাছে পদ্মাবতীর অনুরোধ এবং লক্ষ্মীর অনুরোধে সমুদ্রের প্রত্যর্পণ অলৌকিকতার জন্যই আলাওল বাদ দিয়েছেন। পঞ্চবিংশ স্তবকের অনুবাদে রত্নসেনকে সমুদ্রের রত্নদানের ঘটনাটি যদিও মূলানুগ, কিন্তু মূলের রত্ন-বর্ণনা ও ঐশ্বর্যের নৈতিক মূল্যবিচার অনুবাদে নেই।

জন দশ সমুদ্র মনিশ্ব দিল শাতে ।
শিগ্র করি তুলি নিয়া দিল জগন্নাতে[1] ।।
শমুদ্র রাজারে নৃপ করিয়া ভগতি ।
হরশিতে নৌকাতে চরিল[2] নরপতি ।।
গলাগলি দুই শই কান্দিয়া[3] বিস্তর ।
পদ্মাবতি উটিলেক নৌকার[4] উপর ।।
সমস্ত রজনি নৌকা বাহি কুতুহলে ।
ছএ জন তুলি দিল জগন্নাথ[5] কুলে ।।

এক গ্রিহ পানাই রহিল নরনাথ[6] ।
রত্ন ভাঙ্গাইয়া[7] বহুতংকা কল্য[8] হাত ।।
হয়ে হশ্থি[9] কিনিল যুরিল বহু শন্য[10] ।
দেখিয়া শক্কল[11] লোকে বোলে ধন্য ২ ।।[12]
রত্নসেন আইল[13] ষুনিয়া সর্ব্বজন ।
আসিয়া মিলিল চতুর্দ্দিগ[14] নৃপগন ।।
বহুল মাতঙ্গ বাজি সন্য[15] বহুতর ।
চিতাউরে হরিসে আইল[16] নৃপবর ।।
পন্থে ২ নৃপগন মিলিল আসিয়া[17] ।
হস্তি ঘোরা হেম রত্ন নানা জাতি লইয়া[18] ।।

সীগ্রগতি তুলিআ দিবারে জগন্যাতে ২ চলিলা ৩ কান্দিল ৪ ডিঙ্গার ৫ জগন্যাত ৬ নবনাত ৭ বিকাইআ ৮ কৈল ৯ হএ হস্তি ১০ সৈন্য ১১ সকল ১২ ধৈন্য ১৩ আসীল ১৪ আসীয়া মীলিল চতুর্দ্ধিক ১৫ সৈন্য ১৬ চলিল ১৭ মীলিল আসীআ ১৮ নানা ডালি নিআ

জন দশ সমুদ্র-মনিষ্য দিল সাথে ।
শীঘ্র করি তুলিয়া দিবারে জগন্নাথে ।।
সমুদ্ররাজারে নৃপ করিয়া ভকতি ।
হরসিতে নৌকাতে চলিলা নরপতি ।।
গলাগলি দুই সই কান্দিলা বিস্তর ।
পদ্মাবতী উঠিলেক নৌকাব উপর ।।
সমস্ত রজনী নৌকা বাহি কুতুহলে ।
ছয়জনে তুলি দিল জগন্নাথ কুলে ।। (জা. ২৬)

এক গৃহ পাই রহিল নরনাথ ।
রত্ন বিকাইয়া বহু তংকা কৈল হাত ।।
হয় হস্তী কিনিয়া জুড়িল বহু সৈন্য ।
দেখিয়া সকল লোকে বোলে ধন্য ধন্য ।।
রত্নসেন আইল শুনিয়া সর্বজন ।
আসিয়া মিলিল চতুর্দ্দিকে নৃপগণ ।।
বহুল মাতংগ বাজী সৈন্য বহুতর ।
চিতাওরে হরিষে আইল নৃপবর ।।
পন্থে পন্থে নৃপগণ মিলিল আসিয়া ।
হস্তী ঘোড়া হেম রত্ন নানা ডালি নিয়া (জা. ২৮)

শব্দার্থ টীকা ঃ জগন্নাথে—শ্রীক্ষেত্রে । মূলের সপ্তবিংশ স্তবকে জগন্নাথদেবের ভোগান্ন বিক্রয়ের কথা আছে ; অনুবাদে প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত ।
বহুল মাতঙ্গ বাজী—অনেক হাতী ঘোড়া
পদাতি—পদাতিক
রাজরীতি সাজ বাজ—রাজকীয় সজ্জা ও বাদ্য

মন্তব্য ঃ ষষ্ঠবিংশ স্তবকটি অনুবাদে সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত । সমুদ্রকন্যার সংগে পদ্মাবতীর বিদায় আলিঙ্গন এবং পথনির্দেশকরূপে জলচর মনুষ্যদের সহগমন ঘটনা দুটি ছাড়া আর কিছুই মূলানুগ নয় । পৃথক ভাবে সমুদ্র কর্ত্তৃক পদ্মাবতীকে রত্নদান মূলে আছে, অনুবাদে নেই । পঞ্চবস্তুও মূলেই আছে । আলাওলের কাব্যে পঞ্চরত্নের উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু জায়সীতে বর্তমান খণ্ডের ছাব্বিশ স্তবকে আছে পঞ্চবস্তুর কথা, যথা—অমৃত, হংস, ব্যাঘ্রশাবক, পক্ষীবিশেষ এবং স্পর্শমণি । সপ্তবিংশ স্তবকটি অনুবাদে সম্পূর্ণ বর্জিত । অষ্টবিংশ স্তবকেরও অনেকটাই বাদ পড়েছে । বর্জিত অংশ দুটিতে রত্নসেনের এবং পদ্মাবতীর মুখে ধনতত্ত্ব ও সঞ্চয়তত্ত্ব সম্পর্কে যে সাংসারিক সুবচনগুলি আছে, আলাওল তা সম্পূর্ণ বর্জন করে রত্নবিক্রীত ধনের সাহায্যে তাঁদের চিতোর প্রত্যাবর্তনের মূল ঘটনাধারাকেই সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন ।

চিতোর আগমন খণ্ড

চিতাউর নিকটে হইল আসি জবে।
আগুবারি নিতে আইল পাত্র মিত্র সবে ।।
ঘোটক সহশ্র সংগ[1] শত শংখ্যা[2] হাতি।
লক্ষে ২ সংগে[3] আসি মিলিল পংধার্বাতি[4] ।।
জথেক নৃপতি গন আসিয়া মিলিল।
সতে ২ গংগা জেন সমুদ্রে মিসাইল[5] ।।
রাজনিতি[6] সাজ বাজ সব ছিল[7] দেসে।
আসিআ মিলিল সব[8] নৃপতির পাসে ।।
দেখীয়া অপার সন্য[9] বহুল উল্লাস।
পুনরফি দৃষ্টী দিয়া[10] লাগিল আকাস ।।
এই মন দসা[11] বক্র নহে মুন্ধমতি।
দেখীলে সম্পদ মুখ পাশবে বিপত্তি ।।
শত অব্দ দুক্ষ জদি পাএ অতিসএ।
পাইলে টুকেক মুখ সব পাশরএ[12] ।।
এই লাগি দুঃখ ফিরি আইসে বারেবার।
বিনি দুঃখে ন[13] চিনে ইশ্বর আপনার ।।
মোহানন্দে চিতাউবে আইল নৃপবর।
ঘরে ২ মোহশ্চব[14] কল্য[15] বহুতর।

১ সংখ্যা ২ সংখ্যা ৩ লাখ ২ সৈন্য ৪ পদাতি ৫ মীসীল ৬ রাজন্যাতি ৭ মীলে ৮ মুনি ৯ সৈন্য ১০ পুনরবি দিষ্টী গীআ ১১ সদা ১২ বিশ্বরএ ১৩ না ১৪ মউস্ব ১৫ কৈল

চিতাওর নিকটে হৈল আসি যবে।
আগুবাড়ি নিতে আইল পাত্রমিত্র সবে ।।
ঘোটক সহস্র সংখ্যা শত সংখ্যা হাতি।
লাখ লাখ সৈন্য আসি মিলিল পদাতি ।।
যতেক নৃপতিগণ আসিয়া মিলিল।
শতে শতে গংগা যেন সমুদ্রে মিশাইল ।।
রাজরীতি সাজ বাজ সব ছিল দেশে।
আসিয়া মিলিল সব নৃপতির পাশে ।।
দেখিয়া অপার সৈন্য বহুল উল্লাস।
পুনরপি দৃষ্টি গিয়া লাগিল আকাশ ।।
এই মন দশা বক্র নহে শুদ্ধমতি।
দেখিলে সম্পদসুখ পাসরে বিপত্তি ।।
শত অব্দ দুঃখ যদি পায় অতিশয়।
পাইলে টুকেক সুখ সব পাসরয় ।।
এই লাগি দুঃখ ফিরি আইসে বারেবার।
বিনি দুঃখে না চিনে ঈশ্বর আপনার ।।
মহানন্দে চিতাওরে আইল নৃপবর।
ঘরে ঘরে মহোৎসব কৈল বহুতর ।। (জা. ১)

শব্দার্থ টীকা : আগুবাড়ি—আগ বাড়িয়ে
বাজ—বাদ্য
টুকেক—একটুকু

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূলানুগ। মূলে রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তনের রাজকীয় উৎসব ও ঐশ্বর্য বর্ণনার পাশাপাশি আছে পদ্মাবতীর গগন-প্রসারী দৃষ্টি-বৈরাগ্য। অনুবাদেও মূলানুযায়ী প্রথমে আছে উৎসব শোভাযাত্রার বর্ণনা, পরে সুখদুঃখের আবর্তন বর্ণনা উপলক্ষে দুঃখের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। তবে মূলের দোহা অংশের তাত্ত্বিকতা অনুবাদে অনুপস্থিত।

রত্ন চতুর্দ্দোলে চড়ি[1] রানি পদ্মাবতি।
সতে ২ সখী পুনি আইল[2] সংগতি ।।
অতি মোহাসব্দ করি যুভক্ষন[3] জানি।
নৃপ সঙ্গে পাটেত উটীল গিয়া রানি ।।
পদ্মাবতি সংগে নৃপ হরসীত মনে।
নমস্কার কল্য আসি[4] মাত্তির চরনে ।।
কান্দি ২ ছিল চক্ষু[5] যুতিহিন।
রত্ন মুখ দরসনে[6] হইল নবিন ।।
ধরিয়া পুত্রের গলে বিস্তর কান্দিল।
দেখীয়া বধুর মুখ আনন্দ জম্মিল ।।
থালভরি হেমরত্ন নিছি দোহানেরে।
পরিপুন্ন দান কল্য ভিক্ষুক সবেরে ।।
ইষ্ট মিত্র শকলে আসিয়া বলাইলা[7]।
দুহকে নিছিয়া বহু[8] বিধি দান কল্যা[9] ।।
পদ্মাবতী দেখীয়া সবে বহুল বাখানে[10]।
এ মত শোন্দর[11] বিধি শ্রীজিল ভোবনে[12] ।।
ধুর্গেত[13] এমত রূপ আছে কিবা নাই।
রূপের একান্ত তারে শ্রীজিল গোসাঞি[14] ।।

নৃপতির পুরে হইল আনন্দ[15] বহুল।
নিত্য গিদ নানা বাদ্য দেসে হুলুস্তুল ।।

১ চরি ২ আসীল ৩ যুভক্ষেন ৪ কৈল আসী ৫ কান্দিতে ২ ছিল চৌক্ষ ৬ রত্নসেন মুখ দ্রাসে ৭ বোলাইল ৮ দোহাকে নিচিআ নানা ৯ কৈল ১০ পদ্মাবতি দেখী সবে ধৈন্য ২ বোলে ১১ সরূপ ১২ দিল নবকুলে ১৩ স্বর্গেত ১৪ গোসাই ১৫ উশ্চব

রত্নচতুর্দোলে চড়ি রাণী পদ্মাবতী।
শতে শতে সখি পুনি আসিল সংগতি।
অতি মোহাশব্দ করি শুভক্ষণ জানি।
নৃপসঙ্গে পাটেত উঠিল গিয়া রানী ।।
পদ্মাবতী সংগে নৃপ হরষিত মনে।
নমস্কার কৈল আসি মাতৃর চরণে ।।
কান্দিতে কান্দিতে হৈল চক্ষু জ্যোতিহীন।
রত্নমুখ দরশনে হইল নবীন ।।
ধরিয়া পুত্রেব গলে বিস্তর কান্দিল।
দেখিয়া বধুর মুখ আনন্দ জন্মিল ।।
থাল ভরি হেম রত্ন নিছে দোহানেরে।
পরিপূর্ণ দান কৈল ভিক্ষুক সবেরে ।।
ইষ্ট মিত্র সকলে আসিয়া বোলাইলা।
দোহাকে নিছিআ বহুবিধ দান কৈলা ।।
পদ্মাবতী দেখি সবে বহুল বাখানে।
এমত সুন্দর বিধি সৃজিল ভুবনে ।।
স্বর্গেত এমত রূপ আছে কিবা নাই।
রূপের একান্ত তারে সৃজিল গোঁসাই ।। (জা. ৫)

নৃপতির পুরে হৈল উৎসব বহুল।
নৃত্য গীত নানাবাদ্য দেশে হুলুস্থুল ।।

শব্দার্থ টীকা : দোহানেবে—দুজনের জন্য
সঙ্গতি—সঙ্গে
নিছিয়া—অর্ঘ্য দিয়ে
বাখানে—ব্যাখ্যা বা প্রশংসা করে
গোঁসাই—ঈশ্বব

মন্তব্য : মূলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের নিসর্গ-জড়িত নাগমতি-উল্লাস প্রসঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত। মূলের দ্বিতীয়, তৃতীয ও চতুর্থ স্তবক তিনটি জুড়ে স্বামীর আগমন সম্ভাবনার যে পূর্বসঙ্কেত নাগমতি অনুভব করেছেন এবং সখীদের কাছে তা নিয়ে উল্লাস করেছেন তার বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে না গিয়েও তার মূল সুরটি আলাওল ধরে দিয়েছেন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাস পদের অনুসরণে একটি পদ রচনা করে। পদটি কিছু পরেই সংযোজিত। চতুর্থ স্তবকের দোহা অংশের উপমাটি প্রথম স্তবকের অনুবাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। অবশিষ্ট অংশ অদৃশ্য। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে রত্নসেনের নববধূসহ মাতৃসম্ভাষণ চিত্রটি মূলের তুলনায় সম্প্রসারিত, যদিও মূলের রামায়ণের অনুষঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত। মূলের দোহা অংশে বর্ণিত পদ্মাবতীর রূপখ্যাতির জনরব উপমাবর্জিত হয়ে অনুবাদে প্রবিষ্ট।

জথেক ভিক্ষুক[১] ছিল তিলে হইল ধনি।
পলাইল[২] দরিদ্র নৃপতি আইল ষুনি ॥
লক্ষি রুপ[৩] পদ্মাবতি প্রবেসিল দেস[৪]।
অলক্ষি ধাইল লৈয়া[৫] জথ দুঃখ ক্লেস ॥
বিচিত্র মন্দির আছে পুষ্পের উদ্যানে[৬]।
পদ্মাবতি লৈয়া[৭] নৃপ গেল সেইস্থানে[৮] ॥

সমস্ত দিবস দুই[৯] এক শঙ্গে[১০] ছিলা।
সন্দ্যাকালে[১১] নৃপ নাগমতি গ্রিহে গেলা ॥
দেখী নাগমতি না করিল সমদিষ্টী।
ফিরিয়া বসিল নৃপ দিগে দিয়া পৃষ্টী[১২] ॥
প্রিয় বাক্য কল্যা নৃপ কবি পরাথর্ন[১৩]।
নিশ্বাস[১৪] ছারিয়া রামা বলিলা তখন[১৫] ॥
ত্রিভুবনে হেন কভু নাহি দেখী ষুনি[১৬]।
পতি মন আনন্দিত দুঃখীত রমনি ॥*
সীষু হোস্তে সেবা কল্য[১৭] হৈয়া এক মন।
তিলে পাসরিলা ষুনি আনের কথন ॥
সেই মুগ্ধধনি[১৮] রামা বরিল তোমারে।
ষুনিলে আনের বার্ত্তা[১৯] পাসরিব তারে ॥
অবোধি[২০] করএ অলি[২১] পুরুস বিশ্বাস[২২]।
নানা ফুলে[২৩] মধু পিএ ন[২৪] পুরএ আস ॥
আনের কারণে তুমী হৈযা[২৫] গেলা যুগী।
ঝুরিয়া ২ আমি মরি তোমা লাগী ॥
এথেক সে[২৬] আপনারে বুলিএ আগ্যান।
জ্ঞানে[২৭] কি করিব হৈলে উচাটন প্রান ॥
অগ্যান নরেরে ন[২৮] রাখিত কদাচিত।
জদি ন[২৯] হইত পাপ আপ্তঘাত ভিত ॥
পরম আনন্দ তুমি ছিলা খেলি হাসি।
কান্দিয়া ২ আমি গোমাইয়া নিসি ॥[৩০]

১ ভিকারি ২ পোলাইন ৩ রুপে ৪ দেসে ৫ লই ৬ উদ্দান ৭ লই ৮ স্থান ৯ দোহ ১০ স্থানে ১১ সৈন্ধ্যাকালে ১২ পীষ্ঠী ১৩ প্রিঅ বাক্ষ নৃপে বহু কৈল্য পরাথর্ন ১৪ নিস্বাস ১৫ বচন ১৬ ত্রিভুবনে হেন নাই দেখী হেন ষুনি * 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

এথেক ষুণিলা জদি নাগমতি বানি।
কপট প্রকারে কহে স্বামী সঙ্গে বানি ॥

১৭ কৈলুম ১৮ মগধিনি ১৯ কথা ২০ অবোধে ২১ আনি ২২ বিস্ব্যাস ২৩ পুষ্পে ২৪ না ২৫ হই ২৬ এথেকেহ ২৭ জ্ঞানি ২৮ অজ্ঞানে প্রানেরে না ২৯ না ৩০ কান্দি ২ আমী গোমাইলাম অহনিসী

যতেক ভিক্ষুক ছিল তিলে হৈল ধনী।
পলাইল দারিদ্র্য নৃপতি আইল শুনি ॥
লক্ষ্মীরূপে পদ্মাবতী প্রবেশিল দেশ।
অলক্ষ্মী ধাইল লৈয়া যত দুঃখ ক্লেশ ॥
বিচিত্র মন্দির আছে পুষ্পের উদ্যানে।
পদ্মাবতী লৈয়া নৃপ গেল সেই স্থানে ॥ (জা. ৬)

সমস্ত দিবস দোঁহে এক সঙ্গে ছিলা।
সন্ধ্যাকালে নৃপ নাগমতি গৃহে গেলা ॥
দেখি নাগমতি না করিল সমদৃষ্টি।
ফিরিয়া বসিল নৃপ দিগে দিয়া পৃষ্ঠি ॥
প্রিয় বাক্যে কৈল নৃপ বহু পরার্থন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলিল বচন ॥
ত্রিভুবনে হেন নাহি দেখি নাহি শুনি।
পতি মন আনন্দিত দুঃখিত রমণী ॥
শিশু হোস্তে সেবা কৈল হই এক মন।
তিলে পাসরিলা শুনি আনের কথন ॥
সেই মুগ্ধধনী রামা বরিল তোমারে।
শুনিলে আনের কথা পাসরিব তারে ॥
অবোধে করয় অলি পুরুষ বিশ্বাস।
নানা ফুলে মধু পিয়ে না পুরয় আশ ॥
আনের কারণে তুমি হইয়া গেলা যোগী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া আমি মরি তোমা লাগি ॥
এতেক সে আপনারে বুলিয়ে অজ্ঞান।
জ্ঞানে কি করিব হৈলে উচাটন প্রাণ ॥
অজ্ঞান প্রাণীরে না রাখিত কদাচিত।
যদি না হইত পাপ আত্মঘাত ভিত ॥
পরম আনন্দে তুমি ছিলা খেলি হাসি।
কান্দি কান্দি আমি গোঙাইলু অহর্নিশি ॥

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মূলের অতি সামান্য অংশকেই অনুসরণ করেছে। উৎসব সঙ্গীত এবং দান বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই মূলানুসারী নয়। মূলে যেখানে আছে রাজার রাজসভায় আগমন ও তাঁর অভ্যর্থনা-চিত্র, অনুবাদে সেখানে পদ্মাবতীর সঙ্গে উদ্যান মন্দিরে রাজার নির্জন দিবস-যাপনের কথা বর্ণিত হয়েছে। রত্নসেনের রাজসভার রাজকীয় আড়ম্বর চিত্রটি অনুবাদে অন্তর্হিত। মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে বাদ পড়েছে।

তোমার বদনে জিব[1] চমকে সঘন ।
মোর মুখে[2] হএ অবিরত বরিসন ।।
প্রলাপ করিতে[3] কেনে আইলা মোর এথা[4] ।
ষুন্য অব ২ লৈয়া প্রাণ থুইয়া তথা[5] ।।
কি ফল বাবাইয়া[6] প্রেম কপটের সনে ।
দুরে থাকি নমস্কার[7] তোমার চরনে ।।

নৃপে বোলে প্রাণপ্রিয়া যুন নিবেদন ।
পুরুস ভমব[8] তুল্য স্বরূপ বচন ।।
নানা ফুলে মধু পিএ ভমর[9] চরিত ।
মালতির স্নেহ[10] ন ছারএ কদাচিত ।।
শ্রবনে যুনিলে অতি রূপের কথন ।
কেমন পুরুসে পারে ধবাইতে মন[11] ।।
দিন দস[12] বিছেদে[13] বিসের[14] কর বোস ।
বিচুটী মিলিলে বব অধিক সন্তোস[15] ।।
জতোচিত যুখ হএ সতত মিলন ।
বিছরি মিলিলে জেন খধার ভোজন ।।
তোমা ছারি দুবে গেলে জদি হএ দোশ[16] ।
নিকটে আইলে[17] কেনে হও অসন্তোস ।।
দুব হন্তে পতি জদি আইসে বিদ্যমান[18] ।
হাসিয়া বোলাএ[19] রামা হৃদয় পাষান ।।
জদিবা[20] করিলু দোস ক্ষেমহ এখনে[21] ।
এ বলিযা[22] করে ধরি চন্দ্রিলা বয়ানে[23] ।।
সজল নয়ানে রামা ধরিল চরন ।
কন্টে লাগাইয়া নৃপে দিলা আলিঙ্গন ।।
পতির পরসে[24] সতি অতি আনন্দিত ।
রসভবে পতি[25] অঙ্গ হৈল পুলকিত ।।

১ নিজ ২ চোক্ষে ৩ করিআ ৪ এথাতে আসীলা ৫ সৈন্য অব ২ লৈআ প্রাণ বথা থুইলা ৬ ববাই ৭ নমস্কার ৮ ভোমর ৯ ভোমর ১০ গন্ধ ১১ কেমতে পুরুষে ধবাইতে পাবে মন ১২ কথ ১৩ বিশেচদে ১৪ কি লাগী ১৫ বিস্বরী মীলিলে জেন খীদাব ভোজন ১৬ দোস ১৭ আসীলে ১৮ বিধমন ১৯ হাসীআ বোলএ ২০ সে ২১ এখন ২২ বুলিআ ২৩ চন্দ্রিপলা বয়্যান ২৪ পতি পরসনে ২৫ প্রতি

তোমার বদনে বিজ চমকে সঘন ।
মোর মুখে হয় অবিরত বরিষণ ।।
প্রলাপ করিতে কেন আইলা মোর এথা ।
শূন্য অবয়ব লই প্রাণ থুইয়া তথা ।।
কি ফল বাড়াই প্রেম কপটীর সনে ।
দূরে থাকি নমস্কাব তোমাব চবণে ।। (জা. ৭)

নৃপে বোলে প্রাণপ্রিয়া শুন নিবেদন ।
পুরুষ ভ্রমরতুল্য স্বরূপ বচন ।।
নানা ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর চরিত ।
মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচিত ।।
শ্রবণে শুনিলে অতি রূপেব কথন ।
কেমনে পুরুষে পাবে ধরাইতে মন ।।
দিন দশ বিচ্ছেদে কি লাগি কর বোষ ।
বিচ্ছেদ মিলিলে বাড়ে অধিক সন্তোষ ।।
যথোচিত সুখ হয় সতত মিলনে ।
বিছরি মিলনে জেন ক্ষুধার ভোজনে ।।
তোমা ছাবি দূরে গেলে যদি হয় দোষ ।
নিকটে আসিলে কেনে হও অসন্তোষ ।।
দূর হোন্তে পতি যদি আইসে বিদ্যমান ।
হাসি না বোলায় রামা হৃদয় পাষাণ ।।
যদি বা করিলু দোষ ক্ষেমহ এখনে ।
এ বুলিয়া করে ধরি চন্দ্রিলা বয়ানে ।।
সজল নয়ানে রামা ধরিল চরণ ।
কণ্ঠে লাগাইয়া নৃপে দিল আলিঙ্গন ।।
পতি পরশনে সতী অতি আনন্দিত ।
রসভরে প্রতি অঙ্গ হৈল পুলকিত ।। (জা. ৮)

মন্তব্য ঃ সপ্তম স্তবকের অনুবাদে প্রথম থেকেই মূলের সঙ্গে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। মূলে সারাদিন রাজসভার কাজ শেষ করে সন্ধ্যাকালে নাগমতির সঙ্গে রত্নসেনের মিলনক্ষণে নাগমতির অভিমান বর্ণিত। আর অনুবাদে সারাদিন উদ্যানভবনে পদ্মাবতীর সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যাকালে নাগমতির কাছে রত্নসেনের আগমন হলে পদাবলীর রাধার মতো নাগমতির খণ্ডিতাবচন। মূলে আছে নাগমতির নিসর্গখচিত অনুযোগ-বচন যা কদাচিৎ অনুবাদে অনুসৃত, অনুবাদে আছে নাগমতির পদাবলী সুলভ খণ্ডিতা বিলাপ। দোহাটি বর্তমান।

অষ্টম স্তবকের অনুবাদ করতে গিয়ে আলাওল মূলের বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও নৈসর্গিক উপমা ত্যাগ করে রাজার মুখে পুরুষের ভ্রমরবৃত্তির যে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন তা মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সমাজের দম্ভোক্তি। মিলনচিত্রটিও মূলানুগ নয়। জায়সীর নাগমতি প্রেয়সী, আলাওলের নাগমতি পতি-অনুগতা দাসী। দোহা অংশটি অনুপস্থিত।

গীত—রাগ সুহি

আজি সুখ নাহি[১] ওর
আনন্দি মন[২] বিভোর ॥
চির[৩] পতি আসে   চিত্তেব মানসে
নাগর সদনে[৪] মোর ॥   ধুয়া ।
সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি ।
বহুল জত্তনে[৫]   দেব আরাধনে[৬]
ভেল মনুহর[৭] সিদ্ধি ॥
বাত পিক সম্বধর[৮]
চন্দন ফুল ভমর[৯] ।
আছিল অহিত[১০]   এবে ভেল মিত[১১]
সিতল মদন সর[১২] ॥
বিরহে মত্ত মাতঙ্গ
জথেক বাহিনি শঙ্গ[১৩] ।
হরি দরশনে   অঙ্গ পবসনে
সসন্য[১৪] হইল ভঙ্গ ॥
রসীক বর সুজন[১৫]
রূপে ভ্রমী[১৬] পঞ্চবান
শ্রীযুত[১৭] মাগন   আরতি কারন
হিন আলাওল ভান ॥*

১ নাই ২ আনন্দ মনে ৩ চিরকালে ৪ সাদন ৫ বহুযত্নে ৬ আবাধন ৭ মুনুরথ ৮ তাতে পাউ সম্বোধর ৯ ভোমর ১০ অম্বিত ১১ সীত ১২ স্বর ১৩ সঙ্গ ১৪ সসৈন্য ১৫ জন ১৬ রসে ভুলি ১৭ ছিরি জোত *'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আবদুল হোচন   পঞ্চালি লেখন
ছিরিজোত কামদর আলি ।

আজি সুখের নাহি ওর
আনন্দে মন বিভোর ।
চির পতি আশে   চিত্তের মানসে
নাগর সদনে মোর ॥ ধুয়া ।
সুধা রসময় নিধি
আনি মিলাইল বিধি ।
বহুল যতনে   দেব আরাধনে
ভেল মনোরথ সিধি ॥
বাত পিক শশধর
চন্দন ফুল ভ্রমর ।
আছিল অহিত   এবে ভেল মিত
শীতল মদনশর ॥
বিরহ মত্ত মাতঙ্গ
যতেক বাহিনী সঙ্গ ।
হরি দরশনে   অঙ্গ পরশনে
সসৈন্য হইল ভঙ্গ ॥
রসিক বর সুজান
রূপে জিনি পঞ্চবাণ ।
শ্রীযুত মাগন   আরতি কারণ
হীন আলাওল ভান ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ ওর—শেষ ।
সদনে—গৃহে, ভবনে
বাত পিক শশধর—বাতাস, কোকিল ও চন্দ্র
হরি দরশনে—কৃষ্ণ দর্শনে, এক্ষেত্রে রত্নসেনকে দেখে
পঞ্চবাণ—পঞ্চশর ; এক্ষেত্রে মদন । পৃষ্ঠপোষক মাগনকে মদনের সঙ্গে তুলনাটি লক্ষণীয় ।

মন্তব্য ঃ গীতটিতে পদাবলীর বিশেষত বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত ভাবোল্লাস পদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য—

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর ।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥

রাগ যমক ছন্দ

দুক্ষ কথা অবসেসে নানা[১] ষুখরংগে।	দুঃখকথা অবশেষে নানা সুখরংগে।
আছিলা সমস্ত নিসি নাগমতি সংগে ।।*	আছিলা সমস্ত নিশি নাগমতি সংগে ।। (জা. ৯)
প্রভাত সময় আইলা জেথা[২] পদ্মাবতি।	প্রভাত সময়ে আইলা যথা পদ্মাবতী।
মুখ ফিরাইয়া কন্যা[৩] দেখীয়া নৃপতি[৪] ।।	মুখ ফিরাইল কন্যা দেখিয়া নৃপতি ।।
শমস্ত রজনি কথা ছিলা যুখরসে।	সমস্ত রজনী কোথা ছিলা সুখরসে।
প্রান বান্দা থুই এথা আইস[৫] দিবসে ।।	প্রাণ বান্ধা থুই এথা আইলা দিবসে ।।
স্থলেত[৬] পিন্দন বাস গলিত চিকুর।	স্খলিত পিন্ধনবাস গলিত চিকুর।
দেখহ শোন্দর[৭] মুখ আনিয়া মুকুর ।।	দেখহ সুন্দর মুখ আনিয়া মুকুর ।।
আজি[৮] কেনে বিপরিত তোমার বন্দন[৯]।	আজি কেনে বিপরীত তোমার বদন।
অধরে আঞ্জন আখি খাইয়াছি[১০] পান ।।	অধরে আঞ্জন আঁখি খাইয়াছে পান ।।
রজনি থাকিয়া[১১] দুঃখ পাই অতিসএ।	রজনী জাগিয়া দুঃখ পাই অতিশয়।
ঘুমিয়া ২ পব প্রভাত[১২] সমএ ।।	ঘুমিয়া ঘুমিয়া পড় প্রভাত সময় ।।
আপনাব পিত বস্ত্র হারাই কথাএ।	আপনার পীত বস্ত্র হারাই কোথায়।
কোন রমনির নিল বাস দিছ গাএ ।।	কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায় ।।
পীষ্টেত কংকণ দাগি হার চিহ্ন[১৩] উরে।	পৃষ্ঠেত কঙ্কণদাগ হারচিহ্ন উরে।
মাজিছ বয়ান চন্দ্র[১৪] যুরংগ সিন্দুরে ।।	মাজিছ বয়ানচন্দ্র সুরঙ্গ সিন্দুরে ।।
চরণে পরিযা মান হৈতে অতিসএ।	চরণে পড়িয়া মানাইতে অতিশয়।
নুপুর আনট চিহ্ন[১৫] ললাট উদএ ।।	নূপুর আনট চিহ্ন ললাটে উদয় ।।

১ মন ২ জথা ৩ মুখ ফিরাইল কৈন্যা ৪ এর পর 'গ' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আব আঁকি নৃপ দিগে হেরিব যুভধনি।
মুকুতা ঝরএ ধারা যুগ চৌক্ষ পানি ।।
প্রানশ্বরি বিমুখ দেখীআ নিপর্তব।
বিনএ বচনে পুছে মধুর উত্তর ।।
পুনি ২ নৃপ বানি ষুনিআ সোন্দরি।
কপট প্রলাপে কহে ক্রোধ মন করি ।।

৫ আইলা ৬ ষুনেত ৭ সোন্দর ৮ আযু ৯ বদন ১০ খাইযাছ

* হরিবিব সংস্করণে এর পর অতিরিক্ত কয়েকটি পংক্তি—

কৃষ্ণ সুতে দেহে অঙ্গ করি ছিল ভাব।
যাব যেই মনোবাঞ্ছা খণ্ডিল সুসাব ।।
রত্নসেন সিংহলের যতেক ব্যাখ্যান।
আদি অন্ত কহিলেক নাগমতি স্থান ।।
পদ্মাবতী সনে যেই বিহারিল কেলি।
রতিরসে নাগমতি নিশি রৈল ভুলি ।।

১১ জাগীআ ১২ প্রবত ১৩ চিহ্ন ১৪ মাজিছ নয়ান চান্দ ১৫ নেপুর য়ানট দাগ

শব্দার্থ টীকা : পিন্ধন বাস—পবনের বস্ত্র।
গলিত চিকুর—এলোমেলো চুল।
আনট চিহ্ন—পদাঙ্গুরীয়ের দাগ।
মানাইতে—মানভাঙাতে বা প্রসন্ন করতে। পদ্মাবতীর এই মানবর্ণনার মধ্যে পদাবলীর খণ্ডিতা পর্যায়ের প্রভাব লক্ষণীয়।

মন্তব্য : জায়সীর নবম স্তবকে রত্নসেনের কাছে নাগমতির সিংহল দেশ সম্পর্কে যে কৌতূহল এবং পদ্মাবতী সম্পর্কে সপত্নীসুলভ বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে সে সব প্রসঙ্গ বর্জন করে আলাওল অতি সংক্ষেপে মাত্র দু লাইনে শেষ করেছেন। দশম স্তবকের অনুবাদ মূল অপেক্ষা অনেকবেশী বৈষ্ণব পদাবলীর অনুগামী। খণ্ডিতা পদ্মাবতীর ব্যঙ্গোক্তি জায়সীকে অবলম্বন না করে চণ্ডীদাসের খণ্ডিতা পদের ব্যঙ্গবাণীকেই অনুসরণ করেছে।

মন সান্ত নহি হএ প্রাণ থুই তথা[১] ।
বেসর উছিষ্ট লংগে[২] লৈয়া আইলা এথা ॥
তথা গিয়া[৩] ষুতি[৪] থাক এথাত কি কাজ ।
সখীগনে এ বেসে[৫] দেখীলে পাইবা লাজ ॥
জথা ইশ্চা তথা গিয়া থাক ষুখ[৬] রংগে ।
আমার পরান কেনে[৭] লৈয়া জাও সংগে ॥
এথ বুলি নয়ানে গলাএ জলধার ।
মধুর বচনে নৃপে বোলে পরিহার ॥
কেনে অসন্তোস[৮] হও প্রাণের ইশ্বরি ।
নিবেদন ষুন মোর অবদান করি ॥
ষুনিয়া তোমার কথা এরি গেল[৯] জারে ।
কদাচিত তোমা সম দযা নাহি[১০] তাবে ॥
তোমা লাগি এরি গেল ঐ বিবাহিতা[১১] ।
আমার বিছেদে[১২] অতি হইছে দুঃক্ষিতা ॥
লোক ধর্ম্ম চাহি তার পাসে জাই আমি ।
প্রান বান্দা দিতে কেবা আছে বিনু তুমী ॥
আপনে পন্ডিত তুমী বুজ হিতাহিত ।
সমচিত[১৩] কর্ম্মে রোস নাহএ[১৪] উচিত ॥
বহু প্রিয় বাক্যে[১৫] নৃপ প্রিয়া[১৬] সান্তাইলা ।
জথা জগ্য ষুনি যমে[১৭] দোহাকে রাখীল ॥*
দুই শতিনির মধ্যে[১৮] বারিল পীরিত ।
ষামি[১৯] সেবা করে দুহে[২০] হৈয়া[২১] এক চিত ॥
জমুদ্বিপ[২২] দেসে ২ পুন্ন[২৩] রব হৈল ।
পদ্মিনি ষুন্দরি[২৪] রত্নসেনে লৈয়া[২৫] আইল ॥†

১ মন সান্ত না হইযা প্রাণ থুইলা তথা ২ ভেসর উসীষ্ট সঙ্গে ৩ গীআ ৪ ষুতি ৫ ভেসে ৬ ষুক ৭ তবে ৮ অসান্তস ৯ গেলুম ১০ দয্যা নাই ১১ তোমা লাগী ছার গেলুম আধা বিবাহিতা ১২ বিচ্ছেদে ১৩ সমচিত্তে ১৪ নাহএ ১৫ বহু প্রিআ বাক্কে ১৬ বানি ১৭ জথা জৈগ্য শুন নৃপ

* হবিবী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত চার পংক্তি—

পদ্মাবতী নাগমতি কাছে চলি গেলা ।
যুগপদে ভূমিগতে প্রণাম করিলা ॥
নাগমতি করে ধরি কোলে বসাইল ।
প্রিয় বাক্য কহি ললাটেতে চুম্ব দিল ॥

২০ দোহ ২১ হই ২২ এই ১৮ মাজে ১৯ স্বামী বাক্ক ২৩ পুর্ণ ২৪ সোন্দরি ২৫ লই

† হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত চার পংক্তি

কহে হীন আলাওলে এসব বারতা ।
চারিদিকে চলি গেল পদ্মাবতী কথা ॥
ভাট বিপ্র যোগী আদি শত্রুরূপী আন ।
পদ্মাবতী রূপকথা শুনিল বাখান ॥

মন শান্ত নাহি হয় প্রাণ থুই তথা ।
বেশর উচ্ছিষ্ট অংগ লৈয়া আইলা এথা ॥
তথা গিয়া শুতি থাক এথাতে কি কাজ ।
সখীগণে এ বেশে দেখিলে পাইবা লাজ ॥
যথা ইচ্ছা তথা গিয়া থাক সুখরংগে ।
আমার পরাণ কেনে লইয়া যাও সংগে ॥
এত বুলি নয়ানে গলয়ে জলধার ।
মধুর বচনে নৃপে বোলে পরিহার ॥(জা. ১০)
কেনে অসন্তোষ হও প্রাণের ঈশ্বরী ।
নিবেদন শুন মোর অবধান করি ॥
শুনিয়া তোমার কথা এড়ি গেল যাবে ।
কদাচিত তোমা সম দয়া নাহি তারে ॥
তোমা লাগি ছাড়ি গেল আদ্য বিবাহিতা ।
আমার বিচ্ছেদে অতি হইছে দুঃখিতা ॥
লোকধর্ম চাহি তার পাশে যাই আমি ।
প্রাণ বান্ধা দিতে কেবা আছে বিনে তুমি ॥
আপনে পন্ডিত তুমি বুঝ হিতাহিত ।
সমুচিত কর্মে রোষ না হয় উচিত ॥
বহু প্রিয়বাক্যে নৃপ প্রিয়া শান্তাইলা ।
যথাযোগ্য শুনি নৃপ দোহাকে রাখিলা ॥
দুই সতিনের মধ্যে বাড়িল পিরীত ।
স্বামীসেবা করে দোহ হইয়া এক চিত ॥
জম্বুদ্বীপে দেশে দেশে পূর্ণ রব হৈল ।
পদ্মিনী সুন্দরী রত্নসেনে লইয়া আইল ॥

মন্তব্য : পদ্মাবতী রত্নসেনের উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি একেবারেই মূলানুসারী নয় ; বরং মূলকে অস্বীকার করে পদাবলীর অনুসরণে নতুন রচনা । বিশেষত রত্নসেনের মধ্যস্থতায় পদ্মাবতী ও নাগমতীর মধ্যে যে সৌহার্দ্য সম্পর্কের চিত্র দেখানো হয়েছে তা মূলে এখনই ঘটে নি । জায়সীর কাব্যে এর পরে একটি পুরো খণ্ড জুড়ে নাগমতি-পদ্মাবতীর যে সপত্নী-বিবাদ দেখানো হয়েছে তার শেষে এই মিলন আছে । জায়সীতে তারপর রত্নসেন সন্ততি খণ্ডে রত্নসেনের ঔরসে নাগমতি ও পদ্মাবতীর একটি করে সন্তান জন্মের কথা আছে । আলাওল পূর্বোক্ত দুটি খণ্ড বাদ দিয়ে অতঃপর রাঘব চেতন নির্বাসন খণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছেন ।

রাঘব চেতন নির্বাসন খণ্ড

দীর্ঘ ছন্দ

নানা ষুকে[১] কথ কাল গোয়াইলা[২] অতি ভাল
রত্নসেন চক্রবতি রাজা।
ষুধন্য[৩] সকল দেস নাহিক অকম্ম লেস[৪]
নৃপগনে করে নিত্য পূজা ॥
আর দিন দিউ[৫] এক বিপ্র[৬] গুনে অতিরেক
রাঘব চেতন নাম তার।
কন্টে সরস্বতি বাস[৭] কাব্যেত দ্বিতেয় ব্যাস[৮]
নৃপপাসে আইল রহিবার ॥
নানাগুনে দ্বিজবর[৯] দেখী চিতাউরেশ্বর
বির্ত্তি দিয়া রাখীল সাদরে।
আগের পন্ডিত সব ন নিশ্বরে আন[১০] রব
ষুস্তি বিনু রাঘব গোচরে ॥

তিথি প্রতিপত দিনে[১১] জিগ্‌গাসিল রত্নসেনে
চন্দ্রের উদয়[১২] হৈব কবে।
বিচারি মণে না বুঝি[১৩] রাঘবে বুলিল আজি
কালি যে[১৪] বুলিল ধির সবে ॥
ছিদ্র পাইয়া বিপ্র গণ[১৫] বলিল করিয়া পণ[১৬]
জার বাক্য ব্রের্থ হএ তাতে[১৭]।
বহু অপমান পাইব দেস হোন্তে[১৮] নিশ্বরিব
মিত্যা জেন ন বেকলে পন্ডিতে ॥
রাঘবে বিচারি চাহে[১৯] প্রদিপিত[২০] হেন পাএ
মোহাজন বাক্য ন উলটে[২১]।
হস্ত হোন্তে[২২] সর গেলে করি[২৩] দন্ত নিশ্বরিলে
কদাচিত পুনি ন পলটে ॥

১ নানাষুখে ২ গোমাইল ৩ ষুধৈন্য ৪ ক্লেস ৫ ধিজ ৬ বিন্ধা ৭ স্বরসতি বৈসে ৮ বাক্কত দ্বিবতিঅ ভ্যাস ৯ ধিজবর ১০ মুকে ১১ তিতি প্রতি পুনিমাল ১২ ওদএ ১৩ ন বিচারি নই বুজি ১৪ সে ১৫ ছিদ্র পাই গুনি গনে ১৬ বুলিল কবিঅঃ পনে ১৭ রাজবাক্ক বৃথা হএ তত্তে ১৮ হন্তে ১৯ চাএ ২০ প্রদিবেতে ২১ মহাজন বাক্ক না উলটে ২২ কর হস্তে ২৩ কব

নানা সুখে কত কাল গোঁয়াইলা অতি ভাল
রত্নসেন চক্রবর্তী রাজা।
সুধন্য সকল দেশ নাহিক অকর্ম লেশ
নৃপগণে করে নিত্য পূজা ॥
আব দিন দ্বিজ এক বিদ্যাগুণে অতিরেক
রাঘব চেতন নাম তার।
কণ্ঠে সরস্বতী বাস বাক্যেত দ্বিতীয় ব্যাস
নৃপ পাশে আইল রহিবার ॥
নানা গুণে দ্বিজবর দেখি চিতউরেশ্বর
বৃত্তি দিয়া রাখিল সাদরে।
আগের পন্ডিত সব না নিঃসরে আন রব
স্তুতি বিনে রাঘব গোচবে ॥ (জা. ১)

তিথি প্রতিপদ দিনে জিজ্ঞাসিল রত্নসেনে
চন্দ্রের উদয় হইব কবে।
বিচারি মনে না বুঝি রাঘবে বুলিল আজি
কালি সে বুলিল ধীর সবে ॥
ছিদ্র পাই গুণীগণ বলিল করিয়া পণ
যার বাক্য ব্যর্থ হয় তাতে।
বহু অপমান পাইব দেশ হোন্তে নিঃসরিব
মিথ্যা যেন না বোলে পন্ডিতে ॥
রাঘবে বিচারি চায় প্রদীপিত হেন প্রায়
মহাজন বাক্য না উলটে।
কর হোন্তে শর গেলে করিদন্ত নিঃসরিলে
কদাচিত পুনি না পালটে ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ বাক্যেত দ্বিতীয় ব্যাস—রাঘব চেতন বাক্যে দ্বিতীয় বেদব্যাস তুল্য। জায়সীতে এ ছাড়া সহদেব, বররুচি ও ভোজের সঙ্গে তুলনা আছে।
চন্দ্রের উদয় হৈব কবে—মূলে এ প্রশ্ন ছিল না। মূলে ছিল 'কবে দ্বিতীয়া'—এই প্রশ্ন।

মন্তব্য ঃ প্রথম স্তবকের অনুবাদে আছে ঘটনার বিবৃতি, কিন্তু মূলে রাঘব চেতনের যে গুণ-বর্ণনা আছে অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে ঘটনাগত ঐক্য থাকলেও মূলের রাজপ্রশ্নটি অনুবাদে রূপান্তরিত হওয়ার সময় অর্থবিভ্রান্তি ঘটেছে। এছাড়া হস্তচ্যুত শর ও গজদন্তের উপমা দুটি মূলে অনুপস্থিত।

রাঘবে জে ভক্তি[১] ভাবে   নিত্য ২ জক্ষ[২] সেবে
বাক্যসিদ্ধি[৩] আছিল তাহার ।
দেখাইল মায়া চন্দ্র[৪]   গুণিগনে হৈল ধন্দ
বোলে বেদ[৫] হইল অসার ॥

বেদ মীত্যা হৈল জবে   সমুদ্র যুখাইব তবে
উলটীব শংসারেবে নিত ।
খেলি আছে দৃষ্টী বন্দ   প্রদিপত[৬] উগে চান্দ
কালি সব হইব উদিত[৭] ॥
আর দিন চন্দ্র দেখী   পাই দ্বি …যার সাক্ষি
আসির্ব্বাদ করিয়া রাজার ।
পন্ডিত শকলে[৮] বোলে   কালিকার চন্দ্র হইলে
আজি হইত যুতি ত্রিতিয়ার[৯] ॥
জেই করে দৃষ্টীবন্দ   দেখাএ কিত্তিম চন্দ[১০]
ভাবি বুঝে নৃপ মোহাসএ ।
হেন কর্ম্ম জেবা করে   আর কি করিতে নারে
রাজসভাসদ যুগ্য[১১] নহে ॥

যুনি নৃপ ক্রোধ মনে   আগ্গা কলা ততক্ষনে[১২]
দেস হোন্তে[১৩] বিপ্র নিকালিতে ।
মহন্ত মাগণ ধির   আরতি করিয়া স্থির
হিন আলাওল বিরচিত ॥
জে জন পন্ডিত হএ   বির্মাসিয়া কথা কহে
জেন নহে গতানুসোচন[১৪] ।
বিধি বএ হএ জবে   ধিকাধিক হএ তবে
কর্ম্মলিখা ন জাএ খন্ডন ॥*

১ ভগাতি ২ জৈক্ষ ৩ জৈক্ষ সীন্ধা ৪ চান্দ ৫ দেব ৬ প্রদিবেতে ৭ বিদিত ৮ সকল ৯ দুতিআর ১০ দির্থাএ চান্দ ১১ জৈগ্য ১২ ততিক্ষনে ১৩ হন্তে ১৪ জেন নহে গন্তান্তসোচন

* এমপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
হেন মত নিতি আছে   কর্ম্মলেখা মীটীতেছে
উপলৈক্ষে করাএ ঘটন ॥
ধির স্থির অনুপাম   ছিরমন্ত কামন্দব নাম
মোকে আগ্গা কৈল হরিসে ।
খুদ্র বুদ্ধি অল্পগ্গান   আবদুল হোচন জ্ঞান
পোতা লিখি কামদর আদেসে ॥

রাঘবে ভকতি ভাবে   নিত্য নিত্য যক্ষ সেবে
বাক্যসিদ্ধি আছিল তাহার ।
দেখাইল মায়া চান্দ   গুণীগণ হৈল ধন্ধ
বোলে বেদ হইল অসার ॥ (জা. ২)

বেদ মিথ্যা হইল যবে   সমুদ্র শুখাইব তবে
উলটিব সংসারের রীত ।
খেলিয়াছে দৃষ্টিবন্ধ   প্রদীপিত উগে চান্দ
কালি সব হইব বিদিত ॥
আর দিন চন্দ্র দেখি   পাই দ্বিতীয়ার সাক্ষী
আশীর্বাদ করিয়া রাজার ।
পন্ডিত সকলে বোলে   কালিকার চন্দ্র হইলে
আজি হইত জ্যোতি তৃতীয়ার ॥
যেই করে দৃষ্টিবন্ধ   দেখায় কৃত্রিম চান্দ
ভাবি বুঝ নৃপ মহাশয় ।
হেন কর্ম যেবা করে   আর কি করিতে নারে
রাজসভাসদযোগ্য নয় ॥ (জা. ৩)

শুনি নৃপ ক্রোধ মনে   আজ্ঞা কৈল ততক্ষণে
দেশ হোন্তে বিপ্র নিকালিতে ।
মোহন্ত মাগন ধীর   আরতি করিয়া স্থির
হীন আলাওল বিরচিত ॥
যে জন পন্ডিত হয়   বিমর্শিয়া কথা কয়
যেন নহে গতানুশোচন ।
বিধি বক্র হয় যবে   ধিকাধিক হয় তবে
কর্মলিখা না যায় খণ্ডন ॥ (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : দৃষ্টিবন্ধ—চোখের ধাঁধা
বিমর্শিয়া—বিচার করে
গতানুশোচন—পশ্চাৎতাপ

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলানুগ হয়েও মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে রাঘব চেতনের বিরুদ্ধে রাজার কাছে পণ্ডিতদের বিষোদগার আরও তীব্র, এছাড়া অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ, কাঁচ কাঞ্চনের তুলনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ মূলে থাকলেও অনুবাদে নেই। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদও অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলের অনেক প্রসঙ্গই বর্জিত। দোহা অংশের সঙ্গে অনেক কিছুই বাদ গেছে। মূলের ঘটনাটুকু অনুবাদে একটি ত্রিপদীছন্দে বলে নিয়ে আলাওল নীতি-বচনসহ পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুরকে স্মরণ করেছেন।

রাগ যমক ছন্দ

দেস হন্তে নিশ্বরিল[১] রাঘব চেতন।
পদ্মাবতি সুনিল এসব বিবেরন ।।
মনে ভাবে নরপতি ভাল না করিল।
এমত গুনিরে দেস ত্যাগ আঙ্গা দিল[২] ।।
প্রদিপত দিনে চন্দ্র জেই দরশাএ[৩]।
তা হন্তে অধিক ফল পাইত[৪] রাজাএ ।।
কবিজন জিব্ধ[৫] তিখন খর্গ দুই ধারে[৬]।
এক দিগে জল[৭] অগ্নি আর দিগে তারে[৮] ।।
কদাচিত একঙ্গা[৯] কবিত্ব জদি কল্পে।
বহু জস হএ নাস অপজস অল্পে ।।
বাজারে কহিএ[১০] জদি রাখীএ ব্রাহ্মন।
মনভঙ্গ হইব সকল[১১] গুনিগন ।।
দানে বাক্যে তুষ্ট[১২] করি ব্রাহ্মনের চিত।
সন্তোস করিয়া মান্য করিতে[১৩] উচিত ।।
এথেক ভাবিয়া নৃপ অনুমতি লৈয়া।
দাণ দিতে রাঘবেরে আনেন[১৪] ডাকিয়া ।।
ব্রাহ্মন পন্ডিত সে সুদ্রের পুজ্যমান।
অন্তঃপুরে জাইতে পারে রানি দিতে দান ।।
দান্ডাইল[১৫] গিয়া বিপ্র ধরাহর পাসে।
ভ্রমে ন জানিল বসে[১৬] বিযুলি আকাসে ।।

চিক দ্বারে আসি পদ্মাবতি দান্ডাইল[১৭]।
চন্দ্রদ্যুতি তুল্য রুন্দ্রপন্তে নিশ্বরিল ।।
প্রতি রুন্দ্র দ্যুতি হেরি বিপ্র অনুমানে।
দিবসে প্রদিপ জালাইল কি কারনে ।।

দেশ হোন্তে নিঃসরিল রাঘব চেতন।
পদ্মাবতী শুনিল এ সব বিবরণ ।।
মনে ভাবে নরপতি ভাল না করিল।
এমত গুণীরে দেশত্যাগ আজ্ঞা দিল ।।
প্রতিপদ দিনে যেবা চন্দ্র দরশায়।
তা হোন্তে অধিক ফল পাইব রাজায় ।।
কবিজন জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ দুই ধার।
এক দিগে জল অগ্নি আর দিকে তার ।।
কদাচিৎ কুবাক্য কবিত্বে যদি কল্পে।
বহু যশ হয় নাশ অপযশ অল্পে ।।
রাজারে কহিয়া যদি রাখি এ ব্রাহ্মণ।
মনোভঙ্গ হইব যতেক গুনীগণ ।।
দানে বাক্যে তুষ্ট কবি ব্রাহ্মণের চিত।
সন্তোষ করিয়া মান্য পাঠাইতে উচিত ।।
এতেক ভাবিয়া নৃপ অনুমতি লইয়া।
দান দিতে রাঘবেরে আনিল ডাকিয়া ।।
ব্রাহ্মণ পন্ডিত সে শুদ্রের পুজ্যমান।
অন্তঃপুরে যাইতে পারে রাণী দিতে দান ।।
দান্ডাইল গিয়া বিপ্র ধরাহর পাশে।
ভ্রমে না জানিল বসে বিজুলি আকাশে ।। (জা.৫)

চিক দ্বারে আসি পদ্মাবতী দান্ডাইল।
চন্দ্রজ্যোতি তুল্য রুদ্ধ পন্থে নিঃসরিল ।।
প্রতি রন্ধ্রে জ্যোতি হেরি বিপ্র অনুমানে।
দিবসে প্রদীপ জ্বালাইল কি কারণে ।।

১ নিস্বরিব ২ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
সমুদ্র নৃপতি নিন্দি সর্ব্বনাস কৈল।
ভাল মন্দ গুন তার বিচার না কৈল ।।
৩ প্রদিপ দিনেতে জেবা চন্দ্র দরসাএ ৪ পাইব ৫ জির্ভা ৬ ধার ৭ জলে ৮ তার ৯ কুবাক্য ১০ কহিআ ১১ জথেক ১২ বাক্যে বস ১৩ পাটাইতে ১৪ আনিল ১৫ ডান্ডাইল ১৬ ব্যাস ১৭ ডান্ডাইল

শব্দার্থ টীকা : চিক্—জাফরী, মূলে ঝরোখা বা বাতায়ন
নিঃসরিল—বের হল
ধরাহর—ধৌরাহর বা রাজপ্রাসাদ

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় বিস্তারিত। মূলে আছে রাণীর সংক্ষিপ্ত চিন্তাবিশ্লেষণ। অনুবাদে তাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। যেমন, রাজাকে অনুরোধ করে রাঘব চেতনকে রাজসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে ব্রাহ্মণদের অপমান হবে—রাণীর এইসব বিচার বিবেচনা মূলে নেই। আবার রাঘব চেতন শূদ্রপূজ্য ব্রাহ্মণ, অতএব রাণীর দান নিতে সে অন্তঃপুরে যেতে পারে—মধ্যযুগের পর্দানসীন সমাজপ্রথায় আলাওলের এই জাতীয় নৈতিক কৈফিয়ৎও মূলে অনুপস্থিত। এ সত্ত্বেও রাজার অনুমতি নিয়েই রাণী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেছে, মূলে এ জাতীয় সংবাদ নেই। আবার মূলে আছে সূর্য-গ্রহণের রূপকধর্মী আলঙ্কারিকতা যা অনুবাদে অনুপস্থিত।

আসির্ব্বাদ কল্য[১] বিপ্র হেটেত থাকিয়া।
প্রনামিয়া কহে রানি ভক্তি আচরিয়া[২] ॥
মোহন[৩] পণ্ডিত তুমী সকল গোপন।
ভোগবসে জথা তথা আঅন গমন[৪] ॥
জথ দিন এথাত আছিল অন্ন পানি।
আনন্দে বঞ্চিলা[৫] কেহ ন করিল হানি ॥
এবে জথা ভোগ আছে তথা চলি জাও।
ভবিতব্য গতাগতি তাও[৬] বুজি চাও ॥
কর্ম্ম নিযুঝন[৭] আছে কাবে দিবা দোস।
নৃপতির প্রতি ন হইও অসন্তোস[৮] ॥
পণ্ডিতের কাছে থাকে দরিদ্র সদাএ।
ষুখের সমএ মাত্র সেই সে ভ্রমাএ ॥
প্রিথিবিতে মহাদাতা বুলিএ তাহারে।
পণ্ডিতে দরিদ্র খণ্ডাইতে জেই পারে ॥
মোর দানে খণ্ডিব তোমার কর্ম্মদুঃখ[৯]।
পরিবার শহিতে ভুঞ্জহ হেন ষুখ ॥
আর দান দিলে হৈব ভার গুরুতর।
রত্বের কংকন লও আলপে বিস্তর[১০] ॥
আমার নৃপতি প্রতি তুষ্ট কর মন।
আসির্ব্বাদ দিয়া কর হরিসে গমন ॥
এ বুলিয়া পেলি দিল[১১] রত্বের[১২] কংকন।
চন্দ্রপাত হৈল জেন লৈয়া তারাগন ॥
রাঘব উপরে জেন পরিলা বিযুলি।
কংকণ পেলিল বালা বামহস্ত তুলি[১৩] ॥
নিষ্কলংক পুম্নচন্দ্র জিনিয়া বয়ান।
বাঝিল অলকা ফাঁসে চকোর নয়ান[১৪] ॥

১ কৈল ২ আচারিআ ৩ মহন ৪ হএ আগমন ৫ ভঞ্জিল ৬ ভবতৈব্য গতিগতি তত্ত ৭ কম্ম নিযুজন ৮ না হইঅ অসন্তস ৯ জর্ম্ম দুক্ষ ১০ অল্পেত বিস্তর ১১ ফেলি দিলা ১২ রত্তন ১৩ কংকন ফেলিল বাম হস্তে চিক তুলি ১৪ বাজিল অলেখা ফাঁসে চোকর নয়ান

আশীর্বাদ কৈল বিপ্র হেটেত থাকিয়া।
প্রণমিয়া কহে রাণী ভক্তি আচরিয়া ॥
মোহন পণ্ডিত তুমি সকল জ্ঞাপন।
ভোগ বশে যথা তথা হয় আগমন ॥
যতদিন এথাত আছিল অন্ন পানি।
আনন্দে বঞ্চিলা কেহ না করিল হানি ॥
এবে যথা ভোগ আছে তথা চলি যাও।
ভবিতব্য গতাগতি তত্ত্ব বুঝি চাও ॥
কর্ম নিযোজন আছে কারে দিবা দোষ।
নৃপতির প্রতি না হইও অসন্তোষ ॥
পণ্ডিতের কাছে থাকে দরিদ্র সদায়।
সুখের সময় মাত্র সেই সে ভ্রমায় ॥
পৃথিবীতে মহাদাতা বুলিয়ে তাহারে।
পণ্ডিতের দারিদ্র্য খণ্ডাইতে যেই পারে ॥
মোর দানে খণ্ডিব তোমার কর্মদুখ।
পরিবার সহিতে ভুঞ্জহ হেন সুখ ॥
আর দান দিলে হইব ভার গুরুতর।
রত্নের কংকণ লও অল্পেত বিস্তর ॥
আমার নৃপতি প্রতি তুষ্ট কর মন।
আশীর্বাদ দিয়া কর হরিষে গমন ॥
এ বুলিয়া ফেলি দিল রতন কংকণ।
চন্দ্রপাত হৈল যেন লৈয়া তারাগণ ॥
কংকণ ফেলিল বামহস্তে চিক তুলি।
রাঘব উপরে যেন পড়িল বিজুলি ॥
নিষ্কলংক পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বয়ান।
বাজিল অলেখা ফাঁসে চকোর নয়ান ॥ (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা : হেটেত—নীচে
কর্ম নিযোজন—কর্মফল
অলেখা ফাঁসে—অলক্ষ্য পাশে

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিস্তারিত শুধু নয়, মূল থেকে অনেকটাই পৃথক। রাঘব চেতনের সম্মুখে পদ্মাবতীর দর্শনদান এবং কঙ্কণ নিক্ষেপের মূল ঘটনাটি এক হলেও মূলে সৌন্দর্যপ্রতিমারূপে পদ্মাবতীর নিঃশব্দ আবির্ভাব এবং তাঁকে দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রাঘবের মূর্চ্ছা যে রোমান্টিক চিত্ররূপ রচনা করেছে অনুবাদে তা নেই। অনুবাদে রাঘব চেতনের উদ্দেশ্যে কঙ্কণ দানের প্রাক্কালে পদ্মাবতীর সাংসারিক অতিভাষণ মূলের সৌন্দর্যমায়াকে বিনষ্ট করেছে। অনুবাদে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। মূলে আছে রাজপ্রাসাদের ঝরোখা, অনুবাদে চিক বা জাফরী। মূলে পদ্মাবতীর রূপটি নিসর্গমণ্ডিত আর অনুবাদে তাঁকে দেখে মনে হল দিবসে এত প্রদীপ জ্বালা হয়েছে কেন? শেষ পংক্তিটি নবসংযোজন।

অচেতন হৈয়া দ্বিজ[১] পরিল ভূমিত।
দ্বারে চিক দিল কন্যা হাসীয়া ইসীত ॥
ফান্দেত বাঝিল পক্ষি[২] করে ধরফর।
দেখীয়া বিস্মিত[৩] মনে বোলে কন্যা[৪]বর ॥
কি হইল ব্রাহ্মনের[৫] না বুঝি কারণ।
তুলি ধরি জত্নে চিকিশ্চিল[৬] সখীগণ ॥
তুলি বসাইল[৭] সখী চক্ষ[৮] দিল পানি।
চেতণের চেতন কি লাগি হৈলা হানি ॥
কেহ বোলে ব্রাহ্মনেরে পাইল প্রেত-ভূতে।
কেহ বোলে অঙ্গ তার কাপে সন্নিবাতে[৯] ॥
কেহ বোলে মৃত্তু লাগি হৈল[১০] অচেতন।
পুছিতে[১১] লাগিলা সবে করিয়া জত্তন ॥
কেণে অচেতণ হৈলা কহ কথা শার।
কিবা কার দৃষ্টী কি[১২] বাধির[১৩] সসঞ্চাব ॥

ততক্ষণে অচেতন হইল ব্রাহ্মন।[১৪]
টক ২ ধ্যান করি[১৫] রহিল নয়ান ॥
সখীর বচন যুনি উম্মত্তের[১৬] মত।
লাজ ভএ তেজি কহে নিজ মনুরত ॥[১৭]
এই চিতাউরে বৈসে মোহা[১৮] বাটআর।*
জারে দেখে তারে মারে[১৯] না করি বিচার ॥
কেহ নাহি রক্ষক[২০] গোহারি নহি লাগে।
সর্ব্ব ধন থাকিতে পরাণি লও[২১] আগে ॥
এহারে ন করে জর[২২] হেণ টগ এথা।
ভিখারি ন এরাএ[২৩] আনের কিবা কথা ॥
অন্তরে আনল জসে হৃদে লাগে বাণ।
গুর্বাতে পরএ[২৪] ফান্দ শজল নয়ান ॥

১ হই ধিজ ২ ফান্দেত বাজিল পাখী ৩ বিস্মিত ৪ কৈন্যা ৫ ধিজবর ৬ তিকিচহ ৭ বৈসাইল ৮ চৌক্ষে ৯ কাম্পে সনিবাতে ১০ হৈচে ১১ পুচিতে ১২ য়াছে ১৩ ব্যাদির ১৪ তত্তেক্ষনে চেতন হইল বধাহ্মন ১৫ ধরি ১৬ উম্মাদের ১৭ মনুরত ১৮ মহা ১৯ মাজে ২০ রৈক্ষক ২১ নিল ২২ ধম্মের নাহিক ভএ ২৩ ভিকারি না এরে এথা ২৪ গীর্ব্বাতে পরিলে

* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

কাহারে কহিব বাক্য কেবা জানে তারে।
সন্দেহ যে কামদৃষ্টি হরিতে তস্করে।

অচেতন হইয়া দ্বিজ পড়িল ভূমিত।
দ্বারে চিক দিল কন্যা হাসিয়া ঈষৎ ॥
ফান্দেত বাজিল পক্ষী করে ধড়ফড়।
দেখিয়া বিস্মিত মনে বোলে কন্যাবর ॥
কি হইল ব্রাহ্মণের না বুঝি কারণ।
তুলি ধরি যত্নে চিকিৎসিল সখীগণ ॥
তুলি বসাইল সখী চক্ষে দিল পানী।
চেতনের চেতন কি লাগি হৈলা হানি ॥
কেহ বোলে ব্রাহ্মণেরে পাইল প্রেত ভূতে।
কেহ বোলে অঙ্গ তার কাম্পে সন্নিপাতে ॥
কেহ বোলে মৃত্যু লাগি হৈল অচেতন।
পুছিতে লাগিলা সবে করিয়া যতন ॥
কেনে অচেতন হইলা কহ কথা সার।
কিবা কার দৃষ্টি কিবা ব্যাধির সঞ্চার ॥ (জা. ৭)

ততক্ষণে সচেতন হইল ব্রাহ্মণ।
টক টক ধ্যান করি রহিল নয়ান ॥
সখীর বচন শুনি উম্মত্তের মত।
লাজ ভয় তেজি কহে নিজ মনোরথ ॥
এই চিতউরে বৈসে মহা বাটোয়ার।
যারে দেখে তারে মারে না করি বিচার ॥
কেহ নাহি রক্ষক গোহারি নাহি লাগে।
সর্ব ধন থাকিতে পরাণী লয় আগে ॥
এহারে না করে ডর হেন ঠগ এথা।
ভিখারি না এড়ায় আনের কি কথা ॥
আন্তরে অনল জ্বলে হৃদে লাগে বাণ।
গ্রীবাতে পরয় ফান্দ সজল নয়ান ॥

শব্দার্থ টীকা : গোহারি—আবেদন
বাটোয়ার—বাটপার
সন্নিপাত—বিকার রোগ

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে রাঘবের অবস্থা দেখে সখীদের সন্দেহ-তালিকাটি আরও অনেক বড়। অনুবাদে এর কয়েকটি মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। অষ্টম স্তবকের অনুবাদটি মূলের দোহাসমেত অনেকটাই মূলানুগ। তবে মূলে চেতনালব্ধ রাঘব চেতনের উম্মত্ত আচরণগুলি আরও অনেক স্পষ্ট। অনুবাদে তার চিত্ররূপটি নেই, সংবাদটুকু আছে। অনুবাদের শেষ চরণ দুটি মৌলিক, মূলে এর সন্ধান নেই।

চরণে নিগর পরে মণ হএ বন্দি ।
কে পারে বুজিতে হেন বধিকের শন্দি[১] ॥*

সখী বোলে চেতণ চেতহ মণ মাজ্ঝ ।
শেই শে কহিতে যুগ্য[২] রহে প্রাণ লাজ ॥+
জেন[৩] মনে ইশ্ছা হএ জদি নরে পাইত ।
নৃপতি হইত সবে কেহ ন মরিত ॥
কথ ২ জত্ন করি ন পাই মরএ ।
জার ভাগ্যে ধরে জত্নে করিলে ঘটএ ॥
প্রবল জাহার কর্ম্ম[৪] বিনি জত্নে পাএ ।
কর্ম্মহিণ কথ আছে পাই যাহা জাএ[৫] ॥
আপণে পণ্ডিত তুমী শভাকে[৬] বুজাও ।
তোমা বুঝাইব কোণে[৭] বিমর্শিয়া চাও ॥

রাঘবে আপনা মনে বিচারি রহাস্য ।[৮]
রহিতে নারিব এথা চলন আবস্য[৯] ॥ ×
দেখীএ উজ্বল পন্ত চলিএ সকালে ।
ঝর বাএ মোহা দুঃখ[১০] সমএ বিকালে ॥
আন স্থানে ন মাগি মাগন যুগ্য[১১] তথা ।
ভক্তিভাবে মাগনে নৈরাসে[১২] নহে জথা ॥
ছোলথান আলাওদ্দিন দিল্লির ইশ্বর ।[১৩]
তাণ স্থানে মাগী গিয়া কঙ্কণ দোশর ॥
মোর উপদেস হেন কথা[১৪] যদি পাএ ।
অজন্ম দরিদ্র মোর খণ্ডিব লিলাএ ॥

১ বিধির এ সন্ধি ২ জৈগ্য ৩ সেই ৪ ভাগ্য ৫ হারাএ ৬ সবাকে ৭ তোমাকে বুজাইব কণে ৮ রোহাস্য ৯ আবৈস্য ১০ ঝর বাও মহাদুক্ষ ১১ জৈগ্য ১২ নৈরাস ১৩ ছোলতান যালাওদ্দিন দিল্লিস্বর ১৪ কৈন্যা

* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
কি দেখিল কি দেখিল করি সখী সঙ্গ ।
মহা ধনঞ্জয় মাঝে দহিল পতঙ্গ ॥

+ হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
হস্তপদ দহিয়া যে অঙ্গ হৈব ভস্ম ।
তবে বিপ্র চক্ষু ভরি দেখিয়া মানস ॥

× হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
উন উন নম নম শত শত কই ।
মনে চিন্তি এই লিখি চলে ভ্রম হই ॥
হাটি চলে ঢলি ঢলি আঁখি সে প্রকাশ ।
চক্ষে পোরে মৃগ কুজে নিকট আকাশ ॥

চরণে নিগড় পরে মন হয় বন্দী ।
কে পারে বুঝিতে হেন বধিকের সন্ধি ॥ (জা.৮)

সখী বোলে চেতন চেতহ মন মাঝ ।
সেই সে কহিতে যোগ্য রহে প্রাণে লাজ ॥
যেই মনে ইচ্ছা হয় যদি নরে পাইত ।
নৃপতি হইত সবে কেহ না মরিত ॥
কত কত যত্ন করি না পাই মরয় ।
যার ভাগ্যে ধরে যত্ন করিলে ঘটয় ॥
প্রবল যাহার ভাগ্য বিনি যত্নে পায় ।
ভাগ্যহীন কত আছে পাইয়া হারায় ॥
আপনে পণ্ডিত তুমি সবাকে বুঝাও ।
তোমা বুঝাইব কোনে বিমর্শিয়া চাও ॥ (জা.১০)

রাঘবে আপনা মনে বিচারি রহস্য ।
রহিতে নারিব এথা চলন অবশ্য ॥
দেখিয়া উজ্জ্বল পন্থ চলিয়ে সকালে ।
ঝড় বায় মহা দুঃখ সময় বিকালে ॥
আন স্থানে না মাগি মাগন যোগ্য যথা ।
ভক্তিভাবে মাগনে নৈরাশ নহে তথা ॥
ছোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ঈশ্বর ।
তান স্থানে মাগি গিয়া কঙ্কণ দোসর ॥
মোর উপদেশে হেন কন্যা যদি পায় ।
আজন্ম দারিদ্র্য মোর খণ্ডিব লীলায় ॥ (জা. ১১)

শব্দার্থ টীকা : বিমর্শিয়া—বিচার বা বিবেচনা করে ।
বধিকের সন্ধি—হত্যাকারীর মতলব

মন্তব্য : নবম স্তবকের রাঘব-বচনটি অনুবাদে বর্জিত । দশম স্তবকের সখী-বচনটি অনুবাদে অনেক সংক্ষিপ্ত । মূলের নীতিবচনগুলি অনুবাদে ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে । দোহা অংশটি অনুবাদে রক্ষিত । একাদশ স্তবকের অনুবাদটিও মূলের সংক্ষিপ্তসার । মূলে কাঁদতে কাঁদতে আসা যাওয়ার মধ্যে এ জগতে প্রবেশ-প্রস্থান তথা জন্ম-মৃত্যুর যে দার্শনিকতা আছে অনুবাদে তা বর্জিত । এর পরিবর্তে অনুবাদে জীবন-প্রত্যুষের সুখ এবং অপরাহ্নের দুঃখ-দুর্যোগের চিত্র এসেছে । মূলে আছে দিল্লীর ঐশ্বর্যময় টাঁকশালার সুবর্ণচিত্র, অনুবাদে তা অনুপস্থিত । দোহা অংশের আলঙ্কারিকতা অনুবাদে নেই ।

রাঘব চেতন দিল্লীগমন খণ্ড

এসব[১] ভাবিয়া মনে রাঘব চেতন।
ধিরে ২ তথা হোন্তে করিল গমন ॥
জাইতে ২ গেল দিল্লির মাজার।
দেখীলেক দেস অতি অলঙ্গ অপার ॥
অতিসয উঞ্চতর দিল্লিসর নাট।[২]
ছত্রপতি গণে ভূমী ধরাএ ললাট ॥
পনর ছত্তিস লক্ষ[৩] দিব্ব অশ্ববার।
ময়মত্ত[৪] গজ দ্বারে বিংশতি হাজার ॥
সহশ্র ২ অশ্ব সতে ২ হাতি।
লক্ষ সংখ্য[৫] যার পাসে আছয় পদাতি ॥
সতে ২ হেন মত উমরা মহন্ত।
করজোবে সাহা আগে[৬] দান্ডাই থাকন্ত ॥
দোহাজারি তেহাজারি হাজারে হাজার।
পঞ্চসতি শপ্তশতি গনিতে অপার ॥
আর নানা দেসী চতুর্দ্দিগ[৭] নৃপগন।
দ্বাব না[৮] পাএ কেহ করিয়া জত্তন ॥
বিপ্রে বোলে নৃপ কুলে ন[৯] পাঅন্ত দেখ।
ব্রাহ্মন ভিখারি খুদ্র মোব কিবা লিখা ॥
কেমতে পাইব আমি সাহা দরসন[১০]।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে বুজিল ব্রাহ্মন ॥

১ এথেক ২ দিল্লিস্বব পাট
৩ প্রবল চাল্লিস লৈক্ষ
৪ সদা মত্ত ৫ লৈক্ষে ২
৬ পাসে ৭ চতুর্দ্দেসী
৮ নাই ৯ না ১০ সাহাব দ্রসন

এতেক ভাবিয়া মনে রাঘব চেতন।
ধীরে ধীরে তথা হোন্তে করিল গমন ॥
যাইতে যাইতে গেল দিল্লীর মাঝার।
দেখিলেক দেশ অতি অলংঘ্য অপার ॥
অতিশয় উচ্চতর দিল্লীশ্বর পাট।
ছত্রপতিগণ ভূমি ধরয় ললাট ॥
প্রবল ছত্রিশ লক্ষ দিব্য অশ্ববার।
ময়মত্ত গজদ্বাবে বিংশতি হাজার ॥
সহস্র সহস্র অশ্ব শতে শতে হাতি।
লক্ষ সংখ্যা যার পাশে আছয় পদাতি ॥
শতে শতে হেন মত উমরা মোহন্ত।
করজোড়ে সাহা আগে দান্ডাই থাকন্ত ॥
দো-হাজারি তে-হাজারি হাজারে হাজার।
পঞ্চশতী সপ্তশতী গণিতে অপাব ॥
আর নানা দেশী চতুর্দিগে নৃপগণ।
দ্বার নাহি পায় কেহ করিয়া যতন ॥
বিপ্রে বোলে নৃপকুলে না পায়ন্ত দেখা।
ব্রাহ্মণ ভিখারী ক্ষুদ্র মোর কিবা লেখা ॥
কেমতে পাইব আম সাহা দরশন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে বুঝিল ব্রাহ্মণ ॥ (জা. ১)

শব্দার্থ টীকা : ভূমি ধবএ ললাট—মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে কুর্নিশ করে
উমরা মোহন্ত—ওমবাহ প্রভৃতি মহাজন
দো-হাজাবী তে-হাজারী—দু হাজাবী তিন হাজারী মনসবদার, মূলে এদের কথা নেই।

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ হুবহু মূলানুগ না হলেও অনেকটা মূলনিষ্ঠ। তবে দিল্লী-দরবার বর্ণনা করতে গিয়ে জায়সী যেখানে শেরশাহের পাঠান রাজসভাকে আদর্শ করেছেন আলাওলের আদর্শ সেক্ষেত্রে সমকালীন মোগল দরবার। আলাওলের দরবার বর্ণনায় সংখ্যাগত বিস্তার আরও বেশী। তবে দরবার দেখে রাঘব চেতনের উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতা মূলে যতখানি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, অনুবাদে ততটা স্পষ্ট নয়।

একশ্বর লেছে জেই[১] সংসারের ভার।
কাল আখি[২] দেখে শেই সকল সংসার ॥
ষুজগণে হৈল চিত্তে[৩] নৃপ অধিপতি।
কোণ মতে পালাএ সকল বষুমতি ॥
অতি উঞ্চ সিংগাসনে বসি দেএ বার[৪]।
সকল উপরে দৃষ্টী[৫] পরএ তাহার ॥
সর্বদিন রাজকায্য[৬] ষুখ[৭] বিলাসএ।
উদাসীন রূপে[৮] নিসী নগর ভ্রমএ ॥
কিবা রাও[৯] কিবা রংক[১০] দেসে জথ জাতি।
সকলের বার্ত্তা[১১] দূতে কহে দিন[১২] রাতি ॥
পন্তিক বিদেসী আইলে দেসের মাজার।
ততক্ষনে[১৩] কহএ সভাব[১৪] সমাচার ॥
সাহা আগে এক দূতে কল্য[১৫] নিবেদন।
এক বিপ্রে[১৬] দ্বারে করে রত্নেব[১৭] কংকন ॥

সাহার মনেত মায়া ষুনিয়া ভিকারি।
পরদেসী জন কথা পুছন্ত[১৮] হাংকারি ॥
কংকন পুরুস করে ষুনি দিল্লিনাথ।
কতুকে আদেস কল্যা[১৯] আনিতে সাক্ষাত ॥
রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাস।
সাহার আদেস হৈল অত্যান্ত[২০] উল্লাস ॥

১ জেবা ২ গ্যান আখী ৩ সজ্জাগন হৈছে চিত্ত ৪ অতি উঞ্চো উপরে বসীআ অনিবার ৫ দিস্টী ৬ কাজে ৭ সুখে ৮ উদাসীনো রূপ ৯ হিন্দু ১০ রঙ্গ ১১ বাত্রা ১২ দিবা ১৩ তখনে ১৪ সবানেব ১৫ কৈল ১৬ বিপ্র ১৭ রত্তন ১৮ পুচেন্ত ১৯ কৈল ২০ অত্যান্ত

একেশ্বর লইছে যেবা সংসারের ভার।
জ্ঞান আঁখি দেখে সেই সকল সংসার ॥
সজাগ না হইলে চিত্ত নৃপ অধিপতি।
কোনমতে পালয় সকল বসুমতি ॥
অতি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া অনিবার।
সকল উপরে দৃষ্টি পড়য় তাহার ॥
সর্বদিন রাজকাজে সুখ বিলাসয়।
উদাসীন রূপে নিশি নগর ভ্রময় ॥
কিবা রাও কিবা রংক দেশে যত জাতি।
সকলের বার্তা দূতে কহে দিবা রাতি ॥
পান্থিক বিদেশী আইলে দেশের মাঝার।
ততক্ষণে কহয় সভার সমাচার ॥
সাহা আগে এক দূতে কৈল নিবেদন।
এক বিপ্র দ্বারে করে রত্নের কঙ্কণ ॥ (জা. ২)

সাহার মনেত মায়া শুনিয়া ভিখারী।
পরদেশী জন কোথা পুছন্ত হাংকারি ॥
কঙ্কণ পুরুষ করে শুনি দিল্লীনাথ।
কৌতুকে আদেশ কৈল আনিতে সাক্ষাৎ ॥
রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাশ।
সাহার আদেশে হইল অত্যন্ত উল্লাস ॥ (জা. ৩)

শব্দার্থ টীকা : রাও—রাজা
রংক—ভিক্ষুক
পুছেন্ত হাংকারী—চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করে

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুসারী। তৃতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় যথাসংক্ষিপ্ত। মূলে সুলতানের বচনের মধ্যে একদিকে তাঁর পরবর্তী দিগ্বিজয় যাত্রার অনেক ঐতিহাসিক ইঙ্গিত যেমন বর্তমান তেমনি জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে জায়সীর দার্শনিকতাও প্রতিফলিত। জায়সীর আলাউদ্দীন কবির মতোই দার্শনিক। এই জগৎ তাঁর কাছে দুধের সরের মতো। দুধ থেকে সর তুলে তুলে যেমন ঘি করা হয় এবং দধি মন্থন করে যেমন মাখন তোলা হয় তেমনি সুলতানও এই জগৎ মন্থন করে সাম্রাজ্যকে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তিনি জানেন এর আগেও অনেকে এমন অনেক দধি মন্থন করেছিলেন তাঁরা কেউই অবশিষ্ট নেই, তাঁদের গর্ব ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে আলাউদ্দীনের এই দার্শনিক মনোভাবের মধ্যে জায়সীর সুফী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অনুবাদে এই সব তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সঙ্কেতগুলি বর্জন করে ঘটনাটুকুই বিবৃত। আলাওল যে অমাত্যসভায় অনুবাদ করছিলেন, দার্শনিকতার বদলে ঘটনার উত্তেজনায় তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশী।

পরম হরিসে বিপ্র নিকটে আসিয়া।
আসির্ব্বাদ কল্যা খিঁতি ভালে পরসিয়া[১] ॥
শতত[২] তোমার প্রতি তুষ্টী হৈক[৩] বিধি।
জোগ্যে[৪] ২ রায্য কর মনুরত সিদ্ধি ॥
হস্ত তুলি আসির্ব্বাদ করিতে ব্রাহ্মন।
চমক[৫] কংকন নগ লাগিয়া কিরন ॥
আংগা কল্যা ছোলতানে হরসীত মন।
ব্রাহ্মন ভিকারি কথা পাইলা কংকন ॥
পুনরফি[৬] ভুমী সির ধরি দ্বিজবর[৭]।
উদওস্ত বস হৈক রাজারাজেশ্বর[৮] ॥
পদ্মিনি সিংগল দ্বিপে ত্রিলক্ষ মহনি[৯]।
চিতাউরে আনিল রত্নসেন নৃপমনি ॥
কমল সৈবব জিনি অংগের ষুবাস।
অনুক্ষন মধুকর[১০] ভ্রমে তার পাস ॥
ষুর সসি জিনি যুতি[১১] নয়ন বয়ান[১২]।
দেখীলে গোরক্ষ সিদ্ধা মুনি হরে জ্ঞাণ[১৩] ॥
সচি[১৪] রতি রম্ভা নহে রূপের তুলনা।
শেই কন্যা[১৫] দিল মোরে কংকন দক্ষিনা ॥
পেলিতে[১৬] কংকন মুই বেকত দেখীলু[১৭]।
যুতিএ ভবিল আখি লক্ষিতে নারিলু[১৮] ॥
অচেতন হই আমি পরিল ধরনি।
চেতাইল সখীগনে চক্ষ[১৯] দিয়া পানি ॥
ব্রাহ্মণ তপসি ধির ন পারি ধরিতে[২০]।
অন্য জনে দেখী চিত্ত ধরাইব কেমতে ॥
এক করে[২১] কংকন পরিল সেই ক্ষনে।[২২]
দোসর কংকন আর মাগি সাহা স্থানে[২৩] ॥

১ আসীর্ব্বাদ করিলেক ভুমী পরসীআ ২ সতেত ৩ হোক ৪ জোগে ২ ৫ চমকে ৬ পুনি কবি ৭ দিআ দ্বিজবর ৮ রাজা রাজেশ্বর ৯ পদ্মিনি সীংগল দিপে ত্রিলৈক্ষমহনি ১০ মদুকর ১১ রূপ ১২ নয়ান বয়্যান ১৩ হারাএ জে গ্যান ১৪ সসী ১৫ সেই কৈন্যা ১৬ ফেলিতে ১৭ দেখীলুম ১৮ যুতিএ ভরিল মুই দেখীতে নারিলুম ১৯ চোক্ষে ২০ ব্রাহ্মন তপসী ধিক নারি ধরাইতে ২১ একাকারে ২২ পরিলুম তেকারন ২৩ স্থান

পরম হরিষে বিপ্র নিকটে আসিয়া।
আশীর্বাদ কৈল ক্ষিতি ভালে পরশিয়া ॥
সতত তোমার প্রতি তুষ্ট হোক বিধি।
যুগে যুগে রাজ্য কর মনোরথ সিদ্ধি ॥
হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিতে ব্রাহ্মণ।
চমকে কংকণ নগ লাগিয়া কিরণ ॥
আজ্ঞা কৈল ছোলতানে হরষিত মন।
ব্রাহ্মণ ভিখারি কোথা পাইলা কংকণ ॥
পুনর্বাপি ভূমি শিব ধরি দ্বিজবর।
উদয়াস্ত বশ হোক রাজরাজেশ্বর ॥
পদ্মিনী সিংহলদ্বীপে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
চিতউরে আনিল রত্নসেন নৃপমণি ॥
কমল সৌরভ জিনি অঙ্গের সুবাস।
অনুক্ষণ মধুকর ভ্রমে তার পাশ ॥
সুর শশী জিনি জ্যোতি নয়ান বয়ান।
দেখিলে গোরক্ষসিদ্ধা মুনি হবে জ্ঞান ॥
শচী রতি রম্ভা নহে রূপের তুলনা।
সেই কন্যা দিল মোবে কংকণ দক্ষিণা ॥
ফেলিতে কংকণ মুই বেকত দেখিলু।
জ্যোতিতে ভরিল আঁখি লখিতে নারিলু ॥
অচেতন হই আমি পড়িল ধরণী।
চেতাইল সখীগণে চক্ষে দিয়া পানী ॥
ব্রাহ্মণ তপস্বী ধীর না পারি ধরিতে।
অন্য জনে দেখি চিত্ত ধরাইব কেমতে ॥
এক করে কংকণ পরিল সেই ক্ষণে।
দোসর কংকণ আর মাগি সাহা স্থানে ॥

শব্দার্থ টীকা : শচী—ইন্দ্রানী;
রতি—মদনপ্রিয়া,
রম্ভা—স্বর্গের অপ্সরী
চেতাইল—চেতন করাল

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ হয়েও মূলের তুলনায় দীর্ঘ। কোথাও কোথাও কিছু অতিরিক্ত সংযোজন আছে। পদ্মাবতীকে দেখলে মুনির ধ্যানভঙ্গ হওয়ার কথা মূলে যেমন নেই, তেমনি পদ্মাবতীর রূপের তুলনা করতে গিয়ে স্বর্গের হিন্দু অপ্সরীদের নাম করে করে টেনে আনাও মূলে হয় নি। সুলতানের কাছে দ্বিতীয় কংকণ প্রার্থনা মূলে নেই, আবার প্রথম কংকণলাভের ঘটনা বিবরণও মূলে অনুপস্থিত। অনুবাদ স্তবকের শেষ দুটি লাইনও নবসংযোজন।

সাহার সেবার যুগ্য[১] এমন[২] সোন্দরি।
ইন্দ্র পাসে থাকিতে উচিত অপছরি[৩] ॥
দ্বিজ বাক্য[৪] শুনি শাহা হাসীয়া ইর্সিত।
বুজিল ব্রাহ্মন কিছু উন্মত[৫] চরিত ॥
কাচ জোগ্য[৬] ভিক্ষুকে কাঞ্চন জদি পাএ।
ভুমীতে থাকিয়া তবে[৭] সুমেরু চালাএ ॥
পন্ডিত তপস্যি সত্য[৮] কহিতে উচিত।
তোমার বচণে জেন[৯] ন লাগে পতিত ॥
কথা হেন নারি আছে প্রিথিবি[১০] ভিতর।
সুর সশী নহে জার রূপের দোসর ॥
আম্মার[১১] সেবাএ কথ আছএ পদ্মিনি[১২]।
ভোবণ বিচারি লক্ষ হোন্তে[১৩] এক আনি ॥
সোল শত মধ্যে[১৪] জদি দেখে[১৫] এক দাসী।
তাহার শতেক গুনে[১৬] কহিব প্রকাসী ॥
ব্রাহ্মনে বুলিল[১৭] সাহা দিল্লির ইশ্বর।
সংসারের ছত্রপতি তোমার কিংকর ॥
জথেক দুল্লব বস্তু আছে প্রিথিবিত[১৮]।
তোমার সাক্ষাতে সত্য[১৯] আইসে নিথ্য নিত ॥
তোমার সমান আর কে আছে ভোবনে।
তোমা সম থাকিবেক তাহার সদনে[২০] ॥
ব্রাহ্মন ভিকারি দুই[২১] চতুর্বেদগাতা।
শাহা আগে মীত্যা বাক্য[২২] কি মোর জোগ্যতা[২৩] ॥
শপ্তদ্বিপ ভ্রমী আছে[২৪] বিধ্যার কারন।
তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন ॥
নানা রূপে দেখী আছি ভ্রমী নানা দেস।
সাস্ত্রহো জানিছো[২৫] জথ ভাল মন্দ লেস[২৬] ॥
হস্তিনি চিন্তি[২৭] আর সিংকিনি[২৮] যুবতি।
এ সকল দ্বিপে জন্মে[২৯] এ সকল[৩০] জাতি ॥

সাহার সেবার যোগ্য এমন সুন্দরী।
ইন্দ্রপাশে থাকিতে উচিত অপ্সরী ॥ (জা. ৪)
দ্বিজবাক্য শুনি সাহা হাসিয়া ঈষৎ।
বুঝিল ব্রাহ্মণ কিছু উন্মত্ত চরিত ॥
কাঁচযোগ্য ভিক্ষুকে কাঞ্চন যদি পায়।
ভূমিতে থাকিয়া তবে সুমেরু চালায় ॥
পন্ডিত তপস্বী সত্য কহিতে উচিত।
তোমার বচনে যেন না লাগে প্রতীত ॥
কোথা হেন নারী আছে পৃথিবী ভিতর।
সুর শশী নহে যার রূপের দোসর ॥
আমার সেবায় কত আছয় পদ্মিনী।
ভুবন বিচারি লক্ষ হোন্তে এক আনি ॥
ষোলশত মধ্যে যদি দেখ এক দাসী।
তাহার শতেক গুণ কহিবা প্রকাশি ॥ (জা. ৫)
ব্রাহ্মণে বুলিল সাহা দিল্লীর ঈশ্বর।
সংসারের ছত্রপতি তোমার কিঙ্কর ॥
যতেক দুর্লভ বস্তু আছে পৃথিবীত।
তোমার সাক্ষাতে সব আইসে নিত্য নিত ॥
তোমার সমান আর কে আছে ভুবনে।
তোমা সম থাকিবেক তাহার সদনে ॥
ব্রাহ্মণ ভিখারি মুই চতুর্বেদজ্ঞাতা।
সাহা আগে মিথ্যাবাক্য কি মোর যোগ্যতা ॥
সপ্তদ্বীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কারণ।
তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন ॥
নানারূপে দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ।
শাস্ত্রেত জানিছি যত ভালমন্দ লেশ।
হস্তিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী যুবতী।
এ সকল দ্বীপে জন্মে এই তিন জাতি ॥ (জা. ৬)

১ জোগ্য ২ এমত ৩ সহচরি ৪ দ্বিজবাক্য ৫ উন্মত্ত ৬ জোগ্য ৭ থাকিতে ভার ৮ সৈত্ত ৯ মোর ১০ প্রিথিম্বি ১১ আমার ১২ পদ্মিনি ১৩ লক্ষ হন্তে ১৪ মধ্যে ১৫ দেখ ১৬ গুনে ১৭ বোলএ ১৮ প্রিথিম্বিত ১৯ সব ২০ সাধনে ২১ মুই ২২ কথা ২৩ জোগ্যতা ২৪ আছি ২৫ সাস্ত্রেত জানিছি ২৬ ক্লেস ২৭ চিন্তিনি ২৮ সাঙ্খিনী ২৯ দিপে জন্ম ৩০ এই তিন

শব্দার্থ টীকা : হস্তিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী যুবতী—চারপ্রকার নারীর মধ্যে তিনজাতীয়া রমণী ; জায়সীর পদ্মাবতে এই প্রসঙ্গে স্ত্রী ভেদ বর্ণন নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে যা আলাওলে নেই।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে বিষয়গত মূলানুগত্য থাকলেও চরিত্রগত মূলানুগামিতা ঘটে নি। মূলের আলাউদ্দীন অনেক স্পর্ধিত, অনুবাদে সেই রাজকীয় শ্লাঘা ফুটে ওঠে নি। বিশেষতঃ দোহা অংশটিতে সুলতানের যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশিত অনুবাদে তা বর্জিত। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুগ। কেবল সিংহলের চতুর্বিধ দুর্লভ বস্তুর উল্লেখ করতে গিয়ে জায়সীর রাঘব অমৃত, হংস, শার্দুল এবং পদ্মিনীর নাম করেছে, অনুবাদে শুধু শেষেরটিই উল্লিখিত।

পদ্মাবতী-রূপচর্চা খণ্ড

সিংহল দ্বিপেত জন্মে[১] সমপুন্নে পাদ্মিনি।
বিধিবসে জন্মে তথা ত্রোলক্ষমোহনি[২] ॥
ঘরে ২ তথাত দেখীল[৩] ভালমন্দ।
পদ্মাবতি আগে সব দিবসের চান্দ ॥
ষুর সশী দরসনে বুদ্ধি স্থির রহে[৪]।
দেখীলে বদন তার মুস্চাগত হএ ॥
চারি জাতি রমনি[৫] জাহার জেন[৬] রিত।
স্লোকবন্দে বাখানিল শাহার বিদিত ॥
সেসব কহিতে কথা বারে অতিসএ।
রতিশাস্ত্র আদি[৭] নানা পুস্তকে[৮] আছএ ॥
পদ্মাবতি রূপ সেসে কহিল বাখানি[৯]।
ষুনিতে ২ শাহা বোলে ধনি ২[১০] ॥

কনক কটীন অতি[১১] তনু ষুকমল।
অধিক কমল[১২] গন্দ দর্পন উঝল ॥
নবনি পোতলি তনু শ্রীজি বেদানন।
কুচ ঘন[১৩] নিম্মীত তপন নিবারন ॥
দেখীতে বয়ান[১৪] নিষ্কলংক পুন্ন চান্দে।
নয়ন চকোর[১৫] বাজে অলকার[১৬] ফান্দে ॥
ফান্দে বাজাইয়া পুনি ন রহে থানিক।
পরান থাকিয়া[১৭] মা···কটাক্ষ বিসিক ॥

মধুবাক্য মধুহাসে ষুধা বরিসএ।
বিজুলি ছটকে পুনি মারিয়া জিয়াএ ॥
মৃদুস্বর মৃদুহাসী মৃদুমন্দগতি।[১৮]
মৃদু[২০] ষুকমল তনু মৃদুমন্দ[২১] ভাতি ॥
সকল কমল মাত্র হৃদয় কটীন।
তেঁহি সে হৃদয়ফল যুগ কণ্ট পীন ॥
পাদ্মিনির চিন অঙ্গে পদ্মের ষুবাস।
মধুলোভে ভোমর[২২] ভ্রময় চারিপাস ॥

দান দিতে চিকদ্বারে আইল কলাবতি।
প্রতিরন্দ্রে পন্তে নিশ্বরিল অঙ্গযুতি ॥

১ সীঙ্গল দিপেতে জন্ম ২ ত্রিলৈক্ষমহনি ৩ দেখীলুম ৪ স্থির নএ ৫ রমনির ৬ জে ৭ আর ৮ পোস্তক ৯ বাখানি কহিল ১০ ধন্ধ হৈলে ১১ কুচ ১২ নিলপদ্ম ভেল ১৩ কোচ ঘন ১৪ বয্যান ১৫ নয্যান চক্কর ১৬ অলেখার ১৭ থাকিতে ১৮ মধুবাক্কে মধুহাসী ১৯ মধু হাসী মদুস্বর মধু মন্দগতি ২০ মধু ২১ মধুরিত ২২ ভোমরা

সিংহল দ্বীপেত জন্মে সম্পূর্ণ পদ্মিনী।
বিধিবশে জন্মে তথা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
ঘরে ঘরে তথাত দেখিল ভাল-মন্দ।
পদ্মাবতী আগে সব দিবসের চান্দ ॥
সুর শশী দরশনে বুদ্ধি স্থির রয়।
দেখিলে বদন তার মূর্চ্ছাগত হয় ॥
চারি জাতি রমণী যাহার যেন রীত।
শ্লোকবন্ধে বাখানিল সাহার বিদিত ॥
সে সব কহিতে কথা বাড়ে অতিশয়।
রতিশাস্ত্র আদি নানা পুস্তকে আছয় ॥
পদ্মাবতী রূপ শেষে কহিল বাখানি।
শুনিতে শুনিতে সাহা বোলে ধনি ধনি ॥

কনক কঠিন অতি তনু সুকোমল।
অধিক কমল গন্ধ দর্পণ উজ্জ্বল ॥
নবনী পোতলি তনু সৃজি দেবানন।
কচ ঘন নির্মিত তপন নিবারণ ॥
দেখিতে বয়ান নিষ্কলংক পূর্ণ চান্দে।
নয়ন চকোর বাজে অলকার ফান্দে ॥
ফান্দে বাজাইয়া পুনি না রহে থানিক।
পরাণ তাকিয়া মারে কটাক্ষ বিশিখ ॥ (জা.১)

মধুবাক্য মধুহাসি সুধা বরিষয়।
বিজুলী ছটকে পুনি মারিয়া জিয়ায় ॥
মৃদুস্বর মৃদুহাসি মৃদুমন্দ গতি।
মৃদু সুকোমল তনু মৃদুমন্দ ভাতি ॥
সকল কোমল মাত্র হৃদয় কঠিন।
তেই সে হৃদয়ফল যুগ কণ্ট পীন ॥
পদ্মিনীর চিন্ অঙ্গে পদ্মের সুবাস।
মধুলোভে ভোমরা ভ্রময় চারিপাশ ॥ (জা.২)

দান দিতে চিক দ্বারে আইল কলাবতী।
প্রতি রন্ধ্রপথে নিঃসরিল অঙ্গজ্যোতি ॥

মন্তব্য : অনুবাদের প্রথম স্তবকটি মূলে নেই। মূলের স্ত্রী-ভেদখন্ডটি বর্জন করে আলাওল পরবর্তী পদ্মাবতী রূপচর্চা খণ্ডে উপনীত। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়েই আলাওল স্ত্রী-ভেদ-খন্ডটি বর্জন করেছেন বলে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

মূলের প্রথম স্তবকটি অনুবাদে অনেকাংশেই বর্জিত। মূলের পদ্মিনী-বর্ণনা অনেক রোমান্টিক, অনুবাদ সেক্ষেত্রে আলঙ্কারিক। অলক ফাঁসে নয়ন চকোরকে বন্দী করে কটাক্ষশরে হৃদয় বিদ্ধ করে হত্যা করার আলঙ্কারিক চিত্রটি মূলে নেই। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদের প্রথম দিকে মূলানুসরণ থাকলেও শেষাংশ স্বাধীন। দোহা অংশটি অনুবাদে নেই।

কোণ[১] মতে চিত্রকরে[২] লিখিব তুলন[৩] ।
ভংগিমা লাবন্য লিলা ন জাএ লিখন[৪] ॥
গজগতি মধুবাক্য[৫] কটাক্ষ অতুল[৬] ।
লিখী ২ চিত্রকর[৭] ন পাইল কুল[৮] ॥
একান্ত রূপের লিলা ন জাএ কহন ।
জেই দেখে পাতিআএ আমার বচন ॥
দিব্য বস্ত্র অংগে ঢাকি থাকে নিশি দিন[৯]
রাঘব চেতণ কন্ঠে বৈসে সরসতি ।
ষুনি ২ বসি সাহা পত্য হৈল অতি[১০] ॥

কোন মতে চিত্রকরে লেখিব তুলন ।
ভংগিমা লাবণ্যলীলা না যায় লিখন ॥
গজগতি মধুবাক্য কটাক্ষ অতুল ।
লেখি লেখি চিত্রকরে না পাইল কুল ॥
একান্ত রূপের লীলা না যায় কহন ।
যেই দেখে পাতিয়ায় আমার বচন ॥
দিব্যবস্ত্র অংগে ঢাকি থাকে নিশিদিন ।
বায়ুলগ্নে হয় যেন মুকুর মলিন ॥
রাঘব চেতন কন্ঠে বৈসে সরস্বতী ।
শুনি শুনি রসে সাহা ভুলিলেক অতি । (জা.৩)

গীত ঃ রাগ, শ্রী গান্ধার

কুটীল কবরি[১১] কুষুম[১২] শাজ ।
তারক মন্ডলে[১৩] জলধর মাজ ॥
ষুর শশী দুহ[১৪] শিন্দুর ভাল ।
বেরি বিধন্তুদ অলকা জাল[১৫] ॥
শোন্দরি[১৬] কামিনি কাম[১৭] বিমোহে ।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ানে ছোহে ॥ ধুয়া ॥
মদন ধনুক ভুরু বিভংগ[১৮] ।
অপাংগ ইংগিত বান রংগ[১৯] ॥
নাশা খগপতি নহে শমতুল ।
ষুরংগ অধর বন্দুলি[২০] ফুল ॥
দশম মুকুতা বিযুলি হাশ ।
অমিয়া বরিখে[২১] মধুর ভাস ॥
উরুজ কটীন হেম কঠোর ।
হেরি মুনি জন মন[২২] বিভোর ॥
হরি করি দুহু কুম্ভ কটী[২৩] নিতম্ব ।
রাজ হংসী জিনি গতি বিলম্ব ॥
কবি আলাঅলে মধুর গাএ ।
মাগন কবিকিত্তি[২৪] রহু[২৫] শদাএ ॥

কুটিল কবরী কুসুম সাজ ।
তারকমন্ডলি জলদ মাঝ ॥
সুর শশী দোহ সিন্দুর ভাল ।
বেড়ি বিধুন্তুদ অলকা জাল ॥
সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে ।
খঞ্জন গঞ্জন নয়ানে শোহে ॥
মদন ধনুক ভুরু বিভংগ ।
অপাংগ ইংগিতে বাণ রংগ ॥
নাসা খগপতি নহে সমতুল ।
সুরংগ অধর বান্ধুলি ফুল ॥
দশন মুকুতা বিজুলি হাস ।
অমিয়া বরিখে মধুর ভাষ ॥
উরজ কঠিন হেম কটোর ।
হেরি মুনিজন মন বিভোর ॥
হরি করি কুম্ভ কটি নিতম্ব ।
রাজহংসী জিনি গতি বিলম্ব ॥
কবি আলাওলে মধুর গায় ।
মাগন কবিকৃতি রহু সদায় ॥

১ কন ২ চিত্রকারে ৩ তখন ৪ ভাঙ্গিআ লাবৈন্য লিলা না জাএ কথন ৫ মধু বানি ৬ আতুল ৭ চিত্রকানে ৮ না পাইব মূল ৯ পরবর্তী ছাড় পংক্তি—বাউ লগ্নে হএ জেন মুকুর মলিন ১০ যুনি ২ রসে সাহা ভুলিলেক যতি ১১ কএবরি ১২ কুসুম্ব ১৩ মন্ডলি ১৪ দোহ ১৫ বক্র বিধন্য দষ্যা কাজল ১৬ সোন্দয ১৭ কামে ১৮ ভুরুক ভঙ্গ ১৯ মদন তরঙ্গ ২০ বান্দুলি ২১ বরিক্ষে ২২ জনম ২৩ জিনিয়া ২৪ কৃতি ২৫ রোক

মন্তব্য ঃ তৃতীয় স্তবকের অনুবাদও মূলানুসারী নয় । মূলে এরপর পনেরোটি স্তবক জুড়ে পদ্মাবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপ বর্ণনা আছে । আলাওল নখশিখ খন্ডের পুনরুক্তি দোষ এড়াবার জন্য তাকেই একটি নিজস্ব পদাবলী গানের মধ্যে সংহত রূপ দান করেছেন । ভনিতায় মাগনের চন্দ্রাবতী কাব্যরচনার ইংগিতটি লক্ষণীয় ।

রাগ মঞ্জরী, যমক ছন্দ

ব্রাহ্মনের বাক্য[১] শাহা হৃদে প্রবেশীল।	ব্রাহ্মণের বাক্য সাহা-হৃদে প্রবেশিল।
আনল পরসে জেন ঘৃত উনাইল ॥	আনল পরশে যেন ঘৃত উনাইল ॥
জেন শেই মূর্ত্তি আনি দেখাইল বিদিত।	যেন সেই মূর্তি আনি দেখাইল বিদিত।
জ্ঞানদৃষ্টে হেরি শাহা হইল মোহিত[২] ॥	জ্ঞানদৃষ্টে হেরি সাহা হইল মোহিত ॥
অন্তঃপুরে নারিগন[৩] মনেত ন[৪] ভাএ।	অন্তঃপুরে নারীগণ মনেত না ভায়।
মন অলি পদ্ম[৫] বিনু অন্যেত্রে ন চাহে[৬] ॥	মন অলি পদ্ম বিনে অন্যত্র না চায় ॥
চন্দ্রের রূপের ভাবে সূর ভেল লিন[৭]।	চন্দ্রের রূপের ভাবে সূর ভেল লীন।
অন্যদৃষ্টে তারাগন হইল মলিন ॥	অন্য দৃষ্টে তারাগণ হইল মলিন ॥
ব্রাহ্মনেরে পুনি জিজ্ঞাসিল দিল্লিশ্বর।	ব্রাহ্মণেরে পুনি জিজ্ঞাসিল দিল্লীশ্বর।
পুনি কহ কোণ মত[৮] দেখীলা গোচর ॥	পুনি কহ কোন মতে দেখিলা গোচর ॥ (জা.২০)
ব্রাহ্মনে বলিল শাহা রায্য[৯] অখণ্ডিত।	ব্রাহ্মণে বলিল সাহা রাজ্য অখণ্ডিত।
আর পঞ্চনগ আছে পদ্মিনি[১০] শহিত ॥	আর পঞ্চনগ আছে পদ্মিনী সহিত ॥
সমুদ্র নৃপতি তারে দিআছে বেভার[১১]।	সমুদ্র নৃপতি তারে দিয়াছে বেভার।
অন্দকারে জলে জেন প্রদিপ[১২] আকার ॥	অন্ধকারে জ্বলে যেন প্রদীপ আকার ॥
প্রিথিবিত[১৩] হেন নগ কেহ নহি পাএ।	পৃথিবীত হেন নগ কেহ নাহি পায়।
শাহা পাশে হেন বস্তু[১৪] থাকিতে জোয়াএ[১৫] ॥	সাহা পাশে হেন বস্তু থাকিতে জুয়ায় ॥ (জা.২১)
যুনিতে চপলা[১৬] চিত্ত হৈল দিল্লিশ্বর।	শুনিতে চপলচিত্ত হইল দিল্লীশ্বর।
পক্ষি[১৭] হৈলে তিলে জাএ চিতাউ[১৮] নগর ॥	পক্ষী হৈলে তিলে যায় চিতউর নগর ॥
রাঘবেরে দানবস্ত্র[১৯] দিল ছোলতানে[২০]।	রাঘবেরে ধনরত্ন দিল ছোলতান।
দশ হস্তি শত ঘোরা দিল শিগ্র দাণে[২১] ॥	দশ হস্তী শত ঘোড়া দিল শীঘ্র দান ॥
দোসর কঙ্কণ আনি[২২] দিলেক তখন।	দোসর কঙ্কণ আনি দিলেক তখন।
ত্রিস কুটী মূল্য তঙ্কা[২৩] লাগিছে রত্তণ ॥	ত্রিশ কোটি মূল্য তঙ্কা লাগিছে রতন ॥
লক্ষ[২৪] হেম তঙ্কা দিল ভক্ষের কারণ[২৫]।	লক্ষ হেম তঙ্কা দিল ভক্ষের কারণ।
মোহন্ত শেবাএ তিলে দরিদ্র মচন[২৬] ॥	মোহন্ত সেবায় তিলে দারিদ্র্য মোচন ॥
শাহা বোলে পদ্মিনি[২৭] পাইমু জেই দিন[২৮]।	সাহা বোলে পদ্মিনী পাইমু যেই দিন।
চিতাউর করি দিমু তোমার অধিন ॥	চিতউর করি দিমু তোমার অধীন ॥

১ বাক্ষ ২ মুহিত ৩ রানিগণ ৪ না ৫ পদ্ধ ৬ না জাএ ৭ নিল ৮ পুনি বোলে কন মতে ৯ রাজ্জ ১০ পদ্মিনি ১১ বেবার ১২ দিবস ১৩ প্রিথিম্বিতে ১৪ নগ ১৫ যুআএ ১৬ চপল ১৭ পাখা ১৮ চিতাওর ১৯ ধনরত্ন ২০ ছোলতান ২১ সীগ্রে দান ২২ দান ২৩ ত্রিস কটী তঙ্কা মূল্যে ২৪ লৈক্ষ ২৫ আনি তৈক্ষন ২৬ মোছন ২৭ পদ্মাবতি ২৮ জেদিন

শব্দার্থ টীকা : উনাইল—উত্তাপে গলে গেল।
মনেত ন ভায—মনে লাগে না বা পছন্দ হয় না।
সূর—সূর্য ;
পঞ্চনগ—পাঁচরত্ন।
বেভার—যৌতুক।
জুয়ায়—যোগ্য বা উচিত

মন্তব্য : বিংশ স্তবকের অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগ। কেবল স্তবক শেষে আলাউদ্দীনের উক্তিটি অনুবাদে রূপান্তরিত। দোহা অংশটি অনুবাদে নেই। একবিংশ স্তবকে মূলে পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে, যথা হংস, অমৃত, পরশ পাথর, শার্দূল এবং রাজপক্ষী। অনুবাদে এর পরিবর্তে পঞ্চরত্নের উল্লেখ আছে।

পিরিতে না দিলে কন্যা[1] হৈব হেন কর্ম্ম ।
প্রথমে লইতে যুক্ত[2] রত্নশেন মর্ম্ম ।।
শ্রীজা[3] নামে এক বিপ্র পরম চতুর ।
অতিবর কথেক[4] সংগ্রামে মহাষুর ।।
তার প্রতি ছোলতানে কবিল আদেস ।
সিগ্রে চিতাউরে তুমী কবিয়া প্রবেশ[5] ।।
রত্নসেন স্থানে গিয়া মাগহ পদ্মিনি[6] ।
সমুদ্র নৃপতি দিছে জেই পঞ্চমনি ।।
তোমা সঙ্গে[7] কন্যারত্ন পাঠাও[8] শত্তর ।
তার দেশ হোন্তে[9] আমী খণ্ডাইব কর ।।
দুওজ্জে ষুন্দরি[10] দিমু তার রাষ্য[11] তুল ।
ত্রিতিএ প্রশাদ[12] পাইব শঙ্জন[13] বহুল ।।
পিরিতে না দেএ জদি কহিও তাহারে ।
শয্য হউক[14] মোর শঙ্গে যুদ্ধ কবিবারে ।।
বুদ্ধি জদি থাকে তবে[15] শমপদ পাইবা ।
নহে মোর ক্রোধে তিলে[16] শর্ব্বনাস হৈবা ।।
পত্র দিয়া শ্রীজারে[17] জে সিগ্রে পাটাইল ।
তুরিত গমনে চিতাউর দেসে গেল ।।*

১ কৈন্যা ২ জোক্ত ৩ শ্রিজা ৪ কত্তুক ৫ তুরিতে চলিআ জাও চিতাওর দেস ৬ পদ্মিনি ৭ সনে ৮ পাটাউক ৯ হন্তে ১০ দোওজ্জে সোন্দরি ১১ কাঞ্জ ১২ সনমান ১৩ প্রসাদ ১৪ সৈজ্জ হোক ১৫ তার ১৬ ক্রোধানলে ১৭ পত্র লেখী শ্রিজাকে জে

* 'বা' পুথিতে এর পরবর্তী অতিবিক্ত কয়েকটি পংক্তি—

সাহার রাএবার বিপ্র দেসে আইল যুনি ।
আগুবারি নিতে আজ্ঞা দিল নৃপমনি ।।
নৃপতি আদেসে বহু সৈন্য চলি গেলা ।
বিপ্র পাসে গীআ সবে সম্বাসীআ দিলা ।।
নৃপতি সম্মুখে জদি সেই বিপ্র গেলা ।
উদ্দেসে প্রণামী সাহা ব্রিতান্ত পুছিলা ।।
বিপ্র বোলে রত্নসেন যুন আদি আন্ত ।
পত্র লেখী ছোলতানে মোকে পাটাইছন্ত ।।
এ বুলিআ বিপ্রবর পত্র দিলে আনি ।
চমকিত সোভাখণ্ড হৈল কানাকানি ।।

পিরিতে না দিলে কন্যা হইব হেন কর্ম ।
প্রথমে লইতে যুক্ত রত্নসেন মর্ম ।।
শ্রীজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর ।
অতি বড় কথক সংগ্রামে মহা শূর ।।
তার প্রতি ছোলতানে করিল আদেশ ।
ত্বরিতে চলিয়া যাও চিতউর দেশ ।।
রত্নসেন স্থানে গিয়া মাগহ পদ্মিনী ।
সমুদ্র নৃপতি দিছে যেই পঞ্চমণি ।।
তোমা সঙ্গে কন্যারত্ন পাঠাউক সত্বর ।
তার দেশ হোন্তে আমি খণ্ডাইব কর ।।
দুঅজে চান্দেরী দিমু তার রাজ্য তুল ।
তৃতীয়ে সম্মান পাইবা প্রসাদ বহুল ।।
পিরিতে না দেয় যদি কহিও তাহারে ।
সজ্জা হউক মোর সঙ্গে যুদ্ধ করিবারে ।।
বুদ্ধি যদি থাকে তবে সম্পদ পাইবা ।
নহে মোর ক্রোধানলে সর্বনাশ হইবা ।।
পত্র লেখি শ্রীজারে যে শীঘ্র পাঠাইল ।
ত্বরিত গমনে চিতউর দেশে গেল ।। (জা.২২)

শব্দার্থ টীকা ঃ শ্রীজা—মূলে পদ্মাবতে এর নাম সরজা
খণ্ডাইব কব—কর মুক্ত করব ।
দুঅজে—দ্বিতীয়ত

মন্তব্য ঃ দ্বাবিংশ স্তবকের অনুবাদের বিষয় অনেকখানি মূলানুগ । তবে মূলে সুলতানের দূতের নাম সরজা, সে সাপের চাবুক নিয়ে সিংহে চড়ে বেড়ায়, অনুবাদে সে হয়েছে ব্রাহ্মণ শ্রীজা । এছাড়া মূলে সুলতানের মৌখিক নির্দেশের বিস্তারিত বিবরণ নেই, অনুবাদে আছে শ্রীজার প্রতি বিস্তৃত নির্দেশ । মূলে আছে সংক্ষিপ্ত আদেশ পত্রলিপি । 'বা' পুথিতে শ্রীজার রায়বার প্রসঙ্গে যে অতিরিক্ত বিবরণ আছে তা মূলে না থাকায় বাহুল্য বিবেচনায় সম্পাদিত পাঠে বর্জন করা হল ।

বাদশাহ আক্রমণ খণ্ড

ন্প করে পত্র দিল চাহিল পাড়িয়া[১] ।
মেঘ প্রাএ রত্নশেনে উটীল গর্জ্জিয়া ।।
ষুনিয়া সিংগেব-শব্দ ডরাএ[২] মাতঙ্গ ।
কদাচিত সিংগ দেখী সিঙ্গ নহে[৩] ভংগ ।।
ভাল শাহা প্রিথিবির[৪] পতি স্তির চিত ।
পুরুশের[৫] নারি মাগে চঞ্চল-চরিত ।।
খিতিপাল জোগ্য হএ ধির স্তির জন[৬] ।
এ মত আরতি[৭] মাত্র খলের লক্ষন[৮] ।।
ইন্দ্র পাশে অপচরা থাকএ শদাএ ।
অন্য জনে[৯] কর্ণে ষুনে দেখীতে ন পাএ ।।
রমনি শহশ্র শোল[১০] গোপালে রমিল[১১] ।
নারদে মাগিয়া একজন ন পাইল ।।
জদি শীর[১২] মাগীত শত্তবে কাটী দিতোঁ ।
শাহার আদেশ হোন্তে মুখ ন ফিরাইতোঁ[১৩] ।।
কর্ন্নে ন শহএ হেন অজগ্য বচন[১৩] ।
ঘবের রমনি দেএ কাপুরুস জন ।।
বিপ্র বলি[১৫] মোর আগে কহসী কথন[১৬] ।
আনের পরান[১৭] ন রহিত এতক্ষন ।।

বিপ্রে বোলে হেন কায্যে[১৮] আইশে জেই জন ।
মরনের ভএ তার নাহি কদাচ্চন[১৯] ।।
মৃত্তু ডবে কথা ন কহিলে রাএবারে ।
পুরুসে[২০] অধম তাবে বলিএ সংশারে ।।
ইশ্বরের কায্যেত জাহার প্রাণ জাএ ।
তার ভাত্রিষুতে সতগুনে পদ পাএ ।।
একে রাএবাব আমি দুয়জে[২১] ব্রাহ্মণ ।
জশ পুন্য দুই আছে আমার বধন[২২] ।।
একদিন মৃত্তু আছে আবশ্য[২৩] মরিব ।
তথাপীহ তোমা কায্য[২৪] উচিত করিব ।।

১ পরিয়া ২ ডরাই ৩ সীঙ্গ না দে ৪ প্রিথিব্বির ৫ পুরুসের ৬ খেতি জৈগ্য ধির স্তির হএ নির্পজন ৭ আকৃতি ৮ লৈক্ষন ৯ আনজনে ১০ সংকা ১১ গোপালের ছিল ১২ সীর ১৩ নহে রাজ্জ ধন রত্ন ন মাগীল মত্ত ১৪ কর্ণ্যে ন ষুনএ জেই আজৈগ্য বচন ১৫ বিপ্র বোলে ১৬ কহোসী বচন ১৭ জিবন ১৮ কাজ্জ ১৯ নহে কদাচন ২০ পুরুস ২১ দোওজে ২২ বচন ২৩ আবৈশ্ব ২৪ তথাপী ইশ্বর কাজ্জ

নৃপকরে পত্র দিল চাহিল পাড়িয়া ।
মেঘপ্রায় রত্নসেন উঠিল গর্জিয়া ।।
শুনিয়া সিংহের শব্দ ডরায় মাতঙ্গ ।
কদাচিৎ সিংহ দেখি সিংহ নহে ভঙ্গ ।।
ভাল সাহা পৃথিবীর পতি স্থির-চিত ।
পুরুষের নারী মাগে চঞ্চল চরিত ।।
ক্ষিতিপাল যোগ্য হয় ধীর স্থির জন ।
এমত আরতি মাত্র খলের লক্ষণ ।।
ইন্দ্রপাশে অপ্সরা থাকয় সদায় ।
অন্যজনে কর্ণে শুনে দেখিতে না পায় ।।
রমণী সহস্র ষোল গোপালের ছিল ।
নারদে মাগিয়া একজন না পাইল ।।
যদি শির মাগিত সত্বরে কাটি দিতোঁ ।
সাহার আদেশ হোন্তে মুখ না ফিরাইতোঁ ।।
কর্ণে না সহয় হেন অযোগ্য বচন ।
ঘরের রমণী দেয় কাপুরুষ জন ।।
বিপ্র বলি মোর আগে কহসি কথন ।
আনের পরাণ না রহিত এতক্ষণ ।। (জা.১)

বিপ্রে বোলে হেন কার্যে আইসে যেই জন ।
মরণের ভয় তার নাহি কদাচন ।।
মৃত্যুডরে কথা না কহিলে রায়বারে ।
পুরুষ অধম তারে বোলয়ে সংসারে ।।
ঈশ্বরের কার্যেত যাহার প্রাণ যায় ।
তার ভ্রাতৃ সুতে শতগুণে পদ পায় ।।
একে রায়বার আমি দুয়জে ব্রাহ্মণ ।
যশপূর্ণ হইয়াছে আমার বচন ।।
একদিন মৃত্যু আছে অবশ্য মরিব ।
তথাপি ঈশ্বরকার্য উচিত করিব ।।

মন্তব্য ঃ প্রথম স্তবকের অনুবাদে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষণীয় । প্রথমত রাজার দম্ভোক্তিতে সিংহ-মাতঙ্গের প্রসঙ্গটি মূলে নেই, মূলে আছে ব্যাঘ্র-সিংহের প্রসঙ্গ । দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক দৃষ্টান্ত উপলক্ষে মূলের কংস-প্রসঙ্গটি অনুবাদে নারদ প্রসঙ্গে পরিবর্তিত । মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে রূপান্তরিত ।

পাছে ন চিন্তিয়া নৃপ কহ অনুচিত।
বিমর্শিয়া বুঝহ আপনা হিতাহিত ॥
নক্ষত্র[১] বিষ্টীত যুতিমন্ত নিসাকর।
ভাবি দেখ[২] কোণ মত ষুয্যের গোচর ॥
বিলম্ব নাহিক হৈতে ষুয্যের উদএ।
জাহার প্রচন্ড তাপে সংসার দহএ ॥
সাহার মণেত জদি ক্রোধ[৩] উপর্জিব।
প্রশ্বত উফারি তিলে[৪] সমুদ্র ভরিব ॥
চিতাউর গর গর্ব্ব জেবা কর মনে।
ধুলি হৈয়া উরিবেক শাহা দরসনে[৫] ॥
জাহার ইঙ্গিতে গীরি সিন্দু হএ এক।
অনুচিত তার শংগে[৬] বাক্য[৭] অতিরেক ॥
মনের শ্রবনে নৃপ[৮] ষুন মোর কথা।
আপনার সর্ব্বনাশ না কর শর্ব্বথা ॥
শহজে ব্রাহ্মন আমি চাহি তোমা হিত।
শাহা আংগা ভঙ্গ না করিও কদাচিত ॥
চিতাউর হোন্তে শাহা[৯] খন্ডাইব কর।
দুয়জে চন্দ্রিরে দিব এ রায্য দোসর[১০] ॥
কোণ কার্য্য জগ্য পদ্মামিনি[১১] এক দাসি।
পরিবার শহিতে আপনা প্রাণ আশী[১২] ॥
আর বহু শর্য্যা ন[১৩] পাইবা নরপতি।
জেই রায্য মা মাগ দিয়া পুরাইব মতি[১৪] ॥
(পরিবার শহিতে আপনা প্রান নাশী[১৫]।
কোণ কার্য্যে পদ্মামিনি[১৬] জোগ্য এক[১৭] দাশী ॥)*

নৃপে বোলে বিপ্র জাতি প্রাণের কাতর।
তাহার কারনে কহ এ মত উত্তর ॥
ঘরের রমনি দিয়া সমপদ শয্যান[১৮]।
এ মত ইশ্বর কোনে অধম অংগান[১৯] ॥
বল গিয়া[২০] তুরুকেরে না কর বিলম্ব।
জথ শক্তি থাকে আইশউক রনারম্ভ ॥

১ নৈক্ষত্র ২ দুজ ৩ কোণ্ধ ৪ পর্ব্বত করিআ য়েনু ৫ সাহার দ্রসনে ৬ সঙ্গে ৭ বাক্ক ৮ সাহা ৯ তোমা ১০ দোঅজে চন্দ্রানি দেস সমস্বর ১১ পাদ্মিনি ১২ নাসী ১৩ সম্মান ১৪ পুরিব আরতি ১৫ পরিবার সম্পদ কে জাইবেক নাসী ১৬ পদ্মিনি ১৭ একজন ১৮ সম্মান ১৯ এ মত ইচ্ছিব কনে অদম য়ংগান ২০ বোল গীআ *দ্বিরুক্ত চরণ

পাছে না চিন্তিয়া নৃপ কহ অনুচিত।
বিমর্শিয়া বুঝহ আপন হিতাহিত ॥
নক্ষত্র বেষ্টিত জ্যোতিষ্মন্ত নিশাকর।
ভাবি দেখ কোন মত সূর্যের গোচর ॥
বিলম্ব নাহিক হৈতে সূর্যের উদয়।
যাহার প্রচণ্ড তাপে সংসার দহয় ॥
সাহার মনেত যদি ক্রোধ উপজিব।
পর্বত উপাড়ি তিলে সমুদ্র ভরিব ॥
চিতউর গড় গর্ব যেবা কর মনে।
ধুলি হই উড়িবেক সাহা দরশনে ॥
যাহার ইঙ্গিতে গিরি সিন্ধু হয় এক।
অনুচিত তার সঙ্গে বাক্য অতিরেক ॥
মনের শ্রবণে নৃপ শুন মোর কথা।
আপনার সর্বনাশ না কর সর্বথা ॥
সহজে ব্রাহ্মণ আমি চাহি তোমা হিত।
সাহা-আজ্ঞা ভঙ্গ না করিও কদাচিত ॥
চিতউর হোন্তে সাহা খণ্ডাইব কর।
দুয়জে চান্দরী দিব এ রাজ্য দোসর ॥
কোন কার্যযোগ্য পদ্মিনী এক দাসী।
পরিবার সহিতে আপন প্রাণ নাশি ॥
আর বহু সম্মান পাইবা নরপতি।
যেই রাজ্য মাগ দিয়া পুরিব আরতি ॥ (জা. ২)

নৃপ বোলে বিপ্র জাতি প্রাণের কাতর।
তাহার কারণে কহ এমত উত্তর ॥
ঘরের রমণী দিয়া সম্পদ সম্মান।
এমত ইচ্ছিবে কোন অধম অজ্ঞান ॥
বল গিয়া তুরুকেরে না করে বিলম্ব।
যত শক্তি থাকে আইসউক রণারম্ভ ॥

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদের শেষাংশ যথাসম্ভব মূলানুগ, কিন্তু প্রথমাংশে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে। মূলে সুলতানের দূত রূপে সরজার গর্বিত ভাব আছে, অনুবাদে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের পরামর্শদাতার মনোভাব। অনুবাদের প্রথম-দিকে কিছু সংযোজনও লক্ষণীয়। প্রভুকার্যে দৌত্য করতে গিয়ে নিহত হলে ভ্রাতা বা পুত্রের শতগুণ শ্রেষ্ঠ পদ-পুরস্কারের কথা মূলে নেই, এটা কি রোসঙ্গ রাজসভার অভিজ্ঞতা?

পদ্মিনির শ্রধা হৈলে জাউক সিংগলে।
যুদ্ধ শ্রধা হৈলে এথা আইশউক বলে[১] ॥
কালি জদি আসিবারে শ্রধা থাকে মনে।
কহিয় আইসক[২] আজি আমার বচনে ॥
চিতাউর গর মোর যুমেরু যুসর[৩]।
কার প্রানে লাঘিবেক[৪] ভোবন[৫] ভিতর[৬] ॥

পলটী[৭] আইল শ্রিজ শার বিদিত।
পদুত্তর বচন কহিল জথচিত[৮] ॥
যুনি ক্রোধে[৯] জলিয়া উটীল ছোলতান।
প্রচন্ড কিরন জেন নিদাগের ভাব[১০] ॥
ক্রোধ হই বলিলেন্ত প্রচন্ড প্রতাব[১১]।
এই খুদ্র শীন্দু[১২] জদি আগ্গা নহি গানে।
প্রিথিবিতে মোরে ডরাইব কোণ জনে[১৩] ॥
আমার চরিত্র[১৪] শবে জানে ভালে ২।
পিপিলিকা পাখ হএ মরিবার[১৫] কালে ॥
আদেশীল ছোলতানে ক্রোধ[১৬] করি অতি।
শর্য্য হএ চিতাউরে চল[১৭] শাগ্র গতি ॥

জথেক উমরাগণ আছে নানা দেশে[১৮]।
অতিশীগ্রে শকল আইশক মোর পাসে[১৯] ॥
পত্র লই[২০] ধাবা পাটাইল চারি ভিতে।
নানা দেশ হোন্তে জথ[২১] উমরা আনিতে ॥
বাজাই চলিল সাহা[২২] মনে করি রোশ।
প্রথমের পয়ান হইল ত্রিশ কোশ[২৩] ॥
চিতাউর শমুখে টাইল নব গীরি[২৪]।
আম্বর[২৫] মন্ডলি হইল শর্ব্ব শন্য[২৬] ভরি ॥
অতি উগু[২৭] শাহার আমপকে[২৮] দলাদল।
হিংগুল পর্ব্বত জিনি উদংগ[২৯] উঝল ॥
শেই মোহানবগীরি জবে উর্দ্ধ করে।
উপরে উটীয়া বান্দে[৩০] শতে ২ নরে ॥

১ আইসক সকালে ২ আসীতে ৩ সুম্বর ৪ লংগিবেক ৫ ভুবন ৬ 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত দুপংক্তি—

একে ২ কথা জৈগ্য সকল কহিল।
ধনে বস্ত্রে সান্তসীআ বিপ্র পাটাইল ॥

৭ পলটীআ ৮ জথাচিত ৯ ক্রোধে ১০ বান ১১ পংক্তিটি অতিরিক্ত, 'বা' পুথিতে নেই। ১২ হিন্দু ১৩ প্রিথিম্বিতে মোহরে মানিব কন জনে ১৪ আটপ ১৫ মরনের ১৬ ক্রোধ ১৭ সাজ হও চিতাউব জাই ১৮ দেস ১৯ পাস ২০ দিআ ২১ সব ২২ জাত্রা করি চলে সাহা ২৩ লইল তিন কোস ২৪ চিতউর সাক্ষাতে টানাইল বর গীরি ২৫ ওমরা ২৬ সর্ব্ব সৈন্য ২৭ উগু অতি ২৮ আসক ২৯ উত্তংগ ৩০ থাকে

পদ্মিনীর শ্রদ্ধা হৈলে যাউক সিংহলে।
যুদ্ধ শ্রদ্ধা হৈলে এথা আইসউক বলে ॥
কালি যদি আসিবারে শ্রদ্ধা থাকে মনে।
কহিয় আইসক আজি আমার বচনে ॥
চিতউর গড় মোর সুমেরু সুসব।
কার প্রাণে লংঘিবেক ভুবন ভিতর ॥ (জা.৩,৫)

পলটি আইল শ্রীজা সাহার বিদিত।
পদুত্তর বচন কহিল যথোচিত।
শুনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল ছোলতান।
প্রচন্ড কিরণ যেন নিদাঘের ভান ॥
এই ক্ষুদ্র হিন্দু যদি আজ্ঞা নাহি মানে।
পৃথিবীতে মোরে ডরাইব কোন জনে ॥
আমাব চরিত্র সবে জানে ভালে ভালে।
পিপীলিকা পাখা হয় মরিবার কালে ॥
আদেশিলা ছোলতানে ক্রোধ করি অতি।
সাজ হও চিতউরে যাই শীঘ্রগতি ॥ (জা ৬)

যতেক উমরাগণ আছে নানা দেশে।
অতি শীঘ্রে সকল আইসক মোর পাশে ॥
পত্র লই ধাবা পাঠাইল চারিভিতে।
নানা দেশ হোন্তে যত উমরা আনিতে ॥
বাজাই চলিল সাহা মনে কবি বোষ।
প্রথমের পয়ান হইল ত্রিশ কোশ ॥
চিতউর সমুখে টানাইল নব গিরি।
অশ্বেব মন্ডলী হৈল সর্ব সৈন্য ভরি ॥
অতি উচ্চ সাহার তাম্বুলী দলাদল।
হিংগুল পর্বত জিনি উত্তুংগ উজ্জ্বল ॥
সেই মহানর্ভাগিরি যবে উর্ধ্ব করে।
উপরে উঠিয়া বান্ধে শতে শত নরে ॥

মন্তব্য ঃ মূলের তৃতীয় ও পঞ্চম স্তবকের সারাংশটুকু নিয়ে বর্তমান অনুবাদ স্তবকটি রচিত। মূলের পৌরাণিক (অর্জুন) ও ঐতিহাসিক (সেকেন্দার শাহ) দৃষ্টান্তগুলি বাদ দিয়ে অনুবাদে মূল বক্তব্যটুকু মাত্র গৃহীত। রাজার প্রত্যুত্তর স্তবের মাঝখানে চতুর্থ স্তবকে সবজার উক্তিটি অনুবাদে বর্জিত। ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে ইহুদীরাজ সুলেমানের প্রসঙ্গ আছে অনুবাদে তা বর্জিত। মূলের দাহা অংশে আলাউদ্দীনের রণথম্বোর জয়ের ঐতিহাসিক ইঙ্গিতটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। অপর দিকে অনুবাদে ক্রুদ্ধ সুলতানের সঙ্গে মধ্যাহ্ন সূর্যের উপমাটি মূলানুগ হলেও চিতোর-রাজ প্রসঙ্গে সুলতানের মন্তব্য 'পিপীলিকা পাখা হয় মরিবার কালে' মূল বহির্ভূত এবং বঙ্গীয় প্রবচনের অন্তর্গত।

তারে[১] বেরি শন্য[২] ভরি বস্ত্র গ্রহমএ।
গগন মন্ডল ভরি জেন মেঘচএ[৩] ॥
শন্দাকাল[৪] দেখী জেন পশ্চিমের ঘন।
নানা বন্ন ধরে লাগি[৫] সুয্যের কিরণ ॥
শেই স্থানে তিনদিন বিশ্রাম করিলা।
হস্তি ঘোরা অস্ত্র শন্য[৬] আসিয়া মিলিলা ॥
শত সংখ্যা[৭] বাছি সব করিছে প্রধান।
বিংশতি শহশ্র হস্তি পর্ব্বত প্রমান ॥
লোহ অরক্ষক আর[৮] জগমগ্ন জুতি।
দুরে থাকি দেখে জেন আইশে মেঘপাতি[৯] ॥
গজপদভরে খিতি[১০] করে টলমল।
ন সহে মকটে ভর[১১] হৈতে চাহে তল ॥
শরির গন্দ পাইলে[১২] করি কুল ধাএ।
চক্ষে আন্দিআরি দিযা[১৩] রাখন্ত শদাএ ॥

নানা বন্নে নানা যুতি[১৪] তুরঙ্গ তুখার।
উত্তকা[১৫] কাঁজিম শঙ্গে[১৬] স্রীত শোভাকার ॥
হিরার হাজার মেখি শুবন্ন[১৭] জিরাই।
চলিতে চরন জেন ন পরসে মই।
এরাকি তুরকি কশ্চিম জর্ক চুতাজি[১৮]।
আরবি ভোথার[১৯] রুমী আর হুবমুজি[২০] ॥
পঞ্চকলে আনচলে মমছি চৌধর[২১]।
ছমুন্দ আরকলি লকুম একেহর[২২] ॥
বোরথি কুশংকি আর লোকলা পিলঙ্গ[২৩]।
যুরখম অবরস কুরঙ্গ ২[২৪] ॥
নানা বন্নে তুরি কারি[২৫] অশ্ব বাউ গতি।
আরুহন মাত্র হএ রিস জোক্ত অতি ॥*

১ তার ২ সৈন্য ৩ মেঘ ছএ ৪ সৈন্দ্যকালে ৫ নানা বর্ণ্যে লাগীআছে ৬ সৈন্য ৭ সত সৈক্ষা ৮ মোহামএ ব্রহ্মা অঙ্গা ৯ দুরে থাক আইসে জেন দেখে মেঘপতি ১০ খেতি ১১ না সহন্ত মোহাভার ১২ কেসরির গন্ধে পাই ১৩ চৌক্ষ আন্ধিআরি দিআ ১৪ জাতি ১৫ উর্ধ্বকা ১৬ অঙ্গে ১৭ সোবৈন্য ১৮ এবাকি কসমীরি আর হিন্দী চৌতাজি ১৯ বোখারি ২০ হরমুজি ২১ পঞ্চকালে যানল মগচি তৈচাধর ২২ যুমন্ত আকবব নিলা কুমএ নেহর ২৩ বরথীগ সাঙ্গী আর নৈকালা পীলঙ্গা ২৪ যুরথম আর রস কুবঙ্গ যুরঙ্গা ২৫ করি * স্তবকটিব অনেক অংশ দুর্বোধ্য।

তারে বেরি সৈন্য ভরি বস্ত্র গিরিময়।
গগন মণ্ডল ভরি যেন মেঘচয় ॥
সন্ধ্যাকাল দেখি যেন পশ্চিমের ঘন।
নানা বর্ণ লাগিয়াছে সূর্যের কিরণ ॥
সেই স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিলা।
হস্তী ঘোড়া অস্ত্র সৈন্য আসিয়া মিলিলা ॥
শত সংখ্যা বাছি সব করিছে প্রধান।
বিংশতি সহস্র হস্তী পর্বত প্রমাণ ॥
লৌহ আরক্ষক অঙ্গে জগমগ জ্যোতি।
দূরে থাকি দেখে হেন আইসে মেঘপতি ॥
গজপদভারে কবে ক্ষিতি টলমল।
না সহন্ত মহাভার হইতে চাহে তল ॥
কেশরীর গন্ধ পাইলে করীকুল ধায়।
চক্ষে আন্ধিয়ারি দিশা রাখন্ত সদায় ॥ (জা. ৭)

নানা বর্ণে নানা জ্যোতি তুরঙ্গ তুখার।
উত্তম কাজম অঙ্গে সুজি শোভাকার ॥
হীরার হাজার মেকি সুবর্ণ জিরাই।
চলিতে চরণ যেন না পরশে মহী ॥
ইরাকী কাশ্মিরী আর হিন্দি চৌতাজি।
আর্বি বোখারি রুমি আর হরমুজি ॥
পঞ্চমাল আনচাল মমছি চৌধর।
সমন্দ আরকলি লকুম একহর ॥
বুলাকী মুশকী আর নুকরা পিলঙ্গ।
সুরকম আর সব সুরঙ্গ তুরঙ্গ ॥
নানা বর্ণে তুরিকারি অশ্ব বায়ুগতি।
আরোহণ মাত্রে হয় রিসযুক্ত অতি ॥ (জা. ৮)

মন্তব্য : সপ্তম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিস্তৃত। মূলের দোহা অংশে আছে পঙ্গপালতুল্য সৈন্যদের ধাবমানতা। অনুবাদে তা সিংহভীত হস্তীযূথের ছোটাছুটিতে পরিণত। মূলের অষ্টম স্তবকটি অশ্ব-তালিকা। অনুবাদটি মূলানুগ হলেও এখানে এমন কিছু অশ্বের নাম আছে যা মূলে নেই। আবার মূলের অনেক অশ্বনামও অনুবাদে বাদ গেছে। সংযোজিত অশ্বনামগুলি কবি আলাওলের ব্যক্তিগত জীবিকার অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত।

লক্ষ সঙ্গে[১] কামান চলিল অষ্টধাতি।
এক ২ কাছি[২] চলে লক্ষ[৩] ২ হাতি ॥
শতে ২ মনের[৪] এক ২ পিব।
নিশ্বাষ[৫] ছারিতে মরে লক্ষ কোটী[৬] জিব ॥
উঞ্চ নিচ নন্দি বন বেহর দুর্ক্কম।[৭]
চলিল শকল পন্ত করি এক শম ॥

শাহার গমন কথা ষুনিয়া বিসেসে।
জথেক উমরাগণ আছে দেশে২ ॥
নিদ্রাকালে গৃহে জেন লাগিল আনল।
তেহেন চমকি উটী চলিল শকল ॥
পশ্চিমে[৮] খান্দার পুর্ব্বে[৯] কাণরূপ বঙ্গ[১০]।
উত্তরে নেপাল সিমা দক্ষিনে তেলঙ্গ ॥
তিনশত শষ্টী চুবা[১১] শাহা অধিকারি।
প্রতি চুবা[১২] প্রতি এক পঞ্চম হাজারি ॥
তার শঙ্গে আছে বহু ওমরার গন।
মাজে ২ নৃপকুল ন জাএ কহন ॥
একবার সর্ব্বজন চলিল শত্তর।
শকলে চাহএ পুনি[১৩] আগে ভেটীবার ॥
ভুমিকম্প শম প্রিথিবিত[১৪] হৈল হুল।
আশীয়া মিলিল সব ওমরার কুল[১৫] ॥
চতুর্দ্দিগে পুয়[১৬] জেন বরিসার জল।
সমুদ্রে[১৭] আশীয়া সিগ্রে মিলিল শকল ॥

পাট হোন্তে ছোলতান জবে নিশ্বরিল।
ষুনিয়া নৃপতিকুল অন্তরে কা কাম্পিল[১৮] ॥
ন জানি কথাত শাজি[১৯] জাএ দিল্লিশ্বর।
চিন বাসি নৃপকুল মনে পাইল ডর ॥[২০]

১ লৈক্ষ সঙ্কা ২ খাঁছি ৩ সতেই ৪ সতে ২ মণ দারু ৫ নিস্ব্যাস ৬ লৈক্ষ কটী ৭ উঞ্চ নিঞ্চ নদি ভার বান্ধের ধুম ২ ৮ পঞ্চমে ৯ পুরে ১০ ভঙ্গ ১১ ষুবা ১২ ষুবা ১৩ হৈতে ১৪ ভুমিকম্প মান জেন ১৫ ওমরা বহুল ১৬ পুর্ণ্যে ১৭ সমুকে ১৮ কম্পমান হৈল ১৯ চলি ২০ চিন য়াদি নৃপ সবে মনে ভাসে ডর

লক্ষ সংখ্যা কামান চলিল অষ্টধাতি।
এক এক খোঁচ চলে লক্ষ লক্ষ হাতি ॥
শতে শতে মণ দারু এক এক পীব।
নিঃশ্বাস ছাড়িতে মরে লক্ষ কোটি জীব ॥
উচ্চ নীচ নদী বন বিহড় দুর্গম।
চলিল সকল পন্থ করি এক সম ॥ (জা.১৮)

সাহার গমন কথা শুনিয়া বিশেষে।
যতেক উমরাগণ আছে দেশে দেশে ॥
নিদ্রাকালে গৃহে যেন লাগিল আনল।
তেহেন চমকি উঠি চলিল সকল ॥
পশ্চিমে খান্দার পূর্বে কামরূপ বঙ্গ।
উত্তরে নেপাল সীমা দক্ষিণে তেলঙ্গ ॥
তিনশত ষষ্ঠী সুবা সাহা অধিকারী।
প্রতি সুবা প্রতি এক পঞ্চম হাজারি ॥
তার সঙ্গে আছে বহু উমরার গণ।
মাঝে মাঝে নৃপকুল না যায় কহন ॥
একবারে সর্বজন চলিল সত্বর।
সকলে চাহয় পুনি আগে ভেটিবার ॥
ভূমিকম্প সম পৃথিবীত হৈল হুল।
আসিয়া মিলিল সব উমরার কুল ॥
চতুর্দিকে পূর্ণ যেন বরিষার জল।
সমুদ্রে আসিয়া শীঘ্রে মিলিল সকল ॥ (জা.১০)

পাট হোন্তে ছোলতান যবে নিঃসরিল।
শুনিয়া নৃপতিকুল অন্তরে কাম্পিল ॥
না জানি কোথাত সাজি যায় দিল্লীশ্বর।
চিহ্ন বাসি নৃপকুল মনে পাইল ডর ॥ (জা.১২)

শব্দার্থ টীকা : অষ্টধাতি—অষ্টধাতু। দারু—বারুদ, মূলে দাবু। বিহড়—কণ্টকময়, মূলে বীহড়। খান্দার—কান্দাহার। উমরা—ওমরাহ, মূলে উমরা। তেলঙ্গ—অন্ধ্র। সুবা—আকবরের আমলে কয়েকটি সরকার বা জেলা নিয়ে একটি সুবা বা প্রদেশ গঠিত হত। ভেটিবারে—পৌঁছাতে। হুল—হুলস্থূল।

নবম স্তবকটি অনুবাদে বর্জিত। মূলের নবম স্তবকের পরিবর্তে অষ্টাদশ স্তবকটি অনুবাদে এগিয়ে এসেছে। দশম স্তবকের অনুবাদে নানাপ্রকার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। মূলের ঐতিহাসিক স্থাননামগুলির অধিকাংশই অনুবাদে নেই। অনুবাদে আলাউদ্দীনের রাজ্যসীমা উক্ত হয়েছে। এছাড়া অনুবাদে যে দুটি উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে যথা—'ঘরে আগুন লাগা' এবং 'সমুদ্রে বর্ষার জল এসে পড়া'—এও নতুন সংযোজন।

ধন্য[1] ২ ছোলতান হিন্দুস্থান পতি ।
জার শব্দে কম্পমান[2] সব বসুমতি ॥
ত্রিসকোস চলে নিত্ত সত্তর[3] গমনে ।
পাছের কটক আসি মিলে পঞ্চদিনে ॥
নব লক্ষ[4] আসোআর নানা অস্ত্রধারি ।
ওন্ট গারি খাচর[5] লেখীতে কথ পারি ॥
আর বার হএ দশ শহশ্র কুঞ্জর ।
জোগল[6] কামান এক হস্তির উপর ॥
বর ২ কামানের গারি পাতি ২ ।
এক ২ টানি চলে সতে ২ হাতি ॥[7]

রত্নসেন স্থানে দুতে কহিল আশীআ ।[8]
শাজি আইসে তুরুকে অশংক শন্য সৈয়া[9] ॥
হস্তি ঘোরা ওন্ট খাচরেব[10] নাহি লেখা ।
পদাতি জথেক[11] আইশে[12] কোনে জানে শংখ্যা[13] ॥*

ধন্য ধন্য ছোলতান হিন্দুস্থান-পতি ।
যার শব্দে কম্পমান সব বসুমতী ॥
ত্রিশ ক্রোশ চলে নিত্য সত্বর গমনে ।
পাছের কটক আসি মিলে পঞ্চদিনে ॥
নব লক্ষ আসোয়ার নানা অস্ত্রধারী ।
উষ্ট্র গাধা খচ্চর লেখিতে কত পারি ॥
আর বার হয় দশ সহস্র কুঞ্জর ।
যুগল কামান এক হস্তীর উপর ॥
বড় বড় কামানের গাড়ি পাতি পাতি ।
এক এক টানি চলে শতে শতে হাতি ॥ (জা.১১)

রত্নসেন স্থানে দুতে কহিল আসিয়া ।
সাজি আইসে তুরুক অসংখ্য সৈন্য লইয়া ॥
হস্তী ঘোড়া উষ্ট্র খচ্চরের নাহি লেখা ।
পদাতি যতেক আইসে কোনে জানে সংখ্যা ॥

১ ধৈন্য
২ জাহার সবদে কাম্পে
৩ সত্তের
৪ লৈক্ষে ২
৫ উট গাদা খচ্চর
৬ যুগল
৭ 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
অনন্ত অলেখা সৈন্য সম্পাতি সাজিয়া ।
দিল্লিশ্বর চলে চিতাউর উদ্দেসীআ ॥
৮ রত্নসেন স্থানে চরে কহিলেক গীআ
৯ সাজি আইল তুরুক অক্ষএ সৈন্য লইআ
১০ ওঁট খচ্চরের
১১ কথেক
১২ আছে
১৩ সৈখা
* এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
রত্নসেন আগে চরে জদি নিবেদিলা ।
শুনিআ সাহার গতি গ্রাসজোক্ত হৈলা ॥

শব্দার্থ টীকা : পাছের কটক—পিছনের সৈন্য
আসোয়ার—অশ্বারোহী
কুঞ্জর—হাতী
পাতি পাতি—সারি সারি

মন্তব্য : মূলের দ্বাদশ স্তবকটি অনুবাদে মাত্র চারটি পংক্তিতে সংক্ষিপ্ত । মূলে যে সব ঐতিহাসিক দুর্গের নাম আছে তা জায়সীর সমকাল চেতনার পরিচয় বহন করে । আলাওল তাঁর অনুবাদে ইতিহাসের তথ্যগুলিকে বর্জন করে সাধারণ বিবরণ দিয়েছেন মাত্র । একাদশ স্তবকের অনুবাদও ঠিক মূলানুসারী নয় । আরম্ভাংশের মূলানুগত্য সত্ত্বেও মূলে যেখানে সৈন্য-বর্ণনায় সৈন্যদের বৈচিত্র্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অনুবাদে সেক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যার উপরে । কামানের প্রসঙ্গটি মূলের বর্তমান স্তবকে নেই । এছাড়া অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলের পারম্পর্যও লঙ্ঘিত হয়েছে ।

রত্নসেনে শুনিয়া চিন্তিত হৈল মনে[১] ।
পাটাইল দূত জথ[২] হিন্দু নৃপ স্থানে ॥
আমারে[৩] পদবি দিছ তোমারা সকল ।
বিনি দোসে তুরুকে করিতে[৪] আইসে বল ॥
সমুদ্র বান্দিয়া কোনে[৫] রাখিবারে পারে ।
কুলধর্ম্ম চাহিয়া ইশ্চিল[৬] মরিবারে ॥
জাতি ভাতি[৭] হও জদি সোহাএ আমার ।
তোমার বরাই মাত্র কি বলিব[৮] আর ॥*
একদিন মত্যু আছে নাহিক শংশএ ।
শখা করি[৯] মরিলে শংশারে কির্ত্তি রহে[১০] ॥
কুল ন স্মরিয়া জদি আমা ভাব ভিন ।
সকলের উপরে আছয় এই[১১] দিন ॥
জারে জেই ইশ্ছা হএ তুরুকে করিব ।
হিন্দু নাম জথ আছে মহও টুটীব ॥
সিল অনুক্রমে আমি পাটাইল পাতি[১২] ।
সতির মরণ কালে স্বামি মাত্র শাথি[১৩] ॥

রত্নসেন পত্র হিন্দু নৃপগনে পাইয়া ।
সসন্য[১৪] শাজিয়া সিগ্রে মিলিল আসিয়া ॥
সাহার সেবাএ জথ হিন্দ[১৫] নরপতি ।
একত্রে মিলিল সবে[১৬] হৈয়া[১৭] একমতি ॥
শাহার শাক্ষাতে খেতি পরসীয়া ভালে[১৮] ।
ভক্তিভাবে নিবেদএ নৃপতি সকলে[১৯] ॥

১ তবে রত্নসেন রাজা চিন্তি নিজ মনে ২ সব ৩ আমাকে ৪ করিআ ৫ কনে ৬ চাহি আইসহ ৭ ভাবি ৮ বুলিব ৯ সাহাসীক ১০ কৃতি রএ ১১ এক ১২ অনুক্রমে আমী পাটাইল পাতি ২ : ১৩ সাতি ১৪ সসৈন্যে ১৫ হিন্দু ১৬ আসী ১৭ হই ১৮ সাহার সাক্ষাতে আসী খেতি পরসীআ ১৯ ভক্তিভাবে নিবেদিল সাহা সম্বুদিআ
* এরপর হাবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

তুমি আমি হিন্দু জাতি অল্প পরাণ ।
ভুমিপাল হই করে লোভত অজ্ঞান ॥

রত্নসেন শুনিয়া চিন্তিত হৈল মনে ।
পাঠাইল দূত যত হিন্দুনৃপ স্থানে ॥
আমারে পদবী দিছ তোমারা সকল ।
বিনাদোষে তুরুকে করিতে আইসে বল ॥
সমুদ্র বান্ধিয়া কোনে রাখিবারে পারে ।
কুলধর্ম চাহিয়া ইচ্ছিল মরিবারে ॥
জাতি ভাবি হও যদি সহায় আমার ।
তোমার বড়াই মাত্র কি বলিব আর ॥
একদিন মৃত্যু আছে নাহিক সংশয় ।
সাহসিক মরিলে সংসারে কীর্তি রয় ॥
কুল না স্মরিয়া যদি আমা ভাব ভিন ।
সকলের উপরে আছয় এই দিন ॥
যারে যেই ইচ্ছা হয় তুরুকে করিব ।
হিন্দু নাম যত আছে মহত্ব টুটিব ।
শীল অনুক্রমে আমি পাঠাইল পাতি ।
সতীর মরণকালে স্বামী মাত্র সাথী ॥ (জা.১৩)

রত্নসেন-পত্র হিন্দু নৃপগণে পাইয়া ।
সসৈন্য সাজিয়া শীঘ্র মিলিল আসিয়া ॥
সাহার সেবায় যত হিন্দু নরপতি ॥
একত্রে মিলিল সবে হইয়া এক মতি ।
সাহার সাক্ষাতে ক্ষিতি পরশিয়া ভালে ।
ভক্তিভাবে নিবেদয় নৃপতি সকলে ॥

শব্দার্থ টীকা : পদবী—সম্মান
বড়াই—গৌরব
পাতি—পত্র

মন্তব্য : ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদ বিস্তৃত হয়েও অনেকখানি মূলানুগত। কিন্তু মূলে রত্নসেনের পত্রলিপিতে যে বৈদগ্ধ্য আছে অনুবাদে তা হিন্দুয়ানির ঘোষণায় চাপা পড়েছে। মূলের দোহা অংশের সতী প্রসঙ্গটি অনুবাদে থাকলেও পানের উপমাটি বাদ গেছে। এছাড়া মূলে প্রথমেই চিতোর ও কুম্ভলনের দুর্গের মধ্যে যে স্থিমেরু-ব্যবধানের তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত আছে, অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

দিল্লির ইশ্বর তুমি সংসার পালক ।
প্রিথিবির[১] নৃপকুল তোমার সেবক ॥
আমি সব মধ্যে শ্রিষ্টী চিতাউর রাজা[২] ।
পুশ্যেক্রমে হিন্দু সবে করে তার পুজা ॥
বিনি অপরাধে রোসাইলা ছোলতানে ।
পুরুস হইয়া নারি দিব কোণ[৩] মনে ॥
আমি সব সেবকেরে জদি কব ক্ষেমা[৪] ।
সংসার ভরিয়া রহে আমার[৫] মহিমা ॥
আমি সবে চাহিলা খেমিলে অপরাধ[৬] ।
হাশ্য[৭] মুখে দেও শাহা তাম্বুলে প্রশাদ[৮] ॥
সাহার[৯] লবনে মুখ নারি ফিরাইতে ।
কুলক্রম জাতিধর্ম্ম না পারি তেজিতে ॥
আণ্গা কর আমী চিতাউরে অনুশ্বরি ।
রত্নসেন সঙ্গ[১০] হইয়া সবে মরি ॥
হাশী দিল্লিশ্বরে সভানেরে দিলা পান ।
হও বস্ত্র দিলা[১১] বহুল সম্মাণ ॥
ধন্য ২ বলি[১২] বাখানিলা পুনি ২ ।
কুলের নিমিত্তে চাহ[১৩] তেজিতে পরানি ॥
জেই প্রভু আমারে করিছে খেতি পতি ।
তাহানে ভাবিএ[১৪] মনে আন নাহি গতি ॥
মুছলমান[১৫] জাতির মনেত করি আসা ।
কদাচিত না করিব হিন্দুর বরশা[১৬] ॥
দিন মোহাম্মদ[১৭] আছে মোর সিরে[১৮] ছত্র ।
তাহার প্রশাদে হৈব বিজএ সর্ব্বত্র ॥
এ বলি[১৯] বিদাএ দিলা হিন্দু নৃপগণ ।
সবে চলি গেলা রত্নসেনের শদন[২০] ॥

১ প্রিথিশ্বির ২ আমী সব মাঝে শ্রেষ্ট রত্নসেন রাজা ৩ কন ৪ খেমা ৫ তোমার ৬ অপরাদ ৭ হাস্য ৮ প্রসাদ ৯ জাহার ১০ সঙ্গতি ১১ দান কৈল ১২ ধেন্য ২ বলি ১৩ চাহে ১৪ তাহারে ভাবিআ ১৫ মোছলমান ১৬ ভরসা ১৭ মহম্মদী ১৮ সীর ১৯ বলি ২০ সাধন

দিল্লীর ঈশ্বর তুমি সংসার পালক ।
পৃথিবীর নৃপকুল তোমার সেবক ॥
আমি-সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিতউর রাজা ।
পুরুষানুক্রমে হিন্দু করে তার পূজা ॥
বিনা অপরাধে রোষাইলা ছোলতানে ।
পুরুষ হইয়া নারী দিব কোন মনে ॥
আমি সব সেবকেরে যদি কর ক্ষেমা ॥
সংসার ভরিয়া রহে তোমার মহিমা ॥
আমি সব চাহিলা ক্ষেমিলে অপরাধ ।
হাস্যমুখে দেও সাহা তাম্বুলে প্রসাদ ॥
সাহার লবণে মুখ নারি ফিরাইতে ।
কুলক্রম জাতিধর্ম না পারি ত্যজিতে ॥
আজ্ঞা কর আমি চিতউরে অনুসরি ।
রত্নসেন সঙ্গতি হইয়া সব মরি ॥
হাসি দিল্লীশ্বরে সভানেরে দিলা পান ।
হয় বস্ত্র দান কৈল বহুল সম্মান ॥
ধন্য ধন্য বলি বাখানিলা পুনি পুনি ।
কুলের নিমিত্ত চাহ ত্যজিতে পরানী ॥
যেই প্রভু আমারে করিছে ক্ষিতিপতি ।
তাহানে ভাবিয়ে মনে আন নাহি গতি ॥
মোছলমান জাতির মনেত করি আশা ।
কদাচিৎ না করিব হিন্দুর ভরসা ॥
দীন মোহাম্মদ আছে মোর শিরে ছত্র ।
তাহার প্রসাদে হইব বিজয় সর্বত্র ॥
এ বলি বিদায় দিলা হিন্দু নৃপগণ ।
সবে চলি গেলা রত্নসেনের সদন ॥ (স্তা. ১৪)

শব্দার্থ টীকা : দীন মহম্মদ— হজরত মহম্মদ

মন্তব্য : চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদের শেষাংশ মূলবহির্ভূত। বাদশাহী পান দেওয়া পর্যন্ত ঘটনাটি মূলানুগ, কিন্তু বিদায়ী রাজপুত-রাজাদের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীনের বিদায়-অভিভাষণটুকু আলাওলের নিজস্ব। বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ভরসা রেখে আলাউদ্দীনের হিন্দুর প্রতি কটাক্ষপাত মূলে একেবারেই নেই। এটা সুলতান আলাউদ্দীনের জবানীতে আলাওলের মন্তব্য কিনা ভেবে দেখার বিষয়।

চিতাউরে শাজিলেক[১] রত্নসেন রাএ।
জথ হিন্দু নরপতি মিলিল[২] তথাএ ॥

পর্ব্বত উপরে শেই চিতাউর গর।
বজ্র সিলে বান্দি কল্য[৩] অতি উচ্চতর ॥
বঙ্কিম উপরে ধিক[৪] কল্য অতি বঙ্গা।
লঙ্গিবারে কাজ[৫] নাহি দেখী লাগে শঙ্কা ॥
খণ্ডে ২ চৌখন্ড বুরুজ বহুতর।
বিশম[৮] কামান থুইল তাহার উপর ॥
অঙ্গুল প্রমান গর দিলেক মাটিআ[৯]।
পিপিলিকা শঞ্চরিতে[১০] ন পারে হাটীআ ॥
একেক কঙ্গুরা রক্ষ বন্দুকি শতেক[১১]।
ধনুকি কামানি[১২] জথ কহিব কথেক ॥
বজ্রশম কাষ্ঠ শিলা শত শংখ্যা মনি[১৩]।
শথানে ২ মাতোয়ালি টাঙ্গিলেক আনি ॥
ভক্ষ বস্তু[১৪] আনিআ থুইল রাশি ২।
বিংশতি বৎশর[১৫] খাইতে পারে ঘরে বশী ॥
দাবরু[১৬] গোলাগুলি শব অস্ত্র বহুতর।
পরিপুন্ন করি থুইল ঘরের[১৭] উপর ॥
রজনি প্রভাত[১৮] শম আগে জাগোআল।
শথানে ২ গান্দা ফিরে ডাকে ডাকোআল[২০] ॥
গম্ভির[২১] শবদে বাজে বহুল বাজন।
নানা মতে কল্য গরে[২২] শমপুন্ন শাজন ॥

১ সাজিলেক ২ মীলীল ৩ কৈল ৪ অতি ৫ সক্তি ৬ নাই ৭ সংকা ৮ বিসম ৯ কাটীআ ১০ পীপীলিকা সঞ্চারিতে ১১ একেক কাঙ্গুরা রক্ষি বন্দুকে সতেক ১২ কামান ১৩ বজ্রসীলা সম কাষ্ট সত সংকা মানি ১৪ ভৈক্ষবস্তু ১৫ বস্চর ১৫ দারু ১৭ গরের ১৮ দিবস ১৯ জাগে ২০ ঘন ২ হাংকারে ফিরএ নিসীপাল ২১ ঘরির ২২ গর কৈল

চিতউরে সাজিলেক রত্নসেন রায়।
যত হিন্দু নরপতি মিলিল তথায় ॥ (জা. ১৫)

পর্বতউপরে সেই চিতউর গড়।
বজ্রশিলা বান্ধি কৈল অতি উচ্চতর ॥
বঙ্কিম উপরে ধিক কৈল অতি বঙ্কা।
লঙ্ঘিবারে শক্তি নাহি দেখি লাগে শঙ্কা ॥
খণ্ডে খণ্ডে চৌখণ্ড বুরুজ বহুতর।
বিষম কামান থুইল তাহারউপর ॥
অঙ্গুলি প্রমাণ গড় দিলেক বাঁটিয়া।
পিপীলিকা সঞ্চরিতে না পারে হাঁটিয়া ॥
একেক কঙ্গুরা রক্ষী বন্দুকী শতেক।
ধনুকী কামানী যত কহিব কতেক ॥
বজ্রসম কাষ্ঠ শিলা শত সংখ্যা মানি।
স্থানে স্থানে মাতোয়ালি টাঙ্গিলেক আনি ॥
ভক্ষ্যবস্তু আনিয়া থুইল রাশি রাশি।
বিংশতি বৎসর খাইতে পারে ঘরে বসি ॥
বারুদ গোলাগুলি সব অস্ত্র বহুতর।
পরিপূর্ণ করি থুইল গড়ের উপর ॥
রজনী দিবস সম জাগে জাগোয়াল।
ঘন ঘন হাংকারে ফিরয় নিশিপাল ॥
গম্ভীর শবদে বাজে বহুল বাজন।
নানামতে কৈল গড়ে সম্পূর্ণ সাজন ॥ (জা. ১৬)

শব্দার্থ টীকা : বুরুজ—গম্বুজ
কঙ্গুরা—দুর্গশীর্ষ
মাতোয়ালি—উন্মত্ত হস্তী
জাগোয়াল—জাগ্রত প্রহরী
নিশিপাল—নৈশরক্ষী

মন্তব্য : পঞ্চদশ স্তবকের অনুবাদ দু-লাইনে সমাপ্ত। মূলে রাজপুত-সৈন্য বর্ণনার বিচিত্র রাজপুতজাতির যে উল্লেখ আছে এখানে তা নেই। ষোড়শ স্তবকের অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগ, কেবল দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

ক্রোধ করি[১] সাজিয়া চলিল ছোলতান।
দোলএ মন্দার[২] মেরু খেতি কম্পমান[৩] ॥
জেই মোহানন্দে[৪] ছিল হস্তির শণ্ডার[৫]।
অশ্ব ধাবাইয়া তাহে[৬] চলে অশ্ববার ॥
বনবৃক্ষ ন রহিল পষুর কি কথা।
শন্য[৭] মাজে শ্রান্ত[৮] পক্ষি পরে জথা তথা ॥
কর্ন্নে তালি লাগে ধুনি কর্ন্নালের শব্দ।
দুমদুমি নিসান বোলে[৯] রিপু হএ তব্দ ॥
অধ্বে উধ্বে[১০] ভরিল পরসি আন দিষ্টী।
লোহময় শমপুন্ন[১১] হইল সব শ্রিষ্টী[১২] ॥
দিন অন্দকার চক্র[১৩] বানের ছায়াএ।
চক্ষ[১৪] আর হৈলে হস্তি বিচারি[১৫] না পাএ ॥

এই মতে নিত্ত ২ করিতে পয়ান।
চিতাউর নিকটে আইল[১৬] ছোলতান ॥
ধরাহরে থাকিয়া দেখাএ সব রানি[১৭]।
বোলে ধন্য ২ জার হেণ ছোলতানি[১৮] ॥
কিবা ধন্য[১৯] রত্নশেন হেন মহারাজ।
জাহার কারনে হএ হেণ শন্য[২০] সাজ ॥

দেখীয়া অপার শন্য অতুল শাজন[২১]।
রত্নশেন যুক্তি করে লৈয়া নৃপগণ[২২] ॥
দেখহ তুরুক আশি[২৩] হইল[২৪] নিকট।
বির্মার্সি না কল্যে কর্ম্ম[২৫] পরিব শংকট[২৬] ॥

১ এথা ক্রোধে ২ মান্দর ৩ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
পর্ব্বত ভাঙ্গিআ পরে নন্দানন্দি ভরে।
ধুলি অন্দকার ঘুর না দেখি গোচরে ॥
রেণু হই প্রিথিব্বি উরিল এক খন্ড।
ধরনি সপ্তম হৈল অষ্টম ব্রহ্মাণ্ড ॥
৪ মহানদি ৫ সঞ্চার ৬ তবে ৭ সৈন্য ৮ শ্রমে ৯ দুমধুমির সব্দ এ জে ১০ আইধ্ধ উধ্ব ১১ লোহামএ সপুন্য ১২ সীষ্টী ১৩ হৈল ১৪ চোক্ষ ১৫ তাকাই ১৬ আসীল ১৭ নারি ১৮ ছোলতারি ১৯ ধৈন্য ২০ সৈন্য ২১ সৈন্য আতুল সাজন ২২ হিন্দুগন ২৩ সাজি ২৪ আসীল ২৫ কাজ ২৬ সংকট

ক্রোধ করি সাজিয়া চলিল ছোলতান।
দোলয় মন্দার মেরু ক্ষিতি কম্পমান ॥
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে নদনদী ভরে।
ধুলি অন্ধকার সুরে না দেখি গোচরে ॥
রেণু হই পৃথিবী উড়িল এক খণ্ড।
ধরণী ষষ্ঠম হৈল অষ্টম ব্রহ্মাণ্ড ॥
যেই মহানদী ছিল হস্তীর সঞ্চার।
অশ্ব ধাবাইয়া তবে চলে অশ্ববার ॥
বন বৃক্ষ না রহিল পশুর কি কথা।
সৈন্য মাঝে শ্রান্ত পক্ষী পড়ে যথাতথা ॥
কর্ণে তালা লাগে শুনি কর্ণালের শব্দ।
দুন্দুভি নিসান রোলে রিপু হয় স্তব্ধ ॥
উর্ধ্বে অধে ভরি না পরশে আন দৃষ্টি।
লোহময় সম্পূর্ণ হইল সব সৃষ্টি ॥
দিন অন্ধকার হইল বাণের ছায়ায়।
চক্ষু আঁধা হৈলে হস্তী বিচারি না পায় ॥ (জা. ১৭-২২)

এইমতে নিত্য নিত্য করিতে পয়ান।
চিতউর নিকটে আসিল ছোলতান ॥
ধরাহরে থাকিয়া দেখয় সব রাণী।
বোলে ধন্য ধন্য যার হেন ছোলতানি ॥
কিবা ধন্য রত্নসেন হেন মহারাজ।
যাহার কারণে হয় হেন সৈন্যসাজ ॥ (জা.২৩)

দেখিয়া অপার সৈন্য অতুল সাজন।
রত্নসেন যুক্তি করে লৈয়া নৃপগণ ॥
দেখহ তুরুক সৈন্য আসিল নিকট।
বিমর্শ না কৈলে কর্ম পড়িব সংকট ॥

শব্দার্থ টীকা : ধরণী ষষ্ঠম...অষ্টম ব্রহ্মাণ্ড—সাত খণ্ড ধরণীর ষষ্ঠ খণ্ড রইল এবং অবশিষ্ট খণ্ড আকাশে উড়ে গিয়ে অষ্টম ব্রহ্মাণ্ড হল। ফারদৌসীর শাহনামা থেকে এই অতিশয়োক্তি অলংকারটি জায়সী একবিংশ স্তবকে গ্রহণ করেছেন।
কর্ণালের শব্দ—ভেরী ধ্বনি। মন্দার মেরু—মন্দার ও সুমেরু পর্বত

মন্তব্য : মূলের সপ্তদশ স্তবক থেকে দ্বাবিংশ স্তবক পর্যন্ত সুলতানী অভিযানের বিস্তৃত আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা অনুবাদে একটিমাত্র স্তবকে সংক্ষিপ্ত। ত্রয়োবিংশ স্তবকটিও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশগুলি সর্বত্র বর্জিত।

ঘরের ভিতরে থাকি যুদ্দকর[১] জবে ।
বিরহের শ্যান বৈরি ন করিব তবে[২] ।।
বলিবেক ভএ পাই গরেত[৩] রহিল ।
দেখীয়া আম্মার দর্প[৪] কাতর হইল ।।
প্রথমে বাহির হৈয়া জুঝিতে[৫] উচিত ।
জয় পরাজয় মাত্র দৈব নিযুজিত ।।
প্রাণপন করি সবে যুদ্ধ করি চাহি[৬] ।
বিধি নশ[৭] কিবা জস কিবা যুর্গ পাই ।।
এই যুক্তি ভাবি আগ্গা কল্য নৃপবর[৮] ।
হস্তি ঘোরা সন্য শাজি চলিল শত্তর[৯] ।।
জথেক নৃপতি সব সশন্য[১০] সাজিল ।
রত্নশেন নিজ সন্য[১১] অগ্রগন্য[১২] হইল ।।
লোহময় ব্রহ্মঅস্ত্র[১৩] অশ্ব ২ বার ।
পোবন জিনিয়া গতি তুরংগ তুখার ।।
চলিল হস্তির ঠাট[১৪] জেন মেঘ চএ[১৫] ।
ময়মত্ব[১৬] সরিরে জিরাই লোহমএ ।।
শন্য[১৭] বাছি লৈল পঞ্চলক্ষ[১৮] আছোযার[১৯] ।
মত্তকরি লইলেক[২০] চতুর্থ হাজার ।।
লক্ষে ২ পদাতি চলিল[২১] রাজপুত ।
নানা অস্ত্রধারি শব বিক্রমে অদ্ভুত ।।
চারিদিগে[২২] জথ দুরে মিলি একবারে ।
মোহাবেগে[২৩] সকল চলিল যুঝিবারে[২৪] ।।
বাজয় দুমদুমি বহু[২৫] তরল নিশাণ ।
ভেউর কর্ন্নাল[২৬] সব্দে ভুমী কম্পমান ।।
অশ্বদল গজদল পদাতি বহুল ।
রাজা সব আদি শাজি চলে হিন্দুকুল ।।
রত্নের মুকুটী[২৭] সিরে রত্ন[২৮] বিরাজিত ।
নৃপতি শহশ্র শংখ্য[২৯] চলিল তুরিত ।।
ঢালি সবে ঢাল গাএ বাহু[৩০] পরে চারু ।
শতে ২ সানাই যুশ্বরে বাজি মারু[৩১] ।

১ করি ২ বির হেন জ্ঞান করি না বুলিব তবে ৩ ঘরেতে ৪ আমার দ্রপ ৫ যুজিতে ৬ চাই ৭ বসে ৮ নৃপমণি ৯ আইল বাহানি ১০ সপুন্য ১১ সৈন্য ১২ অগ্রগৈন্য ১৩ ব্রহ্মা সর ১৪ চলিলেক হস্তি টাট ১৫ মেঘছএ ১৬ সমতুল ১৭ সৈন্য ১৮ লৈক্ষ ১৯ রুম্ববার ২০ লৈল বাছি ২১ চারি ভিতে ২৩ মোহাজেগে ২৪ যুজিবারে ২৫ জথ ২৬ ভিউর কন্যাল ২৭ মুকুর ২৮ ছত্র ২৯ সহস্র সংকা ৩০ বারে ৩১ বাজে মেরু

গড়ের ভিতরে থাকি যুদ্ধ করি যবে ।
বীর হেন জ্ঞান করি না বুলিব তবে ।।
বলিবেক ভয় পাই গড়েত রহিল ।
দেখিয়া আমার দর্প কাতর হইল ।।
প্রথমে বাহিব হইয়া যুঝিতে উচিত ।
জয় পরাজয় মাত্র দৈব নিয়োজিত ।।
প্রাণপণ করি সবে যুদ্ধ করি চাই ।
বিধিবশ কিবা যশ কিবা স্বর্গ পাই ।।
এই যুক্তি ভাবি আজ্ঞা কৈল নৃপবর ।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সাজি চলিল সত্বর ।।
যতেক নৃপতি সব সসৈন্য সাজিল ।
রত্নসেন নিজ সৈন্য অগ্রগণ্য হইল ।।
লৌহময় ব্রহ্মঅস্ত্র অশ্ব দুশ্ববার ।
পবন জিনিয়া গতি তুরঙ্গ তুখার ।।
চলিল হস্তীর ঠাট যেন মেঘচয় ।
ময়মত্ত শরীরে জিরাই লৌহময় ।।
সৈন্য বাছি লইল পঞ্চলক্ষ আছোয়াব ।
মত্ত করী লইল বাছি চতুর্থ হাজার ।।
লক্ষে লক্ষে পদাতি চলিল রাজপুত ।
নানা অস্ত্রধারি সব বিক্রমে অদ্ভুত ।।
চাবিদিগে যত দূবে মিলি একবাবে ।
মহাবেগে সকল চলিল যুঝিবাবে ।। (জা. ২৪-২৬)
বাজয় দুন্দুভি বহু তরল নিসান ।
ভেউব কর্ণাল শব্দে ভূমি কম্পমান ।।
অশ্বদল গজদল পদাতি বহুল ।
রাজা সব আদি সাজি চলে হিন্দু কুল ।।
রত্নের মুকুট শিরে ছত্র বিরাজিত ।
নৃপতি সহস্র সংখ্যা চলিল তুরিত ।।
ঢালি সবে ঢাল গায় বাহুপরে চারু ।
শতে শতে সানাই সুস্বরে বাজি মারু ।। (জা. ২৭)

শব্দার্থ টীকা : তুখার—তুখোড়
জিরাই—বর্ম
আছোয়াব—অশ্বারোহী সৈন্য
ভেউর—ভেরী
কর্ণাল—বাদ্যবিশেষ
বাজিমারু—বাদক

মন্তব্য : চতুর্বিংশ স্তবকটির অনুবাদ মূলের তুলনায় কিছুটা পৃথক। বিশেষ করে রত্নসেনের যুক্তিগুলি মূলে অনুপস্থিত। এছাড়া মূলে যুদ্ধাশ্ব বর্ণনায় যে গুরুত্ব পেয়েছে অনুবাদে তা নেই। মূলে পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ স্তবকদুটি অশ্ব ও হস্তী বর্ণনা, অনুবাদে তা দুটি করে চরণে সীমাবদ্ধ। সপ্তবিংশ স্তবকটিও মূলের যথাযথ অনুসারী নয়। মূলে নক্ষত্রসহ চন্দ্র ও সূর্যের রূপকে রত্নসেন ও সুলতানের সসৈন্য সম্মুখীন হবার যে চিত্রটি বর্তমান অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

রাজা-বাদশাহ যুদ্ধ খণ্ড

এই মতে মোহাবেগে[১] হিন্দু সন্যাগন[২] ।
শাহার সমুখে সন দিল আসি রন[৩] ॥
শতে ২ কামান বন্দুক লাকে ২ ।
লেখা নাহি জথ সর পরে ঝাকে ২ ॥
শহস্রে ২ দম[৪] ছোটে চন্দ্রবান ।
হস্তি ঘোরা সন্য[৫] ভেদি করে খান ২॥
একবারে হৈল গোলাগুলি মোহাবিষ্টী[৬] ।
ধুম্র অন্দকার কিছু ন পরএ দৃষ্টী[৭] ॥
হস্তি ঘোরা আদি পরে[৮] লাখে ২ শন্য ।[৯] ।
খন্ড ২ হৈল জথ ছিল অগ্রগন্য[১০] ॥
শাহার ওমরাগনে[১১] ছিল আগুআন ।
জুদ্ধ[১২] পরিছিল সব হইয়া সাবদান ॥
আরবার হস্তি আনি সমুখে রাখিল ।[১৩]
গুলি তিরে[১৪] চন্দ্রবানে প্রিথিবি ভরিল ॥

ডাকোআলে ডাকিয়া কহিল সব বলে[১৫] ।
হেণ মতে যুদ্ধ আসি মিলে পুন্য ফলে[১৬] ॥
জিনিলে সারনি[১৭] আগে বহু মান্য[১৮] পাইবা ।
মরিলে কাফির হাতে সহিদ হইবা ॥
এই ভাবি যুদ্ধ দেও[১৯] করি প্রাণপন ।
খুদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কথক্ষন[২০] ॥

১ মোহা ভেগে ২ নৃপগণ ৩ সাহার সৈন্যের আগে আসী দিল রণ ৪ সহস্র ২ ধার ৫ সৈন্য ৬ মহা গোলাগুলি বিষ্টী ৭ না দেখএ দিষ্টী ৮ জথ ৯ সৈন্য ১০ অগ্রগৈন্য ১১ সাহার ওমরাগন ১২ যুদ্ধ ১৩ করিল ১৪ তির ১৫ সবলে ১৬ হেন যুদ্ধ আসীআ মীলিল পুন্য ফলে ১৭ সাহার ১৮ পুন্য ১৯ দেএ ২০ কতেক্ষন

এই মতে মহাবেগে হিন্দু সৈন্যগণ ।
সাহার সমুখে সব দিল আসি রণ ॥
শতে শতে কামান বন্দুক লাখে লাখে ।
লেখা নাহি যত শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সহস্র সহস্র ধার ছুটে চন্দ্রবাণ ।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য ভেদি করে খান খান ॥
একবারে হইল গোলাগুলি মহাবৃষ্টি ।
ধুম্র অন্ধকার কিছু না পড়য় দৃষ্টি ॥
হস্তী ঘোড়া আদি পড়ে লাখে লাখে সৈন্য ॥
খন্ড খন্ড হইল যত ছিল অগ্রগণ্য ॥
সাহার উমরাগণে ছিল আগুয়ান ।
যুদ্ধোপরি ছিল সব হইয়া সাবধান ॥
আরবার হস্তী আনি সমুখে রাখিল ।
গুলি তীরে চন্দ্রবাণে পৃথিবী ভরিল ॥ (জা.১)

ডাকোয়ালে ডাকিয়া কহিল সবলে ।
হেনমতে যুদ্ধ আসি মিলে পুণ্যফলে ॥
জিনিলে সাহার আগে বহু মান্য পাইবা ।
মরিলে কাফের হাতে শহীদ হইবা ॥
এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণপণ ।
ক্ষুদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কতক্ষণ ॥

শব্দার্থ টীকা : কাফের—বিধর্মী ; এক্ষেত্রে হিন্দু ।

মন্তব্য : যুদ্ধখণ্ডের অনুবাদে প্রথম থেকেই আলাওল যতোটা স্বাধীন, ততোটা মুলানুসারী নন । প্রথম স্তবকে মূলে উভয়পক্ষীয় সেনাদের অপরাজেয় বিক্রমের আড়ম্বরপূর্ণ চিত্র আছে । কিন্তু অনুবাদের শেষাংশে সুলতানী সৈনাদের প্রতি ডাকোয়ালের উৎসাহ নির্দেশগুলি মূলে অনুপস্থিত ।

এথেক যুনিয়া[১] মুছলমান সন্যাকুল[২] ।
মারিয়া হিন্দুর সন্য[৩] করন্ত নির্ম্মুল[৪] ॥
গোলাগুলি সরযুদ্ধ করিয়া অপার ।
মিসামিসি দুই বলে[৫] হৈল মার ২[৬] ॥
অশ্বে ২ গজে ২ পদাতি ২ ।
নানা অস্ত্রে প্রহারন্ত ক্রোধ হইয়া[৭] অতি ॥
খর্গ চর্ম্ম ছেল টাঙ্গি মদগুর বিশাল ।
নাবাচ তুম্বর আদি ভল্দ[৮] ভিন্দিপাল[৯] ॥
গুরুজ তম্কর[১০] আর খাপু[১১] জমধর[১২] ।
দন্তাদন্তি কেসাকেসী জুদ্ধ ঘোরতর ॥
টেলাটেলি মুটুকা মুটুকি লাথালাথি ।
প্রাণ নিরুপেক্ষ যুদ্ধ ন চাহন্ত সাথি[১৩] ॥
রক্তে শ্রেত বহে নদি[১৪] মাংসে হৈল পঙ্ক ।
আনন্দ জম্ভুক কাক নাচে গৃধ কঙ্ক ॥
ডাকিনি যুগিনি মনে হইল আনন্দ ।
খেত্রপাল দৃষ্টী[১৫] উটে নাচএ কবন্দ ॥
জেন মতে পর মাংস খাই[১৬] মোহাষুখে ।
তেণ আনি নিজ মাংস ভক্ষএ কস্তুকে ॥
চরে গিয়া শাহা আগে কহিল বৃতান্ত ।
অগ্রগন্য[১৭] সঙ্গে হিন্দু জুঝএ[১৮] একান্ত ॥
হস্তি ঘোরা ওষ্ঠ[১৯] শন্য[২০] পরিল বিস্তর ।
জথেক ওমরাগন ইছিল শমর[২১] ॥

এতেক শুনিয়া মুছলমান সৈন্যকুল ।
মারিয়া হিন্দুর সৈন্য করন্ত নির্ম্মূল ॥
গোলাগুলি শরযুদ্ধ করিয়া অপার ।
মিশামিশি দুই সৈন্য বলে মার মার ॥
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি পদাতি ।
নানা অস্ত্রে প্রহারন্ত ক্রোধ করি অতি ॥
খড়্গ চর্ম্ম ছেল টাঙ্গি মদগুর বিশাল ।
নারাচ তুম্বুর আদি ভল্ল ভিন্দিপাল ॥
গুরুজ ভ্রমর আর খাপুয়া ঝামর ।
দন্তাদন্তি কেশাকেশি যুদ্ধ ঘোরতর ॥
ঠেলাঠেলি মুটুকা মুটুকি লাথালাথি ।
প্রাণ নিরপেক্ষ যুদ্ধ না চাহন্ত সাথী ॥
রক্তস্রোত বহে নদী মাংসে হৈল পঙ্ক ।
আনন্দে জম্বুক কাক নাচে গৃধ্র কঙ্ক ॥
ডাকিনী যোগিনী মনে হইল আনন্দ ।
ক্ষেত্রপালে দৃষ্টি উঠি নাচয় কবন্ধ ॥
যেন মতে পর মাংস খায় মহাসুখে ।
তেন আনি নিজ মাংস ভক্ষয় কৌতুকে ॥
চরে গিয়া সাহা আগে কহিল বৃত্তান্ত ।
অগ্রগণ্য সঙ্গে হিন্দু যুঝয় একান্ত ॥
হস্তী ঘোড়া উষ্ট্র সৈন্য পড়িল বিস্তর ।
যতেক উমরাগণ ইচ্ছিল সমর ॥ (জা. ২-৪)

১ ভাবিআ ২ মোছলমান সৈন্যকুল ৩ সৈন্য ৪ নিমূল ৫ সৈন্য ৬ মহামার ৭ করি ৮ ভুসন্ডি ৯ বিন্দিপাল ১০ ভ্রমর ১১ খাপুআ ১২ ঝামর ১৩ সান্তি ১৪ অতি ১৫ খেত্রিপাল দিস্টী ১৬ খাএ ১৭ অগ্নগৈন্য ১৮ যুজএ ১৯ উট ২০ সৈন্য ২১ সমর

শব্দার্থ টীকা : মদগুর—মুগুর ; নারাচ—লৌহবাণ, ছেল—শেল ; তুম্বুর—তোমর ; ভল্ল—বর্শা ; ভিন্দিপাল—ক্ষেপণাস্ত্র ; গুরুজ—গদা ; খাপুয়া—ক্ষেপণাস্ত্র ; ভ্রমর—তুরপুন ; ঝামর—শান-পাথর । মূলে এতরকম অস্ত্রবর্ণনা নেই। সেখানে আছে তরবারী, বর্শা, বাণ, খঞ্জ আর কামানের গোলা । প্রাণ নিরপেক্ষ—প্রাণের অপেক্ষা না ক'রে। জম্বুক—শিয়াল ; গৃধ্র—শকুন ; কঙ্ক—হাড়গিলে পাখী ;

মন্তব্য : দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অনুবাদগুলি স্থানে স্থানে মূলানুসারী হলেও অনেকক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের যুদ্ধবর্ণনার ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছে। বিশেষ করে সৈন্যদের মধ্যে ঠেলাঠেলি চুলোচুলি লাথালাথির ব্যাপারগুলি মূলে একেবারেই নেই। মূলে আছে যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্য ও আলঙ্কারিক আদর্শ। অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে তা থাকলেও বঙ্গীয় রীতিও অনুসৃত। মূলের তাত্ত্বিক দোহা অংশগুলি অনুবাদে অনুপস্থিত।

আদেসীল ছোলতানে হৈয়া ক্রোধমন[১]।
মোহর শাক্কাতে হিন্দু জুঝ এতক্কন[২] ॥
দস বিস পঞ্চাস হাজারি চলি জাও।
মস্ত[৩] ২ হস্তি জথ বলেত[৪] চালাও ॥
সাহার আদেস পাইয়া মধ্যেমের সন্য[৫]।
হস্তি জথ লৈয়া আসি হৈল অগ্রগন্য[৬] ॥
মেঘপুঞ্জে আইল শঙ্গে জেন বিস্টীধার[৭]।
হিন্দুসন্য উপরে পরিল মোহামার[৮] ॥
হিন্দুশন্য হস্তি জথ ছিল আগুয়ান।
আরবার গোলাঘাতে হৈল খান ২ ॥
শহশ্রে[৯] ২ আনি পাতিল কামান।
এক শ্বাসে হরে জার লক্ষ জিব প্রাণ[১০] ॥
হেণ মতে শতে ২ ছুটে একবারে।
উরাইয়া হিন্দুশন্য[১১] নিল দিগান্তরে[১২] ॥
রত্নশেণ হস্তি জথ ছিল আগুয়ান।
এক পরে আইল দশ গজ বান[১৩] ॥
ভঙ্গ দিল গজকুল না দেখীয়া বাট।
প্রাণ লৈয়া ধাইল সঙ্গি[১৪] আনি[১৫] নিজ টাট ॥
মোহাভঙ্গ[১৬] পরিল ধাইল সর্ব্বজন।
সেনাপতি বচন ন শুনে সন্যগন[১৭] ॥
বাপে পুত্রে ন চাহে ২ ভাই ২।
রত্নসেন সরনে[১৮] সকল গেলা ধাই ॥
হস্তি হোন্তে[১৯] হএ চরি রত্নশেন বির।
আশ্বাসিয়া সকল বাহিনি কল্যা স্থির[২০] ॥

১ ম্নাদেসীল ছোলতানে ক্রোন্ধ করি মন ২ যুজে এথক্কন ৩ মত্ত ২ ৪ রনেত্তে ৫ মৈধ্যমের সৈন্য ৬ করে অগ্রগৈন্য ৭ মেঘ পঞ্চ সঙ্গে জেন আইল বিস্টীধার ৮ মহামার ৯ সহস্র ১০ এক শ্বাসে হরে সহস্রেক লৈক্ষ প্রান ১১ সৈন্য ১২ দুরান্তর ১৩ এক পরে দস আইল গজ বলবান ১৪ হিন্দু ১৫ লৈআ ১৬ মহাভঙ্গ ১৭ সৈন্যগণ ১৮ স্মরনে ১৯ হন্তে ২০ কৈল স্থির

আদেশিল ছোলতানে হইয়া ক্রোধ মন।
মোহর সাক্ষাতে হিন্দু যুঝে এতক্ষণ ॥
দশ বিশ পঞ্চাশ হাজারি চলি যাও।
মস্ত মস্ত হস্তী যত রণেতে চালাও ॥
সাহার আদেশ পাইয়া মধ্যমের সৈন্য।
হস্তী যত লইয়া আসি হইল অগ্রগণ্য ॥
মেঘপুঞ্জ সঙ্গে যেন আইল বৃষ্টিধার।
হিন্দুসৈন্য উপরে পড়িল মহামার ॥
হিন্দুসৈন্য হস্তী যত ছিল আগুয়ান।
আরবার গোলাঘাতে হৈল খান খান ॥
সহস্রে সহস্রে আনি পাতিল কামান।
এক শ্বাসে হরে যার লক্ষ জীব প্রাণ ॥
হেনমতে শতে শতে ছুটে একবারে।
উড়াইয়া হিন্দুসৈন্য নিল দূরান্তরে ॥
রত্নসেন হস্তী যত ছিল আগুয়ান।
এক পরে আইল দশ গজ বলবান ॥
ভঙ্গ দিল গজকুল না দেখিয়া বাট।
প্রাণ লই ধাইল হিন্দু লইয়া নিজ ঠাট ॥
মহাভঙ্গ পড়িল ধাইল সর্বজন।
সেনাপতি বচন না শুনে সৈন্যগণ ॥
বাপে পুত্রে না চাহে না চাহে ভাই ভাই।
রত্নসেন শরণে সকল গেল ধাই ॥
হস্তী হোন্তে হয় চড়ি রত্নসেন বীর।
আশ্বাসিয়া সকল বাহিনী কৈল স্থির ॥

শব্দার্থ টীকা : মোহর—আমার

মন্তব্যঃ বর্তমান স্তবকটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন অথবা মূলের অন্য কোনো পাঠ থেকে অনূদিত। মূলের পঞ্চম স্তবকে সুলতানের রত্নসেন-নিপাতের প্রতিজ্ঞার কথা থাকলেও বর্তমান অনুবাদ স্তবকে সুলতান-আদিষ্ট তুর্কিসৈন্যদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে হিন্দুসৈন্যদের পলায়ন এবং রত্নসেনের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে পুনরাগমন ইত্যাদি বর্ণনা মূলে একেবারেই নেই।

উচ্চস্বরে ডাকি বোলে জথ নৃপগন[১]।
বির পুত্র হৈয়া[২] ভঙ্গ দেও কি কারন ॥
রনে ভঙ্গ মৃত্যু ধিক[৩] রহএ অক্ষাতি।
জুদ্ধ করি মরিলে হইব ষ্বর্গগতি[৪] ॥
রাজপুত্র কুলধর্ম্ম সাখা কিবা জএ।
রন দেখী বিমুখ বিরের ধর্ম্ম নহে[৫] ॥
একত্র হইয়া জুদ্ধ দেও সর্ব্ব[৬] বির।
কার শক্তি হইব জে তোমা[৭] আগে স্থির[৮] ॥
রত্নসেন বচন ষুনিয়া বিরগন[৯]।
প্রানপন করিয়া জে[১০] পরিছিলা রন ॥
হস্তি শঙ্গে[১১] হস্তির বাঝিল দরমরি[১২]।
জেন দুই পর্ব্বতে ২ জরাজরি ॥
দন্তে দন্ত বাঝি[১৩] দন্ত ভাঙ্গিয়া উরাএ।
জার গাএ লাগে সেই ভুমিত পরএ ॥
এক গজে আর গজ[১৪] ঠেলি লৈয়া জাএ।
চুন্ন কৃত[১৫] হএ নর তার পদ ঘাএ ॥
ভুসন্ডে[১৬] ধরিয়া হস্তি অশ্ব পেলে দুর[১৭]।
জাহার উপরে পরে হএ হস্তি চুর[১৮] ॥
দুই দিগে থাকি সব পরে ঝাকে ২।
হস্তি ঘোরা আদি সন্য[১৯] পরে লাখে ২ ॥
কোণ হস্তি গোলাঘাতে ভ্রমি ২ পরে।
সরশয্যা হৈয়া কথা ভুমিতলে গরে[২০] ॥
কোণ হস্তি ভ্রমে ষুন্ড[২১] বাঝি কুম্ভদেশে।
নাচিতে অপাঙ্গ[২২] জেন বাজাএ গনেশে ॥

১ সব সৈন্যগণ ২ হই ৩ রনাধিক মৃত্যু ভঙ্গে ৪ হৈব স্বর্গগতি ৫ নএ ৬ সব ৭ তোমার ৮ স্থির ৯ নিপগণ ১০ করি সবে ১১ সঙ্গে ১০ করি সবে ১১ সঙ্গে ১২ বাজিল ধরমরি ১৩ লাগি ১৪ করি ১৫ চুর্ন্যজোত্ত ১৬ ভুসন্টি ১৭ ফেলে দূরে ১৮ অস্থি হএ চুর ১৯ অশ্ব সৈন্য ২০ সর সৈজ্জা হই কেহ ভুমীস্থলে গরে ২১ সৈন্য ২২ উপঙ্গ

উচ্চঃস্বরে ডাকি বোলে যত নৃপগণ।
বীরপুত্র হই ভঙ্গ দেও কি কারণ ॥
রণে ভঙ্গ মৃত্যুধিক রহয় অখ্যাতি।
যুদ্ধ করি মরিলে হইব স্বর্গগতি ॥
রাজপুত্র কুলধর্ম রাখা কিবা যায়।
রণ দেখি বিমুখ বীরের ধর্ম নয় ॥
একত্র হইয়া যুদ্ধ দেও সর্ব বীর।
কার শক্তি হইব তোমার আগে স্থির ॥
রত্নসেন বচন শুনিয়া বীরগণ।
প্রাণপণ করি সবে করিছিলা রণ ॥
হস্তী সঙ্গে হস্তীর বাজিল দড়মড়ি।
যেন দুই পর্বতে পর্বতে জড়াজড়ি ॥
দন্তে দন্তে বাজি দন্ত ভাঙ্গিয়া উড়ায়।
যার গায়ে লাগে সেই ভুমিত পড়য় ॥
এক গজে আর গজে ঠেলি লইয়া যায়।
চূর্ণীকৃত হয় নর তার পদঘায় ॥
ভুষণ্ডে ধরিয়া হস্তী অশ্ব ফেলে দূরে।
যাহার উপরে পড়ে অস্থি হয় চূর ॥
দুই দিকে থাকি শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
হস্তী ঘোড়া আদি সৈন্য পড়ে লাখে লাখে ॥
কোন হস্তী গোলাঘাতে ভ্রমি ভ্রমি পড়ে।
শরশয্যা হইয়া কত ভুমিতলে গড়ে ॥
কোন হস্তী ভ্রমে শুণ্ড বাজি কুম্ভদেশে।
নাচিতে উপাঙ্গ যেন বাজায় গণেশে ॥

শব্দার্থ টীকা : ভুষণ্ডে—পাষাণ প্রক্ষেপক যন্ত্র
উপাঙ্গ—শুঁড়

মন্তব্য : পলায়নপর রাজপুত সৈন্যদের-উৎসাহ দিয়ে রত্নসেনের উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণটি মূলে নেই, আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। পরবর্তী যুদ্ধবর্ণনাও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনার অনুরূপ। বিশেষত হস্তীর কুম্ভদেশে শুণ্ডাঘাতের বর্ণনায় গণেশের নৃত্য এবং শুণ্ডান্দোলনের উপমাটি একেবারেই নিজস্ব যোজনা।

কার সিরে ভিন্দিপাল[১] হানে কোণ বির ।
খর্গ হানি কেহ কাকে করে দুই চির ।।
কার উরু ভেদি হস্তি তোলে দন্ত পর[২] ।
তথাত থাকিয়া কুম্ভ হানে জমধর[৩] ।।
গুরুজের ঘাতে কার ভাঙ্গাএ পাঞ্জর[৪] ।
কার মুন্ড ভাঙ্গি[৫] কেহ হানি পরস্পর[৬] ।।
কেহ কার হস্ত কাটে কেহ কাটে[৭] পাও ।
কেহ কার মুন্ড কাটে কেহ কার গাও ।।
শতে ২ হস্তি অশ্ব হাজারে হাজার ।
লক্ষে ২ হস্তি[৮] পরে গনিতে অপার ।।
রণখেত্রে সমপুন্ন[৯] রুধিরে বহে নদি ।
কৌরব পান্ডব জিনি যুদ্ধের অবধি ।।
ধুম্ন অন্দকার কেহ কাহাকে ন দেখে ।
শহস্রে ২ পরে আইশে লাখে ২ ।।
দুই দিগে উথলএ শংগ্রামে[১০] তরঙ্গ ।
প্রাণ নিরুপক্ষ যুঝে[১১] কেহ নাদে ভঙ্গ ।।
আসম পরিল[১২] হিন্দু দেখী ছোলতানে ।
মেঘ রেম্বরেত[১৩] চরি চলিল পয়ানে[১৪] ।।
শাহারে[১৫] দেখীয়া পাছে জবণের শন্য[১৬] ।
একবারে শকল[১৭] হইল অগ্রগন্য[১৮] ।।
হস্তিদল লৈয়া শন্য[১৯] হৈল[২০] আগুআন ।
একের উপরে দশ ধাএ বলবান ।।
অবশীষ্ট[২১] আছিল হিন্দুর জথ হাতি ।
নিজদল লঙ্গিয়া ধাইল শিগ্রগতি ।।
তার পাছে ধাইল শাহার[২২] হস্তি টাট ।
পলাএ হিন্দুর[২৩] না দেখএ[২৪] বাট ।।
প্রচন্ড তপণ শাহা[২৫] দেখীএ প্রবিন[২৬] ।
হিন্দুনৃপ মুখচন্দ্র হইল মলিন ।।
বিধু সঙ্গে[২৭] ছিল জথ নক্ষত্র[২৮] মন্ডল ।
ষুর দরশনে মাত্র লুকাইল শকল[৩০] ।।

১ বিশিষ্টপাল ২ পরে ৩ জলধরে ৪ পাঞ্জর ৫ কাটে ৬ আসমসের ৭ কার ৮ সৈন্য ৯ সম্পুন্য ১০ সংগ্রাম ১১ নিরপেক্ষ যুদ্ধ ১২ সাহাস ১৩ মেঘা ঐরাবতে ১৪ য়াপন ১৫ সাহারে ১৬ সৈন্য ১৭ সকল ১৮ অগ্রগৈন্য ১৯ সৈন্য ২০ হই ২১ য়বসীষ্ট ২২ সাহার ২৩ পলটাএ হিন্দু সৈন্য ২৪ দেখীএ ২৫ সাহা ২৬ দিখীআ প্রভিন ২৭ কিন্দু সঙ্গে ২৮ নৈক্ষত্র ৩০ লুকাএ সকল

কার শিরে ভিন্দিপাল হানে কোন বীর ।
খড়্গ হানি কেহ কারে করে দুই চির ।।
কার উরু ভেদি হস্তী তোলে দন্তপরে ।
তথাত থাকিয়া কুম্ভে হানে যম ঘরে ।।
গুরুজের ঘাতে কার ভাঙ্গয়ে পাঞ্জর ।
কার মুন্ড ভাঙ্গি কেহ হানি পরস্পর ।।
কেহ কার হস্ত কাটে কেহ কাটে পাও ।
কেহ কার মুন্ড কাটে কেহ কার গাও ।।
শতে শতে হস্তী অশ্ব হাজারে হাজার ।
লক্ষে লক্ষে সৈন্য পড়ে গণিতে অপার ।।
রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুধিরে বহে নদী ।
কৌরব পান্ডব জিনি যুদ্ধের অবধি ।।
ধূম্রে অন্ধকার কেহ কাহাকে না দেখে ।
সহস্রে সহস্রে পড়ে আইসে লাখে লাখে ।।
দুই দিগে উথলয় সংগ্রাম তরঙ্গ ।
প্রাণ নিরপেক্ষ যুঝে কেহ না দে ভঙ্গ ।।
অসম সাহস হিন্দু দেখি ছোলতান ।
মেঘ ঐরাবতে চড়ি করিল পয়ান ।।
সাহারে দেখিয়া পাছে যবনের সৈন্য ।
একেবারে সকল হইল অগ্রগণ্য ।।
হস্তীদল লইয়া সৈন্য হইল আগুয়ান ।
একের উপরে দশ ধায় বলবান ।।
অবশিষ্ট আছিল হিন্দুর যত হাতি ।
নিজদল লঙ্ঘিয়া ধাইল শীঘ্রগতি ।।
তার পাছে ধাইল সাহার হস্তী ঠাট ।
পলায় হিন্দুর সৈন্য না দেখয় বাট ।।
প্রচন্ড তপন সাহা দেখিয়া প্রবীণ ।
হিন্দুনৃপ মুখচন্দ্র হইল মলিন ।।
বিধু সঙ্গে ছিল যত নক্ষত্র মন্ডল ।
সুর দরশনে মাত্র লুকাইল সকল ।।

মন্তব্য : তুর্কি ও রাজপুত সৈন্যদের আঘাত প্রত্যাঘাতে বর্ণনায় আলাওল মূলানুসারিতার পরিবর্তে পুনরুক্তি-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। হিন্দুসৈন্যের প্রবল পরাক্রম দেখে সুলতানের স্বয়ং সংগ্রামে অবতরণ এবং তার ফলে উৎসাহিত তুর্কিসৈন্যদের বিক্রমের কাছে হিন্দুসৈন্যদের পরাজয় ও পলায়ন ইত্যাদি বিস্তৃত বর্ণনা মূলে অনুপস্থিত।

সন্যভঙ্গ[১] দিলা দেখী নরপতিগন।
রাখিতে নারিল জদি করিয়া জত্তন ॥
সবে বোলে শুন রত্নসেন মোহাসএ।
গরপতি বাহিতে জুঝিতে[২] যোগ্য নহে[৩] ॥
গরপতি জুঝিবেক[৪] গরের ভিতরে।
কাহার পরানে তারে কি করিতে পারে ॥
শিগ্র[৫] করি গরে উঠ[৬] না করি বিলম্ব।
ক্ষেত্রযুধে[৭] কে সহিব সাহার আরম্ভ ॥
এই জুক্তি মনে ভাবি নৃপতি চলিল।
অবশিষ্ট সন্য শঙ্গে গরেত উটীল[৮] ॥

মোহাসব্দ জয়বাদ্য বাজে সাহা বলে[৯]।
বহুল প্রশাদ পাইল উমরা সকলে[১০] ॥
সাহার কটকে গর[১১] চৌদিগে বেরিল।
শ্বার বন্দি[১২] রত্নশেন উপরে রহিল ॥
ছোলতান শন্য গর[১৩] রহিল বেরিআ।
ওমরা সবেরে দিল আলঙ্গ মেটিয়া[১৪] ॥*
প্রভাত হইল[১৫] জথ[১৬] ওমরা মোহস্ত।
শ্বসন্য সাজিয়া আসি পরেত লাগন্ত[১৭] ॥
পর্ব্বত উপরে ঘর অতি উগ্রতর।
জত্ন করি উটীবারে ন পারে উপর ॥
কিছু লক্ষ নাহিক করিতে পদ স্থির[১৮]।
উপরে থাকিয়া মারে[১৯] গোলাগুলি তির ॥
বহুল কুহুক বান[২০] দবা চন্দ্রবান[২১]।
মারিয়া জবন সন্য[২২] করে থান ২ ॥

সৈন্য ভঙ্গ দিল দেখি নরপতিগণ।
রাখিতে নারিল সৈন্য করিয়া যতন ॥
সবে বোলে শুন রত্নসেন মহাশয়।
গড় ত্যাগী বাহিরে যুঝিতে যুক্তি নয় ॥
গড়পতি যুঝিবেক গড়ের ভিতরে।
কাহার পরাণে তারে কি করিতে পারে ॥
শীঘ্র করি গড়ে উঠ না করি বিলম্ব।
ক্ষেত্রযুধে কে সহিব সাহার আরম্ভ ॥
এই যুক্তি মনে ভাবি নৃপতি চলিল।
অবশিষ্ট সৈন্য লই গড়েত উঠিল ॥ (জা.৬)

মহাশব্দে জয়বাদ্য বাজে সাহা দলে।
বহুল প্রসাদ পাইল উমরা সকলে ॥
সাহার কটকে গড় চৌদিগে বেড়িল।
শ্বার বান্ধি রত্নসেন উপরে রহিল ॥
ছোলতানে সেই গড় রহিল বেড়িয়া।
উমরা সবারে দিল আলঙ্গ বাটিয়া ॥ (জা.৭)
প্রভাত হইল যত উমরা মোহন্ত।
সসৈন্যে সাজিয়া আসি গড়েত লাগন্ত ॥
পর্বত উপরে গড় অতি উচ্চতর।
যত্ন করি উঠিবারে না পারে উপর ॥
কিছু লক্ষ্য নাহিক করিতে পদ স্থির।
উপরে থাকিয়া মারে গোলাগুলি তীর ॥
বহুল কুহক আদি ধায় চন্দ্রবাণ।
মারিয়া যবন সৈন্য করে থান থান ॥

১ রণভঙ্গ ৩ ঘর ত্যাগী বাহিরে যুজিতে জোক্ত নএ ৪ ঘরপতি যুজিবেক ৫ সীগ্র ৬ ঘরে উট ৭ খেত্রি যুদ্ধ ৮ তার সেসে সৈন্য লই ঘরেতে উটীল ৯ মহাসব্দ সাহাসৈন্য বাজে জএ ঢোল ১০ ওমরা সকলে পাইলা প্রসাদ বহুল ১১ ঘর ১২ বান্দি ১৩ ছোলতানে সেই ঘর ১৪ বাটীআ ১৫ সমএ ১৬ হৈল ১৭ সসৈন্য সাজিআ গর সীগে লাগাওন্ত ১৮ স্তির ১৯ মারে ২০ আদি ২১ ধাব চন্দ্র বান ২২ সৈন্য

* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

চারিদিকে টঙ্গি প্রায় বান্ধিয়া সুসার।
সাহার সসৈন্যে রহে করিয়া প্রকার ॥

শব্দার্থ টীকা : আলঙ্গ—পৃথক পৃথক। মূলে অলঙ্গে

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদের প্রথম দিকে মূলানুবর্তিতা লক্ষণীয়। সূর্যের দীপ্তিতে চন্দ্রের ম্লান হবার রূপকে সুলতানের পরাক্রমের কাছে রত্নসেনের ম্লানতার চিত্রটি মূলানুসারী। অবশ্য মূলে রত্নসেন নিজ বিবেচনায় দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু অনুবাদে পলায়মান সৈন্যদের দেখে অপরের যুক্তিতে রত্নসেন চিতোর দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেলেন। মূলে আছে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র আকাশ ইত্যাদি সাঙ্গরূপকের ব্যবহার, অনুবাদে আছে প্রত্যক্ষ বস্তুধর্মী যুদ্ধবর্ণনা। সপ্তম স্তবকের অনুবাদে মূলের চৌপাঈর শেষাংশ ছাড়া অনেক কিছুই বর্জিত। বিশেষ করে বাদশাহী সৈন্যের বিপুলতা অনুবাদে ফোটে নি। রত্নসেনের রণক্ষেত্র ত্যাগ করে দুর্গে ফিরে যাওয়ায় সুলতান সৈন্যদের জয়বাদ্যধ্বনি অনুবাদে সংযোজিত, ওমরাহদের বাদশাহী প্রসাদ লাভের সংবাদও অনুবাদে নবযোজিত। মূলের দোহা অংশটি অনুপস্থিত।

অসম শাহাস করি[১] উটীবারে জাএ।
উর্ধ থাকি মোহাকস্ট[২] পাশাণ পেলাএ ॥
সতে ২ চম্র করি মাতেআলি পরে[৩]।
খণ্ডভণ্ড হৈয়া সব[৪] ভূমিতলে গরে[৫] ॥*
হেটেত থাকিয়া জথ অস্ত্র বরিখএ[৬]।
গোলাগুলি আদি সব পর্ব্বত্তে পরএ[৭] ॥
একবারে পরএ বিসিক[৮] লাখে ২।
পুনি কিবা পর্ব্বতের গাছাইল পাখ[৯] ॥
উপরেত মোহাভার জবে[১০] ন হইত।
সর পরে বাউ লাগি অচল তুরিত[১১] ॥
এই মতে নিথ্য ২ গরেত[১২] লাগএ।
শাহার কটক পরে কায্য[১৩] কিছু নহে ॥
সাহার সাক্ষাতে আসী ওমরার গন।
ভালে খেতি পরসিয়া করে নিবেদন ॥
অতি উঞ্চ মোহাঘর পর্ব্বত উপরে।
বহুল প্রকার করি নারি উটীবারে ॥
দুর্গম পর্ব্বত সিন্দু[১৪] দিতে নাহি[১৫] স্থল।
জথ অস্ত্র বরিসএ[১৬] নিষ্ফল সকল ॥
নিথ্য ২ জুধ করি সন্য[১৭] হৈল ক্ষএ[১৮]।
গরগজ বান্দিলে হইব[১৯] রন[২০] জএ ॥

১ অসীম সাহাসে জেবা ২ উর্দ্ধে থাকি মোহাকাষ্ঠ ৩ সতে ২ মাতআল চুর্ণ্য হই পরে ৪ তবে ৫ ভুমীস্থলে
* 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
উট বৃষ খচ্চর লেখীতে কথ পারি ॥
মোহাত্রাসজোক্ত সাহা হৈল ধরমরি।
৬ বরিসএ ৭ লাগএ ৮ বিসীখ ৯ সাখ ১০ জদি ১১ উরিত ১২ গরিতে ১৩ কার্জ্জ ১৪ ছিন্দ ১৫ নাই ১৬ বরিক্ষএ ১৭ সৈন্য ১৮ খএ ১৯ সে হৈব ২০ রণে

অসম সাহসে যেবা উঠিবারে যায়।
উর্দ্ধে থাকি মহাকাষ্ঠ পাষাণ ফেলায় ॥
শতে শতে মাতোয়াল চূর্ণ হই পড়ে।
খণ্ডভণ্ড হইয়া সব ভূমিতলে গড়ে ॥
হেটেত থাকিয়া যত অস্ত্র বরিখয়।
গোলাগুলি আদি সব পর্বতে পড়য় ॥
একবারে পড়য় বিশিখ লাখে লাখ।
পুনি কিবা পর্বতের গাছাইল পাখ ॥
উপরেত মহাভার যবে না হইত।
শরপরে বায়ু লাগি অচল উড়িত ॥
এই মতে নিত্য নিত্য গড়েত লাগয়।
সাহার কটক পরে কার্য কিছু নয় ॥
সাহার সাক্ষাতে আসি উমরার গণ।
ভালে ক্ষিতি পরাশিয়া করে নিবেদন ॥
অতি উচ্চ মহাগড় পর্বত উপরে।
বহুল প্রকার করি নারি উঠিবারে ॥
দুর্গম পর্বত সিন্ধ দিতে নাহি স্থল।
যত অস্ত্র বরিষয় নিষ্ফল সকল ॥
নিত্য নিত্য যুদ্ধ করি সৈন্য হৈল ক্ষয়।
গরগজ বান্ধিলে হইব রণে জয় ॥ (জা. ৯)

শব্দার্থ টীকা : গরগজ—কেল্লায় কামান বসাবার স্তম্ভ। মূলে আছে গরগজ। কিন্তু 'ঢা' পুঁথিতে একজায়গায় ছাড়া সর্বত্র লেখা হয়েছে গক্‌জ। পুঁথির মার্জিনে সংশোধন করে একজায়গায় লেখা আছে গরদুজ। 'বা' পুঁথিতে শব্দটি সঠিক বানানে আছে।

মন্তব্য : মূলের অষ্টম স্তবকটিতে বর্ণিত রাত্রিকালে সুলতান সৈন্যদের যুদ্ধবর্ণনার বিবরণগুলি বাদ দিয়ে অনুবাদে আলাওল একেবারে নবম স্তবকের প্রভাতকালীন দুর্গ-অবরোধ বর্ণনায় চলে এসেছেন।

নবম স্তবকের অনুবাদে আলাওল সুলতান-সৈন্যদের দুর্গ-আক্রমণ বর্ণনায় মোটামুটি মূলানুগ হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। মূলে আছে সৈন্যদের বাণ নিক্ষেপ, অনুবাদে এর সঙ্গে গোলাগুলিও চলেছে। মূলে শরবিদ্ধ দুর্গকে বলা হয়েছে শজারু অথবা উদ্যতপক্ষ গরুড়পক্ষী, অনুবাদে প্রথম উপমাটি বাদ গেছে, দ্বিতীয়টি কিছু পরিবর্তিত করে বলা হয়েছে পর্বতের যেন পাখা গজিয়েছে। স্তবকের শেষদিকে মূলের দোহাটিতে কেবল দুর্গের দুর্ভেদ্যতার কথা বলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে দুর্গ ভেদ করতে না পেরে ওমরাহের দল সুলতানকে গরগজ বাঁধবার পরামর্শ দিয়েছে।

ষুনি সাহা আগ্গা দিলা[1] তেমত করিতে[2] ।
কটী ২ সন্য দিলা[3] পাসান আনিতে ॥
শহস্র ২ হস্তি লক্ষে-২ পরি[4] ।
ওষ্ঠ বৃস খাচর[5] লেখিতে কথ পারি ॥
নিশী দিন[6] অবিশ্রাম গর্কুজ[7] বান্দিল ।
বহুল কামান বাছি তাহাত তুলিল ॥
মেঘের গর্জন[8] প্রাএ ছুটএ কামান ।
ফুটিআ রাজার ঘর হএ খান ২ ॥

রাজার থুইএ লাগি রহে নিরন্তর[9] ।
জথ ভাঙ্গে পুনি বান্দে[10] রাত্রির ভিতর ॥
জথ দূর উগু করি ঘর জে[11] বান্দএ ।
নৃপতি বান্দিয়া ঘর[12] উপরে তোলএ ॥
এথ জানি[13] আজ্ঞা কল্যা[14] দিল্লির ইশ্বর ।
ধুরধানি[15] তোল নিয়া গকুজ[16] উপর ॥
ধুরধানি[17] কামান সহজে অতিবর ।
চারি লোকে[18] বশি[19] পারে খেলিতে চৌপর ॥
আর বহু মোহা ২ কামান তুলিল ।
সতে ২ মন দারু ভরিয়া মারিল ॥
মৃত্তিকার পাত্র পাএ ফুটী গেল ঘর[20] ।
পাশানের গৃহ ভাঙ্গি ফেলে বর ২[21] ॥
সহশ্র ২ জন নিল উরাইআ ।
তাহার ধমকে পৈল গর্কুজ[22] ভাঙ্গিয়া ॥
প্রলএ ঘটীল[23] জেন লোক হৈল স্তব্দ[24] ।
কর্নে তালি লাগিল ষুনিয়া ঘোর সব্দ ॥

১ কৈল ২ গরগজ বান্দিতে ৩ সৈন্য দিল ৪ সহশ্রে ২ হাস্ত কটী ২ গাঁরি ৫ উট বৃস্ব খচ্চর ৬ দিসী ৭ গরগজ ৮ গ্রজন ৯ রাজঘরে থুই সবে থাকে নিরান্তর ১০ করে ১১ গরগজ ১২ গর ১৩ ষুনি ১৪ কৈল ১৫ ধোরাধনি ১৬ গরগজ ১৭ ধোরধানি ১৮ জন ১৯ বসী ২০ মীতিকার পরে ফুটী পরিলেক গর ২১ পরে বরাবর ২২ গরগজ ২৩ হইল ২৪ তব্দ

শুনি সাহা আজ্ঞা দিলা গরগজ বান্ধিতে ।
কোটি কোটি সৈন্য দিলা পাষাণ আনিতে ॥
সহস্র সহস্র হস্তী লক্ষ লক্ষ গাড়ি ।
উষ্ট্র বৃষ খচ্চর লেখিতে কত পারি ॥
নিসি দিসি অবিশ্রাম গরগজ বান্ধিল ।
বহুল কামান বাছি তাহাত তুলিল ॥
মেঘের গর্জন প্রায় ছুটয় কামান ।
ফুটিয়া রাজার গড় হয় খান খান ॥ (জা. ১০)

রাজগড়ে থুই সবে থাকে নিরন্তর ।
যত ভাঙ্গে পুনি বান্ধে রাত্রির ভিতর ॥
যত দূর উচ্চ করি গরগজ বান্ধয় ।
নৃপতি বান্ধিয়া গড় উপরে তোলয় ॥
এত জানি আজ্ঞা কৈল দিল্লীর ঈশ্বর ।
ধুরধানি তোল নিয়া গরগজ উপর ॥
ধুরধানি কামান সহজে অতি বড় ।
চারিজন বসি পারে খেলিতে চৌপর ॥
আর বহু মহা মহা কামান তুলিল ।
শতে শতে মন্দার ভরিয়া মারিল ॥
মৃত্তিকার পাত্র প্রায় ফুটি গেল গড় ।
পাষাণের গৃহ ভাঙ্গি পড়ে বরাবর ॥
সহস্র সহস্র জন নিল উড়াইয়া ।
তাহার ধমকে পৈল গরগজ ভাঙ্গিয়া ॥
প্রলয় হইল হেন লোক হৈল স্তব্ধ ।
কর্ণে তালি লাগিল শুনিয়া ঘোর শব্দ ॥ (জা.১১)

শব্দার্থ টীকা : থুই—স্থপতি ; মূলে থবঈ
ধুরধানি—কামানের নাম , মূলে নেই
চৌপর—চারপ্রহর
মন্দার—পর্বতবিশেষ

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদটি মূলের তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। মূলে আছে দুর্গ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ নির্মাণের অতিরিক্ত সংবাদ। এছাড়া মূলে হাবসী, রুমী এবং ফিরিঙ্গী গোলন্দাজের উল্লেখ আছে অনুবাদে এক্ষেত্রে তা নেই। আবার অনুবাদে গরগজ বা কামানস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রস্তরবাহী বিভিন্ন পশুর উল্লেখ আছে, মূলে তা নেই। মূলে গোলানিক্ষেপের চিত্রটি অনেক বাস্তব, অনুবাদে তা অস্পষ্ট। মূলের দোহা অংশটিতে লঙ্কাদহনের চিত্রটি অনুবাদে অনুপস্থিত। একাদশ স্তবকের অনুবাদে মূলানুগত্য সত্ত্বেও কিছু কিছু নতুন কথা আছে। সুলতানের আজ্ঞায় গরগজের উপর বৃহৎ ধুরধানি কামান তুলে গোলাবর্ষণের কথা অনুবাদে থাকলেও মূলে নেই। মন্দার পর্বত নিয়ে গোলানিক্ষেপও অনুবাদে নতুন সংবাদ। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

কথ ২ গর্ভপাত[1] হইল তখনে ।
মোহাভয় উপর্জিল ঘর-বাসি[2] মনে ।।
মনেত সাহাস করি রত্নসেন বির ।
আশ্বাস বচনে সব সন্য কল্যা স্থির[3] ।।
তুরুকের গর্কুজ[4] জে পরিল ভাঙ্গিয়া ।
তুমি সবে আর চিন্তা কর কি লাগিআ ।।
পুনি জবে হেন মত গর্কুজ[5] বান্দিব ।
তখনে জে করে বিধি[6] শেই সে হইব ।।
জথ ২ ঘর[7] ফুটী আছে গোলাঘাতে ।
পুশ্বর্বপ্রায় গর[8] করি ঘটীল[9] তুরিতে ।।
ছোলতানে ষুনিলেক গর্কুজ ভাঙ্গিল[10] ।
ওমরা সবেরে আনি তর্জিয়া বুলিল[11] ।।
আমারে ভাঙ্গিতে সবে ন কহএ[12] কাজ ।
নাহিক মরন ভএ[13] অপমান লাজ ।।
আপনা ভালাই জদি চাহ তুমি সবে ।
সিগ্র করি গর্কুজ[14] বান্দএ পুনি তবে ।।
হেনমত গর্কুজ বান্দ সিগ্রগতি[15] ।
উপরে উটীতে পারে শতে ২ হাতি[16] ।।
সাহার আদেস ষুনি আমত্ত[17] সকল ।
গর্কুজ[18] বান্দিতে হেতু হইল বিকল ।।
জেমত[19] আরম্ভে পুর্ব্বে আছিলেক[20] সিল ।
তার দসগুন করি শন্য[21] নিজুজিল ।।
মোহা ২ পাশান চরকে তুলি আনে ।
একেক পশ্বর্বত খন্ড সত হস্তি টানে ।।
লক্ষে ২ ওষ্ঠ বৃস বহুল খাচর ।
কৈটী ২ মনিস্য বহএ নিরান্তর[22] ।।

১ গর্ব্বপাত ২ রত্নসেন ৩ আশ্বাস বচনে কৈল সৈন্য সব স্তির ৪ গরগজ ৫ গরগজ ৬ প্রভু ৭ গর ৮ দর ৯ বান্দিল ১০ সাহাএ ষুনিল জদি গরগজ ভাঙ্গিল ১১ কহিল ১২ কর হেন ১৩ ধিক ১৪ গরগজ ১৫ হেনমতে গরগজ বান্দহ সীগ্রকরি ১৬ করি ১৭ আমৈত্ত ১৮ গরগজ ১৯ জেমন ২০ আনিলেক ২১ সৈন্য ২২ অনিবার

কত কত গর্ভপাত হইল তখনে ।
মহাভয় উপজিল গড়বাসী মনে ।।
মনেত সাহস করি রত্নসেন বীর ।
আশ্বাস বচনে সব সৈন্য কৈল স্থির ।।
তুরুকের গরগজ পড়িল ভাঙ্গিয়া ।
তুমি সবে আর চিন্তা কর কি লাগিয়া ।।
পুনি যবে হেনমত গরগজ বান্ধিব ।
তখনে যে করে বিধি সেই সে হইব ।।
যথা যথা গড় ফুটিয়াছে গোলাঘাতে ।
পূর্বপ্রায় দঢ় করি গঠিল তুরিতে ।।
ছোলতানে শুনিলেক গরগজ ভাঙ্গিল ।
উমরা সবারে আনি তর্জিয়া বুলিল ।।
আমারে ভাণ্ডিতে সবে কর হেন কাজ ।
নাহিক মরণ ভয় অপমান লাজ ।।
আপনা ভালাই যদি চাহ তুমি সবে ।
শীঘ্র করি গরগজ বান্ধহ পুনি তবে ।।
হেনমত গরগজ বান্ধ শীঘ্রগতি ।
উপরে উঠিতে পারে শতে শতে হাতি ।।
সাহার আদেশ শুনি অমাত্য সকল ।
গরগজ বান্ধিতে হেতু হইল বিকল ।।
যেমত আরম্ভে পূর্বে আনিলেক শিলা ।
তার দশগুণ করি সৈন্য নিযুজিলা ।।
মহা মহা পাষাণ চড়কে তুলি আনে ।
একেক পর্বতখন্ড শতহস্তী টানে ।।
লক্ষে লক্ষে উষ্ট্র বৃষ বহুল খচ্চর ।
কোটি কোটি মনুষ্য বহয়ে নিরন্তর ।।

মন্তব্য : একাদশ স্তবকের পর অনুবাদে মূলের ষোড়শ স্তবকটি স্থান পেয়েছে। রত্নসেনের আশ্বাস, সুলতানের ক্রোধ এবং ওমরাহদের প্রতি পুনরায় গরগজ বা স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ ইত্যাদি ব্যাপার মূলে অনুপস্থিত। তবে দুর্গের চারদিকে পাষাণপ্রাচীরনির্মাণ মূলের ষোড়শ স্তবকে বর্ণিত। অবশ্য মূলের প্রাকারনির্মাণবর্ণনা আরও অনেকবেশী রাজকীয় ও আড়ম্বরপূর্ণ, অনুবাদে ভারবাহী পশুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও উপমা ও বর্ণনার সেই জাঁক-জমক নেই। দোহা অংশের অনুবাদ যথারীতি অনুপস্থিত।

দুই সর ভুমি কল্য হেটেত পাতণ[১] ।
এক সবে সোধে হেন উপরে গঠণ[২] ॥
হেন মত গর্কুজ বান্দিল[৩] নিরান্তর ।
রত্নশেন ঘর বান্দি[৪] তোলএ উপর ॥
কৈটী[৫] ২ নব জন্তু হাজারে ২ ।
মোহাশীল[৬] শৈল খন্ড[৭] আনে অনিবার ॥
দিনে ২ গরগজ হৈল পঞ্চতর[৮] ।
রত্নশেন গর[৯] হৈল কাষ্কানি শোসর[১০] ॥

উঞ্চ শিঙ্গাসনে[১১] সাহা বশী মোহাযুকে[১২] ।
ঘর অথান্তরে[১৩] সব দেখন্ত কতুকে ॥
মোহা ২ অষ্ট ধাতু[১৪] কামান তুলিআ ।
জাহারে দেখএ তারে মারয় তাকিআ[১৫] ॥
ঘরের বাহির হৈতে নারে কোণ জন[১৬] ।
ঘরের ভিতরে জেন পশীল সমন ॥
সিলগৃহ তাকিআ[১৭] হানএ ঘোলাঘাত[১৮] ।
উপরে থাকিয়া জেন হএ বজ্রঘাত[১৯] ॥
গৃহের[২০] চাপনে মরে[২১] শতে ২ লোক ।
ঘরবাসি মনেত[২৩] জর্ম্মিল মোহাশোক ॥
জিবনের আসা না দেখীয়া হিন্দুগন ।
করতারে শ্বরি মনে ইশ্চিলা মরন ॥

নৃপগন পাত্রগন লৈয়া রত্নশেনে[২৪] ।
দহিয়া মরিতে জুক্তি দরাইল মনে[২৫] ॥
বিরের সমভাব[২৬] এই না হএ কাতর ।
কার জয় কার মৃত্যু শাহসে যুম্বর[২৭] ॥
ফাগুয়া খেলিতে হৈলে চাচর নিগ্রান্ত ।
হুলি জালাইলে হএ পুজার একান্ত[২৮] ॥

দুইশত হস্তী কৈল ভূমিত পাতন ।
একশত সৌধ হেন উপরে গঠন ॥
হেন মত গরগজ বান্ধিল নিরন্তর ।
রত্নসেন গড় বান্ধি তোলয় উপর ॥
কোটি কোটি নর জন্তু হাজারে হাজার ।
মহাশিলাখন্ড সৈন্য আনে আনিবার ॥
দিনে দিনে গরগজ হৈল উচ্চতর ।
রত্নসেন গড় হৈল কাম্কানি সোসর ॥ (জা. ১৬)

উচ্চ সিংহাসনে সাহা বসি মহাসুখে ।
গড় অভ্যান্তরে সব দেখন্ত কৌতুকে ॥
মহা মহা অষ্টধাতু কামান তুলিয়া ।
যাহারে দেখয় তারে মারয় তাকিয়া ॥
গড়ের বাহির হৈতে নারে কোনজন ।
গড়ের ভিতর যেন পশিল শমন ॥
শিলাগৃহ তাকিয়া হানয় গোলাঘাত ।
উপরে থাকিয়া যেন হয় বজ্রাঘাত ॥
গৃহের চাপনে মরে শত শত লোক ।
গড়বাসী মনেত জন্মিল মহাশোক ॥
জীবনের আশা না দেখিয়া হিন্দুগণ ।
করতারে স্মরি মনে ইচ্ছিল মরণ ॥ (জা.১০)

নৃপগণ পাত্রগণ লৈয়া রত্নসেনে ।
দহিয়া মরিতে যুক্তি দড়াইল মনে ॥
বীরের স্বভাব এই না হয় কাতর ।
কার জয় কার মৃত্যু দুই সমস্বর ॥
ফাগুয়া খেলিতে হইলে চাচর নিতান্ত ।
হুলি জ্বালাইলে হয় পূজার একান্ত ॥

১ দুই বিংশ হস্তি কৈল ভুমীতে পাতন ২ একাম্বর সোধে জেন উপর ঘটন ৩ হেন মতে গরগজ বান্দিলা ৪ হন্তে ৫ কটী ৬ মোহাসীলা ৭ সৈন্যখন্ডে ৮ উঞ্চতর ৯ ঘর ১০ কাকানি সমশ্বর ১১ সীঙ্গাসনে ১২ বসী মনযুখে ১৩ অব্যান্তরে ১৪ ধাতি ১৫ বসীআ ১৬ কনজন ১৭ সীলাগ্রিহে থাকিআ ১৮ গোলাঘাত ১৯ বজ্রপাত ২০ গ্রিহের ২১ মারে ২৩ ঘরে বসী মনেতে ২৪ লই রত্নসেন ২৫ মন ২৬ সভাব ২৭ দুই সমস্বর ২৮ শেষচরণদ্বয় 'বা' পুথিতে নেই ।

শব্দার্থ টীকা : ফাগুয়া—ফাগ
চাচর—চাঁচর উৎসব
হুলি—হোলির বহ্ন্যুৎসব

মন্তব্য : ষোড়শ ও সপ্তদশ স্তবকের অন্তর্বর্তী স্তবকটি মূলের দশম স্তবকের অনুসারী। সুলতানের গরগজ আর দুর্গের উচ্চতার ক্রমবর্ধমানতা এবং গরগজের শীর্ষ থেকে দুর্গের অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ মূলে থাকলেও গড়বাসীদের শোক ইত্যাদি ব্যাপার আলাওলের নবসংযোজন।

এথেক ভাবিয়া মনে[১] জুক্তি কল্যা সার।
পরিবার সহিতে দহিয়া মরিবার ॥
নৃপগণে[২] চিতাকাষ্ঠ চন্দন আগরে।
পুঞ্জে ২ করিলেক আনি দ্বারে ২[৩] ॥*

এসব ষুনিয়া[৪] সাহা মনে অনুমানি।
ন পাইব পদ্মিনি রানি নষ্ট বহু প্রানি[৫] ॥
কি ফল মারিয়া হিন্দু সিতল বিক্রম।
পদ্মিনি ন পাইলে বেথ[৬] এথ পরিশ্রম ॥
হাবশী ফরাঙ্গি[৭] রুমি গোলন্দাজ জথ।
জারে তাকে তারে মারে অতুল মহত[৮] ॥
তা সবাকে আজ্ঞা দিলা গোলা ন মারিও[৯]।
জবে আজ্ঞা দেও অস্ত্র তখনে ধরিও[১০] ॥
পদ্মিনি পাইব আসে জুদ্ধ দিল খেমা।
প্রানিবধে সাংগ সাহা অতুল মহিমা ॥
এই মতে ঘর বেরি দিল্লির ইশ্বর।
আছন্ত পরম ষুখে অষ্টম বৎশর[১১] ॥
ঘরবাসি গনে মনে চিন্তিত হইআ।
আছন্ত বিশ্বিত[১২] মনে মরণ ইচ্ছিআ ॥
দেসের বারতা কোন[১৩] নৃপতি ন পাএ।
ঘর[১৪] মাজে আছন্ত পাঞ্জরে পক্ষি প্রাএ ॥
রুপিয়া খাইল ফল অম্র[১৫] কাটয়াল।
ন মারন্ত ন জাওন্ত আছন্ত[১৬] কথকাল ॥

১ সবে ২ রত্নসেন ৩ পুঞ্জে ২ কৈল আনি জার জেই দ্বারে
* 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
এ সব রোহাম্ব জদি সাহা আগে গেল।
ষুনি ধর্মসীল সাহা গুনিতে লাগীল ॥
এ সকল লোক মারি কার্জের কুসল।
এক লাগী নিজ হানি করি এ সকল ॥
লৈক্ষ২ সৈন্যকুল নৃপতি সকল।
লৈজ্জা ছারি মান ভএ মরিব সকল ॥
এ সব হইলে নষ্ট মোর বলহানি।
কি করিব এক নারি পদ্মাবতি আনি ॥
৪ জানিয়া ৫ না পাইব পদ্মিনি জে নষ্ট হৈব পুনি ৬ রেথে
৭ ফেরাঙ্গি ৮ মহন্ত ৯ মারিতে ১০ ধরিতে ১১ বচ্ছর ১২ বিস্বতি
১৩ কিছু ১৪ গর ১৫ আম ১৬ আছে

এতেক ভাবিয়া মনে যুক্তি কৈলা সার।
পরিবার সহিতে দহিয়া মরিবার ॥
নৃপগণে চিতাকাষ্ঠ চন্দন আগরে।
পুঞ্জে পুঞ্জে কৈল আনি যার যেই দ্বারে ॥ (জা.১৭)

এসব শুনিয়া সাহা মনে অনুমানি।
না পাইব পদ্মিনী রাণী নষ্ট বহু প্রাণী ॥
কি ফল মারিয়া হিন্দু শীতল বিক্রম।
পদ্মিনী না পাইলে বৃথা এত পরিশ্রম ॥
হাবশী ফিরিঙ্গি রুমি গোলন্দাজ যত।
যারে তাকে তারে মারে অতুল মহত্ত্ব ॥
তা সবাকে আজ্ঞা দিল গোলা না মারিও।
যবে আজ্ঞা দেও অস্ত্র তখনে ধরিও ॥
পদ্মিনী পাইব আশে যুদ্ধ দিল ক্ষেমা।
প্রাণীবধে সাংগ সাহা অতুল মহিমা ॥
এই মতে গড় বেড়ি দিল্লীর ঈশ্বর।
আছন্ত পরম সুখে অষ্টম বৎসর ॥
গড়বাসীগণে মনে চিন্তিত হইয়া।
আছন্ত বিস্মিত মনে মরণ ইচ্ছিয়া ॥
দেশের বারতা কোন নৃপতি না পায়।
গড় মাঝে আছন্ত পাঞ্জরে পক্ষীপ্রায় ॥
রুপিয়া খাইল ফল আম্র কাটয়াল।
না মারন্ত না জাওন্ত আছে কত কাল ॥

শব্দার্থ টীকা : কাটয়াল—কাঁঠাল
রুপিয়া—রোপণ করিয়া ; মূলে আছে আটবছরের মধ্যে সাহ যে আমের গাছ লাগিয়েছিলেন তা থেকে ফল পেকে ঝরে পড়ল।
হাবশী—আবিসিনিয়ার সেনা।
ফিরিঙ্গি—য়ুরোপীয় সেনা।
রুমি—রোমদেশীয় সৈন্য।
মূলের দশম স্তবকে এদের উল্লেখ আছে।

মন্তব্য : সপ্তদশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে রত্নসেনের রাজসভায় সভাসদদের যুক্তি-পরামর্শগুলি বিস্তৃতভাবে আছে, অনুবাদে তা আংশিক ও সংক্ষিপ্ত। কিছু নতুন কথাও অনুবাদে আছে। যথার্থ বীরের এমনই অকাতর স্বভাব হবে যে জয় এবং মৃত্যু তার কাছে সমান,—মূলে এধরণের প্রৌঢ়োক্তি নেই। মূলে এর পরিবর্তে আছে সত্য যাদের হৃদয়ে বর্তমান তাদের চোখে অশ্রু কোথায়? মূলের সোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

হেনকালে আইল[1] দিল্লির আরদাস ।
সকল দেসের বাত্তা[2] হইল প্রকাস ॥
দুরান্তর দেস[3] জথ পুর্ব্বে দিল কর ।
সাহা আজ্ঞা পালিয়া আছিল নিরান্তর ॥
সাহার বিলম্ব দেখী[4] সে সকল দেস ।
উর্ধসির করি মনে ন মানে বিশেস[5] ॥
এসব সুনিয়া সাহা মনে বিচলিত ।
দুই দিগে শাহার হইল এক চিত[6] ॥
পদ্মিনিরে ন পাইলে মন সান্ত নহে ।
পাটেত ন আইলে শব[7] রায্য নষ্ট হএ ॥
চিন্তাএ জরিল চিত্তে হইল উচাটন ।
কি বুদ্ধি করিব শাহা ভাবে মনে মন ॥[8]

হেনকালে আসিলেন্ত দিল্লীর আর্দাস ।
সকল দেশের বার্তা হইল প্রকাশ ॥
দূরান্তর দেশ যত পূর্বে দিল কর ।
সাহা আজ্ঞা পালিয়া আছিল নিরন্তর ॥
সাহার বিলম্ব দেখি সে সকল দেশ ।
উর্ধ্বশির করি মনে না মানে বিশেষ ॥
এ সব শুনিয়া সাহা মনে বিচলিত ।
দুই দিকে সাহার হইল একচিত ॥
পদ্মিনীরে না পাইলে মন শান্ত নয় ।
পাটেত না আইলে সব রাজ্য নষ্ট হয় ॥
চিন্তায় জরিল চিত্তে হইল উচাটন ।
কি বুদ্ধি করিব সাহা ভাবে মনে মন ॥ (জা. ১৮)

১ আসীলেন্ত ২ কথা ৩ দুরান্ত দেসের ৪ সুনি ৫ মানি উর্ধসীর করে না মানি বিসেস ৬ দুই দিগে হইল মন সাহার এক চিত
৭ পাটেতে না আইসে জদি
৮ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

লোভেতে আছএ পাপ সাস্ত্রে দিছে সাক্ষি ।
ধর্ম্ম সাস্ত্র চিন্তে সাহা সকল উপক্ষি ॥
রত্নসেন সম্বাসীআ সঙ্গে নৃপগন ।
নিজ পাটে জাইবারে ইচ্ছিলেক মন ॥

শব্দার্থ টীকা : আরদাস—আর্জি । মুলে আরদাসে

মন্তব্য : অষ্টাদশ স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মুলানুসারী । তবে মুলে আলাউদ্দীনের চিতোর অবরোধকালে পশ্চিম-সীমান্তে মোগল আক্রমণের যে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আছে, অনুবাদে তা নেই, অনুবাদে আছে সামন্ত নৃপতিদের অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ । মুলের দোহা অংশ অনুবাদে নেই । তার পরিবর্তে অনুবাদে আছে আলাউদ্দীনের চিত্তদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ । অষ্টাদশ স্তবকেই মুলের অধ্যায়-সমাপ্তি । কিন্তু অনুবাদে মুলের ঘটনাক্রমের পৌর্বাপর্য লঙ্ঘিত হয়েছে ।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ লাচারি

তবে রাজা রত্নসেনে[১] বিচারি বুজিয়া মনে[২]
আবস্য[৩] মরন আছে তন্তে।
জেদিন আনন্দে জাএ জিবনে সুফল পাএ
সুখের সমএ ভালে শন্তে[৪] ।।
ভাবিতব্যে[৫] থাকে জেই আবস্য[৬] হইব শেই[৭]
বুদ্ধিবলে নাহিক এরান।
অজ্ঞানে ভাবএ দুখ জন্মিতে বরিব সুখ
সদানন্দ[৮] সাহাস প্রমান ।।
এথেক ভাবিয়া চিত্তে রত্নসেনে আনন্দিতে
রাজদ্বারে রচিল[৯] নিত্যসালা।
হরশীত সভাজন[১০] নাচে নিত্যকালিগণ[১১]
পঞ্চ সব্দে করি এক মেলা ।।
সাট[১২] রাগ উংকারিয়া ছত্তিস রাগিনি লৈয়া
মধুস্বরে কল্য[১৩] আলাপন।
দক্ষিনান্ত অঙ্ক গোলা[১৪] নানা কাতে[১৫] নাচে[১৬] ভালা
সাধনা হস্তক সুলক্ষন[১৭] ।।
কহিতে নিত্ত্যের[১৮] কথা বারএ বহুল পোথা[১৯]
না কহিলে সান্তি নাহি মনে[২০]।
অলপ ন কহোঁ[২১] জবে বলিব[২২] পন্ডিত সবে
এই কবি সঙ্কিপ্ত ন জানে ।।
কহিমু কিঞ্চিত[২৩] অল্প মনেত করিয়া কল্প
বুজহ রসীক ধির জনে।
রসসিন্দু গুনিশ্বর[২৪] শ্রীযুত মাগন বর[২৫]
আজ্ঞা পাই আলাওলে ভনে ।।

১ রত্নসেন ২ মন ৩ আবৈস্ব ৪ তন্তেদু ৫ ভবতৈব্বে ৬ আকৈস্ব ৭ সেই ৮ সদা এতে ৯ রচি ১০ সর্ব্বজন ১১ নাছে নিত্যাকিনি গন ১২ সেই ১৩ কৈল ১৪ অঙ্গ বালা ১৫ কাছে ১৬ নাছে ১৭ সাবধানে হস্তে সুলৈক্ষণ ১৮ নিত্ত্যের ১৯ বহুল বারএ পোতা ২০ সান্ত নহে মন ২১ আলাপ না কহি ২২ বুলিব ২৩ সঙ্কিপ্ত ২৪ ছিরি জোত মাগন বর ২৫ রস সীন্দু গুনধর

তবে রাজা রত্নসেনে বিচারি বুঝিয়া মনে
অবশ্য মরণ আছে তন্তে।
যেদিন আনন্দে যায় জীবন সুফল পায়
সুখভোগ ভালমন্দ শর্ত্তে ।।
ভবিতব্যে থাকে যেই অবশ্য হইব সেই
বুদ্ধিবলে নাহিক এড়ান।
অজ্ঞানে ভাবয় দুখ জন্মিতে বরিব সুখ
সদানন্দ সাহসে প্রমাণ ।।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে রত্নসেনে আনন্দিতে
রাজদ্বারে রচি নৃত্যশালা।
হরষিত সর্বজন নাচয় নর্তকীগণ
পঞ্চশব্দে করি এক মেলা ।।
ছয় রাগ হাম্কারিয়া ছত্রিশ রাগিণী লইয়া
মধুস্বরে কৈল আলাপন।
দক্ষিণান্ত অংগ বালা নানা কাচে নাচে ভালা
সাধনা হস্তক সুলক্ষণ ।। (জা. ১২)
কহিতে নৃত্যের কথা বহুল বাড়য় পোথা
না কহিলে শান্ত নহে মনে।
অলপ না কহোঁ যবে বলিব পণ্ডিত সবে
এই কবি সঙ্গীত না জানে ।।
মনেত করিয়া কল্প কহিমু কিঞ্চিৎ অল্প
বুঝহ রসিক ধীর জনে।
রসসিন্ধু গুণীশ্বর শ্রীযুত মাগন বর
আজ্ঞা পাই আলাওলে ভণে ।।

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চশব্দ—তত, বিতত, সুষির, ঘন, অনাহত। মূলে অনেকপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের কথা আছে।
কাচে—বেশে
পোথা—পুস্তক

মন্তব্য : মূলের দ্বাদশ স্তবকের অনুবাদে আলাওল অনেকখানি মূলানুসারী হলেও মূলের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানকে পঞ্চশব্দে ধরিয়ে দিয়েছেন। স্তবকশেষে নৃত্যগীতের কিছু কিছু বর্ণনার কৈফিয়ৎরূপে যেসব কথা বলেছেন তা যতখানি পান্ডিত্যের পরিচায়ক ততখানি কবিত্বের সূচক নয়। দ্বাদশ স্তবকের দোহাটি দুপৃষ্ঠা-পরবর্তী দ্বিপদী স্তবকে অনূদিত।

যমক ছন্দ

প্রথমে গনেস[১] সব্দ ব্রহ্ম[২] সব লৈয়া।
গিদের আরম্ভ জকারাদি[৩] উচ্চারিয়া॥
অতিসব[৪] চালি[৫] বাচি ধরিল উরূপ।
কুরার কলাপ দেসি[৬] লইল সরূপ॥
বৈপাতাঙ্ক কটুরি পরস পরিয়ার[৭]।
ছিন্দধর সরমটো নাচএ যুসার[৮]॥
তিউট জক্কারি[৯] ধুরুপদ বিষ্ণুপদ।
কোচট[১০] নাছিল মিলি তিউট[১১] সবদ॥
জতি তিওন্টর সব্দে[১২] স্লোক মিসাইয়া।
জথেক সাধনা লএ[১৩] কহ[১৪] নাম লৈয়া॥
সমুখ বিমুখ হুলু[১৫] য়াজান[১৬] নিসঙ্ক।
জটে হুর মই য়াদি তিরি পরা রঙ্গ[১৭]॥
দুমচি বিমুখ সংগে মুরর টম্বর[১৮]।
কুম্ভকার চক্র জিনি ফিরে ঘোটাম্বর[১৯]॥
ভাল বিমি নগ জনিলা তুরঙ্গিনি[২০]।
হংসি মুগি[২১] খঞ্জনি শঙ্খম পতি জানি[২২]॥
অংগে অবলম্ব গিত[২৩] হুস্ত অর্থ[২৪] লএ।
চক্ষে[২৫] ভাব পদে করি তালের নিম্নএ॥
জথা হুস্ত[২৬] তথা দৃষ্টী দৃষ্ট[২৭] মন বস।
জথা ভাব[২৮] তথা মন[২৯] জথা ভাব[৩০] রস॥
ভাব রস কথা এবে কহত[৩১] কিঞ্চিত।
সমস্ত কহিতে শক্ত[৩২] নহে মোর চিত॥

১ গনাস ২ ব্রহ্মা ৩ করে রাগ ৪ অতিসন্দে ৫ চারি ৬ ধোয়ায়াসী কলাবাসী ৭ বৈপতৈক্ষ নাটরি পবস পরিআর ৮ চিন্দধর স্বর মাটা নাচাএ যুসার ৯ ত্রিঅট জরকারি ১০ কৈচেট ১১ ত্রিঅট ১২ জৈতি থিওটের শব্দ ১৩ হেন ১৪ কহে ১৫ হৈলুম ১৬ আওল ১৭ উটে হুরি মহি আদি তিরিপানা রঙ্গ ১৮ দুমিচি বিমুক শঙ্গে মুরে বটম্ভর ১৯ গোন্টম্বর ২০ ভাবি মেল গজ জিনি লিলা তুরঙ্গিনি ২১ হংসী মৃগি ২২ জিনি ২৩ গতি ২৪ অর্ধ ২৫ চোক্ষে ২৬ হস্তী ২৭ কর ২৮ মন ২৯ ভাব ৩০ মন ৩১ কহিতে ৩২ শক্তি

প্রথমে গণেশ শব্দ ব্রহ্মা শব্দ লইয়া।
গীতের আরম্ভ করে রাগ উচ্চারিয়া॥
প্রতি শব্দ চালি বাছি ধরিল স্বরূপ।
ক্রীড়ার কলাপ দেখি লইল স্বরূপ॥
বিপক্ষেত করিলা পরম পরিহার।
চিহ্নি ধরাপরে অষ্ট নাচয় সুসার॥
তিউট ঝঙ্কার ধুরপদ বিষ্ণুপদ।
চৌষট নাচিল মেলি তিউট শবদ॥
যতি তিউটের শব্দে শ্লোক মিশাইয়া।
যতেক সাধনা হেন কহি নাম লৈয়া॥
বিমুখ সমুখ হইল উল্লাস নিঃশঙ্ক।
উঠে হুরি মহি আদি তিরিপানা রঙ্গ॥
দুলে শির মুখ সংগে মুরজ ডম্বরু।
কুম্ভকার চক্র জিনি ফিরে গোটচারু॥
তালেত কিঙ্কিণী বাজে লীলা তরঙ্গিণী।
হংস মৃগ খঞ্জন সপ্তম গতি জিনি॥
অংগে অবলম্ব গীত হস্তে অর্থ লয়।
চক্ষে ভাব পদে করি তালের নির্ণয়॥
যথা হস্ত তথা দৃষ্টি দৃষ্টি মনবশ।
যথা মন তথা ভাব আছে নয় রস॥
ভাব রস কথা এবে কহিব কিঞ্চিত।
সমস্ত কহিতে শক্তি নাহি মোর চিত॥

শব্দার্থ টীকা ঃ গণেশ শব্দ—সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম উচ্চারণ করে সঙ্গীতের আরম্ভ।
ব্রহ্মা শব্দ—ব্রহ্মার নাম। ক্রীড়ার কলাপ—তানের বিস্তার।
ধুরপদ বিষ্ণুপদ—ধ্রুপদ ও কীর্তন ;
চৌষট নাচিল—চৌষট্টি প্রকার নৃত্যকলা নাচল।
তিউট ঝঙ্কার—তেওট তাল। কীর্তনে একে তেওড়া বলে ; এটি ১৪ মাত্রার তাল। যতি—আর একপ্রকার তাল। গীতগোবিন্দে এই তালের উল্লেখ আছে। বিমুখ সমুখ—প্রতিকূল শ্রোতাও অনুকূল হল। হুরি—হুলি বা হুলুধ্বনি
তিরিপানা রঙ্গ—লাস্য। গোটচারু—মনোহর মেখলা, কটিভূষণ।
কুম্ভকার…চারু—নৃত্যের বেগে নর্তকীর মনোহর কটিভূষণ কুমোরের চাকার চেয়ে দ্রুত ঘুরছে।

মন্তব্য ঃ সঙ্গীতের রাগ ও তাল সম্পর্কিত বর্তমান স্তবকটি মূলে নেই, অনুবাদকের সংযোজন। মূলের ত্রয়োদশ চতুর্দশ স্তবক জুড়ে বিচিত্র ধ্রুপদী সঙ্গীতের বর্ণনা আছে, কিন্তু অনুবাদে আলাওলের সময়কার বঙ্গীয় সঙ্গীতচর্চার বিশেষত কীর্তনের তাল নির্দেশটি লক্ষণীয়। নর্তকীর নৃত্যগতি বর্ণনায় মেখলার সঙ্গে কুমোরের চাকার উপমাটি আলাওলের নিজস্ব।

বিনু ভাবে কার্য্য[১] নাহি বিনু ভাবে রস।
বিনু ভাবে নিত্য নাহি[২] নহে জগ বশ ॥
সঙ্গিতা পঞ্চম সারে[৩] নারদে কহিল।
সংসারে ত্রিবিধ[৪] ভাব প্রচার হইল ॥
স্থাই[৫] আর সঞ্চারি[৬] সাত্তিক[৭] অনুপাম।
কার কোন ভাব বুলি ষুন তার নাম ॥
প্রথমে আসিয়া জেই অস্তত[৮] দ্রশাএ।
কিবা অৰ্থে[৯] কিবা নিথে[১০] অস্ত সম জাএ[১১] ॥
তার স্থাইভাব বলি[১২] ষুন মো…জন।
এবে কহো[১৩] বিচারিয়া[১৪] ভাবের লক্ষন[১৫] ॥
স্থাই ভাবে আসি জেবা হএ উপকারি[১৬]।
জেন আইসে তেন জাএ সেই সে সঞ্চারি[১৭] ॥
অত্যস্তের[১৮] স্থির[১৯] চিত্ত হস্তে সত্বগুন[২০]।
উপজিলে নিবৰ্ত্তিলে[২১] সাত্তিক[২২] নিপুন ॥
তিরি বিধি[২৩] ভাবের কথা কহিব[২৪] রচিআ।
কোণ ভাবে কোণ রস[২৫] ষুন মন দিআ ॥
রতি উঁচ ভয় ক্রোধ জুগ্যাচ্চা[২৬] বিশ্বএ।
সোক রৌদ্র সাস্তি হাস্য জানিও নিশ্চএ ॥
স্থাই ভাবে এই নব রস নিল ষুন।
সাস্তিক[২৭] ভাবের রস[২৮] ষুন মোহাজন ॥
বে…থো রোমাঞ্চ অস্তম্ভ ষুরভঙ্গ আর[২৯]।
বৈবর্ম্ম তাপেদ[৩০] অশ্র জানিয় বিচার ॥
এই অষ্ট রস জান সত্তিক[৩১] প্রকৃতি[৩২]।
কহিলু[৩৩] ত্রিবিধি[৩৪] ভাব রস জেন রিতি[৩৫] ॥

১ বাক্ক ২ নহে ৩ স্বরে ৪ ত্রিভেধি ৫ স্থাই ৬ সাঞ্চারি ৭ সত্তিক ৮ হস্তত ৯ আৰ্থ ১০ নিত্য ১১ জমরাএ ১২ তারে স্থাইভাব বুলি ১৩ কহি ১৪ বিবিচারি ১৫ লৈক্ষণ ১৬ উপংকারি ১৭ সাঞ্চারি ১৮ সৈস্তেতের ১৯ স্থির ২০ সত্তগুণ ২১ উপজির্লে নিবিত্তিলে ২২ সত্তিক ২৩ ত্রিবিধি ২৪ কহিমু ২৫ কন ভাবে কন রস ২৬ উৎহা ২৭ সাত্তিকী ২৮ কথা ২৯ ব্যাপতা রমান্য হস্ত ষুকভঙ্গ আর ৩০ তাপদ ৩১ সত্তিক ৩২ প্রকাতি ৩৩ কহিলুম ৩৪ ত্রিবেধ ৩৫ নিতি

বিনু ভাবে বাক্য নাহি বিনু ভাব রস।
বিনু ভাবে নৃত্য নাহি নহে জগ বশ ॥
সঙ্গিত পঞ্চম স্বর নারদে কহিল।
সংসারে ত্রিবিধ ভাব প্রচার হইল ॥
স্থায়ী আর সঞ্চারী সাত্ত্বিক অনুপাম।
কার কোন ভাব বুলি শুন তার নাম ॥
প্রথমে আসিয়া যেই হস্তেত দর্শায়।
কিবা অর্থে কিবা নৃত্যে অন্তর মজায় ॥
তারে স্থায়ীভাব বলি শুন মহাজন।
এবে কহি বিচারিয়া ভাবের লক্ষণ ॥
স্থায়ীভাবে আসি যেবা হয় উপকারী।
যেন আইসে তেন যায় সেই সে সঞ্চারী ॥
আদ্যান্তর স্থির চিত্ত হোস্তে সত্ত্ব গুণ।
উপজিলে নিবর্তিলে সাত্ত্বিক নিপুণ ॥
ত্রিবিধ ভাবের কথা কহিব রচিয়া।
কোন ভাবে কোন রস শুন মন দিয়া ॥
রতি ভয় ক্রোধ উৎসাহ জুগুপ্সা বিস্ময়।
শোক আর শান্ত হাস্য জানিও নিশ্চয় ॥
স্থায়ীভাবে এই নব রস নিল শুন।
সাত্ত্বিক ভাবের কথা শুন মহাজন ॥
বেপথু রোমাঞ্চ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ আর।
বৈবর্ণ্য স্বেদাশ্রু মূর্চ্ছা জানিয় বিচার ॥
এই অষ্টরস জান সাত্ত্বিক প্রকৃতি।
কহিল ত্রিবিধ ভাব রস যেন রীতি ॥

শব্দার্থ টীকা: স্থায়ীভাব—যে ভাবকে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাব কখনও মুছে ফেলতে পারে না, তাকে স্থায়ী ভাব বলে। যথা—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥

সঞ্চারী ভাব—স্থায়ীভাবের পরিপোষক অস্থায়ী যাতায়াতকারী ভাবনিচয় যথা—নির্বেদ, লজ্জা, অসূয়া, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদি তেত্রিশটি ভাব।

সাত্ত্বিক ভাব—ভাবের উদ্বোধন ঘটলে যে শারীরিক সাত্ত্বিক বিকার ঘটে তাকেই সাত্ত্বিক ভাব বলে। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় বা মূর্চ্ছা।

মন্তব্য: সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণে আলাওলের স্থায়ীভাব সঞ্চারীভাব ও সাত্ত্বিকভাবের এই আলোচনা বলাবাহুল্য মূলে নেই। মূলে আছে বিচিত্র রাগমালা যা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সভাসদদের কাছে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের জন্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলাওলের এই রসশাস্ত্র আলোচনা ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। স্থায়ী ও সাত্ত্বিকভাব বর্ণনায় পুথিপাঠের ভ্রান্তি সম্পাদিত পাঠে সংশোধিত।

হস্তকের আদ্য আর[১] জথ অবিনএ।
সে সব কহিতে পোথা[২] বহুল বারএ ॥
বিজাপুর নিত্য কালি[৩] পরম সোন্দরি।
মোহন সৌষ্টবে[৪] নাচে জেন বিদ্যাধরি ॥
পঞ্চপাত্রে নানা সন্দে[৫] নাচে এক মিলি।
সাহা ঘর বেরিল নৃপতি নিত্য ভুলি ॥

গরুর্জ[৬] উপরে শাহা উচ্চ সিংগাসনে।
বসীয়া দেখন্ত রংগ[৭] হরসীত মনে ॥
এক গোলান্দাজে ডাকি আংগা দিলা তারে।
ওই জে[৮] নাচএ পাত্র[৯] নৃপতি গোচরে ॥
এক গোলা মারিয়া উরাও সহসাত[১০]।
ন মরোক[১১] রত্নসেন চিতাউর নাথ[১২] ॥
ছোলতান আজ্ঞাএ চতুর গোলান্দাজ।
দারু গোলা ভরিয়া কামান করি সাজ ॥*
গোলাঘাতে উরাইয়া নিল ততক্ষনে[১৩]।
বজ্রপাত হৈল জেন[১৪] মানে সর্ব্বজনে[১৫] ॥
রংগ বংগ[১৬] হইল অন্তবে পাইল ডর।
গৃহমাজে প্রবেসীলা সবে দিয়া লর ॥
অষ্ট ২ হাসি[১৭] সাহা বসি সিংগাসনে।
মোহাভয় উপর্জিল[১৮] রত্নসেন মনে ॥

১ অন্ধসার ২ পোতা ৩ নিজ পুর নিত্যকিনি ৪ সেন্ঠব ৫ ছন্দে ৬ গরগজ ৭ নিত্য ৮ ঐ জন ৯ নিত্য ১০ সহসাদ ১১ মৌরক ১২ নাত

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

গোলাঘাতে নিত্যকি উরাইল সহসাত ।
না মরিল চিতাওব নৃপ নরনাত ॥

১৩ গোলাঘাতে নীত্তকি উরাইল ততেক্ষন ১৪ হেন ১৫ সর্ব্বজন ১৬ রঙ্গাভঙ্গ ১৭ খল২ হাসে ১৮ মহাভএ উপরজিল

হস্তকের আদ্য আর যত অভিনয়।
সে সব কহিতে পোথা বহুল বাড়য় ॥
বিজাপুর নৃত্যকালি পরম সুন্দরি।
মোহন সৌষ্ঠবে নাচে যেন বিদ্যাধরী ॥
পঞ্চপাত্রে নানা শব্দে নাচে এক মিলি।
সাহা গড় বেড়িল নৃপতি নৃত্যে ভুলি ॥ (জা.১২)

গরগজ উপরে সাহা উচ্চ সিংহাসনে।
বসিয়া দেখন্ত রংগ হরষিত মনে ॥
এক গোলন্দাজে ডাকি আজ্ঞা দিলা তারে।
ওই যে নাচয় পাত্র নৃপতি গোচরে ॥
এক গোলা মারিয়া উড়াও সহসাত।
না মরোক রত্নসেন চিতউর নাথ ॥
ছোলতান আজ্ঞায় চতুর গোলন্দাজ।
দারু গোলা ভরিযা কামান করি সাজ ॥
গোলাঘাতে উড়াইয়া নিল ততক্ষণে।
বজ্রপাত হইল হেন মানে সর্বজনে ॥
রংগ ভংগ হইল অন্তরে পাইল ডর।
গৃহমাঝে প্রবেশিলা সবে দিয়া রড় ॥
অট্ট অট্ট হাসে সাহা বসি সিংহাসনে।
মহাভয় উপজিল রত্নসেন মনে ॥ (জা. ১৫)

শব্দার্থ টীকা : হস্তকের আদ্য—হাতের মুদ্রা প্রভৃতি ;
বিজাপুর নৃত্যকালি—বিজাপুরী নৃত্যভঙ্গী, মূলে 'বীজানগব' বা বিজয়নগর।
রড়—দৌড়

মন্তব্য : মূলের ত্রয়োদশ স্তবকটি অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলে বিচিত্ররাগের সংগীতালাপ আছে, অনুবাদে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। মূলের চতুর্দশ স্তবকটি সম্পূর্ণই রাগরাগিণীর তালিকা, অনুবাদে স্তবকটি বর্জিত। পঞ্চদশ স্তবকের অনুবাদের বিষয়বস্তু মূলানুসারী হলেও হুবহু এক নয়। মূলে আছে কনৌজরাজ জাহাঙ্গীরের শরাঘাতে নর্তকী-নিধনের বর্ণনা, অনুবাদে গোলন্দাজের কামানের গোলায় সুলতানের নির্দেশে নর্তকী-হত্যা। এছাড়া মূলে নর্তকীর নাটকীয় নৃত্যমুহূর্তে সুলতানের যে উক্তিগুলি আছে অনুবাদে তা যেমন অনুপস্থিত, তেমনি অনুবাদ-স্তবকের শেষাংশে সিংহাসনে বসে সাহর নিষ্ঠুর অট্টহাসি বা রত্নসেনের ভয় পাওয়ার কথা মূলে নেই। দোহা অংশ অনুবাদে নেই।

প্রভাতে রচিয়া চিতা সব[১] দ্বারে ২ ।
মোহা ২ সকলে[২] করএ ঘরে ২ ।।
নারিগনে ষ্ুবেশ রচিল[৩] স্নান[৪] করি ।
দিব্বস্ত্র অলংকার ষুসৌরব পড়ি[৫] ।।
নানাবিধি ষুভোজন কৈল সবে মিলি ।
স্বামি[৬] সঙ্গে রামাগনে করে নানা কেলি ।।
নানা সৌরবের ধুম্মে[৭] ভরিল আকাস ।
এ সব সাহার আগে হইল প্রকাস ।।

প্রভাতে রচিয়া চিতা প্রতি দ্বারে দ্বারে ।
নৃত্য গীত সকলে করয় ঘরে ঘরে ।।
নারীগণে সুবেশ রচিল স্নান করি ।
দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার সুসৌরভ পরি ।।
নানাবিধি সুভোজন কৈল সবে মিলি ।
স্বামী সঙ্গে রামাগণে করে নানা কেলি ।।
নানা সৌরভের ধূম্রে ভরিল আকাশ ।
এ সব সাহার আগে হইল প্রকাশ ।। (জা. ১৭)

১ প্রতি ২ নিত্য গীদ সকল ৩ করিল ৪ প্রাণ ৫ পরি ৬ স্বামী
৭ সৌরব ধুম্ম

মন্তব্য : সপ্তদশ স্তবকের প্রথমাংশ ইতিপূর্বেই অনূদিত । শেষাংশ এখানে অধ্যায়-শেষে অনূদিত হয়েছে । মূলের দোহা অংশ অনূদিত হয় নি । মূলে আছে জহরব্রত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি । অনুবাদে আছে উৎসব আড়ম্বর । মৃত্যুকে সামনে রেখে জীবনের উৎসব-চিত্রটি অনুবাদে অতিরিক্ত সংযোজন ।

রাজা-বাদশাহ সন্ধি খণ্ড

মনে যুক্তি ভাবি সাহা শ্রিজ্জাকে ডাকিলা।
রত্নসেন সমুখে[১] জাইতে আগ্গা[২] দিলা ॥
বল গিয়া[৩] রত্নসেন পুরি ন মরোক।
প্রাণদাণ দিলু[৪] তাকে আনন্দে থাউক[৫]।
এথ প্রানি জ্বলিয়া মরিল[৬] একবারে।
দেখী পুনি দয়া লাগে খেমিলু[৭] তাহারে ॥
কহিয় ন মাগো তার[৮] নারি[৯] পদ্মাবতি।
মোর সেবা মানিয়া থাউক নরপতি ॥
নিষ্কণ্টকে আপনা রায্য বসি থাউক[১০]।
দুয়জে চন্দ্রিরে দি পঞ্চনগ দেউক ॥[১১]
পঞ্চনগ লৈয়া আইসক মোর পাস।
প্রশাদ শম্মান[১২] পাইব ন করোক ত্রাস[১৩] ॥
ভয় বাসি[১৪] ন য়াসীলে আমার বিদিত[১৫]।
তোমা স্থানে রত্ন দিয়া পাঠাউক তুরিত[১৬] ॥
নৃপতি ন আইসে জদি আমি তথা জাইব।
তাহাব গৃহেত আমি অতিথ[১৭] হইব ॥
অভ্যাগত ভাবে নৃপ নিমন্ত্রএ মোরে[১৮]।
কত্তুকে দেখীব গিয়া ঘরের ভিতরে ॥

শাহার আদেশে শ্রীজা চলিল শত্বর।
শ্বারিআনে জানাইল[১৯] নৃপতি গোচর ॥
শ্রীজা রাএবার আইল ষুনি নৃপবরে[২০]।
বহুল আদরে নিল ঘরের ভিতরে[২১] ॥

১ পাসে ২ পুনি আগ্গা ৩ বোল গীআ ৪ দিলুম ৫ আনন্দ থাকুক ৬ মরিব ৭ খেমীলুম ৮ মাগে তার ৯ রানি ১০ আপনার রাজ্জেতে নিস্কন্টে বসি থাউক ১১ তাহার রাজ্জের রাসীক মানি হউক ১২ সম্পদ ১৩ নাহুক হুতাস ১৪ ভএ ভাসী ১৫ সাক্ষাত ১৬ তোমা সঙ্গে জয়ে পাটাউক সহসাত ১৭ অতিত ১৮ অভ্যাগত ভাবে নিমন্ত্রণ জদি মোরে ১৯ শ্বারি জানাইল গীয়া ২০ রত্নসেন ২১ ঘরের ভিতরে নিল বহুল সনমান

মনে যুক্তি ভাবি সাহা শ্রীজ্ঞাকে ডাকিলা।
রত্নসেন পাশে যাইতে পুনি আজ্ঞা দিলা ॥
বল গিয়া রত্নসেন পুড়ি না মরোক।
প্রাণদান দিলু তাকে আনন্দে থাউক ॥
এত প্রাণী জ্বলিয়া মরিল একবারে।
দেখি পুনি দয়া লাগে খেমিলু তাহারে ॥
কহিয় না মাগোঁ তার রাণী পদ্মাবতী।
মোর সেবা মানিয়া থাউক নরপতি ॥
নিষ্কন্টকে আপনার রাজ্যে বসি থাউক।
দুয়জে চন্দেরী দিব পঞ্চনগ দেউক ॥
পঞ্চনগ লইয়া আইসক মোর পাশ।
প্রসাদ সম্মান পাইব না হউক ত্রাস ॥
ভয় বাসি না আসিলে আমার বিদিত।
তোমা স্থানে রত্ন দিয়া পাঠাউক তুরিত ॥
নৃপতি না আইসে যদি আমি তথা যাইব।
তাহার গৃহেত আমি অতিথ হইব ॥
অভ্যাগতভাবে নিমন্ত্রয় যদি মোরে।
কৌতুকে দেখিব গিয়া গড়ের ভিতরে ॥ (জা.১)

সাহার আদেশে শ্রীজা চলিল সত্বর।
দ্বারি জানাইল গিয়া নৃপতি গোচর ॥
শ্রীজা রায়বার আইল শুনি নৃপবরে।
বহুল আদরে নিল গড়ের ভিতরে ॥

শব্দার্থ টীকা : পঞ্চনগ—পঞ্চরত্ন

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে মূলের সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেছে। অনুবাদের প্রথমেই সুলতানের মনে যে যুক্তি চিন্তার কথা বলা হয়েছে মূলে তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনুবাদে সেগুলি বর্জিত। এ ছাড়া অনুবাদে রত্নসেনের গৃহে সুলতানের যেচে আতিথ্য গ্রহণের প্রসঙ্গটিও নূতন, মূলে সরজার কাছে সুলতানের আদেশের মধ্যে এ প্রসঙ্গটি নেই।

আসির্ব্বাদ করি শ্রীজা বলিল[১] বচন।
আমার বচন পুর্ব্বে করিলা লংঘন[২] ॥
তার প্রতিফল দেখ এথ দুর[৩] ঘটে।
শাহা সঙ্গে সংগ্রামে সংসারে[৪] কেবা আটে ॥
পুরিয়া মরিতে যুক্তি দড়াইলা[৫] তুমি।
এথ জানি সাহা আগে নিবেদিল আমি ॥
মোর নিবেদনে সাহা হইল সম্মতি।
পঞ্চরত্ন দেয় ন মাগএ পদ্মাবতি[৬] ॥
মোর শঙ্গে আইস তুমি শাহা বিদ্যমান।
প্রশাদ চান্দ্রির রায্য দিল[৭] ছোলতান ॥
মনে ভয় করিয়া ন জাও জদি তথা।
নিমন্ত্রিয়া আন[৮] সাহা আসিবেক এথা ॥
আপনার সর্ব্বনাস না কর নৃপতি।
অথনেহ যুন[৯] নৃপ আমার বারতি[১০] ॥*

শ্রীজার বচনে নৃপ হৈল হবশীত[১১]।
ধন্য ২ সোলতান[১২] দআল চরিত ॥
তোমা সঙ্গে রাএবার পাটাইমু[১৩] সকালে।
পঞ্চরত্ন দিব[১৪] পঞ্চ প্রানের বদলে ॥
সাক্ষাতে[১৫] জাইতে লাজ ভএ জন্তু মন।
নিমন্ত্রিয়া নিয়া[১৬] এথা পুজিব চরন ॥
এ বলিয়া মোহাপাত্র সিগ্রে হাঙ্কারিল।
পঞ্চরত্ন আনিয়া তাহার হস্তে দিল ॥
কহিলা শ্রীজার সঙ্গে শাহা পাসে জাও[১৭]।
পঞ্চরত্ন[১৮] দিয়া মোর প্রনাম জানাও ॥

১ বুলিলা ২ লঙ্গন ৩ দুক্ষ ৪ সাহা আগে সংসারে সংগ্রামে ৫ দরাইলা ৬ মাগম পদ্মাবতি ৭ প্রসাদ চান্দ্রমা রাজ্জ দিন ৮ লও ৯ এখনে যুনহ ১০ যুগতি ১১ হই হরসীত ১২ ধৈন্য ২ ছোলতান ১৩ পাটউক ১৪ দিআ ১৫ সাহা আগে ১৬ আনি ১৭ কহিল সাহার আগে সীগ্রে চলি জাও ১৮ পঞ্চনগ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

তোমা সঙ্গে হেন মন্ত্রি নাহিক যুজন।
সাহা সঙ্গে কলাহল কর কি কারন ॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মন সেই রাঘব চেতন।
সান্তাইল রাখী রাজ্জ ভাগ কি কারন ॥
সেই বিপ্র এই দেশ ত্যাগ না হইত।
এথেক বিবাদ সাহা সঙ্গে না হইত ॥
অদ্যাপীহ ভাল নৃপ বুদ্ধি কর স্থির।
কার সাক্তি বান্ধি রাখে সমুদ্রের নির ॥

আশীর্বাদ করি শ্রীজা বুলিল বচন।
আমার বচন পূর্বে করিলা লংঘন ॥
তার প্রতিফল দেখ এত দূর ঘটে।
সাহা সঙ্গে সংগ্রামে সংসারে কেবা আঁটে ॥
পুড়িয়া মরিতে যুক্তি দড়াইলা তুমি।
এত জানি সাহা আগে নিবেদিল আমি ॥
মোর নিবেদনে সাহা হইল সম্মতি।
পঞ্চরত্ন দেও না মাগয় পদ্মাবতী ॥
মোর সঙ্গে আইস তুমি সাহা বিদ্যমান।
প্রসাদ চান্দেরী রাজ্য দিব ছোলতান ॥
মনে ভয় করিয়া না যাও যদি তথা।
নিমন্ত্রিয়া আন সাহা আসিবেক এথা ॥
আপনার সর্বনাশ না কর নৃপতি।
এখনেহ শুন রাজা আমার যুগতি ॥ (জা.২,৪)

শ্রীজার বচনে নৃপ হইল হরষিত।
ধন্য ধন্য ছোলতান দয়াল চরিত ॥
তোমা সঙ্গে রায়বার পাঠাইমু সকালে।
পঞ্চরত্ন দিব পঞ্চপ্রাণের বদলে ॥
সাক্ষাতে যাইতে লাজ-ভয়-যুক্ত মন।
নিমন্ত্রিয়া আনি হেথা পূজিমু চরণ ॥
এ বলিয়া মহাপাত্র শীঘ্রে হাঙ্কারিল।
পঞ্চরত্ন আনিয়া তাহার হস্তে দিল ॥
কহিল শ্রীজার সঙ্গে সাহা পাশে যাও।
পঞ্চরত্ন দিয়া মোর প্রণাম জানাও ॥

শব্দার্থ টীকা : রায়বার—রাজদূত

মন্তব্য : মূলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের বিষয়বস্তু নিয়ে অনুবাদ স্তবকটি রচিত। তৃতীয় স্তবকটি বর্জিত। মূলে সরজা এবং রত্নসেনের মধ্যে যে আত্মশ্লাঘাসূচক সুবিস্তৃত বাক্যবিনিময় আছে এখানে তা নেই। এখানে রত্নসেন অনেক বেশী বিনয়াবনত। মূলের দাম্ভিক সরজাও এখানে বিনীত শ্রীজা। মূলে সিংহে চড়ে সরজার আগমন-চিত্র আছে, অনুবাদে তা নেই। সরজা ও রাজার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে মূলে যে বীররসের উত্তেজনা আছে অনুবাদে তা অনুপস্থিত।

কহিও শাহার আগে মিন্নতি আমার।
জথ দোস করিলু মাগিলু*[1] পরিহার ॥
হিনে অপরাদ করে মোহন্তে খেমএ।
অতুল মহিমা সাহা দয়াল হৃদএ ॥*
লাজ ভয় মনে বাসি[2] ন আইল সাক্ষাতে[3]।
সেবকেরে দয়া হৈলে আইসক এথাতে[4] ॥
ষুর্গের[5] উপরে নরে জাইতে ন[6] পারে।
দেব আরাধন করি গৃহে পূজা করে ॥
কমল চরণ রেনু জদি পরে এথা।
বসতি পবিত্র মোর হইব সর্ব্বথা ॥
এথেক বচন নৃপ কহি পাত্রবরে[7]।
শ্রীজা সংগে পাটাইল সাহার গোচরে[8] ॥

সাহা আগে শ্রীজা রাএবার লইলা[9]।
ভালে মহি পরশী পঞ্চরত্ন দিলা[10] ॥
নৃপতির নিবেদন কহিল গোচর।
ষুনি বুলিলেক শাহা[12] দিল্লির ইশ্বর ॥
খেমিল[11] নৃপাত দোস মনে অনুমানি।
এক লাগি বধ[13] হএ বহুল পরানি ॥
জদি নৃপ নিমন্ত্রিল কৃপা করি মনে।
প্রভাতে জাইব আমি নৃপতি সদনে[14] ॥
পুনি ভালে খিতি[15] পরসিয়া রাএবার।
নিবেদন[16] শাহা আগে করি পরিহার ॥

১ করিলুম মাগীলুম
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আমী ফল সাহা মুল জানিঅ নিশ্চএ।
দারুন ফলের ভার মুলে নিবারএ ॥
হিনে অপরাদ করে মহন্তে খেমএ।
আমার মহন্ত সাহা রাখীবারে পারে।
তুরিতে ভাঙ্গিতে পারে জদি মনে করে ॥
জদি মোর সীর মাগী পাটাইত তখন।
সীগ্রে পাটাইত কাটী সাহার চরন ॥
ধর্ম্মভএ লোকচর্চ্চা নিজ মনে স্মরি।
লঙ্ঘিল সাহার আজ্ঞা না দি নিজ নারি ॥
তাহা লাগী মোর প্রতি সাহা করে রোস।
প্রান দান দেও আমা হইআ সন্তোষ ॥

২ ভাসী ৩ সাক্ষাত ৪ এথাত ৫ স্বর্গের ৬ নাহি ৭ বর ৮ গোচর ৯ লই গেল ১০ পঞ্চনগ দিল ১১ হাসি ১২ খেমীলুম ১৩ বদ ১৪ সোধন ১৫ খেতি ১৬ নিবেদিল

কহিও সাহার আগে মিনতি আমার।
যত দোষ করিলু মাগিলু* পরিহার ॥
হীনে অপরাধ করে মোহন্তে ক্ষেময়।
অতুল মহিমা সাহা দয়াল হৃদয় ॥
লাজ ভয় মনে বাসি ন আইল সাক্ষাত।
সেবকেরে দয়া হৈলে আইসক এথাত ॥
স্বর্গের উপরে নরে যাইতে নাহি পারে।
দেব আরাধন করি গৃহে পূজা করে ॥
কমল চরণ রেণু যদি পড়ে এথা।
বসতি পবিত্র মোর হইব সর্বথা ॥
এতেক বচন নৃপ কহি পাত্রবর।
শ্রীজা সংগে পাঠাইল সাহার গোচর ॥ (জা. ৫)

সাহা আগে শ্রীজা রায়বার লই গেল।
ভালে মহী পরশিয়া পঞ্চনগ দিল ॥
নৃপতির নিবেদন কহিল গোচর।
শুনি বুলিলেক হাসি দিল্লীর ঈশ্বর ॥
খেমিল নৃপতি দোষ মনে অনুমানি।
এক লাগি বধ হয় বহুল পরাণী ॥
যদি নৃপ নিমন্ত্রিল কৃপা করি মনে।
প্রভাতে যাইব আমি নৃপতি সদনে ॥
পুনি ভালে ক্ষিতি পরশিয়া রায়বার।
নিবেদিল সাহা আগে করি পরিহার ॥ (জা. ৬)

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ ঠিক মূলানুসারী নয়। স্তবকটিতে মূলে দারা-সিকন্দরের প্রসঙ্গ আছে অনুবাদে তার পরিবর্তে প্রতিমাপূজার অনুষঙ্গ রয়েছে। মূলে আছে সম্মানজনক সন্ধিশর্তে রত্নসেনের রাজার মতো ব্যবহার, আর অনুবাদে আছে রত্নসেনের সেবকের মতো আচরণ। এ ছাড়া মূলের ষষ্ঠ স্তবকে সুলতানকে দেবার জন্য সরজার হাতেই তুলে দেওয়া হল সমুদ্র-প্রদত্ত রত্নসেনের পাঁচটি দুর্লভ দ্রব্য। অনুবাদে সুলতানকে পঞ্চরত্ন দেবার জন্য শ্রীজার সঙ্গে রত্নসেনের এক অমাত্য অগ্রসর হল। উপহার দ্রব্যগুলিও মূল ও অনুবাদে পৃথক। মূলে আছে হংস, অমৃত, স্পর্শমণি, সমুদ্রপক্ষী, শার্দ্দুল; অনুবাদে এর পরিবর্তে আছে পঞ্চরত্নের উল্লেখ। দোহা অংশের অনুবাদ উভয় স্তবকেই অনুপস্থিত।

দিল্লির ইশ্বর শাহা জগত পুজিত।
জয় লক্ষি দুই আছে তোমার সহিত[১] ॥
জাহারে করহ কৃপা মোহা[২] পদ পাএ।
কিঞ্চিত রুসীলে গৃহে[৩] ধরনি মিলাএ ॥
কৃপার উদধি[৪] সাহা দয়াল[৫] চরিত।
জে জন সরন[৬] লএ খেমিতে উচিত ॥
তুসীলেক রাএবার হয় বস্ত্রদানে।
প্রসাদ চন্দ্রানিরে[৭] পাইল[৮] রত্নসেনে ॥
করিল ভোজন চেষ্টা বিবিধ বিধানে।
মোহাতুষ্ট রাএবার সাহা বিদ্যমানে[৯] ॥
বিদা পাই নিজ স্থানে ফিরি চলি আইল[১০]।
রত্নসেন স্থানে গীয়া রহাস্য কহিল[১১] ॥

সত্তরসে[১২] নানা উপহার নানা ভোগ।
বহু চেষ্টা[১৩] অনুক্রমে করিল সম্ভোগ ॥
বিবেচিয়া কহোঁ[১৪] জদি রন্দনের কথা।
নানাবিধি প্রকারে বহুল বারে পোথা[১৫] ॥
সোর্নময় চন্দ্রতপ[১৬] মোহা নব গিরি।
পুরি ভরি ষুন্দর[১৭] টানাইল উন্ধ করি ॥
চতুর্সম[১৮] চন্দনে লেপিল সব খীতি[১৯]।
কোস পথ লংহি[২০] জাএ ষুসৌরব অতি[২১] ॥
বিচিত্র মোহন সয্যা[২২] অতি ষুকোমল[২৩]।
বিছাইল নানা বস্ত্রে[২৪] ষুচারু নির্ম্মল ॥
ঘরেত[২৫] আসিব সাহা জথ দুর হোস্তে[২৬]।
জয়রুসী[২৭] বস্ত্র বিছাইল সব পস্তে[২৮] ॥

১ বিদিত ২ মুক্তি ৩ সীর ৪ অদধি ৫ দয়্যাল ৬ স্বরন ৭ চন্দ্রারি দেস ৮ দিব ৯ নৃপ আগে গেল ১০ সাহার রোহাস্য জথ সকল কহিল
১১ প্রভাতে আসীব সাহা ষুনি রত্নসেনে।
করিল ভোজন চেষ্টা আনন্দ বিদানে॥
১২ সোররস ১৩ বহুবিধি ১৫ পোতা ১৬ সৈন্যমএ চন্দ্রতোপ ১৭ সোন্দর ১৮ চতুরসম ১৯ খেতি ২০ কোষ পন্ত লাঙ্গা ২১ রতি ২২ সৈজ্জা ২৩ ষুকমল ২৪ বর্ন্য ২৫ গরেতে ২৬ হস্তে ২৭ জর-কাসী ২৮ বিচাইল পস্তে

দিল্লীর ঈশ্বর সাহা জগত পূজিত।
জয় লক্ষ্মী দুই আছে তোমার সহিত ॥
যাহারে করহ কৃপা মহাপদ পায়।
কিঞ্চিৎ রুষিলে গৃহ ধরণী মিলায় ॥
কৃপার উদধি সাহা দয়াল চরিত।
যে জন শরণ লয় খেমিতে উচিত ॥
তুষিলেক রায়বার হয়-বস্ত্রদানে।
প্রসাদ চন্দেরী পাইল রত্নসেনে ॥
মহাতুষ্ট মনে রায়বার ফিরি গেল।
রত্নসেন স্থানে গিয়া রহস্য কহিল ॥
প্রভাতে আসিব সাহা শুনি রত্নসেনে।
করিল ভোজন চেষ্টা বিবিধ বিধানে ॥

ষট্ রস নানা উপহার নানা ভোগ।
বহু চেষ্টা অনুক্রমে করিল সংযোগ ॥
বিবেচিয়া কহি যদি রন্ধনের কথা।
নানাবিধি প্রকারে বহুল বাড়ে পোথা ॥
স্বর্ণময় চন্দ্রাতপ মহানব গিরি।
পুরী ভরি সুন্দর টানাইল উর্দ্ধ করি ॥
চতুঃসম চন্দনে লেপিল সব খিতি।
ক্রোশ পন্থ লঙ্ঘি যায় সুসৌরভ অতি ॥
বিচিত্র মোহন শয্যা অতি সুকোমল।
বিছাইল নানা বর্ণ সুচারু নির্মল ॥
গড়েত আসিব সাহা যতদূর হোস্তে।
জরকসী বস্ত্র বিছাইল সব পন্থে ॥

শব্দার্থ টীকা : উদধি—সমুদ্র ; জরকসী—স্বর্ণখচিত বস্ত্র ;
ষট রস—টক, ঝাল, তেতো, কষা, মিষ্ট, লবণ।
মূলে পরবর্তী বাদশাহভোজ খণ্ডে এগারোটি স্তবক জুড়ে যে বিস্তারিত রন্ধন বর্ণনা আছে তাকে অনুবাদে ষট্‌রস বলে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

মন্তব্য : মূলের ষষ্ঠ ও অষ্টম স্তবকটির অনুবাদ যথাযথ নয়। সপ্তম স্তবকটি অনুবাদে বর্জিত। মূলে অতিরিক্ত চতুরতা দেখাতে গিয়ে সপ্তম স্তবকে সুলতানের কাছে সরজা ভর্ৎসিত হয়েছে। ষষ্ঠ স্তবকে সুলতানের কাছে সরজার নিবেদন-চাতুর্য এবং অষ্টম স্তবকে রত্নসেনের কাছে সরজার দৌত্যচাতুর্য অনুবাদে নেই। মূলের সরজা চরিত্রের তুলনায় অনুবাদের শ্রীজা অনেক সাধারণ। অনুবাদের সর্বশেষ স্তবকটিতে পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে জায়সীর বাদশাহ-ভোজ খণ্ডটি বর্জনের কৈফিয়ৎ আছে। সুলতানের আগমন পথটিকে এর পরিবর্তে চন্দনলেপিত ও বস্ত্রাবৃত করে আলাওল অনুবাদে নতুনত্ব এনেছেন।

চিতোর গড় বর্ণন খণ্ড

রন্দন সম্পুর্ন হৈল[1] প্রতুস[2] সমএ।	রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল প্রত্যুষ সময়।
চলিল দেখীতে ঘর[3] সাহা মোহাসএ[4] ॥	চলিল দেখিতে গড় সাহা মহাশয় ॥
রত্নময় বিমানে চলিলা সো…তান[5]।	রত্নময় বিমানে চড়িয়া ছোলতান।
গজারোহ[6] রাঘব চেতন আগুয়ান ॥	গজারোহে রাঘব চেতন আগুয়ান ॥
ঘর দ্বার[7] মেলি দিলা সাহা প্রবেসীল[8]।	গড় দ্বার মেলি দিলা সাহা প্রবেশিল।
জেহেন উদয়াচলে অস্ত ন উগিল[9] ॥	যেহেন উদয়াচলে অরুণ উগিল ॥
উঝল[10] হইল ঘর[11] সাহার পরসে।	উজ্জ্বল হইল গড় সাহার দরশে।
জেন লোহ সুবিএ[12] পরস পরসে ॥	যেন লোহা শোভয়ে পরশ পরশে ॥
সপ্তদ্বারে শপ্তবর্ণ সুবর্ন কেয়ার[13]।	সপ্তদ্বারে সপ্তবর্ণ সুবর্ণ কেয়ার।
বিচিত্র মুরুতি সব গটীছে অপার[14] ॥	বিচিত্র মুরতি সব গটিছে অপার ॥
খন্ডে ২ চউবারি বিকট কটাউ[15]।	খণ্ডে খণ্ডে চৌবারির নিকটে চড়াউ।
বঙ্কিম উপরে ধিক বঙ্কিম কটাউ ॥	বঙ্কিম উপরে ধিক বঙ্কিম কটাউ ॥ (জা.১)
প্রথম দ্বারেত সাহা প্রভেসীলা জবে।	প্রথম দ্বারেত সাহা প্রবেশিলা যবে।
রত্নসেন নৃপতি মিলিল আসি তবে ॥	রত্নসেন নৃপতি মিলিল আসি তবে ॥
প্রনাম করিয়া খিতি[16] পরসী ললাটে।	প্রণাম করিল ক্ষিতি পরশি ললাটে।
চলিল ওমরাগন[17] বিমানের হেটে ॥	চলিল উমরাগণ বিমানের হেটে ॥
হেম রজতের তঙ্কা[18] একত্র করিয়া।	হেম রজতের তঙ্কা একত্র করিয়া।
পন্তে ২ ছিটী জাএ সাহারে নিছিয়া[19] ॥	পন্থে পন্থে ছিটি যায় সাহারে নিছিয়া ॥
সব খিতি পদতলে দেখী ছোলতান।	সব খিতি পদতলে দেখি ছোলতান।
বাখানিল সেই ধন্য[20] জার হেন স্থন[21] ॥	বাখানিল সেই ধন্য যার এই স্থান ॥
পুরির বশতি জেন দেখী চন্দ্রালএ[22]।	পুরীর বসতি দেখি যেন ইন্দ্রালয়।
ধন্য ২ বাখানিলা সাহা মোহাসএ ॥	ধন্য ধন্য বাখানিল সাহা মহাশয় ॥ (জা. ২)

১ জদি ২ প্রতোস ৩ গর ৪ মহাসএ ৫ চরিআ ছোলতান ৬ গজ আবোহে ৭ গর দ্বারে ৮ প্রভেসীলা ৯ জেহেন উদএ অস্ত অরুণ উগীলা ১০ উঝল ১১ গর ১২ জেন লোহা পরিদ্রএ ১৩ সোবৈনা কেওয়ারি ১৪ বিচিত্র মুরতি এ করিছে উপস্কারি ১৫ খন্ড ২ চৌবারির নিকটে চরাউ ১৬ খেতি ১৭ মেলে ১৮ হেম বজ তঙ্কা সব ১৯ নিচিআ ২০ ধর্ম্ম ২১ জেই স্থান ২২ পুরির বসতি দেখী জেন ইন্দ্রালএ

শব্দার্থ টীকা : বিমান—রথ
উগিল—উদিত হল
কেয়ার—ঝাড়, কেয়ারী
পরশ পরশে—স্পর্শমণির স্পর্শে ; মূলে উপমাটি নেই।
চৌবারি—চত্বর্বারী। চড়াউ—খাড়াই বা চড়াই।
কটাউ—কটাহ বা কড়াই-এর মতো অসমতল।

* মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুসারী। কেবল স্থানে স্থানে কিছু নতুনত্ব আছে। সুলতানের আবির্ভাব প্রসঙ্গে উদয়াচলে সূর্যোদয়ের উপমাটি মূলানুগত। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল প্রকাশে দুর্গ যেন স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হয়ে গেল---এই উৎপ্রেক্ষাটি নূতন। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে মূলের অনেক কিছুই বর্জিত। মূলে চিতোর দুর্গের অভ্যন্তর ভাগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সপ্তঘন্টা যুক্ত সিংহদ্বার, শয়ন পালঙ্ক, বসার আসন, অমৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ণনা অনুবাদে অনুপস্থিত। অপরদিকে অনুবাদে কিছু কিছু নূতন কথা আছে। সুলতানকে রত্নসেনের প্রণাম, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়িয়ে ওমরাহদের পদযাত্রা এসব প্রসঙ্গ মূলে নেই। প্রথম স্তবকের দোহাটি অনুবাদে নেই, দ্বিতীয় স্তবকের দোহাটি বর্তমান।

স্থানে ২ নিত্য গিত[1] আনন্দ বাজাই।
জেন ঘর বেরি লএ হনুমানে পাই[2] ॥
জাইতে ২ শাহা গেল অথ্যান্তরে[3]।
পম্বাবতি[4] ধরাহর দেখীলা গোচরে ॥
অতিরম্য সব[5] উপবন চারিপাস।
মন্দিরের মধ্যে[6] জেন লাগিছে আকাস ॥
চারিভিতে পুস্ফবন ষুবাস ষুন্দর[7]।
সোবন্ন[8] মেদনি তথা সোবন্ন[9] অম্বর ॥
তার মাঝে স্থাপিছে বস্তের[10] সিংগাসন।
তাহাত বসিল সাহা প্রচন্ড তপন ॥
জেই দিগে হেবে শাহা মন কুতুহলে[11]।
নিজ মুক্তি দরসাএ দর্পন উঝলে[12] ॥
মোহন্ত[13] ওমরাগণে ভক্তি আচরিয়া।
করজোরে দান্ডাইলা[14] সাহারে[15] বেরিআ ॥
হেনকালে রত্নসেন সমুকে আসিআ।
প্রনাম করিল ভালে মহি পরসিয়া ॥
করজোরে নির্বেদিলু[16] করিযা ভগতি।
আজি সে উঝল[17] হৈল আমার বসতি ॥
আজি ধন্য ২ মুই শাফল্য[18] জিবন।
মোর পুরি প্রবেশীল[19] শাহাব[20] চরণ ॥
তুমী সে ইশ্বর মোর[21] জগত পুজিত।
জথেক ওমরাগণ আমার অতিত ॥
আজ্ঞা[22] কর এসবেরে বশী কুতুহলে।
জেই কিছু ছাক[23] অন্ন খাউক শকলে ॥
শোলতান[24] আদেসে বশীয়া সর্ব্বজনে[25]।
পরিসয্যা[26] কে করিব রাজা ভাবে মনে[27] ॥

স্থানে স্থানে নৃত্য গীত আনন্দ বাজাই।
যেন গড় বেড়ি নয় অনুমান পাই ॥ (জা. ৩)
যাইতে যাইতে সাহা গেল অভ্যন্তরে।
পদ্মাবতী ধরাহর দেখিলা গোচরে ॥
অতি রম্য সব উপবন চারিপাশ।
মন্দিরের মধ্য যেন লাগিছে আকাশ ॥ (জা. ৪)
চারিভিতে পুষ্পবন সুবাস সুন্দর।
সুবর্ণ মেদিনী তথা সুবর্ণ অম্বর ॥
তার মাঝে স্থাপিছে রত্নের সিংহাসন।
তাহাত বসিল সাহা প্রচন্ড তপন ॥
যেই দিগে হেরে সাহা মন কুতুহলে।
নিজ মূর্তি দরশায় দর্পণ উজ্জলে ॥
মোহন্ত উমরাগণে ভক্তি আচরিয়া।
করজোড়ে দান্ডাইল সাহারে বেড়িয়া ॥ (জা. ৫)
হেনকালে রত্নসেন সমুখে আসিয়া।
প্রণাম করিল ভালে মহী পরশিয়া ॥
করজোড়ে নিবেদিল করিয়া ভগতি।
আজি সে উজ্জ্বল হইল আমার বসতি ॥
আজি ধন্য ধন্য মুই সফল জীবন।
মোর পুরী পরশিল সাহার চরণ ॥
তুমি সে ঈশ্বর মোর জগৎ-পূজিত।
যতেক উমরাগণ আমার অতিথ ॥
আজ্ঞা কর এসবেরে বসি কুতুহলে।
যেই কিছু শাক অন্ন খাউক সকলে ॥
ছোলতান আদেশে বসিল সর্বজনে।
পরিচর্যা কে করিব রাজা ভাবে মনে ॥ (জা. ৬)

১ স্থানে ২ নিত্য গীদ ২ জেন বের গর নহে অনুমান পাই ৩ অভ্যান্তরে ৪ পদ্ধাবতি ৫ অতি রম্বা বস ৬ মৈধ্যে ৭ চতুর্ভিতে পুষ্ক সোভে ষুভাস সোন্দর ৮ সোবেন্য ৯ সোবৈন্য ১০ রত্তন ১১ কুতুহল ১২ দ্রপন উঝ্ঝল ১৩ মহন্ত ১৪ ডান্ডাইল ১৫ সাহাকে ১৬ নির্বেদিল ১৭ উঝ্ঝল ১৮ সাফল ১৯ পরিল জে ২০ সাহার ২১ মুই ২২ আজ্ঞা ২৩ সাক ২৪ ছোলতান ২৫ বসীল সর্ব্বজন ২৬ পরিসৈজ্জা ২৭ নৃপ ভাবে মন

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদটি দুলাইনে সংক্ষিপ্ত। মূলের রাজপুরী বর্ণনার বিস্তৃত আয়োজন অনুবাদে বর্জিত হয়ে দোহা অংশের অনুবাদে পর্যবসিত। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মূলের প্রথম চার পংক্তি মাত্র অবলম্বন করেছে। মূলের অবশিষ্ট পংক্তিগুলি অনুবাদে বর্জিত। পঞ্চম স্তবকের অনেক অংশেই মূলানুসারী। কেবল স্তবক-শেষে সুলতানকে ঘিরে ওমরাহগণের করযোড়ে দণ্ডায়মান হবার চিত্রটি অনুবাদে নূতন। মূলের চতুর্থ স্তবকে অবশ্য রাজোদ্যানে সুলতানকে বেষ্টন করে দশ হাজার কুমারীর (পাঠান্তরে দু লক্ষ রাজকুমার) করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার ছবি আছে। পঞ্চম স্তবকের দোহা অংশটি অনুবাদে বর্জিত। বিশেষত পদ্মিনী-নিবিষ্ট সুলতানের চিত্তমগ্নতার অলঙ্কার সৌন্দর্য অনুবাদে নেই। শেষস্তবকে রত্নসেনের আতিথ্য বর্ণনা মূলে দুলাইনে সংক্ষিপ্ত, অনুবাদে তা আড়ম্বরপূর্ণ।

নবসত সখি পম্বাবতি অনুচরি।
সচির[১] সম্পাসে জেন থাকে অপচরি ॥
তাহা হস্তে দুই শত আনিল বাছিয়া।
নানা অলংকার ষুবসন পোদ্রাইয়া[২] ॥
নবিন বয়সি সব বিলোকন বাঁক[৩]।
গৃহ[৪] হস্তে নিস্বরিল জেন চুয়া ঝাঁক ॥
জেন ষ্র্গ[৫] হস্তে আইল অপচরাগন।
দান্ডাইলা[৬] পাতি ২ সেবার কারন ॥
ষুগটন উঝল[৭] কটাক্ষ অনুপাম।
দেখী জরাজির্ন চিত্তে পুলকিত কাম ॥

আর আঁখি হেরে সাহা তা সবার[৮] ভিতে।
মন উচ্ছাটন[৯] ধরাহর নিরক্ষিতে ॥
হেন গৃহ[১০] জাহার এমত সখীগন।
ন জানি ইস্বরি তার হইব কেমন ॥
বেকেত রাজার সংগে কথা কহে হাসে।
গোপতে বৈসএ মন পম্বাবতি[১১] পাসে ॥
নানা দেস[১২] নিত্তক[১৩] আনিয়া নরপতি।
নিত্য[১৪] করে সাহা আগে নানামত ভাতি ॥
জার ভাবে লোব্ধ[১৫] সাহা তথা মন বান্দা।
নিত্য গিদ সমস্থ দেখএ সব ধান্দা ॥

১ সসীর ২ পৈরাইআ ৩ বিলুলিত কাক ৪ গ্রিহ ৫ স্বর্গ ৬ ডান্ডাইল ৭ সুঘটন উরজ ৮ সোভার ৯ উচাটন ১০ গ্রিহে ১১ পম্মিনির ১২ দেশী ১৩ নিত্তকে ১৪ নিত্ত ১৫ লোভ

নব শত সখি পদ্মাবতী অনুচরী।
শচীর সম্পাসে যেন থাকে অপ্সরী ॥
তাহা হোস্তে দুই শত আনিল বাছিয়া।
নানা অলংকার সুবসন পরাইয়া ॥
নবীন বয়সী সব বিলোকন বাঁক।
গৃহ হোস্তে নিঃসরিল যেন শুয়া ঝাঁক ॥
যেন স্বর্গ হোস্তে আইল অপ্সরাগণ।
দান্ডাইল পাঁতি পাঁতি সেবার কারণ ॥
সুগঠন উরজ কটাক্ষ অনুপাম।
দেখি জরাজীর্ণ চিত্তে পুলকিত কাম ॥ (জা.৯)

আর আঁখি হেরে সাহা তা সবার ভিতে।
মন উচাটন ধরাহর নিরক্ষিতে ॥
হেন গৃহ যাহার এমত সখিগণ।
না জানি ঈশ্বরী তার হইব কেমন ॥
বেকত রাজার সংগে কথা কহে হাসে।
গোপতে বৈসয় মন পদ্মাবতী পাশে ॥
নানা দেশী নৃত্যক আনিয়া নরপতি।
নৃত্য করে সাহা আগে নানামত ভাতি ॥
যার ভাবে লুব্ধ সাহা তথা মন বান্ধা।
নৃত্য গীত সমস্ত দেখয় সব ধান্ধা ॥ (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা : সম্পাসে—নিকটে। বিলোকন বাঁক—বক্র কটাক্ষ। পাঁতি পাঁতি—সারি সারি
উরজ—স্তন। নৃত্যক—নর্তক। ধান্ধা—মিথ্যা।
শুয়া ঝাঁক—এক ঝাঁক শুক পাখী ; মূলে আছে রায়মুনী পাখী

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের মাঝেই নবম স্তবকের অনুবাদ আছে। মূলের দোহা অংশের সুলতানী জিজ্ঞাসাটুকু ছাড়া পদ্মাবতীর সখীদের বর্ণময় বর্ণনাটি মোটামুটি অনূদিত। কেবল মূলে যেখানে রাজার ষোলশত দাসীদের মধ্যে চুরাশিজনের নির্বাচনের কথা আছে অনুবাদে সেক্ষেত্রে পদ্মাবতীর নয়শত অনুচরীদের মধ্যে নির্বাচিত দুশো জনের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদ স্তবকটি শেষাংশে মূলানুগ। দোহা অংশটিও আংশিক অনূদিত। অনুবাদ-স্তবকের প্রথমদিকের একটি সংযোজন লক্ষণীয়। মূলের নবমস্তবকে পদ্মাবতীর দাসীদের রূপ দেখেই জায়সীর আলাউদ্দীন এত বিভ্রান্ত হয়েছেন যে এদের মধ্যে পদ্মিনী কোনজন জানতে চেয়েছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে রাঘব চেতন পরবর্তী দশম স্তবকে অতি বিদগ্ধ ভঙ্গীতে সুলতানের কৌতূহল নিরসন করে বলেছেন যে এরা পদ্মিনীর সেবিকা মাত্র, পদ্মিনী এদের চেয়ে আরও সুন্দরী। মূলের এই নাটকীয়তা বর্জন করে আলাওল সুলতানের চিন্তার মধ্যে ব্যাপারটি ষষ্ঠস্তবকের প্রথমদিকে সংযোজিত করে মূলের দশম স্তবকটি এড়িয়ে গেছেন।

আছয়[১] বাদিলা গোরা নৃপতির ঠাই[২] ।
মোহাধির[৩] বুদ্ধিমন্ত[৪] পাত্র দুই ভাই ।।
নৃপতির কর্ন্নে লাগি কহে দুইজন[৫] ।
জদি ভাল হৈব ধর আমাব বচন[৬] ।।
তুরুক চরিত্র আমি বুঝিল শকল[৭] ।
মুকে[৮] মাত্র মিলন অন্তরে আছে ছল ।।
বৈড়িজন[৯] পত্বঅ[১০] বুদ্ধির নহে কর্ম্ম ।
সময় পাইলে সত্রু ন বিচারে ধর্ম্ম ।।
কপটে মারিব সত্রু আছে শাস্ত্ররিত ।
শর্ব্বথাএ[১১] উচিত চিন্তিতে নিজ হিত ।।
এথাত আসিছে অল্প সন্য সঙ্গে করি ।
জেন মতে আজ্ঞা দেও করিবারে পারি ।।
তুমি ন মারিলে সত্রু করিয়া কপট ।
সে পুনি সাধিব কায্য[১২] কহিলু[১৩] প্রকট ।।

নৃপে বোলে হেন কর্ম উচিত না হএ ।
অতিথ[১৪]আসিছে সাহা আমার আলএ ।।
ঘৃনাএ ন মারি আমি দিল প্রাণদান[১৫] ।
বহু জিব রক্ষা[১৬] করি শাধিল[১৭] সম্মান ।।
জেবা বোল অল্প সন্য[১৮] সাহার শঙ্গতি ।
লক্ষ বাছি এক আনি আছে দিল্লিপতি[১৯] ।।
কদাচিত আন কর্ম্ম করিতে নারিব ।
জদিবা করিতে পারি কলংক রহিব[২০] ।।
লবন খাইতে মোর[২১] আসিআছে এথা ।
বিসেষ মারন[২২] ধিক না হএ[২৩] শর্ব্বথা ।।
জেই মন্দ করে শেই[২৪] মন্দ ফল পাএ ।
ভালাই করিলে অন্তে ভাল সর্ব্বথাএ ।।

আছিলা বাদিল গোরা নৃপতির ঠাঁই ।
মহাবীর বুদ্ধিমন্ত পাত্র দুই ভাই ।।
নৃপতির কর্ণে লাগি কহে দুই জন ।
যদি ভাল হইব ধর আমার বচন ।।
তুরুক চরিত্র আমি বুঝিল সকল ।
মুখে মাত্র মিলন অন্তরে আছে ছল ।।
বৈরীজন প্রত্যয় বুদ্ধির নহে কর্ম ।
সময় পাইলে শত্রু না বিচারে ধর্ম ।।
কপটে মারিব শত্রু আছে শাস্ত্ররীত ।
সর্বথায় উচিত চিন্তিতে নিজ হিত ।।
এথাত আসিছে অল্প সৈন্য সঙ্গে করি ।
যেন মতে আজ্ঞা দেও করিবারে পারি ।।
তুমি ন মারিলে শত্রু করিয়া কপট ।
সে পুনি সাধিব কার্য কহিলু প্রকট ।। (জা.৭)

নৃপে বোলে হেন কর্ম উচিত না হয় ।
অতিথ আসিছে সাহা আমার আলয় ।।
ঘৃণায় না মারি আমা দিল প্রাণদান ।
বহু জীব রক্ষা করি সাধিল সম্মান ।।
যেবা বোল অল্প সৈন্য সাহার সঙ্গতি ।
লক্ষ বাছি এক আনিয়াছে দিল্লীপতি ।।
কদাচিত আন কর্ম করিতে নারিব ।
যদিবা করিতে পারি কলঙ্ক রহিব ।।
লবণ খাইতে মোর আসিয়াছে এথা ।
বিশেষ মারণ ধিক না হয় সর্বথা ।।
যেই মন্দ করে সেই মন্দ ফল পায় ।
ভালাই করিলে অন্তে ভাল সর্বথায় ।।

১ আছিল ২ টাই ৩ মোহাবির ৪ বুদ্ধিবন্ত ৫ কহিল কথন ৬ কপট জাহার মায়া। ধরহ বচন ৭ বুজিল সকল ৮ মুখে ৯ বরিজন ১০ পৈত্যএ ১১ সর্ব্বদাএ ১২ কর্ম্ম ১৩ কহিলুম ১৪ অতিত ১৫ আমা প্রাণ দিল দান ১৬ রৈক্ষা ১৭ সাদিল ১৮ সৈন্য ১৯ লৈক্ষ জন হস্তে এক আছিল দিল্লীপতি ২০ হইব ২১ পুনি ২২ লবন ২৩ মরন ২৪ পুনি

মন্তব্য ঃ সপ্তম স্তবকের অনুবাদে গোরা বাদলের মূল বক্তব্যটুকু যদিও মূলানুসারী কিন্তু বলার ভঙ্গি মূলানুগ নয়। মূলের বাগধারা, বৈদগ্ধ্য এবং অলঙ্কার অনুবাদে অনুসৃত হয় নি। দোহা অংশটিতে কৃষ্ণকর্তৃক বলিরাজাকে বন্দী করার প্রসঙ্গটি অনুবাদে বর্জিত। অনুবাদে গোরা-বাদলের বক্তব্য অনলঙ্কৃত সাধারণ নৈতিক ভঙ্গীতে বিবৃত। অনুবাদ স্তবকের শেষদিকে কিছু নতুন কথা আছে। অল্প সৈন্য নিয়ে সুলতান এখানে এলে তাকে কপট কৌশলে হত্যা করার পরামর্শ অনুবাদে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। মূলে গোরা বাদলের মুখে এধরণের কোনো গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি।

পাণ্ডবে ভালাই কল্য[১] কুরু কল্য[২] ছল।
তেকারণে পাণ্ডু জয়[৩] কুরু[৪] হৈল তল ॥
অপকারে[৫] উপকার মো( )জন ধর্ম্ম।
উপকারে ২ জথোচিত কর্ম্ম[৬] ॥
উপকারে অপকর্ম্ম[৭] কাপুরুস আস।
জয় পাইলে অধর্ম্ম অজয়[৮] সর্ব্বনাস ॥
জেই জনে ছল করে কুল[৯] ফল পাইব।
সব[১০] ধর্ম্ম ছারি আমি অন্যা[১১] ন করিব ॥
আর এক কথা ষুন অবদান করি।
সাহা পাস হন্তে আমি দুরে জাইতে নারি ॥
আন চেষ্টা দেখীলে মারিব আগে আমা[১২]।
শভার[১৩] অধিক কর্ম্ম সত্য[১৪] ধর্ম্ম খেমা ॥
এথ ষুনি দুই ভাই হৈয়া[১৫] ক্রোধ মন।
নৃপ পাস হোন্তে কল্যা[১৬] গৃহেত গমন ॥

অথান্তর হোন্তে আইল জথ শখীগণ।
চারিপাশে দান্ডাইল[১৭] সেবার কারণ ॥
কেহ হস্ত ধোলাএ লইয়া রত্নঝারি।
পানআর পাঁনিয়া বিছাএ কোন নারি[১৮] ॥
কেহ আনি[১৯] নানান পদার্থ আগে রাখে।
ষুগন্দি সীতল জল কেহ লৈয়া থাকে ॥
অম্ল তিক্ত সকল লবন মিষ্ট কটু।
সজরস[২০] পরসে পদার্থ আনি পটু ॥
জথবার আনি অন্ন[২১] ব্যঞ্জন পরসে।
বস্ত্র অলঙ্কার ফিরাইয়া পুনি[২২] আইসে ॥
সেই কিবা আন কেহ লক্ষিতে[২৩] ন পার।
ভেদ নাহি অপচরা[২৪] কিবা নর নারি ॥

পাণ্ডবে ভালাই কৈল কুরু কৈল ছল।
তেকারণে পাণ্ডু জয় কুরু হৈল তল ॥
অপকারে উপকার মহাজন ধর্ম।
উপকারে উপকার যথোচিত কর্ম ॥
উপকারে অপকার কাপুরুষ আশ।
জয় পাইলে অধর্ম অজয় সর্বনাশ ॥
যেই জন ছল করে ছল ফল পাইব।
সত্য ধর্ম ছাড়ি আমি অন্য না করিব ॥
আর এক কথা শুন অবধান করি।
সাহা পাশ হোন্তে আমি দূরে যাইতে নারি ॥
আন চেষ্টা দেখিলে মারিব আগে আমা।
সভার অধিক কর্ম সত্যধর্ম ক্ষেমা ॥
এত শুনি দুই ভাই হইয়া ক্রোধ মন।
নৃপ পাশ হোন্তে কৈল গৃহেত গমন ॥ (জা.৮)

অথান্তর হোন্তে আইল যত সখিগণ।
চারিপাশে দান্ডাইল সেবার কারণ ॥
কেহ হস্ত ধোলায় লইয়া রত্নঝারি।
পানোয়ারে পানিয়া বিছায় কোন নারী ॥
কেহ আনি নানান পদার্থ আগে রাখে।
সুগন্ধি শীতল জল কেহ লইয়া থাকে ॥
অম্ল তিক্ত ঝাল লবণ মিষ্ট কটু।
ষটরস পরশে পদার্থ আনি পটু ॥
যতবার আনি অন্ন ব্যঞ্জন পরশে।
বস্ত্র অলঙ্কার ফিরাইয়া পুনি আইসে ॥
সেই কিবা আন কেহ লক্ষিতে না পারি।
ভেদ নাহি অপ্সরা কিবা নরনারী ॥ (জা. ১১)

১ কৈল্ল ২ কৌরবে কৈল্ল ৩ তেকাজে পান্ডব জএ ৪ কুরব ৫ উপকারে ৬ উপকারে অপকার কাপুরুস কর্ম ৭ অপকার ৮ রজস ৯ ছল ১০ সৈত্ত ১১ আন ১২ রামা ১৩ সবেথ্ ১৪ সৈত্ত ১৫ হই ১৬ কৈল্ল ১৭ ডান্ডাইল ১৮ পলকে য়ানিয়া বিচায়িল কোন নারি ১৯ আসী ২০ সরসে ২১ আন্য ২২ পৈরি ২৩ লক্ষিতে ২৪ অপচরি

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় বিস্তৃত। মূলে রাজার নীতিবচন বাগবৈদগ্ধ্যে, উপমা অলঙ্কারে, পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান-অনুষঙ্গে সরস ও কাব্যময়, অনুবাদে কৌরব পান্ডবের পৌরাণিক অনুষঙ্গটি মূলানুসারী হলেও রাজার উক্তি যতটা নীতিগর্ভ ততটা কবিত্বগর্ভ নয়। এছাড়া মূলে রাজার মহত্ব পৌরুষদীপ্ত, কিন্তু অনুবাদে রাজার মহত্ব দুর্বলতাসূচক। রাজা সুলতান সম্পর্কে ভীত বলেই আক্রমণ-বিমুখ। মূলের নবম দশম স্তবকে পদ্মিনী সম্পর্কে সুলতান ও রাঘবচেতনের প্রশ্ন ও উত্তরটি অনুবাদে বর্জিত।

একাদশ স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুসারী। তবে মূলে ভাত, পুরি, চাপাটি প্রভৃতি বিশেষ অন্নের উল্লেখ আছে, অনুবাদে আছে অন্নব্যঞ্জনের নির্বিশেষ উল্লেখ। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

সাংগ হৈল ভোজন ফিরিল[১] খোর থানি ।
কপুর সঞোগে পাকা[২] পান দিল আনি ॥
চতুসম আগর জে জাফর[৩] যুগন্দ ।
পৈড়িয়া[৪] গোলাপ চুয়া হইল আনন্দ ॥
রত্নথাল ভরি রত্নসেন নবপতি ।
গলে পাশ দিয়া করে শাহারে মিনতি[৫] ॥
জথ অপরাধ কৈলু[৬] মনে ছিল ভিত ।
দিনমনি পরসে খন্ডিল তম সিত[৭] ॥
অভয় প্রশাদ মোরে দিলা দিল্লিশ্বর ।
সেবক বশীল স্বামি কৃপার শাগর ॥
প্রাণদান দিলা মোরে রাজ রাজেশ্বরে[৮] ।
দিলেক তোমার কার্য্য লাগাইমু তারে[৯] ॥

পদুত্তর দিলা শাহা হাশীয়া ইশীতে[১০] ।
যুয্য সেবা করিলে কথাএ রহে সিত[১১] ॥
মোর সেবা কল্যা রাজা ন জাইব বিফলে ।
মোর রাজ্য দিল রাজা[১২] ভুঞ্জ কুতুহলে ॥

এথ যুনি[১৩] শাহা সতরঞ্জ খেলা[১৪] আনি ।
নৃপ আমি খেলিয়া[১৫] বিশ্রাম করি থানি ॥
বেলা দুই প্রহরে আলশ্য লাগে গাএ ।
খেলি ছলে তিলে এক বিশ্রামী এথাএ[১৬] ॥
রত্নের মুকুর এক শাহার দক্ষিনে ।
নৃপ সনে খেলে শাহা[১৭] হরশীত মনে ॥

সাংগ হৈল ভোজন ফিরাই খোরাখানি ।
কর্পূরের সংযোগে পাকা পান দিল আনি ॥
চতুঃসম আগর যে জাফরান সুগন্ধ ।
পৈরিয়া গোলাপ চুয়া হইল আনন্দ ॥
রত্নথাল ভরি রত্নসেন নরপতি ।
গলে বাস দিয়া করে সাহারে মিনতি ॥
যত অপরাধ কৈল মনে ছিল ভিত ।
দিনমণি পরশে খন্ডিল তম শীত ॥
অভয় প্রসাদ মোরে দিলা দিল্লীশ্বর ।
সেবক বসিল স্বামী কৃপার সাগর ॥
প্রাণদান দিলা মোরে রাজরাজেশ্বর ।
দিলেক তোমার কার্য লাগাইমু তার ॥ (জা.১৪)

পদুত্তর দিলা সাহা হাসিয়া ঈষৎ ।
সূর্যসেবা করিলে কোথায় রহে শীত ॥
মোর সেবা কৈলে রাজা না যাইব বিফলে ।
মোর রাজ্য দিল রাজা ভুঞ্জ কুতুহলে ॥ (জা.১৫)

এত বুলি সাহা সতরঞ্জ খেলা আনি ।
নৃপ আমি খেলিয়া বিশ্রাম করি খানি ॥
বেলা দুই প্রহরে আলস্য লাগে গায় ।
খেলি ছলে তিলে এক বিশ্রামী এথায় ॥
রত্নের মুকুর এক সাহার দক্ষিণে ।
নৃপ সনে খেলে সাহা হরষিত মনে ॥ (জা.১৬)

১ ফিরাই ২ কর্পূল সাঞোগ পাক্কা ৩ ফুলের ৪ পরিআ ৫ সাহারে মীম্নতি ৬ কৈল্মু ৭ সব সীত ৮ রাজবাজেশ্বর ৯ তার ১০ ইম্বীত ১১ কথাতে রাছে সীত ১২ নৃপ ১৩ বুলি ১৪ খেলে ১৫ খেলিব ১৬ খেলি ছলি তিল তিস এরি বিশ্রামএ ১৭ রাজা সনে ছোলতানে

শব্দার্থ টীকা : খোবা—থালা ; মূলে আছে খ‍ঁড়বানী বা শরবত
আগর—অগুরু ; মূলে আছে অরগজ্জা
গলে বাস—গলবস্ত্র
সতরঞ্জ—দাবাখেলা

মন্তব্য : মূলের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদ করা হয় নি। দ্বাদশ স্তবকে অজস্র ভোজন সামগ্রীর সামনে বসে পদ্মাবতীর অদর্শনে সুলতানের ভোজনে অনীহা এবং ত্রয়োদশ স্তবকে সুলতানের তীব্র রূপতৃষ্ণা মূলে যে বাসনাময় আবেগ সৃষ্টি করেছে অনুবাদে তার চিহ্ন নেই। আলাওল মূলের এইসব ভাবাবেগময় স্তবকগুলি বর্জন করে চতুর্দশ স্তবকের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদে সুলতানের প্রতি রত্নসেনের বিনয়বাক্যগুলির বক্তব্য মূলানুগ হলেও মূলের বাকভঙ্গী আরও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। ভোজনশেষে মূলে আছে সুগন্ধী জল পরিবেষণ, অনুবাদে বঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী কর্পূর সংযুক্ত পান-পরিবেষণ। অনুবাদ স্তবকের শেষ চারটি পংক্তিতে রত্নসেনের দৈন্য মূলে অনুপস্থিত। পঞ্চদশ স্তবকের চার পংক্তির অনুবাদ মূলের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত। মূলের প্রথম আট পংক্তির মোটামুটি অনুবাদ থাকলেও পরবর্তী অংশে রত্নদানের কপট ছলনায় সুলতানের দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত অনুবাদে বর্জিত। ষোড়শ স্তবকের অনুবাদও মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। রত্নসেন ও সুলতানের দাবাখেলার প্রসঙ্গে মূলে আছে দাবার চালের দ্ব্যর্থবোধক সঙ্কেত, অনুবাদে সে সব ইঙ্গিত নেই। মূলে সাহকর্তৃক দর্পণ স্থাপনের কথা আছে, অনুবাদে তা নেই।

সেবা হেতু আনি ছিল জথ সখীগন।
পম্বাবতি[১] পাসে গীয়া কহে সর্ব্বজন ॥
ষুনিছিল শ্রবনে দিল্লির সোলতান[২]।
আজি চক্ষে দেখীল প্রচণ্ড জেন ভান[৩] ॥
জগত ভিতরে ছএ উতঙ্গ[৪] তাহার।
প্রিথিবির[৫] নৃপগন তান[৬] পরিচার ॥
উচ্চ সিংগাসনে বশী[৭] আছে সিংগ[৮] প্রাএ।
ষুর্য্যপ্রাএ শমদৃষ্টী[৯] চাহন ন জাএ ॥
জথেক নৃপতি গণ ওমরা মোহন্ত।
করজোরে নম্র সিরে দাণ্ডা আছেন্ত[১০] ॥
ভাগ্যমনি ললাটে উঝল অনুক্ষন।
সংসারে দ্বিভিন্ন[১১] নাহি রূপের তুলন ॥
শাফল্য[১২] হইল আজি আমার নয়ান।
পরশে পরশ জেন ধও[১৩] দসবান ॥
হেন দিল্লিশ্বর আইল দ্বারেত তোমার।
নিজ শাক্ষ[১৪] সাফল্য না কল্যা একবার ॥
এমত ষুন্দর[১৫] রূপ জবে না দেখীবা।
জর্ম্মবধি অনুশ্বচ করিতে রহিবা[১৬] ॥

ষুনিতে চপল চিত্ত হৈল পম্বাবতি।
কোণ হেতু[১৭] দেখীতে পাইব দিল্লিপতি ॥*

১ পম্বাবতি ২ ষুনি ছিলাম ছোলতান দিল্লির ইস্বর ৩ আজি চৌক্ষে দেখীলাম প্রচণ্ড গোচর ৪ উদঙ্গ ৫ প্রিথিম্বিতে ৬ তার ৭ সীংগাসনে বসী ৮ সীংগ ৯ সমদিশ্টী ১০ ডাণ্ডাই আচেন্ত ১১ দোসর ১২ সাফল্য ১৩ ধাও ১৪ আখি ১৫ সোন্দর ১৬ অনুসোচ করিয়া মরিবা ১৭ কন মতে

* হবিবী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—

সিংহলের রাজসুতা পদ্মাবতী রাই।
পদুত্তর দিল কন্যা সখীগণ ঠাঁই ॥
মোর হেতু দেখ সখী নিত্য যে ঝগর।
লক্ষ লক্ষ মৃত্যু হৈল সংগ্রাম ভিতর ॥
মোর হেতু সাজি আইল দেশ দেশান্তর।
আর মোরে বল দেখিবারে দিল্লীশ্বর ॥
শুনিতে পরানে মোর না রাখিব রাজ।
দেখিবারে দিল্লীশ্বর তুমি কহ কাজ ॥

সেবা হেতু আনি ছিল যথ সখীগণ।
পদ্মাবতী পাশে গিয়া কহে সর্বজন ॥
শুনিছিল শ্রবণে দিল্লীর সোলতান।
আজি চক্ষে দেখিল প্রচণ্ড যেন ভান ॥
জগৎ ভিতরে ছত্র উতঙ্গ তাহার।
পৃথিবীর নৃপগণ তান পরিচার ॥
উচ্চ সিংহাসনে বসি আছে সিংহ প্রায়।
সূর্যপ্রায় সমদৃষ্টি চাহন না যায় ॥
যতেক নৃপতিগণ উমরা মোহন্ত।
করজোড়ে নম্রশিরে দাণ্ডাই আছেন্ত ॥
ভাগ্যমণি ললাটে উজ্জলে অনুক্ষণ।
সংসারে দোসর নাহি রূপের তুলন ॥
সাফল্য হইল আজি আমার নয়ান।
পরশে পরশে যেন ধরে দশবাণ ॥
হেন দিল্লীশ্বর আইল দ্বারেত তোমার।
নিজ আঁখি সাফল্য না কৈল একবার ॥
এমত সুন্দর রূপ যবে না দেখিবা।
জন্মাবধি অনুশোচ করিতে রহিবা ॥ (জা.১৭)

শুনিতে চপল চিত্ত হইল পদ্মাবতী।
কোন মতে দেখিতে পাইব দিল্লীপতি ॥

শব্দার্থ টীকা : ভান—ভানু বা সূর্য
পরিচার—পরিচারক
উতঙ্গ—উত্তুঙ্গ
দশবান—দশবর্ণ

মন্তব্য : সপ্তদশ স্তবকের অনুবাদ যতদূরসম্ভব মূলানুগ। দোহা অংশটিও মোটামুটি অনূদিত। শেষাংশে হবিবী সংস্করণের অতিরিক্ত পাঠটি পদ্মাবতীর পরবর্তী আচরণের সংগে অসংগত বিবেচনায় বর্জিত হল।

সেই ভিতে আছে এক খিরিকি[১] দ্বার ।+
তথাত আইল কন্যা[২] সাহা দেখীবার ॥
দ্বার[৩] মেলি চন্দ্রাতপ তুলি বাম করে ।
শম দৃষ্টী ষুন্দরি শাহার[৪] মুখ হেরে ॥
প্রকাষ কমল ভেল[৫] অরুন দরসে ।
অপূর্ব্বে[৬] আদিত্ত হেটে অম্বুজ আকাসে ॥
নৃপ সংগে[৭] খেলে সাহা শ্রান্ত নাহি[৮] চিত্তে ।
অবিরত[৯] দৃষ্টী কবে দর্পনের[১০] ভিতে ॥ †
মুকুরে মোহন রূপ দেখী শহশাত ।
মুহশ্চিত শোলতান পরে অকস্মাত[১১] ॥
সিংগাসনে পরি সাহা করে ছটফট ।
হাহাকার[১২] করে সবে কি হৈল সংকট ॥
বাঘব চেতন বোলে লাগিল চুবারি[১৩] ।
সয়ন করাইল নিয়া সয্যার উপরী[১৪] ॥
ওমরা সকলে মিলি তুলিয়া সত্বরে[১৫] ।
সয়ন করাইল নিয়া খাটের উপরে[১৬] ॥
দন্ড এক অচেতন ছিল দিল্লিশ্বর ।
শেই মুর্ত্তি[১৭] দেখে জেন নয়ান গোচর[১৮] ॥*

+ হবিবী সংস্করণে এর আগে দুটি পংক্তি—

সখি বলে বিরলে মেলিয়া টঙ্গিদ্বারে ।
কেহ যেন না দেখয় নিরক্ষ সাহারে ॥

১ খীরিকির ২ তথাতে আসীল কৈন্যা ৩ আরে ৪ সমদ্রিষ্টী সোন্দরি সাহার ৫ মুখ ৬ সপূর্ণ ৭ সবে ৮ সান্ত নহে ৯ অবিরথ ১০ দ্রপনের

† হবিবী সংস্করণে এরপব অতিরিক্ত পংক্তি—

সমস্ত শরীর রূপ দর্পণের পরে ।
ঘনের সকলি প্রায় ঝলমল করে ॥
উর্ধেতে সুন্দবী রহে নিয়রে সে রূপ ।
নির্মল দর্পণে অম্বু ঝলকায় ধূপ ॥

১১ মুরচি পরিল সাহা খেতি দিয়া মাত ১২ হাহাংকার ১৩ যুবারি ১৪ গীআ সৈজ্জার উপরি ১৫ সত্ত্বর ১৬ উপর ১৭ মুখ ১৮ ভিতর

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

রত্নসেন নৃপ হেরি ছোলতান মুখ ।
নিসীর কমলপ্রাএ প্রভা ভালে মুখ ॥
মোর রাজ্জপাট এবে হৈল ছত্রকার ।
অবিচারে মোরে এবে করিব সংগার ॥
আএ প্রভু নিরাঞ্জন ক্রিপালি ইশ্বর ।
মোরে দয্যা রাখী সাহা প্রাণিরৈক্ষা কর ॥
এই ভক্তি আচরিআ প্রভুর গোচর ।
জদি ইস্চা মোকে মার সাহারে রৈক্ষা কর ॥
এই মতে স্তুতি ভক্তি পুনি ভুমীগত ।
কাতর হইআ মাগে ইশ্বর অগ্রেত ॥
কাতর নৃপতি তবে মুণি কৃপামিএ ।
সাহা প্রতি দায়্যা দিষ্টে হইআ সদাএ ॥

সেই ভিতে আছে এক খিরকির দ্বার ।
তথাত আইল কন্যা সাহা দেখিবার ॥
দ্বার মেলি চন্দ্রাতপ তুলি বাম করে ।
সমদৃষ্টি সুন্দরী সাহার মুখ হেরে ॥
প্রকাশ কমল ভেল অরুণ দরশে ।
অপূর্ব আদিত্য হেটে অম্বুজ আকাশে ॥
নৃপ সংগে খেলে সাহা শ্রান্ত নাহি চিতে ।
অবিরত দৃষ্টি করে দর্পণের ভিতে ॥
মুকুরে মোহনরূপ দেখি সহসাত ।
মোহশ্চিত সোলতান পড়ে অকস্মাৎ ॥
সিংহাসনে পড়ি সাহা করে ছটফট ।
হাহাকার করে সবে কি হইল সঙ্কট ॥
রাঘব চেতন বোলে লাগিল সুপারি ।
শয়ন করাইল নিয়া শয্যার উপরি ॥
উমরা সকলে মিলি তুলিয়া সত্বরে ।
শয়ন করাইল নিয়া খাটের উপরে ॥
দন্ড এক অচেতন ছিল দিল্লীশ্বর ।
সেই মূর্তি দেখে যেন নয়ান গোচর ॥ (জা. ১৮)

শব্দার্থ টীকা : খিরকি—পশ্চাৎদ্বার ; মূলে ঝরোখা
আদিত্য—সূর্য
অম্বুজ—পদ্ম
মোহশ্চিত—মূর্ছিত
সুপারি—শুকনো , মূলে 'সোপাবী' ।

মন্তব্য : অষ্টাদশ স্তবকের অনুবাদে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। মূলে আছে সুলতানকে দেখার জন্য কৌতূহলী পদ্মাবতীর ঝরোখায় আগমন, অনুবাদে তা বঙ্গীয় খিড়কি-দুয়ারে রূপান্তরিত। মূলে ঝরোখায় আসামাত্র মুকুর মধ্যে সুলতানের পদ্মাবতী দর্শন ঘটেছে। অনুবাদে দ্বারের পর্দা তুলে পদ্মাবতীর সুলতানকে দর্শনকালে আয়নার মধ্যে সুলতানের পদ্মিনী-দর্শন হয়েছে। মূলে দর্শন হতেই সুলতানের চিত্তবিপ্লব ও মূর্চ্ছা অনুবাদে দাবা খেলতে খেলতে সুলতানের সম্মুখবর্তী মুকুরের প্রতি অবিরত দৃষ্টিপাত এবং সহসা মুকুরে প্রতিফলিত পদ্মাবতীর রূপ দেখে সুলতানের সংজ্ঞাহীনতা। পদ্মাবতী-দর্শনের চিত্তপ্রতিক্রিয়ারূপে মূলে আছে স্পর্শমণির লাবণ্যে ধরণী ও আকাশ সোনা হয়ে ওঠার রোমান্টিক উপমা, আর অনুবাদে আকাশের সূর্য-দর্শনে মাটিতে পদ্মবিকাশের গতানুগতিক অলঙ্কার। মূলের দোহা অংশের বক্তব্যটুকু অলঙ্কারসৌন্দর্য বাদ দিয়ে অনুবাদে উপস্থিত ।

রাঘব চেতনে গিয়া চাপিলেক পাও।
চৌক্ষ্য প্রকাসিল[১] সাহা মোরাইয়া[২] গাও ॥
রাঘবে বোলেন[৩] সাহা কেনে হেন রিত।
ভিন্নস্থানে নিদ্রা নহে তোমার উচিত ॥
সংসারের ভার তুমি লইচ একস্বর[৪]।
রাত্রি নিদ্রা নাহি লোকপালন অন্তর[৫] ॥
হেনস্থানে দিবসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা কেনে।
তুমি বুদ্ধিশ্বর তোমা বুঝাইব কোনে[৬] ॥

পদুত্তর দিল সাহা ষুনহ রাঘব।
দর্পনে দেখীলু মুই[৭] ভোবন দুল্লব ॥
ষুদ্ধি বুদ্ধি সমস্ত সরির ষুন্য[৮] করি।
কটাক্ষে বিসিক হানি প্রাণ নিল হরি ॥
জেবা বোলে[৯] চেতন মনের অনুচর।
সেবক না রহে স্থান তেজিলে ইশ্বর ॥
মোহন মুরতি মোর চিত্তে কল্য বাসা।
জদি বিধি পুরাএ পুরিব মন আসা ॥
জেন মত কহিলা দেখীল[১০] সত গুন।
অতি রূপে সত্ত্বধর্ম্ম ন সহে[১১] নিপুন ॥

ভালে মহি[১২] পরসী রাঘবে বোলে বাণি।*
নিশ্চএ দেখীলা সাহা পদ্মাবতি[১৩] রাণি ॥
দেখীলে ধৈর্জ্যতা হরে না রহে চেতন[১৪]।
পৈত্যএ হইল আজি আমার বচন[১৫] ॥
জেহেন কপটে বলি ছলিল মুরারি।
কথা[১৬] সৈত্ত ধর্ম্ম আছে[১৭] হেন রূপ হেরি ॥
সাফল্ব জিবন মোর এ[১৮] রূপ পাইলে।
জে হোক সে হোক বিদি[১৯] সৈত্ত নষ্ট[২০] হৈলে ॥

১ প্রকাসীয়া ২ মোরাইল ৩ বোলএ ৪ একাম্বর ৫ পালাঅন্ত নয়
৬ বুদ্ধি দিব কনে ৭ দ্রপনে দেখীলুম মুত্তি ৮ সৈন্য ৯ বোল
১০ দেখীলুম ১১ নাসাএ ১২ ভুমী

* এরপর কয়েকটি পৃষ্ঠা 'ঢা' পুথিতে খণ্ডিত। পরবর্তী অংশ 'ঘা' পুথি অনুযায়ী।

হবিবী সংস্করণ থেকে পরবর্তী পাঠান্তর দেওয়া হল।
১৩ পদ্মাবত্তী ১৪ জীবন ১৫ মোর নিবেদন ১৬ কোথা ১৭ রহে
১৮ সে ১৯ বিধি ২০ নাশ

রাঘব চেতন গিয়া চাপিলেক পাও।
চক্ষু প্রকাশিল সাহা মোড়াইয়া গাও ॥
রাঘবে বোলেন সাহা কেনে হেন রীত।
ভিন্নস্থানে নিদ্রা নহে তোমার উচিত ॥
সংসারের ভার তুমি লইছ একেশ্বর।
রাত্রি নিদ্রা নাহি লোক পালন অন্তর ॥
হেন স্থানে দিবসে নিশ্চিন্তে নিদ্রা কেনে।
তুমি বুদ্ধিশ্বর তোমা বুঝাইব কোনে ॥ (জা. ১৯)

পদুত্তর দিল সাহা শুনহ রাঘব।
দর্পণে দেখিলু মুই ভুবন দুর্লভ ॥
শুদ্ধি বুদ্ধি সমস্ত শরীর শূন্য করি।
কটাক্ষে বিশিখ হানি প্রাণ নিল হরি ॥
যেবা বোলে চেতন মনের অনুচর।
সেবক না রহে স্থান তেজিলে ঈশ্বর ॥
মোহন মুরতি মোর চিত্তে কৈল বাসা।
যদি বিধি পুরায় পুরিব মন আশা ॥
যেন মত কহিলা দেখিল শতগুণ।
অতি রূপে সত্যধর্ম না শয়ে নিপুণ ॥ (জা.২০)

ভালে মহি পরশি রাঘবে বোলে বাণী।
নিশ্চয় দেখিলা সাহা পদ্মাবতী রাণী ॥
দেখিলে ধৈর্যতা হরে না রহে চেতন।
প্রত্যয় হইল আজি আমার বচন ॥
যেহেন কপটে বলি ছলিল মুরারি।
কোথা সত্যধর্ম রহে হেন রূপ হেরি ॥
সফল জীবন মোর এ রূপ পাইলে।
যে হোক সে হোক বিধি সত্য নষ্ট হৈলে ॥ (জা.২২)

মন্তব্য : ঊনবিংশ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত, সাধারণ ও বিবৃতিধর্মী। বিংশ স্তবকে মূলে যে সাঙ্কেতিক দৃশ্য আছে তার মধ্যে জায়সীর সুফীভাবনা বর্তমান। অনুবাদে এইধরণের তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যসঙ্কেত অনুপস্থিত।

মূলের একবিংশ স্তবকটিতে বর্ণিত সুলতানের মুখে পদ্মিনীর আলঙ্কারিক রূপবর্ণনাটি অনুবাদে বর্জিত।

দ্বাবিংশ স্তবকে রাঘব চেতন কর্তৃক পদ্মাবতী-রূপরহস্যের ব্যাখ্যাগুলিও অনুবাদে অনুপস্থিত। অনুবাদ স্তবকটি মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। দোহা অংশটি অনুবাদে নেই। অনুবাদে পদ্মাবতী কর্তৃক সুলতানের চিত্তহরণের উপমা প্রসঙ্গে মুরারির বলি-দমনের পৌরাণিক প্রসঙ্গটি মূলে নেই। দোহা অংশের পরিবর্তে অনুবাদের শেষে সিদ্ধান্ত-বাক্যটি সংযোজিত।

রত্নসেন বন্ধন খণ্ড

এই যুক্তি করি[১] সাহা আনাইল[২] ভিমান ।
আরহন হইআ চলিল ছোলতান ।।
অতিতের রহন নাহিক কন স্থল ।
বুদ্ধিবন্ত পন্থ দেখী চলএ সকল ।।
স্নেহ করি রত্নসেন ভাবিআ[৩] নিকট ।
কান্দে হস্ত দিআ মীষ্ট বোলএ কপট ।।
মধুবাক্ষ পৈত্যএ করিলা নরপতি ।
বারাইআ দিতে জাএ সাহার সঙ্গতি ।।

ভিমানে চরিআ সব ওমরার গণ ।
নীকটে নাহিক নৃপতির একজন ।।
প্রতিদ্বারে সাহার কটক বারি জাএ ।
নৃপতির মনিস্ব ঘনাইতে নাই পাএ ।।
হেন[৪] মতে সপ্তদ্বার বাহির হইল ।
সাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃপতি বান্দিল ।।

এই জগ মহা টক[৫] নাই যুদ্ধ ভাব ।
বাজাএ বিসম ফান্দে দেখী আইয়া[৬] লাব ।।
আগে মদু দরসাএ পাছে দেএ বিস ।
বিসাদের উপলৈক্ষে জন্মাএ হরিস ।।
বুদ্ধিজন না ভোলক সত্রুর আশ্বাসে ।
সর্ব্বনাস হএ তিলে বরির নিশ্বাসে[৭] ।
হেন সন্দি হস্তে ভাল জানিঅ মরণ ।
স্বর্গ হস্তে ভুমীপরে নৃপতি চরণ ।।
আহার দেখীআ[৮] জেন বন্দি হএ[৯] মীন ।
সলিল তেজিলে মেকরের মৃত্যু চিন[১০] ।।

এই যুক্তি করি সাহা মাগিল বিমান ।
আরোহণ হইয়া চলিল ছোলতান ।।
অতিথের রহন নাহিক কোন স্থল ।
বুদ্ধিবন্ত পন্থ দেখি চলয়ে সকল ।।
স্নেহ করি রত্নসেন ভাবিয়া নিকট ।
কান্ধে হস্ত দিয়া মিষ্ট বোলয় কপট ।।
মধুবাক্য প্রত্যয় করিলা নরপতি ।
বাড়াইয়া দিতে যায় সাহার সঙ্গতি ।। (জা.১)

বিমানে চড়িয়া সব উমরার গণ ।
নিকটে নাহিক নৃপতির একজন ।।
প্রতিদ্বারে সাহার কটক বাড়ি যায় ।
নৃপতির মনিষ্য ঘনাইতে নাহি পায় ।।
এই মতে সপ্তদ্বার বাহির হইল ।
সাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃপতি বান্ধিল ।। (জা.২)

এই জগ মহাঠগ নাহি শুদ্ধভাব ।
বাজায় বিষম ফান্দে দেখাইয়া লাভ ।।
আগে মধু দরশায় পাছে দেয় বিষ ।
বিষাদের উপলক্ষে জন্মায় হরিষ ।।
বুদ্ধিজন না ভোলক শত্রুর আশ্বাসে ।
সর্বনাশ হয় তিলে বৈরী মায়াফাঁসে ।।
হেন সন্ধি হোস্তে ভাল জানিয় মরণ ।
স্বর্গ হোস্তে ভূমিপরে নৃপতিচরণ ।।
আহার দেখিয়া যেন বন্দী হয় মীন ।
সলিল তেজিলে মকরের মৃত্যু চিন ।।

১ ভাবি ২ মাঙ্গিল ৩ আসিয়া ৪ এই ৫ ঠগ ৬ দেখাইয়া ৭ বরি মায়া ফাঁসে ৮ দেখাই ৯ কৈল ১০ সলিল তেজিলে হয় মরণের চিন্

শব্দার্থ টীকা : সঙ্গতি—সঙ্গ
ঘনাইতে—জড় হতে
মকরের মৃত্যু চিন্—মাছের মৃত্যুলক্ষণ ।
মূলে আছে কচ্ছপের প্রসঙ্গ ।

মন্তব্য : রত্নসেন বন্ধনখণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে ঘটনাবস্তুটুকু মূলানুগ । সংক্ষেপে ঘটনাসারাংশে অনুবাদে থাকলেও মূলের বর্ণনাভঙ্গী-বৈদগ্ধ্য অনুবাদে নেই । দোহা অংশটুকুও অনুপস্থিত । দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদে রত্নসেন-বন্ধন ঘটনাটুকু ছাড়া আর কিছুই মূলানুগত নয় । মূলে এক একটি তোরণে এক একটি করে উপহার দেবার পর সপ্তম তোরণে আকস্মিকভাবে সুলতানের হস্তে রত্নসেনের বন্দীদশা বর্ণিত । অনুবাদে প্রত্যেক তোরণে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সপ্তমদ্বারে রত্নসেনের বন্ধন চিত্রিত । মূলের নাটকীয়তা অনুবাদে অনুপস্থিত ।

অশ্বে চরি ছোলতান আনটীন[১] হৈআ।
আরগজ আরে[২] গেল অশ্ব ধাবাইআ ॥

নৃপ বান্দি পরিল ষুনি ঘরবাসী।
পুরিশ্বার বান্দিল বাদিলা গৈরা আসী ॥
হস্তে গলে নৃপতির লোহার নিগার।
চরণে দারুকা তুইলা পাঞ্জর মাজার ॥

রত্নসেন আনিল সাক্ষাতে দিল্লিশ্বর।
বহুজত্ন[৩] করি সাহা পুচিল উত্তর ॥
এবেহ পদ্মিনি দেও জিবন রাখীমু।
কহিছি চন্দ্রানি[৪] আর দুই রাজ্জ দিমু ॥
নহেতো পরাণে ন মারিমু একবার[৫]।
প্রচাতে[৬] মারিব পুনি নানান প্রকার[৭] ॥
নৃপ বোলে জে কহিলা সব জোক্ত[৮] হএ।
তোমার আশ্ব্যাসে মুই[৯] করিলুম পৈত্যএ[১০] ॥
কহিল বাদিলা গৈরা কর্ন্যে না ষুনিলুম।
করিয়া মহন সেবা তার ফল পাইলুম[১১] ॥
সবান্দবে মরিতে চাহিল আমী আগে।
আশ্বাসীআ জে কর[১২] তোমার সব লাগে ॥
এবে মোর করগত[১৩] নাহিক পদ্মিনি।
জদি সত খণ্ড করি বদহ পরানি ॥
মোর বাক্ষে কদাপী পদ্মিনি না পাইব[১৪]।
জদি যুদ্ধ কর সব দহিআ মরিব[১৫] ॥
এ বুলিআ মৈন ধরি রহিল নৃপতি।
বিশ্তর পুছিল সাহা না দিল সনমতি ॥

অশ্বে চড়ি ছোলতান আনন্দিত হইয়া।
গরগজের আড়ে গেল অশ্ব ধাবাইয়া ॥ (জা. ৩)

নৃপ বন্দী পড়িল শুনি গড়বাসী।
পুরীশ্বার বান্ধিল বাদিলা গোরা আসি ॥
হস্তে গলে নৃপতির লোহার নিগর।
চরণে দারুকা থুইলা পাঞ্জর মাঝার ॥ (জা. ৪)

রত্নসেন আনিল সাক্ষাতে দিল্লীশ্বর।
বহু যত্ন করি সাহা পুছিল উত্তর ॥
এবেহ পদ্মিনী দেও জীবন রাখিমু।
কহিছি চন্দেরী মারু দুই রাজ্য দিমু ॥
নহে তোমা প্রাণে না মারিমু একবারে।
পশ্চাতে মারিব পুনি নানান প্রকারে ॥
নৃপ বেলে যে কহিলা সব যুক্ত হয়।
তোমার আশ্বাসে মুই করিলু প্রত্যয় ॥
কহিল বাদিলা গোরা কর্ণে না শুনিলু।
সেবা করি মহতের যোগ্য ফল পাইলু ॥
সবান্ধবে মরিতে চাহিল আমি আগে।
আশ্বাসিয়া যে কর তোমার সব লাগে ॥
যদি শতখণ্ড করি বধহ পরানী।
এবে মোর কর-গত নাহিক পদ্মিনী ॥
মোর বাক্যে কদাপি পদ্মিনী না পাইব।
যদি যুদ্ধ কর সব দহিয়া মরিব ॥
এ বুলিয়া মৌন ধরি রহিল নৃপতি।
বিস্তর পুছিল সাহা না দিল সম্মতি ॥

১ আনন্দিত ২ গরগজের আগে ৩ বহুল যতন ৪ চান্দরী ৫ নহে তোমা প্রাণে না মারিব একবারে ৬ পশ্চাতে ৭ প্রকারে ৮ যোগ্য ৯ যদি ১০ করিয়া প্রত্যয় ১১ সেবা করি মহত্তের যোগ্যফল পাইলুম ১১ আশ্বাসি যে করিলা ১৩ করতলে ১৪ মানিবে ১৫ সব জীবন তেজিবে

শব্দার্থ টীকা : দারুকা—শৃঙ্খল
পাঞ্জর—পিঞ্জর বা কারাগার
মারু—মাড়োয়ার
দিল্লীশ্বর—আলাউদ্দীন। মূলে আছে দুজন কারারক্ষীর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও লাঞ্ছনা করাতে করতে রত্নসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ।

মন্তব্যঃ তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে বিষয়বস্তুটুকুই মূলানুগ, বর্ণনাভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মূলে মাছের উপমা প্রসঙ্গে কচ্ছপেরও উপমা আছে। অনুবাদে মাছের উপমাটি নিয়ে কচ্ছপের উপমাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বন্দী রাজার প্রসঙ্গে মূলে ঝাঁপিবন্ধ সাপ এবং বদ্ধমৃগের তুলনা দুটিও অনুবাদে বর্জিত। মূলের দোহা অংশে আছে রাজদ্রোহীর ন্যায় রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চিত্র, অনুবাদে আছে আনন্দিতচিত্তে সুলতানের গরগজের দিকে অশ্ব-ধাবমানতা। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত। গোরা বাদলের দুর্গদ্বার রুদ্ধ করার ঘটনা মূলে নেই। শৃঙ্খলিত রাজার পিঞ্জরাবদ্ধ হবার ঘটনাটি মূলানুগ, কিন্তু মূলের পৌরাণিক তালিকাগুলি অনুবাদে নেই। পরবর্তী স্তবকটি মূলে অনুপস্থিত।

বহুল প্রকার করি পুনি জিগ্গাসীল ।
রহিল অচল প্রাএ কিছু না বুলিল ।।
বুজিআ তাহার মতি সাহা গুণবান ।
নিজ মনে বিমর্শির্বতে লাগীল সন্দান ।।
সাহা ভাবে পুনরবি জদি করি রণ ।
সবে মৗীল অগ্নী জালি মরিব তখন[১] ।।
আমী পাটে জাই স্তির হউক সংসার[২] ।
আপনে পদ্মিনি দিব করিলে প্রহার ।।

এথ ভাবি ছোলতান দিল্লিতে চলিল ।
ষুনিআ এসব কথা চৌখন্ড কাম্পিল ।।
রত্নসেন ধরিল আনের কিবা কথা ।
জে জথা[৩] আছিল সবে নামাইল মাতা[৪] ।।
দিল্লিস্বর আসীআ বসীল জদি পাট ।
সব নৃপকুল সীর ধরিল ললাট ।।

শ্রীজোত মাগন ধীর রসীক নাগর ।
সত্রুজিত মীত্রপাল দয়্যার[৫] সাগর ।।
দান মান বচনে তুসীল য়ামা প্রতি[৬] ।
জিজ্ঞাসীল সেই কথা[৭] মধুর ভারতি ।।
তবে দিল্লিস্বর আর কি কর্ম্ম করিল ।
কন মতে রত্নসেন মোছন হইল ।।
সে সকল বাক্ক সীগ্রে করি বিরচন[৮] ।
বিঘট উদ্ধারি পুনি সান্ত করি মন[৯] ।।
তাহান আধেস মাল্য[১০] সীরেতে পুরিআ[১১] ।
হিন আলাওলে কহে পঞ্চালি[১২] রচিআ ।।

১ সর্বলোক মরিতে না রবে একজন ২ সুসার ৩ যেথা ৪ হেট কৈল মাথা ৫ কৃপার ৬ পতি বিনে কেমতে বঞ্চিল পদ্মাবতী ৭ জিজ্ঞাসে সকল কথা ৮-৯ হবিবী সংস্করণে পংক্তি দুটি নেই। ১০ মানা ১১ ধরিয়া ১২ পয়ারে

বহুল প্রকার করি পুনি জিজ্ঞাসিল ।
রহিল অচল প্রায় কিছু না বুলিল ।।
বুঝিয়া তাহার মতি সাহা গুণবান ।
নিজ মনে বিমর্শিতে লাগিল সন্ধান ।।
সাহা ভাবে পুনরপি যদি করি রণ ।
সর্বলোক মরিবে না রবে একজন ।।
আমি পাটে যাই স্থির হউক সংসার ।
আপনি পদ্মিনী দিব করিলে প্রহার ।।

এত ভাবি ছোলতান দিল্লীতে চলিল ।
শুনিয়া এসব কথা চৌখণ্ড কাম্পিল ।।
রত্নসেনে ধরিল আনের কিবা কথা ।
যে যেথা আছিল সবে নামাইল মাথা ।।
দিল্লীশ্বর আসিয়া বসিল যদি পাটে ।
সব নৃপকুল ভূমি ধরিল ললাটে ।। (জা. ৫)

শ্রীযুতে মাগন ধীর রসিক নাগর ।
শত্রুজিত মিত্রপাল দয়ার সাগর ।।
দান মান বচনে তুসিল আমা প্রতি ।
জিজ্ঞাসিল সেই কথা মধুর ভারতী ।।
তবে দিল্লীশ্বর আর কি কর্ম করিল ।
কোন মতে রত্নসেন মোচন হইল ।।
সে সকল বাক্য শীঘ্র করি বিরচন ।
বিঘট উদ্ধারি পুনি শান্ত কর মন ।।
তাহান আদেশ মাল্য শিরেতে ধরিয়া ।
হীন আলাওলে কহে পঞ্চালি রচিয়া ।।

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের পরবর্তী দুটি স্তবক জুড়ে বন্দী রত্নসেনের সঙ্গে আলাউদ্দীনের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। নিরুত্তর রত্নসেনকে দেখে আলাউদ্দীনের চিন্তাগুলিও নূতন। পঞ্চমস্তবক অনুবাদের আগের ও পরের স্তবক দুটি মূলে অনুপস্থিত। পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলের ঐতিহাসিক রাজন্যনামগুলি অনুবাদে নেই। দোহা অংশটি অনূদিত। শেষস্তবকে মাগন ঠাকুরের প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়। বাংলা একাডেমীর পুথিতে এইখানে দু পাতা ধরে রত্নসেন-পদ্মাবতী কাহিনীর যে সংক্ষিপ্তসার আছে তা মূলে ও হবিবী সংস্করণে অনুপস্থিত। বর্জিত অংশটি অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার পরিশিষ্টে দেওয়া হবে।

রাগ করুণা ভাটিয়াল যমক ছন্দ

হাবসী পুরুস এক সাহার সেবাএ।
বক্রভুরু ক্রোদ্ধ মুখ থাকএ সদাএ॥
উপরের ওষ্ঠ তার নাসীক উপর।
চিবুক ঢাকিচে প্রষ্ট[১] লম্বিত অধর॥
কোটোর নয়্যানযুগ ঘোর্ণ্য মদমত্ত।
সতরঙ্গ ঢঙ্গ হাস্ব নাই কদাচিত॥
বক্রকেঁস গোপ দারি পীঙ্গল বরণ।
স্যাম অঙ্গ লোমাবলি হুম্বক[২] লৈক্ষণ॥
নারিরে না বোলে পীউ সতেত কিলাএ।
ভিকারি দ্বারেতে গেলে টেঙ্গা লই ধাএ॥
পাদ্মিনি মাগিতে রত্নসেন তারে দিলা।
ব্যাগ্র হস্তে জেহেন বৃম্বক[৩] সমরপীলা[৪]॥
জল জদি মাগে মুখে আনল লাগাএ।
নিঘাত মদগুর বারি মারএ মাথাএ॥

মৃতিকা খুদিআ তাহে কটক বিচাএ।
রাত্রি হৈলে নৃপতিরে তথাতে যুতাএ॥
বিচ্চা বিশ্চু[৫] সর্প আনি তাহাতে ফেলাএ।
উপরে বিচাএ পাট যুখে[৬] নিদ্রা জাএ॥
এক পাস চারি অঙ্গ লারিতে না পারে।
নয়্যান মুদিতে ঘন ২ খোছা মারে[৭]॥
চৌক্ষ মুদি রত্নসেন ভাবি নিরাঞ্জন।
জেই কিছু দুক্ষ যুখ বিধির শ্রিজন[৮]॥

১ পৃষ্ট ২ উল্লুক ৩ মৃগকে
৪ হবিবী সংস্করণে এর পর অতিরিক্ত পংক্তি—
মহাক্ষুধা পক্ষরাজে লৈ যায় ঐরাবত।
বিধার করিতে যেন ঝাপে পায়রাবত॥
ক্ষুধার্ত বাজের হস্তে সাঁপলেক পাইক।
কে বলিবে কর্মলেখা আপনার ভাইক॥
৫ বিছা বিচ্ছু ৬ শুতি ৭ নয়ন মুদিলে দন্ড মস্তকেতে মারে
৮ তোমার কারণ

হাবসী পুরুষ এক সাহার সেবায়।
বক্রভুরু ক্রুদ্ধমুখ থাকয়ে সদায়॥
উপরের ওষ্ঠ তার নাসিকা উপর।
চিবুক ঢাকিছে পৃষ্ট লম্বিত অধর॥
কোটর নয়ানযুগ ঘূর্ণ মদমত্ত।
শতরঙ্গ ঢঙ্গে হাস্য নাহি কদাচিত॥
বক্রকেশ গোঁফ দাড়ি পিঙ্গল বরণ।
শ্যাম অঙ্গ রোমাবলি উল্লুক লক্ষণ॥
নারীরে না বোলে পিউ সতত কিলায়।
ভিক্ষুক দ্বারেতে গেলে ঠেঙা লই ধায়॥
পদ্মিনী মাগিতে রত্নসেন তারে দিলা।
ব্যাঘ্র হস্তে যেহেন মৃগকে সমর্পিলা॥
জল যদি মাগে মুখে আনল লাগায়।
নির্ঘাত মদগুর বাড়ি মারয় মাথায়॥ (জা. ৬)

মৃত্তিকা খুদিয়া তাহে কণ্টক বিছায়।
রাত্রি হৈলে নৃপতিরে তথাতে শুতায়॥
বিছা বিচ্ছু সর্প আনি তাহাতে ফেলায়।
উপরে বিছায় পাট শুতি নিদ্রা যায়॥
একপাশ চারি অঙ্গ নাড়িতে না পারে।
নয়ান মুদিতে ঘন ঘন খোঁচা মারে॥
চক্ষু মুদি রত্নসেন ভাবে নিরঞ্জন।
যেই কিছু দুঃখ সুখ তোমার কারণ॥

শব্দার্থ টীকা: হাবসী—কাফ্রি, আবিসিনিয়ার অধিবাসী।
মদগুর—মুগুর
শুতায়—শোয়ায়

মন্তব্য: হাবসী বর্ণনা মূলে নেই, এটি আলাওলের সংযোজন। মূলের ষষ্ঠস্তবকের রত্নসেন-পীড়নের প্রসঙ্গটি অনুবাদে থাকলেও রাজার প্রতি হাবসী কারারক্ষীর স্পর্ধাসূচক উক্তিগুলি অনুবাদে নেই। সপ্তম স্তবকে অপর দুজন কারারক্ষীর রত্নসেনের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনমূলক যে শ্লাঘ্যোক্তিগুলি মূলে বর্তমান, অনুবাদে তা বর্জন করা হয়েছে।

তোমা কি বুলিব প্রভু নিজ কৰ্ম্ম দোস ।
জেই প্রভু করে কিছু আছএ সন্তস ।।

আর দিন আসীআ[১] সাহার অনুচর ।
রত্নসেন নৃপস্থানে পুচিতে উত্তর ।।
দুতে বোলে এই বাক্ষ[২] করিলা বিবাদ ।
আপনা উপরে আপ পরিলা প্রমাদ ।।
আপনা সম্পদ রাজ্জ[৩] এখনেহ চাও ।
পদ্মিনিরে দিআ ষুখে নিজ রাজ্জ খাও ।।
জথেক কহিলা রাজা না দিলা উত্তর ।
বহুল প্রহার[৪] কৈল তাহার উপর[৫] ।।
ষুনি সাহা বোলে নিত্ত প্রহার কবৌক ।
সামৈন্যের ভৈক্ষ দেও প্রাণে না মারৌক ।।
এই মতে নানা দুক্ষে রহিল নৃপতি ।
অথা[৬] স্বামী বিচ্চেদে কান্দএ পদ্মাবতি ।।

তোমা কি বুলিব প্রভু নিজ কর্মদোষ ।
যেই প্রভু কর কিছু আছয় সন্তোষ ।। (জা. ৮)

আর দিন আসিল সাহার অনুচর ।
রত্নসেন নৃপস্থানে পুছিতে উত্তর ।।
দুতে বোলে এই মুখে করিলা বিবাদ ।
আপনা উপরে আপ পড়িলা প্রমাদ ।।
আপনা সম্পদ আয়ু এখনেহ চাও ।
পদ্মিনীরে দিয়া সুখে নিজ রাজ্য খাও ।।
যতেক কহিলা রাজা না দিলা উত্তর ।
বহুল প্রকার কৈল তাহার গোচর ।।
শুনি সাহা বোলে নিত্য প্রহার করৌক ।
সামান্যের ভক্ষ দেও প্রাণে না মরৌক ।।
এই মতে নানা দুঃখে রহিল নৃপতি ।
অথা স্বামী বিচ্ছেদে কান্দয়ে পদ্মাবতী ।। (জা.৭)

১ আসিল ২ মুখে ৩ আয়ু ৪ প্রকার ৫ গোচর

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকটি রত্নসেনের শাস্তিভোগদৃশ্য । অনুবাদ স্তবকটি আংশিক মূলানুসারী । মূলের শাস্তিবর্ণনা আরও বিস্তৃত । অনুবাদে তা সংক্ষিপ্ত । মূলে সাঁড়াশী দিয়ে রাজাকে চেপে ধরার কিংবা ছুঁচালো বাঁখারি দিয়ে বিদ্ধ করার প্রসঙ্গ আছে, অনুবাদে এগুলি বর্জিত । মূলের শাস্তিবর্ণনা অনুবাদে কোথাও কোথাও পরিবর্তিত । যথা, মূলে আছে মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে রাজার পা পুঁতে দেবার দৃশ্য । অনুবাদে মাটিতে কাঁটা পুঁতে তার উপর রত্নসেনের শয়নের ব্যবস্থা বর্ণিত । মূলে আছে রত্নসেনের নিঃশব্দে শাস্তিভোগের অনমনীয় পৌরুষ, অনুবাদে শাস্তিভোগকালে রাজার চোখ বুজে ঈশ্বর স্মরণ । মূলের দোহা অংশটিতে দুঃখভোগের তত্ত্বকথাটি অনুবাদে অনুপস্থিত ।

বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষস্তবকটি মূলে ঠিক নেই, অনুবাদকের সংযোজন । মূলের সপ্তম স্তবকের ক্ষীণ আভাস সাহার অনুচরের মধ্যে থাকলেও, মূলে আছে পীড়নভীতি ও ঔদ্ধত্য আর অনুবাদে প্রলোভন প্রদর্শন ও হিতোপদেশ । অনুবাদ স্তবকের শেষদিকে রাজার বশ্যতার অভাব দেখে সাহা কর্তৃক রত্নসেনকে ক্ষীণ আহারে বাঁচিয়ে রেখে পীড়নের আদেশ মূলে অনুপস্থিত ।

পদ্মাবতী-নাগমতি বিলাপ খণ্ড

দীর্ঘ ছন্দ

আহা প্রভু প্রাণশ্বর মোকে কৈলা একাম্বর
নানা মতে[১] প্রেম বারাইআ।
কেমতে ধরাইমু হিআ তুমি প্রভু না দেখীয়া
কথা গেল নিদয়া হইয়া ॥
পরিলা সত্রর হাতে বান্দব নাহিক সাতে
হিত বোলে হেন কেহ নাহি[২]।
শ্বরিতে তোমার দুখ[৩] বিদরে দারুন বুক
সর্ব্ব যুখ বঞ্চিল[৪] গোসাঞি[৫] ॥
মৃদু যুকমল গাও মোর লাগি দুঃখ পাও
হেন মুঞি অভাগীনি ভার্য্যা।
জদি পাখা হএ জাম কিবা কার সংগে[৬] পাম
দুঃখ কালে করোঁ[৭] পরিসর্য্যা ॥
দুই নারি হএ ভাগী[৮] দুঃখ[৯] পাও মোর লাগী
কেনে মোরে না দিলা[১০] তুরুকে।
মোর কম্মে জে থাকিত আবস্য জে সেই হৈত[১১]
তোমার থাকিত অংগযুখে[১২] ॥
রমনি পাদুকা পাএ[১৩] তার লাগি না যুয়াএ
নিজ অংগে[১৪] প্রহার সহিতে।
আমি হেন কটী নারি বলাই লইয়া মরি
প্রানি ফাটে তোমারে[১৫] শ্বরিতে ॥
জেই জাএ সেই দেসে বাহুরিয়া নই আইসে[১৬]
কার টাই পাই[১৭] বার্তা সার।
সে পুনি কিছু নহি জানে[১৮] জেবা আছে সেই স্থানে
ন পাইলু[১৯] তত্ত্ব সমচার[২০] ॥

১ এখান থেকে আবার মূলপাঠ 'ঢা' পুথি থেকে এবং পাঠান্তর 'বা' পুথি থেকে নেওয়া হল। ২ নাই ৩ দুক ৪ বৃঞ্জিলা ৫ গোসাই ৬ সঙ্গি ৭ করি ৮ মুই নারি হতভাগী ৯ ক্লেস ১০ দিআ ১১ আবৈশ্ব সেই সে হৈত ১২ সজে যুখ ১৩ প্রাএ ১৪ অজ ১৫ তোমাকে ১৬ সে পুনি বাহুরি আইসে ১৭ পাইমু ১৮ সেই কিছু নই জানে ১৯ পাইলুম ২০ সমাচার

আহা প্রভু প্রাণেশ্বর মোরে কৈলা একেশ্বর
নানামতে প্রেম বাড়াইয়া।
কেমতে ধরাইমু হিয়া তুমি প্রভু না দেখিয়া
কোথা গেলা নিদয় হইয়া ॥
পড়িলা শত্রুর হাতে বান্ধব নাহিক সাথে
হিত বোলে হেন কেহ নাহি।
স্মরিতে তোমার দুখ বিদরে দারুণ বুক
সর্ব সুখ বঞ্চিলা গোসাঞি ॥
মৃদু সুকোমল গাও মোর লাগি দুঃখ পাও
হেন মুই অভাগিনী ভার্যা।
যদি পাখা হয় যাম কিবা কার সঙ্গী পাম
দুঃখ কালে করোঁ পরিচর্যা ॥
মুই নারী হতভাগী দুঃখ পাও মোর লাগি
কেনে মোরে না দিলা তুরুকে।
মোর কর্মে যে থাকিত অবশ্য সেই সে হইত
তোমার থাকিত অংগ সুখে ॥
রমণী পাদুকা প্রায় তার লাগি না যুয়ায়
নিজ অংগে প্রহার সহিতে।
আমি হেন কোটি নারী বালাই লইয়া মরি
প্রাণী ফাটে তোমারে স্মরিতে ॥
যেই যায় সেই দেশে বাহুরিয়া নাহি আইসে
কার ঠাঁই পাই বার্তা সার।
যেবা আছে সেই স্থানে সেই কিছু নাহি জানে
না পাইলুঁ তত্ত্ব সমাচার ॥ (জা. ৯)

শব্দার্থ টীকা : বাহুরিয়া—ফিরে

মন্তব্য : পদ্মাবতীর এই ত্রিপদী ছন্দে বিলম্বিত লয়ের বিলাপ যতটা বঙ্গীয় ঠিক ততটাই মূল থেকে দূরবর্তী। অনুবাদের প্রথম স্তবকের প্রায় কোনো কথাই মূলে নেই। মূলে যেখানে আছে অভিমানিনী পদ্মাবতীর নয়নের অবিরাম প্রস্রবণের বর্ণনা অনুবাদে সেখানে পাখা পেলে প্রিয়তমের কাছে পাখী হয়ে উড়ে যাবার প্রচলিত ও গতানুগতিক বিলাপ প্রসঙ্গ। মূলে আছে রত্নসেন সম্পর্কে দিল্লীতে বিশ্রামের অলীক জল্পনা, অনুবাদে রত্নসেনের নিগ্রহ কল্পনা করে তুরুকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে না পারার জন্য পদ্মাবতীর অতিনাটকীয় বিলাপ। স্তবকের শেষ চরণ চতুষ্টয়ের সঙ্গে মূলের মিল আছে।

আমা লাগি দুঃখ সাত[১] প্রথমে বান্দিলা হাত[২]
দুয়জে[৩] সাগরে পাইলা ক্লেস।
প্রসন্ন[৪] হইল বিধি পাইলু অমিয়া নিধি
এবে সে হইল প্রাণ সেষ ॥
বিমরিয়া[৫] কান্দে রাএ ধরনি খেপিয়া কাএ
আখি বহে শ্রবনের[৬] ধার।
নিদারুন হিয়া দুষ্ট পাশাণ অধিক[৭] কষ্ট
এথ দুঃখে না হএ বিধার[৮] ॥
খেনে হএ অচেতন চমকি উটএ ঘন
খেনে ২ করএ বিলাপ।
বিস ভেল সুখভোগ প্রবল বিরহে রোগ
দিনে ২ বারএ সন্তাপ ॥
বদন ঝাপিল কেস বিতুরিত হৈল ভেস
অতি দুঃখে বদন মলিন।
জেন পুনিমার সসী বিরহ বিধুন্ন[৯] আসী
গ্রাসীয়া করিল প্রভাহিন ॥
গুনমনি রসালএ ভাগ্যবন্ত সদাসএ
শ্রীযুত মাগন পুন্নবন্ত[১০]।
তনভুগী মনযুগী প্রভুভাবে অনুরাগি
কৃপাসীল দানের তরঙ্গ ॥
তাহান আদেস ধরি হৃদএ প্রসন্ন[১১] করি
আলাওলে রচিল পয়ার।
সুগন্দি চন্দন জস[১২] অন্ত দিগ করি বস
পরিপুন্ন রহুক সংসার ॥*

১ পাইলা তাপ ২ বাপ ৩ দোঅজে ৪ প্রসৈন্য ৫ বিমরসীআ ৬ শ্রাবণের ৭ হইয়া ৮ বিদার ৯ বিধৈন্য ১০ পুন্ন অঙ্গ ১১ প্রসৈন্ন ১২ রস * 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পুষ্পিকা—

শ্রীজোত কামন্দর আলি আস্গা বলে এ পঞ্চালি
লেখিলেক আবুল হোচন।
পদেতে অক্ষর উন জদি হএ কদাচন
সুধি দিতে আরতি বচন ॥

আমা লাগি পাইলা তাপ প্রথমে বান্ধিলা বাপ
দুয়জে সাগরে পাইলা ক্লেশ।
প্রসন্ন হইল বিধি পাইলু অমিয়া নিধি
এবে সে হইল প্রাণ শেষ ॥
বিলাপিয়া কান্দে রায় ধরণী ক্ষেপিয়া কায়
আঁখি বহে শ্রাবণের ধার।
নিদারুণ হিয়া দুষ্ট পাষাণ অধিক কষ্ট
এত দুঃখে না হয় বিদার ॥
খেনে হয় অচেতন চমকি উঠয় ঘন
খেনে খেনে করয় বিলাপ।
বিষ ভেল সুখভোগ প্রবল বিরহ রোগ
দিনে দিনে বাড়য় সন্তাপ ॥
বদন ঝাঁপিল কেশ বিথরিত হইল বেশ
অতি দুঃখে বদন মলিন।
যেন পূর্ণিমার শশী বিরহ বিধুন্তুদ আসি
গ্রাসিয়া করিল প্রভাহীন ॥
গুণমণি রসালয় ভাগ্যবন্ত সদাশয়
শ্রীযুত মাগন পুণ্যঅঙ্গ।
তনু ভোগী মন যোগী প্রভুভাবে অনুরাগী
কৃপাশীল দানের তরঙ্গ ॥
তাহান আদেশ ধরি হৃদয় প্রসন্ন করি
আলাওলে রচিল পয়ার।
সুগন্ধি চন্দন যশ অন্তদিগে করি বশ
পরিপূর্ণ রহুক সংসার ॥

শব্দার্থ টীকা : কান্দে রায়—চিৎকার করে কাঁদে
ধরণী ক্ষেপিয়া কায়—মাটিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করে।
বিথরিত—বিশৃঙ্খল
বিরহ বিধুন্তুদ—বিরহরূপ রাহু
অন্তদিগে—দিগন্তে ; হাবিবী সংস্করণে আছে অষ্টদিগে করি বশ।

মন্তব্য : জায়সীর পদ্মাবতীর বিলাপের প্রথম স্তবকের শেষাংশের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকলেও বিলাপের পরবর্তী অংশ আলাওলের নিজস্ব। ত্রিপদী স্তবকের শেষদিকে আলাওলের মাগন-প্রশস্তিটি লক্ষণীয়।

যমক ছন্দ

বিরহে দাহনে হিয়া হৈল সত চির[১] ।
কথা গেল প্রভু নির সিতল গভির[২] ।।
জলিয়া সরির মোর কৈলে ভস্মরাসি ।
পোবনে উরাইতে পিয়া[৩] জল ছিন্ডে[৪] আসী ।।

প্রিয়া সিরমনি ছিলু[৫] মুই হতভাগী ।
মরিয়া জাইমু আর স্বামি দুঃখ লাগি ।।
এ বুলিয়া চুল ছিন্ডে[৬] আছারএ কাএ ।
ধরাহর হোন্তে পরি মরিবারে চাহে[৭] ।।
সখীগনে অন্তে বেন্তে ধরিয়া রাখিল ।
মহুশ্চিত[৮] হইয়া বালা ধরনি পরিল ।।
নানামতে চতন্য[৯] করাইল সখীগনে[১০] ।
কদাচিত সান্তাইল প্রবোধ বচনে[১১] ।।
বোলে কন্যা[১২] ধির ধর ন কান্দিয় আর ।
পুনি নিজ পতি পাইবা ভাব করতার ।।
বহুস্তুতি কল্যা প্রভু ভাবিয়া হৃদএ ।
পুনি স্বামি দান কর তুমি কৃপামএ ।।
বারে ২ তোমারে[১৩] ভাবিয়া পাইলু[১৪] পতি ।
দুঃখিনির তোমা বিনু নাহি আন গতি[১৫] ।।

নাগমতি জথেক কান্দিল পতি লাগি ।
জেই শুনে চিত্ত জলে অন্তরে অগ্নি লাগি[১৬] ।।
সখীগন কান্দনে পাশান দ্রবি জাএ ।
সব্ব দেশ পুন্ন সোক[১৭] কান্দনের রাএ ।।

বিরহ দহনে হিয়া হইল শত চির ।
কোথা গেল প্রভু নীর শীতল গভীর ।।
জ্বলিয়া শরীর মোর কৈলে ভস্ম রাশি ।
পবনে উড়াইতে পিয়া জল ছিটে আসি ।। (জা.২)

প্রিয়া শিরোমণি ছিলু মুই হতভাগী ।
মরিয়া যাইমু আমি স্বামী-দুঃখ লাগি ।।
এ বুলিয়া চুল ছিন্ডে আছাড়য় কায় ।
ধরাহর হোন্তে পড়ি মরিবারে চায় ।।
সখীগণ আস্তেব্যস্তে ধরিয়া রাখিল ।
মোহাশ্চিত হইয়া বালা ধরণী পড়িল ।।
নানামতে চৈতন্য করাইল সখীগণে ।
কদাচিত সান্তাইল প্রবোধ বচনে ।।
বোলে কন্যা ধৈর্য ধর না কান্দিয় আর ।
পুনি নিজ পতি পাইবা ভাব কবতার ।।
বহু স্তুতি কৈলা প্রভু ভাবিয়া হৃদয় ।
পুনি স্বামী দান কর তুমি কৃপাময় ।।
বারে বারে তোমারে ভাবিয়া পাইলু পতি ।
দুঃখিনীর তোমা বিনে আন নাহি গতি ।। (জা.৩)

নাগমতি যতেক কান্দিল পতি লাগি ।
যেই শুনে তাহার অন্তরে লাগে আগি ।।
সখীগণ কান্দনে পাষাণ দ্রবি যায় ।
সর্বদেশ পূর্ণ হইল কান্দনের রায় ।। (জা. ৪)

১ চিন ২ গম্বীর ৩ প্রিয়া ৪ ছিটে ৫ ছিলুম ৬ কেস ছিণ্ডি ৭ চাএ ৮ মহশ্চিত ৯ চেতন ১০ সখীগণ ১১ সান্তাই রাখীল বালা প্রবোদ বচন ১২ কৈন্যা ১৩ তোমাকে ১৪ পাইলুম ১৫ দুঃকিনির তুমী বিনে আন নাই গতি ১৬ জেই শুনে তাহার অন্তরে লাগে দাগি ১৭ হৈল

শব্দার্থ টীকা : আগি—আগুন

মন্তব্য : নাগমতি-পদ্মাবতীর বিলাপ অংশগুলি অনেকক্ষেত্রেই জায়সীর থেকে পৃথক। মূলের সঙ্গে অনুবাদের তুলনা-ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের সাদৃশ্য নামমাত্র। মূলের তুলনায় পদ্মাবতীর বিলাপ অতিনাটকীয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে মূলানুসারিতা সত্ত্বেও ত্রিপদী স্তবকগুলি তো বটেই দ্বিপদী স্তবকও অতিতরলিত। নাগমতির বিলাপ আবার মূলের তুলনায় অতিসংক্ষিপ্ত। মূলে নাগমতির বিলাপ স্তবকগুলিতে একদিকে প্রকাশ পেয়েছে পদ্মাবতীর প্রতি সপত্নীসুলভ বিতৃষ্ণা অন্যদিকে আছে রত্নসেনের প্রতি সুগভীর প্রেম। রত্নসেনের মুক্তির জন্য নাগমতি যৌবন-যোগিনী হতে চেয়েছেন, সুলতানের কাছে গিয়ে স্বামী-ভিক্ষা করার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। আলাওল নাগমতি-বিলাপের গুরুত্বকে উপেক্ষা করে মাত্র চারপংক্তিতে তা সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। মূলে পদ্মাবতী ও নাগমতির বিলাপস্তবকগুলিতে যে সমানুপাত লক্ষ করা যায় অনুবাদে তা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।

বাদশাহ-দূতী খণ্ড

পতিমন্ত্র[1] পাইতে মনেত ভাবি বালা।
পদ্মাবতি রচিলেক এক ধর্ম্মসালা ॥
পরদেসী জথেক পন্থিক যুগী জাতি।
অন্ন জল দান করে বিসেষ ভগতি ॥
ধন বস্ত্র দিয়া অনুক্ষন করে পূজা।
আশীর্ব্বাদ করে শবে মুক্ত হৈক[2] রাজা ॥
দানের বাখান তার পূরিল সংসার।
সাহা আগে এই বার্ত্তা[3] হইল প্রচার ॥
নির্ত্তকি চতুরি[4] এক ছিল শাহা স্থানে[5]।
নানা কাছে নিত্ত করে নানা গুন জানে ॥
কল কন্ট[6] জিনি কন্ট সুললিত গাএ।
ভোবন মোহন রূপ নানা জন্ত্র বাহে[7] ॥
তাহারে আনিয়া সাহা করিলা আদেস।
চিতাউরে জাও ধরি জুগীনীর[8] ভেস ॥
ধর্ম্মসালা এক রচি[9] আছে পদ্মাবতি[10]।
বহু ভক্তি করে তথা গেলে জোগী[11] জাতি ॥
বিউগীনি রূপে[12] তথা প্রবেস[13] করিয়।
কান্দি গীত গাহি জন্ত্র[14] বিউগ বাজাইয়[15] ॥
গাহন বাজন তথা হইলে[16] প্রকাশ।
বিউগিনি নারি[17] তোমা নিব নিজ[18] পাশ ॥
তাহার পতির বার্ত্তা[19] কহি কথা লেসে।
জদি পার ভোলাইয়া নিতে এই দেসে ॥
ছল করি পদ্মাবতি জদি আন এথা।
এক মোহাদেবি তোরে করিমু সর্ব্বথা ॥

১ পতিমুক্তি ২ হৈতে ৩ কথা ৪ চতুর ৫ সাহা স্থানে ৬ নিল কণ্ট ৭ বাএ ৮ যুগীনির ৯ রচি ১০ পদ্মাবতি ১১ যুগী ১২ ভেসে ১৩ প্রভেস ১৪ তথা ১৫ বাহিআ ১৬ হইল ১৭ দেখী ১৮ তার ১৯ বাত্যা

পতি মন্ত্র পাইতে মনেত ভাবি বালা।
পদ্মাবতী রচিলেক এক ধর্মশালা ॥
পরদেশী যতেক পান্থিক যোগী জাতি।
অন্ন জল দান করে বিশেষ ভগতি ॥
ধন বস্ত্র দিয়া অনুক্ষণ করে পূজা।
আশীর্বাদ করে সবে মুক্ত হোক রাজা ॥
দানের বাখান তার পূরিল সংসার।
সাহা আগে এই বার্তা হইল প্রচার ॥
নর্তকী চতুরি এক ছিল সাহা স্থানে।
নানা কাচে নৃত্য করে নানা গুণ জানে ॥
কলকণ্ঠ জিনি কণ্ঠ সুললিত গায়।
ভুবনমোহন রূপ নানা যন্ত্র বায় ॥
তাহারে আনিয়া সাহা করিলা আদেশ।
চিতউরে যাও ধরি যোগিনীর বেশ ॥
ধর্মশালা এক রচিয়াছে পদ্মাবতী।
বহু ভক্তি করে তথা গেলে যোগী জাতি ॥
বিয়োগিনী রূপে তথা প্রবেশ করিও।
কান্দি গীত গাহি যন্ত্রে বিয়োগ বাজাইও ॥
গাহন বাজন তথা হইলে প্রকাশ।
বিয়োগিনী নারী তোমা নিব নিজ পাশ ॥
তাহার পতির বার্তা কহি কথা লেশে।
যদি পার ভোলাই আনিতে এই দেশে ॥
ছল করি পদ্মাবতী যদি আন এথা।
এক মহাদেবী তোবে করিমু সর্বথা ॥

শব্দার্থ টীকা : কাচে—বেশে
কিন্নরী—সারেঙ্গী

মন্তব্য : জায়সীতে প্রথমে দেবপাল দূতী খণ্ড, পরে বাদশাহ দূতী খণ্ড ; আলাওল মূলের বিন্যাস পরিবর্তিত করে প্রথমে বাদশাহ দূতী খণ্ড এবং পরে দেবপাল দূতী খণ্ড বর্ণনা করেছেন। এর ফলে মূলের ঘটনাগত পৌর্বাপর্য লঙ্ঘিত হয়েছে।

সাহার আদেসে জুগী নিজ[১] ভেস ধরি।
কিঙ্কর হাতেত[২] করি চলিল সুন্দরি[৩] ॥
শেই ভেসে চারি দাশী দিল তার সঙ্গে।
পঞ্চাস পদাতি দিল করি আন[৪] রঙ্গে ॥
অন্তরে থাকিয়া তার[৫] জাএ আগে পাছে।
তার সঙ্গে নহে হেন থাকে তার কাছে ॥
জাইতে ২ গেল চিতাউর গর।
প্রবেশীল[৬] গীয়া ধর্ম্মসালার ভিতর ॥

ভক্তি করি দিল তারে ভক্ষ আম্বাজন[৭]।
জন্ত্র গিত[৮] শুনিয়া মুহিত[৯] শর্ব্বজন ॥
ধর্ম্মসালা ধর্ম্মে কর্ম্মে আছে জেই সখী।
পম্বাবতী স্থানে গীয়া কহে সাসমুখী ॥
ধর্ম্মসালা মধ্যে[১০] এক আসিছে জোগীনি[১১]।
ললিত সুচারু রুপ নবিন জৈবনি[১২] ॥
বিরহে বিভুতি অঙ্গে প্রেম বিউগিনি।
কর্ণে মুদ্রা সাজ[১৩] লক্ষি[১৪] অতি বৈরাগীনি ॥
মধুর সুস্বর কণ্ঠ সুললিত গাএ।
সুনিতে কিন্নরস্তব্দ[১৫] সীলা দ্রবি জাএ ॥*

বিউগীনি[১৬] চরিত্র সুনিয়া বিউগীনি।
অন্তঃপুরে লৈয়া[১৭] গেল পুছিতে[১৮] কাহিনি ॥

১ যুগীনির ২ কিন্নর হস্তেত ৩ সোন্দরি ৪ তার ৫ সব ৬ প্রভেসীলা
৭ ভৈক্ষ আয়জন ৮ গীদ ৯ মুহিত ১০ মাঝে ১১ রাছএ যুগীনি
১২ জৌবনি ১৩ সন ১৪ য়ামী ১৫ সব্দ ১৬ বিরহিনি ১৭ লই
১৮ পুচিতে

* হবিবী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—

চঙ্গ আর ডম্বরু যে বাজায় সেতার।
ধর্মশালে হুলুস্থুল এসব বেহার ॥
এত শুনি পদ্মাবতী হই হরষিত।
সখী তারে আজ্ঞা দিল আনিতে ত্বরিত ॥
রাণীর আদেশ পাই সখী ডাকি নিল।
কি লাগি আসিছ যোগী দেবী জিজ্ঞাসিল ॥

সাহার আদেশে যোগিনীর বেশ ধরি।
কিংগরী হাতেত করি চলিল সুন্দরী ॥
সেই বেশে চারি দাসী দিল তার সংগে।
পঞ্চাশ পদাতি দিল করি আন রংগে ॥
অন্তরে থাকিয়া সব যায় আগে পাছে।
তার সংগী নহে হেন থাকে তার কাছে ॥
যাইতে যাইতে গেল চিতউর গড়।
প্রবেশিল গিয়া ধর্মশালার ভিতব ॥ (জা. ১)

ভক্তি করি দিল তারে ভক্ষ্য আয়োজন।
যন্ত্র গীত শুনিয়া মোহিত সর্বজন ॥
ধর্মশালা ধর্মে কর্মে আছে যেই সখী।
পদ্মাবতী স্থানে গিয়া কহে শশীমুখী ॥
ধর্মশালা মধ্যে এক আসিছে যোগিনী।
ললিত সুচারু রুপ নবীন যৌবনী ॥
বিরহ বিভুতি অংগে প্রেম বিয়োগিনী।
কর্ণে মুদ্রা মালা দেখি অতি বৈরাগিনী ॥
মধুর সুস্বর কণ্ঠ সুললিত গায়।
শুনিতে কিংগরী শব্দ শিলা দ্রবি যায় ॥ (জা.২)

বিয়োগিনী চরিত্র শুনিয়া বিয়োগিনী।
অন্তঃপুরে লইয়া গেল পুছিতে কাহিনী ॥

মন্তব্য : বাদশাহ-দূতীখণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদে ঘটনাগত মূলানুগত্য সত্ত্বেও কিছু কিছু পার্থক্য বর্তমান। মূলে নর্তকীর প্রতি বাদশাহের আদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অনুবাদে সাহার আদেশ পরিকল্পনা-প্রগল্‌ভ। মূলে যোগিনী-বেশী নর্তকীর একাকিনী চিতোর-আগমনের বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু অনুবাদে তার সংগে চারজন ছদ্মবেশিনী দাসী এবং পঞ্চাশজন পদাতিকের সংযোগে ব্যাপারটিকে অনুচিতভাবে বাদশাহী ব্যাপার করে তোলা হয়েছে। মূলের তুলনায় অনুবাদ বিস্তারিত। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। মূলে চেড়ীমুখে যোগিনী বর্ণনা আরও অনেক বিস্তৃত। যোগাচারের কৃচ্ছ্রতা ফুটে উঠেছে সেই বর্ণনায়। অনুবাদে সখীমুখের বৈরাগিনী বর্ণনায় যোগিনীর ছদ্মবেশ নবযৌবনা নর্তকীর রূপকে আবৃত করতে পারে নি। মূলের দোহা অংশের প্রথম পংক্তির অনুবাদ থাকলেও শেষ চরণের অনুবাদ নেই।

রানি বোলে কথা হন্তে আইলা জুগীনি[১] ।
প্রথম জোবনে[২] কেনে হৈলা বিউগীনি ।।*
কহিলে বিরহ দুঃখ[৩] পাতিআইব কোনে[৪] ।
জে জনে এ দুঃখে দুঃখী[৫] সেই মাএ জানে ।।†
সীষুকালে ষামি তেজি[৬] গেল পরদেসে[৭] ।
পতি অন্য সনে ফিরি[৮] ধরি জুগী ভেসে[৯] ।।
স্বামি[১০] মুল গৃহ বাসে স্বামি মুল যুক ।
স্বামী বিনু গৃহ বাস আর নাহি দুখ[১১] ।।
যুকে কিবা রায্য[১২] জার স্বামি[১৩] ছারি জাএ ।
পটবস্ত্র ছারি কাঁথা[১৪] পৈদ্রিতে[১৫] বুয়াএ ।।
অলংকার পৈড়িলে[১৬] দেখীব কোণ জন ।
জেই পৈড়ি[১৭] স্বামি ছারি জার অন্যজন[১৮] ।।

মুদ্রা কন্নে দিলু কন্নফুল দেখী পাপ ।
হার তেজি রুদ্রাক্ষ করিতে নাম[১৯] জাপ ।।
চন্দন তেজিয়া ভস্ব বৈরাগিনি হৈয়া ।
ঝুরি ২ জন্ত্র বাহি স্বামি গুন গাইয়া ।।
গকুল মথুরা আদি চাহিলু[২০] স্বারিকা ।
গয়া মনিকন্নিকা যাভাম বদরিকা[২১] ।।
বারানশী চাহিলু উর্দ্দেসি প্রাণপিউ[২২] ।
প্রয়াগে করাত ঝাম্পে পড়িহরি জিউ[২৩] ।।
পুনি ভাব[২৪] দেসে ২ বিচারিয়া চাম ।
ভিক্ষাছলে ভ্রমিতে প্রভুরে[২৫] জদি পাম ।।

রাণী বোলে কোথা হোন্তে আইলা যোগিনী ।
প্রথম যৌবনে কেনে হইলা বিয়োগিনী ।।
কহিল বিরহ দুঃখ পাতিয়াইব কোনে ।
যে জন এ দুঃখে দুঃখী সেই মাত্র জানে ।।
শিশুকালে স্বামী ত্যেজি গেল পরদেশ ।
পতি অন্বেষণে ফিরি ধরি যোগী বেশ ।।
স্বামী মূল গৃহবাস স্বামী মূল সুখ ।
স্বামী বিনে গৃহবাস আর নাহি দুখ ।।
সুখে কিবা কার্য যার স্বামী ছাড়ি যায় ।
পাটবস্ত্র ছাড়ি কাঁথা পৈরিতে জুয়ায় ।।
অলংকার পৈরিলে দেখিব কোনজন ।
সেই পরে স্বামী ছাড়ি যার অন্যমন ।। (জা.৩)

মুদ্রা কর্ণে দিলু কর্ণফুল দেখি পাপ ।
হার ত্যেজি রুদ্রাক্ষ করিতে নাম জপ ।।
চন্দন ত্যেজিয়া ভস্ম বৈরাগিনী হইয়া ।
ঝুরি ঝুরি যন্ত্র বাহি স্বামী গুণ গাইয়া ।।
গোকুল মথুরা আদি চাহিলু দ্বারকা ।
গয়া মণিকর্ণিকা যাবাম বদরিকা ।।
বারাণসী চাহি না পাইলু প্রাণ পিউ ।
প্রয়াগে করাত ঝাম্পে পরিহরি জীউ ।।
পুনি ভাবি দেশে দেশে বিচারিয়া চাম ।
ভিক্ষা ছলে ভ্রমিতে প্রভুরে যদি পাম ।।

১ যুগীনি ২ জোৱনে
* 'বা' পুথিতে দুটি অতিরিক্ত পংক্তি—
এথেক পুছিলা জদি পদ্মাবতি বালা ।
যুগীনি বিউক দুক্ষ কহিতে লাগীলা ।।
+ হাবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত দুপংক্তি—
বিয়োগিনী বলে শুন পাটের প্রধানি ।
বলিব কাহার স্থানে মর্মদুঃখ বাণী ।।
৩ ..ুঃখ ৪ কনে ৫ জে জন এ দুক্ষের দুক্ষি ৬ মোর ৭ পরদেস ৮ মুই ৯ ফিরি যুগী ভেস ১০ স্বামী ১১ সম নাই দুকে ১২ কার্জ ১৩ স্ব্যামী ১৪ পীত ১৫ পৈরিতে ১৬ পরিল ১৭ সেই ধরি ১৮ অন্য মন ১৯ মালা ২০ চাহিলুম ২১ প্রিঅ মায়্যা কন্ন কায়্যা প্রেম বদরিকা ২২ বার নিসী চাহি না পাইলুম প্রাণপীউ ২৩ প্রিআ আগে করি ঝপী পরিহরি জিউ ২৪ ভাবি ২৫ স্ব্যামীরে

শব্দার্থ টীকা : পাতিয়াইব কোনে—কে প্রত্যয় বা বিশ্বাস করবে ।
ঝুরি ঝুরি যন্ত্র বাহি—কেঁদে কেঁদে বাদ্য বাজাই ।

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকটি মূলানুগত হলেও মূলে আছে যোগিনীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছদ্মছলনা । আর অনুবাদে প্রোষিতভর্তৃকা যোগিনীর মুখে স্বামী-বিরহিত জীবনযাপনের কপট নীতিনির্দেশ ।

তবে পরিশ্রম মোর সাফল্য হইব ।
জদি কর্ম্মে ন ধরে প্রিয়া[১] আগে জাম্প[২] দিব ।।
তবে অন্যাসিলু নানা তির্থ নানা দেসে ।
জথ দুব গতাগত করএ মানসে[৩] ।।

দিল্লি দেস[৪] দেখীলু জথেক তুরুকান ।
সাহার পোথাএ[৫] জথ আছে বন্দি আন ।।
কোন স্থানে[৬] ন পাইল[৭] শ্বামির উদ্দেস[৮] ।
চিতাউরে প্রবেসীলু[৯] হত অবসেষ ।।
ব্যাগ্র[১০] অজাগর মুখে জদি সে দেখিতু[১১] ।
আপনে আহার হৈয়া[১২] শ্বামি ছোরাইতু[১৩] ।।
জদি কার বরনে দেখীত[১৪] প্রাণপতি ।
আপনে হইয়া বন্দ করাইত[১৫] মুক্তি ।।
সিন্দুপরে শ্বামি আছে বার্ত্তা পাই[১৬] জবে ।
সাগরেত ঝাম্প দিয়া অন্যাসিমু[১৭] তবে ।।
দেখীলু তোমার শ্বামি সাহার পোথাএ ।[১৮]
জথেক[১৯] লাঘব দুঃর্খ কহন[২০] ন জাএ ।।
শমস্ত দিবসে[২১] করে নানান প্রহার[২২] ।
তিন অর্দ্ধে রজনি না দেএ শুতিবার[২৩] ।।
মর্ম্ম খন্ড ২ তান আনল দাহনে ।
রাজপাট নারি পুত্র কিসের কারনে ।।
জাহার ইশ্বর অংগে হেনমত দুঃর্খ ।
কেমতে বান্দবে[২৪] তার ধরাইছে বুক[২৫] ।।
হেনমতে অভাগিনি পতি পাম জবে ।
সব দুঃর্খ আপনা সরিরে লৈত তবে ।।
পরিসয্যা করি তথা[২৬] গিয়া[২৭] সেই ঠাই ।
আপনে মরিতো[২৮] লৈয়া[২৯] প্রভুর[৩০] বলাই ।।

১ পাঁউ ২ ঝাম্প ৩ মানুসে ৪ দেসে ৫ পোতাএ ৬ স্থানে ৭ পাইলুম ৮ উদ্দেস ৯ প্রভেসীলুম ১০ বাগ্র ১১ দেখীতুম ১২ হই ১৩ শ্যামী ছারাইতুম ১৪ বন্দনে দেখীতুম ১৫ করাইতুম ১৬ বাত্তা পাম ১৭ অন্যাসীতাম ১৮ পোতাএ ১৯ কতেক ২০ সহন ২১ সমস্থ দিবস ২২ প্রহারে ২৩ তিলেক রজনি তবে না দে শুতিবারে ২৪ কেমত বান্দব ২৫ বুখ ২৬ করিতু ২৭ থাকিতু ২৮ মরিতু ২৯ লই ৩০ ইশ্বর

তবে পরিশ্রম মোর সাফল্য হইব ।
যদি কর্মে না ধরে প্রিয়া আগে ঝাম্প দিব ।।
তবে অন্বেষিলু নানাতীর্থ নানাদেশে ।
যতদূর গতাগত করয় মানসে ।। (জা.৪-৫)

দিল্লী দেশে দেখিলু যতেক তুরুকান ।
সাহার পোথায় আছে যত বন্দী আন ।।
কোনো স্থানে না পাইল স্বামীর উদ্দেশ ।
চিতউরে প্রবেশিলু হত অবশেষ ।।
ব্যাঘ্র অজাগর মুখে যদি সে দেখিতু ।
আপনে আহার হইয়া স্বামী ছাড়াইতু ।।
যদি কার বন্ধনে দেখিত প্রাণপতি ।
আপনে হইয়া বন্দী করাইত মুকতি ।।
সিন্ধুপারে স্বামী আছে বার্তা পাই যবে ।
সাগরেত ঝাম্প দিয়া অন্বেষিত তবে ।।
দেখিলু তোমার স্বামী সাহার পোথায় ।
যতেক লাঘব দুঃখ কহন না যায় ।।
সমস্ত দিবসে করে নানান প্রহার ।
তিল অর্ধ রজনী না দেয় শুতিবার ।।
মর্ম খণ্ড খণ্ড তান আনল দাহনে ।
রাজ্যপাট নারী পুত্র কিসের কারণে ।।
যাহার ঈশ্বর অংগে হেনমত দুঃখ ।
কেমত বান্ধব তার ধরাইছে বুক ।।
হেনমতে অভাগিনী পতি পাম যবে ।
সর্বদুঃখ আপনা শরীরে লইত তবে ।।
পরিচর্যা করি তথা গিয়া সেই ঠাঁই ।
আপনে মরিতোঁ লইয়া প্রভুর বালাই ।।

শব্দার্থ টীকা : পোথা—ভূগর্ভস্থ কারাগার

মন্তব্য : চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ একটি স্তবকেই সংক্ষিপ্ত । মূলে যোগিনীর তীর্থভ্রমণের তালিকায় সারা ভারতের তীর্থগুলি যেভাবে স্থান পেয়েছে তাতে একটা মহাকাব্যিক বিস্তার আছে । অনুবাদে ভারততীর্থের অনেক নামই বাদ পড়েছে । মূলে আছে সর্বভারতীয় তীর্থের উল্লেখ, অনুবাদে আছে সেকালের বাঙ্গালীর জনপ্রিয় তীর্থগুলির নাম । মূলে যোগিনীর প্রেমাভিনয় বাকচাতুর্যের যে ছলনাজাল বিস্তার করেছে অনুবাদে তা এতখানি প্রতারক হয়ে উঠতে পারে নি ।

এ বুলিয়া জলধার নয়ানে বহএ ।
সদাচিত্ত উশ্চাটন[১] বৈরাগ্য[২] বাজাএ ।।
পদ্মাবতি যুনিল[৩] পতির দুঃর্খগতি ।
আনলেত ঘৃত জেন পৈল সিগ্রগতি ।।
কান্দি ২ ধরিলেক যুগীনির পাও ।
সিষ্য[৪] করি অভাগিরে[৫] শংগে লৈয়া জাও[৬] ।।
মোর লাগি এথ দুঃর্খ পাও[৭] প্রানপতি ।
তোমার প্রসাদে দেখী শ্বামির কি গতি ।।
গরু হৈয়া[৮] অভাগিরে পন্ত দরসাও ।
শ্বামি দরসন পন্ত[৯] উধ্যেশে[১০] জানাও ।।
চরনের রেনু দেও নয়নে লাগাম ।
জিবন নিছনি করো[১১] যুনে শ্বামি নাম ।।
যুগীপন্ত দেও মোরে[১২] দৈবে বিউগীনি ।
পতি দরসনে জাম হইয়া[১৩] উদাসীনি ।।
মোর পতি[১৪] কৃপা কর ধরিলু চরন[১৫] ।
অনুগত ন ছারিও লইলু শ্বরন ।।
যুগিনির সংগে জাইতে দরাইল মনে ।
শখীগনে নিবারএ[১৭] প্রবোধ[১৮] বচনে ।।
রাজ মোহাদেবি তুমী কমল সরির ।
তিলেক হাটীলে পদে[১৯] শ্রবিব রুধির ।।

মোহাজগ পতিক[২০] বিউগ[২১] জদি শহে ।
জেই মত রাখে[২২] শ্বামি সেই মত রহে ।।
পতি ভাবি[২৩]কর মনে[২৪] গৃহেত উদাস ।
আঞ্চল কাপর কর সিংগ বাজে শ্বাস[২৫] ।।

এ বুলিয়া জলধার নয়ানে বহয় ।
সদা চিত্ত উচাটন বৈরাগ্য বাজায় ॥ (জা.৬)

পদ্মাবতী শুনিল পতির দুঃখ অতি ।
আনলেত ঘৃত যেন পৈল শীঘ্রগতি ।।
কান্দি কান্দি ধরিলেক যোগিনীর পাও ।
শিষ্য করি অভাগীরে সংগে লইয়া যাও ।।
মোর লাগি এত দুঃখ পায় প্রাণপতি ।
তোমার প্রসাদে দেখি শ্বামীর কি গতি ।।
গুরু হইয়া অভাগীরে পন্থ দরশাও ।
শ্বামী দরশন হেতু উদ্দেশ জানাও ।।
চরণের রেণু দেও নয়নে লাগাম ।
জীবন নিছনি করি শুনি শ্বামী নাম ॥
যোগীপন্থ দেও মোরে দৈবে বিয়োগিনী ।
পতি দরশনে যাম হই উদাসিনী ॥
মোর প্রতি কৃপা কর ধরিলু চরণ ।
অনুগত না ছাড়িও লইলু শরণ ॥
যোগিনীর সংগে যাইতে দড়াইল মনে ।
সখিগণে নিবারয় প্রবোধ বচনে ।।
রাজ-মহাদেবী তুমি কোমল শরীর ।
তিলেক হাটিলে পদে স্রবিব রুধির ॥ (জা ৭)

মহাযোগ পতির বিয়োগ যদি সহে ।
যেইমতে রাখে শ্বামী সেইমত রহে ।।
পতি ভাবি কর মন গৃহেত উদাস ।
অঞ্জলি খাপর কব সিংগা বাজে শ্বাস ॥

১ উচাটন ২ বৈরাগ ৩ পদ্যাবতী যুনিআ ৪ সিস্ব ৫ অভাগীনি ৬ করি লেও ৭ পাএ ৮ গুরু হই ৯ হেতু ১০ উদ্দেস ১১ করি ১২ মোরে ১৩ হই ১৪ প্রতি ১৫ চরনে ১৬ অনুগত ছারিও লইলুম শ্বরনে ১৭ সখীগনে নিবারিল ১৮ প্রবোদ ১৯ পন্থে ২০ মোহাজোগ পতির ২১ বিউক ২২ জেই মতে রাখে ২৩ ভাবে ২৪ মন ২৫ শ্ব্যাস

শব্দার্থ টীকা : খাপর—খর্প্পর বা নবকপাল যা যোগীর পানপাত্র-রূপে ব্যবহৃত হয় । পুঁথিতে আছে বস্ত্রাঞ্চলকে খাপর করার কথা, কিন্তু মূলে আছে করপুট বা অঞ্জলির কথা । সম্পাদিত পাঠটি মূল অনুযায়ী সংশোধিত ।

মন্তব্য : ষষ্ঠস্তবকের মূল ও অনুবাদের বক্তব্য যদিও এক কিন্তু বক্তব্যের রূপায়ণ পৃথক । মূলে যোগিনী শ্বীয় শ্বামীর অন্বেষণে স্থানব্যাপ্তির উল্লেখ করে অবশেষে দিল্লীর কারাগারে রত্নসেনের সন্ধান দিয়েছে । সেখানে রত্নসেনের শাস্তি-বর্ণনার সংগে অনুবাদের শাস্তিবর্ণনার পার্থক্য আছে, যোগিনীকে দেখে রত্নসেনের যোগিনীর পায়ে পড়ার দৃশ্য মূলে থাকলেও অনুবাদে নেই । পদ্মাবতীর প্রতি যোগিনীর কপট অনুযোগ-ভংগী মূলে থাকলেও অনুবাদের ছদ্ম ভর্ৎসনা-ভংগী মূলে অনুপস্থিত ।

সপ্তম স্তবকের অনুবাদে যোগিনীর প্রতি পদ্মাবতীর নিবেদন যতদূরসম্ভব মূলানুগ, কিন্তু মূলের দোহা অংশটিতে সখী-নিবারণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত যোগাচারনির্দেশের সূক্ষ্মব্যঞ্জনা অনুবাদে প্রসংগান্তরের ফলেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে । অনুবাদে সখী-নিবারণের বাস্তব যুক্তি হল কোমলচরণা পদ্মাবতীর মাটিতে পা পড়লে রক্তপাতের আশংকা । চিত্তসংকটের মুহূর্তে মূলে যে এরকম অবাস্তর যুক্তি দেখা দেয় নি তা বলাই বাহুল্য ।

প্রেম ফান্দে বাঝাইয়া[1] মন[2] কর নটা।
শংসার[3] ধান্দারি বিরহিনি কেস জটা ॥
নয়ন জুগল[4] হের চক্র পিউ পন্তা।
অংগেত পিন্দন[5] বস্ত্র বিরহিনি কাঁথা[6] ॥
ধরনি আছএ ছালা[7] সংগে সিরে[8] ছাতা।
হৃদএ কমল কর পহু শংগে[9] রাতা ॥
মনে[10] মালা ফিরী ২ জপ শ্বামি নাম।
ব্রিভুত করহ পঞ্চভুত এক ঠাম ॥
শ্বামির সন্দেহ[11] কথা শ্রবনে কুন্ডল।
দান ধর্ম্ম জুগ নিত্ত শ্বামির কুসল ॥
জুগিনিরে বহুধন রত্ন দান।[12]
আসিশ্বর্বাদ করউক শ্বামির কল্যান[13] ॥
যুগিনির সংগে কন্যা[14] জাইতে ন পারি।
বিস্তর কান্দিলা কন্যা[15] দুঃর্খ মনে শ্বরি ॥
তপে জপে ধর্ম্মে থাকে[17] দিবস রর্জ্জনি।
মন ছারি গৃহেত হইল উদাসীনি ॥[18] ॥

১ বাঝাইআ ২ প্রান ৩ সংসার ৪ নয্যান জোগলে ৫ সলিল ৬ পন্তা ৭ ছাল ৮ সীর ৯ রঙ্গ ১০ মন ১১ শ্ব্যামীর সন্দেস ১২ যুগীনিরে বহুধন বস্ত্র দেও দান ১৩ কৈল্লান ১৪ কৈন্যা ১৫ বালা ১৬ শ্বরি ১৭ থাক ১৮ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—

আব এক প্রসংগ যুনহ রসীক জন।
এহাবে বছিআ কহি তাহাব বচন ॥

প্রেম ফান্দে বাজাইয়া মন কর নটা।
সংসার ধান্দারি বিরহিণী কেশ জটা ॥
নয়ন যুগলে হের চক্র পিউ পন্থা।
অংগেত পিন্ধন বস্ত্র বিরহিণী কান্থা ॥
ধরণী আছয় ছালা স্বর্গ শিরে ছাতা।
হৃদয় কমল কর প্রভু রংগ রাতা ॥
মন-মালা ফিরি ফিরি জপ স্বামী নাম।
বিভূতি করহ পঞ্চভূত এক ঠাম ॥
স্বামীর সন্দেশ কথা শ্রবণে কুন্ডল।
দান ধর্ম যোগ নিত্য স্বামীর কুশল ॥ (জা.৮)

যোগিনীরে বহু ধন বস্ত্র দেও দান।
আশীর্বাদ করউক স্বামীর কল্যাণ ॥
যোগিনীর সংগে কন্যা যাইতে না পারি।
বিস্তর কান্দিলা বালা দুঃখ মনে স্মরি ॥
তপে জপে ধর্মে থাকে দিবস রজনী।
মন ছাড়ি গৃহেত হইল উদাসিনী ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ মন কর নটা—মনকে নষ্ট কর
ধরণী আছয় ছালা—পৃথিবীর মাটি হোক বাঘছাল
বিভূতি—ছাই

মন্তব্য ঃ জায়সীতে এই খন্ডের শেষে গোবা বাদলের নিকট আশ্রয় গ্রহণের জন্য পদ্মাবতীর প্রতি সখীনির্দেশ আছে। খন্ড পরিবর্তনের জন্য আলাওলে তা নেই। অষ্টম স্তবকের অনুবাদ মূলানিষ্ঠ, মূলে পদ্মাবতীর অংগপ্রত্যংগগুলিকে যেভাবে যোগাচাব-উপকরণ করে তোলার কাব্যময় সখীনির্দেশ আছে অনুবাদে তাকেই যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টা আছে। অষ্টম স্তবকে মূলের দোহা অংশে গোরাবাদলের কাছে গিয়ে যোগদন্ড বা আশ্রয়গ্রহণের নির্দেশ আছে, অনুবাদে খন্ডান্তরের জন্য তা বর্জিত। এর পরিবর্তে অনুবাদে বর্তমান অধ্যায়ের শেষে যোগিনীকে স্বামীর কল্যাণে ধনবস্ত্র দান করে আশীর্বাদ যাণ্ডার যে সখীনির্দেশ আছে মূলে তা অনুপস্থিত।

আলাওল দেবপাল-দূতীখন্ডের আগে বাদশাহ-দূতী খন্ড অনুবাদের কোনো কারণ দেখান নি। এক্ষেত্রে একটা কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বাদশাহ-দূতী পদ্মাবতীকে প্রতারণা করার চেষ্টা করলেও সেই প্রতারণা ধরা পড়ে নি এবং পদ্মাবতীও অপমানিতা হন নি। কিন্তু দেবপাল-দূতীর কূটনীবৃত্তি ধরা পড়ে যাওয়ায় সেও যেমন লাঞ্ছিতা হয়েছে, পদ্মাবতীও তেমনি তীব্র মর্মযাতনা পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে বাদশাহ-দূতী খন্ডের পর গোরা-বাদলের কাছে পদ্মাবতীর আশ্রয় ভিক্ষার চেয়ে দেবপাল-দূতীখন্ডের পরই পদ্মাবতীর আশ্রয়-যাণ্ডা আরও মনস্তত্ত্বসংগত ভেবে সম্ভবত আলাওল খন্ডবিপর্যয় ঘটিয়েছেন।

দেবপাল-দূতী খণ্ড

যমক ছন্দ : সুহি রাগ

কুম্ভলনিরের রাজা নামে দেওপাল ।
রত্নসেন নৃপতি রহিল হৃদে শাল ।।[১]
জেদিন ষুনিল নৃপ[২] পরিল বন্দনে ।
পুর্ব্ব বৈরি[৩] শ্বরিআ ছিন্তিল[৪] নিজ মনে ।।
শত্রু হেন সাল হিয়া হোন্তে তবে খসে ।
বরির রমনি জদি আনি নিজ পাসে[৫] ।।
ভিন্ন এক রমনি আনিয়া সেই ঠাম ।
ব্রাহ্মন কুলেত জন্ম কুমুদিনি[৬] নাম ।।*
তাকে হাঙ্কারিয়া[৭] মান্য করি দিলা পান ।
কহিল নিছনি তোর মোহর পরান ।।
কুমুদিনি নাম তোর কর মোর হিত ।
ষুর্গেত[৮] বৈসএ চন্দ্র সেই তোর মিত ।।
চিতাউর গরে আছে পদ্মাবতি রানি ।
ছল করি মোরে[৯] জদি দিতে পার আনি ।।
জগত মহন রূপ ষুনিছো[১০] শ্রবনে ।
কোটী দ্রব্য[১১] দিব তোকে দেখীলে নয়ানে ।।

কুমুদিনি হাসি লৈল নৃপতির পান ।
দর করি বহি[১২] দেওপাল বিদ্যমান ।।
কোন রায্য[১৩] লাগে মোত মনে তুমী[১৪] শতি ।
দেবতা মোহিতে[১৫] পারোঁ মন্ত্রের সকতি ।।
জেন কামরূপে[১৬] ছিল চামারিনি লোনা[১৭] ।
জগত মোহনি তাতু[১৮] ধিক মোর টোনা ।।
মন্ত্র হোন্তে ব্রক্ষ[১৯] চলে উলটএ[২০] নদি ।
পর্ব্বত টলএ তিলে মন্ত্রের অবধি ।।

১ রত্নসেন নৃপতির হৃদে ছিল সাল ২ সে জদি ষুনিল রাজা ৩ বরি
৪ ভাবিল ৫ নিকটেত আইসে ৬ কুমুদিনি
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
নবিন বএসী রামা অতি সুলক্ষন ।
নানা বিদাগত জোগ্য বচন রচন ।।
৭ তাহাকে হাঙ্কারি ৮ স্বর্গেতে ৯ মোকে ১০ ষুনিছি ১১ কটী দৈব্ব
১২ কহে ১৩ কন কাজে ১৪ মতি ১৫ মুহিতে ১৬ কামরূপী
১৭ চামারি মলিনা ১৮ তাতে ১৯ ব্রক্ষা ২০ উলটাই

কুম্ভলনিরের রাজা নামে দেওপাল ।
রত্নসেন নৃপতি রহিল হৃদে শাল ।।
যেদিন শুনিল নৃপ পড়িল বন্ধনে ।
পূর্ববৈরী স্মরিয়া চিন্তিল নিজ মনে ।।
শত্রু হেন শাল হিয়া হোন্তে তবে খসে ।
বৈরীর রমণী যদি আনি নিজ পাশে ।।
বৃদ্ধা এক রমণী আছিল সেই ঠাম ।
ব্রাহ্মণ কুলেত জন্ম কুমুদিনী নাম ।।
তাকে হাঙ্কারিয়া মান্য করি দিলা পান ।
কহিল নিছনি তোর মোহর পরাণ ।।
কুমুদিনী নাম তোর কর মোর হিত ।
স্বর্গেত বৈসয় চন্দ্র সেহ তোর মিত ।।
চিতউর গড়ে আছে পদ্মাবতী রাণী ।
ছল করি মোরে যদি দিতে পার আনি ।।
জগৎ মোহন রূপ শুনিছি শ্রবণে ।
কোটি দ্রব্য দিব তোকে দেখিলে নয়ানে ।। (জ্ঞা.১)

কুমুদিনী হাসি লৈল নৃপতির পান ।
দঢ় করি কহে দেওপাল বিদ্যমান ।।
কোন কার্য লাগে মোত মোহনিতে সতী ।
দেবতা মোহিতে পারোঁ মন্ত্রের শকতি ।।
যেন কামরূপী ছিল চামারিনী লোনা ।
জগতমোহিনী ততোধিক মোর টোনা ।।
মন্ত্র হইতে বৃক্ষ চলে উলটয় নদী ।
পর্বত টলএ তিলে মন্ত্রের অবধি ।।

শব্দার্থ টীকা : চামারিনী লোনা—কামরূপের যাদুকরী, মূলে আছে 'চমারিনি লোনা' ।
টোনা—বশীকরণ মন্ত্র
কুম্ভলনির—রাজস্থানে কুম্ভলগড় নামে যে দুর্গ, অবশ্য তা এই ঘটনার দেড়শো বছরের পরবর্তী ।
দেওপাল—ইতিহাসে এর কোনো উল্লেখ নেই ।

মন্তব্য : দেবপাল-দূতী খণ্ডের প্রথম স্তবকের অনুবাদ হুবহু মূলানুগ । অনুবাদে মূলের খণ্ডক্রমভঙ্গটুকুই লক্ষণীয় ।

মন্ত্র কালে[১] সর্প ধরি পেটারিত রাখে।
সাক্ষাতে লুকাএ জদি দিবশ[২] না দেখে ॥
মন্ত্রে ভোলাইতে পারোঁ মোহাজ্ঞানি প্রাণ।
স্তিয়া চিত্তে কিশে দ্রব্য পারএ পাশান[৩] ॥
অতি গর্ব্বে কুটুনি কহিল বর বোলে।
বিধি জারে সত্ত রাখে সুমেরু না ভুলে[৪] ॥

নৃপ স্থানে[৫] দূতি বহু ধন মাগি লৈয়া।
নানান প্রকারে লৈল সন্দেস বান্দিয়া ॥
মোক্ত নারু পাপর মোকর্দ্দক[৬] গঙ্গাজল।
খীর পুলি[৭] মনুহরা খন্ড নারিকল ॥
পিঠমনি সন্তোষক[৮] এসব সামলি।
মিষ্টফেনি[৯] হাজার পলোট দিব্য পুলি[১০] ॥
আর বহু প্রকারে লইলা পাকয়ান[১১]।
পৌদ্রিয়া[১২] দুতির[১৩] বস্ত হৈল আগুয়ান[১৪] ॥*
বৃধকালে হাটীয়া জাইতে নারে বেগে[১৫]।
দুলিতে চরিয়া চলে মন অনুরাগে ॥
তনু মাত্র বৃধ[১৬] হএ মন বৃদ্ধ নহে[১৭]।
শক্তি টুটে নিথ্য ২ আক্তি না টুঠএ ॥
এ হেন জোবন কাল কথা গেল চলি।
চিনিতে নারিলু[১৮] অঙ্গে কেবা ছিল[১৯] বলি ॥
কথা গেল রূপ বঙ্গ জাএ মনরাতা[২০]।
কথা গেল গরব[২১] গজেন্দ্র জেন মাতা ॥
সেই চক্ষু[২২] আছে যুতি রত্ন কেনে হিন।
জথেক দুল্লব বস্তু জোবন অধিন ॥
বৃধ কেনে[২৩] নহি চলে ভুমি টোলাইয়া[২৪]।
হারাইল[২৫] জোবন রত্ন চাহ[২৬] বিচারিয়া ॥

মন্ত্রজালে সর্প ধরি পেটারীত রাখে।
সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবসে না দেখে ॥
মন্ত্রে ভোলাইতে পারোঁ মহাজ্ঞানী প্রাণ।
স্ত্রিয়াচিত্তে কিসে লাগি দ্রবয় পাষাণ ॥
অতিগর্বে কুটনি কহিল বড় বোলে।
বিধি যারে সত্যে রাখে সুমেরু না টলে ॥ (জা.২)

নৃপস্থানে দূতী বহু ধন মাগি লইয়া।
নানান প্রকারে লইল সন্দেশ বান্ধিয়া ॥
মোক্তনাড়ু পাপর মোকর্দক গঙ্গাজল।
ক্ষীরপুলি মনোহরা খন্ড নারিকল ॥
পিঠা মণি সন্তোষক এসব সামলি।
মিষ্টাফেনি হাজার পরোটা দিব্যপুলি ॥
আর বহু প্রকাবে লইলা পাক আন।
পৌরিয়া দূতীর বস্ত্র হইল আগুয়ান ॥
বৃদ্ধকালে হাটিয়া যাইতে নারে বেগে।
দুলিতে দুলিতে চলে মন অনুরাগে ॥
তনু মাত্র বৃদ্ধ হয় মন বৃদ্ধ নহে।
শক্তি টুটে নিত্য নিত্য আক্তি না টুটয়ে ॥
এহেন যৌবনকাল কোথা গেল চলি।
চিনিতে নারিলু অঙ্গে কেবা ছিল বলি ॥
কোথা গেল রূপরঙ্গ যাহে মন রাতা।
কোথা গেল গৌরব গজেন্দ্র যেন মাতা ॥
সেই চক্ষু আছে জ্যোতি-রত্ন কেন হীন।
যতেক দুর্লভ বস্তু যৌবন অধীন ॥
বৃদ্ধকালে কেন চলে ভূমি লোটাইয়া।
হারাই যৌবনরত্ন চাহে বিচারিয়া ॥

১ জালে ২ দিবসে ৩ স্তিআ চিত্ত কিসে লাগে দ্রবএ পাসান ৪ টলে ৫ স্তানে ৬ মোদ্ধেক ৭ পুরু ৮ সান্তসীক ৯ মীষ্ট ফল ১০ পলটা নিত্য পুনি ১১ পাক আন ১২ পরিআ ১৩ নানান ১৪ আগুআন

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

ব্রহ্মারূপে চলে রামা হইআ তুলিত।
চলিতে বৃদ্ধের ভেসে দেখি বিপরিত ॥

১৫ ভেগে ১৬ তন মাত্র বৃদ্ধ ১৭ নএ ১৮ না পারে ১৯ হিন ২০ মনুরাতা ২১ গর্ব্ব ২২ চৌক্ষে ২৩ বৃদ্ধকালে ২৪ লোটাইআ ২৫ হারাই ২৬ চাহে

শব্দার্থ টীকা : মোক্ত নাড়ু—মোতিচুর
মোকর্দক—মিছরি
সামলি—মুগসামলি, পিঠে
আক্তি—আসক্তি
মন রাতা—মন রাগরক্তিম হয়।
মাতা—মত্ত

মন্তব্য : দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত। মূলে মন্ত্রশক্তির আরও ব্যাপক প্রভাবের কথা আছে। দেবতার উপর মন্ত্রের প্রভাবের কথা মূলে আছে, অনুবাদে তার পরিবর্তে মহাজ্ঞানীচিত্তে মন্ত্রের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। মূলে মন্ত্র-প্রভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামানোর কথা আছে, অনুবাদে তা অনুপস্থিত। দোহা অংশের অনুবাদ বর্তমান।

এই সে দারুনে মনে লাগে অতি দুঃখ[১] ।
পলটীয়া ন পাএ[২] জোবন হেন[৩] ষুক ॥

শ্রীযুত মাগন রশীক সিরমনি ।
সতত[৪] দ্রবএ চিত্ত তত্ত্বকথা ষুনি ॥
নিরঞ্জন ভাবে মন শতত[৫] তরল ।
সংসার নিয়মে অংগ ষুমেরু নিচল[৬] ॥
ভক্তিভাবে এই বর মাগ[৭] প্রভু স্থানে[৮] ।
শর্তবিংসে দির্ঘ আউ[৯] হউক জোবনে[১০] ॥
অরুগ্য[১১] সরির অতি অশ্বর্য্য বারোক[১২] ।
প্রভু বিনে মাগনে[১৩] অন্যাত্র ন মাগোক ॥
মন বাঞ্চা[১৪] সিদ্ধি কর প্রভু নিরঞ্জন ।
কৃতি রৌক পুন্নভাব এ তিন ভোবন[১৫] ॥

এই সে দারুণ মনে লাগে অতি দুখ ।
পালটিয়া না পায় যৌবন হেন সুখ ॥ (স্তা. ৩)

শ্রীযুত মাগন রসিক শিরোমণি ।
সতত দ্রবয় চিত্ত তত্ত্বকথা শুনি ॥
নিরঞ্জন ভাবে মন সতত তরল ।
সংসার নিয়মে অংগ সুমেরু নিচল ॥
ভক্তিভাবে এই বর মাগি প্রভুস্থানে ।
শর্তবিংশ দীর্ঘ আয়ু হউক যৌবনে ॥
আরোগ্য শরীর অতি ঐশ্বর্য বাড়াউক ।
প্রভু বিনে মাগনে অন্যত্র না মাগোক ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর প্রভু নিরঞ্জন ।
কীর্তি রৌক পুণ্যভাব এ তিন ভুবন ॥

রাগ দীর্ঘছন্দ

চিতাউরে কুমুদিনি প্রবেসীয়া[১৬] মনে গুনি
রাজদ্বারে হৈল উপস্থিত ।
ষুন দ্বারপাল তুহ্মি[১৭] সিংগল দিপের আমি[১৮]
কহ গিয়া রানির বিদিত ॥
জানাইল রানি আগে ষুনি বহু অনুরাগে
জাইতে আংগা দিলা অন্তপুরে ।
জোহনি মনিহো তন্ত্র[১৯] টোনা ছলে মুল অস্ত্র
বিস্তারিয়া[২০] চলিলা গোচরে ॥
দেখী পদ্মাবতি রানি ষুরিয়া জুগল পানি[২১]
আসির্ব্বাদ করিলা নারিত[২২] ।
মোর নাম কুমুদিনি পিতা মোর দুরবনি[২৩]
গন্দর্ব্ব সেনের পুরোহিত ॥

১ দুক ২ না পাইব ৩ জোবনেব ৪ সতেত ৫ সতেত ৬ অচল ৭ মাগী ৮ স্থান ৯ আইউ ১০ হোক সাজিবন ১১ অবোগ ১২ অসৈস্ব বারউক ১৩ মনেতে ১৪ বাঞ্চা ১৫ পীরিতি রহুক পুনি জাবতে জিবন ১৬ প্রভেসীআ ১৭ দ্বারিপাল তুমি ১৮ আম্বী ১৯ জেহেন মুহিত তন্ত্র ২০ বিস্থারিআ ২১ ফানি ২২ আসীর্ব্বাদ করি মানাথিরে ২৩ দুরমনি

চিতউরে কুমুদিনী প্রবেশিয়া মনে গুণি
রাজদ্বারে হৈল উপস্থিত ।
শুন দ্বারপাল তুমি সিংহল দ্বীপের আমি
কহ গিয়া রাণীর বিদিত ॥
জানাইল রাণী আগে শুনি বহু অনুরাগে
যাইতে আজ্ঞা দিলা অন্তঃপুরে ।
জোহন মোহন তন্ত্র টোনা ছলে মুল মন্ত্র
বিস্তারিয়া চলিলা গোচরে ॥
দেখি পদ্মাবতী রাণী জুড়িয়া যুগল পাণি
আশীর্বাদ করিলা ত্বরিত ।
মোর নাম কুমুদিনী পিতা মোর দুবে বেণী
গন্ধর্বসেনের পুরোহিত ॥

শব্দার্থ টীকা : জোহন মোহন—জনমোহন
টোনা—বশীকরণ মন্ত্র
দুবে বেণী—মুলে আছে বেনী দুবে; পুথিপাঠ ভুল

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে যৌবনতত্ত্বের দার্শনিকতাটুকু মূলানুগ, কিন্তু আহার্যবস্তুর তালিকার মধ্যে অনেক নতুন উপকরণ সংযুক্ত হয়েছে । মূলে আছে মোতিচুর, খাঁড়, মঠ, মণ্ডা, ফেণী পাঁপর ও পুরী, কিন্তু অনুবাদে সন্দেশ, মনোহরা, নারিকেল খণ্ড, পিঠা সামলি ইত্যাদি বঙ্গীয় মিষ্টদ্রব্য যোজিত । যৌবন-খেদ প্রসঙ্গে তৃতীয় স্তবকের উপান্ত স্তবকটিতে মাগন ঠাকুরের জন্য সুদীর্ঘ আয়ুষ্কামনা আলাওলের নব সংযোজন ।

আমি পুরহিত কন্যা[১] তোমার জননি ধন্যা[২]
বহু স্নেহে পুসীলু তোমারে ।...†
স্বামি মোর কুপণ্ডিত[৪] আসি হৈল পুরহিত
কুম্ভলনিরের[৫] নৃপতির ।
সকল বান্দব অথা[৬] একশ্বরি আইলু[৭] এথা
স্বরিতে হৃদএ জাএ চির ॥
নৃপে তোমা বিবা কৈল চিতাউরে লৈআ[৮] আইল
ষুনি অতি সানন্দিত হৈয়া[৯] ।
তোমারে দেখীতে লাগি হৈল[১০] অতি অনুরাগি
পতি মোবে[১১] না দিল ছড়িয়া[১২] ॥
স্বামি[১৩] পুত্র মৈল জবে অনাথিনি হইলুম তবে[১৪]
কথ ··কান্দি গোমাইলু[১৫] ।... ×
ষুনিয়া নঅর[১৬] কথা উপর্জিল মনে বেথা
বিসেস খাইচ স্তন পাণ[১৭] ।
ধরি কুমদিনি গলা বহু স্নেহ করি বালা
জল পুনু বহএ নয়ান ॥
শ্রীযুত মাগন বর শথ্য স্থিব ধরাহর[১৮]
আগ্গা পাই আলাওলে গাএ ।
বিধি জাবে[১৯] সথ্য[২০] রাখে টলাইতে নাবে তাকে
জদি শত কুটুনি[২১] ভোলাএ ॥*

১ কৈন্যা ২ ধৈন্যা ৩ পুসীলুম ৪ কে পণ্ডিত ৫ কুরুমনবিব ৬ তথা ৭ আইলুম ৮ লই ৯ ভেল ১০ হৈলুম ১১ মোরে ১২ ছারিবা ১৩ স্ব্যামী ১৪ অনাতিনি হৈল তবে ১৫ কথকাল গোমাইলুম কান্দিআ ১৬ নাওর ১৭ বিসেস খাইছ তান পান ১৮ সৈত্ত ধম্ম সদাচার ১৯ জাকে ২০ সৈত্ত ২১ কুটনি

† এর পব দুটো পুথিতেই একটি পংক্তি ছাড় আছে ।
সেই জাযগায় হবিবী সংস্করণে আছে—
আমি ছিল পুত্রবতী তুমি ছিলা শিশুমতি
বহু দুঃখ দিয়াছি তোমারে ।
× এব পব দুটো পুথিতেই এক লাইন ছাড় আছে ।
হবিবী সংস্করণে সেই জায়গায় আছে—
শুনিয়া তোমার দুখ বিদরে দারুণ বুক
স্নেহভাবে দেখিতে আইলুম ।
* 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
গুণে জ্ঞানে মহন্ত কামন্ধরয়ালি গুণবন্ত
আজ্ঞা পাই আবুল হোচনে ।
পদরাণ্ট মহাকণ্ট না বুজিলুম সপরাণ্ট
লেখীলুম বুধিয় গুণিনে ।

আমি পুরোহিত-কন্যা তোমার জননী ধন্যা
বহুস্নেহে পোষিল আমারে ।
আমি ছিল পুত্রবতী তুমি ছিলা শিশুমতি
বহু দুঃখ দিয়াছি তোমারে ॥
স্বামী মোর সুপণ্ডিত আসি হইল পুরোহিত
কুম্ভলনিরের নৃপতির ।
সকল বান্ধব তথা একেশ্বরী আইলু এথা
স্মরিতে হৃদয় যায় চির ॥
নৃপে তোমা বিভা কৈল চিতউরে লইয়া আইল
শুনি অতি সানন্দিত হইয়া ।
তোমাবে দেখিতে লাগি হইল অতি অনুরাগী
পতি মোরে না দিল ছাড়িয়া ॥
স্বামী পুত্র মৈল যবে অনাথিনী হইলু তবে
কতকাল কান্দি গোঙাইলু ।
শুনিয়া তোমার দুখ বিদরে দারুণ বুক
স্নেহভাবে দেখিতে আইলু ॥ (জা. ৪)
শুনিয়া নায়র কথা মনে উপজিল বেথা
বিশেষ খাইছে স্তনপান ।
ধরি কুমুদিনী গলা বহু স্নেহ করি বালা
জলপূর্ণ বহয় নয়ান ॥ (জা ৫)
শ্রীযুত মাগন বর সত্য স্থির ধরাধর
আজ্ঞা পাই আলাওলে গায় ।
বিধি যারে সত্যে রাখে টলাইতে নারে তাকে
যদি শত কুটনী ভোলায় ॥

শব্দার্থ টীকা : চির—বিদীর্ণ
স্বামী পুত্র মৈল যবে—মূলে কুমুদিনীর স্বামী পুত্রেব প্রসঙ্গ নেই ।
নায়র—বাপের বাড়ীর লোক ; মূলে 'নৈহর' ।

মন্তব্য : চতুর্থ স্তবকের অনুবাদে কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয় । প্রথমতঃ দ্বারপাল প্রসঙ্গটি অনুবাদে নূতন, দ্বিতীয়তঃ মূলে আছে পদ্মাবতীকে দেখে কুমুদিনীর ছুটে এসে আলিঙ্গন, অনুবাদে আশীর্বাদ ; মূলে কুমুদিনীর স্বামী ও পুত্রের প্রসঙ্গ অনুপস্থিত, অনুবাদে স্বামী পুত্র নিয়ে সংক্ষিপ্ত কাহিনী জল্পনা । পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত । মূলের প্রথম দুটি চরণেরই অনুবাদ আছে । মূলের পরবর্তী অংশে পদ্মাবতীর নিসর্গখচিত বিলাপ-কথনগুলি এক্ষেত্রে অনুপস্থিত । পরিবর্তে অনুবাদের শেষস্তবকে সত্যবীর মাগনের প্রশস্তি উপলক্ষে সতীত্বের নীতিবচন উচ্চারিত ।

আসার[১] শ্রাবনে যেন বহে জলধার ।
জলপুন্নে[২] আখীজোগ[৩] ভেল অন্দকার ।।
কিবা চিপ হোন্তে যেন মুক্তা পরে খসি[৪] ।
কিবা রাহু দলনে[৫] অমৃত শ্রবে সসি ।।
জনমিতে বাপে মাএ কেনে ন মারিল ।
অজন্ম বিছেদে দুঃখ[৬] অভাগিরে দিল ।।
বান্দব বিছেদে দুঃখ শ্বামিরে[৭] দেখীয়া ।
পাসরিলু দুঃখ বিধি[৮] লৈ গেল হরিয়া ।।
এথেক বিরহে[৯] দুঃখ ন সহে সরিরে[১০] ।
শুনিয়া শ্বামির কেস[১১] পরান বিদরে[১২] ।।
এবে মোর জিবনে লাগএ মোহাভার ।
বুঝিলু মরন বিনু হিত নাহি আর[১৩] ।।
এহার অধিক দুঃখ কিবা আছে[১৪] মনে ।
ধন্য গৃহে সুখে আছে শ্বামির বন্দনে ।।
কুহকি[১৫] কান্দএ কন্যা হইয়া বিভোর ।
অখনেহ কুহকে চাতক পিক মোর ।।

আষাঢ় শ্রাবণে যেন বহে জলধার ।
জলপূর্ণ আঁখিযুগ ভেল অন্ধকার ।।
কিবা সিপী হোন্তে মুক্তা পড়ে খসি খসি ।
কিবা রাহু দলনে অমৃত স্রবে শশী ।।
জনমিতে বাপে মায়ে কেনে না মারিল ।
আজন্ম বিচ্ছেদ দুঃখ অভাগীরে দিল ।।
বান্ধব বিচ্ছেদ দুঃখ স্বামীরে দেখিয়া ।
পাসরিলু দুঃখ বিধি লই গেল হরিয়া ।।
এতেক বিরহ দুঃখ না সহে শরীরে ।
শুনিয়া স্বামীর ক্লেশ পরাণ বিদরে ।।
এবে মোর জীবনে লাগয় মহাভার ।
বুঝিলু মরণ বিনে হিত নাহি আর ।।
এহার অধিক দুঃখ কিবা আর মনে ।
ধন্য গৃহসুখে আছে স্বামীর বন্ধনে ।।
কুহরি কান্দয় কন্যা হইয়া বিভোর ।
অথনেহ কুহরে চাতক পিক মোর ।। (জা. ৫)

রাগ সুহি গীত

বর অতি লোচন অমোধরে ঘন[১৬]
আর কি বহন সব কেসা[১৭] ।
জিবন বচন পহু বিনু নাহি ভাএ
এবে ভেল মরন সন্দেসা ।।
সজনি বাম এ সন বিহিনে ভেলা[১৯] ।
নিঘটন নাত[২০] অনাথিনি ভৈলি ছো[২১]
জনম বিফলে মোর গেলা ।। (ধু)
মৃগমদ চান্দ[২২] পয়ফুল মর[২৩]
অব ২ ধিক জালা[২৪] ।
চাতক অলি পিক[২৫] মোররু পুত করব[২৬]
শ্রুতি কুপীট বিসালা[২৭] ।।
হিন অ্যালাওলে কহে বিরহিনি বেদন[২৮]
সুনি ২ দ্রবই বখানে[২৯] ।
শ্রী জোত[৩০] মাগন রসীক সুনাহিঅর[৩১]
মহি পর কৃতির[৩২] বাখানে ।।

বরিখে লোচন অম্বুজ সঘন
আর কি বহন সব কেশা ।
জীবন বচন পহু বিনে নাহি ভায়
এবে ভেল মরণ সন্দেশা ।।
সজনি বাম এসব বিহীনে ভেলা ।
নিঘটন নাথ অনাথিনী ভৈলী
জনম বিফলে মোর গেলা ।। (ধ্রু)
মৃগমদ চান্দ নবফুল পবন
অবয়ব অধিক জ্বালা ।
অলি পিক চাতক মোরগ কপোত বক
শ্রুতি কুপীট বিশালা ।।
হীন আলাওল কহে বিরহিণী বেদন
শুনি শুনি দ্রবয় পাষাণ ।
শ্রীযুত মাগন রসিক সুনায়র
মহী পুরি কীর্ত্তির বাখান ।।

১ আসারে ২ নিরপুন্য ৩ আখীষুগে ৪ কিবা চিপী হন্তে মুক্তা পরে খসী ২ ৫ দ্রসনে ৬ বিশ্ছেদ দুক্ষ ৭ বিশ্ছেদ দুক্ষ শ্ব্যামীর ৮ পাসরিলুম সুখ নিধি ৯ বিরহ ১০ অন্তরে ১১ দুক্ষে ১২ বধরে ১৩ দিবসেতে লাগে মোর ধুম্র অন্ধকার ১৪ আর ১৫ কুহুরিআ ১৬ অমধর বগন ১৭ কসা ১৮ বিনএ নাহিক বহু ১৯ সাজনি বাম এ মেলা এসব বিরহে ভেগা ২০ নাতএ ২১ অভাগিনী বৈমী চ ২২ চান্দপ ২৩ অকুল মনরব ২৪ ধির জলে চাতক অলি ২৫ পীক মোর অপুত ২৬ করব প্রতি ক্রিপীট ২৭ প্রত্তেক শ্রুতি বিলা ২৮ বেদন বল ২৯ সুনি২ দ্রবে হিআ ৩০ ছিরি জোত ৩১ রসীক নাগর ৩২ কৃতি

শব্দার্থ টীকা : সিপী—শুক্তি
মোর—ময়ূর
অম্বুজ—পদ্ম
কুপীট—কাষ্ঠ

মন্তব্য : মূলের পঞ্চম স্তবকে পদ্মাবতী-বিলাপের অংশবিশেষ এক্ষেত্রে অনূদিত । মূলের অলঙ্কারগুলি অনুবাদে পরিবর্তিত । অনুবাদের বিলাপ বাণীও মূলানুসারী নয় । পরবর্তী গীতাংশ পদকার আলাওলের মৌলিক সংযোজন ।

যমক ছন্দ

কণ্টে লাগী কুমুদিনি বিস্তর কান্দিল।
তবে জল লই আখি[১] মুখ[২] ধোলাইল॥
খশাইয়া[৩] নিজ কেস নিছিল[৪] সরির।
বলিতে[৫] বচন আখী ঘন শ্রবে নির॥
তোর দুঃখ দেখীতে বিদরে[৬] মোর হিয়া।
চক্ষু খাইতে[৭] অভাগিনি আইলু[৮] কি লাগিয়া॥
বলাই লইয়া তোর মুই জাম মরি।
তোমার সরির দুঃর্খ শহিতে ন পারি॥
কন্যাক সান্তাএ[৯] দুতি কান্দএ আপনে[১০]।
হিত উপদেশ ছলে কহএ দুর্জনে[১১]॥
কেনে শোক ভাব কন্যা[১২] স্থির[১৩] কর মন।
কদাচিত কর্ম্মলিখা[১৪] ন জাএ খণ্ডন॥
নানা জন্ত্র[১৫] কবোক ধাউক নানা বাটে।
শেই প্রাপ্তি[১৬] হএ সেই[১৭] লেখীছে ললাটে॥
বিধিবসে দঃখ যুক[১৮] খণ্ডন ন জাএ।
বুদ্ধিমন্ত হৈলে ধির ধরিতে জোয়াএ[১৯]॥

মনবাঞ্ছা[২০] জদি পাএ কান্দন শোচনে।
একজন কি যুকে[২১] কান্দিব লক্ষ জনে[২২]॥
নিরঞ্জনে[২৩] জেই করে সন্তোসে[২৪] থাকিব।
জ্ঞানবন্তে তাহে অনুসোচ ন করিব॥
মোর পিতা তোমার বাপের পুরহিত[২৫]।
বিসেস তোমাবে দুক্ষ[২৬] দিয়াছি নিশ্চিত॥
হিত নহি[২৭] তোমার অহিত না করিব।
তোমার কার্য্যেত নিজ প্রান[২৮] লাগাইব॥

১ মুখ ২ আঁকি ২ খোসাইআ ৪ মুছিল ৫ বুলিতে ৬ বিধরে ৭ চৌক খাও ৮ আইলুম ৯ কৈন্যাকে সান্তাই ১০ আপনি ১১ দুর্জ্জনি ১২ কৈন্যা ১৩ স্তির ১৪ কর্ম্মলেখা ১৫ জন্ত্র ১৬ সেই প্রাপ্ত ১৭ জেই ১৮ যুখ দুক্ষ ১৯ যুআএ ২০ মন বাঞ্চা ২১ এক লাগী হরিসে ২২ লৈক্ষ জনে ২৩ নিরাঞ্জনে ২৪ সান্তসে ২৫ পুরোহিত ২৭ বহি ২৮ প্রানি

কণ্ঠে লাগি কুমুদিনী বিস্তর কান্দিল।
তবে জল লই আঁখি মুখ ধোলাইল॥
খসাইয়া নিজ কেশ নিছিল শরীর।
বলিতে বচন আঁখি ঘন স্রবে নীর॥
তোর দুঃখ দেখিতে বিদরে মোর হিয়া।
চক্ষু খাইতে অভাগিনী আইলু কি লাগিয়া॥
বালাই লইয়া তোর মুই যাম মরি।
তোমার শরীর-দুঃখ সহিতে না পারি॥
কন্যাকে সান্তাই দূতী কান্দয় আপনে।
হিত উপদেশ ছলে কহয় দুর্জনে॥
কেনে শোক ভাব কন্যা স্থির কব মন।
কদাচিত কর্মলেখা না যায় খণ্ডন॥
নানা যত্ন করৌক ধাউক নানা বাটে।
সেই প্রাপ্তি হয় যেই লেখিছে ললাটে॥
বিধিবশে দুঃখ সুখ খণ্ডন না যায়।
বুদ্ধিমন্ত হইলে ধৈর্য ধরিতে জুয়ায়॥ (জা. ৬)

মনোবাঞ্ছা যদি পায় কান্দন শোচনে।
এক লাগি হরিযে কান্দিব লক্ষজনে॥
নিরঞ্জনে যেই করে সন্তোষে থাকিব।
জ্ঞানবন্তে তাহে অনুশোচ না করিব॥
মোর পিতা তোমার বাপের পুরোহিত।
বিশেষ তোমারে দুঃখ দিয়াছি নিশ্চিত॥
হিত বই তোমার অহিত না করিব।
তোমার কার্যেত নিজ প্রাণ লাগাইব॥

শব্দার্থ টীকা : ধোলাইল—ধৌত করল
নিছিল—নির্মঞ্ছন করল বা মুছে ফেলল

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদে বিধিলিপির প্রসঙ্গটি মূলানুসারী। কিন্তু কুমুদিনীর সান্ত্বনাদানের বাণীভঙ্গীতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ পৃথক। মূলে আছে রূপোর থালায় জল এনে পদ্মাবতীর মুখ ধোয়ানোর প্রসঙ্গ। অনুবাদে রূপোর থালাটি নেই। আবার অনুবাদে কুমুদিনীর চুল আলুলায়িত করে পদ্মাবতীর সিক্তদেহ নির্মঞ্ছনের চিত্রটি মূলে নেই। মূলে কুমুদিনীর নিসর্গ-খচিত সান্ত্বনা-বাণীর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অনুবাদে অনুপস্থিত। মূলের দোহা অংশ অনূদিত হয় নি।

আনন্দে[১] সরূপে থাক প্রভুক ভাবিয়া[২] ।
নিবন্দ পুরিলে স্বামি[৩] মিলিব আসিয়া[৪] ॥

এ বুলি সন্দেস পিটা[৫] আনিলা গোচরে[৬] ।
চিন্তাযুক্ত[৭] পদ্মাবতি না চুঅন্ত করে[৮] ॥
স্বামি দুক্ষ মোহর অন্তরে মোহাভার[৯] ।
পান ফুল য়াদি[১০] করি তেজিল[১১] আহার ॥
পলটীয়া স্বামিমুখ জেখনে[১২] দেখীমু ।
মিষ্টা দ্রব্য[১৩] ষুভোজন তখনে করিমু ॥
প্রভু দরসনে আসে ভাবি করতার ।
কায়া রক্ষা[১৪] হেতু করোঁ[১৫] কিঞ্চিত আহার ॥
ষুভুজন[১৬] ষুবসন লাগে বিস প্রাএ ।
ষুসৌবব পুষ্প জেন লাগে অগ্নি গাএ[১৭] ॥

এথ ষুনি[১৮] সখীরে কহিল সখীববে[১৯] ।
স্যান ষুভুজন কিছু[২০] করাও ধাঞিরে ॥
ষুগন্দি কুমকুম আদি[২১] কবিয়া মস্তন[২২] ।
ব্রাহ্মনিবে কবাইলা স্যান ষুভুজন[২৩] ॥*
পাটবস্ত্র পৈদ্রাইযা[২৪] বহুল আদরে ।
বাখিলেক কুমুদিনি[২৫] আপনা বাসরে ॥
কুমুদিনি ভাবিলেক আপনা হৃদএ ।
আমার বচনে রানি হইল পথ্যএ[২৬] ॥
মুঞি হেন ধাঞি কন্যা ভাবিলেক মনে[২৭] ।
মোর হস্ত হোন্তে[২৮] আব এরাইব কেমনে ॥

১ আনন্দ ২ স্ববিরা ৩ স্বামী ৪ আসীয়া ৫ পীটা ৬ গোচর ৭ চিন্তাজোক্ত ৮ না ছায়ন্ত কব ৯ অতিভাব ১০ আদি ১১ তেজিলুম ১২ জখনে ১৩ মীষ্টাহাব ১৪ কায়্যা বৈক্ষা ১৫ কবি ১৬ ষুভোজন ১৭ অগ্নি লাগে গাএ ১৮ বুলি ১৯ বৈন্যাবরে ২০ স্নান ষুভোজন নিআ ২১ জল ২২ মন্দন ২৩ স্নান ষুভোজন ২৪ পৈবাইল ২৫কুমুদিনি ২৬ আমাব বচন হৈল বানিতে পৈত্যএ ২৭ মুঞি ধাই হেন করি মানিলেক মনে ২৮ হস্তে

* হবিবী সংস্করণে পরবর্তী কয়েকটি অতিরিক্ত পংক্তি—
আপনার পিতাব দেশের পুরোহিত ।
আর ধিক কুল বিপ্র মনে বাখি ভিত ॥
আর মনে ভাবে দেশে না দেখেছি তার ।
পিতা রাজ্য পক্ষী আইলে প্রাণ দিতে সার ॥

আনন্দ স্বরূপে থাক প্রভুক ভাবিয়া ।
নির্বন্ধ পুরিলে স্বামী মিলিব আসিয়া ॥

এ বুলি সন্দেশ পিঠা আনিলা গোচরে ।
চিন্তাযুক্ত পদ্মাবতী না ছুয়ন্ত করে ॥
স্বামীদুঃখ মোহর অন্তরে মহাভার ।
পান ফুল আদি করি তেজিল আহার ॥
পলটিয়া স্বামীমুখ যথনে দেখিমু ।
মিষ্টাহার সুভোজন তখনে করিমু ॥
প্রভু দরশন আশে ভাবি করতার ।
কায়রক্ষা হেতু করোঁ কিঞ্চিৎ আহার ॥
সুভোজন সুবসন লাগে বিষ প্রায় ।
সুসৌরভ পুষ্প যেন লাগে অগ্নি গায় ॥ (জা.৭)

এত বুলি সখিরে কহিলা কন্যাবরে ।
স্নান সুভোজন কিছু করাও ধাঞিরে ॥
সুগন্ধি কুমকুম আদি কবিয়া মাজ্জন ।
ব্রাহ্মণীবে করাইলা স্নান সুভোজন ॥
পাটবস্ত্র পৈরাইয়া বহুল আদবে ।
রাখিলেক কুমুদিনী আপনা বাসরে ॥
কুমুদিনী ভাবিলেক আপনা হৃদয়ে ।
আমার বচনে রাণী হইল প্রত্যয় ॥
মুঞি হেন ধাঞি কন্যা ভাবিলেক মনে ।
মোর হস্ত হোন্তে আর এড়াইব কেমনে ॥

শব্দার্থ টীকা : নির্বন্ধ—নিয়তি

মন্তব্য : ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবকের অন্তর্বর্তী অনুবাদ-স্তবকটি মূলে নেই । পদ্মাবতীর প্রতি কুমুদিনীর এই ঈশ্বর-স্মারক হিতবচন-স্তবকটি আলাওলের নবসংযোজন । সপ্তম স্তবকের পরবর্তী স্তবকও মূলে নেই। সপ্তম স্তবকের অনুবাদ বক্তব্য-বিষয়ে মূলানুসারী, কিন্তু বচনভঙ্গীতে স্বতন্ত্র । মূলে পান খাদ্যদ্রব্যের প্রসঙ্গ থাকলেও অনুবাদে তা সন্দেশ ও পিঠা জাতীয় বঙ্গীয় খাদ্যরূপে বিশেষীকৃত । মূলে পদ্মাবতীর আহারবর্জনের প্রসঙ্গটি অলংকৃত বাকবৈদগ্ধ্যে রমণীয়, অনুবাদে তা সাধারণভাবে ব্যক্ত । অনুবাদে শরীররক্ষার জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করে সামান্য কিছু আহার গ্রহণের যে স্বীকারোক্তি আছে মূলে তা কোথাও নেই । মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে যথারীতি অনুপস্থিত । পরবর্তী স্তবকটি অনুবাদে নূতন ।

কমলের নিকটে রহিল কুমদিনি।
নানা কথা কহিবাম[১] দিবস রজনি ॥
নানান প্রসংসা[২] ছলে বস কথা কহে।
বিরহে[৩] বেদনা কন্যা[৪] হরশীত নহে ॥
চৈত্র মাসে নৃপতিরে[৫] নিল যুলতানে[৬]।
জৈষ্টেত যুগিনি আইল রানী বিদ্যমানে[৭] ॥
শ্রাবনেত কুমদিনি বালা[৮] পাসে আসি।
অন্তরে কপট কহে মুখে মিষ্টবাসী[৯] ॥
কি কারনে বালা তোর বদন মলিন।
জগ অন্দকার হৈলে চন্দ্র প্রভাহিন ॥
মুখপদ্ম কেনে তোর সতত[১০] ঝামর।
কমলে সম্ভাটে[১১] সেবা হিন সরবর[১২] ॥
কি কারনে কর নিথ্য খিন তোর তনু।
মদনক লতা জেন যুর্স্য জল বিনু[১৩] ॥
নবিন জোবন তোর পুষ্পের কোরক[১৪]।
পল্লবিত হএ[১৫] জদি সঞ্চএ উদক ॥
আসন ভুসন তৈলা[১৬] তাম্বুল ব্যাঞ্জন।
শতত ভুঞ্জন[১৭] আনন্দিত রাজমন ॥
জোবন ধনের[১৮] রামা ধনি নাম পাএ।
জোবন বিহনে স্বামি[১৯] ফিরিয়া না চাহে[২০] ॥
গাটীত থাকিলে ধন জগ হএ বস।
জোবন বিহিনে জান জিবন কর্কস ॥
পুস্পগন্দ থাকিলে সে মধুকর ধাএ।
নিরস কুষুম্বে[২১] অলি ভ্রমেহ ন জাএ[২২] ॥
ভোবন মোহন রূপ জোবন রঞ্জিত[২৩]।
কি কারনে হেন তনু যুখ বিবর্জিত ॥
ভোজন করিয়া অঙ্গে যুবেস রাছিয়া[২৪]।
আনন্দিতে সিঙ্গাসনে থাক হরশীয়া[২৫] ॥
জোবন বাখান জদি কুটনি কহিল।
কি বাস[২৬] না হৈয়া পদ্ম সপটে[২৭] রহিল ॥

১ কহি বহু ২ প্রসঙ্গ ৩ বিরহ ৪ কৈন্যা ৫ চৈত্রেতে নৃপতি বান্দি ৬ ছোলতান ৭ বিদ্যমান ৮ কৈন্যা ৯ মায়াভাসী ১০ সতেত ১১ কমল সম্পাটে ১২ প্রভাহিন সরবর ১৩ মদন কমল তা জে পুষ্প জলবিন্দু ১৪ কৈরক ১৫ পদ্মাবতী হটে ১৬ আপনে ভোজন তৈল ১৭ সন্তেত ভোজন ১৮ ধ্যানেতে ১৯ স্ব্যামী ২৯ চাএ ২১ বিরস কুসুম্ব ২২ না চাএ ২৩ সঞ্চিত ২৪ যুভেস করিয়া ২৫ থাকএ বসীয়া ২৬ বিকাস ২৭ সে পাটে

কমলের নিকটে রহিল কুমুদিনী।
নানাকথা কহি বহু দিবস রজনী ॥
নানান প্রসঙ্গ ছলে রসকথা কহে।
বিরহ বেদনে কন্যা হরষিত নহে ॥
চৈত্রমাসে নৃপতিরে নিল সোলতান।
জ্যৈষ্ঠেত যোগিনী আইল রাণী বিদ্যমান ॥
শ্রাবণেত কুমুদিনী বালা পাশে আসি।
অন্তরে কপট কহে মুখে মিষ্টভাষী ॥
কি কারণে বালা তোর বদন মলিন।
জগ অন্ধকার হৈলে চন্দ্র প্রভাহীন ॥
মুখপদ্ম কেন তোর সতত ঝামর।
কমল সম্পাসে শোভাহীন শশধর ॥
কি কারণে হয় নিত্য ক্ষীণ তোর তনু।
কমলের লতা যেন শুষ্ক জলবিনু ॥
নবীন যৌবন তোর পুষ্পের কোরক।
প্রস্ফুটিত হয় যদি সঞ্চারে উদক ॥
আসন ভূষণ তৈল তাম্বুলে ব্যঞ্জন।
সতত ভোজন আনন্দিত যার মন ॥
যৌবন ধনেতে রামা ধনি নাম পায়।
যৌবন বিহনে স্বামী ফিরিয়া না চায় ॥
গাঠিত থাকিলে ধন জগ হয় বশ।
যৌবন বিহনে জান জীবন কর্কশ ॥
পুষ্পগন্ধ থাকিলে সে মধুকর ধায়।
নীরস কুসুমে অলি ভ্রমেহ না যায় ॥
ভুবনমোহন রূপ যৌবনরঞ্জিত।
কি কারণে হেন তনু সুখ-বিবর্জিত ॥
ভোজন করিয়া অঙ্গ সুবেশ করিয়া।
আনন্দিতে সিংহাসনে থাকহ বসিয়া ॥ (স্তা. ৮)
যৌবন বাখান যদি কুটনী কহিল।
বিকাশ না হই পদ্ম সম্পুটে রহিল ॥

শব্দার্থ টীকা : ঝামর—শুষ্ক
কোরক—কুঁড়ি
উদক—জল
গাঠিত—গ্রন্থিতে বা কষিতে

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকের অনুবাদে অনেক নতুন কথা আছে। প্রথমতঃ কালনির্দেশ। চৈত্রমাসে রত্নসেন-বন্ধন, জ্যৈষ্ঠ-মাসে বাদশাহদূতী যোগিনীর আগমন এবং শ্রাবণে কুমুদিনীর আবির্ভাব, এই সুস্পষ্ট কালনির্দেশ মূলে নেই, অনুবাদে সংযোজিত। দ্বিতীয়তঃ মূলে পদ্মাবতীকে সাজগোজ করার কথা কুমুদিনী বললেও কুমুদিনীর মুখে যৌবন-প্রশস্তির কথাগুলি আলাওলের নবসংযোজন। মূলে যৌবন-প্রশস্তি আছে দশম স্তবকে। মূলের দোহা অংশ যথারীতি অনুপস্থিত।

কন্যা বলে জৈবন[১] তাহান গুন ভাএ[২] ।
স্বামি[৩] সঙ্গে রসরঙ্গে থাকএ সদাএ ।।
জার স্বামি বন্দি[৪] হইআছে ভিন্নরাজ ।
জোবন কিসেত তবে[৫] জিবন কি কাজ ।।
কি কার্য্যে[৬] যুভেস মোর জোবনে[৭] কি কাম ।
হেন সাদ করে এইক্ষনে মরি জাম ।।
কি লাগি করিমু বেস[৮] দেখীবেক কোনে[৯] ।
সর্ব্বসুখ হৈল ভ্রষ্ট এক স্বামি[১০] বিনে ।।
জেই দিনে গৃহেত[১১] আসিব মোর কান্ত ।
সর্ব্বসুখ পলটীব মন হৈব সান্ত ।।

কুমুদিনি বোলে বালা জানিয় নিশ্চএ ।
জাবত[১২] জিবন তোর সংসারে আছএ ।।
আপেন থাকিলে সংসারের কোন[১৩] কাজ ।
জাবত[১৪] জিবন আছে ভুঞ্জ যুখ রাজ ।।
জোবন জাবত[১৫] আছে স্বামি স্নেহ করে ।
বৃধ হইলে কি রস[১৬] কোনে বা[১৭] পুছে কারে ।।
সাফল সৌরবে[১৮] জেন পক্ষি সব পরে ।
স্বরূপে জৈবন তেন[১৯] জগ মন হরে ।।
মনেত[২০] ভাবিয়া দেখ জগত অসার ।
জেই যুক ভোগ কর সেই আপনার ।।
রসে ভোগে[২১] থাকিব খাইব বিলাইব ।
এইমাত্র[২২] সঙ্গে আর কিছু না রহিব ।।
একেত[২৩] মনুস্য[২৪] কুলে জর্ম্ম রাজঘরে ।
তাহাত[২৫] জোবন রূপ[২৬] বিধি দিছে তোরে ।।
জোবন বৈভব রূপ গুন অতিসএ ।
চতুর হইযা কেনে না বুজ সমএ ।।

কন্যা বলে যৌবন তাহান গুণ ভায় ।
স্বামী সঙ্গে রসরঙ্গে থাকয়ে সদায় ।।
যার স্বামী গৃহবন্দী আছে ভিন্নরাজ ।
যৌবন কিসের তার জীবনে কি কাজ ।।
কি কার্যে সুবেশ মোর যৌবনে কি কাম ।
হেন সাধ করে এইক্ষণে মরি জাম ।।
কি লাগি করিমু বেশ দেখিবেক কোনে ।
সর্বসুখ হইল ভ্রষ্ট এক স্বামী বিনে ।।
যেই দিনে গৃহেত আসিব মোর কান্ত ।
সর্বসুখ পলটিব মন হইব শান্ত ।। (জা. ৯)

কুমুদিনী বোলে বালা জানিয় নিশ্চয় ।
যাবত জীবন তোর সংসারে আছয় ।।
আপনে থাকিলে সংসারের কোন কাজ ।
যাবত জীবন আছে ভুঞ্জ সুখ রাজ ।।
যৌবন যাবত আছে স্বামী স্নেহ করে ।
বৃদ্ধ হইলে নীরস কোন বা পুছে কারে ।।
সুফল সৌরভে যেন পক্ষী সব পড়ে ।
সুরূপে যৌবন তেন জগ মন হরে ।।
মনেত ভাবিয়া দেখ জগৎ অসার ।
যেই সুখ ভোগ কর সেই আপনার ।।
রসে ভোগে থাকিব খাইব বিলাইব ।
এইমাত্র সঙ্গে আর কিছু না রহিব ।।
এতেক মনুষ্যকুলে জন্ম রাজঘরে ।
তাহাত যৌবনরূপ বিধি দিছে তোরে ।।
যৌবন বৈভব রূপ গুণ অতিশয় ।
চতুর হইয়া কেন না বুঝ সময় ।।

১ কৈন্যা বোলে জোবন ২ বাএ ৩ স্ব্যামী ৪ গ্রিহ বান্দি ৫ কিসের তার ৬ কাজ ৭ জোবন ৮ ভেস ৯ কনে ১০ স্ব্যামী ১১ গ্রিহেতে ১২ জাবতে ১৩ কিবা ১৪ জাবতে ১৫ জাবতে জোবন ১৬ বৃন্ধ হৈলে নিরস ১৭ কেবা ১৮ যুফল সৌরব ১৯ সৌরূপ জোবন তেল ২০ মনেতে ২১ রস ভোগ ২২ এই মাত্রে ২৩ এথেক ২৪ ঃ নিস ২৫ তাহাতে ২৬ রস

মন্তব্য : নবম স্তবকের অনুবাদ বক্তব্যবিষয়ে মোটামুটি মূলানুসারী, যদিও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলানুগত নয় । বিশেষত মূলের অলঙ্কৃত বাণীভঙ্গিমা অনুবাদে অনুপস্থিত । দোহা অংশের অনুবাদও বাচ্যার্থময়, মূলের ধ্বনিব্যঞ্জনা অনুবাদে অপ্রকাশিত ।

জেবা লাগি আছে তোর দুঃখ লাগে[১] মনে।
সে পুনি পুরিব গরে[২] তুরুক বন্দনে ॥
জিবনের[৩] মুক্তি তান না দেখী ভাবিয়া।
নিশার্থে[৪] সরিরে দুঃর্খ দেও কি লাগীয়া ॥
সরিরেত[৫] দুক্ষ দিলে শ্বামি মিলে[৬] জবে।
এহার[৭] সথেক গুন দুক্ষ শহ[৮] তবে ॥
দিন চারি জোবন ন রহে চিরকাল।
জে দণ্ডে[৯] আনন্দে জাএ শেই[১০] মাত্র ভাল ॥
কুকিল উরিয়া জাইব[১১] ন য়াসীব[১২] আব।
হংস প্রঘটীলে হস্ত মুরামুরি[১৩] সার ॥
বৃধ হইলে[১৪] মনে মাত্র[১৫] অনুশুচ কবোঁ[১৬]।
স্বরিতে জোবনকাল ঝুরি ২ মরোঁ[১৭] ॥
সেই ষুক করিলুঁ রহিলু শেই সঙ্গ[১৮]।
বিধি মোরে[১৯] শেই ষুক[২০] করিলেক ভঙ্গ ॥
এহেন পাইয়া কাল[২১] তুঙ্কি[২২] একাকিনি।
দেখীতে সরিবে[২৩] মোর জলএ আগুনি ॥

যেবা লাগি আছে তোর দুঃখ লাগে মনে।
সে পুনি পড়িব গড়ে তুরুক বন্ধনে ॥
জীবনের মুক্তি তান না দেখি ভাবিয়া।
নিঃস্বার্থে শরীবে দুঃখ দেও কি লাগিয়া ॥
শরীরেত দুঃখ দিলে স্বামী মিলে যবে।
এহার শতেক গুণ দুঃখ সহ তবে ॥
দিন চারি যৌবন না রহে চিরকাল।
যে দণ্ডে আনন্দে যায় সেই মাত্র ভাল ॥
কোকিল উড়িয়া যাইব না আসিব আর।
হংস প্রকটিলে হস্ত মোড়ামুড়ি সার ॥
বৃদ্ধ হইলে মনে এবে অনুশোচ করোঁ।
স্মরিতে যৌবনকাল ঝুরি ঝুরি মরোঁ ॥
যেই সুখ করিলুঁ বহিল সেই সঙ্গ।
বিধি মোর সেই সুখ করিলেক ভঙ্গ ॥
এমত যৌবনকালে তুমি একাকিনী।
দেখিতে শরীবে মোর জ্বলয় আগুনি ॥ (জা ১০)

রাগ মল্লার

গগনে গরজে[২৪] জেন গগনে[২৫] ঘন ২
চৌদিগে বিরোধ[২৬] পুব[২৭] বে।
বহরথে[২৮] ঝর ২
হলিহল উরে যে শত্তরে[২৯] ॥
কাল বিষধর অধিক ঘোরতর
তম নিত তম[৩০] অতি কারি[৩১] রে।
চপলা চথ ২ মুক জিব ধক[৩২]
বিরহ[৩৩] বেদনা ভারি[৩৪] রে ॥

গগনে গরজে যেন সঘন[১] ঘন ঘন
চৌদিগে নীরদ পুরে রে।
বরখে ঝর ঝর বহয় দর দর[২]
হলাহল সত্বর উরে বে ॥
কাল বিষধর অধিক ঘোরতর
তমো নিতি তমো অধিকারী রে।[৩]
চপলা চক চক জীবন ধক ধক
বিরহ বেদনা ভারি বে ॥

১ বোলো ২ পরিব গব ৩ জিবনেতে ৪ নিস্ব্যাতে ৫ সরিরেতে ৬ স্ব্যামী লেস ৭ এথাত ৮ সহ ৯ দন্ড ১০ সেই ১১ গেলে ১২ না আইসীব ১৩ মোরা মুরি ১৪ বৃদ্ধ হৈলু ১৫ এবে ১৬ অনুসোচ করোঁ ১৭ মরোঁ ১৮ জেই যুক করিলাম সেই জাইব সঙ্গ ১৯ মোর ২০ সেই যুখ ২১ এমত পাইক কালে ২২ তুমি ২৩ সরির ২৪ গর্জ্জে ২৫ গগন ২৬ নিরোধ ২৭ পুরে ২৮ বহে রাথ ২৯ হলিহল উরে সত্তর ; পূর্ববর্তী ছাড় অংশ কোন পুথিতেই নেই ৩০ তমনি ২ ৩১ কবে ৩২ জীবন ধক ২ ৩৩ বিরহে ৩৪ ভরি

১ হ
২ স
৩ মন তব তম অধিকাবী বে (স)

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় অতিবিস্তৃত। মূলের একাদশ ও দ্বাদশ স্তবকদুটিতে অবৈধ সম্ভোগের ঔচিত্য সম্পর্কে পদ্মাবতী ও কুমুদিনীর যে উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে অনুবাদে তা বর্জিত। দ্বাদশ স্তবকের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি অবশ্য দশম স্তবকের অনুবাদের মধ্যে বর্তমান। দশম স্তবকের মূল বক্তব্য অনুবাদ স্তবকটিতে অনুবাদকের যৌবন-তত্ত্বব্যাখ্যাসহ কুমুদিনীর মুখে উপস্থাপিত। দোহা অংশের কৃষ্ণগোপী প্রসঙ্গটি অবশ্য অনুবাদে অনুপস্থিত।

ঝিঙ্কর ঝঙ্কার[১] ডাকউক কর[২] ২
ভেক ভর ২ বোল[৩] করে।
চাত[৪] পিউক বর দহএ মনভব[৫]
সিখরে সিখী মত্ত বোলে রে[৬] ॥
এ হেন প্রবিট কাল উতকট
করএ ছটফট[৭] সাই রে।
সেত[৮] মএ পুরি সমএ ঝুরি ২
জার সংগে মো[৯] হইরে ॥
সরস বদর বহুল আদর
নিরস দেসে বরিরে[১০]।
খান মাগন আরতি কারন
ভনএ[১১] আলাঅল হিনে বে ॥†

ঝিঙ্কুর ঝঙ্কার ডাহুকের স্বর
ভেক বার বার রোল করে রে।
চাতক পিক রব দহয় মনোভব
শিখরে শিখিনী মত্ত বোলে বে ॥
এহেন প্রাবৃট কাল উৎকট
করয় ছটফট সই রে।
শ্বেতময় পুরী সময়ে ঝুরি ঝুরি
কার সংগে মোহ হই রে ॥
সরস বাদর বহুল আদর
নীরস দোসর বিহীনে রে।
খান মাগন আরতি কারণ
ভণয় আলাওল হীনে রে ॥

যমক ছন্দ

কুমুদিনি বচনে অতুষ্ট পদ্মাবতি[১২]।
অসথ্য[১৩] ইঙ্গিতে অনুরক্ত[১৪] নহে শতি[১৫] ॥*
বলিল[১৬] তাহার উরে লাগাউক আগুনি।
আন ভোম[১৭] সুখে রত[১৮] ছারিষা আপনি ॥
কন্টক ফুটএ পদে গেলে আন[১৯] বাটে।
দুই নৃপ কদাপি ন বৈসে এক পাটে ॥
প্রভুর পিরিতি ভাবে নিজ প্রানি দিমু।
এ জর্ম্মে ন পাও[২০] জদি জর্ম্মান্তবে পাইমু ॥
এক ছারি দোসব ভাবিলে নহে শতি[২১]।
সংসারে কলঙ্ক পরকালে[২২] অধগতি ॥
জিবন জোবন করোঁ প্রভুর নিছনি।
শ্বামি[২৩] বিনে সুক[২৪] মুখ দিয়া জে আগুনি ॥

কুমুদিনী বচনে অতুষ্ট পদ্মাবতী।
অসত্য ইঙ্গিতে অনুরক্ত নহে সতী ॥
বলিল তাহার উরে লাগাউক আগুনি।
আন প্রেম সুখে রত ছাড়িয়া আপনি ॥
কণ্টক ফুটয় পদে গেলে আন বাটে।
দুই নৃপ কদাপি না বৈসে এক পাটে ॥
প্রভুর পিরীতি ভাবে নিজ প্রাণ দিমু।
এ জন্মে না পাও যদি জন্মান্তরে পাইমু ॥
এক ছাড়ি দোসর ভাবিলে নহে সতী।
সংসারে কলঙ্ক পরকালে অধোগতি ॥
জীবন যৌবন করোঁ প্রভুর নিছনি।
স্বামী বিনে সুখমুখে দেই যে আগুনি ॥(জা ১৩)

১ ঝিঙ্কুর ঝাঙ্কার ২ ডাউকেব রব ৩ ভেগে বর রোল ৪ চাতক ৫ দহন্ত ভোবসী মোবে ৬ সীখরে সীখীনি মত্তা বলরে ৭ সটপট ৮ শ্রেত ৯ মোহ ১০ ধররে ১১ ভনএ ১২ পদ্মাবতি ১৩ অসৈত্য ১৪ অনু ভক্ত ১৫ সাঁতি ১৬ বুলিল ১৭ প্রেম ১৮ বঞ ১৯ যান ২০ না পামু ২১ সাঁতি ২২ পরলোকে ২৩ স্ব্যামী ২৪ সুখ

† পদের ধ্রুবপদটি পুথিতে নেই। হবিবী সংস্করণে তা নিম্নরূপ—
হায় তোরে প্রেম প্রিয়া নহে।
কিরূপে যৌবন দুঃখ সহে ॥

* হবিবী সংস্করণে এরপর দুটি অতিরিক্ত চরণ—
স্বিজ নহে সখী নহে জানিল কুটনী।
নানাছলে কথা কহে বাক্য নাহি শুনি ॥

শব্দার্থ টীকা : ঝিঙ্কুর—ঝিঁঝির ঝঙ্কার
প্রাবৃট—বর্ষা
শিখিনী—ময়ূরী

মন্তব্য : কুমুদিনী-কণ্ঠে মল্লার রাগে গেয় এই বর্ষাগীতটি আলাওলের বৈষ্ণবপদপ্রভাবিত গীতরচনার নিদর্শন। পদের ভণিতা অংশটিতে মাগনের খান উপাধিটি লক্ষণীয়। মাগন যে হিন্দু নন মুসলমান, ভণিতার এই অংশটি তার সমর্থন।

ত্রয়োদশ স্তবকের অনুবাদে পদ্মাবতীর অনুযোগভঙ্গী মূলানুগ হলেও মূলে পদ্মাবতীর ক্রোধ যেমন উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে অনুবাদে ততটা তীব্র নয়। বিপথে গেলে কাঁটাফোটার উপমাটি অনুবাদে নব সংযোজিত। আবার মূলের দোহা অংশে ভর্তৃহরি-পিঙ্গলার প্রসঙ্গটি অনুবাদে অনুপস্থিত।

কুমুদিনি বোলে বালা সে কোন[১] ভোজন।
তাহাত[২] নাহিক সংগে দেসের ব্যঞ্জন ॥
একই ব্যঞ্জনে ভক্ষ[৩] অলক্ষির চিন।
ষুনিদি পাটাইলে আপনা[৪] কিবা ভিন ॥
জগ্য ২[৫] বুজিয়া করিব আলাপন।
কালক্রমে অংগে[৬] হানি পরে প্রযজন[৭] ॥
জেন নিজ অংগ হোন্তে[৮] ব্যাধির সঞ্চার।
বনের ওষধি আসি খরে জে প্রকার[৯] ॥
প্রবল বিরহ বোগ সরিরেত তোর[১০]।
নয়নে[১১] ন সহে ভার প্রাণ পোরে মোর ॥

দুতির বচনে সতি কহে[১২] মন্দাদবে[১৩]।
ধাঞি হইয়া[১৪] পাপপন্ত দ্রশাহ সিরে[১৫] ॥†

কুমুদিনী বোলে বালা সে কোন ভোজন।
যাহার নাহিক সংগে দোসর ব্যঞ্জন ॥
একই ব্যঞ্জনে ভক্ষ্য অলক্ষ্মীর চিন।
সুনিধি পাঠাইলে আপনা কিবা ভিন ॥
যোগ্যাযোগ্য বুঝিয়া করিব আলাপন।
কালক্রমে অংগে হানি পরে প্রয়োজন ॥
যেন নিজ অংগ হোন্তে ব্যাধির সঞ্চার।
বনের ঔষধ আনি করে প্রতিকার ॥
প্রবল বিরহ রোগ শরীরেত তোর।
নয়নে না সহে ভার প্রাণ পোড়ে মোর ॥ (জা. ১৪)

দূতীর বচনে সতী কহে মন্দাদরে।
ধাঞি হই পাপপন্থ দর্শাও আমারে ॥

গীত ভৈরবী রাগ, ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দ

শাতি শম্ব ছারে[১৬] আতি পাপ[১৭] বাবে
পাতি প্রাতি টারে গাতি লক[১৮]গারে (ধুযা)
পিতা শীল[১৯] নাশে হিতাহিত হাশে[২০]
ষুবুক্তিক[২১] পাশে কুকৃত্তি[২২] প্রকাশে
অলংগাতা[২৩] লোভা ষুপ্রভায় শোভা[২৪]
কুলাঙ্কিনি বিবা[২৫] সব কুল দ্রোবা
অধায্য পবিত্র[২৬] অসত্ত্বা[২৭] চরিত্র
অহিত্বা পরাদেশী[২৮] কদা ন মিত্র
উদারঞে সাধা[২৯] গুনি লুপি বন্দু
শ্রীগুপ্ত মাগন খেমা শত্ত্ব[৩০] সিন্দু

সতী সত্য ছাড়ে অতি পাপ বাড়ে
পতি প্রতি ঠারে গতি লংকাগারে (ধ্রু)।
পিতা-শীল নাশে হিতাহিত হাসে
শুভ কৃতি পাশে কুকৃতি প্রকাশে।
অনংগাতি-লোভা সুপ্রভায় শোভা
কলাংকিনী বিভা সব কুল দ্রবা।
অতি অপবিত্র অসতী চরিত্র
অহিত সে পাত্র কদাচ না মিত্র।
উত্থার সাধু গুণিগণ বন্ধু
শ্রীযুত মাগন ক্ষমা সত্যাসিন্ধু ॥

১ কন ২ জাহার ৩ ভৈক্ষ ৪ ষুনিধি পাইলে আপনার ৫ জৈগ্য ২ ৬ আধ্য ৭ পরজন ৮ হন্তে ৯ বনের অযুদি আনি করে প্রতিকার ১০ সরির তাহার ১১ নয়্যান ১২ নহে ১৩ মন্দ ধারে ১৪ হই ১৫ দ্রসাও আমার † হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত দুচরণ

বাপ রাজ্য বিপ্রসুতা জানিলুম ক্রমে।
আপনে নিকটে রাখি কুটনি বিসমে ॥

১৬ সতিত্ব না ছাড়ে ১৭ প্রেম ১৮ বব ১৯ সীর ২০ হাঁসে ২১ ষুক্তিতিক'ক ২২ কুক্রিতি ২৩ অলংগাতি ২৪ ষুপ্রভা অসোভা ২৫ কুলঙ্কানিত্ব সাহাএ ২৬ অধৈজ্ঞ পরএ ২৭ অসাত্ব ২৮ অহিত্বা পদেসী ২৯ উন্ধারেত্ব সাধু ৩০ খেমাসীল

মন্তব্য : চতুর্দশ স্তবকের অনুবাদ মূলের প্রথম দুটি লাইন বাদ দিলে মোটামুটি স্বাধীন রচনা। পদ্মাবতীর অনুযোগমূলক গীতিস্তবকটি মূলে নেই, এটি আলাওলের নিজস্ব সংযোজন। পদের কিছু কিছু শব্দ দুর্বোধ্য। ভণিতায় মাগনের উল্লেখ ও পদের ছন্দোবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পুথিপাঠ দুর্বোধ্য হওয়ায় হবিবী সংস্করণ এবং সত্যেন্দ্র সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে ছন্দানুযায়ী একটা পদ-পাঠ দেওয়া গেল।

রাগ শ্রী গান্ধার ঃ যমক ছন্দ

পদ্মাবতি বোলে ষুন ধাঞি কুমুদিনি।
দেখীতে জানিলু[১] হিস বচনে[২] বরিনি ॥
বিরমিলে[৩] কুল মোব জগত উঝল।
চাহসি মিসাইয়া আসি করিতে মিসাল[৪] ॥
ধম্ম মাজে[৫] পাপ দুগ্ধ মুত্রের[৬] চিন।
নুমল কাঞ্চন তাম্রে করে মনে হিন[৭] ॥
কলঙ্কিনি হইতে কহসী উপদেস।
মোর রক্ত ধিক ভবে কে আছে[৮] বিসেস ॥
মোর প্রিয় ভমর প্রচণ্ড জেন ভান[৯]।
অন্য মধুকর দেখো[১০] আঙ্গার সমান ॥

কুমুদিনি[১১] বোলে বালা কর অবধান[১২]।
মসি বিনু কোন চিত্র[১৩] নহে সোভামান[১৪] ॥
স্যামল পোর্তলি সোভা নয়ান ধবলে[১৫]।
অধিক ষুচারু হএ রঞ্জিত কাজলে[১৬] ॥
মসিবিন্দু তিলক[১৭] কপালে অনুপাম।
শুভিত বদন মাজে দন্তবেখা স্যাম ॥
কুচাগ্রে স্যামল মুদ্রা অতি চারুতেব।
নানা ফুলে মধু[১৮] পীএ স্যামল ভ্রমর[১৯] ॥
কেশ তোর শ্যামল অধিক শ্বষুভিত[২০]।
শ্যামল কুবিল রব অতি ষুললিত ॥
কলঙ্কে উঝল চন্দ্র শ্রীজিল গোসাঞি।
কমন শরির আছে জার ছায়া নাই ॥
জৌবনে করিব ষুক বৃধকালে[২১] ধর্ম্ম।
জে লইছে নানা স্বাদ সে শে[২২] জানে মর্ম্ম ॥
মোর চক্ষু ফুটে বালা তোর[২৩] দুক্ষ দেখী।
ভ্রমর মিলাম আনি বোল সশীমুখী[২৪] ॥

পদ্মাবতী বোলে শুন ধাঞি কুমুদিনী।
দেখিতে জানিলু হিত বচনে বৈরিনী ॥
নিরমল কুল মোর জগত উজ্জ্বল।
চাহসি মিসাই মসি করিতে শ্যামল ॥
ধর্মমাঝে পাপ দুগ্ধে গোমূত্রের চিন।
নির্মল কাঞ্চন তাম্রে করে মনে হীন ॥
কলঙ্কিনী হইতে কহসি উপদেশ।
মোর রক্তধিক ভবে কে আছে বিশেষ ॥
মোর প্রিয় ভ্রমর প্রচণ্ড যেন ভান।
অন্য মধুকর দেখি আঙ্গাব সমান ॥ (জা. ১৫)

কুমুদিনী বোলে বালা কর অবধান।
মসি বিনু কোন চিত্র নহে শোভমান ॥
শ্যামল পোতলি শোভে নয়ান ধবলে।
অধিক সুচারু হয় রঞ্জিত কাজলে ॥
মসিবিন্দু তিলক কপালে অনুপাম।
শোভিত বদন মাঝে দন্তরেখা শ্যাম ॥
কুচাগ্রে শ্যামল মুদ্রা অতি চারুতর।
নানাফুলে মধু পিয়ে শ্যামল ভ্রমর ॥
কেশ তোর শ্যামল অধিক সুশোভিত।
শ্যামল কোকিলরব অতি সুললিত ॥
কলঙ্কে উজ্জ্বল চন্দ্র সৃজিল গোঁসাই।
কেমন শবীর আছে যার ছায়া নাই ॥
যৌবনে করিব সুখ বৃদ্ধকালে ধর্ম।
যে লইছে নানা স্বাদ সে সে জানে মর্ম ॥
মোব চক্ষু ফুটে বালা তোর দুঃখ দেখি।
ভ্রমর মিলামু আনি বোল পদ্মমুখী ॥ (জা.১৬)

১ জানিলুম ২ হিত বচন ৩ নিজ মন ৪ চাহ মীসাইতে মাসী কবি রসাতল ৫ মৈধ্যে ৬ গোমুত্রের ৭ নিম্মল কাঞ্চন তাম্র কেন মান হিন ৮ ভব আছএ ৯ বান ১০ আন মদুকর দেখী ১১ কুমুদিনি ১২ অবধান ১৩ কার্জ ১৪ সোবমান ১৫ সোভে নয়ান ধা:প ১৬ কাজল ১৭ মসী সিন্দু তিলেক ১৮ মদু ১৯ ভোমর ২০ ষুভিসত ২১ বৃদ্ধকালে ২২ সে ২৩ মোর চৌক্ষ ফুটএ তোমার ২৪ পদ্মমুখী

শব্দার্থ টীকা ঃ মসি—কালি
মুদ্রা—চিহ্ন

মন্তব্য ঃ পঞ্চদশ স্তবকের অনুবাদ বাচনভঙ্গীতে মূলানুসারী নয়। মূলের উপমা রূপকল্প অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের অসহবস্থান বোঝাতে গিয়ে মূলে সোনা ও সোহাগার মধ্যবর্তী সিসের রাসায়নিক উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, অনুবাদে তা বর্জিত হয়ে দুধ ও চোনার এবং স্বর্ণ ও তাম্রের উপমা ব্যবহৃত। চন্দনে মাছি না বসার দৃষ্টান্ত-অলঙ্কারটিও অনুবাদে বর্জিত। মূলের দোহা অংশটিও অনুবাদে অনুপস্থিত। ষোড়শ স্তবকের অনুবাদে কুমুদিনীর কৃষ্ণবর্ণস্তুতি-প্রসঙ্গগুলির অনেকগুলিই মূলানুসারী, কিন্তু কিছু কিছু ব্যতিক্রমও আছে। মসিচিত্রের প্রসঙ্গটি অনুবাদে নূতন, মূলে নেই। মূলে আছে কপোলে কালো তিলের শোভার কথা, অনুবাদে আছে কপালে কৃষ্ণ তিলকের সৌন্দর্য। কালো কোকিল ও কলঙ্কিত চন্দ্রের কথা মূলে নেই। দোহা অংশের দেবপাল নামের ঘোষণা অনুবাদে অনুপস্থিত। অনুবাদে চতুর্দশ স্তবকের দোহাটি অনুপস্থিত।

কুমুদিনি বচনে রুসীল পদ্মাবতি[১] ।
ধাঞি বুলি হেন বাক্য না কর বিপতি[২] ।।*

১ পদ্মাবতি
২ ধাঞি বোলে হেন বাক্ক করহ কিগতি

* 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত অংশ—
ধাএতে লবন যত দেও কেনে ঘন ।
মন্দ রাসী বুলি জদি ক্রোন্ধ হৈব মন ।।†
পাসেতে মুকুর রাখী সেই দিল্লিস্বর ।
নিরক্ষিল মোর রূপ দ্রপন অন্তর ।।
দেখী দুক্ষিনির বুপ সাহা ধম্মসীল ।
কাম বসে জরি সাহা মুশ্চাগত হৈল ।।
তবে প্রভু কৃপামএ মোকে করি রোস ।
মোহর প্রাণের পবে হৈল অসন্তস ।।
সেই ক্রোন্ধে পতি মোর বান্ধনে পরিল ।
জগভরি এই মোর অজস রহিল ।।
দুগ্ধ ঘট বার তিল গোমএ মৈলন ।
অম্রেত নিপীলে নিমে তিত না ছারন ।।
সতি নাস হএ দিষ্টী হৈলে স্যামী বিনে ।
লোভে পাপ বেদে সাস্ত্রে ভাবি দেখ মনে ।।
পাপ মৃত্যু নও দুক্ষ পুবান বথনে ।
ফলাফল হৈব হেন ন ভাবিলুম মনে ।।
হেন অসর্দ্রিস কম্ম অভাগী করিলুম ।
তার প্রতিফলে প্রিআ পাসে তো হারাইলুম ।।
এই মতে কটু উত্তর পদ্মাবতি বানি ।
জিজ্ঞাসীলে ধাঞি স্থানে কহে পুনি পুনি ।।

† হরিবরী সংস্করণে এরপর চারটি অতিরিক্ত পংক্তি—
এক মোর ভাল মন্দ আছিল এহাতে ।
পাছে কি হইল কবি না চিন্তিলুম তাতে ।।
প্রাণ সম সখী মুখে শুনিয়া বাখান ।
লুকিয়া চাহিতেছিল তাহার বদন ।।

কুমুদিনী বচনে রুষিল পদ্মাবতী ।
ধাঞি বুলি হেন বাক্য করহ বিগতি ।।
ধায়েতে লবণ যত দেও কেনে ঘন ।
মন্দ রাশি বুলি যদি ক্রুদ্ধ হইব মন ।।
পাশেতে মুকুর রাখি সেই দিল্লীশ্বর ।
নিরক্ষিল মোর রূপ দর্পণ অন্তর ।।
দেখি দুঃখিনীব রূপ সাহা ধর্মশীল ।
কামরসে জরি সাহা মূর্চ্ছাগত হইল ।।
তবে প্রভু কৃপাময় মোকে করি রোষ ।
মোহর প্রাণের পরে হইল অসন্তোষ ।।
সেই ক্রোধে পতি মোর বান্ধনে পড়িল ।
জগভরি এই মোর অযশ রহিল ।।
দুগ্ধঘট হয় তিক্ত গোময মিলনে ।
অমৃত নিপীলে নিমে তিত না ছাডনে ।।
সতি নাশ হয দৃষ্টি হইলে স্বামী বিনে ।
লোভে পাপ বেদে শাস্ত্রে ভাবি দেখ মনে ।।
পাপে মৃত্যু নয দুঃখ পুরাণ কথনে ।
ফলাফল হইব হেন না ভাবিলুঁ মনে ।।
হেন অসদৃশ কর্ম অভাগী করিলুঁ ।
তার প্রতিফলে প্রিয়াপাশে তো হারাইলুঁ ।।
এই মতে কটু উত্তর পদ্মাবতী রাণী ।
জিজ্ঞাসিলে ধাঞি স্থানে কহে পুনি পুনি ।।

শব্দার্থ টীকা : বিগতি—ব্যক্ত
গোময়—গোবব
নিপীলে—পান করলে

মন্তব্য : বর্তমান স্তবকটি মূল-বহির্ভূত। মূলে ষোড়শ স্তবকের দোহা অংশের মধ্যেই কুমুদিনীর মুখে দেবপালের নামটি উচ্চারিত হয়েছে। দেবপালের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মূলের সপ্তদশ স্তবকে পদ্মাবতীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বর্ণিত। কিন্তু অনুবাদে নামোদ্ঘাটনকে বিলম্বিত করে পদ্মাবতীর বিলাপকে আরও দীর্ঘতর করা হয়েছে। বর্তমান স্তবকে পদ্মাবতীর মুখে আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ-সহ নানাপ্রকার নীতিকথা উচ্চারিত। মূলে যেখানে আছে দেবপালের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, অনুবাদে সেক্ষেত্রে আরও কিছুক্ষণ বিবৃতি ও বিলাপ গীতের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী ঘটনাকে বিলম্বিত করে নীতিবচন ও আদর্শকথা শোনানো হয়েছে।

গীত রাগ আশোয়ারী

ওহ[1] বরি টিটা[2]   কুটিল[3] কুলটা
পাপ কি বচন যুনাও সেরে[4] ।
গর[5] মধু গরি   কুল মোহাকারি
ধিক ২ চরাও সে রে[6] ।।
পরিখে যুদুতি[7]   যুজনি ন হোতি[8]
কপট বচন তোর সখীরে[9] ।
জল মহ[10] আগি   কবহু[11] না লাগি
মলয়জ বৈট না[12] মাখিরে ।।
ধরম সি রুধি[13]   হেন উপবুধি[14]
ফিরি ২ কুবচনা বোলহ[15]রে ।
পরিহর আসা   আটার বাতাসা
গিরিবর কহু না তোলে রে[16] ।।
অধর পন্তথা[17]   চলএ জোগতা[18]
তাবক সরিরি[19] পটু জাগে রে ।
রসীক যুজনা[20]   গুন পরমানা[21]
মাগন কৃতি বিরাজে বে ।।

ওহ বড়ি ঠেটা   কুটিল কুলটা
পাপ কুবচন শুনায় সে রে ।
গরল গারি   কুল মহাকারি
ধিক ধিক সরাও অচিরে ।।
পরিখে সুদুতি   সুজন না হোতি
কপট বচন তার সখীরে ।
জল মাহ আগি   কবহু না লাগি
মলয়জে বৈঠে না মাখী রে ।।
ধরম সে রোধি   হেন উপরোধি
ফিরি ফিরি কুবচন বোলে রে ।
পরিহর আশে   আশার বাতাসে
গিরিবর কভু না টলে রে ।।
অধোপরি পাতা   চলয় যুগতা
তবে শিরোপরি জাগে রে ।
রসিক সুজন   গুণে পূরি মন
মাগন কৃতি বিবাজে রে ।।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ লেব নাগরী সংস্করণে পদটির পাঠ—

এহা বড়ি ঠেটা   কুটিল কুলটা
পাপ কুবচনে শোভা ওরে ।
বর বধু নারী   কুল মহাবৈরী
ধীরে ধীরে সরাও অচিরে ।।
আরে খল দূতী   কুজনী লো অতি
কপট বচন তোর সখীরে ।
অনলে মহা আগি   থর হীন লাগি
অমিয়া বচন মুখে মাখি রে ।।
ধরম বিরোধী   হেন উপরোধি
ফিরি ফিরি কুবচন বল রে ।
পরিহরি আশ   আশার বাতাস
গিরিবর কভু না টলে রে ।।
অধোবরি পাতা   চলয় যুগতা
তবে শিরোপরি জাগে রে ।
রসিক সুজন   গুণে ভর মন
মাগন কিরিতি বিরাজে রে ।।

শব্দার্থ টীকা : গারি—গালিয়ে
কারি—কালি
ঠেটা—ধূর্তা
মাখী—মাছি
মাহ—মাঝে
মলয়জ—চন্দন
অধোপরি পাতা—অংকুরোদ্গত পত্রযুগল

১ ওহ ২ পাটা ৩ কুকিল ৪ চিবে ৫ গরল ৬ ধিরে ২ চরাও চিরে ৭ পার খন্ড দূতি ৮ যুজন নহোতি ৯ সীরে ১০ জল মোহা ১১ করেহ ১২ বনজ বটন ১৩ সরিরে ১৪ রুধি ফিরে ১৫ বোল ১৬ কহু নান্ত রে ১৭ পন্থতা ১৮ জোগাতা ১৯ তার সীর ২০ যুজন ২১ গুনে পরিমন

মন্তব্য : অনুবাদের গীতিস্তবকটি আলাওলের স্বাধীন রচনা। মূলে এই জাতীয় বিলাপ পদ নেই। পুঁথিপাঠ অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য। হবিবী সংস্করণ এবং সত্যেন্দ্র সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে সম্ভাবিত একটি পদপাঠ নির্ণয় করা গেল। মূলে কুমুদিনীর কুপ্রস্তাবে ক্রুদ্ধা পদ্মাবতী সখীদের আহ্বান করে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করলেন। এখানে পদ্মাবতীর পদলালিত্যপূর্ণ বিলাপোক্তি যতোটা গীতিময় ততোটা চরিত্রদ্যোতক নয়। পদটিতে ব্রজবুলিভাষা ও হিন্দীভাষার প্রভাব লক্ষণীয়।

যমক ছন্দ

পুনরপি[১] বোলে দুতি শুন বরবালা[২] ।
দেখীতে ন পারো[৩] তোর বিরহের জালা ॥
সংসারে কি কাজ[৪] অর্থ[৫] সুখ নাহি জদি ।
পঞ্চস্বামি[৬] সেবি সতি হইল দ্রোপদি[৭] ॥
দান পুন্যভুকির পাতক নাশ হএ ।
তপস্যি ধর্ম্ম সরিরে কথ কষ্ট সহে ॥[৮]
বৈবহার ধর্ম্মে শুনে কহে আন কথা ।
পরমার্থে[৯] একমাত্র জানিয় সর্ব্বথা ॥
জয় জিব জম্ভে[১০] সীব জত্র নারি গৌর ।
শর্ব্ব[১১] সীমু মএ জগ[১২] বুজহ বিচারি ॥
সংসারে পুরুস এক একহি[১৩] রমনি ।
এক কাম এক প্রানি ন[১৪]জানে তত্তজ্ঞানি ॥
তবে কি সংসারে জগ্য অজগ্য[১৫] চাহিব ।
রশী লাগি রসীক জিবন ত্যাগীব ॥
বালি[১৭] বিনু সুগ্রিব[১৮] বরিল তারাবতি ।
তথাপি সংসার মাজে তারা মোহাসতি ॥
মোহাকষ্ট বন্দনে পরিল তোর স্বামি[১৯] ।
জিবনে নাহিক মুক্ত[২০] বুন্ধি দিল আমি[২১] ॥
স্বামি বিনু নারির[২২] সেবকে ন মানএ ।
অন্যায়ক দেস হইলে অর্থান্তর হএ ॥[২৩]
এথেকে কহম তোব[২৪] হিত উপদেশ ।
দেওপাল ভজিয়া রাখহ নিজ দেস ॥
সুক[২৫] আর শম্পদ[২৬] পাইবা দুই বস্তু ।
রত্নশেন হোন্তে[২৭] ধিক বোলএ অবস্তু ॥

১ পুনরবি ২ রাজবালা ৩ পারি ৪ কাজ ৫ আপ্ত ৬ পঞ্চস্ব্যামি ৭ দ্রোপতি ৮ তপসীর ধম্ম কষ্ট সরিরেতে সহে ৯ পরে মাত্রে ১০ জন্তে ১১ সর্ব্ব ১২ জৈগ্য ১৩ একই ২৪ কায়্যা ১৫ 'ন' বর্জিত ১৬ জৈগ্য অজৈগ্য ১৭ বলি ১৮ সুগন্বে ১৯ স্ব্যামী তোর ২০ মুক্তি ২১ বুন্ধি সুন'মোর ২২ স্ব্যামী বিনে নারিরে ২৩ অন্য এক দেসে হৈলে অন্তরে রহএ ২৪ কহিএ তোরে ২৫ সুখ ২৬ সম্পদ ২৭ হন্তে

পুনরপি বোলে দূতী শুন বরবালা ।
দেখিতে না পারি তোর বিরহের জ্বালা ॥
সংসারে কি কাজ আত্মসুখ নাহি যদি ।
পঞ্চস্বামী সেবি সতী হইল দ্রোপদী ॥
তপস্বীর ধর্ম কষ্ট শরীরেতে সহে ।
দানে পুণ্য ভোগীর পাতক নাশ হয় ॥
বৈবহার ধর্মে শুন কহে আন কথা ।
পরমার্থে একমাত্র জানিও সর্বথা ॥
যত্র জীব তত্র শিব যত্র নারী গৌরী ।
সর্ব বিশ্বময় দেব বুঝহ বিচারি ॥
সংসারে পুরুষ এক একই রমণী ।
এক কায়া এক প্রাণ জানে তত্ত্বজ্ঞানী ॥
তবে কি সংসারে যোগ্য অযোগ্য চাহিব ।
রস লাগি রসিক জীবন তেয়াগিব ॥
বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী ।
তথাপি সংসার মাঝে তারা মহাসতী ॥
মহাকষ্ট বন্ধনে পড়িল স্বামী তোর ।
জীবনে নাহিক মুক্তি বুঝি শুন মোর ॥
স্বামী বিনু নারীরে সেবকে না মানয় ।
অন্য এক দেশ হইলে অর্থান্তর হয় ॥
এথেকে কহিয়ে তোরে হিত উপদেশ ।
দেওপাল ভজিয়া রাখহ নিজ দেশ ॥
সুখ আর সম্পদ পাইবা দুই বস্তু ।
রত্নসেন হোন্তে ধিক বোলয় অবস্তু ॥

শব্দার্থ টীকা : বৈবহার—ব্যবহার

মন্তব্য : গীত-পরবর্তী এই স্তবকটিও মূলে নেই । এটিও আলাওলের নিজস্ব সংযোজন । পদ্মাবতীকে বিপথে আনার জন্য কুমুদিনীর এই পৌরাণিক দৃষ্টান্তবহুল উপদেশ-ভাষণ এবং পুরুষ-রমণী সম্পর্কিত তত্ত্বকথা মূলাতিরিক্ত দূতিয়ালীর চমৎকার নিদর্শন ।

দেওপাল নামে রাণি ক্রোধগত হইয়া[১] ।
তর্জ্জিয়া উটীল কুটুনিরে[২] গালি দিআ ।।
নহশী মোহর[৩] তুই ধাএ্র কদাচিত ।
দেওপালে পাঠাইছে জানিলু[৪] নিশ্চিত ।।
বৃধ হইয়া[৫] তোর হেন দালালি[৬] বচন ।
ন জানি জৈবন[৭] কালে আছিলি কেমন ।।
কেমন কুকুর খুদ্র নামে দেওপাল ।
সিংগের রমনি আসা করএ শ্রীকাল[৮] ।।
হেন বাক্য[৯] কহসী আশীয়া মোর আগে ।
পরাণে মারিলে[১০]তোকে বধ নহি[১১] লাগে ।।
এ বুলি ইঙ্গিত কৈল দাসীগন প্রতি ।
বোলে[১২]ধরি কুটুনি কুটীল কিল লাতি ।।
নাসা বর্ন্ন[১৩] কাটি দুতি বাহির করিয়া ।
মোনা দি[১৪] ফিবাইল তাবে গন্ধবে তুলিয়া ।।†

শ্রীজুত[১৫] মাগন ধির সত্ত্বের[১৬] অবাধ ।
গুনিগন মন তোসে রসের উদধি[১৭] ।।~
হরসীতে জিংগাসিল আলাঅল স্থানে ।
রত্নশেন মুক্ত কহ[২৮] হইল কেমনে ।।
কি বুদ্ধি বাদিলা গোরা আনিল নৃপতি ।
কোন[২৯] মতে শ্বামি[৩০] পুনি পাইল পদ্মাবতি ।।
তাহান আদেশ[৩১] শুনি মন কুতুহলে ।
রত্নশেন মুক্ত[৩২]কথা কহে আলাওলে ।।

দেওপাল নামে রাণী ক্রোধগত হইয়া ।
তর্জিয়া উঠল কুটনীরে গালি দিয়া ।।
নহসি মোহর তুই ধাএ্র কদাচিত ।
দেওপাল পাঠাইছে জানিলু নিশ্চিত ।।
বৃদ্ধ হৈয়া তোর হেন দালালি বচন ।
না জানি যৌবনকালে আছিলি কেমন ।।
কেমন কুকুর ক্ষুদ্র নামে দেওপাল ।
সিংহের রমণী আশা করয় শৃগাল ।।
হেন বাক্য কহসি আসিয়া মোর আগে ।
পরাণে বধিলে তোরে বধ নাহি লাগে ।।
এ বুলি ইঙ্গিত কৈল দাসিগণ প্রতি ।
চুলে ধরি কুটনী কুটিল কিল লাথি ।।
নাক কান কাটি দূতী বাহিব করিয়া ।
ঢেন্ডরা ফিরাইল তাবে গর্দভে তুলিয়া ।। (জা.১৭)

শ্রীযুত মাগন ধীর সত্যের অবধি ।
গুণী-মনতোষকারী রসের উদধি ।।
হরষিতে জিজ্ঞাসিল আলাওল স্থানে ।
রত্নসেন মুক্ত কহ হইল কেমনে ।।
কি বুদ্ধি বাদিলা গোবা আনিল নৃপতি ।
কোন মতে স্বামী পুনি পাইল পদ্মাবতী ।।
তাহান আদেশ শুনি মন কুতুহলে ।
রত্নসেন-মুক্ত কথা কহে আলাওলে ।।

১ ক্রোধগত হৈআ ২ কুটনিরে ৩ নওসী মোহরে ৪ জানিকুম
৫ বৃদ্ধ হই ৬ দারির ৭ জোবন ৮ শ্রিকালে ৯ বাক্ক ১০ বধিলে
১১ তোরে বদ নই ১২ বল ১৩ নাক কান ১৪ ডেন্ডারা

† হাবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
এমত করিয়া দূতী নেকালি বাহিরে ।
দেওপাল কাছে গেল লজ্জায় অস্থিরে ।।

১৫ ছিরি জোত ১৬ সৈত্তর ১৭ অবধি

~ এরপর 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
পদ্মিনির সতিত্ব শুনিয়া নৃপবর ।
দানে মানে আমা প্রতি তুসীলা সত্তর ।।

২৮ জে ২৯ কন ৩০ স্যামী ৩১ আদেসে ৩২ মোক্ত

শব্দার্থ টীকা : ঢেন্ডরা—ঢ্যাঁড়া
উদধি—সমুদ্র

মন্তব্য : কুমুদিনীর মুখে দেবপাল নামের উল্লেখ এবং তা শুনে পদ্মাবতীর ক্রোধ ও কুমুদিনীকে শাস্তিদানের ঘটনা অনেকটাই সপ্তদশ স্তবকের মূলানুসারী অনুবাদ। যদিও মূলের বাচনভঙ্গী ও দোহা অংশের বৈদগ্ধ্য অনুবাদে নেই। সপ্তদশ স্তবকের পরবর্তী অনুবাদস্তবকে মাগনের প্রশস্তি এবং তাঁর কৌতূহল-জিজ্ঞাসা আলাওলের নিজস্ব সংযোজন।

পদ্মাবতী-গোরা-বাদল সংবাদ খণ্ড

রাগ : গুর্জরী যমক ছন্দ

দুতিরে করিয়া[১] শাস্তি[২] পদ্মাবতি রানি।
অপমানে চাহে বালা তেজিতে পরানি ॥
স্বামি[৩] মোর সীর পরে[৪] নাহি[৫] জে কারন।
হেন খুদ্র অধমে[৬] বোলএ দুর্ব্বচন ॥
সরিরে ন সহে মোর হেন অপমান।
বিস আনি দেও সখী তেজিমু পরান ॥
শখী[৭] বোলে অনুচিত জে জনে কহিল।
হৃদে[৮] অপরাদ জুগ্য[৯] শাস্তি[১০] তেন পাইল ॥
উত্তমেরে অসদ্রুস[১১] অধমে [১২] বোলএ।
স্বর্গেত[১৩] পেলিলে[১৪] থুক বদনে লাগএ ॥
আত্মঘাতি হৈয়া[১৫] কেনে তেজিবা পরান।
তিলেক চলহ গোরা বাদিলার স্থান ॥*
তাবা জদি না করএ রাজার উদ্দেস[১৬]।
তবে সে তেজিয়[১৭] প্রাণ সুন উপদেস ॥
শখির[১৮] বচনে বালা তুরিত গমনে।
পদব্রজে গেলা গোরা বাদিলা সদনে[১৯] ॥
কোন কালে কন্যা নহি[২০] হাটে পদগতি[২১]।
পন্তে ২ রুধিরে তিতিল বসুমতি[২২] ॥†
দুই ভাই দেখী অতি কম্পিত তরাসে।
অংকুরের[২৩] পত্র জেন প্রবল বাতাসে ॥

১ করিআ ২ সাস্তি ৩ স্ব্যামী ৪ মনি ৫ নাই ৬ অধম্মে ৭ সখী
৮ জেন ৯ জৈগ্য ১০ সাস্থি ১১ অসীদ্রিস ১২ অদমে ১৩ স্বর্গেত্তে
১৪ ফেলিলে ১৫ হই
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
সেই দুই আছএ নৃপের প্রান পণ।
ন রাখী তাহার আজ্ঞা পাইস অপমান ॥
১৬ উদ্দেস ১৭ তেজিঅ ১৮ সখীর ১৯ সাদনে ২০ কৈন্যা নাই
২১ পদারতি ২২ বসুমতি ২৩ অশ্বদের
† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
কত ক্ষেনে গেলা জদি বাদিলা মন্দিরে।
সত্তে সত্তে কৈন্যা আসী নিলেক দেখিরে ॥

দূতীরে করিয়া শাস্তি পদ্মাবতী রাণী।
অপমানে চাহে বালা তেজিতে পরাণী ॥
স্বামী মোর শিরোপরে নাহি যেকারণ।
হেন ক্ষুদ্র অধমে বোলয় দুর্বচন ॥
শরীরে না সহে মোর হেন অপমান।
বিষ আনি দেও সখী তেজিমু পরাণ ॥
সখী বোলে অনুচিত যে জনে কহিল।
কৃত অপরাধ যোগ্য শাস্তি তেন পাইল ॥
উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বোলয়।
স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে লাগয় ॥
আত্মঘাতি হইয়া কেনে তেজিবা পরাণ।
তিলেক চলহ গোরা বাদিলার স্থান ॥
সেই দুই আছয় নৃপের প্রাণ প্রাণ।
না রাখি তাহার আজ্ঞা পাইল অপমান ॥
তারা যদি না করয় রাজার উদ্দেশ।
তবে সে তেজিয় প্রাণ শুন উপদেশ ॥
সখীর বচনে বালা তুরিত গমনে।
পদব্রজে গেলা গোরা বাদিলা সদনে ॥
কোন কালে কন্যা নাহি হাটে পদগতি।
পন্থে পন্থে রুধিরে তিতিল বসুমতী ॥
দুই ভাই দেখি অতি কম্পিত তরাসে।
অশ্বত্থের পত্র যেন প্রবল বাতাসে ॥

শব্দার্থ টীকা : থুক—থুথু

মন্তব্য : বর্তমান পরিচ্ছেদের আরম্ভ-স্তবকটি অনুবাদের নবসংযোজন। অপমানিতা পদ্মাবতীর বিলাপ, বিষপানে আত্মহননের অভীপ্সা এবং তদুত্তরে সখীদের নিবারণ, সান্ত্বনা এবং গোরাবাদলের কাছে আশ্রয়গ্রহণের উপদেশ ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ মূলে নেই, পদ্মাবতীকে সখীদের দুঃখসান্ত্বনার প্রসঙ্গটি মূলের প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তিতে ইঙ্গিতে আছে।

পদরেনু ঝারিলেক কেস খশাইআ[১] ।
দুই দিগে বিচে দুই চামর লইআ ।।
বশীতে[২] আসন দিলা ন বসিলা[৩] রানি ।
মুকে ন নিশ্বরে বাক্য[৪] পরে চৌক্ষে পানি[৫] ।।*
ভক্তি ভাবে শান্তাইআ[৬] পুছে[৭] দুই জন ।
অনুচিত কায্য আজি[৮] কিসের কারন ।।
কি লাগিয়া[৯] উলটীব সিলা[১০] গংগা পানি ।
সেবকের গৃহেত আইলা টাকুরানি[১১] ।।
নারি জদি আসি এক[১২] হাংকারে আমারে ।
মস্তক কাটিয়া জাইব[১৩] ঈশ্বরের দ্বারে ।।
কি লাগী এথেক কষ্ট[১৪] কর[১৫] আংগা সার ।
ঈশ্বরির[১৬] কার্য্যে আছে পরানি আমার ।।†

কহিতে লাগিল রানি কান্দিতে ২ ।
রাতুল হইল মহি নয়ানের রক্তে[১৭] ।।

তুক্মি[১৮] দুই নৃপতির[১৯]গৃহে রাজ[২০] স্তম্ভ ।
তুক্মি[২১] দুই মুলে রাজকার্য্যের আরম্ভ[২২] ।।
দুঃখ বৃক্ষ মোর হৃদে বারিল বহুল ।
ষুগে[২৩] সাখা লাগিল পাতালে গেল মুল ।।
ফুল ফল জথ[২৪] ধরে কহন ন[২৫] জাএ ।
মোর দুক্ষ জারে কহো জলিয়া মরএ ।।[২৬]×

১ খসাইআ ২ বসীতে ৩ না বসীল ৪ বানি ৫ চৌক্ষে ঝরে পানি
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু চরণ--
আর বহু রানি আগে আইল নারিগণ ।
রত্নথাল ভরি লইআ সেবাব কারণ ।।
৬ সান্তাইআ ৭ পুছে ৮ কাজ্জ আয়ু ৯ কারনে ১০ সীল ১১ আসীল টাকুরানি ১২ নারি এক আসী জদি ১৩ মস্তকে হাটীআ জাইমু ১৪ দুক্ষ ১৫ কহ ১৬ ইশ্বরের
† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—
স্নেন্যা পরিহর মাতা বৈসহ এখন ।
পরিসৈজ্জা করি সবে আবতে জিবন ।।
এ বুলিআ বহুমুল্য রত্ন অলংকার ।
সীরে ধরি আনি আগে করিলা বেবার ।।
ভিক্ষুক সন্ধাসী আনি লই নিজধন ।
রানিকে নিছিআ দান কৈল দুইজন ।।
দোহার আশ্ব্যাসে রানি সান্ত পদ্মাবতি ।
তিল চিত্ত স্থির হই বসীল যুবতি ।।
১৭ মস্ল্যান রকতে ১৮ তুমী ১৯ নৃপ রাজ ২০ জেন ২১ তুমী ২২ আরম্ব ২৩ স্বর্গে ২৪ ফল ফুল কথ ২৫ সহনে না ২৬ মোর সম দুক্ষ জার সেই পাতিআএ × 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
নৃপতির দাস তুমি নহে দেওয়াল ।
তাহার আরতি মুনি কন্যে লাগে সাল ।।

পদরেণু ঝাড়িলেক কেশ খসাইয়া ।
দুই দিগে বিচে দুই চামর লইয়া ।।
বসিতে আসন দিলা না বসিলা রাণী ।
মুখে ন নিঃস্বরে বাণী চৌক্ষে ঝরে পানি ।।
আর বহু রাণী আগে আইল নারীগণ ।
রত্নথাল ভরি লইয়া সেবার কারণ ।।
ভক্তিভাবে সান্তাইয়া পুছে দুইজন ।
অনুচিত কার্য আজি কিসের কারণ ।।
কি কারণে উলটি বহিলা গংগা পানি ।
সেবকের গৃহেত আসিলা ঠাকুরাণি ।।
নারী যদি আসি এক হাংকারে আমারে ।
মস্তকে হাটিয়া যাইমু ঈশ্বরের দ্বারে ।।
কি লাগি এতেক কষ্ট কহ আজ্ঞা সার ।
ঈশ্বরের কার্যে আছে পরাণি আমার ।। (জা. ১)

কহিতে লাগিল রাণী কান্দিতে কান্দিতে ।
রাতুল হইল আঁখি স্রোত নির্বাহিতে ।। (জা. ২)

তুমি দুই নৃপতির গৃহে রাজস্তম্ভ ।
তুমি দুই মূলে রাজকার্যের আরম্ভ ।।
দুঃখবৃক্ষ মোর হৃদে বাড়িল বহুল ।
স্বর্গে শাখা লাগিল পাতালে গেল মূল ।।
ফল ফুল যত ধরে কহন না যায় ।
মোর সম দুঃখ যার সেই পাতিয়ায় ।।

শব্দার্থ টীকা : বিচে—ব্যজন করে

মন্তব্য : প্রথম স্তবকের অনুবাদে কিছু কিছু নতুন কথা আছে। মূলে আছে গোরাবাদলের কাছে যেতে গিয়ে পদ্মাবতীর অনভ্যস্ত পায়ে ফোস্কা পড়ার কথা, অনুবাদে রক্ত ঝরার চিত্র। গোরা বাদলের ঘরে রত্নথালা ভরে রাণীকে সেবা করার জন্য অন্য নারীদের আগমনবৃত্তান্ত মূলে নেই। স্বর্ণসিংহাসনে রাণীকে উপবেশন করতে বললে রাণীর উপবেশন করার বৃত্তান্ত মূলের কোনো পাঠে আছে, কোনো পাঠে নেই। অনুবাদে না বসার পাঠটিই গৃহীত হয়েছে। রাণীকে দেখে গোরা বাদলের কম্পিত হওয়ার চিত্র মূলে থাকলেও অশ্বত্থপাতার উপমাটি অনুবাদে নূতন। রাণীর আদেশে মস্তকে হেঁটে যাবার আনুগত্য-চিত্রটি অনুবাদকের নব সংযোজনা। দ্বিতীয় স্তবকটি অনুবাদে দুলাইনে সমাপ্ত। পদ্মাবতীর কান্নার প্রসংগটুকুই এখানে আছে। মূলের বিলাপবাণী অনুবাদে বর্জিত।

স্বামি[১] মোর বন্দনে হইল[২] চিরকাল।
কহিতে তোমারে গেলে[৩] না বুলিব[৪] ভাল ॥
দুক্ষ অপমান মোর[৫] সরিরে না সহে[৬]।
স্বামি[৭] পাসে জাইমু প্রান রহে[৮] কিবা জাএ[৯] ॥
তেকারনে গৃহের[১০] বাহির আজি হইলু[১১]।
কুলভয় কুললাজ[১২] সকল তেজিলু[১৩] ॥
জথা মোর প্রানশ্বর আছএ বন্দনে[১৪]।
মুক্ত করাইমু গীযা রহিয়া আপনে ॥

ষুনিয়া বাদিলা গোরা কান্দিয়া কহিলা[১৫]।
জথেক কহিল আমী নৃপে ন ষুনিলা[১৬] ॥*
তার প্রতিফল রাজা পাইল হাতে ২।
তুম্মি[১৭] কথা জাইবা মাতা আমাবা থাকিতে ॥
আমি দুই ভাই জদি হৈল[১৮] পরলোক।
তবে সে ভাবিয় মাতা নৃপতির শোক[১৯] ॥†
অগস্ত্য[২০] উগীল এবে ষুখাইল নিব।
অশ্বপীঠে পলান[২১] পবিল হৃত স্থিব[২২] ॥
এবে রাহু ভেদি যামি[২৩] ছেবাইব যুব।
খন্ডিব তোমাব মনে[২৪] দুক্ষের অঙ্কুব ॥
চন্দ্রের নিকটে ষুব মিলাইব আনি।
রজনি মাজারে[২৫] জেন উগে দিনমনি ॥
তবে সে বাদিলা গোবা[২৬] বোলাইব[২৭] নাম।
কিবা মারো[২৮] কিবা করো[২৯] সিন্ধি[৩০] মনষ্কাম ॥

১ স্যামী ২ পরিল ৩ না কহি তোমারে গেলে ৪ বুলিন ৫ জথ ৬ সএ ৭ স্যামী ৮ জাএ বএ ১০ গ্রিহের ১১ হৈলুম ১২ কুল লাজ কুল ভএ ১৩ তেজিলু ১৪ বদনে ১৫ কহিল ১৬ না ধরিল

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
তুরুকের কপট বুজিআ ভাল মতে।
সকল বুজিল আমী করিতে ইঙ্গিতে ॥

১৭ তুমী ১৮ হই ১৯ সোক

† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
জথেক কহিলা দুক্ষ সকল উচিত।
সতেত আচএ চিত্ত মরিতে সহিত ॥

২০ উগ্রস ২১ ফল না ২২ পরিলে নহে স্তির ২৩ ভেদি আমী ২৪ মন ২৫ প্রভাতে ২৬ গৈরা ২৭ বোলাইমু ২৮ মরো ২৯ করো ৩০ সীন্ধি

স্বামী মোর বন্ধনে পড়িল চিরকাল।
তোমারে কহিতে গেলে না বুলিব ভাল ॥
দুঃখ অপমান মোর শরীরে না সয়।
স্বামীপাশে যাইমু প্রাণ রহে কিবা যায় ॥
তেকারণে গৃহের বাহির আজি হইলু।
কুলভয় কুললাজ সকল তেজিলু ॥
যথা মোর প্রাণেশ্বর আছয় বন্ধনে।
মুক্ত করাইমু গিয়া রহিয়া আপনে ॥ (জা ৩)

শুনিয়া বাদিলা গোরা কান্দিয়া কহিলা।
যতেক কহিল আমি নৃপে না শুনিলা ॥
তুরুকের কপট বুঝিযা ভাল মতে।
সকল বুলিল আমি করিতে ইংগতে ॥
তার প্রতিফল রাজা পাইল হাতে হাতে।
তুমি কোথা যাইবা মাতা আমরা থাকিতে ॥
আমি দুই ভাই যদি হই পরলোক।
তবে সে ভাবিও মাতা নৃপতিব শোক ॥
যতেক কহিলা দুখ সকল উচিত।
সতত আছয় চিত্ত মরিতে সহিত ॥
অগস্ত্য উগিল এবে শুখাইল নীর।
অশ্বপৃষ্ঠে পলান পরিলে হইব স্থির ॥
এবে বাহু ভেদি আমি উদ্ধারিব সুব।
খন্ডিব তোমার মনে দুঃখের অঙ্কুব ॥
চন্দ্রেব নিকটে সুর মিলাইব আনি।
রজনী প্রভাতে যেন উগে দিনমণি ॥
তবে সে বাদিলা গোরা বোলাইমু নাম।
কিবা মরো কিবা করো সিদ্ধি মনস্কাম ॥ (জা. ৪)

শব্দার্থ টীকা : চন্দ্রের নিকটে সুর—পদ্মাবতীর সঙ্গে রত্নসেন
উগে—উদিত হয়
অগস্ত্য উগিল—অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হল অর্থাৎ শরৎকাল এল।
পলান—লাগাম। মূলে আছে 'পলানি'।
(পারিহি পলানি তুরঙ্গ পীঠিহ)

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের প্রথমাংশের অনুবাদ মূলানুসারী, পরবর্তী অংশে প্রকৃতির ক্রন্দনচিত্রটি অনুবাদে বর্জিত। চতুর্থ স্তবকের অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগামী। স্তবকের শেষ দুটি পংক্তি নব সংযোজিত।

এথ[১] যুনি রানি দুহানেরে[২] দিলা পান।
প্রশংসা বচনে বহু করিলা সম্মান ॥
তুহ্মি দুহা[৩] মোহর অংগদ হনুমান।
ভিম জে অজ্জুর্ন সম মোহা বলবান ॥[৪]
তোমা বিনু[৫] মোর কার্য্য[৬] কে সাদিব আর।
তুহ্মি[৭] দুই পুত্র দুক্ষ খন্ডাও আমার ॥†
বহু স্তুতি রানিরে করিয়া দুই ভাই।
রত্ন চতুর্দ্দোলে করি[৮] দিলেক পাটাই ॥
হরসীত হইযা[৯] রানি পাটেত উটীলা।
চলিতে বাদিলা গোবা[১০] জুক্তি আরম্ভিলা ॥

১ এথ ২ দোহানেরে ৩ তুমী দুই ৪ ভিম অজ্জুর্ন সমান দোহান বলবান ৫ তুমী বিনে ৬ কাজ ৭ তুমী ৮ তুলি ৯ রানি ১০ গৌরা

† হাবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত চার পংক্তি—
রাণীর কাতর বাণী শুনি দুই ভাই।
করযোড়ে ভক্তি করি কহিল বুঝাই ॥
জলপান করাইতে বহু যত্ন কল্যা।
মরমে বিরহ দুঃখ কিছু না ভাঙ্গিলা ॥

এত শুনি রাণী দোহানেরে দিলা পান।
প্রশংসা বচনে বহু করিলা সম্মান ॥
তুমি দুই মোহর অংগদ হনুমান।
ভীম-অর্জুন সমান দোহান বলবান ॥
তোমা বিনে মোর কার্য কে সাধিব আর।
তুমি দুই পুত্র দুঃখ খন্ডাও আমার ॥ (জা. ৫)
বহু স্তুতি রাণীরে করিয়া দুই ভাই।
রত্ন চতুর্দোলে তুলি দিলেক পাঠাই ॥
হরষিত হইয়া রাণী পাটেত উঠিলা।
চলিতে বাদিলা গোরা যুক্তি আরম্ভিলা ॥ (জা.৬)

শব্দার্থ টীকা : দোহানেরে—দুজনকে
অংগদ—বালীপুত্র ; মূলে অঙ্গদ ও হনুমান ছাড়া আরও দু-একটি বীর-যুগলের কথা আছে।
মোহর—আমার।

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকটির অনুবাদ মূলানুগ হলেও খুবই সংক্ষিপ্ত। গোরা-বাদল-প্রশস্তি প্রসংগে পদ্মাবতীর মুখে মূলের পঞ্চম স্তবক জুড়ে যে বিস্তারিত পৌরাণিক বীর-তালিকা আছে তার মধ্যে রামায়ণ থেকে একজোড়া এবং মহাভারত থেকে একজোড়া নাম নির্বাচন করে পঞ্চম স্তবকের অনুবাদে দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠস্তবকের অনুবাদও মূলের সংক্ষিপ্ত ঘটনা-নির্দেশ। রাণীর উদ্দেশ্যে গোরা বাদলের স্তুতিবচনগুলি অনুবাদে বর্জিত। রাণীর গৌরবময় প্রস্থান-সৌন্দর্যও অনুবাদে অনুপস্থিত।

পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খণ্ড

বিরলে বসীয়া দুহ করে তবে জুক্তি[১] ।
কোণ বুদ্ধি[২] হইবেক রাজার জে মুক্তি[৩] ॥
বাদিলা বোলএ জুদ্ধ[৪] করি একবার ।
কিবা মরি কিবা করি ইশ্বর উদ্ধার ॥
গোরাএ[৫] বোলএ ভাই তোমা[৬] অল্পবুদ্ধি ।
মত গর্ব্ব না বুঝ[৭] বিসম কায্যষুদ্ধি ॥
জার দর্পে চৌখণ্ড কম্পএ[৮] থর ২ ।
তার দেস লংগ কোনে[৯] করিব সমর[১০] ॥
কলে বন্দি কল্য[১১] নৃপ উদ্ধারিব ছলে ।
পাশানে চাপিলে হস্ত টানে কলেবলে[১২] ॥*
নৃপ মুক্ত হেতু[১৩] রানি জাইব সাহা পাশে[১৪] ।
এই বাত্তা[১৫] প্রচার হউক[১৬] শর্ব্বদেশে[১৭] ॥
শাহা[১৮] পাসে তুরিত[১৯] পাটাইব[২০] রাএ বার ।
নৃপতি সবের[২১] হোন্তে[২২]খণ্ডাক প্রহার ॥
এই জুক্তি ভাবি[২৩] নিশ্বরিল দুই ভাই ।
অনুমতি লৈল রানি[২৪] পদ্ধাবতি ঠাই[২৫] ॥
ষুবুদ্ধিসেখর[২৬] নাম[২৭] ছিল পাত্রবর ।
মোহাবিদ্যা পবিত্র কথুক শ্রুতধর[২৮] ॥
তাহানে[২৯] পাটাই দিল ছোলতান পাশ ।
পদ্ধাবতি নামে সব লিখী আর্জ্জদাস[৩০] ॥

১ দুই করিআ যুগতি ২ মতে ৩ রাজার মুকতি ৪ যুদ্ধ ৫ গৈরাএ
৬ তুমী ৭ মত্ত গর্ব্বে না নুজ ৮ কাম্পএ ৯ কনে
১০ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত কযেক পংক্তি—

রত্নসেন নির্প আগে দেসেতে আছিল ।
সংসারের হিন্দু রাজা গরেতে আনিল ॥
তবেহ সাহাব সনে নারিলা জিনিতে ।
সকল করিলা যুক্তি জলিআ মরিতে ॥
অথনে নাহিক সঙ্গে সেই নৃপবর ।
নৃপকুল রহিল জাহার জে সহর ॥
সাহা সসে যুদ্ধ দিতে কাহি জদি কথা ।
রত্নসেন বধিবেক সর্ব্বনাস এথা ॥

১১ করি ১২ ছল ১৩ হৈতে ১৪ পাস ১৫ বাক্ষ ১৬ প্রকাস করৌক ১৭ সর্ব্ব দেস ১৮ সাহা ১৯ চতুর ২০ পাটাও ২১ সরির ২২ হন্তে ২৩ স্বরি ২৪ গীআ ২৫ টাই ২৬ সংকর ২৭ নামে ২৮ মহাবিদ্যা কতৃক পবিত্র শ্রুতাধাব ২৯ তাহারে ৩০ পদ্মাবতি নামেতে লেখীল আরম্ভেস

বিরলে বসিয়া দুহ কবে তবে যুক্তি ।
কোন বুদ্ধি হইবেক রাজাব যে মুক্তি ॥
বাদিলা বোলয় যুদ্ধ করি একবাব ।
কিবা মরি কিবা করি ঈশ্বর উদ্ধার ॥
গোরায় বোলয় ভাই তুমি অল্পবুদ্ধি ।
মত্ত গর্বে না বুঝ বিষম কার্যসিদ্ধি ॥
যার দর্পে চৌখণ্ড কম্পয থর থব ।
তার দেশ লঙ্ঘ কোনে করিব সমর ॥
রত্নসেন নৃপ আগে দেশেতে আছিল ।
সংসারের হিন্দু বাজা গড়েতে আনিল ॥
তবেহ সাহাব সনে নারিলা জিনিতে ।
সকলে করিলা যুক্তি জ্বলিয়া মরিতে ॥
অথনে নাহিক সঙ্গে সেই নৃপবর ।
নৃপকুল রহিল যে যাহার শহর ॥
সাহা সঙ্গে যুদ্ধ দিতে কহি যদি কথা ।
রত্নসেন বধিবেক সর্বনাশ এথা ॥
কলে বন্দি কৈল নৃপ উদ্ধারিব ছলে ।
পাষাণে চাপিলে হস্ত টানে কলে বলে ॥
নৃপমুক্ত হেতু রাণী যাইব সাহা পাশে ।
এই বার্তা প্রচার হউক সর্বদেশে ॥
সাহা পাশে ত্বরিত পাঠাইব রাযবাব ।
নৃপতি শরীব হোন্তে খণ্ডাক প্রহাব ॥
এই যুক্তি ভাবি নিঃসরিল দুই ভাই ।
অনুমতি লইল রাণী পদ্মাবতী ঠাঁই ॥
সুবুদ্ধিশেখর নাম ছিল পাত্রবর ।
মহাবিজ্ঞ কথক পবিত্র শ্রুতিধর ॥
তাহানে পাঠাই দিল ছোলতান পাশ ।
পদ্মাবতী নামেতে লিখিয়া আর্দাস ॥

শব্দার্থ টীকা : শ্রুতিধর—একবার শুনেই যে মনে রাখতে সমর্থ
আর্দাস—আর্জি

মন্তব্য : পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খণ্ডটি পৃথকভাবে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে নেই । এইখান থেকেই মূলচ্যুতির সূত্রপাত ।

সাহার সেবাএ মুই আসিমু নিশ্চএ ।
স্বামি মোর পাক এবে প্রশাদ[১] অভএ ॥
যুনহ[২] বচন সাহা আঙ্গা কর তারে[৩] ।
দাশী হেন কৃপা জদি আছএ আমারে[৪] ॥
রত্নসেন অঙ্গ হোন্তে খন্ডায় প্রহার ।
দেখীয়া আইসক সীগ্রে[৫] মোর[৬] রাএবার ॥
কৃপা হইলে দাসীব[৭] রাখিবা[৮] নিবেদন ।
কৃপা ন থাকিলে আসি কোন প্রওজন ॥
মোর লাগি দুখ পায় রত্নসেন মনি[৯] ।
সত নারি হৈক পতি পদের[১০] নিছনি ॥
সরুপে[১১] হইয়া লাজে নারি নাম লএ ।
মরন ইশ্চিয়া নানা প্রহার সহএ ॥
মোর লাগি প্রান দিব[১২] হেন মোহারাজ ।
স্বামি বধ[১৩] ভাবিয়া তেজিলু কুল লাজ ॥
এবে কৃপা কর শাহা[১৪] দয়াল চরিত ।
যুনিলে সাহার কৃপা আসিমু তুরিত ॥
পঞ্চপাট হস্তি দিল পঞ্চপাট[১৫] ঘোরা ।
বহুরত্ন নানা দেসী বিচিত্র কাপরা ॥
নিশী দিসী চলে[১৬] চিতাউর[১৭] রাএবার ।
একমাসে উত্তরিল দিল্লিব মাজাব ॥
বহু ভেট লৈয়া[১৮] ভেটিল সাহা পাসে[১৯] ।
পড়াইয়া[২০] যুনিলেক রানির আদেসে[২১] ॥
যুনিতে ২ সাহা পুলকিত অঙ্গ ।
রসের সাগরে হৈল আনন্দ তবঙ্গ[২২] ॥

সাহার সেবায় মুই আসিমু নিশ্চয় ।
স্বামী মোর পাক এবে প্রসাদ অভয় ॥
শুনহ বচন সাহা আজ্ঞা কর তারে ।
দাসী হেন কৃপা যদি আছয় আমারে ॥
রত্নসেন অঙ্গ হোন্তে খণ্ডাও প্রহার ।
দেখিয়া আইসক শীঘ্র মোর রায়বার ॥
কৃপা হৈলে দাসীর রাখিবা নিবেদন ।
কৃপা না থাকিলে আসি কোন প্রয়োজন ॥
মোর লাগি দুঃখ পায় রত্নসেন মণি ।
শত নারী হোক পতিপদের নিছনি ॥
পুরুষ হইয়া লাজে নারী নাম লয় ।
মরণ ইচ্ছিয়া নানা প্রহার সহয় ॥
মোর লাগি প্রাণ দিব হেন মহারাজ ।
স্বামী বধ ভাবিয়া তেজিলু কুললাজ ॥
এবে কৃপা কর সাহা দয়াল চরিত ।
শুনিলে সাহার কৃপা আসিমু তুরিত ॥
পঞ্চপাট হস্তী দিল পঞ্চদশ ঘোড়া ।
বহুরত্ন নানাদেশী বিচিত্র কাপড়া ॥
নিশি দিশি চলে চিতউর রায়বার ।
এক মাসে উত্তরিল দিল্লীর মাঝার ॥
বহু ভেট লইয়া ভেটিল সাহা পাশ ।
পড়াইয়া শুনিলেক রাণীর আদাস ॥
শুনিতে শুনিতে সাহা পুলকিত অঙ্গ ।
রসের সাগরে হইল আনন্দ তরঙ্গ ॥

১ স্ব্যামী মোর পাউক প্রসাদ ২ অলঙ্গ ৩ তাব ৪ থাকএ যামার ৫ মোর ৬ সীগ্রে ৭ বাখীঅ ৮ দাসীব ৯ মোব লাগী দুক্ষ পাএ প্রাণ রত্নমনি ১০ পদ পতিব ১১ পুরুস ১২ দিল ১৩ স্ব্যামীবদ ১৪ সাহা ১৫ পঞ্চদস ১৬ চলিল ১৭ চিতাপ ১৮ লই ১৯ পাস ২০ পরাইআ ২১ আদেশস ২২ আনন্দিত রঙ্গ

শব্দার্থ টীকা : নিছনি—অর্ঘ্য
আদাস—নিবেদন

মন্তব্য : গোরা বাদল যুদ্ধ খণ্ডের প্রথম স্তবকে গোরা ও বাদলের গোপন পরামর্শের কথা মূলে থাকলেও গোরা বাদলের মতভেদের কথা সেখানে নেই। মূলে পরামর্শটি গুহ্য, অনুবাদে প্রকাশিত। রত্নসেনের মহাবিজ্ঞ, শ্রুতিধর পাত্র কথাকোবিদ সুবুদ্ধিশেখরকে দিয়ে বাদশাহের কাছে পদ্মাবতীর এই কপটদৌত্য ও পত্রপ্রেরণের বিস্তৃত বিবরণ মূলে নেই। এখান থেকেই মূলচ্যুতির সূত্রপাত। মূলে গোরাবাদল যুদ্ধ খণ্ডে দিল্লীতে গিয়ে সুলতানের কাছে কারারক্ষকের মাধ্যমে গোরা কর্তৃক পদ্মাবতীর কপট আর্জিপাঠ আছে। তদুত্তরে সুলতানের সংক্ষিপ্ত রাজাজ্ঞা একটি মাত্র চরণে ঘোষিত। এই সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ অবলম্বনে আলাওলের অনুবাদে দূতমাধ্যমে পদ্মাবতীর পত্র ও সুলতানের পত্রোত্তর নিয়ে বর্তমান অধ্যায়টি রচিত।

হয় বস্ত্র দানে সাহা তুসী[1] রাএবার ।
রত্নশেন প্রতি দয়া করিলা[2] অপার ।।
রাজনিতি ভক্ষ দিলা[3] বিচেত্র[4] বসন ।
দৃষ্টীবান্দি রাখীলেক[5] খণ্ডাই তারন ।।
পদ্মাবতি প্রতি শেনহ করি সোলতান[6] ।
সিগ্রে লিখী দিল[7] পত্ত্বত্তর তুরমান ।।
পুর্ব্বে মুই কহিছো[8] তোমারে জদি পাম[9] ।
প্রশাদ চন্দ্রেরি[10] দেস নৃপতিরে দেম[11] ।।
আর দিমু মারু[12] রায্য কহিলু[13] নিশ্চিত ।
আমার শাক্ষাতে[14] তুমী আইসহ তুরিত ।।
তোমার সম্বাদি[15]শান্ত[16] খণ্ডিল আপদ ।
রাখীলে শ্বামির[17] প্রান বারিব সমপদ ।।
নিজ মন হোন্তে[18] আমা ন ভাবিয় ভিম ।
আম্মার সরির প্রাণ তোমার অধিন * ।।
জেন মতে কহিলু কহিল[19] তেন রিত ।
কহিবেক রাএবারে তোমার বিদিত ।।
দুত প্রতি আঙ্গা কল্যা[20] সাহা মোহাবলি ।
রত্নসেন সম্বুদিয়া[21] সিগ্রে জাও চলি ।।
দণ্ডবত প্রনামি চলিল দুতবর ।
শত্তরে আইল[22] রত্নসেনর গোচর ।।
চরনে পরিয়া দুতে নৃপ প্রনামিলা[23] ।
গলে ধরি রত্নসেন বহুল কান্দিলা[24] ।।
গলা ধরি দুইজনে[25] কান্দিতে ২ ।
রায্যের রহাশ্য[26] কথা কহিলা[27] ইঙ্গিতে ।।

১ তুসীল ২ দয়্যা করিল ৩ ভৈক্ষ্য দিল ৪ বিচিত্র ৫ করিলেক ৬ ছোলতান ৭ সীগ্রে লেখী দিলা ৮ কহিছি ৯ পাইমু ১০ প্রসাদ চন্দ্রানি ১১ দিমু ১২ তিস ১৩ কহিলুম ১৪ সাক্ষাতে ১৫ সম্বাদে ১৬ নৃপ ১৭ স্ব্যামীর ১৮ হন্তে ১৯ কহিলা করিলুমে ২০ কৈল ২১ সম্বাসীআ ২২ সত্তরে আসীলা ২৩ প্রনামিল ২৪ বিস্তব কান্দিল ২৫ দুইজন ২৬ দেসের রোহাস্ব ২৭ কহিল

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

সহস্র রমণি মোর আছে অন্তস্পুরে ।
শবেতু ভাজ্জনি করি রাখীমু তোমারে ।।
সহস্রেক সখী দিমু সেবার কারন !
পতি স্নেহ পরিহরি আইসহ এথন ।।

হয় বস্ত্র দানে সাহা তুসিল রায়বার ।
রত্নসেন প্রতি দয়া করিলা অপার ।।
রাজরীতি ভক্ষ্য দিলা বিচিত্র বসন ।
দৃষ্টিবন্দী রাখিলেক খণ্ডাই তাড়ন ।।
পদ্মাবতী প্রতি স্নেহ করি সোলতান ।
শীঘ্রে লেখি দিল পদুত্তর তুরমান ।।
পূর্বে মুই কহিছি তোমারে যদি পামু ।
প্রসাদ চান্দরি দেশ নৃপতিরে দিমু ।।
আর দিমু মারু রাজ্য কহিল নিশ্চিত ।
আমার সাক্ষাতে তুমি আইসহ ত্বরিত ।।
তোমার সংবাদে নৃপ খণ্ডিল আপদ ।
রাখিলে স্বামীর প্রাণ বাড়িব সম্পদ ।।
নিজ মন হোন্তে আমা না ভাবিও ভিন ।
আমার শরীর প্রাণ তোমার অধীন ।।
সহস্র রমণী মোর আছে অন্তঃপুরে ।
সবার ভাজনি করি রাখিমু তোমারে ।।
সহস্রেক সখী দিমু সেবার কারণ ।
পতিস্নেহ পরিহরি আইসহ এখন ।।
যেন মতে কহিলা কবিলু তেন রীত ।
কহিবেক রায়বারে তোমার বিদিত ।।
দূত প্রতি আজ্ঞা কল্যা সাহা মহাবলী ।
রত্নসেন সম্বোধিয়া শীঘ্রে যাও চলি ।।
দণ্ডবত প্রণামি চলিল দূতবর ।
সত্বরে আইল রত্নসেনের গোচর ।।
চরণে পরিয়া দূতে নৃপ প্রণামিলা ।
গলে ধরি রত্নসেন বিস্তর কান্দিলা ।।
গলা ধরি দুইজন কান্দিতে কান্দিতে ।
কার্যের রহস্য কথা কহিল ইঙ্গিতে ।।

শব্দার্থ টীকা : মারু—মারোয়া
ভাজনি—আশ্রয়

মন্তব্য : পদ্মাবতীর পত্রলাভ করে কৃতার্থ সুলতান কর্তৃক পদ্মাবতীকে প্রেমাবিষ্ট উত্তর দান এবং রত্নসেনকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পাত্র সুবুদ্ধিশেখরকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রদান ইত্যাদি ঘটনাবলী একেবারেই মূল বহির্ভূত ব্যাপার। কারাকক্ষে পাত্রবরের সঙ্গে রত্নসেনের সাক্ষাৎ দৃশ্য এবং গলাগলি করে ক্রন্দনচ্ছলে সুবুদ্ধিশেখর কর্তৃক রাজার কানে কানে ভবিষ্যৎ উদ্ধার-পরিকল্পনার প্রকাশ ইত্যাদি অতিনাটকীয় ব্যাপারগুলিও অনুবাদে নবসংযোজিত। মূলে এই দূত-প্রেরণ নেই, ছদ্মবেশী সেনাসহ গোরাবাদল সরাসরি উপস্থিত।

পহরি সবেরে সান্তোসিয়া[১] বহু ধনে।
কদাচিত কহি দূতে চলিল তখনে ।।*
এথাত[২] বাদিলা গোরা[৩] সাজি দুই বির।
সত হস্তি বাছিলেক[৪] সংগ্রামেত স্থির ।।
জোগল শহস্র লৈল[৫] মোহা অশ্ববার।
সত বাছি এক লৈল পরম যুঝার[৬] ।।
সন্য[৭] বাছি লৈল পঞ্চ[৮] সহস্র পদাতি।
সহস্র তুরঙ্গ লৈল বাউ সম গতি[৯] ।।
পঞ্চসত দুলি লৈল অতি ষুরুচির।
বসনে ঢাকিয়া লৈল মাজে[১০] দুই বির ।।
রত্নময়[১১] চতুর্দ্দোল সাজাইয়া লৈলা।
অস্ত্রসমে এক কর্ম্মকার হাতে থুইলা[১২] ।।
রমনি অঙ্গের[১৩] বস্ত্র রজকে[১৪] বান্দিয়া।
রাখিছে বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া ।।
চতুর্দ্দোলে আছাদন করে[১৫] সেই বাস।
পদ্মিনির গন্দে অলি ভ্রমে তার পাস ।।
জেমত আরম্বে চলে মোহাদেবিরাজ।
বস্ত্রগৃহ সঙ্গে আসি[১৬] হৈল যুদ্ধশাজ[১৭] ।।†

প্রহরী সবেরে সন্তোষিয়া বহু ধনে।
কথঞ্চিত কহি দূত চলিল তখনে ।।
এথাত বাদিলা গোরা সাজি দুই বীর।
শত হস্তী বাছি লৈল সংগ্রামেত স্থির ।।
যুগল সহস্র লৈল মহা অশ্ববার।
শত বাছি এক লৈল পরম যুঝার ।।
সৈন্য বাছি লৈল পঞ্চসহস্র পদাতি।
সহস্র তুরঙ্গ লৈল বায়ুসম গতি ।।
পঞ্চশত ডুলি লৈল অতি সুরুচির।
বসনে ঢাকিয়া লৈল মাঝে দুই বীর ।।
রত্নময় চতুর্দোল সাজাইয়া লৈলা।
অস্ত্র সনে কর্মকার তথাতে থুইলা ।।
রমণী অঙ্গের বস্ত্র রজকে বান্ধিয়া।
রাখিছে বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া ।।
চতুর্দোলে আচ্ছাদন করি সেই বাস।
পদ্মিনীর গন্ধে অলি ভ্রমে তার পাশ ।।
যেমত আরম্ভে চলে মহাদেবী রাজ।
বস্ত্রগৃহ আদি সঙ্গে লৈল যুদ্ধসাজ ।।

১ সন্তসীআ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
দিল্লি হন্তে রাএবার জদি ফিরি আইল।
পদ্মাবতি আগে সব ব্রেতান্ত কহিল ।।
গৈরাএ বাদিলা আসী ষুনিআ খবর।
নৃপতির লাগী দুই কান্দিলা বিস্তর ।।
নৃপতির দুক্ষ ষুনি বোলে দুই ভাই।
নৃপতি দেখীআ দুই মরি গীআ জাই ।।
এই মতে দুই ভাই দরাই করিল।
গোপতে বহুল রাজা সাম্বাদি আনিল ।।
একেহ বহু রাজা সে দেসে আনিলা।
রত্নসেন দুক্ষ ষুনি বহুল কান্দিলা ।।

২ তবে সে ৩ গৈরা ৪ বাছি লৈলা ৫ যুগ সহস্র লৈলা ৬ যুজার ৭ সৈন্য ৮ সৈন্য ৯ সব বাউব গতি ১০ মাজে ১১ রত্নময় ১২ কম্মিকার তাতে তুইলা ১৩ রমনির অঙ্গ ১৪ বান্ধাকে ১৫ আচ্ছাদান করি ১৬ আদি সঙ্গে ১৭ লৈল নানা সাজ

† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
আর এক অক্ষহিন যুসৈন্য সাজিত।
নৃপতি সকল সঙ্গে রৈল নিষুজিত ।।

শব্দার্থ টীকা : যুঝার—যোদ্ধা
পেটারি—প্যাটরা বা বাক্স

মন্তব্য : রত্নসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে কারাপ্রহরীকে বহুধনদানে তুষ্ট করে সুবুদ্ধিশেখরের চিতোর প্রত্যাবর্তন, তার মুখে নৃপতির দুঃখ কথা শুনে গোরা বাদলের ক্রন্দন ইত্যাদি বিবরণ মূলে নেই। তবে পদ্মিনীর সুসজ্জিত শিবিকায় এক কামারকে নিয়ে ছদ্মবেশী সৈন্যদের ডুলি সাজিয়ে গোরা বাদলের দিল্লী আগমনের পরবর্তী ঘটনার বিবরণ আছে পদ্মাবৎ কাব্যের গোরা বাদল যুদ্ধ খন্ডের দ্বিতীয় স্তবকে। মূলের ষোলশো শিবিকা অনুবাদে পাঁচশো ডুলিতে পরিণত।

গোরা-বাদল-যুদ্ধ-যাত্রা খণ্ড

চলিবাব দিন জদি হইল[১] উপস্থিত ।
জসোদ য়াইল[২] দুই পুত্রের[৩] বিদিত ।।
বাদিলা গোরার[৪] আগে কহিল কান্দিয়া ।
কথা জাও পুত্র দুই আমারে ছারিয়া ।।
তুরক বিক্রম আমি[৫] সাক্ষাতে দেখীল ।
চিতাউর হেন গর ত্রিনবত কল্য[৬] ।।
তুরুকের সন্যের[৭] নাহিক পরিমান ।
নিসাথে[৮] জোগল ভাই হারাইব প্রাণ ।।
কদাচিত ন[৯] পাবিবা নৃপ ছোরাইতে ।
অসম সাহস[১০] পুত্র না ধরিয়[১১] চিত্তে ।।
মোহাষুখে থাক পুত্র রায্যের[১২] ভিতব ।
বাদিলার গমনা আসিব আজি ঘর ।।

গমনার নাম যুনি মন হরসীতে ।
পুছিলা মাগন স্থানে[১৩] হাসিতে ২ ।।
রাজপুত্র কুলেত গমনা বুলি[১৪] কাবে ।
এহার নিন্নএ পুনি কহত[১৫] আমারে ।।
মহন্ত আদেস যুনি কহে আলাঅলে ।
গমনাব কথা কহে[১৬] মন কতুহলে[১৭] ।।

১ হৈল ২ জসদা আইল ৩ পাত্রব ৪ গৈরা বাদিলার ৫ আসী ৬ কৈল ৭ সৈন্যের ৮ নিস্বাতে ৯ না ১০ সাহাস ১১ ধবহ ১২ বাজ্জার ১৩ ধির ১৪ বোলে ১৫ কহিবা ১৬ এবে ১৭ ষুন কুতুহলে

চলিবাব দিন যদি হইল উপস্থিত ।
যশোদা আইল দুই পুত্রের বিদিত ॥
গোরা বাদিলার আগে কহিল কান্দিয়া ।
কথা যাও পুত্র দুই আমারে ছাড়িয়া ॥
তুরুক বিক্রম আমি সাক্ষাতে দেখিল ।
চিতউর হেন গড় তৃণবৎ কৈল ॥
তুরুকের সৈন্যের নাহিক পরিমাণ ।
নিঃস্বার্থে যুগল ভাই হারাইব প্রাণ ।।
কদাচিত না পারিবা নৃপ ছোড়াইতে ।
অসম সাহস পুত্র না ধরিয় চিত্তে ॥
মহাসুখে থাক পুত্র রাজ্যের ভিতর ।
বাদিলার গমনা আসিব আজি ঘর ॥ (জা.১)

গমনাব নাম শুনি মন হরাষতে ।
পুছিলা মাগন ধীর হাসিতে হাসিতে ॥
রাজপুত্র কুলেত গমনা বুলি কারে ।
ইহার নির্ণয় পুনি কহিবা আমারে ।।
মহন্ত আদেশ শুনি কহে আলাওলে ।
গমনান কথা শুন মন কুতুহলে ॥

শব্দার্থ টীকা : গমনা—গউনা অর্থাৎ বিয়ের পর প্রথম স্বামীব ঘর করতে আসে যে বমণী । গমনা সম্পর্কে আলাওলেব এই ব্যাখ্যা স্তবকটি মূলে অনুপস্থিত ।
যশোদা—জায়সীতে ইনি বাদলের মাতা। কিন্তু আলাওলের অনুবাদে ইনি গোরা ও বাদল উভয়েরই মা । জায়সীর পদমাবতে গোরা বাদলের ভাই নন, পিতৃস্থানীয় ।

মন্তব্য : ঘটনাক্রমের ক্ষেত্রে মূলে ও অনুবাদের মধ্যে তারতম্য ঘটেছে । মূলে আগে যশোদা-বাদল প্রসঙ্গটি সেরে নিয়ে গোরা বাদলের রত্নসেন উদ্ধারযাত্রা বর্ণিত । কিন্তু অনুবাদে রত্নসেন উদ্ধারযাত্রা উপলক্ষে ছদ্মবেশী সৈন্যদের শিবিকা নিয়ে গোরা বাদলের দিল্লীযাত্রার লগ্নে গউনা সমস্যা দিয়ে যশোদা ও গোবাবাদলের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে । রত্নসেন উদ্ধারের গোপন পরিকল্পনা নিয়ে গোরা বাদলের দিল্লী যাত্রার নাট্যমুহূর্তে অকস্মাৎ গতিরোধ করে বাদলের গউনা প্রসঙ্গ নিয়ে এই সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ মূলে ঘটনার নাটকীয় আবেগকে অনুবাদে অনেক পরিমাণে ব্যাহত করেছে । বিশেষ করে রাজপুতে 'গউনা' রীতি সম্পর্কে মাগনের সামাজিক কৌতূহল এবং তদুত্তরে আলাওলের সমাজ-ব্যাখ্যার স্থান এটা নয় । কাব্যশ্রোতা মাগনের কাছে সমাজব্যাখ্যাতা আলাওলের ভূমিকাটি লক্ষণীয় । প্রথম স্তবকের অনুবাদের ব্যতিক্রমগুলি লক্ষণীয় । মূলে যশোদা যেহেতু শুধুই বাদলের জননী, তাই বাদলের উদ্দেশ্যেই যশোদার কথাগুলি উচ্চারিত । কিন্তু অনুবাদে যশোদা গোরা বাদল দু ভাইয়েরই মা, এইজন্যে উভয়কে সম্বোধন করে সেই কথাগুলি উক্ত । মূলে গোরা বাদলের পিতৃব্য, অনুবাদে ভ্রাতা ।

এবে গমনার কথা ষুনহ বিদিত।
রাজপুত্র কুলেত[১] আছএ হেন নিত ॥
সিষুমতি কন্যারে[২] জদি সে বিবা করে।
জাবত উস্চাব[৩] দেখে থাকে পিত্রিঘরে ॥
কথ দিন ব্যাজে তান[৪] স্যান[৫] করাইয়া।
সকস্তুকে[৬] শ্বামিগৃহে দেএ পাটাইয়া ॥
তবে তার শ্বামি সঙ্গে রতিরঙ্গ হএ।
রাজপুত্র কুলে তাবে গমনা বোলএ ॥

নিরোধ বচন দুহ[৭] ষুনি মধুমুখে[৮]।
বিরজোক্ত পদুস্তর দিলা মন দুঃখে[৯] ॥
তুমি মোর জননি সহজে গুরুজন।
সেকথা কহিতে জুগ্য[১০] ন জাএ লঙ্ঘন[১১] ॥
শ্বামি[১২] মোক্ত হেতু জাইতে বাদ ন জুযাএ[১৩]।
বির পুত্র হইলে কলঙ্ক বাপ মাএ ॥
প্রভু কার্য্যে[১৪] ন জাইব পরানের ডরে।
এ হেন[১৫] কুপুত্র তুমি ধরিছ উদরে ॥
রাজপুত্র কুলের কলঙ্ক ন চাহিয়া।
মৃত্যু ভয় দরসাও জননি হইয়া ॥
আপনে দুয়ারে[১৬] মোর হাটী আইলা রানি।
কিসের কারনে আর[১৭] এ ছার পরানি ॥

এবে গমনার কথা শুনহ বিদিত।
রাজপুত্র কুলেত আছয় হেন রীত ॥
শিশুমতি কন্যারে যদি সে বিভা করে।
যাবত পুষ্প না দেখে থাকে পিতৃঘরে ॥
কতদিন ব্যাজে তান স্নান করাইয়া।
সকৌতুকে শ্বামীগৃহে দেয় পাঠাইয়া ॥
তবে তার শ্বামী সঙ্গে রতিরঙ্গ হয়।
রাজপুত্র কুলে তারে গমনা বোলয় ॥

নিরোধ বচন দোহ শুনি মধুমুখে।
বীরযুক্ত পদুস্তর দিল মনঃদুখে ॥
তুমি মোর জননী সহজে গুরুজন।
সে কথা কহিতে যোগ্য ন যায় লঙ্ঘন ॥
শ্বামী মুক্ত হেতু যাইতে বাধা না যুয়ায়।
বীরপুত্র নহিলে কলঙ্ক বাপ মায ॥
প্রভু কার্যে না যাইব পরাণের ডরে।
এহেন কুপুত্র তুমি ধরিছ উদরে ॥
রাজপুত্র কুলের কলঙ্ক না চাহিয়া।
মৃত্যুভয় দবশাও জননী হইয়া ॥
আপনে দুয়াবে মোব হাঁটি আইলা রাণী।
কিসের কারণে আর এ ছার পরাণী ॥

১ কুলের ২ কৈন্যানে ৩ জাবতে পুষ্প না ৪ তারে ৫ স্নান ৬ সকৌতুকে ৭ দোহ ৮ মুদু মুকে ৯ দুকে ১০ জৈগ্য ১১ লঙ্ঘন ১২ শ্ব্যামী ১৩ বাধা না যুআএ ১৪ কাজ্জ ১৫ এমত ১৬ দ্বারেতে ১৭ মোব

শব্দার্থ টীকা : যাবত পুষ্প না দেখে— যতকাল না রজঃস্বলা হয় ;
নিরোধ বচনে—রুদ্ধপ্রায় বাক্যে
না জুয়ায়— উচিত নয়

মন্তব্য : মূলে গউনা শব্দটি থাকলেও গমনা সম্পর্কিত রাজপুত সমাজ ব্যাখ্যার কোনো প্রসঙ্গ নেই। অনুবাদে সবটাই মাগনের কৌতূহলনিবৃত্তি। অনুবাদে জননীর প্রতি অনুযোগ-বচনগুলি মূলে নেই। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ মোটামুটি মূলানুসারী কিন্তু মূলের চরণপারম্পর্য অনুবাদে রক্ষিত হয় নি। মূ ে। স্তবকটি বাদলের প্রত্যুত্তর, কিন্তু অনুবাদে গোরা ও বাদল দুজনের প্রত্যুক্তি। পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলি মূলানুসারী হলেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও অতিরিক্ততা আছে। মূলে আছে দুর্যোধনের মতো ভল্লচালনার প্রসঙ্গ, অনুবাদে আছে ভীমের কৌরব ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত। মূলে গজযূথের দর্শনে সিংহবিক্রমের প্রসঙ্গ থাকলেও শ্যেনপক্ষীদর্শনে অন্য পক্ষীদের পলায়নের চিত্রটি অনুবাদে নবসংযোজন।

জে বল[১] সাহার সন্য[২] নাহি পরিমান ।
দহিল সুবেলাচল[৩] এক হনুমান ।।
একেশ্বর[৪] অংগদে জিনিল লঙ্কেশ্বর[৫] ।
এক ভিমে জিনিল শতেক[৬] শহদর[৭] ।।
এক সিংহ দরসে[৮] শহস্র করি ধাএ ।
সাচনেকে দেখী পক্ষি ঝাকে উরি জাএ[৯] ।।
তেন আমি দুই ভাই রাজপুত্র ধরে[১০] ।
তুরুকের প্রানে আমা কি করিতে পারে ।।
জবনের[১১] সংগ্রামে প্রকাসিমু নিজ গুন ।
কুরু সন্য সম্বদিত জেন ভিমাজ্জন[১২] ।।
রনক্ষেত্রে রহি বির ইশ্চিল মবন ।
কিবা এক তার আগে কিবা লক্ষ জন[১৩] ।।
তবে সে বাদিলা গোরা[১৪] নাম বোলাইমু[১৫] ।
স্বামি উদ্ধারিমু কিবা নিজ প্রান দিমু[১৬] ।।

মাত্রি সংগে এথেক কহিতে বির পানা[১৭] ।
তখনে বাদিলা গৃহে আইল গমনা ।।
গমনার সাজ সবে দেখীয়া[১৮] বিসেস ।
পুন্ন চন্দ্রবদন করিয়া পুন্ন বেস[১৯] ।।
মুকুতা লম্বিত ভালে পুরিয়া সিন্দুর[২০] ।
নব ঘনে তারক বিষ্টীত প্রাণ মোর[২১] ।।
ভুবু জগ্য ধনুগুর্ন রঞ্জিত কাজলে ।
কটাক্ষ বিসিখ বানে মুনি মন টলে ।।
রত্নের কুন্ডল কর্ন্নে নাসীকা বেসর ।
মুদু মএ মধু হাশী রংগিম অধর ।।
কম্বু কণ্ঠে ঝলকে পলট মনি হার ।
ত্রিভুবন মোহন সুচারু পওভার[২২] ।।
বিসিখ রসনা কটী সিংগ জিনি সাজে ।
গজগতি চলিতে নপুর[২৩] ঘন বাজে ।।
গমনা আশীল জদি হরশীত মনে[২৪] ।
মুত্তুবত হৈল সুনি স্বামির গমনে[২৫] ।।

১ বোল ২ সৈন্য ৩ সোবৈন্য লংকা ৪ একাম্বর ৫ লংকাশ্বর ৬ সতেক ৭ সোহদর ৮ এক সীংগ দ্রপেতে ৯ সাচন দেখীআ জেন কুরুট এরি জাএ ১০ ঘরে ১১ জোবন ১২ কুরজে পাণ্ডব জেন ভিমহ অর্জুন ১৩ আগে জিবন লৈক্ষণ ১৪ গৈরা ১৫ প্রচারিমু ১৬ কিবা প্রাপনে মারিমু ১৭ দুই জনা ১৮ সব দেখীতে ১৯ দেখীতে পুন্য ভেস ২০ ভাল পরিআ সীন্দুব ২১ জেন সুর ২২ পওধর ২৩ নেপুর ২৪ মন ২৫ বচন

যে বল সাহার সৈন্য নাহি পরিমাণ ।
দহিল সুবর্ণ লঙ্কা এক হনুমান ॥
একেশ্বর অংগদে জিনিল লঙ্কেশ্বর ।
এক ভীমে জিনিলেক শতেক সহোদর ॥
এক সিংহ দরশে সহস্র করী ধায় ।
সাচান দেখিয়া পক্ষী ঝাঁকে উড়ি যায় ॥
তেন আমি দুই ভাই রাজপুত্র ঘরে ।
তুরুকের প্রাণে আমা কি করিতে পারে ॥
যবন সংগ্রামে প্রকাশিমু নিজগুণ ।
কুরুসৈন্য সম্বোধিতে যেন ভীমার্জুন ॥
রণক্ষেত্রে রহি বীর ইচ্ছিল মরণ ।
কিবা এক তার আগে কিবা লক্ষজন ॥
তবে সে বাদিলা গোরা নাম বোলাইমু ।
স্বামী উদ্ধারিমু কিবা নিজ প্রাণ দিমু ॥ (জা ২)

মাতৃ সংগে এতেক কহিতে দুইজনা ।
তখনে বাদিলা গৃহে আইল গমনা ॥
গমনার সাজ সব দেখিয়া বিশেষ ।
পূর্ণচন্দ্র বদন করিয়া পূর্ণ বেশ ॥
মুক্তালংকৃত ভালে পরিয়া সিন্দুর ।
নবঘনে তারক বেষ্টিত যেন সুর ॥
ভুরুযুগ ধনুগুর্ণ রঞ্জিত কাজলে ।
কটাক্ষ বিশিখ বাণে মুনি মন টলে ॥
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে নাসিকা বেশর ।
মৃদু মৃদু মধু হাসি রঙ্গিম অধর ॥
কম্বুকণ্ঠে ঝলকে পলট মণি হার ।
ত্রিভুবন মোহন সুচারু পয়োভার ॥
বিশিখ রসনা কটি সিংহ জিনি সাজে ।
গজগতি চলিতে নেপুর ঘন বাজে ॥
গমনা আসিল যদি হরষিত মনে ।
মৃত্যুবৎ হইল শুনি স্বামীর গমনে ॥ (জা.৩)

শব্দার্থ টীকা : সাচান—শ্যেনপক্ষী
বেশর—নোলক

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে গমনার রূপবর্ণনার প্রথমাংশটুকু মোটামুটি মূলানুসারী। অলংকারের পরিবর্তন ঘটলেও আভরণগুলি মূলানুগত। কিন্তু নাসাবেশর, কটি মেখলা ইত্যাদি প্রসংগগুলি অনুবাদে নবসংযোজন। বক্ষোহারের কথা মূলে আছে। কিন্তু ভুবনমোহন সুচারু পয়োধর চিত্রটি অনুবাদে নূতন। রঙ্গিম অধরে মৃদু হাসিও অনুবাদকের যোজনা।

ষয্যা গৃহ[১] বাসি কন্যা সখীত[২] কহিল।
উৎসব জথেক আজি উলট হইল[৩]॥
নৃপমুক্ত হেতু স্বামি[৪] চলিল নিশ্চএ।
ফিরিয়া আসিব হেন[৫] মনেত না লএ॥
নিষ্ফল হইল মোর এ রূপ জৈবন[৬]।
জদি মানা করো নহো[৭] প্রভুর মিলন॥
কি বুদ্ধি করিমু মোরে কহ প্রান সখী।
তিল ন[৮] পুরিল আসা হৈলু[৯] জন্মে দুখী॥

সখী বোলে ষুন বালা মোর উপদেশ।
মানেব সময় নহে[১০] কিঞ্চিত বিশেস॥
নিজ পতি মানাইতে কিবা তাহে লাজ।
কর জুবি[১১] মানাইয়া সেবি[১২] নিজ কাজ॥
সখীর বচনে কন্যা[১৩] মনে অনুমানি।
পতিপাশে ধিরে ২ চলিল কামিনি॥
ঘোংঘট গজ্ঞেরে আরে জুরি ভুরুধনু।
কটাক্ষে মুহিয়া পতি জিযাএ অতনু॥
মৃদুবাক্য[১৫] মধুহাশী অমৃত[১৬] শীঞ্চএ।
মধুবি লাবন্য ভঙ্গ[১৭] পাসান দ্রবএ॥
বংকদৃষ্টে[১৮] হেরিয়া ঈসিত মন্দ[১৯] হাশী।
পতিপাশে ষুধা বাসে কিঞ্চিত প্রকাসি[২০]॥

নিবেদহো[২১] প্রাণপতি কর অবধান[২২]।
প্রথম দরসে হারাইলু[২৩] লাজ মান॥
নিলজ পরান জেবা আছএ[২৪] কিঞ্চিত।
তিলে বিস্বরিব[২৫] বুজি তোমার চরিত॥
দুর গ্রামেত[২৬] তুমী চলিলা নিসংকে।
স্বামি মুলে হৈল মাত্র আমার কলংকে॥
আজ্ঞি নিসি মোর সংগে বঞ্চ[২৭] ষুখ রতি।
কি স্মরি[২৮] কান্দিমু মুঞি[২৯] হৈলে স্বর্গগতি[৩০]॥

১ সৈজ্যা গৃহ ২ কৈন্যা সখীরে ৩ সব পলটীল ৪ স্ব্যামী ৫ স্ব্যামী ৬ জ্রাবন ৭ জদি বিদি না করএ ৮ না ৯ হৈলুম ১০ মনের সমএ নহে ১১ জোরে ১২ সাদ ১৩ কৈন্যা ১৪ ঘোগট ১৫ মদুবাক্ষ ১৬ অম্রেত ১৭ মধুব লাবিন্য দ্রবে ১৮ বংক দিস্টী ১৯ মন ২০ পতিপাসে মধুবসে অম্রেত প্রকাসী ২১ নিবেদিএ ২২ অবদাম ২৩ হারাইলুম ২৪ জদি আচএ ২৫ নিস্বরিল ২৬ দুর দেস মাজে ২৭ ভুঞ্জ ২৮ নিশরি ২৯ মুই ৩০ স্বর্গগতি

শয্যা গৃহে বসি কন্যা সখিত কহিল।
উৎসব যতেক আজি উলট হইল॥
নৃপমুক্ত হেতু স্বামী চলিল নিশ্চয়।
ফিরিয়া আসিব হেন মনেত না লয়॥
নিষ্ফল হইল মোর এ রূপ যৌবন।
যদি মানা করো নহো প্রভুর মিলন॥
কি বুদ্ধি করিমু মোরে কহ প্রাণসখী।
তিল না পুরিল আশা হৈলুঁ জন্মদুঃখী॥

সখী বোলে শুন বালা মোর উপদেশ।
মানের সময় নহে কিঞ্চিৎ বিশেষ॥
নিজ পতি মানাইতে কিবা তাহে লাজ।
করজোড়ে মানাইয়া সাধ নিজ কাজ॥
সখীর বচনে কন্যা মনে অনুমানি।
ধীরে ধীরে পতিপাশে চলিল কামিনী॥
ঘোঁঘট গজের আড়ে জুড়ি ভুরুধনু।
কটাক্ষে মোহিয়া পতি জিয়ায় অতনু॥
মৃদুবাক্য মধুহাসি অমৃত সিঞ্চয়।
মধুর লাবণ্যভংগে পাষাণ দ্রবয়॥
বংকদৃষ্টে হেরিয়া ঈষৎ মন্দহাসি।
পতিপাশে সুধারস কিঞ্চিৎ প্রকাশি॥ (জা ৪)

নিবেদহোঁ প্রাণপতি কর অবধান।
প্রথম দরশে হারাইলুঁ লাজ মান॥
নিলাজ পরাণ যেবা আছয় কিঞ্চিৎ।
তিলে বিস্মরিব বুঝি তোমার চরিত॥
দূরে দেশমাঝে তুমি চলিলা নিঃশংকে।
স্বামী সনে হৈল মাত্র আমার কলংকে॥
আজি নিশি মোর সংগে বঞ্চ সুখরতি।
কি স্মরি কান্দিমু মুঞি হৈলে স্বর্গ গতি॥(জা ৫)

মন্তব্য : তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অন্তর্বর্তী অনুবাদ স্তবকটি মূলে অনুপস্থিত। বাদলের যুদ্ধযাত্রা উপলক্ষে সখীর প্রতি গমনার আশংকাব্যাকুল বিলাপ ও পরামর্শপ্রার্থনা এবং তদুত্তরে সখীর উপদেশ ইত্যাদি ব্যাপার মূলে নেই। মূলে গমনা একাকিনী চিন্তাদ্বিধা নিয়ে প্রিয়সমীপে উপস্থিত। চতুর্থ স্তবকও মূলানুসারী নয়। মূলে আছে বাদলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গমনার অন্তর্দ্বন্দ্বময় স্বগতোক্তি। অনুবাদে আছে গমনা কর্তৃক বাদলকে রূপলুব্ধ করার চেষ্টা-বিবরণ। পঞ্চম স্তবকেও অনুবাদ মূল থেকে বহুদূরবর্তী। মূলে কখনও স্বামীর কোমরবন্ধ চেপে ধরে কখনও পায়ে ধরে গমনার যে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উক্তি আছে অনুবাদ তা অপ্রকাশিত। অনুবাদে আছে পতির কাছে নিশিযাপনের মিনতি।

বাদিলা দেখীয়া নারি না করিলা দিট[১] ।
ফিরিয়া বসীল বালা ভিতে দিয়া পিট[২] ॥
ইশ্বর কার্য্যেত[৩] মন উশ্চাটন[৪] মোর ।
কেমতে দেখীমু বালা চন্দ্র[৫] মুখ তোর ॥
তোমা সনে[৬] করিলে প্রেমের আলাপন ।
মায়া মোহ[৭] ব্যাপীয়া ফিরিল [৮] মোর মন ॥
জম্ম ভরি পুরুস নারির[৯] গৃহবাস ।
দিনকের মিলনে না পুরে মন আস ॥
মিথ্যা কেনে[১০] কলঙ্ক সংগম হৈবা তুমি ।
আজি ষুভক্ষনে[১১] শ্বামি ক্কার্য্যে জাইব আমি ॥
পুরুস নির্দুসি হৈয়া কর আসীর্ব্বাদ ।
পুলটী[১২] আসিলে সিধ্ধি[১৩] পুরাইব সাদ ॥
অখনে[১৪] তোমার সংগে কি ফল মিলন ।
দুহ[১৫] হৃদে জলিব[১৬] প্রেমের হুতাশন ॥

এথেক ষুনিয়া বালা[১৭] সজল নয়ানে ।
কহিতে লাগিলা ধরি পতির চরনে ॥
শহজে[১৮] কলংক হেলু[১৯] পুরুস বরিয়া ।
প্রেমানল হৃদে আছে[২০] প্রজলিত হইয়া ॥
নিংফলে জাইব মোর এরূপ জৈবন[২১] ।
তিলেক অজম্ম ফল মাগো[২২] তেকারন ॥
শ্বামিবর মাগি নাম রহিল খিতিত ।[২৩]
ন জানিলু শ্বামিরে[২৪] বরি কিবা মিত ॥
প্রেমের সেবক[২৫] করি রমনি হৃদএ ।
জাইবা ইশ্বর কাজে তাত কি সংসএ ॥
পুর্ব্বে জে ষুশ্বরে জুধ্ধ[২৬] ষুন প্রানপতি ।
পন্তে জুধ্ধে জাইতে রাখিল প্রভাবতি ॥[২৭]
তৈল্য কটা অগ্নে[২৮] ভএ মনেত না গুনি ।
জুধ্ধভেস উতারিয়া[২৯] তুসিল কামিনি ॥[৩০]

১ দ্রিষ্টী ২ নারি দিগে দিআ পীষ্টী ৩ ইশ্বরের কার্জ্জে ৪ উচাটন ৫ চন্দ ৬ সঙ্গে ৭ মায্যা মোহা ৮ ফিরিব ৯ রমনি ১০ মীলনে সংকম ১১ শ্ব্যামী কাজে জাব ১২ পলটী ১৩ পুনি ১৪ এখনে ১৫ দোহ ১৬ জলিব ১৭ কৈন্যা ১৮ সহজে ১৯ হৈলুম ২০ প্রেমা লএ দহে চিত্ত ২১ জোবন ২২ মাগী ২৩ শ্ব্যামীবর মানি রামা রহিব খেতিত ২৪ না জানিলুম শ্ব্যামীরে ২৫ সরির ২৬ পুর্ব্বে জেন ষুশ্ব্যামীর ২৭ প্রান পতি ২৮ অগ্নী ২৯ উত্তারিয়া ৩০ তুসীলা কামীনি

বাদিলা দেখিয়া নারী না করিলা দিঠ ।
ফিরিয়া বসিল বালা ভিতে দিয়া পিঠ ॥
ঈশ্বরের কার্যে মন উচাটন মোর ।
কেমতে দেখিমু বালা চন্দ্রমুখ তোর ॥
তোমা সনে করিলে প্রেমের আলাপন ।
মায়া মোহ ব্যাপীয়া ফিরিব মোর মন ॥
জন্ম ভরি পুরুষ নারীর গৃহবাস ।
দিনেকের মিলনে না পুরে মন আশ ॥
মিথ্যা কেনে সংগমে কলংক হৈবা তুমি ।
আজি শুভক্ষণে স্বামীকার্যে যাইব আমি ॥
পুরুষ নির্দুষি হইয়া কর আশীর্বাদ ।
পলটি আসিলে সিদ্ধি পুরাইব সাধ ॥
অখনে তোমার সংগে কি ফল মিলন ।
দোহ হৃদে জ্বলিব প্রেমের হুতাশন ॥

এতেক শুনিয়া বালা সজল নয়ানে ।
কহিতে লাগিলা ধরি পতির চরণে ॥
সহজে কলংক হৈলু পুরুষ বরিয়া ।
প্রেমানল হৃদে আছে প্রজ্বলিত হৈয়া ॥
নিষ্ফলে যাইব মোর এ রূপ যৌবন ।
তিলেক আজন্ম ফল মাগোঁ তেকারণ ॥
স্বামীবর মাগি নাম রহিল ক্ষিতিত ।
না জানিলু স্বামীরে বৈরী কিবা মিত ॥
প্রেমের সেবক করি রমণী হৃদয় ।
যাইবা ঈশ্বর কার্যে তাতে কি সংশয় ॥
পুর্বে যেন সুস্বামীরে শুন প্রাণপতি ।
যুদ্ধে যাইতে পন্থেতে রাখিল প্রভাবতী ॥
তৈল কটা অগ্নিভয় মনেত না গুণি ।
যুদ্ধবেশ উত্তারিয়া তুষিল কামিনী ॥

শব্দার্থ টীকা : নিদুষী—নির্দোষী বা অকলংক
বৈরী কিবা মিত—শত্রু অথবা মিত্র
প্রভাবতী—দৈত্যরাজ বজ্রনাভের কন্যা
সুস্বামীরে—কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে
(দ্রষ্টব্য হরিবংশ ১৫২ অধ্যায়)

মন্তব্য : মূলে অবশ্য চতুর্থ স্তবকে আছে অনুরূপ বৃত্তান্ত । গমনাকে দেখে বাদিলা পিঠ ফিরিয়ে বসল । বাদিলার ও গমনার সংলাপ-স্তবক দুটি এভাবে মূলে নেই । জায়সীর পদ্মাবত কাব্যে আছে গমনার পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষা, আলাওলের পদ্মাবতীতে প্রকাশ পেয়েছে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা । আলাওলের পৌরাণিক অনুষংগগুলিও মূলে অনুপস্থিত ।

কুল রক্ষা কল্যো[1] প্রভু অপথ্য[2] জম্মএ ।
ঋতুপাতে[3] ব্রহ্মবধ[4] সম পাপ হএ ।।
লতা সিদ্ধি হৈলে[5] উদ্ধারএ পিত্রিলোক ।
অপথ[6] দেখীয়া পাসরএ স্বামি[7] সোক ।।

বাদিলা বোলএ প্রিয়া ছোরহ[8] চরন ।
জাত্রাকালে না দেখীমু রমনি বদন ।।
জেবা অপথের[9] আসা তুমি ধর মনে ।
গর্ব্ভবত[10] সমরনে জাইবা কেমনে ।।
আউ সেস থাকে জদি নৃপ উদ্ধারিয়া ।
নানা ষুখ নির্ব্বাহিল[11] গৃহেত আসীয়া[12] ।।
নহে জদি রনে পরি হএ[13] ষুর্গগতি ।
আমার সন্দেস লৈয়া তুহ্মি হৈয় সতি[14] ।।
চিরকাল পতি কোলে করিবা বিলাস ।
ধর্ম্ম[15] ধরি রহ বিধি[16] পরাইব[17] আস ।।
অখনে বাঝিলে[18] জদি প্রেমফান্দে তোর ।
স্বামি কাজে পন কৈলু[19] ব্রেথ হৈব[20] মোর ।।
পুরুস হইলে পুনি[21] জবস্চা ন[22] রাখিলে ।
কলঙ্ক রহিব[23] মোর রাজপুত্র কুলে ।।
তিল ষুখ লাগিয়া ন চাহ কুললাজ ।
আর ষুভক্ষন[24] গেলে সিদ্ধি হৈব কাজ ।।
গুধুলি সমএ সন্য[25] সকল চলিব ।
সেনাপতি হৈয়া আমি কেমতে রহিব ।।
খেমা ধরি নিরঞ্জন[26] ভাব এক মনে ।
মোর চিত্তে রস নাহি[27] নৃপ মন্ত্র[28] বিনে ।।

পুনি ২ কন্যা[29] বহু পরার্থন কৈল ।
কোন মতে বাদিলার মন ন[30] ফিরিল ।।*

১ বৈক্ষা কৈল ২ অপত্ত্যো ৩ জতুপাতে ৪ ব্রহ্মাবধ ৫ হৈআ ৬ অপত্ত্যো ৭ পীত্রিলোক ৮ ছাধহ ৯ জেই বা পত্তের ১০ গর্ব্বব্রত ১১ নির্ব্বাহিব ১২ বসীআ ১৩ হই ১৪ তুমী হও সাতি ১৫ ধৈর্জ্জ ১৬ বিদি ১৭ পুরাইব ১৮ এখনে বাজিলুম ১৯ স্যামী কার্জ্জে সৈত্ত কৈলুম ২০ ব্রেতা হৈল ২১ পুরুস হইআ নিজ ২২ বাঞ্চা না ২৩ রহিল ২৪ শুভক্ষেনে ২৫ নৃপ কাজে আজি সৈন্য ২৬ নিরাঞ্জন ২৭ প্রেম নহে ২৮ মোক্ত ২৯ কৈন্যা ৩০ না

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

এই মতে নারি সঙ্গে বাক্ষ নানা রিত ।
বর্জ্জিন হইয়া ভঙ্গ যুদ্ধ প্রকাসিত ।।

কুলরক্ষা কৈলে প্রভু অপত্য জন্ময় ।
ঋতুপাতে ব্রহ্মবধ সম পাপ হয় ।।
সুতবৃদ্ধি হৈলে উদ্ধারয় পিতৃলোক ।
অপত্য দেখিয়া পাসরয় স্বামীশোক ।।

বাদিলা বোলয়ে প্রিয়া ছারহ চরণ ।
যাত্রাকালে না দেখিমু রমণী বদন ।।
যেবা অপত্যের আশা তুমি ধর মনে ।
গর্ভ সময়েতে রণে যাইব কেমনে ।।
আয়ু শেষ থাকে যদি নৃপ উদ্ধারিয়া ।
নানা সুখ নির্বাহিব গৃহেত আসিয়া ।।
নহে যদি রণে পড়ি হয় স্বর্গগতি ।
আমার সন্দেশ লৈয়া তুমি হৈয় সতী ।।
চিরকাল পতিকোলে করিবা বিলাস ।
ধৈর্য ধরি রহ বিধি পুরাইব আশ ।।
এখনে বাজিল যদি প্রেম ফান্দে তোর ।
স্বামীকার্যে পণ কৈলু বৃথা হৈব মোর ।।
পুরুষ হইয়া নিজ ইচ্ছা না রাখিলে ।
কলঙ্ক রহিব মোর রাজপুত কুলে ।।
তিল সুখ লাগিয়া না চাহ কুললাজ ।
আর শুভক্ষণে গেলে সিদ্ধি হৈব কাজ ।।
নৃপ কাজে আজি সৈন্য সকল চলিব ।
সেনাপতি হইয়া আমি কেমতে রহিব ।।
ক্ষেমা ধরি নিরঞ্জন ভাব এক মনে ।
মোর চিত্তে রস নাহি নৃপ মুক্ত বিনে ।। (জা.৬)

পুনি পুনি কন্যা বহু পরার্থনা কৈল ।
কোন মতে বাদিলার মন না ফিরিল ।।

শব্দার্থ টীকা : অপত্য—পুত্র
পাসরয়—ভোলে
পরার্থনা—প্রার্থনা ।

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদ মূলানুযায়ী নয় । মূলে আছে বাদলের পরুষ প্রত্যাখ্যান ও পৌরুষ অভিমান, অনুবাদে আছে গমনার প্রতি বাদলের নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ সাংসারিক নির্দেশ । মূলের গমনা যেখানে সপ্তম স্তবকে বিদগ্ধ-ভঙ্গীতে বাদলের কাছে রতিসংগ্রাম কামনা করেছে, অনুবাদে সেক্ষেত্রে গমনা বাদলের কাছে বঙ্গকুলবধূর ন্যায় মিনতি করেছে । সপ্তম স্তবকের পৃথক কোনো অনুবাদ স্তবক অবশ্য নেই ।

নিটুর হইয়া প্রিয়া[১] করিলা গমন।
বালা হৃদে জম্মিল বিরহ হুতাশন[২] ॥
সে আনলে[৩] সব দ্যেহ হইল দাহন।
জদি না হইত আখি আসার শ্রাবন ॥
অবিরত কুচ পরে রহে জল ধার।
শহজে পর্ব্বত[৪] ঘন বরিখে[৬] অপার ॥
মদন বিসীখ ভয় হৈয়া কম্পমান[৭]।
ছিপজলে[৮] সতত করোহ[৯] সিন্দুস্যান[১০] ॥
শ্মামি কল্যান ব্রত ধর্ম্ম আচরিয়া[১১]।
খেমা ধরি রহিল সরিরে কষ্ট দিয়া ॥

১ যুদ্ধে ২ হৃদমাজে রহিল প্রেমের হুতাসন ৩ দহনে ৪ দেহ ৫ পাৰ্ব্বতি ৬ বরিক্ষে ৭ মদন বিসীক ভএ হই অপমান ৮ ছিপীজলে ৯ করএ ১০ সীন্দুস্রান ১১ শ্যামীর কৈল্যান ধম্ম ব্রত আচরিআ

নিঠুর হইয়া যুদ্ধে করিলা গমন।
বালা হৃদে জম্মিল বিরহ হুতাশন ॥
সে দাহনে সর্বদেশ হইত দাহন।
যদি না হইত আঁখি আষাঢ় শ্রাবণ ॥
অবিরত কুচপরে বহে জলধার।
সহজে পর্বতে ঘন বরিখে অপার ॥
মদন বিশিখ ভয়ে হইয়া কম্পমান।
ছিপী জলে সতত করয় সিন্ধু স্নান ॥
স্বামীর কল্যাণ ব্রত ধর্ম আচরিয়া।
ক্ষেমা ধরি রহিল শরীরে কষ্ট দিয়া ॥ (জা. ৮)

শব্দার্থ টীকা : ছিপী—সিপি বা শুক্তি

মন্তব্য : অষ্টম স্তবকটিতে মূল ও অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। মূলে প্রত্যাখ্যাতা গমনার অশ্রুধৌত মূর্তি অবশেষে রাজপুত বীরাঙ্গনার তেজস্বিতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু অনুবাদে প্রত্যাখ্যানের বেদনা গমনাকে অশ্রুমতী করেছে, কিন্তু তেজোদ্দীপ্ত করে তোলে নি।

গোরা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ড

শুভক্ষন[১] করি গোরা[২] বাদিলা চলিলা[৩] ।
নিশ্বরিতে পন্তে নানা মঙ্গল দেখীলা[৪] ॥
চারিপাসে সাহা মানি[৫] দোলাদুলি সাজে ।
পম্বাবতি[৬] বিমান[৭] চালাইল[৮] তার মাঝে[৯] ॥
বিমানের[১০] চারিপাসে দোলএ চামর ।
বিষ্টীত মুকুতা রত্ন ঝলকে সুন্দর[১১] ॥
পদ্মিনির অঙ্গের বাসের[১২] বাস পাইয়া ।
পুষ্প[১৩] তেজি মধুকর পরে ধাইয়া ২ ॥
জে দেখএ[১৪] তার মনে জন্মিল পথ্যএ[১৫] ।
পদ্মিনির বাসে[১৬] পাসে ভ্রমরা[১৭] ভ্রমএ ॥*

ছোলতান অনুচর[১৮] অলক্ষিত দেখী ।
ত্বরিতে জানাইল গিয়া পাই কায্য[১৯] সাক্ষি ॥
হেন কালে রাএবার আসিয়া মিলিলা[২০] ।
সাহারে প্রনাম করি রহাশ্য জানাইলা[২১] ॥
জাইতে ২ গেলা দিল্লির ভিতর ।
আগে[২২] বারি গেলা গোরা[২৩] সাহার গোচর ॥
বহুধনে সন্তোসি[২৪] রক্ষক[২৫] সব মন[২৬] ।
মুক্ষ ২ আমথ্যেরে[২৭] দিলা বহু ধন ॥
সকলেরে[২৮] কহিলা কহিতে সাহা আগে ।
তিল এক স্বামি[২৯] দরসন রানি মাগে ॥
সকলে বুলিলা[৩০] তুমি নিবেদহ[৩১] জবে ।
সাহা আগে সর্ব্বথা কহিব আমি সবে ॥
এথেক[৩২] যুনিয়া গোরা[৩৩] পরম হরিসে ।
বহু রত্ন লৈয়া ভেটে আন সাহা পাশে[৩৪] ॥

১ যুভক্কেন ২ গৈরা ৩ চলিল ৪ দেখীল ৫ মনি ৬ পম্বাবতি ৭ ভিমান ৮ চালাএ ৯ মাজে ১০ ভিমানের ১১ সোন্দর ১২ সৌরব ১৩ পুষ্ফ ১৪ জেই দেখে ১৫ পৈত্যএ ১৬ গন্ধে ১৭ ভোমরএ
* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

তেন মতে দোলা সঙ্গে সসৈন্য চলিল ।
সপ্ত বিংস দিন হাটী দিল্লি আগে গেল ॥

১৮ অনুচরে ১৯ কার্জ্জ ২০ মিলিল ২১ রোহাস্ব কহিল ২২ আগু ২৩ গৈরা ২৪ সান্তসী ২৫ রৈক্ষক ২৬ সর্ব্বজন ২৭ মৈক্ষ মৈক্ষ আমৈথ্যেকে ২৮ সকলেরে ২৯ স্ব্যামী ৩০ কহিলা ৩১ নিবেদও ৩২ এথেক ৩৩ গৈরা ৩৪ ভেটীল সাহা পাসে

শুভক্ষণ করি গোরা বাদিলা চলিলা ।
নিঃসরিতে পন্থে নানা মংগল দেখিলা ॥
চারিপাশে সাহা মণি দোলাদুলি সাজে ।
পদ্মাবতী বিমান চালায় তার মাঝে ॥
বিমানের চারিপাশে দোলয় চামর ।
বেণ্টিত মুকুতা রত্ন ঝলকে সুন্দর ॥
পদ্মিনীর অংগের সৌরভ বাস পাইয়া ।
পুষ্প তেজি মধুকর পড়ে ধাইয়া ধাইয়া ॥
যেই দেখে তার মনে জন্মিল প্রত্যয় ।
পদ্মিনীর গন্ধ পাশে ভ্রমরা ভ্রময় ॥
তেন মতে দোলা সংগে সসৈন্য চলিল ।
সপ্তবিংশ দিন হাঁটি দিল্লী আগে গেল ॥ (জা.২)

ছোলতানের অনুচর অলক্ষিত দেখি ।
ত্বরিতে জানাইল গিয়া পাই কার্যসাক্ষী ॥
হেনকালে রায়বার আসিয়া মিলিল ।
সাহারে প্রণাম করি রহস্য কহিল ॥
যাইতে যাইতে গেলা দিল্লীর ভিতর ।
আগুবাড়ী গেলা গোরা সাহার গোচর ॥
বহুধনে সন্তোসিল রক্ষীগণ মন ।
মুখ্য মুখ্য অমাত্যরে দিলা বহু ধন ॥
সকলেরে কহিলা কহিতে সাহা আগে ।
তিল এক স্বামী দরশন রাণী মাগে ॥
সবলে কহিলা তুমি নিবেদহ যবে ।
সাহা আগে সর্বথা কহিব আমি সবে ॥
এতেক শুনিয়া গোরা পরম হরিষে ।
বহু রত্ন লইয়া ভেটিল সাহা পাশে ॥

শব্দার্থ টীকা : আগুবাড়ী—অগ্রবর্তী বা আগ বাড়িয়ে
পদ্মাবতী বিমান—পদ্মাবতীর রথ

মন্তব্য : গোরা বাদল যুদ্ধ খন্ডের দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ দিয়ে বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভ। পদ্মাবতী-কপটদৌত্য খন্ডের শেষাংশে মূলের দ্বিতীয় স্তবকের যে অনুবাদ আছে তারই অনুবৃত্তি আছে বর্তমান খন্ডের প্রথম স্তবকে। গোরা বাদলের চলার পথে চতুর্দিকের মঙ্গলচিহ্নের সঙ্কেত অবশ্য মূলে নেই। সাতাশ দিনে দিল্লী পৌঁছানোর সংবাদও মূলে অনুপস্থিত।

ভূমি সির দিয়া গোরা[১] কৈলা নিবেদন ।
পদ্মাবতি রানি আইল পুজিতে[২] চরন ।।
নিবেদন এক বালা করে সাহা স্থানে[৩] ।
দাশী হেন কৃপা জদি মোরে থাকে মনে ।।
বিবাহিতা ষামি[৪] মোর হেতু পাইব দুঃখ[৫] ।
তিল এক[৬] আগ্গা হইলে দেখী ষামি মুখ[৭] ।।
পুনরপী মোর[৮] সঙ্গে দেখা নাহি[৯] আর ।
জিবন অবধি দুঃখ রহিল[১০] আমার ।।*
রত্নময় নৃপতির আদি জথ পুজি[১১] ।
মোর হস্তে শমস্ত[১২] জথেক সব[১৩] কুঞ্জি ।।
আগ্গা হৈলে চিনাইয়া দেএ[১৪] তার হাতে[১৫] ।
প্রসন্ন[১৬] হৃদেএ আসি সাহার সাক্ষাতে[১৭] ।।

গোবা[১৮] মুখে ষুনিয়া এথেক নিবেদন[১৯] ।
উমর ভক্ষিক[২০] সবে বুলিলা বচন ।।
বিবাহিতা শ্বামিরে[২১] দেখীতে তিল চাহে[২২] ।
পুনি দরসন নাহি[২৩] দেখীতে জুয়াএ ।।
রক্ষিগন জাউক সঙ্গে বিলম্ব না হউক ।
জথেক[২৪] ধনের কুঞ্জি চিনাইয়া দেউক ।।
শাহারে কহিয়া[২৫] সবে বহুল প্রকারে ।
হিতজন চিত ভিন্ন করএ উখরে[২৬] ।।
লোভ পাপ দুই নদি উপরে বহএ ।
শ্বামির[২৭] বহুল কায্য আলাপে[২৮] নাসহে ।।
এথেকেহ উখর না[২৯] খাএ মোহাজন ।
সথ্য[৩০] ছারি মৃথা[৩১] পন্তে করাএ[৩২] গমন ।।

১ ভূমী সীর দিআ গৈরা ২ পুজিতে ৩ স্তানে ৪ স্ব্যামী ৫ পাইলা দুক ৬ আছে ৭ দেখে তার মুক ৮ পুনরবি তার ৯ নাই ১০ রহিব ১১ আর নৃপতির গ্রিহে ছিল জথ পুজি ১২ সমস্থ ১৩ তাব

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

রত্তন কাঞ্চন আদি জথ দৈবজাত ।
প্রেমভাবে রত্নসেনে দিল মোর হাত ।।

১৪ দিআ ১৫ হাত ১৬ প্রসৈন্ন ১৭ সাক্ষাত ১৮ গৈরা ১৯ এসব বিবরণ ২০ ভৈক্ষক ২১ বিবাহিত স্ব্যামীরে ২২ চাএ ২৩ নাই ২৪ জথেক ২৫ সাহারে কহিল ২৬ উকরে ২৭ স্ব্যামীর ২৮ আলাপ ২৯ এথেক উকরে জেন ৩০ সৈত্ত ৩১ মীত্তা ৩২ করএ

ভূমি শির দিয়া গোরা কৈলা নিবেদন ।
পদ্মাবতী রাণী আইল পূজিতে চরণ ॥
নিবেদন এক বালা করে সাহা স্থানে ।
দাসী হেন কৃপা যদি মোরে থাকে মনে ॥
বিবাহিত স্বামী মোর হেতু পাইব দুখ ।
তিল এক আজ্ঞা হৈলে দেখি স্বামীমুখ ॥
পুনরপি তাঁর সঙ্গে দেখা নাহি আর ।
জীবন অবধি দুঃখ রহিল আমার ॥
রতন কাঞ্চন আদি যত দ্রব্য জাত ।
প্রেমভাবে রত্নসেনে দিল মোর হাত ॥
আর নৃপতির গৃহে ছিল যত পুঞ্জি ।
মোর হস্তে সমস্ত যথেক সব কুঞ্জি ॥
আজ্ঞা হৈলে চিনাইয়া দিয়া তার হাতে ।
প্রসন্ন হৃদয়ে আসি সাহার সাক্ষাতে ।। (জা.৩)

গোরা মুখে শুনিয়া এতেক নিবেদন ।
উমর সেবক সবে বুলিলা বচন ।।
বিবাহিতা স্বামীরে দেখিতে তিল চায় ।
পুনি দরশন নাই দেখিতে জুয়ায় ।।
রক্ষীগণ যাউক সঙ্গে বিলম্ব না হোক ।
যতেক ধনের কুঞ্জি চিনাইয়া দেউক ।।
সাহারে কহিল সবে বহুল প্রকারে ।
হিতজন চিন্তি মন করয় উদ্ধারে ।।
লোভ পাপ দুই নদী উপরে বহয় ।
স্বামীর বহুল কার্য আলাপে নাশয় ।।
এতেকেহ উখর না খায় মহাজন ।
সত্য ছাড়ি মিথ্যাপন্থে করায় গমন ।। (জা.৪)

শব্দার্থ টীকা : কুঞ্জি—চাবি
উখর—ঘুষ

মন্তব্য : তৃতীয় স্তবকের অনুবাদে সুলতানের কাছে পদ্মাবতীর আর্জি মূলানুগ হলেও ঘটনাক্রমের মধ্যে পার্থক্য আছে। মূলে আছে কারারক্ষীর কাছে গোরার উৎকোচদান এবং সুলতানের কাছে পদ্মাবতীর আর্জিপাঠের জন্য তার কাছে আবেদন। কিন্তু অনুবাদে অন্যান্য অমাত্যদেরও উৎকোচে-বশীভূত করে গোরার বহুধনরত্নসহ সুলতানের কাছে গিয়ে পদ্মাবতীর আর্জিপাঠ। চতুর্থ স্তবকে মূলে আছে সুলতানের কাছে উৎকোচ-বশীভূত কারারক্ষী কর্তৃক পদ্মাবতীর আর্জি-পাঠ। কিন্তু অনুবাদে সুলতানের দরবারে গোরার নিবেদনের উত্তরে উৎকোচ-বশীভূত সভাসদদের সমর্থন। মূলে এই রাজ-সভাসদদের চিত্র নেই। উৎকোচনীতির কথা মূলের তৃতীয়-চতুর্থ স্তবকে আছে যা অনুবাদে কিছুটা প্রকাশিত।

পদ্মাবতি আইল ষুনিয়া সোলথান ।[1]
আনন্দ দোলাই হৈয়া না করি সন্ধান[2] ।।
আজ্ঞা দিলা রত্নসেন[3] জাইতে তখন ।
ব্রেথ[4] না হউক পদ্মাবতির নিবেদন ।।
জেই কিছু পদ্মাবতি[5] মনে হএ বাঞ্ছা ।
পুরাইত তুরিত মনের আমা ইশ্চা[6] ।।
অতি প্রেম অনুরাগ[7] থাকে জার মতি ।
লংঘিতে[8] তাহার বাক্যে[9] নাহিক সগতি[10] ।।
ক্রোধে[11] আর প্রেমভাবে বুদ্ধি নহে স্থির ।
জে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানমন্ত ধির ।।

সাহা আজ্ঞা পাই গোরা[12] সথরে[13] চলিল ।
সরক্ষকে[14] নৃপতি বিমানে পাসে[15] নিল ।।
আর বহু ধন দিলা রক্ষক[16] সবেরে ।
কথক্ষন থাকি[17] নৃপ বিমান অন্তরে[18] ।।
কুসজুগ্য[19] নহে জে সহস্র জদি পাইল ।
আনন্দে থাউক[20] নৃপ সকলে বুলিল[21] ।।
সিংহ বুহ[22] অন্তরে আছিল লোহকার ।
দারুক[23] কাটীয়া সিগ্রে কৈলা নমসকার[24] ।।
মোহাবেগে[25] নরপতি বাহির হইয়া ।
সিংগ[26] পরাক্রম করি অশ্ব আরোহিয়া[27] ।।

১ পদ্মাবতি আইল হেন ষুনি ছোলতান ২ লন্ধান ৩ আজ্ঞা দিল রত্নসেনে ৪ বৃথা ৫ পদ্মাবতি ৬ পুরাইতে তুরিতে মনেতে মোর ইশ্চা ৭ আপ্তরাগ ৮ লঙ্ঘিতে ৯ আজ্ঞা ১০ সকতি ১১ ক্রোধে ১২ গৈরা ১৩ সত্তরে ১৪ সরৈক্ষকে ১৫ কাছে ১৬ রৈক্ষকী ১৭ কথক্ষেন থাকক ১৮ ভিমান ভিতরে ১৯ দস জৈগ্য ২০ থাকুক ২১ সকল কহিল ২২ সে ভিমান ২৩ দারুকা ২৪ কৈল নমাস্কার ২৫ মোহাভেগে ২৬ সীংগ ২৭ আরহিআ

পদ্মাবতী আইল শুনিয়া সোলতান ।
আনন্দে দোলাই হইয়া না করি সন্ধান ।।
আজ্ঞা দিলা রত্নসেনে জাইতে তখন ।
ব্যর্থ না হউক পদ্মাবতী নিবেদন ।।
যেই কিছু পদ্মাবতী মনে হয় বাঞ্ছা ।
পুরাইতে তুরিত মনের আমা ইচ্ছা ।।
অতি প্রেম অনুরাগ থাকে যার মতি ।
লঙ্ঘিতে তাহার বাক্য নাহিক শকতি ।।
ক্রোধে আর প্রেমভাবে বুদ্ধি নহে স্থির ।
যে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানবন্ত ধীর ।।

সাহা আজ্ঞা পাই গোরা সত্বরে চলিল ।
সরক্ষকে নৃপতি বিমান পাশে নিল ।।
আর বহু ধন দিলা রক্ষক সবেরে ।
কতক্ষণ থাকি নৃপ বিমান ভিতরে ।।
দশ যোগ্য নহে যে সহস্র যদি পাইল ।
আনন্দে থাকুক নৃপ সকলে বুলিল ।।
সে বিমান অন্তরে আছিল লোহাকার ।
দারুকা কাটিয়া শীঘ্র কৈল নমস্কার ।।
মহাবেগে নরপতি বাহির হইয়া ।
সিংহ পরাক্রম করি অশ্ব আরোহিয়া ।।

শব্দার্থ টীকা : দোলাই—বিহ্বল
লোহাকাব—কামার
দারুকা—শৃংখল

মন্তব্য : মূলের পঞ্চম স্তবকের প্রথমে একটি কথায় সুলতানের যে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে অনুবাদে কৃতার্থ সুলতানের বহু কথার প্রগলভতায় তার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। আলাওলের আলাউদ্দীন জায়সীর আলাউদ্দীনের মতো সংযত-বাক নন। সুলতানী আভিজাত্যও তাঁর কম। মূলে সুলতানের সংগে গোরার কথাবার্তা দূরে থাক সে যা কিছু আর্জি জানিয়েছে সবই উৎকোচ-বশীভূত রক্ষীদের মাধ্যমে। এইভাবে মূলে দিল্লী-দরবারকে অগম্য এবং সুলতানকে দূরত্ববেষ্টিত করা হয়েছে। অনুবাদে সেক্ষেত্রে সুলতানের সংগে গোরার সরাসরি যোগাযোগ দেখানো হয়েছে। এখানকার সুলতান মূলের ন্যায় জগদীশ্বর-দিল্লীশ্বর নন, অমাত্যচালিত আরাকান রাজসভার রাজার মতো সুলভ ও সুগম।

পঞ্চসত দুলিত[১] শহশ্র[২] বির ছিল।
সিগ্রগতি নিশ্বরিয়া অশ্বেত চরিল[৩] ॥
ঘোর সব্দে কন্নাল দুমদুমি বাজাইয়া।
চলিল বাদিলা গোরা[৪] নৃপতি লইয়া ॥
বাউগতি[৫] অশ্ব সব মাতঙ্গ[৬] ওখার।
বেগবন্ত রাজপুত্র[৭] পদাতি জঝার[৮] ॥
মোহাদর্পে[৯] চলিল সকলে[১০] অস্ত্র ধরি।
চতুর্ভিতে বেরিয়া[১১] নৃপতি মাজে করি ॥*
সাহা আগে সিগ্রে[১২] গীয়া কহিল ধাবাএ।
কপট করিয়া রত্নসেন লৈয়া[১৩] জাএ ॥†
সাহার সাক্ষাতে জথ ছিল[১৪] ওমরাও।
সকলেবে আগ্গা দিলা সিগ্রে চলি জাও ॥
জেন মতে পার হিন্দু পুনি ধরি[১৫] য়ান।
নহে মোর হাতে সব মৃত্ত[১৬] হেন জান ॥
শুনিয়া ওমরাগন চলিল সত্তর।
লেখা নাহি[১৭] চলিল মাতঙ্গ বাজি নর ॥
বাজএ তবল[১৮] ঘন তবল নিসান।
দুমদুমির সব্দে জে বাযুকি কম্পমান ॥
বাউগতি[১৯] অশ্ব হস্তি ধাবাইল বেগে[২০]।
পাছে ২ কেহ ন রহিতে চাহে আগে[২১] ॥

১ দুলিতে ২ সহশ্র ৩ অশ্বে আরহিল ৪ গৈরা ৫ বাউর গতি ৬ তুরঙ্গ ৭ ভেগবন্ত রাজা সব ৮ যুজার ৯ মোহাদ্রপে ১০ সকল ১১ চতুর-ভিতে রহিআ ১২ সবে ১৩ লই ১৪ সাহা আগে জথেক আছিল ১৫ বান্ধি ১৬ মৃত্যু ১৭ নাই

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

য়ার জথ সৈন্যকুল পন্তে ২ ছিল।
বত্নসেন দেখী সবে একাত্রে চলিল ॥
সৈন্তব সহশ্র সৈন্য হই সেখ মন।
রত্নসেন লই সবে করিলা গমন ॥
বত্নসেন লই জদি হিন্দু সব গেল।
রক্ষিক সকল মনে চিন্তিত লাগীল ॥

†• 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

এথেক শুনিল জদি দিল্লিব ইশ্বর।
অতি দুক্ষে প্রজ্জ্বলিত কুপিত অন্তর ॥

১৮ কর্ন্যাল ১৯ বাউর গতি ২০ ভেগে ২১ পাছে কেহ না রহি হইতে চাহে আগে

পঞ্চশত ডুলিতে সহস্র বীর ছিল।
শীঘ্র গতি নিঃসরিয়া অশ্বে আরোহিল ॥
ঘোর শব্দে কর্ণাল দুমদুমি বাজাইয়া।
চলিল বাদিলা গোরা নৃপতি লইয়া ॥
বায়ুগতি অশ্ব সব মাতঙ্গ তুখার।
বেগবন্ত রাজপুত্র পদাতি যুঝার ॥
মহাদর্পে চলিল সকলে অস্ত্র ধরি।
চতুর্ভিতে বেড়িয়া নৃপতি মাঝে করি ॥
আর যত সৈন্যকুল পন্থেতে আছিল।
রত্নসেনে দেখি সবে একত্রে চলিল ॥
সত্তর সহস্র সৈন্য হই সুখ মন।
রত্নসেন লই সবে করিলা গমন ॥
রত্নসেন লই যদি হিন্দু সব গেল।
রক্ষক সকল মনে চিন্তিতে লাগিল ॥
সাহা আগে শীঘ্র গিয়া কহিল ধাবায়।
কপট করিয়া রত্নসেন লইয়া যায় ॥ (জা ৫)

এতেক শুনিল যদি দিল্লীর ঈশ্বর।
অতি দুঃখে প্রজ্জ্বলিত কুপিত অন্তর ॥
সাহার সাক্ষাতে যত ছিল উমরাও।
সকলেরে আজ্ঞা দিলা শীঘ্রে চলি যাও ॥
যেন মতে পার হিন্দু পুনি ধরি আন।
নহে মোর হাতে সব মৃত্যু হেন জান ॥
শুনিয়া উমরাগণ চলিল সত্বর।
লেখা নাহি চলিল মাতঙ্গ বাজি নর ॥
বাজায় কর্ণাল ঘন তবল নিসান।
দুন্দুভির শব্দে বাসুকী কম্পমান ॥
বায়ুগতি অশ্বহস্তী ধাবাইল বেগে।
পাছে কেহ না রহি হইতে চাহে আগে ॥

শব্দার্থ টীকা : নিঃসরিয়া—বাহির হয়ে
মাতঙ্গ তুখার—তুখার হস্তী বা শ্বেত হস্তী
ধাবায়—ধাবিত হয়

মন্তব্য : পঞ্চম স্তবকের অনুবাদ মূলের তুলনায় দীর্ঘ। মূলে আছে পদ্মাবতী-বেশী কামারকর্তৃক রত্নসেনের শৃঙ্খলমোচনের প্রসঙ্গ, কিন্তু অনুবাদে লোহারুর পদ্মাবতী বেশধারণের কথা নেই। অনুবাদে বর্ণিত বাদ্যধ্বনিসহ রত্নসেনকে নিয়ে সসৈন্যে গোরা বাদলের প্রত্যাবর্তন-বিবরণ মূলে নেই। মূলের দোহা অংশটিতে যে অলংকৃত ঘোষণা আছে অনুবাদে তা সাধারণভাবে বিবৃত। পঞ্চম স্তবকের পরবর্তী স্তবকটি মূলে অনুপস্থিত। বিশেষ করে রত্নসেনের পলায়ন সংবাদ শুনে ওমরাহদের প্রতি সুলতানের আজ্ঞা এবং সুলতানের আদেশে যুদ্ধের নানাবাদ্যসহ ওমরাহদের যুদ্ধগমনচিত্রের বিস্তৃত বিবরণ মূলে নেই।

সন্য[১] পদধূলি কৈল ষুর আছাদন[২] ।
দিগ পূরি আইসে[৩] জেন বরিসার ঘন ॥*
দেখীয়া অপব সন্য[৪] বাদিলা ষুমতি ।
সম্বদিয়া গোরাবে[৫] আ৷৷লা সিগ্রগতি[৬] ॥
দেখহ তুরুক সন্য[৭] আইল[৮] অপার ।
বিনি জুদ্ধে নাহি[৯] আজি নৃপতি উদ্ধার[১০] ॥
নৃপতিবে লৈয়া তুমি সিগ্রে জাও ঘর ।
তুরুকের সন্যে[১১] আমি করিব সমর ॥
ইশ্বরের লবন ষুধিব[১২] আজি আমি ।
সথের[১৩] নৃপতি লৈযা সিগ্রে[১৪] জাও তুমি ॥
গোরা বোলে[১৫] ভাই এবে[১৬] হট পরিহর।
তুমি শথ্য[১৭] অনুজ অগ্রেতে[১৮] বাক্য[১৯] ধর ॥
আস্তি পূরি[২০] সাহাস কবিছ প্রিথিবিত[২১] ।
মইলে শুচন[২২] মোর নাহি[২৩] কদাচিত ॥
তুমি মোর অনুজ[২৪] শহজে[২৫] দুগ্ধ মুখ ।
প্রিথিতে[২৬] আসীয়া করিছ কিবা[২৭] ষুখ ॥
আসিতে দেখীলু বধু[২৮] অশ্রুমুখী তোর ।
অদ্যাপিহ[২৯] সে দুখ[৩০] হৃদয়[৩১] আছে মোর ॥
গমনার কালে অ্যাইলা মধুরে[৩২] ছারিয়া ।
হরি হরে[৩৩] মাগ তুমি সথ্য কর গিয়া[৩৪] ॥
কনিষ্টে[৩৫] করিব জেষ্ঠ শ্রদ্ধা সংকলপন[৩৬] ।
সংসারের কাম ভাই না কর লঙ্গন ॥

১ সৈন্য ২ আশ্রাদান ৩ আইল ৪ অপার সৈন্য ৫ সম্বুদিয়া গৈরাবে ৬ কহিল সীগ্রগতি ৭ অপার সৈন্য ৮ তুরুক ৯ নাই ১০ নিস্থার ১১ সঙ্গে ১২ ষুদিব ১৩ সত্তবে ১৪ গ্রিহে ১৫ গৈবা বলে ১৬ মোর ১৭ সৈত্ত ১৮ সহজে ১৯ বাক্ষ ২০ আস্তি পরি ২১ কবিয়া প্রিথিম্বিত ২২ মরিলে সোচন ২৩ নাই ২৪ অনুচ ২৫ সহজ্রে ২৬ প্রিথিম্বিতে ২৮ কন ২৮ দেখীলুম বদু ২৯ অদ্ধাপীহ ৩০ দুক্ষ ৩১ অন্তরে ৩২ বদুরে ৩৩ হর ৩৪ সৈত্ত বর গীআ ৩৫ নিকষ্টে ৩৬ শ্রধা সংকপন

* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—
বায়ুগতি অশ্ববর মহা থরতর ।
ত্রিশ ক্রোশ লঙ্ঘি চলে দিবস ভিতর ॥
মহাতেজরাশি সৈন্য সাহার আছিল ।
ত্রিশ ক্রোশ লঙ্ঘিয়া রাজার লাগ পাইল ॥

সৈন্য পদধূলি কৈল সূর আচ্ছাদন ।
দিগ পূরি আইসে যেন বরিষার ঘন ॥
দেখিয়া অপার সৈন্য বাদিলা সুমতি ।
সম্বোধিয়া গোরাকে কহিল শীঘ্র গতি ॥
দেখহ তুরুক সৈন্য আইল অপার ।
বিনি যুদ্ধে নাহি আজি নৃপতি উদ্ধার ॥
নৃপতিরে লইয়া তুমি শীঘ্র যাও ঘর ।
তুরুকের সঙ্গে আমি করিব সমর ॥
ঈশ্বরের লবণ শুধিব আজি আমি ।
সত্বর নৃপতি লৈয়া গৃহে যাও তুমি ॥ (জা.৬)

গোরা বোলে ভাই এবে হঠ পরিহর ।
তুমি সত্য অনুজ অগ্রজ বাক্য ধর ॥
আক্তি পূরি বিলাস করিছ পৃথিবীত ।
মরিলে শোচন মোর নাহি কদাচিত ॥
তুমি মোর অনুজ সহজে দুগ্ধমুখ ।
পৃথিবীতে আসিয়া কবিহ কোন সুখ ॥
আসিতে দেখিলু বধু অশ্রুমুখী তোর ।
অদ্যাপিহ সেই দুঃখ হৃদয়ে আছে মোর ॥
গমনাব কালে আইলা বধূবে ছাড়িয়া ।
পরিহার মাগ তুমি সত্য কর গিয়া ॥
কনিষ্ঠ করিবা জ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধা সংকল্পন ।
সংসারের কাম ভাই না কর লঙ্ঘন ॥

শব্দার্থ টীকা : হঠ পবিহর—হঠকারিতা পরিহার বা ত্যাগ কর
আক্তি পূরি—আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে

মন্তব্য : ষষ্ঠ স্তবকের অনুবাদের ঘটনা-বিবরণ মূলানুগ হলেও বাদলের উক্তি কিন্তু মূলানুযায়ী নয় । মূলে পোলো খেলার রূপকে বাদলের বীরত্বময় রণোৎসাহের বর্ণনা আছে । অনুবাদে বাদলের যুদ্ধোন্মাদনার পরিবর্তে প্রভুঋণশোধের প্রেরণাই মুখ্য হয়ে উঠেছে ।

মোর অনুশুচ[১] ভাই না করিও[২] চিন্তে।
বিস্তরক[৩] মারিয়া মরিমু[৪] রনক্ষ্যাতে ॥
এ বুলিয়া গলে ধরি চুম্বিলা কপালে।[৫]
সান্তাইয়া অনুজাবে[৬] বহুবিধি[৭] বোলে ॥
অর্দ্ধ সন্য লৈয়া গোরা[৮] তথাতে রহিলা।
অর্দ্ধ লৈয়া নৃপ সংগে বাদিলা চলিলা ॥

ডাক দিয়া বোলে গোরা[৯] সন্য সম্বদিতে[১০]।
নৃপ সংগে জাও জার[১১] শ্রদ্ধা আছে জিতে[১২] ॥
মুই আজি রণক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া রহিলু[১৩]।
কদাচিত[১৪] ন ফিরিমু নিশ্চিত কহিলু ॥[১৫]
জেন পুর্ব্বে কৃষ্ণ সংগে জুঝিল[১৬] অসীম।
জংগি[১৭] রাজ পাছে করি আগু হৈল ভিম ॥
তেন মুই আগু হৈল[১৮] নৃপ করি পাছে।
প্রাণপণ করিমু জাবত প্রাণ আছে ॥
আজি[১৯] মুঞি ন…নিল হনুমান হইয়া।
রাখিমু সমুদ্র জল জাংগাল[২০] বান্দিয়া ॥
এথ শুনি জুদ্ধা সবে বুলিলা বচন।
বির হৈআ বোল[২১] কেনে হেন দুর্ব্বচন ॥
তোমা সংগে আইল সব[২২] চিতাউর হোন্তে।
ফিরিয়া জাইব[২৩] হেন নাহি কার[২৪] চিন্তে ॥*
হেনকালে নিকটে আইল সাহা সন্য[২৫]।
তা দেখীয়া[২৬] গোবা[২৭] বির হৈল অগ্রগন্য ॥[২৮]
পঞ্চসত অশ্ববার শহস্র[২৯] পদাতি।
এক ২ ভিতে দিল সতে ২ হাতি[৩০] ॥

১ অনুসোচ ২ ধবিঅ ৩ বিস্তুবণে ৪ মবিব ৫ কোপালে ৬ অনুজাকে ৭ বহুবিধ ৮ অর্দ্ধ সৈন্য লই গেবা ৯ ডাক দি বুলিলা গৈবা ১০ সৈন্য সম্বুদিতে ১১ আব ১২ শ্রদ্ধা নাই চিন্তে ১৩ রহিলুম ১৪ কদাচিত্ত ১৫ নিশ্চএ কহিলুম ১৬ যুজিল ১৭ দক্ষি ১৮ আগে হৈলুম ১৯ আষু ২০ জঙ্গলে ২১ বহ ২২ জবে ২৩ আসীব ২৪ নাই মোন ২৫ সৈন্য ২৬ তাহা দেখী ২৭ গৈব ২৮ অগুআন ২৯ সহস্র ৩০ সপ্ত সত হাতি

*. 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত কয়েক পংক্তি—
আসীতে সমএ মৃত্যু দনাই সকলে।
নৃপ সঙ্গে অর্দ্ধ সৈন্য পাটাইয়া বলে ॥
নৃপ একাম্বর দেখী তার সঙ্গে জাএ।
নহেত সকলে যুজি মরিত এথাএ ॥
বুদ্ধপাতি হই তুমী দেখ বিদ্ধমান।
আমী সব নৈলে সব হৈঅ আগুআন।
এথেক কহিআ সব মন কুতুহলে।
জার জেই আক্তি হৈল খাইল সকলে ॥

মোব অনুশোচ ভাই না করিও চিন্তে।
বিস্তর মারিয়া মবিমু রণক্ষেত্রে ॥
এ বুলিয়া গলে ধবি চুম্বিলা কপালে।
সান্তাইয়া অনুজেবে বহুবিধ বোলে ॥
অর্ধসৈন্য লইয়া গোরা তথাতে রহিলা।
অর্ধ লইয়া নৃপ সংগে বাদিলা চলিলা ॥ (জা. ৭)

ডাক দিয়া বোলে গোবা সৈন্য সম্বোধিতে।
নৃপ সংগে যাও যার শ্রদ্ধা আছে চিতে ॥
মুই আজি রণক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া রহিলুঁ।
কদাচিত না ফিবিমু নিশ্চিত কহিলুঁ ॥
যেন পূর্বে কৃষ্ণ সংগে যুঝিল অসীম।
দন্ডীরাজ পাছে করি আগু হইল ভীম ॥
তেন মুঞি আগু হইল নৃপ করি পাছে।
প্রাণপণ করিমু যাবত প্রাণ আছে ॥
আজি মুঞি নল নীল হনুমান হইয়া।
রাখিমু সমুদ্রজল জাংগাল বান্ধিয়া ॥
এত শুনি যোদ্ধা সবে বুলিলা বচন।
বীব হইয়া বোল কেনে হেন দুর্বচন ॥
তোমা সংগে আইল সব চিতউব হোন্তে।
ফিরিয়া যাইব হেন নাহি কাব চিত্তে ॥
আসিতে সময় মৃত্যু দড়াই সকলে।
নৃপ সংগে অর্ধ সৈন্য পাঠাইব বোলে ॥
নৃপ একেশ্বব দেখি তার সংগে যায়।
নহেত সকলে যুঝি মরিত এথায় ॥
এতেক কহিযা সবে মন কুতুহলে।
যার যেই আক্তি হইল খাইল সকলে ॥ (জা. ৮)

হেনকালে নিকটে আইল সাহাসৈন্য।
তা দেখিয়া গোবা বীব হইল অগ্রগণ্য ॥
পঞ্চশত অশ্বযাব সহস্র পদাতি।
এক এক ভিতে দিল শতে শতে হাতী ॥

মন্তব্য: সপ্তম স্তবকের অনুবাদেব সংগে মূলেব প্রধান পার্থক্য হল মূলে গোরা ও বাদলের মধ্যে পিতৃব্য-ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্ক কিন্তু অনুবাদে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এব ফলে মূলেব ও অনুবাদের বিষয়বস্তু এক হলেও বক্তব্যরূপে পৃথক। অনুবাদে গমনা প্রসংগ আছে কিন্তু মূলে নেই। মূলের দোহা অংশটি অনুবাদে অনুপস্থিত। অষ্টম স্তবকেব অনুবাদ মূলের তুলনায় দীর্ঘ। অনুবাদের প্রথমাংশে গোরাব বীরত্ব আস্ফালন মূলানুসাবী। যদিও মূলের পৌরাণিক অনুষঙ্গগুলি অনুবাদে সব নেই। অনুবাদের শেষাংশ অর্থাৎ গোরার প্রত্যুত্তরে যোদ্ধাদের প্রত্যুক্তি মূলে অনুপস্থিত।

দুই দিগে দুই শন্য[১] রাখিয়া[২] ষুস্থির।
মধ্য ভাগে[৩] আপনে রহিলা গোরা[৪] বির ॥
সাহার সকল[৫] সন্য[৬] আসি একবার।
গোলাগুলি চন্দ্রবান মারএ অপার ॥
পরএ[৭] বহুল বান দমা লাখে ২।
পরিমান নাহি সব পবে ঝাকে ২ ॥
ঘন পঞ্চ[৮] আসী জেন বিষ্টী বরে[৯] ধারে[১০]।
ত্রস্ত হৈয়া নৃপ সন্য সহিতে ন পারে ॥[১১]
মনে ভাবি[১২] বোলে গোরা[১৩] ষুন বির গন।
দুরে থাকি জুদ্ধ কৈলে নিসার্থে[১৪] মরন ॥
হস্তে আসি[১৫] করিয়া সকলে কবে রন।
মারিয়া মরিলে নাহি[১৬] বিরের ষুচন[১৭] ॥
এথ ষুনি বিরগনে অর্স ধাবাইয়া।
সাহার সন্যেত[১৮] সব মিলিল আসিয়া ॥
হএ হস্তি পদাতি হইয়া একমতি।
মারিয়া তুরুক সন্য[১৯] করন্ত[২০] বিগতি ॥
একবারে সবে বল্যা[২১] ছেলের প্রহার।
হস্তি সবে আসি সন্য করে চুরমার ॥
অগ্রেত[২২] আসীয়া জেন পরিল পতঙ্গ।
রনভুমি হই গেল রুধিব তরঙ্গ ॥
উম্নতের[২৩] মতে জুঝে[২৪] রাজপুত্রগন।
ছারিয়া জিবন আসা ইশ্চিল মরন ॥
কেহ পরে নাহি চাহে[২৫] সকলে আগুসারে।
ষুন্ড মুন্ড হস্ত পদ কাটি ভুমী পারে ॥[২৬]
কেহ বেগে[২৭] ব্রজ্ঞ[২৮] ছেল হানে করি[২৯] মাথে।
ভুসন্ড[৩০] কাটিএ কেহ তিখ্ন খর্গ ঘাতে ॥
চিৎকারিয়া[৩১] সব্দ ছারি[৩২] করিকুল ধাএ।
মৈঙ্গিয়া[৩৩] আপনা সন্য[৩৪] ভঙ্গে দিয়া জাএ ॥

১ সৈন্য ২ রাখীআ ৩ মৈধ্যভাগে ৪ গৈরা ৫ সম্মুখে ৬ সৈন্য ৭ মারএ ৮ পুঞ্জ ৯ বহে ১০ ধার ১১ ত্রাস হই নৃপসৈন্য নারে সহিবার ১২ ভাবে ১৩ বলে গৈরা ১৪ নিস্ব্যাতে ১৫ হস্তি আসী ১৬ নাই ১৭ সোচন ১৮ সৈন্যেতে ১৯ সৈন্য ২০ করএ ২১ কৈল্ল ২২ অগ্নীতে ২৩ উন্মত্তের ২৪ যুজ্ঝে ২৫ কেহ পাছে না বহে ২৬ ষুন্ড মুন্ড কাটী হস্তিপদে ভুমী গরে ২৭ ভেগে ২৮ বজ্র ২৯ কার ৩০ ভুসন্ট ৩১ চিকরিআ ৩২ করি ৩৩ সঙ্গিআ ৩৪ দিআ

দুই দিগে দুই সৈন্য রাখিয়া সুস্থির।
মধ্যভাগে আপনে রহিলা গোরা বীর ॥
সাহার সকল সৈন্য আসি একবার।
গোলাগুলি চন্দ্রবাণ মারয় অপার ॥
পড়য় বহুল বাণ দমা লাখে লাখে।
পরিমাণ নাহি সব পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
ঘন পুর্ণ আসি যেন বৃষ্টি বহে ধারে।
ত্রস্ত হইয়া নৃপসৈন্য সহিতে না পারে ॥
মনে ভাবি বোলে গোরা শুন বীরগণ।
দূরে থা ক যুদ্ধ কৈলে নিঃস্বার্থে মরণ ॥
হস্তে আসি করিয়া সকলে কর রণ।
মারিযা মরিলে নাহি বীরের শোচন ॥
এত শুনি বীরগণে অশ্ব ধাবাইযা।
সাহার সৈন্যত সব মিলিল আসিয়া ॥
হয় হস্তী পদাতি হইয়া একমতি।
মারিযা তুরুক সৈন্য করন্ত বিগতি ॥
একবারে সবে কৈল শেলের প্রহার।
হস্তী সবে আসি সৈন্য করে চুরমার ॥
অগ্নিতে আসিয়া যেন পড়িল পতঙ্গ।
রণভুমি হই গেল রুধির তরঙ্গ ॥
উন্মত্তের মত যুঝে রাজপুত্রগণ।
ছাড়িয়া জীবন আশা ইচ্ছিল মরণ ॥
কেহ পাছে নাহি চাহে সকলে আগুসরে।
শুন্ড মুন্ড হস্ত পদ কাটি ভুমিপরে ॥
কেহ বেগে বজ্রশেল হানে করী-মাথে।
ভুষণ্ডী কাটয় কেহ তীক্ষ্ন খড়্গাঘাতে ॥
চিৎকারিয়া শব্দ ছাড়ি করিকুল ধায়।
মর্দিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গ দিয়া যায় ॥ (জা. ৯)

মন্তব্য : নবম স্তবকের অনুবাদ মুলের তুলনায় দীর্ঘ। মূলে সুলতান-সেনার আক্রমণ এবং গোরার সৈন্যের প্রতিরোধচিত্র আছে, কিন্তু অনুবাদে সুলতান-সেনার আক্রমণে নৃপসৈন্যদের ভীতি এবং গোরার উৎসাহবাক্যে তাদের আক্রমণ ও পারস্পরিক সংঘাতচিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। মুলের দোহা অংশের অনুবাদ বর্তমান।

সাহার অপার সন্য[১] সন্খ্যা[২] কেবা পাএ ।
সহস্র পরএ আসি[৩] লক্ষ আগুআএ[৪] ॥
দুইজে প্রহর[৫] এই মতে জুন্ধ ছিল ।
রাজপুত্র সন্য[৬] সব সংগ্রামে পরিল ॥
রনক্ষেত্রে একশ্বর[৭] ভ্রমে গোরা[৮] বির ।
জাহারে[৯] সম্মুখে পাএ করে দুই চির ॥
গোরার[১০] বিক্রম দেখী সাহা শন্যগন[১১] ।
বিসম হইল রন ভাবে মনে মনে ॥
আছোক[১২] করিব জুন্ধ নৃপতির সন্য[১৩] ।
ন[১৪] চাহে জাইতে কেহ রনে অগ্রগন্য[১৫] ।
ওমরা সকলে বোলে অল্প সন্য[১৬] লই ।
বিবোলিল[১৭] সাহা সন্য সব এক হই ॥
অল্প শন্য হিন্দু[১৮] সন্য জুন্ধ নহি করি ।
কোন মুখে রৈলা সবে রন পরিহরি ॥[১৯]
সাহার সমুখে গীয়া কি দিব[২০] উত্তব ।
অদ্যাপিহ[২১] ভাল আছে করহ সমর ॥
এথেক[২২] ষুনিলে ক্রোধে[২৩] দিল্লীর ইশ্বর ।
মায়া[২৪] ছারি বধিবেক[২৫] সবংশে সত্তব[২৬] ॥
এথেক ষুনিরা জদি মুহমিনগন[২৭] ।
হয়[২৮] হস্তি ফিরাইয়া ইস্চিলা মরন ॥
একবারে সর্ব্ব সন্য[২৯] করি কলাহল ।
নৃপতির সন্য[৩০] আগে গেলেন্ত শকল[৩১] ॥
দিলেক[৩২] পুনি গোরা[৩৩] তুরুক আইল ।
খগ হস্তে শন্য আগে[৩৪] অগ্রগামি হইল[৩৫] ॥
তার পাছে জথ ছিল নৃপ সন্যগন[৩৬] ।
সমস্ত আসিয়া[৩৭] পুনি প্রবিছিল[৩৮] রন ॥
মরনের ভয় নাই গোরার[৩৯] সরিরে ।
বনে পশী একে ২ আসি সন্য মারে[৪০] ॥

১ সৈন্য ২ সাক্ষি ৩ রনে ৪ লৈক্ষ আগে জাএ ৫ পহর ৬ সৈন্য ৭ একাম্বর ৮ গৈরা ৯ জাহাকে ১০ গৈরার ১১ সৈন্যগন ১২ আছ উক ১৩ সৈন্য ১৪ না ১৫ হই অগ্রগৈন্য ১৬ সৈন্য ১৭ বিলুলিল ১৮ সব ১৯ ক্ষেন খন রৈল সব যুদ্ধ পরিহরি ২০ দিবা কি ২১ অদ্ধাপীহ ২২ এথেকে ২৩ ক্রোদ্ধ ২৪ মায়্যা ২৫ বদিবেক ২৬ সত্যর ২৭ সাহা সৈন্যগন ২৮ হএ ২৯ সৈন্য সবে ৩০ সৈন্য ৩১ সকল ৩২ দেখীলেন্ত ৩৩ গৈরা ৩৪ সৈন্য পাছে ৩৫ অগ্রগৈন্য হৈল ৩৬ নৃপকুল গন ৩৭ জাইআ ৩৮ পরি ছিলা ৩৯ গৈরার ৪০ বারে মহাবির

সাহার অপার সৈন্য সংখ্যা কেবা পায় ।
সহস্র পড়য় আসি লক্ষ আগুয়ায় ॥
দুইজ প্রহর এইমতে যুদ্ধ ছিল ।
রাজপুত্র সৈন্য সব সংগ্রামে পড়িল ॥
রণক্ষেত্রে একেশ্বর ভ্রমে গোরা বীর ।
যাহারে সম্মুখে পায় করে দুই চির ॥
গোরার বিক্রম দেখি সাহা সৈন্যগণ ।
বিষম হইল রণ ভাবে মনে মন ॥
আছোক করিব যুদ্ধ নৃপতির সৈন্য ।
না চাহে যাইতে কেহ রণে অগ্রগণ্য ॥
উমরা সকলে বোলে অল্প সৈন্য লই ।
বিভোলিল সাহা সৈন্য সব এক হই ॥
অল্প সৈন্য হিন্দু সব যুদ্ধ নাহি করি ।
কোন মুখে রৈলা সব রণ পরিহরি ॥
সাহার সমুখে গিয়া কি দিব উত্তর ।
অদ্যাপিহ ভাল আছে করহ সমর ॥
এতেক শুনিলে ক্রোধে দিল্লীর ঈশ্বর ।
মায়া ছাড়ি বধিবেক সবংশে সত্বর ॥
এতেক শুনিল যদি মুহমিনগণ ।
হয় হস্তী ফিরাইয়া ইচ্ছিলা মরণ ॥
একবারে সর্ব সৈন্য করি কোলাহল ।
নৃপতির সৈন্য আগে গেলেন্ত সকল ॥
দেখিলেক পুনি গোরা তুরুক আইল ।
খড়্গ হস্তে সৈন্য আগে অগ্রগামী হইল ॥
তার পাছে যত ছিল নৃপ সৈন্যগণ ।
সমস্ত যাইয়া পুনি প্রবেশিল রণ ॥
মরণের ভয় নাহি গোরার শরীরে ।
রণে পশি একে একে আসি সৈন্য মারে ॥ (জা.১০)

শব্দার্থ টীকা : বিভোলিল—বিহ্বল করল

মন্তব্য : দশম স্তবকের অনুবাদও মূলের তুলনায় অতিবিস্তৃত। মূলে সুলতানী সৈন্যদের রণনৈপুণ্য এবং গোরার রণমত্ততার পরিচয় আছে। কিন্তু অনুবাদে গোরার বিক্রমের কাছে সুলতান-সৈন্যদের পরাভব এবং ওমরাহদের উৎসাহে গোরার বিরুদ্ধে তাদের সমবেত আক্রমণ বর্ণিত হয়েছে।

ধানুকি ২ রন[১] বান বরিসন।
ব্রহ্ম অস্ত্র ধর্ম্ম[২] হৈল না দেখী[৩] তপন ॥
হস্তিকুল[৪] জুদ্ধ করে যুন্ডে জরাজরি।
কাকে কেহ দন্তে ধরি পেলাএ[৫] উথারি ॥
অশ্বে ২ জুদ্ধ হৈল ২ দলমরি।[৬]
কারে কেহ অশ্ব কেহ[৭] মারএ কমারি[৮] ॥
পদাতি সকলে মিলি করে হাতাহাতি।
ঢেঙ্গা ঘাতে[৯] মারে কাবে[১০] কবে লাথালাতি ॥
হাতেত জমখর[১১] লই মুটকি[১২] হানএ।
বুকে হাতি[১৩] কার ২ বুকে[১৪] নিকালএ ॥
জার বলহিন তারে প্রানে সংকারএ[১৫]।
আর কারে হাতে ধরি মুটুকি হানএ ॥
আর কারে[১৬] ভুজে জরি[১৭] মাবএ পাহারি।[১৮]
আর কোন জনে ক্রোধে[১৯] মারএ কামারি ॥
রত্নসেন জথ সন্য রাজপুত্রগন।[২০]
সমরায়[২১] হই জুদ্ধ করে প্রানপন ॥
একজন সনে[২২] জুদ্ধ সতেক নিবাবে।
কাহাকে হানএ[২৩] অস্ত্র লক্ষিত ন পারে ॥
এক রাজা হৈল এক শহস্র অন্তর।
কোনে কথা জুদ্ধ করে ন পাএ খবর ॥
এক ২ বাজপুত্র অর্জুন ভিম তুল।
সাহা সন্যে প্রবেসীয়া[২৪] বধিলা[২৫] বহুল ॥
গোরা সনে[২৬] জথ বির জুঝিবারে[২৭] জাএ।
দেখীতে ২ সেই জম লাগ পাএ ॥[২৮]
এই মতে সাহা সন্য করে লন্ডভন্ড।
চাহিতে ন পারে কেহ মধ্যান মাত্তন্ড[২৯] ॥
নিরন্তর কাটে সন্য[৩০] বিসম জুঝার[৩১]।
অসিসিরে[৩২] রুধির বহএ অনিবার ॥
এই মতে পঞ্চদিন জুদ্ধ দিবা রাত্রি।
অনিবারে যুদ্ধ করে রাজপুত্র খেত্রি ॥

১ ধনুকি ২ যুদ্ধ ২ বম্র‍া অস্ত্র ধুর্মা ৩ দেখে ৪ হস্তিকুলে ৫ ফেলাএ ৬ করি ধরমরি ৭ কার গজ কার হএ ৮ কামারি ৯ ঢেঙ্গাহাতে ১০ কেহ ১১ হস্তেত জমখরি ১২ মুকুটী ১৩ হানি ১৪ কেহ কাব পীৎটে • 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি
হস্তের মুকুটী ঘাড়ে কাহারে মারএ
১৫ সংগারএ ১৬ কেহ ১৭ ধরি ১৮ কাচারি ১৯ আর কেহ ক্রোধ করি ২০ রত্নসেন রাজপুত্র জথ সভাগন ২১ সমবাও ২২ সঙ্গে ২৩ নারিব ২৪ প্রভেসীআ ২৫ বাদিলা ২৬ গৈরাসঙ্গে ২৭ যুজিবারে ২৮ দেখীতে ২ সেই কালে লই জাএ ২৯ মৈদ্ধান মাটুন্ত ৩০ সৈন্য ৩১ বুজার ৩২ অগ্নে

ধানুকি ধানুকি রণ বাণ বরিষণ।
ব্রহ্ম অস্ত্রে ধূম্র হইল না দেখি তপন ॥
হস্তিকুলে যুদ্ধ করে শুন্ডে জড়াজড়ি।
কাকে কেহ দন্তে ধরি ফেলায় উপাড়ি ॥
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হইল করি ধরমরি।
কারে কেহ দন্তে দন্তে মারয় কামড়ি ॥
পদাতি সকলে মিলি করে হাতাহাতি।
ঠেংগাঘাতে মারে কারে করে লাথালাথি ॥
হস্তের মুটকীঘাতে কাহারে মারয়।
যার বলহীন তারে প্রাণে সংহারয় ॥
আর কেহ ভুজে ধরি মারয় কাচারি।
আর কোন জনে ক্রোধে মারয় কামড়ি ॥
রত্নসেন যত সৈন্য রাজপুত্রগণ।
সমবায় হই যুদ্ধ করে প্রাণপণ ॥
একজন সংগে যুদ্ধ শতেক নিবারে।
কাহাকে হানয়ে অস্ত্র লক্ষিতে না পারে ॥
এক রাজা হৈল এক সহস্র অন্তর।
কোনে কোথা যুদ্ধ করে না পায় খবর ॥
এক এক রাজপুত্র অর্জুন ভীম তুল।
সাহাসৈন্য প্রবেশিয়া মারন্ত বহুল ॥
গোরা সংগে যত বীর যুঝিবারে যায়।
দেখিতে দেখিতে সেই যম লাগ পায় ॥
এইমতে সাহাসৈন্য করে লন্ডভন্ড।
চাহিতে না পারে কেহ মধ্যাহ্ন মার্তন্ড ॥
নিরন্তর কাটে সৈন্য বিষম যুঝার।
অসিশিরে রুধির বহয়ে অনিবার ॥
এইমতে পঞ্চদিন যুদ্ধ দিবারাত্রি।
অনিবার যুদ্ধ করে রাজপুত্র ক্ষেত্রি ॥ (জা. ১১)

শব্দার্থ টীকা :—কাচারি— আছাড় দেওয়া
ক্ষেত্রি—রাজপুত যোদ্ধা-জাতি বিশেষ

মন্তব্য : একাদশ স্তবকের যুদ্ধবর্ণনা মূলের তুলনায় বিস্তারিত। যুদ্ধের সময়কালও অনুবাদে বিস্তৃত। মূলে আছে সুলতান-সৈন্যের সঙ্গে গোরা-সৈন্যের এক-ঘণ্টার যুদ্ধ, অনুবাদে দিবারাত্র পাঁচ দিন ধরে গোরার সংগ্রাম। যুদ্ধের প্রকৃতিও ভিন্ন। মূলে এরপরই সরজার সংগে দ্বৈরথযুদ্ধে গোরার মৃত্যু, কিন্তু অনুবাদে এর বহুপরে গোরার মৃত্যু ঘটেছে।

কে[1] করিব জুদ্ধ তারে চাহিতে ন[2] পারে।
অসিত[3] রুধির ধারা দেখী প্রাণ ছারে ॥
সন্যের বিগতি[4] দেখী ওমরা দুইজন।
হিন্দু সব বধিবারে[5] আসি করে রন ॥
তা সবান শংগে[7] বহু অশ্ববার আইল।
দেখীয়া এ সব গোরা[8] চিন্তিতে লাগিল ॥
শপ্ত সত রাজ গো(রা)[9] একত্র করিল[10]।
আর জথ বিরগন সমুখে আনিল[11] ॥
গোরা বোলে[12] ষুনহ বান্দব রাজাগন।
বিসম আজুকা জুদ্ধে নিসার্থে[13] মরন ॥
একে তুরুকের সনা নাহি[15] পরিমান।
এক পরে সহস্র হঅএ[16] আগুআন ॥
আর দেখ উমরা[17] মহন্ত দুইজন।
সন্য[18] সংগে আপনে আসিয়া করে রন ॥
অসম শাহাস[19] করি ভাবি নিরঞ্জন[20]।
তুরুকের জুদ্ধে[21] আজি ইশ্চিসা[22] মরন ॥
রাজ সব এক হই করি[23] গিয়া রন।
চারিপাসে জুদ্ধ দেএ সব বিবরন[24] ॥
আহ্মি[25] সবে বেরি গিয়া ওমবা দুইজন।
জেন মতে পারি তারে করিএ নিধন ॥
ভবানি শ্বরিয়া সবে চল একবারে[26]।
প্রসন্ন[27] হইলে মাতা[28] বিজএ আহ্মারে[29] ॥
নহে তুরুকের রনে নাহিক নিস্তার।
একবারে আহ্মি[30] সবে কবিব সংহার[31] ॥
এই মতে রাজা সবে জুক্তি[32] সার করি।
সমবাএ[33] জুদ্ধ করে ওমরাক[34] বেরি ॥
সপ্তসত রাজপুত্র সব জুদ্ধপতি[35]।
প্রান উচ্চগিয়া[36] জুঝে[37] ওমরা সঙ্গতি ॥

১ কি ২ না ৩ অসীব ৪ হরে ৫ সৈন্যের দুর্গতি ৬ বধিবারে ৭ তা সর্ব্বান সঙ্গে ৮ গৈরা ৯ রাজপুত্র ১০ করিআ ১১ আনিআ ১২ গৈরা বলে ১৩ নিশ্বাথে ১৪ এক ১৫ সৈন্য নাই ১৬ সহস্রেক হএ ১৭ ওমরা ১৮ সৈন্য ১৯ সাহাস ২০ নিরাঞ্জন ২১ যুদ্ধে ২২ ইশ্চিলা ২৩ একাত্র করিআ ২৪ বিবগন ২৫ আমী ২৬ একবার ২৭ প্রসৈন ২৮ মাত্র ২৯ আমার ৩০ আমী ৩১ সঙ্গার ৩২ যুক্তি ৩৩ সমবাও ৩৪ ওমরাকে ৩৫ জুদ্ধাপতি ৩৬ উচগীআ ৩৭ যুজে

কে করিব যুদ্ধ তারে চাহিতে না পারে।
অসিত রুধির ধারা দেখি প্রাণ ছাড়ে ॥
সৈন্যের বিগতি দেখি উমরা দুই জন।
হিন্দু সব বধিবারে আসি করে রণ ॥
তা সবান সংগে বহু অশ্ববার আইল।
দেখিয়া এসব গোরা চিন্তিতে লাগিল ॥
সপ্তশত নৃপ গোরা একত্র করিল।
আর যত বীরগণ সমুখে আনিল ॥
গোরা বোলে শুনহ বান্ধব রাজাগণ।
বিষম আজুকা যুদ্ধে নিঃস্বার্থে মরণ ॥
একে তুরুকের সৈন্য নাহি পরিমাণ।
এক পড়ে সহস্রেক হয় আগুয়ান ॥
আর দেখ উমরা মহন্ত দুইজন।
সৈন্য সংগে আপনে আসিয়া করে রণ ॥
অসম সাহস করি ভাবি নিরঞ্জন।
তুরুকের যুদ্ধে আজি ইচ্ছিয়া মরণ ॥
রাজ সব এক হই কর গিয়া রণ।
চারিপাশে যুদ্ধ দেও সব বীরগণ ॥
আমি সবে বেড়ি গিয়া উমরা দুইজন।
যেন মতে পারি তারে করিয়ে নিধন ॥
ভবানী স্মরিয়া সবে চল একবার।
প্রসন্ন হইলে মাতা বিজয় আমার ॥
নহে তুরুকের রণে নাহিক নিস্তার।
একবারে আমি সবে করিব সংহার ॥
এইমতে রাজা সবে যুক্তি সার করি।
সমবায় যুদ্ধ করে উমরাকে বেড়ি ॥
সপ্তশত রাজপুত্র সব যুদ্ধপতি।
প্রাণ উৎসর্গিয়া যুঝে উমরা সংগতি ॥

মন্তব্য: মূলে এই বিবরণ নেই। মূলে আছে সুলতানী সৈন্যের আক্রমণে রাজপুত সৈন্যরা বিনষ্ট হলে গোরা একাকী যুদ্ধ করতে করতে সেনাপতি সরজার হাতে বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুবরণ করল, অনুবাদে এর পরিবর্তে দীর্ঘ কয়েকপৃষ্ঠা ধরে রাজপুত ও সুলতান-সৈন্যের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত বীরদের উৎসাহিত করার জন্য গোরার ভবানী-স্মরণ করে সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং ওমরাহদের ঘিরে সমবায়-যুদ্ধ অনুবাদে অতিরিক্ত যোজনা।

ওমরার সংগে জথ অশ্ববার[১] ছিল।
রাজা সব লাগি[২] কেহ ঘনাইতে নারিল ॥*
একে ২ দুহজন[৩] ওমরা প্রধান।
চারিদিগে বেরি বান[৪] করএ[৫] সন্দান ॥
দুই বান হানিতে[১০] সপ্তসত বান এরে।
শ্রমজু দুইজন[১১] নিবারিতে নারে ॥
তবে নিজ সন্য চাহে[১২] নাহি চারি পাস[১৩]।
একশ্বর জুঝি দুহ হইল হতাস[১৪] ॥
সকল নৃপতি সন্য আসী ক্ষেপে সর।
সর ঘাএ[১৬] দুহজন হইল জজর[১৭] ॥
আরুহন দুহজন[১৮] ছিল মত্ত করি।
বধিলেক সরঘাতে[১৯] রাজা সবে[২০]বেরি ॥
মাতঙ্গ হইল জদি ভূমিতে শ্বয়ন।
পদগতি হইলেক ওমরার গন[২১] ॥
হেনকালে দৈবগতি[২২] সেনাপতি গন।
দুহকে[২৩] রাখিতে আইল করিবারে রন[২৪] ॥
ওমরার লাগি দুই অশ্ব আনিছিল।
তাত আরুহিয়া দুহ প্রান সারাইল[২৫] ॥
আর বহু[২৬] বির আসী ওমরা লই গেলা।
সেনাপতি সনে সংগে রাজা জুধ দিলা[২৭] ॥
পুন্যফলে প্রান রক্যা[২৮] ওমরা পাইল।
সবে বেরি সেনাপতি দুহ শংহারিল[২৯] ॥
তবে আর নৃপ দুই শাহার প্রধান।
রাজা সবে জুঝিবারে আইলা তুরমান[৩০] ॥

১ অশ্ববার ২ গীআ ৩ দোহজন ৪ বহু শ্বর ৯ করেন্ত ১০ এরি তেজে ১১ দুই বির ১২ সৈন্য দেখে ১৩ নাই কেহ পাসে ১৪ একাশ্বর যুজি দুই হইল তরাসে ১৫ সকল নৃপতি আসী খেপীলেক শ্বর ১৬ শ্বরঘাতে ১৭ জর২ ১৮ আরহন দোহজন ১৯ শ্বরঘাতে ২০ রাজ সব • 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

ওমরা সকল হএ সাহা সবাকার।
যুদ্ধপতি নহে সেই হএ কার্জকার ॥
তথাপীহ রাজা সঙ্গে বহুল যুজিলা।
ইশ্বর কৃপাএ এক রাজা ন মরিলা ॥

২১ পদাতি হইআ যুজে ওমরা দুইজন ২২ দৈবজোগে ২৩ দোহাকে ২৪ করি নিবারন ২৫ তাতে আরহিআ দুই প্রানরৈক্ষা কৈল ২৬ অথ ২৭ সেনাপতি সঙ্গে রাজা সঙ্গে যুদ্ধ দিলা ২৮ রৈক্ষা ২৯ সম্পারিলা ৩০ রাজা সঙ্গে যুজিবারে হৈল আগুআন

উমরার সংগে যত অশ্ববার ছিল।
রাজা সব লাগি কেহ ঘনাইতে নারিল ॥
উমরা সকল হয় সাহা শোভাকার।
যুদ্ধপতি নহে সেই হয় কার্যকার ॥
তথাপি রাজার সংগে বহুল যুঝিলা।
ঈশ্বর কৃপায় এক রাজা না মরিলা ॥
একে একে দুইজন উমরা প্রধান।
চারিদিগে বেড়ি বাণ করয় সন্ধান ॥
দুই বাণ হানিতে সপ্তশত বাণ এড়ে।
শ্রমযুক্ত দুইজন নিবারিতে নারে ॥
তবে নিজ সৈন্য চাহে নাহি চারিপাশ।
একেশ্বর যুঝি দোহ হইল হতাশ ॥
সকল নৃপতি সৈন্য ক্ষেপে আসি শর।
শরাঘাতে দুইজন হইল জর্জর ॥
আরোহণ দুইজন ছিল মত্ত করী।
বধিলেক শরাঘাতে রাজা সবে বেড়ি ॥
মাতঙ্গ হইল যদি ভূমিতে শয়ন।
পদগতি হইলেক উমরার গণ ॥
হেনকালে দৈবগতি সেনাপতিগণ।
দোহকে রাখিতে আইল করিবারে রণ ॥
উমরার লাগি দুই অশ্ব আনিছিল।
তাতে আরোহিয়া দোহ প্রাণরক্ষা কৈল ॥
আর বহু বীর আসি উমরা লই গেলা।
সেনাপতি সংগে রাজা সবে যুদ্ধ দিলা ॥
পুণ্যফলে প্রাণরক্ষা উমরা পাইল।
সবে বেড়ি সেনাপতি দুই সংহারিল ॥
তবে আর নৃপ দুই সাহার প্রধান।
রাজা সংগে যুঝিবারে আইলা তুরমান ॥

মন্তব্য: দুজন ওমরাহের সংগে রাজপুত সৈন্যের এই যুদ্ধবর্ণনা মূলে একেবারেই অনুপস্থিত। রাজপুত সেনাদের সম্মিলিত আক্রমণে দুজন গজারোহী ওমরাহের বিপন্ন অবস্থা এবং দুজন তুর্কি সেনাপতির আগমনের ফলে তাঁদের প্রাণরক্ষা ইত্যাদি মূলবহির্ভূত বিবরণ থেকে এটাই মনে হয় যে আলাওল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই হোক অথবা অমাত্যদের মনস্তুষ্টির জন্যেই হোক যুদ্ধের রোমান্স-উত্তেজক বর্ণনা বিশেষ পছন্দ করতেন।

তবেনিজসৈন্যচাহেনাহেটাবিপাসে : একেশ্বর
বুঝিদুহ হইল হতাশ : সকলনৃপতিসৈন্যপ্রাসী
ক্ষেপেসব : সবেমাত্রে দুইজনহইলজজব : আ
রহেনদুইজনছিলমত্তকরি : বধিলেকসবসাথে
বজোসেবেবেরি : মত্তদন্তী হইলঅন্দিপ্রমিত্রেশ্বর

পদগতি হইলেকওমবাবেগেন : হেনকালেদেব
গতিসেনাপতিগন : দুইবিরাখিপ্তেআইলকরিবা
রেবন : ওমবরেনাগে দুইঅশ্ব আনিছিল : তাতে
আরোহিয়াদুইপ্রধানসাবাইন : আরবতু রিপা
সীওমরানিইগোনা : সেনাপতিসনে সঙ্গেরাজা

জন্দদিনা : পুনঃফনেপ্রানকাতেওমবাপেইহে :
সবেবেরিসেনাপতিদুইশাহারিনি : তবেত্ত্বার
নৃপদুইশাহারেপ্রবিনে : বাজোসেবেজুকিবাহে আ
ইলাওবমানে : শাহশেখ নিবারিতে মাকেন
জন : বাজোসেবেজুদ্রকামবপরমজতন : বাজোসেবে

বেড়িআরেচারিভিতেসব : সবগ্রাতে দুইজন : হই
নর্জ্জবে : তবেদুইনৃপতিরে ওবন্দবধিল : সৌগাহে
ড়েপড়ি দুইভূমেগাহইল : পদাতেমারিলাচলে
হইলফেরেবু : বিষ্টিপ্রীজচারিদিগেতভবিপরে
সব : মাতসৈন্যবাজোসেব হস্তবুদ্ধপতি : প্রানভয়ে

সীতহাকোনৃপতিসঙ্গতি : সাহে নৃপতিসৃসঙ্গে কি
কথহৈল : বাজোসেবনাগে কেহ আসীতে না রিল
একে২ দুইজনকরিলনিবিল : সাহবকথেকরনা
তবাসেতমন : ওবন্দীসহিতে গার্দ দুইবাজোসেন
শ্রীহাপ্রদবশ্বাগানি

পুঁথিলেখকের নাম-স্বাক্ষরিত 'ভা' পুঁথির একটি পৃষ্ঠা।

সম্পূ মত রাজা সর্ব্ব শত্র সীর্দ্ধাপতি ঃ। প্রাপ্ত ত্রশিরগীয়া
সুজেওয়া সঙ্গতি ঃ। সাহাকে শ্রুপতি সঙ্গে বিক্ষুব্ধ
ছিল ঃ। রাজ্যসুখভোগী কেহ আসীতেশবিল ঃ
একবারে ধ্বইরূপ করিলেন সৈন্য ঃ। সাহার ব্যথে
সৈন্য প্রকাশীতেছেন ঃ। ওকঙ্ক মহিতে বাল দেহে
সুপীড়েন ঃ। সাহা সৈন্যে একবারে প্রবেসন্দুন তেন
আরব্ধ অসেনাপতি ওমরা আছিল ঃ। সর্ব্ব সৈন্য পাকি
স্বাসি কহিতে শুনী ঃ। প্রাকিবানে হি স্পর্শবোদেন
অপমান ঃ। বিক্রমে রাজীব আসীধিকিবে শয়ান ঃ
১৫৮ সাহাতাসে গীতামারে কি দিতে পর ঃ। একবারে হৈ
মারে বাম্ব হৈ দিতে অব ঃ। এ আচ্ছ সাহা সৈন্য করি দ্র এ
যোগ ঃ। রাজসেবকালে বাবি মারুত্র কম্পন ঃ। তিন
দোলাসাগাত্রশ্র বকে বহি মগ ঃ। অসীতে পকোগাই
নিবারন ঃ।ঃ সিক্তাবস্ত্র শীর্ণাস্থি রাজাবসমার ঃ।ঃ
জর্জ্জরশ্র ধারসব সঙ্কুলনিবার ঃ।ঃ বিসম হইল
শির্ণনাহি সান্তমন ঃ সাহারবহিন সৈন্ন হইল নিকা
নীশির সগামে জাদ শিয়াক সঙ্গাবঃ প্রবনাদা
হিমানীতা নিজ্প্রান গারে ঃ ত্রবিক্রমসেতে বলী
তাপাকবদন ঃ কাকে কেহ না হাহন্ত প্রানী নাহি
বান ঃ সেই স্থী দিমাত ভিন্ন অগ্নিন শির্ণা পাত
অপমানে করিতেক অরৈন্নৈ বসতি ঃ।ঃ তবে লোরা
রলে ক্লেশ উনমর্থ হইয়া ঃ মণীনাম সাগরজা সারে
দণ্ডেকাসরাইয়া ঃ দুইহাত্তে শির্ণ বিকিঅলো সারহন

দুই হস্তাক্ষর সম্বলিত 'বা' পুঁথির একই পৃষ্ঠা

সহস্রেক[১] নিবারিতে নারে এক জন।
রাজা সবে জুদ্ধ করে[২] পরম জত্তন ॥
রাজা সবে বেড়ি মারে চারিভিতে সর[৩]।
সরঘাতে দুহজন হইল জজ্জর[৪] ॥
তবে দুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল[৫]।
অর্স হোন্তে পড়ি দুহ[৬] ভুমিগত হৈল ॥
পদাতি নারিলা চলি হইলা ফাঁফর।[৭]
বিষ্টি প্রাএ চারিদিগে ভরি[৮] পরে সর ॥
শপ্তসত রাজা সব[৯] হএ জুদ্ধপাতি[১০]।
প্রান উৎসগীয়া জুঝে নৃপতি শঙ্গতি[১১] ॥
সাহা নৃপতির[১২] সঙ্গে বির জথ ছিল।
রাজা সব লাগী কেহ আসীতে নারিল ॥
একে ২[১৩] দুহজন করিল নিধন।
সাহার জথেক সন্য[১৪] তরাসিত[১৫] মন ॥
তুরঙ্গ শহিতে জদি দুই রাজা[১৬] মৈল।*
সাহাসন্য[১৭] একবাবে হুলস্থল হৈল ॥
আর জথ সেনাপতি উমরা[১৮] আছিল।
সর্ব্ব সন্য[১৯] ডাকি পুনি কহিতে লাগিল ॥
ডাকি বোলে হিন্দু সবে দিল অপমান।
কিরূপে রাখীব পুনি ধবেত পরান[২০] ॥
সাহা আগে গীয়া সবে কি দিবা উত্তর।
একবারে হিন্দু সব[২১] বান্দহ নিয়র ॥
এথ শুনি সাহা সন্য[২২] করি জয়[২৩] রোল।
রাজা সকলের বেড়ি[২৪] মারন্ত বহুল ॥
তিব গোলা নানা অস্ত্র করে বরিসন।
অজুতে ২ পরে নাহি[২৫] নিবারন ॥†
সিক্ষাবন্ত জুদ্ধাস্থির রাজাব কুমারে[২৬]।
জথ সর পবে আসি[২৭] সবল[২৮] নিবারে[২৯] ॥

১ সহস্রেক ২ সঙ্গে যুজে ৩ বাজা সবে চারিবিরে মারে বহু স্বর ৪ জর২ ৫ বাদিল ৬ অস্ব হন্তে পরি দোহ ৭ পদাতি চলিতে নারে হইল কাতর ৮ হন্তে ৯ সপ্তসত রাজপুত্র ১০ যুদ্ধাপাতি
* এইখানে 'ঢ' পুঁথিলেখকের নাম আছে 'শ্রীহাএদর আলি'।
† এরপর থেকে 'বা' পুঁথিতে কিছুদূর পর্যন্ত অন্য হাতের লেখা।
১১ ওমরা সঙ্গতি ১২ সাহার নৃপতি ১৩ একবারে ১৪ সৈন্য ১৫ তরাসীতে ১৬ দোহ নৃপ ১৭ সাহা সৈন্যে ১৮ ওমরা ১৯ সৈন্য ২০ আমী ধরি জে পরান ২১ সবে ২২ সৈন্য ২৩ জএ ২৪ বেরি ২৫ নাই ২৬ কুমার ২৭ সব ২৮ সকল ২৯ নিবার

সহস্রেক নিবারিতে নারে একজন।
রাজা সবে যুদ্ধ করে পরম যতন ॥
রাজা সবে বেড়ি মাবে চাবিভিতে শর।
শরাঘাতে দুইজন হইল জর্জর ॥
তবে দুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল।
অশ্ব হোন্তে পড়ি দোহ ভূমিগত হইল ॥
পদাতি চলিতে নারে হইল ফাঁফর।
বৃষ্টিপ্রায় চারিদিগে ভরি পড়ে শর ॥
সপ্তশত রাজা সব হয় যুদ্ধপাত।
প্রাণ উৎসর্গিয়া যুঝে নৃপতি সংগতি ॥
সাহা নৃপতির সঙ্গে বীব যত ছিল।
রাজা সব লাগি কেহ আসিতে নারিল ॥
একে একে দোহানকে করিল নিধন।
সাহার যতেক সৈন্য ত্রাসিত মন ॥
তুরঙ্গ সহিতে যদি দোহ নৃপ মৈল।
সাহাসৈন্যে একবাবে হুলস্থুল হইল ॥
আর যত সেনাপতি উমরা আছিল।
সর্ব সৈন্য ডাকি পুনি কহিতে লাগিল ॥
ডাকি বোলে হিন্দু সবে দিল অপমান।
কি রূপে রাখিব সবে ধড়েত পরাণ ॥
সাহা আগে গিয়া সবে কি দিব উত্তর।
একবারে হিন্দু সব বান্ধহ নিয়র ॥
এত শুনি সাহাসৈন্য করি জয়বোল।
রাজা সকলেরে বেড়ি মারন্ত বহুল ॥
তীর গোলা নানা অস্ত্র কবে বরিষণ।
অযুতে অযুতে পড়ে নাহি নিবারণ ॥
শিক্ষাবন্ত যুদ্ধাস্থির রাজার কুমারে।
যত শর পড়ে আসি সকল নিবারে ॥

মন্তব্য : সাতশত রাজপুত রাজার সঙ্গে সুলতানের অধীনস্থ দুজন রাজার অসম যুদ্ধ ও তাদের নিধন বর্ণনা করে আলাওল ঔচিত্যের পরিচয় দেন নি। ওমরাহদের ভাষণে সুলতানী সৈন্যদের উৎসাহ ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবর্ণনা উত্তেজক হলেও বর্ণনারীতির মধ্যে সংস্কৃত আলংকারিকতা এবং বঙ্গীয় পুচ্ছানুসারিতা লক্ষণীয়।

বিসম হইল জুদ্ধ নাহি নিবারন[১] ।
সাহার বহুল সন্য[২] হইল নিধন ॥
পিত্রির সমুখে জদি পুত্রেবে[৩] সংগারে ।
পুত্র না চাহিয়া পীতা নিজ প্রান সারে ॥
ভাই[৪] অগ্রেতে জদি ভাত্রিক বধএ[৫] ।
কাকে কেহ ন রাখন্ত প্রান[৬] লই ধাএ ॥
সে জুদ্ধ দেখীত ভিম অর্জুন জুদ্ধপতি ।
অপমানে অরন্যেত[৭] করিত[৮] বসতি ॥
তবে গোরা[৯] রনক্ষেত্রে উন্নত[১০] হইআ ।
খর্গে ন মারিযা মারে দন্তে কামারাইযা ॥
তবে খর্গ ধরি হস্তে[১১] অর্সে আরুহন ।
সাহার বহুল সন্য কবন্ত[১২] নিধন ॥
মরনের ভয় ছারি রাজপুত্রগন ।
লন্ডভন্ড কবি বধে সাহা সন্যগন[১৩] ॥
আছোক[১৪] কবিব জুদ্ধ চাহিতে ন পারে ।
তা সব[১৫] বিক্রম দেখী সব সন্য ফিরে ॥
রুধিবের ধারা বহে বনক্ষেত্র মাজ ।
মাংস ভক্ষ[১৬] সব নাচে কবিযা সমাজ ॥
রনভুমি রক্তবন্ন[১৭] দেখী দিনমনি ।
লজ্জা[১৮] পাই লুকাইল হইল রজনি ॥
জেহেন লুকিত সম ববিব কিবন[১৯] ।
রাজা স। রক্তবন্ন সাম্য নাহি[২০] মন ॥
আছোক[২১] করিব জুদ্ধ মুকে নাহি নাত ।
সবে বোলে এবে সে হইল পবমাত[২২] ॥
হেনকালে প্রশন্য[২৩] হইল জ।পতি[২৪] ।
দুই সন্য রহিলে রাজাব জেই নিতি[২৫] ॥
নিসিত সাহাব সন্য হই একত্তব[২৬] ।
সবে বোলে সাহা আগে জানাউক খবব ।
কেহ বোলে সাহা আগে বার্তা ন জানাইব[২৭] ।
একবার যুদ্ধ কবি সকল মরিব ॥

১ সান্তি মন ২ সৈন্য ৩ পুত্রকে ৪ ভ্রাত্রির ৫ বদএ ৬ প্রানী ৭ করিতেক ৮ অরৈন্নে ৯ গোরা ১০ উনমর্থ ১১ দুই হস্তে খর্গ ধরি ১২ হইল ১৩ সৈন্নগন ১৪ আছুক ১৫ গৈরার ১৬ রনক্ষেত্রে ১৭ রক্তবর্ন রনভুমি ১৮ লজ্জ্যা পাই ১৯ খিরন ২০ শ্রমজোক্ত ২১ আছুক ২২ পরমাদ ২৩ অস্তগেত ২৪ দিনপতি ২৫ গতি ২৬ সৈন্য হৈল একত্তর ২৭ কিবা বার্থা দিব

বিষম হইল যুদ্ধ নাহি নিবারণ ।
সাহার বহুল সৈন্য হইল নিধন ॥
পিতৃর সমুখে যদি পুত্রেরে সংহারে ।
পুত্র না চাহিয়া পিতা নিজ প্রাণ সারে ॥
ভ্রাতৃর অগ্রেতে যদি ভ্রাতৃক বধয় ।
কাকে কেহ না রাখন্ত প্রাণ লই ধায় ॥
সে যুদ্ধ দেখিত ভীমার্জুন যুদ্ধপতি ।
অপমানে অরণ্যেত করিত বসতি ॥
তবে গোরা রণক্ষেত্রে উম্মত্ত হইয়া ।
খড়্গে না মারিযা মারে দন্তে কামড়াইয়া ॥
দুই হস্তে খড়্গ ধরি অশ্বে আরোহণ ।
সাহার বহুল সৈন্য করন্ত নিধন ॥
মরণের ভয় ছাড়ি রাজপুত্রগণ ।
লন্ডভন্ড করি বধে সাহা সৈন্যগণ ॥
আছোক করিব যুদ্ধ চাহিতে না পারে ।
গোরার বিক্রম দেখি সব সৈন্য ফিরে ॥
রুধিরের ধারা বহে রণক্ষেত্র মাঝ ।
মাংসভক্ষ্য নাচে সব করিয়া সমাজ ॥
রণভুমি রক্তবর্ণ দেখি দিনমণি ।
লজ্জা পাই লুকাইল হইল রজনী ॥
যেহেন লুকিত সব রবির কিরণ ।
রাজা সব রক্তবর্ণ শ্রমযুক্ত মন ॥
আছোক করিব যুদ্ধ মুখে নাহি নাদ ।
সবে বোলে এবে সে হইল পরমাদ ॥
হেনকালে অস্তগত হইল দিনপতি ।
দুই সৈন্য রহিলেক যার যেই গতি ॥
নিশীথে সাহার সৈন্য হই একত্তর ।
সবে বোলে সাহা আগে যাউক খবর ॥
কেহ বোলে সাহা আগে কিবা বার্তা দিব ।
একবার যুদ্ধ করি সকল মরিব ॥

মন্তব্য : গোরার বীরত্ব বর্ণনায় খড়্গের পরিবর্তে দন্তের ব্যবহার যুগপৎ বীভৎস ও হাস্যকর । মূলে গোরার এই-জাতীয় যুদ্ধবিবরণ অনুপস্থিত। মূলের যুদ্ধবর্ণনা ধ্রুপদী-রীতির, অনুবাদে বঙ্গীয় রামায়ণ মহাভারতের বর্ণনার অনুরূপ ।

পুছিলে জুদ্ধের বার্ত্তা[১] কি দিব উত্তর ।
কি রূপে দেখাইব মুখ[২] সাহাব গোচর ॥
জিবন অধিক[৩] দেখী মৃত্তু হস্তে[৪] ভাল ।
তিলে ছোবাইব জথ আপদ[৫] জঞ্জাল ॥
এইমতে দরাই করিলা[৬] বিরগন ।
রজনি গোয়াইল জদি[৭] উগএ তপন ॥
এথাত[৮] সাহাব আগে জথ[৯] বিবরন ।
কথ জনে সিগ্র জাই করে নিবেদন[১০] ॥
রত্নসেন লই দেসে বাদিলা চলিল ।
জথেক রাজার শংগে[১১] গোরা[১২] জুদ্ধ[১৩] দিল ॥
সপ্তদিন জুদ্ধ ছিল ওমরা সংগাতি ।
মরিল বহুল সন্য[১৪] পাইয়া দুর্গতি ॥
প্রধান নৃপতি[১৫] দুই সংগ্রামে বধিল[১৬] ।
সেনাপতি দুহ[১৭] সঙ্গে বহু সন্য[১৮] পৈল ॥
আর জথ জুদ্ধ ছিল হিন্দুর শহিত[১৯] ।
কহিতে শাহার [২০] আগে মনে বাসী ভিত ॥
রনক্ষেত্রে গোরা বিরে দুই হস্তে অশী ।
উন্নত[২১] চরিত্র জুদ্ধ শংগ্রামেত[২২] পশী ॥
কে করিব জুদ্ধ তাবে চাহিতে[২৩] ন পারে ।
জেই দিগে জাএ স্রত[২৪] বহএ রুধিরে[২৫]॥
তাহাব আটোপ দেখী[২৬] সর্ব্ব শন্যগন ।
সমাইতে চিন্তাজুক্ত[২৭] আছে সর্ব্বজন ॥
এথেক ষুনিল জদি দিল্লির ইশ্বর ।
ক্রোধে অগ্নি সমতুল দিলেক উত্তর[২৮] ॥
হিন্দু সবে আসি এথা দিল অপমান ।
সর্ব্ব সন্য[২৯] চল জুদ্ধে জাইমু আপন ॥
অতি ক্রোধে[৩০] সাহা মন দেখী পাত্রগন ।
ভালে ভুমী[৩১] চুম্বিব[৩২] তবে করে নিবেদন ॥
প্রাণ জদি দান কব কহি হিত তত্ত্ব ।
কায্য[৩৩] জদি লৈতে চাহ চিত্ত কর শান্ত[৩৪] ॥
শহস্রেক[৩৫] মাজে এক রাজার কুমার ।
নিরক্ষিয়া আনিছে[৩৬] কায্য[৩৭] আপনার ॥
নিজ কম্ম[৩৮] লই চাহে জাইতে শহর[৩৯] ।
পন্ত ন পাইয়া সবে পাতিল ঝকর[৪০] ॥

১ কথা ২ দেখাব মুক ৩ থাকিআ ৪ হএ ৫ জগত ৬ করিআ ৭ গঞাইয়া তবে ৮ এমত ৯ যুদ্ধ ১০ একজন গীয়ে তথা গেলেন্ত তখন ১১ সঙ্গে ১২ গইবা ১৩ যুদ্ধ ১৪ সৈন ১৫ নিপতি ১৬ বধিল ১৭ দোহ ১৮ সৈন্ন ১৯ সহিত ২০ তোমাব ২১ উন্মর্থ ২২ সংগ্রামে ২৩ ছাহিতে ২৪ সেই ২৫ বাদিরে ২৬ দেখে ২৭ সমাহিতে ভ্রম জোক্ত ২৮ দিল পদুত্তর ২৯ বল ৩০ ক্রোধ ৩১ মহি ৩২ চুম্প ৩৩ কাজ ৩৪ সান্ত ৩৫ সহস্রেক ৩৬ নিয়া আছে ৩৭ কার্জ ৩৮ কাজ ৩৯ সহর ৪০ সমর

পুছিলে যুদ্ধের বার্তা কি দিব উত্তর ।
কিরূপে দেখাইব মুখ সাহার গোচর ॥
জীবন অধিক দেখি মৃত্যু হয় ভাল ।
তিলে ছোড়াইব যত জগত জঞ্জাল ॥
এইমতে দড়াই করিলা বীরগণ ।
রজনী গোঙাইল তবে উগিল তপন ॥
এথাত সাহার আগে যত বিবরণ ।
কতজন শীঘ্র যাই করে নিবেদন ॥
রত্নসেন লই দেশে বাদিলা চলিল ।
যতেক রাজার সঙ্গে গোরা যুদ্ধ দিল ॥
সপ্তদিন যুদ্ধ ছিল উমরা সংগাতি ।
মরিল বহুল সৈন্য পাইয়া দুর্গতি ॥
প্রধান নৃপতি দুই সংগ্রামে বধিল ।
সেনাপতি দুহে সঙ্গে বহু সৈন্য পৈল ॥
আর যত যুদ্ধ ছিল হিন্দুর সহিত ।
কহিতে সাহার আগে মনে বাসি ভীত ॥
রণক্ষেত্রে গোরা বীর দুই হস্তে অসি ।
উন্মত্ত চরিত্র যুঝে সংগ্রামেত পশি ॥
কে করিব যুদ্ধ তাবে চাহিতে না পারে ।
যেই দিগে যায় স্রোত বহয় রুধিরে ॥
তাহাব আটোপ দেখি সর্ব সৈন্যগণ ।
সমাহিতে চিন্তাযুক্ত আছে সর্বজন ॥
এতেক শুনিল যদি দিল্লীর ঈশ্বর ।
ক্রোধে অগ্নি সমতুল দিলেক উত্তর ॥
হিন্দু সবে আসি এথা দিল অপমান ।
সর্ব সৈন্য চল যুদ্ধে যাইমু আপন ॥
অতি ক্রোধে সাহা মন দেখি পাত্রগণ ।
ভালে ভূমি চুম্বি তবে করে নিবেদন ॥
প্রাণ যদি দান কর কহি হিত তত্ত্ব ।
কার্য যদি লৈতে চাহ চিত্ত কর শান্ত ॥
সহস্রেক মাঝে এক রাজার কুমার ।
নির্বাক্ষিয়া আনিয়াছে কার্য আপনাব ॥
নিজ কর্ম লই চাহে যাইতে শহর ।
পন্থ না পাইয়া সবে পাতিল ঝগর ॥

শব্দার্থ টীকা : আটোপ—প্রচেষ্টা
ঝগর—ঝগড়া

মন্তব্য : গোরার বিক্রম সম্পর্কে সুলতানের কাছে এই জাতীয় বার্তা-বৃত্তান্ত মূলে নেই ।

কেহ জদি মন ক্রোধে[১] কাহারে লরাএ[২] ।
ফিরিয়া ন[৩] চাহে শেই[৪] প্রাণ লই ধাএ ।।
তথাপিহ খেমা নাহি[৫] তাহাকে[৬] লরাএ ।
শারিতে নারিল[৭] জদি শে পুনি ফিরাএ[৮] ।।
প্রাণ উশ্চগীয়া জুধ্ধ করে শেই[৯] জন ।
নিব্বর্ন্দ নেঅম চার[১০] ন জাএ মিটন ।।
কেহ জদি প্রাণ লই ধাএ কার ভিত ।
শাস্ত্রেত লিখএ শেই[১১] বাচিতে উচিত ।।
আর দেখ কার হস্তে থাকে অশীধাব[১২] ।
অস্ত্রহিন শঙ্গে জদি হইল ঝগর[১৩] ।।
অতি বেগে ক্রোধ মনে হানে[১৪] খর্গ ধার ।
ছিকর[১৫] নাহিক হস্ত পাতএ তাহার ।।
খর্গধরে হস্ত তার কাটীব জানএ ।
মৃতগামি হহয়া[১৬] হস্ত আহ্রাদি[১৭] রাখএ ।।
গমাগম বলাবল জুধ্ধের চরিত ।
শমএ[১৮] বুজিয়া কর্ম্ম করিতে উচিত ।।
রণক্ষেত্র মুকামুখী[১৯] হই গেল জবে ।
জার জেই বিচা[২০] শ্বরি প্রান রাখে তবে ।।
নিকটে মরন আব শ্বরি লয্যাগত[২১] ।
প্রানপণ জুধ্ধ করে শাহার অগ্রত[২২] ।।
ধাইতে চাহিল আগে ভএ আপনার ।
পন্ত ন পাইয়া জুধ্ধ[২৩] শঙ্গাতি আমার ।।
মরিতে ইশ্চিলা[২৪] তবে[২৫] হিন্দুসেন্যগন[২৬] ।
তার শঙ্গে জুঝিয়া[২৭] মরিব কোনজন[২৮] ।।
ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রশাদে[২৯] ।
সংসার নিয়ম জান নিজ কর্ম্ম সাধে[৩০] ।।

কেহ যদি মনক্রোধে কাহারে লড়ায় ।
ফিরিয়া না চাহে সেই প্রাণ লই ধায় ।।
তথাপিহ ক্ষেমা নাহি তাহাকে লড়ায় ।
সারিতে নারিল যদি সে পুনি ফিরায় ।।
প্রাণ উৎসর্গিয়া যুদ্ধ করে সেই জন ।
নির্বন্ধ নিয়ম হয় না যায় মিটন ।।
কেহ যদি প্রাণ লই ধায় কার ভিত ।
শাস্ত্রেত লিখয় সেই বাঁচিতে উচিত ।।
আব দেখ কার হস্তে থাকে অসিধার ।
অস্ত্রহীন সঙ্গে যদি হইল ঝগর ।।
অতি বেগে ক্রোধ মনে হানে খড়্গ ধার ।
ছিপুর নাহিক হস্ত পাতয় তাহার ।।
খড়্গধারে হস্ত তার কাটিব জানয় ।
মৃত্যুগামী হইয়া হস্ত আচ্ছাদি রাখয় ।।
গমাগম বলাবল যুদ্ধের চরিত ।
সময় বুঝিয়া কর্ম করিতে উচিত ।।
রণক্ষেত্রে মুখামুখি হই গেল যবে ।
যার যেই বীর্য স্মরি প্রাণ রাখে তবে ।।
নিকটে মরণ আর স্মরি লজ্জাগত ।
প্রাণপণ যুদ্ধ করে সাহার অগ্রেত ।।
ধাইতে চাহিল আগে ভয়ে আপনার ।
পন্থ না পাইয়া যুঝে সংহতি আমার ।।
মরিতে ইচ্ছিল তবে হিন্দু সৈন্যগণ ।
তার সঙ্গে যুঝিয়া মরিব কোন জন ।।
ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রসাদে ।
সংসার নিয়ম জান নিজ কর্ম সাধে ।।

১ ক্রোধ্ধ ২ লরএ ৩ না ৪ সেই ৫ সাক্ষ নাই ৬ তাহারে ৭ সারিতে নারিলে ৮ সে জদি ফিরএ ৯ দুই ১০ নিবন্দ নিঅম হএ ১১ সাস্ত্রেতে কহএ তারে ১২ অসীধাব ১৩ জরাজর ১৪ আসী আগে ক্রোধানলে ১৫ ছিপুর ১৬ হই ১৭ আগ্রাদি ১৮ সমএ ১৯ রনক্ষেত্রে মুখামুখী ২০ বিজ্জ ২১ লৈজ্জাগত ২২ সাহার অগ্রেত ২৩ যুজে ২৪ চাহিল ২৫ জদি ২৬ সৈন্যগন ২৭ সঙ্গে যুজিআ ২৮ কনজন ২৯ ধনে প্রান সাদে ৩০ নিজ কাজ্জ সাদে

শব্দার্থ টীকা : নির্বন্ধ—নিয়তি বা কর্মফল
গমাগম বলাবল—উচিত অনুচিত
কলে—কৌশলে
ছিপুর—ক্ষেপণাস্ত্র

মন্তব্য : যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে সুলতানের কাছে পাত্রদের এই সুদীর্ঘ ভাষণ ও নীতি নিয়ম সম্পর্কিত বক্তৃতা 'তোহফা' রচয়িতা আলাওলের পক্ষেই সম্ভব। মূলে এই জাতীয় বর্ণনাবিস্তার অনুপস্থিত।

আর এক প্রসংগ ষুনহ সিরমনি ।[১]
বিচারি কহিব এক পুর্ব্বের কাহিনি ।।[২]
ইরানের মহারাজা দারার[৩] খবর ।
ষুনি শপ্ত দিপপতি জারে দিল কর ।।
পুশ্যা ক্রমে শেই পাটে নাহিক দোসর ।
তার সম নৃপ নাহি[৪] সংসার ভিতর ।।[৫]
শহশ্রে বিংশতি রাজা তাকে[৬] দেন্ত কর ।
প্রিথিবির নৃপগনে পুজে নিরান্তর ।।
ফৈলকুচ আছিল জবে[৭] রুমরাযাকান্ত ।
অহনিসী দারা আগে কর জোগাঅন্ত ।।
দৈবগতি[৮] তার ঘরে সাহা ছিকান্দর[৯] ।
জন্মাইলা খিতি মাজে কৃপাল[১০] ইশ্বর ।।
কাল গঞি ফৈলকুচ[১১] গেল শ্বর্গপুর ।
সাহা ছিকন্দর হৈলা[১২] রুমের ইশ্বর ।।
তবে কথ[১৩] রাজা সবে সাহাকে মানিলা ।
জঙ্গি আদি বহু রাযা জুদ্ধে জয় কল্যা[১৪] ।।
আর দিন ছিকন্দর[১৫] নিজ মনে গুনি ।
দারার নিয়ম কর রাখিলেক পুনি ।।
দারাএ ষুনিল জদি এথেক কথন ।
নিয়মীত কর মাগি পাটালা আপন[১৬] ।।
সাহাএ না দিল কর রাএবার হাত[১৭] ।
সিগ্রে জানাইল গীয়া দারাব শাক্ষাত[১৮] ।।
রুমের ন পাইল কর[১৯] দারা নৃপবর ।
শর্ব্বরম্ভে শাজি আইল রুমের ভিতর ।।[২০]
তাত[২১] দুই পাত্র ছিল দারার প্রধান ।
দৈবগতি মিলিলেক ছিকন্দর[২২] স্থান ।।
বহুল প্রশাদে সাহা[২৩] পাত্র বস কল্যা[২৪] ।
দারাক মারিতে শাহা কৃপা করি দিলা[২৫] ।।

আর এক প্রসংগ শুনহ শিরোমণি ।
বিস্তারি কহিব এক পূর্বের কাহিনী ।।
ইরাণের মহারাজা দারার খবর ।
শুনি সপ্তদ্বীপপতি যারে দিল কর ।।
পুরুষক্রমে সেই পাটে নাহিক দোসর ।
তার সম রাজা নাহি সংসার ভিতর ।।
সহস্র বিংশতি রাজা তাকে দেন্ত কর ।
পৃথিবীর নৃপগণে পূজে নিরন্তর ।।
ফৈলকুচ আছিল যবে রুমরাজ্যকান্ত ।
অহর্নিশি দারা আগে কর জোগাঅন্ত ।।
দৈবযোগে তার গৃহে সাহা ছিকান্দর ।
জন্মাইলা ক্ষিতিমাঝে কৃপাল ঈশ্বর ।।
কাল গঞি ফৈলকুচ গেল স্বর্গপুর ।।
সাহা সিকন্দর হইল রুমের ঈশ্বর ।।
তবে যত রাজা সবে সাহা না মানিলা ।
জঙ্গী আদি বহুরাজ্য যুদ্ধে জয় কৈলা ।।
আর দিন সিকন্দর নিজ মনে গুণি ।
দারার নিয়ম কর রাখিলেক পুনি ।।
দারায় শুনিল যদি এতেক কথন ।
নিয়মিত কর মাগি পাঠাইলা আপন ।।
সাহায় না দিল কর রায়বার হাতে ।
শীঘ্রে জানাইল গিয়া দারার সাক্ষাতে ।।
রুমের না পাই কর দারা নৃপবর ।
সর্বারম্ভে চলি আইল সাহার গোচর ।।
তাতে দুই পাত্র ছিল দারার প্রধান ।
দৈবগতি মিলিলেক সিকন্দর স্থান ।।
বহুল প্রসাদে সাহা পাত্রবশ কৈলা ।
দারাকে মারিতে সাহা পণ করি দিলা ।।

১ আর এক এক সঙ্গ ষুন হরসীত মান ২ বিস্তর কহিএ আমী পুরুস কাহিনি ৩ দাড়ার ৪ রাজা নাই ৫ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত চরণ—
মোর জথ হিন্দুরোজ ইরান ভিতর
৬ জারে ৭ ফলকুচ আছিলেক ৮ দৈব জগে ৯ ছেকান্দর ১০ ত্রিজগ ১১ ফলকুচ ১২ ছেকান্দর হৈল ১৩ জথ ১৪ কৈলা ১৫ ছেকান্দর ১৬ পাটাইলা তথন ১৭ হাতে ১৮ সাক্ষাতে ১৯ রুমের না পাই কর ২০ সবারম্ভে চলি রাইল রুম মারিবার ২১ তাতে ২২ ছেকান্দর ২৩ সাহা ২৪ কৈল ২৫ পান করে দিল

শব্দার্থ টীকা : পুরুষক্রমে—পুরুষানুক্রমে
দারা—পারস্যরাজ দারায়ুস ।
ফৈলকুচ—রাজা ফিলিপ ;
সিকন্দর—সেকেন্দার বা আলেকজান্ডার

মন্তব্য : গোরাকে উৎকোচে বশীভূত করে কৌশলে যুদ্ধজয়ের জন্য সুলতানের কাছে পাত্রবর এখানে দীর্ঘস্থান জুড়ে নিবেদন করল পারস্যরাজ দারায়ুসের কাহিনী । নিজামীর ইসকান্দারনামা থেকে এটি গৃহীত এবং পরে এই কাহিনী অবলম্বনে আলাওল সেকান্দারনামা রচনা করেছিলেন । জায়সীর পদমাবৎ কাব্যে এ সব বিবরণ নেই ।

ততক্ষনে[১] দারার শন্যেত পুনি আইল[২] ।
জুদ্ধকালে পাত্রে নিজ[৩] ইশ্বর বাধিল[৪] ॥
কাল গঞি দারা রাজ[৫] নিজ[৬] পুরে গেল ।
ইরাণ ইশ্বর শাহা ছিকন্দর হৈলা[৮] ॥
তবে[৯] নৃপতির ষুতা রোসন[১০] সোন্দরি ।
অপছরা জিনি রূপ[১১] ষ্বর্গ বিদ্যাধরি[১২] ॥
দারার আদেশ মানি তাকে বিভা কৈবা[১৩] ।
পুনি দোহা[১৪] পাত্র আনি প্রশাদে তুশিলা[১৫] ॥
তবে নিজ মনে মানি দারার কথন ।
একে ২ দোহাজন করিল নিধন ॥
ইশ্বর দহিক লোক[১৬] এ ফল[১৭] উচিত ।
বুদ্ধিমান্ত[১৮] হেন রূপ[১৯] ন রাখে বিধিত ॥
সংশার নিয়ম ষুনে[২১] বুদ্ধির প্রকার[২২] ।
আগে শত্রু বশ করি[২৩] পৈশ্চাতে সংহার[২৪] ॥
রামের ষুরিদ[২৫] অংগদ হনুমান ।
এ দুই আছএ রত্নশেন নিজ প্রান ॥
রাজ্যদানে ধন দিয়া তুশিয়া আশ্বাশ[২৬] ।
জেন মতে পার[২৭] দোহো আন শাহ পাশ[২৮] ॥
তার[২৯] দুই[৩০] পাত্র জদি হইলে[৩১] আমার ।
ইশ্ছাগত[৩২] মনবাঞ্ছা পুরিব তাহার[৩৩] ॥
আপনে নিশার্থে[৩৪] সাহা বল কর হানি ।
সন্তোস করহ আনি[৩৫] ফিরাই বাহিনি ॥
পাত্রের বচনে সাহা হিত তত্ত পাই[৩৬] ।
আনিলা সকল সন্য রাঞও ··· পাটাই[৩৭] ॥

ততক্ষণে দারার সৈন্য পুনি আইল ।
যুদ্ধকালে পাত্র নিজ ঈশ্বর বধিল ॥
কাল গঞি দারা রাজা নিজ পুরে গেলা ।
ইরাণ ঈশ্বর সাহা সিকন্দর হইলা ॥
তবে নৃপতির সুতা রোসন সুন্দরী ।
অপ্সরা জিনিয়া রামা স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
দারার আদেশ মানি তাকে বিভা কৈলা ।
পুনি দুই পাত্র আনি প্রসাদে তুষিলা ॥
তবে নিজ মনে মানি দারার কথন ।
একে একে দোহজন করিল নিধন ॥
ঈশ্বরদ্রোহিক জন এ ফল উচিত ।
বুদ্ধিবন্ত হেন রূপ না রাখে বিদিত ॥
সংসার নিয়ম শুন বুদ্ধির প্রকারে ।
আগে শত্রু বশ করি পশ্চাতে সংহারে ॥
রামের সুহৃদ যেন অংগদ হনুমান ।
এ দুই আছয় রত্নসেন নিজ প্রাণ ॥
রাজ্যদানে ধন দিয়া তুষিয়া আশ্বাসে ।
যেন মতে পার দোহা আন সাহা পাশে ॥
তার দুই পাত্র যদি হইল আমার ।
ইচ্ছাগত মনোবাঞ্ছা পুরিব তাহার ॥
আপনে নিস্বার্থে সাহা বল কর হানি ।
সন্তোষ করহ সাহা ফিরাই বাহিনী ॥
পাত্রের বচনে সাহা হিততত্ত্ব পাই ।
আনিল সকল সৈন্য রায়বার পাঠাই ॥

১ ততৈক্ষনে ২ সৈন্যেতে আসী পুনি ৩ যুদ্ধকালে বদিলেক ৪ পরানি ৬ নৃপ ৭ স্বর্গ ৮ সাহা ছেকান্দর হৈল ৯ দারা ১০ বোসনা ১১ বামা ১২ স্বর্গ বিধ্যাধরি ১৩ বিবা কৈল ১৪ দুই ১৫ প্রসাদে তুসীল ১৬ ইস্ব দ্রোহিক জন ১৭ মত ১৮ বুদ্ধিজনে ১৯ পাত্র ২০ বিদিত ২১ সংসার নিঅম ষুনে ২২ প্রকারে ২৩ সত্রু বস করে ২৪ প্রচাতে সংহারে ২৫ ষুরিদ জেন ২৬ আশ্বাসে ২৭ আন ২৮ আপনার পাশে ২৯ তান ৩০ দুই ৩১ হইল ৩২ ইশ্চামতে ৩৫ সাহা ৩৬ জানি ৩৭ রাউত পাটাই আনে আপনা বাহিনি ।

শব্দার্থ টীকা : গঞি—অতিবাহিত করে
রোসন সুন্দরী—দারায়ুসের কন্যা

মন্তব্য : সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ কোনো কোনো গবেষক আলাওলের পরবর্তী কালের রচনা সেকান্দারনামার এই কাহিনীর উল্লেখ দেখে পদ্মাবতীর শেষাংশ আলাওলের রচনা কিনা সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটাই প্রমাণ করে যে শেষাংশ আলাওলেরই রচনা। কারণ মূল সেকান্দারনামা আলাওলের নয় নিজামীর। কাব্যটি যে আলাওলের প্রিয় ছিল তা বোঝা যায় স্বেচ্ছায় এর অনুবাদকর্মের ভার নেওয়ায়, সুতরাং এক্ষেত্রে যদি তাঁর প্রিয়কাব্য থেকে প্রসংগ নিয়ে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে, আর কাহিনী বলতে গিয়ে অন্য কাহিনী প্রসংগ টেনে আনা যে আলাওলের স্বভাব তা বোঝা যায় সতীময়নার শেষাংশে অবান্তর প্রসঙ্গান্তরের ক্ষেত্রে ।

তবে শাহা[১] গোরা[২] স্থানে পত্র লিখীলেন্ত[৩] ।
আপনার মনুরত শব আদি[৪] অন্ত ॥
আগে আসীর্বাদ লিখী[৫] গোরার উপর[৬] ।
মনুগত জথ য়াদি[৭] লেখীলা সত্তর[৮] ॥
শাফল্য[৯] জিবন তোর আছ নৃপকুলে ।
বুদ্ধিবলে রত্নশেন উধ্বারিয়া নিলে ॥
তিলেক আমা প্রতি[১০] সন্দেহ না কৈব[১১] ।
বিমশ্বরি[১২] মোর সন্য[১৩] বহু সংহারিলি[১৪] ॥
রত্নসেন নৃপ মোর[১৫] তুম্মিহ[১৬] আমার ।
কার সংগে জুদ্ধ[১৭] কর না করি বিচার ॥
মরনের ভএ তোর নাহিক কিঞ্চিত ।
জুঝিতে চাহশী তুই আমার শহিত ॥
রত্নশেন নৃপ চাহি মোহকে ন মানি ।
মহন্ত নৃপতি দুই বধিলি[১৮] পরানি ॥
বিমর্সিয়া আগে আছে ন চাহিসী মনে[১৯] ।
ধুলি দিয়া সমুদ্র[২০] বান্দিতে[২১] চাহ কেনে ॥
অল্পবলে কর কেনে[২২] বিসম শাহাস ।
অখনেহ নিশংখ্যাএ[২৩] আইস মোর পাস ॥
ঐ জে বধিছ দুহু[২৪] নৃপতি মোহন্ত[২৫] ।
তার রায্য তোহকে[২৬] করিয়া দিব[২৭] কান্ত ॥
আর তোমা করিবাম[২৮] মহন্ত উজির ।
সভানের পরে তোরে করিবাম স্থির ॥
আর জেই মনে লএ মাগহ আমারে ।
একে ২ সে সকল দিবাম তোমারে ॥
তুম্মি[২৯] দুই ভাই জদি আইস মোর পাস ।
রত্নসেন নৃপতিরে আনিমু আশ্বাস ॥
জদ্যাপি কৈহছ দোশ[৩০] সকল খেমিব ।
রাযাদান দিয়া মন[৩১] তোহোকে[৩২] তুসীব ॥
তিলক বিভ্রম পুনি[৩৩] ন করিহ[৩৪] মন ।
সীগ্র আসি মোর পাসে লও রায্যদান[৩৫] ॥

১ সাহা ২ গৈরা ৩ লেখীলেন্ত ৪ য়াদি ৫ লেখে ৬ গৈরার উপরে ৭ ইতি ৮ সত্তরে ৯ সাফল ১০ তিল আমাপ্রতি তুমী ১১ কৈলে ১২ বুজম্বরি ১৩ সৈন্য ১৪ বহুল বধিলে ১৫ রত্নসেন মোর হএ ১৬ তুমীহ ১৭ যুদ্ধ ১৮ বধিলা ১৯ মরনের ভএ তোর না রাখীআ মনে ২০ পর্ব্বত ২১ রাখীতে ২২ কেনে কর ২৩ নিসংকাএ ২৪ অইজে বধিচ দুই ২৫ মহন্ত ২৬ তোহরে ২৭ দিমু ২৮ য়ার আমা আগে তোর ২৯ তুমী ৩০ জৈন্ধাপী করিছ দোস ৩১ মান দিআ ৩২ তোহরে ৩৩ তিলেক বিবরি মনে ৩৪ না রাখীঅ ৩৫ দেও রাজদান

তবে সাহা গোরা স্থানে পত্র লিখিলেন্ত ।
আপনার মনোরথ সব আদি অন্ত ॥
আগে আশীর্বাদ লিখি গোরার উপর ।
মনোরথ যত আদি লেখিলা সত্বর ॥
সাফল্য জীবন তোর আছে নৃপকুলে ।
বুদ্ধিবলে রত্নসেন উধ্বারিয়া নিলে ॥
তিলেক আমার প্রতি সন্দেহ না কৈলি ।
বিমশ্বরি মোর সৈন্য বহু সংহারিলি ॥
রত্নসেন নৃপ মোর তুমিহ আমার ।
কার সংগে যুদ্ধ কর না করি বিচার ॥
মরণের ভয় তোর নাহিক কিঞ্চিৎ ।
যুঝিতে চাহসি তুই আমার সহিত ॥
রত্নসেন নৃপ চাহি মোহকে না মানি ।
মোহন্ত নৃপতি দুই বধিলা পরানি ॥
বিমর্ষিয়া আগে পাছে না চাহিয়া মনে ।
ধূলি দিয়া সমুদ্র বান্ধিতে চাহ কেনে ॥
অল্পবলে কর কেনে বিষম সাহস ।
এখনেহ নিঃশংকায় আইস মোর পাশ ॥
ঐ যে বধিছ দোহ নৃপতি মোহন্ত ।
তার রাজ্যে তোহাকে করিয়া দিব কান্ত ॥
আর তোমা করিবাম মোহন্ত উজীর ।
সভানের পরে তোরে করিবাম স্থির ॥
আর যেই মনে লয় মাগহ আমারে ।
একে একে সে সকল দিবাম তোমারে ॥
তুমি দুই ভাই জদি আইস মোর পাশ ।
রত্নসেন নৃপতিরে আনিমু আশ্বাস ॥
যদ্যাপি করিছ দোষ সকল ক্ষেমিব ।
রাজ্যদান ধন দিয়া তোহারে তুষিব ॥
তিলেক বিভ্রম পুনি না কিঞ্চিৎ মন ।
শীঘ্র আসি মোর পাশে লও রাজ্যধন ॥

শব্দার্থ টীকা : বিমশ্বরি—অস্থির করে
বিমর্ষিয়া—বিবেচনা ক'রে

মন্তব্য : এই বিবরণ মূলে নেই । গোরার উদ্দেশে সুলতানের পত্রলিখনে তৎকালীন পত্রলিপিরীতির চিহ্ন বর্তমান । যেমন প্রথমে আশীর্বচনসহ পত্রারম্ভ ইত্যাদি । পত্রলিপিতে গোরার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক স্তুতিবচনগুলি

এই মতে পাতি[১] এক লেখী দিল্লিশ্বর।
একজন পাটাইলা গৌরার[২] গোচর ।।
এথা সাহা সন্য[৩] জদি রন নিবারিল[৪] ।...*
রত্নসেন দেসে জাইতে রহিল একস্থান[৫] ।
ঘর বান্দাইয়া জাএ গৌরার কল্যানে[৬] ।।
তথাত পাইয়া ঘর গৌরা[৭] হরসীত ।
সশন্য সংগতি তথা রৈলা আনন্দিত[৮] ।।
নানা বন্ন[৯] জয়বাদ্য[১০] বাহি সুললিত ।
সর্বনিসী গোয়াইলা সে রনভুমীত ।।
সাহা[১১] রাএবার শপ্তদিনের ভিতর[১২] ।
সীঘ্রগতি চলি গেল গৌরার গোচর[১৩] ।।
গৌরাএ সুনিল আইল সাহা রাএবার[১৪] ।
সিগ্রে আসি বারি নিলা করি নমস্কার ।।
রাএবারে সাহাপত্র গৌরা হস্তে দিল ।
ভুমি চুম্বি[১৫] করে ধরি ভালেত লইল ।।
উদ্দেসে প্রনাম করি[১৬] সব রাজাগন ।
পত্র পরি সুনিলেন্ত[১৭] জথ বিবেরন[১৮] ।।
পত্র পড়ি আদি আন্ত গৌরাএ সুনিলা[১৯] ।
পুনি ভুমি চুম্বি গৌরা বহুল কান্দিল[২০] ।।
কান্দি ২ কহে গৌরা রাএবার সাক্ষাতে ।
কি জগ্য[২২] লইতে ভালে শাহার প্রশাদে[২৩]।।
জথেক কহিছে রাজা[২৪] সুনিতে[২৫] উচিত ।
সুপুষ্প প্রকাশ[২৬] নহে লবন ভুমিত ।।
বহুল প্রকারে আমি বুজিল চরিত ।
অতিভক্তি সেবা হেতু জুগি নহে মিত ।।
জথদিন রত্নশেন থাকএ জিবন ।
আনের[২৭] অমৃতকুণ্ড মোহর লবন ।।
তাহান লবনে মোর সরির জরিছে ।
তে কাজে উন্নত নহে ভাবি আগে পাছে ।।
জথদিন জিব ধরি কন্টেত আমার ।
রত্নসেন ছারি বাক্য ন নিকলে[২৮] আর ।।

১ পত্র ২ গৈরার ৩ সৈন্য ৪ ফিরাইল • 'বা' পুথিতে ছাড় পংক্তিটি—
আর সপ্তদিন পন্ত গৈরা চলি গেল ।
৫ রহি স্থানে২ ৬ গৈরার কারনে ৭ গৈরা ৮ সসৈন্য প্রভেসী তথা রহিলা ত্বরিত ৯ নানাজন্ত্রে ১০ বর্ন্য বাদ্য ১১ সাহার ১২ সপ্ত দিবস প্রমীত ১৩ গৈরার বিদিত ১৪ গৈরাএ সুনিল জদি আইল রাএবার ১৫ চুম্প ১৬ উদ্দেসে প্রনামী সাহা ১৭ সুনিলেক ১৮ বিবরন ১৯ পত্র আদি অন্ত জদি গৈরাএ সুনিল ২০ পুনি ভুমী ভালে চুম্প গৈরাএ কান্দিল ২১ কান্দিআ কহএ গৈরা সাহার সাক্ষাত ২২ জোগ্য ২৩ তোমার প্রসাদ ২৪ সাহা ২৫ আমার ২৬ পুষ্প বিকাস ২৭ গরল তুলন ২৮ না সুনিমু

এই মতে পত্র এক লেখি দিল্লীশ্বর ।
একজন পাঠাইলা গোরার গোচর ।।
এথা সাহা সৈন্য যদি রণ নিবারিল ।
আর সপ্তদিন পন্থ গোরা চলি গেল ।।
রত্নসেন দেশে যাইতে রহি স্থানে স্থানে ।
গড় বান্ধাইয়া যায় গোরার কল্যাণে ।।
তথাত পাইয়া গড় গোরা হরষিত ।
সসৈন্য সংগতি তথা রৈলা আনন্দিত ।।
নানাবর্ণ জয়বাদ্য বাহি সুললিত ।
সর্বনিশি গোঙাইলা সে রণভূমিত ।।
সাহা রায়বার সপ্তদিনের ভিতর ।
শীঘ্রগতি চলি গেল গোরার গোচর ।।
গোরায় শুনিল আইল সাহা রায়বার ।
শীঘ্রে আসি বাড়ি নিল করি নমস্কার ।।
রায়বারে সাহাপত্র গোরা হস্তে দিল ।
ভূমি চুম্বি করে ধরি ভালেতে লইল ।।
উদ্দেশে প্রণাম করি সব রাজাগণ ।
পত্র পড়ি শুনিলেক যত বিবরণ ।।
পত্র আদি অন্ত যদি গোরায় শুনিল ।
পুনি ভূমি চুম্বি গোরা বহুল কান্দিল ।।
কান্দি কান্দি কহে গোরা রায়বার সাক্ষাত ।
কি যোগ্য লইতে ভালে সাহার প্রসাদ।।
যতেক কহিল সাহা শুনিতে উচিত ।
সুপুষ্প প্রকাশ নহে লবণ ভূমিত ।।
বহুল প্রকারে আমি বুঝিল চরিত ।
অতিভক্তি সেবাহেতু যোগী নহে মিত ।।
যতদিন রত্নসেন থাকয়ে জীবন ।
অন্যের অমৃতকুন্ড মোহর লবণ ।।
তাহান লবণে মোর শরীর জরিছে ।
তেকাজে উচিত নহে ভাবি আগে পাছে ।।
যতদিন জীব ধরি কন্ঠেত আমার ।
রত্নসেন ছাড়ি বাক্য না শুনিমু আর ।।

মন্তব্য : মূলের তুলনায় গোরাপ্রসঙ্গ অনুবাদে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । মূলে গোরা চরিত্রের শারীরিক বীরত্বকেই মুখ্য করা হয়েছে ; অনুবাদে তার সঙ্গে প্রভুভক্তির এক-নিষ্ঠতা এবং সর্বপ্রলোভনজয়ী মানসিক দৃঢ়তাকেও দেখানো হয়েছে । সুলতানের প্রলোভন-পত্রের প্রত্যুত্তরে গোরার বিনীত ও বিদগ্ধ প্রত্যাখ্যান ও রায়বারের প্রতি ভদ্রজনোচিত আচরণ রাজসভার পরিশীলিত সংস্কৃতির প্রতিফলন । ঠিক এতোটা শালীনতা ও সৌজন্য জায়সীর গোরার কাছে আশা করা যায় না ।

লিখীয়াছ দুই রায্য[১] প্রসাদ দিবার।
সে রায্যে[২] সম্পদ কায্য[৩] নাহিক আমার[৪] ॥
থালে জোরা[৫] কোন কালে লেখীছে সমুদ্রে[৬]।
নৃপ মেনে বসিবাম[৭] আমি কোন খুদ্রে[৮] ॥
আর জে লেখীছ পাত্র[৯] দ্রশাই মোহোরে[১০]।
মরনের ভএ নাহি মোহর শরিরে[১১] ॥
স্বইশ্চাএ প্রাণ দিব কারনে তাহার।
তিলে ছোরাইব সংসারে কায্যভার[১২] ॥
এই মতে ভগতি প্রনতি[১৩] বহুতর।
আদেস লিখএ[১৪] উত্তরের পদুত্তর ॥
বহুল প্রকারে[১৫] রাএবার তুষ্ট কল্লা[১৬]।
উদ্দেসে প্রনাম[১৭] রাএবার পাটাইলা[১৮] ॥
গোরার[১৯] শুনিয়া বানি দিল্লির ইশ্বর।
ধন্য ২ বাখানিলা[২০] গোরার[২১] উপর ॥
এহেন সুপাত্র জার থাকএ সহিত।
জাবত[২২] জিবন তার করিবেক হিত ॥
এথ কহি[২৩] সাহা পুনি করিলা আদেস।
পত্র লিখী সন্য[২৪] মাগাইতে প্রতি দেস ॥
তোরমান[২৫] নিজদেস[২৬] সন্য সাজ করে[২৭]।
জাইব আপনে চলি জথা চিতাউরে[২৮] ॥
খুদ্র হিন্দু রাজা সবে এথ গর্ব্ব কল্য[২৯]।
মোর পাট নিকটেতু[৩০] রত্নসেন নিল ॥
সাহার আদেস পাই জয় মন্ত্রিগন[৩১]।
দিগদিগান্তর সন্য মগাইলা[৩২] তখন ॥

লিখিয়াছ দুই রাজ্য প্রসাদ দিবার।
সে রাজ্য সম্পদে কার্য নাহিক আমার ॥
খালে জোলে কোনকালে দেখিছে সমুদ্র।
নৃপাসনে বসিবাম আমি কোন ক্ষুদ্র ॥
আর যে লেখিছ পাত্র দশাই মোহরে।
মরণের ভয় নাহি মোহর শরীরে ॥
স্বইচ্ছায় প্রাণ দিব কারণে তাহার।
তিলে ছোড়াইব সংসার কার্যভার ॥
এই মতে ভকতি প্রণতি বহুতর।
আদেশ লেখিল উত্তরের প্রত্যুত্তর ॥
বহুল প্রকারে রায়বার তুষ্ট কৈল।
উদ্দেশে প্রণাম করি রায়বার পাঠাইল ॥
গোরার শুনিয়া বাণী দিল্লীর ঈশ্বর।
ধন্য ধন্য বাখানিল গোরার উপর ॥
এহেন সুপাত্র যার থাকয় সহিত।
যাবত জীবন তার করিবেক হিত ॥
এত কহি সাহা পুনি করিলা আদেশ।
পত্র লিখি সৈন্য মাগাইতে প্রতি দেশ ॥
তুরমান নিজ দেশে সৈন্য সাজ কর।
যাইব আপনে চলি যথা চিতউর ॥
ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা সবে এত গর্ব কৈল।
মোর পাট নিকটেত রত্নসেন নিল ॥
সাহার আদেশ পাই যত মন্ত্রিগণ।
দিগদিগন্তর সৈন্য মাগাইলা তখন ॥

১ রাজ্জ ২ রাজ্জ ৩ কাজ্জ ৪ রামার ৫ খালি ঝোরা ৬ দেখীছ সমুদ্রর ৭ বিস্বরাম ৮ আমী খুদ্রর ৯ আর জেই লেখীছ এ ১০ আমারে ১১ মরনের ভএ কভু নাহিক আমার ১২ সংসারের কাজ্জভার ১৩ প্রনতি ভগতি ১৪ লেখীল ১৫ প্রসাদে ১৬ কৈল ১৭ প্রণাম করি ১৮ চালাইল ১৯ গৈরার ২০ ধৈন্য২ বাখানিল ২১ গৈরার ২২ জাবতে ২৩ শুনি ২৪ সৈন্য ২৫ তোরমানে ২৬ নিজ দেসে ২৭ সৈন্য সাজ কর ২৮ চিতাওর ২৯ কৈল ৩০ চরাউ করি ৩১ মন্ত্রিগণ ৩২ সৈন্য মাগাই

শব্দার্থ টীকা : তুরমান—দূত

মন্তব্য : গোরার প্রত্যাখ্যান-পত্রের প্রতিক্রিয়ায় সুলতানের মনে অপমানবোধ ও ক্রোধ জাগলেও, গোরার প্রভুভক্তি ও নির্লোভ আচরণের জন্য সুলতানের প্রশংসা এক্ষেত্রে সুলতানের চরিত্রকেও প্রশংসনীয় করে তুলেছে। মূলে এসব পত্রবিবরণ নেই, আর গোরাচরিত্র এবং সুলতান চরিত্রের এই মহিমাচিত্রও নেই। গোরা নিধনের জন্য চতুর্দিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতানের স্বয়ং অভিযান বিবরণও মূলে নেই। অনুবাদে যুদ্ধকাহিনীকে আরও জমকালো এবং রাজকীয় করার জন্য এত জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন।

জথেক ওমরাগন একত্র হইলা[১] ।
দিল্লির সকল সন্য[২] জুদ্ধসাজ কল্যা[৩] ॥
নৃপতি সকল আর[৪] সেনাপতি গন ।
একে২ ধজ ছত্র না দেখী তখন[৫] ॥
হএ হস্থি[৬] উট গাদা[৭] বহুল খাচর[৮] ।
সয্য করি আইলেন্ত দিল্লির ইস্বর ।।[৯]
অশ্বের ইস্বিত[১০] হৈল মত্ত করিনাদ ।
সন্য[১১] রবে হই গেল প্রলএ প্রমাদ ॥
পঞ্চ লক্ষ জিনি সন্য জদি এক হৈল[১২] ।
ষুভক্ষনে[১৩] চলিবারে সাহা আদেসীল[১৪] ॥
মোহা[১৫] নব গিরি জদি সমুখে চলিল ।
বাহিনি চলিতে[১৬] সাহা চলিতে ইচ্ছিল ॥
তবে কথদিন পন্ত সাহা সন্য[১৭] গেল ।
সমুখে গোরার সন্য[১৮] ঘব দেখা পাইলা ॥
তবে সব বাহিনি হইয়া একত্তর[১৯] ।
ঘর বান্দি রহিলেন্ত করিতে[২০] সমর ॥

এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সংগতি ।
দেসেত চলিয়া জাএ[২১] হবসীত মতি ॥
তবে সব রাজা[২২] সবে ষুনি সমচার ।
হয়[২৩] হস্তি সন্য সংগে মেলে[২৪] অনিবার ॥
সত্তরে[২৫] হাজার সন্য[২৬] সংগতি হইল ।
পঞ্চাস হাজার সন্য[২৭] গোরা[২৮] আগে দিল ॥
এ সকল শন্য[২৯] জদি গোবাএ দেখীল ।
অপার বিসেস বশ গোরার[৩০] জম্মিল ॥
তবে জথ সন্য[৩১] সব সংগতি করিয়া ।
নিজ দেসে রত্নসেন জাওন্ত চলিযা ।।
নানা রংগে জাএ চলি করি বাদ্য ধনি[৩২] ।
কথদিনে চিতাউরে গেলা নৃপমনি ।।

১ একাত্র হইল ২ সৈন্য ৩ কৈল ৪ ম্বার ৫ তপন ৬ হস্তি ৭ ওট গাধা ৮ খচ্চর ৯ সাজাইআ নিল সব সাহার গোচব ১১ ইস্বান ১১ সৈন্য ১২ পঞ্চলেক্ষানি সৈন্য জবে এক হৈল ১৩ ষুভক্ষেনে ১৪ আজ্ঞা দিল ১৫ সাহা ১৬ সহিতে ১৭ সৈন্য ১৮ গৈরার সৈন্য ১৯ তবে সে বাহিনি সব হই একাত্তর ২০ রহিলেক ইচ্ছিআ ২১ আইসে ২২ হিন্দু নৃপ গনে ২৩ হএ ২৪ মীলে ২৫ সৈত্তর ২৬ সৈন্য ২৭ সহস্র সৈন্য ২৮ গৈরা ২৯ সৈন্য ৩০ বিসম রন তাহার ৩১ সৈন্য ৩২ নানারঙ্গে জন্ত্র ধনি রাগ রঙ্গ ষুনি

যতেক উমরাগণ একত্র হইলা ।
দিল্লীর সকল সৈন্য যুদ্ধসাজ কৈলা ॥
নৃপতি সকল আর সেনাপতিগণ ।
একে একে ধ্বজ ছত্র না দেখি তপন ॥
হয় হস্তী উষ্ট্র গাধা বহুল খচ্চর ।
সজ্জা করি আইলেন্ত দিল্লীর ঈশ্বর ॥
অশ্বের হ্রেসা হইল মত্ত করিনাদ ।
সৈন্যরবে হই গেল প্রলয় প্রমাদ ॥
পঞ্চলক্ষ জিনি সৈন্য যদি এক হইল ।
শুভক্ষণে চলিবাবে সাহা আদেশিল ॥
মহার্ণব গিরি যদি সমুখে চলিল ।
বাহিনী সহিতে সাহা চলিতে ইচ্ছিল ॥
তবে কতদিন পন্থ সাহা সৈন্য গেল ।
সমুখে গোরাব সৈন্য সব দেখা পাইল ॥
তবে সব বাহিনী হইয়া একত্তর ।
গড় বান্ধি রহিলেন্ত ইচ্ছিয়া সমর ॥

এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সংগতি ।
দেশেত চলিয়া যায় হরষিত মতি ॥
হিন্দু নৃপগণে সবে শুনি সমাচার ।
হয় হস্তী সৈন্য সংগে মিলে অনিবার ॥
সত্তর হাজার সৈন্য সংগতি হইল ।
পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য গোরা আগে দিল ॥
এ সকল সৈন্য যদি গোবায় দেখিল ।
অপার হরিষ তবে তাহাব জন্মিল ॥
তবে যত সৈন্য সব সংগতি করিয়া ।
নিজ দেশে রত্নসেন যাওন্ত চলিয়া ॥
নানাবঙ্গে যায় চলি করি বাদ্যধ্বনি ।
কতদিনে চিতউরে গেলা নৃপমণি ।।

মন্তব্য : চিতোর অভিমুখে ধাবমান ওমরাহ ও সুলতা..-সহ সুলতানী সৈন্যদের সংগে গোরা ও তার সৈন্যদলের সম্মুখীন হওয়ার চিত্রটি মূলে অনুপস্থিত। মূলে আছে সুলতান সেনাপতি সরজার সংগে গোরার দ্বৈরথদ্বন্দ্ব এবং গোরার মৃত্যু। অনুবাদে গোরার মৃত্যুবর্ণনার আগে রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন ও পদ্মাবতীর সংগে মিলনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

রত্নসেন প্রত্যাবর্তন খণ্ড

নিজ রাষ্যো[১] গেলা জবে[২] নৃপ রত্নসেন ।	নিজ রাজ্যে গেলা যবে নৃপ রত্নসেন ।
ভেট লৈয়া[৩] রাজা সবে আইলা ততক্ষন[৪] ॥	ভেট লইয়া রাজা সবে আইলা ততক্ষণ ॥
বৃদ্ধ জুবা আদি জথ দেসের ব্রাহ্মন[৫] ।	বৃদ্ধ যুবা আদি যত দেশের ব্রাহ্মণ ।
জতি[৬] জুগী দেশান্তরি তপসীর গন ॥	যতি যোগী দেশান্তরী তপস্বীর গণ ॥
নানা জাতি ভট[৭] অতি জয় বিরচন[৮] ।	নানা জাতি ভাট অতি জয় বিরচন ।
আসির্ব্বাদ[৯] করে সবে ধরিয়া[১০] জোগান ॥	আশীর্বাদ কবে সবে ধরিয়া যোগান ॥
আর জথ নিত্ত করি আছে[১১] নারিগন ।	আর যত নৃত্যকারি আছে নারীগণ ।
নানা ভাশে[১২] নিত্ত করে সাহা আগুয়ান ॥	নানাবেশে নৃত্য করে নৃপ আগুয়ান ॥
রজত কাঞ্চন টঙ্কা আনি ভারে ২[১৩] ।	রজত কাঞ্চন টঙ্কা আনি ভারে ভারে ।
নিজ হস্তে দান কল্যা সন্তোসি সভারে[১৪] ॥	নিজ হস্তে দান কৈলা সন্তোষি সভারে ॥
নানা বর্ন[১৫] বহু মূল্য বস্ত্র আনাইলা ।	নানাবর্ণ বহুমূল্যে বস্ত্র আনাইলা ।
রাজা সব ধনে বস্ত্রে প্রশাদে তুসীলা ॥	রাজা সব ধনে বস্ত্রে প্রসাদে তুষিলা ॥
নারিগনে আসী জদি জরিল[১৬] জোগার ।	নারীগণে আসি যদি জুড়িল জুকার ।
জগ্যবস্ত্রে[১৭] অলঙ্কারে তুসীলা সভার ॥	যোগ্যবস্ত্রে অলংকারে তুষিলা সভার ॥
ঘনিষ্ট কুটুম্ব জথ নৃপতির ছিল ।	ঘনিষ্ট কুটুম্ব যত নৃপতির ছিল ।
সত্তর গমনে নৃপ সম্বাসি আনিল ॥	সত্বর গমনে নৃপ সম্ভাষি আনিল ॥
হস্ত গলে পদে কেহো ধরে জগ্যত্তর[১৮] ।	হস্তে পদে গলে কেহ ধরি যুগ কর ।
নৃপতির দুঃখ ষুনি[১৯] কান্দিলা বিস্তর[২০] ॥	নৃপতির দুঃখ শুনি কান্দিলা বিস্তর ॥
একে ২ ধনে বস্ত্রে তুসীয়া রাজন ।	একে একে ধনে বস্ত্রে তুষিয়া রাজন ।
সন্তোসিলা[২১] সে সভারে নিবারি[২২] রোধন ॥	সন্তোষিলা সে সভারে নিবারি রোদন ॥
তবে জথ সন্য[২৩] সব সঙ্গতি আছিল ।	তবে যত সৈন্য সব সঙ্গতি আছিল ।
সভান সহিতে রাজা গৃহে প্রবেসীল[২৪] ॥	সভান সহিতে রাজা গৃহে প্রবেশিল ॥
ষুগন্দি চন্দন[২৫] ঘট পুরি অমুদিত[২৬] ।	সুগন্ধি চন্দন ঘট পুরী আমোদিত ।
স্থানে ২ প্রজলিত দিয়টী ভুমীত ॥	স্থানে স্থানে প্রজ্জ্বলিত দিউটি ভূমিত ॥
জম্বার[২৭] কাবাই সব মহিত না ষুনি[২৮] ।	জরাউ কাবাই সব মোহিত নাচনী ।
মনিশ্চবে চলে[২৯] রত্নসেন নৃপমনি ॥	মহোৎসবে চলে রত্নসেন নৃপমণি ॥
তবে নিজ বেথিত[৩০] লইয়া ইষ্টজন ।	তবে নিজ বেথিত লইয়া ইষ্টজন ।
নিজ গৃহে অন্তস্পুরে[৩১] করিলা গমন ॥	নিজ গৃহে অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥

১ রাজ্যে ২ জদি ৩ লই ৪ ততৈক্ষন ৫ বৃদ্ধ আদি যুবা জথ দেসের ব্রহ্মন ৬ জাতি ৭ ডাট ৮ জথ বিবরন ৯ আসীর্ব্বাদ ১০ ধরিআ ১১ আসী ১২ কাছে ১৩ রজ্জত কাঞ্চনতঙ্কা আনি ভারে ভার ১৪ সন্তস অপার ১৫ নানা বন্যো ১৬ যুরিল ১৭ জৈগ্যবস্ত্রে ১৮ হস্তে পদ্ধে জৈগ্য গনে ধরিআ সত্তর ১৯ দুক্ষ গুনি ২০ কান্দিলা বিস্তর ২১ সান্তসীলা ২২ তুসীআ ২৩ সৈন্য ২৪ ঘরে প্রভেসীল ২৫ পুনিত্ত ২৬ চন্দ আমদিত ২৭ জরাউ ২৮ নাচনি ২৯ উস্চবে চলিল ৩০ ভবিত্ত ৩১ নীজ গ্রিহে অন্তসপুরে

শব্দার্থ টীকা : জুকার—জয়ধ্বনি
দিউটি—দীপবর্তিকা
জরাউ—জড়িত
কাবাই—ঘাঘরা

মন্তব্য : এই খন্ডের বর্ণনা জায়সীর অনুরূপ নয় । রত্নসেনের চিতোর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজার আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের আপামর জনসাধারণের এই উল্লসিত অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদচিত্র যেমন মূলে নেই তেমনি সকলকে তুষ্ট করে ধন-বস্ত্র দানসহ মহোৎসবে রাজার অন্তঃপুর গমনের বর্ণনাও মূলে অনুপস্থিত । মূলে রত্নসেন-পদ্মাবতী-মিলন খন্ডে পদ্মাবতীর অভ্যর্থনা চিত্র দিয়েই খন্ডের আরম্ভ এবং পরস্পরের আলাপে বিলাপেই খন্ডের পরিসমাপ্তি ।

নবসত সখী সংগে রানি পদ্মাবতি ।
বারি নিতে নিজ স্বামি আইলা জুবতি[১] ॥
পদ্মিনির[২] গমন দেখীয়া রত্নসেন ।
স্থকিত চঞ্চল আখি[৩] হৈল বন্দ[৪] মন ॥
তবে নবসত সখী আপনা পাসরি ।
বিলাপিলা দুক্ষ গুনি নৃপতিক বেরি ॥
হেনকালে পদ্মাবতি নৃপতি অগ্রত ।
মোকলিত কেস করি[৫] ধরি স্বামিপদ ॥
পদ্মিনি কুশ্রীন্ট[৬] রূপ দেখীয়া রাজন ।
গলে ধরি বক্ষে লাগাই[৭] জুরিলা কান্দন ॥*
নাগমতি রানি আসি সংগে সখীগন ।
নৃপপদে[৮] ধরি রানি জুরিলা[৯] কান্দন ॥
নাগমতি সখীকুলে জথ বিলাপিল ।
পয়ার বারএ হেতু তাকে ন লিখীল ॥
রাজ অন্তঃপুরে হৈল কান্দনার রোল ।
দন্ড ছয় না শুনিল কেহ কার বোল[১০] ॥
পদ্মাবতি নাগমতি সংগে বিলাপহে[১১] ।
পাসান সলিল হই শ্রতধারা বহে[১২] ॥
দুই নারি গলে ধরি নৃপ মুর্চ্ছাগত ।
দন্ড এক আসি কেহ[১৩] না পাইল সাত ॥

১ শ্যামী আসীল যুবতি ২ পদ্মিনির ৩ অচল। নৃপ ৪ ধন্দ ৫ কেস মোকলিত করি ৬ কুশ্চিত ৭ বৈক্ষে লাগী ৮ পদ্মে ৯ যুরিল ১০ ডন্ড ছয় কেহ না সুনিল বোল ১১ পদ্মাবতি সঙ্গে নাগমতি বিলাপএ ১২ স্রুতধার বএ ১৩ ডন্ড এক কেহ আসী

* 'বা' পুঁথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
তবে নবসত সখী আপনা পাসরি ।
বিলাপীলা নানামতে নৃপতিকে বেরি ॥

নবশত সখী সংগে রাণী পদ্মাবতী ।
বাড়ি নিতে নিজ স্বামী আইলা যুবতী ॥
পদ্মিনীর গমন দেখিয়া রত্নসেন ।
স্থকিত চঞ্চল আঁখি হইল ধন্দ মন ॥
তবে নবশত সখী আপনা পাসরি ।
বিলাপিলা দুঃখ গুণি নৃপতিক বেড়ি ॥
হেনকালে পদ্মাবতী নৃপতি অগ্রেত ।
মুকলিত কেশ করি ধরি স্বামীপদ ॥
পদ্মিনী কুশিষ্ট রূপ দেখিয়া রাজন ।
গলে ধরি বক্ষে লাগি জুড়িলা কান্দন ॥
নাগমতি রাণী আসি সংগে সখীগণ ।
নৃপ পদে ধরি রাণী জুড়িলা কান্দন ॥
নাগমতি সখীকুলে যত বিলাপিল ।
পয়ার বাড়য় হেতু তাকে না লিখিল ॥
রাজ অন্তঃপুরে হইল কান্দনার রোল ।
দশ্ড ছয় না শুনিল কেহ কার বোল ॥
পদ্মাবতী নাগমতি সংগে বিলাপয় ।
পাষাণ সলিল হই স্রোতধারা বয় ॥
দুই রাণী গলে ধরি নৃপ মূর্চ্ছাগত ।
দশ্ড এক আসি কেহ না পাইল সাথ ॥

শব্দার্থ টীকা : নবশত—নয়শো
স্থকিত—স্থির
মুকলিত—মুক্ত
কুশিষ্ট—শ্রীহীন

মন্তব্য : এই বর্ণনা জায়সীর অনুরূপ নয় । জায়সীতে রত্নসেনের সংগে পদ্মাবতীর নিভৃত মিলন মুহূর্তে দেবপাল-প্রসংগ পরবর্তী ঘটনাকে অনিবার্য করেছে । এখানে আছে নাগমতিও পদ্মাবতীর সংগে রত্নসেনের তাৎপর্যহীন পুনর্মিলন বর্ণনা । মূলে নাগমতির বিলাপ অনুপস্থিত । অনুবাদে উভয়েরই বিলাপ অতিনাটকীয় ।

তবে জথ ইষ্ট মিত্র আসি নারিগন ।
দুই নারি ধরি সবে[1] কল্যা[2] নিবারন ॥
পদ্মাবতি পতি দুখে[3] জথ বিলাপিলা ।
পুস্তক[4] বারএ হেতু তাকে না লিখীলা ॥
রোদনের[5] রোল জদি নিবারন হৈলা[6] ।
উচ্ছব জোয়ার[7] নারিগনে আরম্ভিলা[8] ॥
অমুদ কস্তুরি ভরি[9] সোবন্ন[10] কলস ।
আগ দিয়া ছিন্ডে সবে নৃপতির পাস ॥
চামরে করএ বাও[11] বেরি নারিগন ।
পদ্মাবতি রানি[12] পুনি আনি বহুধন ॥
স্বামির নিছন করি[13] বহু দান কল্য[14] ।
ধুপের আনল ধুর্ম্মে[15] সুগন্দি পুরিল ॥
তবে রানি[16] অন্তপুরে পতি[17] লই গেলা ।
হরিস বেহার[18] মনে রজনি গোয়াইলা[19] ॥
নানা রাগ রামস্বরে গাএ নারিগন[20] ।
হরসীত[21] নৃপ বিন্ন[22] করে নিবারন ॥
সখী সব জয়[23] রাগ সুনিয়া রাজন ।
বস্ত্র অলঙ্কার তোসে সব নারিগন ॥
এই মতে হরসীতে নৃপ রত্নসেন ।
ব্রত ধর্ম্ম[24] করে সুনে[25] পুরান কথন ॥

১ বলে ২ কৈল ৩ দুঃখে ৪ পোস্তক ৫ কান্দনের ৬ হৈল ৭ জোগান ৮ আরম্ভিল ৯ আমদ সৌরব সব ১০ সৌবর্ন্য ১১ চামরের বাও করে ১২ নারি ১৩ স্ব্যামীর নিছনি ১৪ কৈল ১৫ ধুপের আনলে ধুর্ম্মে ১৬ নিজ ১৭ স্ব্যামী ১৮ বেহার ১৯ গোমাইলা ২০ নানা রাগে ছন্দে বন্দে নাচ্ছি রামাগন ২১ হরসীতে ২২ চিত্ত ২৩ জথ ২৪ ব্রতধর্ম্ম ২৫ শুনি

তবে যত ইষ্ট মিত্র আসি নারীগণ ।
দুই নারী ধরি সবে কৈলা নিবারণ ॥
পদ্মাবতী পতিদুঃখে যত বিলাপিলা ।
পুস্তক বাড়য় হেতু তাকে না লিখিলা ॥
রোদনের রোল যদি নিবারণ হইল ।
উৎসব জোগাড় নারীগণে আরম্ভিল ॥
আমোদ কস্তুরী ভরি সুবর্ণকলস ।
আগে গিয়া ছিন্ডে সবে নৃপতির পাশ ॥
চামরের বাও করে বেড়ি নারীগণ ।
পদ্মাবতী রাণী পুনি আনি বহু ধন ॥
স্বামীর নিছনি করি বহু দান কৈল ।
ধুপের আনল ধুম্রে সুগন্ধি পুরিল ॥
তবে রাণী অন্তঃপুরে পতি লই গেলা ।
হরিষ বিহার মনে রজনী গোঙাইলা ॥
নানা রাগ রামাস্বরে গায় নারীগণ ।
হরষিতে নৃপ চিত্ত করে নিবারণ ॥
সখী সব জয় রাগ শুনিয়া রাজন ।
বস্ত্র অলঙ্কারে তোষে সব নারীগণ ॥
এইমতে হরষিতে নৃপ রত্নসেন ।
ব্রতধর্ম করে শুনে পুরাণ কথন ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ ছিন্ডে—ছড়ায়
নিছনি—অর্ঘ্য
বাও—বাতাস

মন্তব্য ঃ মূলে পদ্মাবতীর রত্নসেন সম্ভাষণ আর অনুবাদে পদ্মাবতীর রত্নসেন-সেবা একজাতীয় নয় । ঘটনা ও বর্ণনা কোনোটাই মূলানুসারী নয় । মূলে পদ্মাবতীর আত্মনিবেদন পূজা হয়ে উঠেছে আর অনুবাদে সখীসহ পদ্মাবতীর রত্নসেন-সেবা শেষপর্যন্ত নিভৃত মিলনমন্দিরে বাসর-যাপন ও রতিবিহারে পরিণত । স্তবকশেষে রত্নসেনের ব্রতধর্মপালন ও পুরাণকথা শ্রবণও অনুবাদে নবযোজনা ।

রাগ খর্ব ছন্দ

এথাত[১] শাহার শন্য[২] দেখীয়া অপার।
গোরাএ লিখীলা পাঁতি[৩] করি নমস্কার ॥
জথ ইতি শমাচার সব[৪] পাটাইল।
একে ২ নৃপ[৫] আগে শমস্ত লিখিল[৬] ॥
একবিংস দিবশের[৭] পন্তে[৮] চলি আইল[৯]।
শাহা শংগে শর্ব্বরম্বে এথা সন্য আইল[১০] ॥
আর বহু শন্য[১১] সংগে দিল্লির ঈশ্বর।
চিতাউর গরে আইশে[১২] করিতে শমর[১৩] ॥
গোরার আদেশ জদি নৃপতি সুনিল[১৪]।
নিসীর কমল প্রাএ মুখ সুখাইল ॥
নৃপতি চিন্তিত দেখী পাত্রমিত্র[১৫] গন।
জুক্তি বিমর্সিয়া[১৬] পুনি কহিলা কথন ॥
ঈশ্বরে জে করে সেই আবশ্য হইব[১৭]।
এখানে নিসার্থে[১৮] চিন্তি কি ফল পাইব ॥
সে দুষ্ট কন্টকে ফেলি জে জনে[১৯] ছোরাএ।
শ্বহাএ[২০] হইলে সেই[২১] দিবেক উফাএ ॥
জদি বহু হৈল কষ্ট দুঃখ বিপরিত।
সঙ্কট সমএ হএ শাহাশ উচিত ॥
জথ দুর নৃপগত[২২] আছে নৃপগন।
পত্র লিখী সীগ্রগতি আনাও[২৩] জত্তন ॥
মন্ত্রির[২৪] বচনে নৃপ[২৫] হরিস কিঞ্চিত[২৬]।
দিগ দিগান্তরে পাতি লিখীলা ত্বরিত[২৭] ॥
জথ দুর[২৮] হিন্দু রাজা জথেক আছিল[২৯]।
পত্র দরশনে সিগ্রে চিতাউরে আইল[৩০] ॥

এথাত সাহার সৈন্য দেখিয়া অপার।
গোরায় লিখিলা পাতি করি নমস্কার ॥
যত ইতি সমাচার সব পাঠাইল।
একে একে নৃপ আগে সমস্ত লিখিল ॥
একবিংশ দিবসের পন্থে চলি আইল।
সাহা সংগে সর্বারম্ভে এথা সৈন্য আইল ॥
আর বহু সৈন্য সংগে দিল্লীর ঈশ্বর।
চিতউর গড়ে আইসে করিতে সমর ॥
গোরার আদেশ যদি নৃপতি শুনিল।
নিশির কমল প্রায় মুখ শুখাইল ॥
নৃপতি চিন্তিত দেখি পাত্রমিত্রগণ।
যুক্তি বিমর্ষিয়া পুনি কহিলা কথন ॥
ঈশ্বরে যে করে সেই অবশ্য হইব।
এখানে নিঃস্বার্থে চিন্তি কি ফল পাইব ॥
সে দুষ্ট কন্টকে ফেলি যে জনে ছোড়ায়।
সহায় হইলে পুনি দিবেক উপায় ॥
যদি বহু হইল কষ্ট দুঃখ বিপরীত।
সঙ্কট সময় হয় সাহস উচিত ॥
যতদুর নিজগত আছে নৃপগণ।
পত্র লিখি শীঘ্রগতি আনহ যতন ॥
মন্ত্রীর বচনে রাজা হরিষ কিঞ্চিৎ।
দিগদিগন্তরে পাতি লিখিলা ত্বরিত ॥
যতদুরে হিন্দুরাজা যতেক আছিল।
পত্র দরশনে শীঘ্র চিতউরে আইল ॥

১ অত্তাতে ২ সাহার সৈন্য ৩ গৈরাএ লেখীল পত্র ৪ সাহা ৫ সাহা ৬ সকল লেখীল ৭ দিবসের ৮ ভুমী ৯ আইলা ১০ এথাতে সাহার সৈন্য আসীআ মীলিলা ১১ সৈন্য ১২ আপনে চলিআ আইসে ১৩ সমর ১৪ পাইল ১৫ মীত্র ১৬ যুক্তি বিরচিআ ১৭ ইশ্বর জে করে আজ্ঞা সেই সে হইব ১৮ এখনে নিস্বত্তে ১৯ পুনি ২০ স্বোহাএ ২১ দুনি ২২ নিজগত ২৩ আনহ ২৪ পাত্রের ২৫ রাজা ২৬ কিঞ্চিত ২৭ পত্র লেখী নিযুক্তি ২৮ জথ ২৯ জথদুরে ছিল ৩০ সব চিত্তাওরে রাইল

শব্দার্থ টীকা : পাতি—পত্র
যুক্তি বিমর্ষিয়া—যুক্তি বিচার করে

মন্তব্য : এই বিবরণ মূলে নেই। মূলে গোরার মৃত্যুর পর রত্নসেন-পদ্মাবতীর মিলন বর্ণিত। কিন্তু অনুবাদে গোরা এখনও জীবিত আছে। রত্নসেনের কাছে যুদ্ধসমাচারসহ গোরার পত্রলিখন অনুবাদে নূতন।

নব শহস্রেক[১] করি লক্ষ্য আশোআর[২] ।
পদাতির সন্য[৩] আইল পঞ্চাশ হাজার[৪] ।।...*
ধানুকি হইল জথ[৫] লিখা নাহি[৬] তার ।।
ওট গাধা[৭] থাশ্চর[৮] আইল বহুতর ।
সব সন্য আসি জদি হৈল একত্তর ।।
নৃপতি শকল ধজ[৯] ভরিল পাস্তর[১০] ।
হয় হস্তি পদভরে খিতি থর থর ।।
জথেক আইল রাজা তথা বাদ্য বোল[১১] ।
নানা জন্ত্র বাদ্য সব্দে হৈল হুলুস্তুল[১২] ।।
সন্যের দুর্গতি[১৩] দেখী রত্নসেন রাএ ।
আপনে জাইতে চাহে গোরার সোহাএ[১৪] ।।
তবে জথ রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত ।
বিনএ বচন[১৫] কহে জোর করি হাত ।।
বহু কষ্ট পাইছ[১৬] রাজা[১৭] বিধি পরসনে[১৮] ।
ধর্ম্মবলে আসিয়াছ দেসেত আপনে[১৯] ।।
তুমি[২০] রহ নিজ পাটে আমি[২১] জুদ্ধে[২২] জাইব ।
কিবা জিতি[২৩] সাহা সন্য[২৪] নতু প্রান[২৫] দিব ।।
এথেক যুনিলা[২৬] জদি শন্যের[২৭] বচন ।
বহুমুল্য রত্নধন আনিআ কাঞ্চন[২৮] ।।†
সর্ব্ব সন্য প্রশাদে তুসীলা একে এক ।
জার জেই জগ্য দান কল্যা পরতেক ।।

১ সহসেক ২ লৈক্ষ আছআর ৩ পদগতি সৈন্য ৪ সৈংকা নাই তার
* এর পরের ছাড় পংক্তিটি 'বা' পুথিতে—
ব্রহ্মা অস্ত্র ধরি আইল পঞ্চাস.হাজাব
৫ জমা ৬ লেখা নাই ৭ গাদা ৮ থশ্চর ৯ সকল ধজে ১০ পাত্তর ১১ তত জন্ত্র আইল ১২ নানা রাগে জন্ত্রে বাইদ্ধে হুলুস্তুলু হৈল ১৩ সৈন্যের আটুপ ১৪ গোরার সোহাএ ১৫ বচনে ১৬ সহি ১৭ নৃপ ১৮ পরসন ১৯ দেসেতে আপন ২০ তুমী ২১ আমী ২২ যুদ্ধে ২৩ জিনি ২৪ সৈন্য ২৫ প্রানি ২৬ যুনিল ২৭ সৈন্যের ২৮ বহু ধন বস্ত্র দান করিলা রাজন
† পরের চরণ দুটি 'বা' পুথিতে নেই

নব সহস্রেক করি লক্ষ আশোয়ার ।
পদগতি সৈন্য আইল সংখ্যা নাহি তার ।।
ব্রহ্মাঅস্ত্র ধরি আইল পঞ্চাশ হাজার ।
ধানুকী আইল যত লেখা নাহি তার ।।
উট গাধা খচ্চর আইল বহুতর ।
সর্ব সৈন্য আসি যদি হইল একত্তর ।।
নৃপতি সকল ধ্বজে ভরিল প্রান্তর ।
হয় হস্তী পদভরে ক্ষিতি থরথর ।।
যতেক আইল রাজা তথা বাদ্য বোল ।
নানা যন্ত্র বাদ্য শব্দে হইল হুলুস্থুল ।।
সৈন্যের আটোপ দেখি রত্নসেন রায় ।
আপনে যাইতে চাহে গোরার সহায় ।।
তবে যত রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত ।
বিনয় বচনে কহে জোড় করি হাত ।।
বহুকষ্ট সহি নৃপ বিধি পরসন ।
ধর্মবলে আসিয়াছ দেশেত আপন ।।
তুমি রহ নিজ পাটে আমি যুদ্ধে যাইব ।
কিবা জিনি সাহা সৈন্য নতু প্রাণ দিব ।।
এতেক শুনিল যদি সৈন্যের বচন ।
বহুমুল্য রত্নধন আনিয়া কাঞ্চন ।।
সর্বসৈন্য প্রসাদে তুষিলা একে এক ।
যার যেই যোগ্যদান কৈলা পরতেক ।।

শব্দার্থ টীকা : পরতেক—প্রত্যক্ষ
আটোপ—আস্ফালন

মন্তব্য : গোরার পত্র পেয়ে সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সুলতানের বিরুদ্ধে রত্নসেনের স্বয়ং যুদ্ধগমনের অভিপ্রায় এবং অন্যান্য রাজাদের অনুরোধে স্বয়ং যুদ্ধগমনের সংকল্প ত্যাগ করে গোরার সাহায্যহেতু সৈন্যপ্রেরণ ইত্যাদি ঘটনা অনুবাদে নবসংযোজিত। মূলে গোরার মৃত্যু বর্ণনা করে যুদ্ধঘটনা দ্রুত সমাপ্ত এবং কাহিনীকে সত্বর পরিণামমুখী করা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে যুদ্ধের আয়োজন এবং তার কালপরিধি যেমন প্রসারিত, ঘটনাও তেমনি বিলম্বিত এবং বিবৃতি-শিথিল।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ

তবে নৃপ রত্নসেন বিশাদীত[১] হই মন
জদি সে তুসীলা দিয়া ধন[২]।
জার জেই জুগ্য শাজ[৩] পৈরাইল মোহারাজ[৪]
রাজা সকলেরে[৫] রত্নসেন ॥
ধনবস্ত্র রত্নদানে নৃপ সব জগ্য মানে[৬]
পাইলা জে[৭] হরসীত মন।
আশ্বাসীয়া সর্ব্বজন নিজ দুক্ষ বিবরন
কহিলেক রাজা রত্নশেন ॥
শ্বইশ্চা না করি রন তুমি সব অকারন
বধ হৈবা[৮] মোহর কারন।
সংসার পালক হই অনাচার করে সেই[৯]
রিসে[১০] দম্ভ করে মোর সনে ॥
জথেক দিলেক দুক্ষ[১১] কহিতে ন পারো মুখ[১২]
মনিস্যের[১৩] প্রানে[১৪] নহি[১৫] ধরে।
কি দোশ ন বুঝে[১৬] আগে মোত পদ্মাবতি মাগে[১৭]
হেন অপমান প্রানে[১৮] ধরে ॥
গোরা সংগে বাদিলার যুধিতে নারিব ধাব
এই জনে[১৯] জবে ধরি প্রান।
করিয়া বিসম জুক্তি[২০] আমা গিয়া কল্যা[২১] মুক্তি
প্রান ভএ ন[২২] চিন্তিআ মনে ॥
বাদিলা সংগতি মোরে[২৩] পাটাইলা চিতাউরে[২৪]
সে পুনি বিসম জুদ্ধ[২৫] করে।
এথ দিন নিবারিল[২৬] সাহা সন্য জুদ্ধ কল্যা[২৭]
এবে পুনি লিখীছে[২৮] আমারে ॥
প্রানি[২৯] মোর রৈল তথা যুন্য দেহে আইল এথা[৩০]
দ্রসন করিতে তুমি[৩১] সব।
এবে আমি[৩২] জাইব রন রাখি[৩৩] গীয়া তার প্রান
জেই করে বিধি সেই[৩৪] হইব ॥

১ বিসাদিত ২ প্রসাদে তুসীআ দিলা দান ৩ জৈগ্য সাজ ৪ মহারাজ ৫ আপনার হস্তে ৬ জার জেই ইশ্চা মনে ৭ পাই হৈল ৮ কল হও ৯ জেই ১০ রিস ১১ দুক ১২ কহি ন পুরাএ মুক ১৩ মনিস্যের ১৪ প্রানে ১৫ নই ১৬ কি বুদ্ধি না বুজি ১৭ করি পদ্মাবতি রাগে ১৮ প্রান ১৯ জন্ম ২০ যুক্তি ২১ কৈল ২২ না ২৩ মোর ২৪ চিতাওর ২৫ যুদ্ধ ২৬ যুদ্ধ কৈল ২৭ নিবারিল ২৮ লেখীছে ২৯ প্রান ৩০ সৈন্য ৩১ তুমী ৩২ আমী ৩৩ রাখী ৩৪ সে

তবে নৃপ রত্নসেন বিষাদিত হই মন
প্রসাদে তুষিলা দিয়া ধন।
যার যেই যোগ্য সাজ পরাইল মহারাজ
রাজা সকলেরে রত্নসেন ॥
ধনবস্ত্র রত্নদানে নৃপ সব যোগ্যমানে
পাই হইল হরষিত মন।
আশ্বাসিয়া সর্বজন নিজ দুঃখ বিবরণ
কহিলেক রাজা রত্নসেন ॥
স্ব-ইচ্ছা না করি রণ তুমি সব অকারণ
বধ হইবা মোহর কারণে।
সংসার পালক হই অনাচার করে সেই
রিষ দম্ভ করে মোর সনে ॥
যতেক দিলেক দুঃখ কহিতে না পারে মুখ
মনিষ্যের প্রাণ নাহি ধরে।
কি দোষ না বুঝি আগে মোত পদ্মাবতী মাগে
হেন অপমান প্রাণ ধরে ॥
গোরা সংগে বাদিলার শুধিতে নারিব ধার
এই জন্মে যদি ধরি প্রাণ।
করিয়া বিষম যুক্তি আমা গিয়া কৈল মুক্তি
প্রাণভয় না চিন্তিয়া মন ॥
বাদিলা সঙ্গিত মোরে পাঠাইলা চিতউরে
সে পুনি বিষম যুদ্ধ করে।
এতদিন যুদ্ধ কৈল সাহা সৈন্য নিবারিল
এবে পুনি লিখিছে আমারে ॥
প্রাণ মোর রৈল তথা শূন্য দেহ আইল এথা
দর্শন করিতে তুমি সব।
এবে আমি যাই রণ রাখি গিয়া তার প্রাণ
যেই করে বিধি সেই হইব ॥

শব্দার্থ টীকা : মোহর—আমার
রিষ—ঈর্ষা
মোত—আমাতে

মন্তব্য : মূলে রত্নসেনের এই জাতীয় দৈন্যোক্তি নেই।

ভাবি চিন্তি নাই কাজ চলি জাই[১] জুন্ধ[২] মাজ
গোরার স্বহায্য[৩] হইবার।
মোরে জদি দয়া[৪] কর চল সব জুঝিবার[৫]
জিবনের আসা নাই য়ার[৬] ॥
সাহা নিজ শন্যগন[৭] সঙ্গে লই য়াইল রন[৮]
গোরার শর্কতি[৯] কিবা ধরে।
আমি[১০] জাই কি করিব তুমি[১১] সব দুক্ষ দিব
সমুদ্র বান্দিতে কেবা পারে ॥

১ জাও ২ বুন্ধ ৩ গৈরার সহাজ্জ ৪ দয়া ৫ বুজিবার ৬ নাই আর
৭ সৈন্য গন ৮ সঙ্গতি লইআ রন ৯ সর্কতি ১০ আমী ১১ তুমী

ভাবি চিন্তি নাহি কাজ চলি যাই যুদ্ধমাঝ
গোরার সাহায্য হইবার।
মোরে যদি দয়া কর চল সব যুঝিবার
জীবনের আশা নাহি আর ॥
সাহা নিজ সৈন্যগণ সংগে লই আইল রণ
গোরার শকতি কিবা ধরে।
আমি যাই কি করিব তুমি সব দুঃখ দিব
সমুদ্র বান্ধিতে কেবা পারে ॥

মন্তব্য : রত্নসেনের এই বিলাপ মূলে অনুপস্থিত।

গোরা নিধন খণ্ড

নৃপ সবে শুনি এথ কাতর বচন ।
মনেত ইচ্ছিয়া লৈলা জুদ্ধেত মরণ ॥[1]
নৃপতিক সম্বাসিয়া[2] দেশেত রাখিলা ।
সম্বরম্বে[3] গোরা[4] আগে জুদ্ধে চলি গেলা ॥
গোরাএ দেখীল জদি এ শন্য[5] সকল ।
শহশ্রেক গনে তার[6] গাএ[7] হৈল বল ॥
শেই[8] রাত্রি জয়ধ্বনি[9] করিয়া বহুল ।
নিসী নিবারন নাহি হৈল হুলাহুল[10] ॥
হেনকালে নিসাকর গেল নিজ পুর ।
সংসার প্রকাস করি উগীলেক[11] শুর ॥
সাহা সন্য[12] সাজ করি সংগ্রামে রুসীল ।
নৃপতির সন্য[13] আগু হই জুদ্ধ দিল ॥
অশ্বে ২ জুদ্ধ হৈল খর্গে থরাথরি[14] ।
গজে ২ জুদ্ধে করে হই দরমরি ॥
ব্রহ্মা অস্ত্র[15] ধুম্নাকার ঢাকিল তপন ।
সবে অস্ত্র জাল করে নাহি[16] পরাপণ ॥
পদাতি সকল জুদ্ধ[17] করে জরাজরি ।
অস্ত্রাহিন হৈলে কেহ মারএ পাছারি[18] ॥
রক্তবর্ন বিরগন লজ্জিত তখন ।
বিসম হইল রন নাহি[19] নিবারন ॥*
অর্সের ইশ্বিত[20] হৈল গজের গর্জ্জন[21] ।
পদাতির কির মুখ[22] বিরর তর্জ্জন ॥[23]
সমুদ্র উথলে জেন উঠএ লহর ।
দুই সন্য মোহাজুদ্ধ[24] ভুমির উপর ॥
শহশ্র ২ লোক হইল নিধন ।
তথাপি দারুন দুক্ষ[25] নাহি নিবারন ॥†

১ মনে ইচ্ছি করিলেক করিবারে রন ২ নৃপতিক সম্বুদিআ ৩ সমারম্ভে ৪ গৈরা ৫ সৈন্য ৬ সহশ্রেক মনে ভাবে ৭ অঙ্গে ৮ সেই ৯ জএধনি ১০ জএরোল ১১ উগী গেল ১২ সৈন্য ১৩ সৈন্য ১৪ কস্রা করি ১৫ শস্ত্র ১৬ লই ১৭ যুজে ১৮ কামারি ১৯ নাই

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

হস্তি সবে কন্ড করি মুন্ডেত ধরিআ ।
মাহুত সমেতে মারে ভুমী পাচারিআ ॥
অশ্বগজ পদ দ্বন্দ্বে ভুমী টলমল ।
প্রলএর কাল হৈল বোলএ সকল ॥

২০ হিম্বান ২১ গ্রজন ২২ মুকধনি ২৩ তজন ২৪ মহাযুদ্ধ ২৫ যুদ্ধ

† 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

রুধিরের ধার বহে ধরনি উপর ।
অশ্ব গজ সৈন্ধ মৃত্যু হৈল সমস্বর ॥

নৃপ সবে শুনি এত কাতর বচন ।
মনেত ইচ্ছিয়া লইলা যুদ্ধেত মরণ ॥
নৃপতিক সম্ভাষিয়া দেশেত রাখিলা ।
সর্বারম্ভে গোরা আগে যুদ্ধে চলি গেলা ॥
গোরায় দেখিল যদি এ সৈন্য সকল ।
সহস্রেক গুণে তার গায়ে হইল বল ॥
সেই রাত্রি জয়ধ্বনি করিয়া বহুল ।
নিশি নিবারণ নাহি হইল জয়রোল ॥
হেনকালে নিশাকর গেল নিজ পুর ।
সংসার প্রকাশ করি উগিলেক সুর ॥
সাহা সৈন্য সাজ করি সংগ্রামে রুষিল ।
নৃপতির সৈন্য আগু হই যুদ্ধ দিল ॥
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হইল খড়্গে খরাখরি ।
গজে গজে যুদ্ধ করে হই ধড়মড়ি ॥
ব্রহ্মাঅস্ত্র ধূম্রাকারে ঢাকিল তপন ।
সবে অস্ত্রজাল করে নাহি পর আপন ॥
পদাতি সকল যুদ্ধ করে জড়াজড়ি ।
অস্ত্রহীন হইলে কেহ মারয় পাছাড়ি ॥
রক্তবর্ণ বীরগণ লজ্জিত তখন ।
বিষম হইল রণ নাহি নিবারণ ॥
অশ্বের হ্রেষায় হইল গজের গর্জন ।
পদাতির সিংহনাদ বীরের তর্জন ॥
সমুদ্র উথলি যেন উঠয় লহর ।
দুই সৈন্য মহাযুদ্ধ ভূমির উপর ॥
সহস্র সহস্র লোক হইল নিধন ।
তথাপি দারুণ যুদ্ধ নাহি নিবারণ ॥

শব্দার্থ টীকা : নিশাকর—চন্দ্র
উগিলেক সুর—সূর্য উদিত হল
পাছাড়ি—আছাড় দিয়ে মারা
লহর—ঢেউ

মন্তব্য : এই জাতীয় যুদ্ধবিবরণ জায়সীতে অনুপস্থিত। এই পরিচ্ছেদে গোরার মৃত্যুবর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও আকস্মিক, জায়সীর বর্ণনানুরূপ নয় ।

গন্দ্বর্ব[১] সকলে জুদ্ধ দেখী কম্পমান।
গৃধিনী জাম্বুকি নাচে[২] করি রক্তপান ॥
এই মতে নবদিন[৩] জুদ্ধ অনিবার।
কাকে কেহ জুদ্ধে জএ নারে করিবার[৪] ॥ *
আর দিন দৈবগতি হৈল মোহারন।
কাল পুরি গোরা[৫] বির হইল নিধন ॥
জদি সে গোরার[৬] মৃত্যু সংগ্রামে হইল।
জএ ধনি শাহা সন্যে[৭] উচ্ছব করিল[৮] ॥
তবে নৃপতির সন্য[৯] মনে ভএ পাই।
দুই দিবসের পস্তে রহিলেক জাই[১০] ॥
তবে নৃপতির আগে বার্ত্তা জানাইলা।
বিসম[১১] করিয়া জুদ্ধ গোরা সর্গে গেলা[১২] ॥
বহু শন্য[১৩] সংগ্রামেত হইল নিধন।
দুই দিন পস্তে আসি আছে সর্ব্বজন[১৪] ॥
এথেক যুনিলা জদি রাজা রত্নশেন[১৫]।
বাদিলাক ডাকাইয়া নিলা ততক্ষন[১৬] ॥
জুদ্ধের শ্বহায্য[১৭] জথ তাহাতে[১৮] কহিল।
ভাত্রি শ্নেহ বাদিলাএ বহুল কান্দিল ॥
নৃপতি তাহার গলে ধরিয়া সত্বর।
গোরা স্নেহ ভাবি[১৯] নৃপে[২০] কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে লক্ষ[২১] অশ্ববার করিয়া সংগতি।
ভাত্রি বরি উধ্যাবিতে গেলা জুদ্ধাপতি ॥
বাদিলার সংগে জুদ্ধ বহুল[২২] আছিল।
পুস্তক বিসাল[২৩] হেতু তাকে ন লিখীল ॥
তাকে[২৪] বোলে গোরা হোন্তে ধিক বিরবর।
বুদ্ধির নির্ম্মানে হৈছে দুই শ্বহদর[২৫] ॥
এক স্থান[২৬] নহে উন কাহার বিক্রম।
মোহাবিয্য মানি দুহ[২৭] শাক্ষাতে জে[২৮] জম ॥

১ গন্দ্রব্ব ২ নাছে ৩ প্রতিদিন ৪ অন্যজন ভিনে যুদ্ধ আছিল অপার

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

আর দিন দিবাকর হাসীত লুকিত।
শ্রমজোক্ত হই সৈন্য রৈল দুই ভিত ॥
এই মতে মাস পৈক্ষ যুদ্ধ অনিবার।
কাকে কেহ যুদ্ধে জএ নারে করিবার ॥

৫ গৈরা ৬ গৈরার ৭ সাহা সৈন্য ৮ জথিল ৯ সৈন্য ১০ রহিল লুকাই ১১ বিস্থর ১২ গৈরা বির মৈল ১৩ সৈন্য ১৪ দুই দিবসের পন্তে হৈল নিবারন ১৫ নৃপ রত্নসেন ১৬ বাদিলাকে ডাকিআ আনিলা ততৈক্ষন ১৭ রহস্ব ১৮ তাহারে ১৯ গুনে ২০ পুনি ২১ লৈক্ষ ২২ বিস্থর ২৩ পোস্তক বারএ ২৪ সবে ২৫ বিধির নির্ম্মান দোহ সোহদর বর ২৬ তুল ২৭ দোহ ২৮ সাক্ষাতের

গন্ধর্ব সকল যুদ্ধ দেখি কম্পমান।
গৃধিনী জম্বুকী নাচে করি রক্তপান ॥
এইমতে নবদিন যুদ্ধ অনিবার।
কাকে কেহ যুদ্ধে জয় নারে করিবার ॥
আর দিন দৈবগতি হইল মহারণ।
কাল পুরি গোরা বীর হইল নিধন ॥
যদি সে গোরার মৃত্যু সংগ্রামে হইল।
জয়ধ্বনি সাহাসৈন্য উৎসব করিল ॥
তবে নৃপতির সৈন্য মনে ভয় পাই।
দুই দিবসের পন্থ রহিলেক যাই ॥
তবে নৃপতির আগে বার্তা জানাইলা।
বিষম করিয়া যুদ্ধ গোরা স্বর্গে গেলা ॥
বহু সৈন্য সংগ্রামেত হইল নিধন।
দুই দিন পন্থে আসি আছে সর্বজন ॥
এতেক শুনিলা যদি নৃপ রত্নসেন।
বাদিলাক ডাকাইয়া নিলা ততক্ষণ ॥
যুদ্ধের রহস্য যত তাহারে কহিল।
ভ্রাতৃস্নেহে বাদিলায় বহুল কান্দিল ॥
নৃপতি তাহার গলে ধরিয়া সত্বর।
গোরাস্নেহ গুণি পুনি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে লক্ষ অশ্ববার করিয়া সংগতি।
ভ্রাতৃবৈর উধ্যাবিতে গেলা যুদ্ধপতি ॥
বাদিলার সংগে যুদ্ধ বহুল আছিল।
পুস্তক বিশাল হেতু তাকে না লিখিল ॥
সবে বোলে গোরা হোন্তে ধিক বীরবর।
বিধির নির্মাণে হইছে দোহ সহোদর ॥
এক স্থান নহে উন কাহার বিক্রম।
মহাবীর্যশালী দোহ সাক্ষাতের যম ॥

শব্দার্থ টীকা : গৃধিনী—শকুনী
জম্বুকী—শৃগালী
ধিক—অধিক
উন—কম

মন্তব্য : জায়সীতে সরজার সংগে গোরার যে দ্বৈরথ-দ্বন্দ্ব ও মহাকাব্যধর্মী মৃত্যুবিবরণ আছে অনুবাদে তা নেই। আবার গোরার মৃত্যুর প্রতিশোধস্বরূপ বাদিলার রণবিবরণ জায়সীতে নেই।

এইমতে বাদিলার করন্ত[১] বাখান।
জুদ্ধ পাছে হএ কেহ নহে আগুয়ান ॥
এইমতে বাদিলাএ বহু জুদ্ধ কল্য।
এ শপ্ত বরিস গাএ্র[২] চিতাউরে গেল[৩] ॥
বুজিয়া কার্য্যের[৪] ভাও রত্নসেন রাজ।
রায্যের[৫] সীমাত এক ঘব কল্য[৬] সাজ ॥
ইটাল[৭] পাথরে ঘর করে[৮] উশ্চতর।
যুগটন[৯] বান্দি আছে করিতে সমর ॥
গরের[১০] বাহির দুইকুলের অন্তর[১১]।
যুন্নময় গৃহ[১২] এক বান্দিলা শম্বর ॥
আর জথ জগ্য[১৩] ঘর বান্দি মনুহর।
ক্রমে ২ ঘর সব দেখীতে শোন্দর[১৪] ॥
সাহার নিবাস করি রাখিল তথাত।
সমুখে[১৫] বাজার বান্দি দিল নরনাথ[১৬] ॥
সেই ঘরে সন্য[১৭] সংগে বাদিলা রহিল।[১৮]...

১ করেন্তো ২ পাছে ৩ আইল ৪ কার্জ্জের ৫ রাজ্জের ৬ কৈলু ৭ ইটালে ৮ করি ৯ যুঘটন ১০ ঘরের ১১ উপর ১২ স্বর্গমএ গীরি ১৩ জৈগ্য ১৪ সোন্দর ১৫ সমুকে ১৬ নরনাত ১৭ সৈন্য ১৮ এখান থেকে ঢা পুথিতে ৬টি পংক্তি অনুপস্থিত।
'বা' পুথিতে ছাড় পংক্তিগুলি—
আর লৈক্ষ্য সৈন্য আনি তথা নিযুজিল ॥
এবে কহি যুন কিছু রত্নসেন বাণি।
জেই মতে সর্গবাস হৈল নৃপমনি ॥
একদিন দেওপাল রাজার কাহিনী।
জথেক কহিআ পাটাইআ কুমদিনী ॥
পদ্মাবতি সব কথা রাজাতে কহিল।

এইমতে বাদিলার করেন্ত বাখান।
যুদ্ধ পাছে হয় কেহ নহে আগুয়ান ॥
এইমতে বাদিলায় বহু যুদ্ধ কৈল।
এ সপ্ত বরিস পাছে চিতউরে গেল ॥
বুঝিয়া কার্যের ভাও রত্নসেন রাজ।
রাজ্যের সীমান্ত এক গড় কৈল সাজ ॥
ইটাল পাথরে গড় করি উচ্চতর।
সুগঠন বান্ধিয়াছে করিতে সমর ॥
গড়ের বাহিরে দুই কূলের অন্তর।
স্বর্ণময় গৃহ এক বান্ধিলা সত্বর ॥
আর যত যোগ্য ঘর বান্ধি মনোহর।
ক্রমে ক্রমে ঘর সব দেখিতে সুন্দর ॥
সাহার নিবাস করি রাখিল তথাত।
সমুখে বাজার বান্ধি দিল নরনাথ ॥
সেই ঘরে সৈনা সংগে বাদিলা রহিলা।
আর লক্ষ সৈন্য আনি তথা নিযুজিলা ॥

শব্দার্থ টীকা : ভাও—মূল্য

মন্তব্য : গোরার মৃত্যু ও বাদিলার বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ রত্নসেনকর্তৃক রাজ্যের সীমান্তে গড় নির্মাণ এবং সেখানে স্বর্ণ-মন্দির স্থাপন করে হাটপত্তন আর বাদলকে সৈন্যসহ দুর্গের দায়িত্বভার দান ইত্যাদি প্রসংগগুলি মূলে অনুপস্থিত। হবিবী সংস্করণে বাদলের দীর্ঘ যুদ্ধ বর্ণনার শেষে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখানোর জন্য সুলতানের পরাজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা পুথিদ্বয়ে না থাকায় এবং মূলের বিরোধী বৃত্তান্ত হওয়ায় সম্পাদিত পাঠে বর্জন করে গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হল।

রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধ-খণ্ড

একদিন দেওপাল রাজার কাহিনি।
জথেক কহিআ পাটাইআ কুমুদিনী।।
পদ্মাবতি সব কথা রাজাতে কহিল[১]।
শুনি নৃপ প্রজ্জলিত হুতাশন[২] হইল[৩]।।
বহু সন্য সঙ্গে করি দেসেত তাহার।
চলি গেল রত্নসেন জুদ্ধ করিবার।।
দেয়পাল সঙ্গে জুদ্ধ[৪] কল্যা বহুরন[৫]।
জুদ্ধে জস পাই[৬] তারে করিলা নিধন।।
সে রায্যের[৭] জথ লোক আসিয়া মিলিল।
নিজ করগত এক রাজা তথা দিল[৮]।।
নিয়মিত কর লই রাজা[৯] রত্নসেন।
দেশেতে জাইতে রাজা করিলেক মন।।
শেই জুদ্ধে অসীহস্ত[১০] আপনে জুঝিল।
দারুন বিশাল ছেল অঙ্গে পরশীল।।
শেই বিশে নৃপতির সরির জজ্জর।
মুখে ন নিকলে[১১] বানি কহিতে উত্তর।।
এথ দেখি পাত্র মিত্র শব বিসাদিত।
নিজ শন্য শঙ্গে দেশে আইলা তুরিত[১২] ।।*

১ পরবর্তী পাঠ 'ঢা' পুথিব এবং পাঠান্তর 'বা' পুথির
২ হুতাস ৩ জম্মিস ৪ সনে নৃপ ৫ মহারণ ৬ পাইলে ৭ রাজার
৮ তথাতে রাখিল ৯ নৃপ ১০ আস হস্তে ১১ মুকে না নিস্বরে
১২ নিজ দেসে সৈন্য সঙ্গে আসীল তুরিত

* এর পর হবিবী সংস্করণে মাগন সম্পর্কিত কয়েকটি পংক্তি আছে যা কোনো পুথিতেই নেই—

শুনিয়া সমস্ত কেচ্ছা মাগন সুমতি।
আলাওলে প্রশংসিল বহু বিজ্ঞা ভাতি।।
কহ কহ আলাওল কহ বাক্য শেষ।
পদ্মাবতী সতী রাণী হরিষ বিশেষ।।
সদা নৃপ রাজভোগ করেন্ত বসতি।
প্রসন্ন হৈল বিধি রত্নসেন প্রতি।।

একদিন দেওপাল রাজার কাহিনী।
যতেক কহিল পাঠাইলা কুমুদিনী।।
পদ্মাবতী সব কথা রাজাতে কহিল।
শুনি নৃপ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হইল।।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি দেশেত তাহার।
চলি গেল রত্নসেন যুদ্ধ করিবার।।
দেওপাল সঙ্গে নৃপ কৈলা বহু রণ।
যুদ্ধে জয় পাই তারে করিলা নিধন।।
সে রাজ্যের যত লোক আসিরা মিলিল।
নিজকরগত এক রাজা তথা দিল।।
নিয়মিত কর লই রাজা রত্নসেন।
দেশেত যাইতে রাজা করিলেক মন।।
সেই যুদ্ধে অসিহস্তে আপনি যুঝিল।
দারুণ বিশাল শেল অঙ্গে পরশিল।।
সেই বিষে নৃপতির শরীর জর্জর।
মুখে না নিঃসরে বাণী কহিতে উত্তর।।
এত দেখি পাত্র মিত্র সব বিষাদিত।
নিজ সৈন্য সঙ্গে দেশে আইলা তুরিত।।(ঢা ১-২)

শব্দার্থ টীকা : নিজকরগত এক রাজা—সামন্ত রাজা।

মূলে দেবপালের রাজ্য অধিকার করে সেখানে সামন্ত নৃপতিকে বসিয়ে রত্নসেনের নিয়মিত করগ্রহণের বৃত্তান্ত নেই। মূলে রত্নসেন ও দেবপালের মৃত্যুবৃত্তান্তই প্রাধান্য পেয়েছে। জায়সীর বিবরণে আছে জগতের নশ্বরতা, আলাওলে আছে জীবনের বৈষয়িকতা।

মন্তব্য : এই খণ্ডটি জায়সীর রত্নসেন-দেবপাল যুদ্ধখণ্ডের অতিসংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ। মূলের বীরত্ব ও যুদ্ধবর্ণনা এখানে একেবারেই নেই। বিষজর্জর রত্নসেনের মৃত্যুবর্ণনাতেও মূলের সঙ্গে অনুবাদের পার্থক্য আছে। খণ্ড শেষে হবিবী সংস্করণের মাগন-জিজ্ঞাসা কোনো পুথিতে না পাওয়ায় সম্পাদিত পাঠে বর্জিত হল।

রত্নসেন সন্ততি খণ্ড

তবে রত্নশে…ঘরে রানি পদ্ধাবতি[১] ।
পশন্য[২] হইলা প্রভু[৩] দেবি[৪] গর্ব্ববতি ॥
পদ্ধাবতি[৫] উদরেত মানিক্ক্য[৬] ধরিল ।
কাল পুরি ষুলক্ষ্যন[৭] শিষু উপরজিল[৮] ॥
পুত্র মুখ দেখি নৃপ[৯] হরিশ অন্তর ।
উশ্ছব আনন্দ তবে[১০] কল্যা[১১] বহুতর ॥
বহুমুল্য বস্ত্র বহু ধন কল্যা[১২] দান ।
পুরান বিচারি নাম রাখিলা[১৩] চন্দ্রশেন[১৪] ॥
এইমতে আর এক শিষু[১৫] পদ্ধাবতি ।
প্রশবিলা ষুলৈক্ষ্যনে[১৬] দেবি[১৭] ভাগ্যাবতি ॥
নানা রঙ্গ[১৮] নানা জন্ত্র[১৯] করি নৃপবর ।
চন্দ্রশেন[২০] রাম থুলা[২১] হরিশ অশ্তর ॥
শপ্ত বরিশের[২২] এক পঞ্চ অব্দ আর ।
ষুর শসি[২৩] শমতুল[২৪] নৃপতি কুমার ॥
দেখীয়া দোহান রূপ[২৫] রাজা রত্নসেন ।
পাসরিলা জথ[২৬] দুক্ষ সান্ত হৈল মন ॥ *

১ পদ্মাবতি ২ প্রসৈন্য ৩ বহু ৪ দেখী ৫ পদ্মাবতি ৬ মানিক্ক ৭ ষুভক্ষেনে ৮ সীষু জনমীল ৯ রাজা ১০ রিত ১১ কৈল ১২ কৈল ১৩ রাখে ১৪ চন্দ্রসেন ১৫ সীষু ১৬ ষুভক্ষেনে ১৭ সীষু ১৮ নানা রঙ্গে ১৯ নানা জন্ত্রে ২০ ইন্দ্রসেন ২১ তুইল ২২ সপ্ত-বরিসের ২৩ সসী ২৪ সমতুল ২৫ মুখ ২৬ সব

* হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত দু পংক্তি—
দুই ভাগ রাজ্য করি পুত্র স্থানে দিল ।
যশপুরী পুন্যাক্ষতি তার মৃত্যু হৈল ॥

তবে রত্নসেন ঘরে রাণী পদ্মাবতী ।
প্রসন্ন হইলা প্রভু দেখি গর্ভবতী ॥
পদ্মাবতী উদরেত মাণিক্য ধরিল ।
কাল পুরি শুভক্ষণে শিশু উপজিল ॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা হরিষ অন্তর ।
উৎসব আনন্দরীত কৈল বহুতর ॥
বহুমূল্য বস্ত্র বহু ধন কৈল দান ।
পুরাণ বিচারি নাম রাখে চন্দ্রসেন ॥
এই মতে আর এক শিশু পদ্মাবতী ।
প্রসবিলা সুলক্ষণে দেবী ভাগ্যবতী ॥
নানা রঙ্গ নানা যন্ত্র করি নৃপবর ।
ইন্দ্রসেন নাম থুইল হরিষ অন্তর ॥
সপ্ত বরিষের এক পঞ্চ অব্দ আর ।
সুরশশী সমতুল নৃপতি কুমার ॥
দেখিয়া দোহান রূপ রাজা রত্নসেন ।
পাসরিলা সব দুঃখ শান্ত হইল মন ॥

শব্দার্থ টীকা : চন্দ্রসেন—রত্নসেনের পুত্র ; মূলে আছে পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন ।
ইন্দ্রসেন—রত্নসেনের অপর পুত্র ; মূলে আছে নাগমতির গর্ভে নাগসেন ।

মন্তব্য : মূলের সঙ্গে অনুবাদের রত্নসেন-সন্ততি খণ্ডে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমত মূলে এই খণ্ডটি স্থান পেয়েছে রাঘবচেতন বৃত্তান্তের পূর্বে নাগমতি-পদ্মাবতী বিবাদ খণ্ডের ঠিক পরেই। অনুবাদে খণ্ডটি স্থানচ্যুত হয়ে রত্নসেন-নিধনের ঠিক পূর্বে বসায় ক্রমভঙ্গ ও ঘটনার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জায়সী নাগমতির গর্ভে নাগসেন এবং পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেনের জন্ম বর্ণনা করে উভয় পত্নীর প্রতি রত্নসেনের সমদর্শিতা দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে আলাওলের অনুবাদে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামক পুত্রদ্বয় পদ্মাবতীর গর্ভজাত বলে বর্ণিত। রাজস্থানের ইতিহাসে রত্নসেনের পুত্রদের কোনো উল্লেখ নেই। তবে 'রত্নসেন কুলবংশাবলী' নামক অর্বাচীন কালের একটি পুথিতে রত্নসেনের নাগসেন, কমল সেন, মনোহর সেন এবং জালিম সেন নামক চারপুত্রের কথা আছে। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর তুলনায় নাগমতি কিছুটা উপেক্ষিতা।

রত্নসেন বৈকুণ্ঠবাস খণ্ড

এবে কহি ষুন কিছু রত্নসেন বানি ।
জেইমতে স্বর্গেবাস হৈলা নৃপমনি ।।
আর দিন আউরোগ হইল[1] উথার[2] ।
দারুন বিসের জালে সরির জজ্জর[3] ।।
আপনার আউসেস দেখি নৃপবর ।
পাত্র মিত্র ইন্টবন্দু আনিলা নিয়র ।।
পদ্মাবতি নাগমতি আনিয়া নিকট ।
কহিলেক বিসজাল পরম সঙ্কট ।।
আজি[4] মোর আউসেষ জানিলু[5] নিশ্চিত ।
একে ২ কহি কথা ষুন সব মিত ।।
মোর পাছে[6] সংসাবেত দুই স্বহদর[7] ।
পীতাহিন বাণ্ঠিবেক[8] চিন্তিত অন্তর ।।
মোর স্নেহ মনে ধরি[9] তা সব পালিবা ।
জে কিছু করিছ দোশ[10] তাহাকে[11] খেমিবা ।।
এ রায্য[12] সম্পদ পাট[13] তোমা করগত ।
ইস্চা হইলে[14] পুত্র স্থানে রাখিবা মহত ।।
মৃত্তকালে অবসেসে[15] প্রনাম শতেক[16] ।
কহিবা[17] সাহার আগে কহিল জথেক[18] ।।
কিছু দোশ না করিছি চরনে তাহার[19] ।
মিথ্যা কায্যে বলহানি করে য়াপনার[20] ।।

১ উপস্থিত ২ তার ৩ জর ২ ৪ আজু ৫ জানিলুম ৬ পাসে ৭ সোহদর ৮ বণ্ঠিবেক ৯ ভাবি ১০ জদি বা করিছি দোস ১১ তাহারে ১২ রাজ্য ১৩ ধন ১৪ হৈলে ১৫ অবসেস ১৬ সতেক ১৭ কহিঅ ১৮ সব একে২ ১৯ কিছু না করিছি দোস সাহার চরনে ২০ করএ সোপনে ।

এবে কহি শুন কিছু রত্নসেন বাণী ।
যেইমতে স্বর্গবাস হইলা নৃপমণি ।।
আর দিন আয়ুরোগ হইল উথল ।
দারুণ বিষের জালে শরীর বিকল ।।
আপনার আয়ুশেষ দেখি নৃপবর ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু আনিলা নিয়র ।।
পদ্মাবতী নাগমতি আনিয়া নিকট ।
কহিলেক বিষজালে পরম সঙ্কট ।।
আজি মোর আয়ু শেস জানিলু নিশ্চিত ।
একে একে কহি কথা শুন সব মিত ।।
মোর পাছে সংসারেত দুই সহোদর ।
পিতাহীন বণ্ঠিবেক চিন্তিত অন্তর ।।
মোর স্নেহ মনে ধরি তা সব পালিবা ।
যে কিছু করিছি দোষ তাহাকে ক্ষেমিবা ।।
এ রাজ্যসম্পদ পাট তোমা করগত ।
ইচ্ছা হইলে পুত্রস্থানে রাখিবা মহত ।।
মৃত্যুকালে অবশেষে প্রণাম শতেক ।
কহিবা সাহার আগে কহিল যতেক ।।
কিছু না করিছি দোষ চরণে তাহার ।
মিথ্যাকার্যে বলহানি করে আপনার ।।

শব্দার্থ টীকা : নিয়র—নিকট

মন্তব্য : এই খণ্ডটিও মূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মূলে একটি স্তবকে অতিসংক্ষেপে বিষজর্জর অচৈতন্য রাজার মৃত্যু ও জীবনের নশ্বরতা বর্ণিত। অনুবাদে দুবছরের ব্যবধানে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের জন্ম এবং অমাত্যদের হাতে পাঁচ ও সাত বছরের উত্তরাধিকারীদের সমর্পণ করে তাদের রাজ্যভাগ এবং সুলতানের সংগে সন্ধি করার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দেশ ইত্যাদি বৈষয়িক কর্ম করে অতঃপর ধীরে সুস্থে বিষাহত রত্নসেনের মৃত্যু ঘটেছে। পুত্রদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মুমূর্ষু রত্নসেনের সুলতানের কাছে আনুগত্যপূর্ণ প্রণতি নিবেদন মূলের বিরোধী ; এরফলে অনুবাদের রত্নসেনের চরিত্রবদল ঘটেছে এবং মূল থেকে পৃথক হয়ে গেছেন।

জদ্যাপি মোহরে সাহা কোপ রাখে মন[১] ।
ক্ষেমা[২] ছারি পুত্র মোর[৩] করিবা[৪] পালন ॥
মোর দুই সিষু নিয়া সাহার সাক্ষাত[৫] ।
দেয় গীয়া করে জেই[৬] নিজ ইস্চাগত[৭] ॥
সাহারে দুঃখের কথা কহিও প্রতেক ।
কহিও শাহার আগে[৮] সব একে এক ॥
এথেক কহিতে নৃপে সে বিস উটীল ।
অমৃত সে তুল্য[৯] বানি পুনি না ষুনিল ॥
ভালের নিয়ম পুরি হৈয়া আসি[১০] সেস ।
কালে আসি নৃপতিক করিল গরাস ॥
ততক্ষনে[১১] মৃত্তপতি নৃপস্থানে আইল ।
সংসারের দুর্খ বিধি তিলে[১২] ছোরাইল ॥
জদি রত্নসেন কল্যা বৈকুন্টেত বাস ।
সংসার নিয়ম কান্দে[১৩] হইয়া সমপাশ ॥
পুরি খন্ড নৃপতির কান্দনার[১৪] রোল ।
দন্ড কথ কার কেহ ন ষুনএ বোল[১৫] ॥
চিতাউরে হৈল জদি মৃত্তর খবর ।
কান্দনার রোল হৈল নগরে নগর ॥

১ জৈদ্ধাপী করিছি দোস সাহার চরন ২ ক্ষেত ৩ দুই ৪ করিতে ৫ সাক্ষাতে ৬ দিবা নিআ জেই করে ৭ ইস্চাগতে ৮ কহি পাটাইবা দেখী ৯ অম্রেত তুলন ১০ পুনি হৈল আউ ১১ ততেক্ষনে ১২ দুক্ষ বিশ্ন সব ১৩ কাজ ১৪ কান্দোনের ১৫ ডন্ড এক কেহ কার না ষুনিল বোল

যদ্যাপি মোহরে সাহা কোপ রাখে মন ।
ক্ষেমা ছাড়ি পুত্র মোর করিবা পালন ॥
মোর দুই শিশু নিয়া সাহার সাক্ষাৎ ।
দিবা নিয়া করে যেই নিজ ইচ্ছাগত ॥
সাহারে দুঃখের কথা কহিও প্রত্যেক ।
কহিও সাহার আগে সব একে এক ॥
এতেক কহিতে নৃপ সে বিষ উঠিল ।
অমৃত সে তুল্য বাণী পুনি না শুনিল ॥
ভালের নিয়ম পুরি হইল আয়ু শেষ ।
কলে আসি নৃপতিক করিল গরাস ॥
ততক্ষণে মৃত্যুপতি নৃপস্থানে আইল ।
সংসারের দুঃখ বিধি তিলে ছোড়াইল ॥
যদি রত্নসেন কৈল বৈকুণ্ঠেত বাস ।
সংসার নিয়মে কান্দে হইয়া সমপাশ ॥
পুরী খন্ডে নৃপতির কান্দনের বোল ।
দন্ড এক কেহ কার না শুনয়ে বোল ॥
চিতউরে হইল যদি মৃত্যুর খবর ।
কান্দমার রোল হইল নগরে নগর ॥

মন্তব্য : মূলে রত্নসেনের মৃত্যুবর্ণনা জায়সীর দার্শনিক ভাবনা-মণ্ডিত হওয়ায় তত্ত্বগম্ভীর । অনুবাদে ক্রন্দনের কারুণ্য আছে কিন্তু গাম্ভীর্য নেই ।

পদ্মাবতী নাগমতি সতী খণ্ড

এথা পদ্মাবতি নারি হরিস অপার ।
সিগ্রে আনাইলা জথ নিজ অলংকার ।।
জর্কাস[১] কাবাই গাএ[২] করিয়া পৈরন ।
রত্নময় অলংকার করিয়া সাজন ।।
ষুগান্দি সৈরব[৩] অংগে সিরেত[৪] সিন্দুর ।
দেখী লয্যাগত হই[৫] অস্ত গেল ষুর ।।
পাএত নপুর বাজে কমরে ঘাঘর ।
তার শাজে হইলেক পুরি সোভাকার ।।
তাম্বুলের রাগ ধরে নৃপতি নন্দিনি ।
দেখী সব সখী আইল কাছে পদ্মিনি ।।
শখী শবে[৬] বোলে রানি একি বিপরিত ।
স্বর্গের[৭] শমএ শাজ[৮] না হএ উচিত ।।
নৃপতি দুহিতা কুলবতি তুমি[৯] রানি ।
স্ত্রিয়া মেনে[১০] অপজস ঘুসীবেন্ত[১১] ষুনি[১২] ।।
পদ্মাবতি বোলে শখী[১৩] ষুন মোর বানি ।
শংসারেত[১৪] একাকিনি হইল দুঃখীনি[১৫] ।।
সিংগলের জথ ষুখ জনক জননি ।
তেজিয়া সকল ষুখ আইল[১৬] একাকিনি ।।
জার প্রেম রস[১৭] মোর মন বস কল্য[১৮] ।
সে পুনি ছারিয়া আমা ষুর্গেবাস[১৯] হৈল ।।
তে কারনে মৃত্তু হই পতি শংগে জাইমু[২০] ।
অজন্ম বিচ্ছেদ তোমা সংগতি হইমু[২১] ।।
আমি চলি জাইব[২২] পুত্র রহিব[২৩] আমার ।
আমাকে স্বরিয়া[২৪] কৃপা করিয়[২৫] তাহার ।।
প্রানে তু[২৬] দুল্লব পুত্র সংসারে রহিব ।
জনক জননি সংগে কেহ ন থাকিব ।।
জদি সিংগলেত[২৭] জাএ করিতে বেপার ।
দুক্ষপাতি লিখীয়া[২৮] পাটাইবা তা সবার ।।

১ জরাউ ২ অংগে ৩ সৌরব ৪ সীরেতে ৫ লৈজ্জাগত হৈল ৬ সখী সবে ৭ স্বর্গবাস ৮ সাজ ৯ আর কলাবতি ১০ স্ত্রি অঙ্গুলে ১১ ঘুসীবেক ১২ বানি ১৩ পদ্মাবতি বলে সখী ১৪ সংসারেতে ১৫ হইলাম দুক্ষিনি ১৬ আইলাম ১৭ জবে প্রেম বসে ১৮ কৈল ১৯ স্বর্গবাস ২০ তেকারনে পতি সনে মৃত্তু হই জাব ২১ হইব ২২ জাই ২৩ কহিব ২৪ ভাবিআ ২৫ করিবা ১৬ প্রানের ২৭ জদি কেহ সীঙ্গলে ২৮ লেখী

এথা পদ্মাবতী রাণী হরিষ অপার ।
শীঘ্রে আনাইল যত নিজ অলংকার ।।
জরকাসি কাবাই গায় করিয়া পৈরণ ।
রত্নময় অলংকার করিয়া সাজন ।।
সুগন্ধি সৌরভ অংগে শিরেত সিন্দুরে ।
দেখি লজ্জাগত হই অস্ত গেল সুরে ।।
পায়েত নূপুর বাজে কোমরে ঘাঘর ।
তার সাজে হইলেক পুরী শোভাকর ।।
তাম্বুলের রাগ ধরে নৃপতি নন্দিনী ।
দেখি সব সখী আইল কাছে পদ্মিনী ।।
সখি সবে বোলে রাণী একি বিপরীত ।
শোকের সময় সাজ না হয় উচিত ।।
নৃপতি দুহিতা তুমি কুলবতী রাণী ।
স্ত্রীয়া কুলে অপযশ ঘুষিবেশত শুনি ।।
পদ্মাবতী বোলে সখী শুন মোর বাণী ।
সংসারেত একাকিনী হইল দুঃখিনী ।।
সিংহলের যত সুখ জনক জননী ।
তেজিয়া সকল সুখ আইল একাকিনী ।।
যার প্রেমরসে মোর মন বশ কৈল ।
সে পুনি ছাড়িয়া আমা স্বর্গবাসী হইল ।।
তেকারণে মৃত্যু হই পতি সংগে যাইমু ।
আজন্ম বিচ্ছেদ তার সংহতি হইমু ।।
আমি চলি যাইব পুত্র রহিব আমার ।
আমাকে স্মরিয়া কৃপা করিয় তাহার ।।
প্রাণের দুর্লভ পুত্র সংসারে রহিব ।
জনক জননী সংগে কেহ না থাকিব ।।
যদি সিংহলেত যায় করিতে বেপার ।
দুঃখপাতি লিখিয়া পাঠাইবা তা সবার ।। (জা.১)

শব্দার্থ টীকা : জরকাসি কাবাই—জরীর বস্ত্র
পৈরণ--পরিহিত ; পহিরণ
বেপার—বানিজ্য

মন্তব্য : এই খন্ড মূলের আংশিক অনুসরণ । মূলে আছে পদ্মাবতী ও নাগমতির সহমরণ এবং বাদশাহী সেনার আক্রমণে বাদলের মরণ ও চিতোর পতনের ট্রাজিক বিবরণ । কিন্তু অনুবাদে সখীবিলাপ ও পুত্রদের ক্রন্দনের মাঝখানে পদ্মাবতী নাগমতির সতী হবার বিষাদময় পরিণতি ।

এ বুলিয়া রাজরানি ছারিয়া[১] নিশ্বাস।
সকত্তুকে বসীলেক[২] রত্নসেন পাশ ॥
এথেক শুনিয়া[৩] জদি নাগমতি রানি।
পতি শংগে জাইব জেন পদ্মাবতি জানি[৪] ॥
শে[৫] পুনি চিন্তিলা মনে[৬] হই একাকিনি।
বঞ্চিমু কাহার সনে[৭] বিধবা দুঃক্ষিনি ॥
মৃত্যুপাশ হোন্তে উটী গেল নিজ স্থান।
নিজ অলংকার সাজ আনি ত্বরমান ॥
মন দুঃক্ষে নাগমতি সাজিলা ত্বরিত।
স্বামি পাশে আসি শতি[৮] হৈলা উপস্থিত ॥
তার ইষ্ট মিত্রে বহু নিশেদ করিলা[৯]।
কিঞ্চিত না বোলে ধনি কানে হারাইল[১০] ॥
সবে বোলে শতিত্ব[১১] রাখিল নাগমতি।
নিশ্চএ পতির শংগে[১২] হৈব স্বর্গগতি ॥

শে[১৩] দোহান মৃত্যু মর্ম্ম পুরি খন্ড হৈল।
চন্দ্রশেন ইন্দ্রসেন মাও আগে গেল ॥
মাত্রির ধরিয়া পদ দুই স্বহদর[১৪]।
বিলাপএ মন দুঃখে বিসাদ অন্তর ॥
ললাট নিয়ম পুরি বাপ স্বর্গে[১৫] গেলা।
স্বইশ্চাএ[১৬] মাও কেনে মরন ইশ্চিলা ॥
জদ্যাপি[১৭] বৈকুণ্ঠে বাস শ্রধা আপনার।
মাতা পিতা দুঃক্ষ আমি[১৮] নারি শহিবার[১৯] ॥
দারুনে কন্টক মাও[২০] দেখীয়া সম্মুখ[২১]।
আমা ছারি দুহজন[২২] জাও পরলোক ॥
নিবান্দবা[২৩] হই আমি কিরূপে বঞ্চিমু।
পাইয়া বিসম দুঃক্ষ কাহাত কহিমু ॥
আম্মি[২৪] দুই ভাই সংগে লওত শাক্ষাত[২৫]।
নিবান্দবা করি সিষু ন রাখ এথাত ॥
এ বলিয়া দুই ভাই বিস্তর কান্দিল[২৬]।
গ্রথন[২৭] বারএ হেতু তাকে না লেখীল ॥

১ ছারি ২ কুত্তুকে বসীল গীআ ৩ বুনিল ৪ পতির সঙ্গতি জাব আপনা সতিনি ৫ সে ৬ পুনি ৭ সঙ্গে ৮ স্ব্যামী পাসে আইসী সতি ৯ নিবারন কৈল ১০ জ্ঞানহারা হৈল ১১ সতিত্ত ১২ সঙ্গে ১৩ সে ১৪ সোহদর ১৫ পীতা স্বর্গে ১৬ সইশ্চাএ ১৭ অদ্ধাপী ১৮ ভার ১৯ সহিবার ২০ মাতি ২১ সম্মুক ২২ দুইজন ২৩ নিবান্দব ২৪ আমী ২৫ সত্তেত ২৬ কহিল ২৭ গোথন

এ বুলিয়া রাজরাণী ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
সকৌতুকে বসিলেক রত্নসেন পাশ ॥
এতেক শুনিল যদি নাগমতি রাণী।
পতি সংগে যাইবেক আপনা সতিনী ॥
সে পুনি চিন্তিলা মনে হই একাকিনী।
বঞ্চিমু কাহার সনে বিধবা দুঃখিনী ॥
মৃত্যুপাশ হোন্তে উঠি গেল নিজ স্থান।
নিজ অলঙ্কার সাজ আনি ত্বরমান ॥
মন দুঃখে নাগমতি সাজিলা ত্বরিত।
স্বামী পাশে আসি সতী হইলা উপস্থিত ॥
তার ইষ্ট মিত্রে বহু নিষেধ করিলা।
কিঞ্চিত না বোলে ধনি জ্ঞান হারাইলা ॥
সবে বোলে সতিত্ব রাখিলা নাগমতি।
নিশ্চয় পতির সংগে হইব স্বর্গগতি ॥ (জা. ২)

সে দোহান মৃত্যু মর্ম পুরি খন্ড হইল।
চন্দ্রসেন ইন্দ্রসেন মাও আগে গেল ॥
মাতৃর ধরিয়া পদ দুই সহোদর।
বিলাপয় মনোদুঃখে বিষাদ অন্তর ॥
ললাট নিয়ম পুরি বাপ স্বর্গে গেলা।
স্বইচ্ছায় মাও কেনে মরণ ইচ্ছিলা ॥
যদ্যাপি বৈকুণ্ঠে বাস শ্রদ্ধা আপনার।
মাতা পিতা দুঃখ ভার নারি সহিবার ॥
দারুণ কন্টক মাও দেখিয়া সম্মুখ।
আমা ছাড়ি দুইজন যাও পরলোক ॥
নির্বান্ধব হই আমি কিরূপে বঞ্চিমু।
পাইয়া বিষম দুঃখ কাহাত কহিমু ॥
আমি দুই ভাই সংগে লওত সাক্ষাত।
নির্বান্ধব করি শিশু না রাখ এথাত ॥
এ বলিয়া দুই ভাই বিস্তর কান্দিল।
গ্রন্থন বাড়য় হেতু তাকে না লিখিল ॥

মন্তব্য: মূলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের ঘটনা অবলম্বনে প্রথম দুটি অনুবাদ স্তবক রচিত। কিন্তু তৃতীয় স্তবক ও চতুর্থ স্তবকে পুত্রদের মাতৃ সম্ভাষণগুলি মূলে অনুপস্থিত।

দুই ভাই পাএ[১] ধরি বহু[৩] বিলাপিল।
তিলেক পুত্রের স্নেহ মনে ন লাগিল[৩] ॥
জথ দুঃক্ষ[৪] দুই সিসু সম্মুকে[৫] আছিল।
প্রেত দৃষ্টীরিত মুখ বাক্য ন ফুরিল ॥[৬]
সংগে মৃত্ত[৭] আপ্তঘাত[৮] জদি ত্রিয়া মন।
দুষ্ট প্রেত মন তার[৯] করে ততক্ষন[১০] ॥
আর জথ দুষ্ট দেব নিকটে সতত[১১]।
আপ্তঘাতি মোহাপাপী[১২] করএ জাবত ॥
দেখ নারি চিত্ত প্রেত জেন কৈল তার[১৩]।
তেকারনে কৃপা ছারি[১৪] কোলের[১৫] কুমার ॥
রানির চরিত্র বুজি ইষ্ট মিত্র আসি[১৬]।
কুমার ধরিয়া নিলা বহুল আশ্বাসি[১৭] ॥

তবে জথ পাএ মিত্র হই দুঃক্ষ মন।
রত্নশেন লই জাএ করিতে দাহন ॥
রাজ নিয়মেত[১৮] চিতাসালা জথ[১৯] ছিল।
লক্ষে[২০] ২ লোক মিলি তথা লই গেলা ॥
বিপ্র আদি ভিক্ষুক[২১] জথেক দেশে ছিল।
রুধির বিশাদ মনে[২২] সব চলি আইল ॥
তবে চন্দনের কাষ্ঠ পুঞ্জে ২ নিয়া[২৩]।
শ্বসানে[২৪] রাখিল নিয়া[২৫] সঞ্জোগ করিয়া ॥ *
রত্নসেন কাষ্ঠ পরে জদি চরাইলা।
নাগমতি পদ্মাবতি[২৬] কাষ্ঠ আরুহিলা[২৭] ॥
দুই নারি একে ২ সুতি স্বামি পাষ[২৮]।
মৃত্তু পাশে স্বামি গলে ধরিয়া নিস্বাস[২৯] ॥†

১ পধে ২ জথ ৩ গুনিস ৪ ক্ষন ৫ সম্মুখে ৬ প্রেতরিত দিষ্টে মুখে বাক্ক না ফুটীল ৭ মৃত্তু ৮ আপ্তঘাতি ৯ ভার ১০ ততেক্ষন ১১ সতেত ১২ মহাপাপ ১৩ দেখী হেন নারি চিত প্রেতে কৈল ভার ১৪ ছারে ১৫ আপনা ১৬ গন ১৭ সম্মান ১৮ নিয়মীত ১৯ জথা ২০ লৈক্ষে২ ২১ ভিক্ষারি ২২ রুদিত বিসাদ মন ২৩ দিআ ২৪ পাসানে ২৫ সব

* এরপর বা পুথিতে অতিরিক্ত দু পংক্তি—

সতে ২ বিপ্রগন আসীআ ততপর।
কাষ্ঠে চরাইল নৃপ বিসদ অন্তর ॥

২৬ পদ্মাবতি ২৭ কাষ্ঠে আরোহিল ২৮ স্বামী পাস ২৯ মৃত্তু স্বামী গলে ধরি রহিল নিস্বাস।

† হবিবী সংস্করণে অতিরিক্ত পংক্তি—

বুঝিল জননী আমি চরিত্র তোমার।
নিশ্চয় যাইবা তুমি স্বর্গের মাঝার ॥
এই মতে দুই সুত দোহান নিকট।
বিস্তর কান্দিল দুই ভাবিয়া সংকট ॥

দুই ভাই পায়ে ধরি বহু বিলাপিল।
তিলেক পুত্রের স্নেহ মনে না লাগিল ॥
যতক্ষণ দুই শিশু সম্মুখে আছিল।
প্রেতদৃষ্টি বাক্যরীত মুখে না ফুরিল ॥
সহমৃত্যু আত্মঘাত যদি স্ত্রীয়া মন।
দুষ্ট প্রেত মনোভাব করে ততেক্ষণ ॥
আর যত দুষ্ট দেব নিকটে সতত।
আত্মঘাতী মহাপাপী করায় যাবত ॥
দেখে হেন নারী চিত্ত প্রেতে কৈল ভর।
তেকারণে কৃপা ছাড়ে কোলের কুমার ॥
রাণীর চরিত্র বুঝি ইষ্ট মিত্র আসি।
কুমার ধরিয়া নিলা বহুল আশ্বাসি ॥

তবে যত পাত্র মিত্র হই দুঃখ মন।
রত্নসেন লই যায় করিতে দাহন ॥
রাজ নিয়মেত চিতাশালা যথা ছিল।
লক্ষ লক্ষ লোক মিলি তথা লই গেল ॥
বিপ্র আদি ভিক্ষুক যতেক দেশে ছিল।
রুধির বিষাদ মনে সব চলি আইল ॥
তবে চন্দনের কাষ্ঠ পুঞ্জে পুঞ্জে নিয়া।
শ্মশানে রাখিল সব সংযোগ করিয়া ॥
শতে শতে বিপ্রগণ আসিয়া তৎপর।
কাষ্ঠে চড়াইল নৃপ বিষাদ অন্তর ॥
রত্নসেন কাষ্ঠপরে যদি চড়াইলা।
নাগমতি পদ্মাবতী কাষ্ঠে আরোহিলা ॥
দুই নারী একে একে শুতি স্বামী পাশ।
মৃতস্বামী গলে ধরি রহিল নির্যাস ॥(জা.৩)

শব্দার্থ টীকা : নির্যাস—নিশ্চিতভাবে

মন্তব্য : মূলের তৃতীয় স্তবকের সহমরণ ঘটনার আবছা অনুসরণ অনুবাদ স্তবকের শেষে থাকলেও পদ্মাবতীর ও নাগমতির মূলে বেদনাবাণীগুলি অনুবাদে অনুপস্থিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অন্তর্বর্তী অনুবাদস্তবকটি নবসংযোজন। শিশুসন্তানদ্বয়ের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করে পদ্মাবতীর সতী-সংকল্পকে অনুবাদে যেভাবে প্রেতগ্রস্ত আত্মঘাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে মূলে এই ধরণের কোনো অশ্রদ্ধাসূচক ইঙ্গিত নেই।

তবে[১] চন্দনের কাষ্ঠ আনি বহুজনে।
উপরে স্থাপনা কৈলা[২] বিসাদিত মনে ॥
শতে ২ পুরহিত ক্ষেত্রি জে ব্রাহ্মন।
পুরান বেদের মন্ত্র করন্ত[৩] জপন ॥
শতে[৪] ২ ঘৃত ঘট শমপুন্ন ভরিয়া[৫]।
কাষ্ঠপরে ঘৃত ঘট দিলেক ঢালিয়া ॥*
শাস্ত্রের নিয়ম লৈয়া[৬] নৃপতি নন্দন।
শপ্তবার প্রদাক্ষন[৭] বাপের চরন ॥
হরিনাম সর্ব্বজন জোকার হইল[৮]।
দেখীতে ২ অগ্নি উথলি উঠীল[৯] ॥
তিলে ত্রিয়া জনে[১০] কাষ্ট শংগে[১১] হৈল নাশ[১২]।
নারি শংগে[১৩] রত্নসেন বৈকুন্টেত বাশ[১৪] ॥+
তবে ইষ্ট মিত্র জথ পাত্রগন[১৫]।
অ:শ্বাসীয়া[১৬] ঘরে নিলা ভাই দুইজন ॥×

১ পুনি ২ স্থাপন কৈল ৩ করএ ৪ সতে২ ৫ সপুন্য করিয়া ৬ লই ৭ সপ্তযার প্রদাক্ষিণা ৮ জোগার পুরিল ৯ দেখীতে ২ দাহি অগ্নী উথলিল ১০ ত্রিঅজন ১১ সঙ্গে ১২ নাস ১৩ রানি সঙ্গে ১৪ বএ কুণ্ডেত্ত বাস ১৫ তবে পাত্র মীত্র ছিল জথ আপ্তীগন ১৬ আশ্ব্যাসীআ

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
তবে চন্দ্রসেন জেন পুরহিত করে।
যুগন্দি আনল দিলা সাস্ত্র অনুসারে ॥

· 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
নিঅমীত কর্ম্ম মনে স্মরি যুবরাজ।
বিসাদিত অগ্নী দিলা চিতাকুণ্ডমাজ ॥

+ 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—
লৈক্ষ তংকা বস্ত্র নব আনি বহুতর।
বিপ্রগন শান্তসীলা বিসাদ অন্তর ॥

× 'বা' পুথিতে এরপর অতিরিক্ত পংক্তি—
কথদিন মাতা পীতা বিশ্চেদ হইআ।
দুক্ষমনে গোঞাইল কান্দিআ২ ॥

তবে[১] চন্দনের কাষ্ঠ আনি বহুজনে।
উপরে স্থাপনা কৈলা বিষাদিত মনে ॥
শতে শতে পুরোহিত ক্ষেত্রিজ ব্রাহ্মণ।
পুরাণ বেদের মন্ত্র করেন্ত জপন ॥
শতে শতে ঘৃত ঘট সম্পূর্ণ ভরিয়া।
কাষ্ঠপরে ঘৃত ঘট দিলেক ঢালিয়া ॥
শাস্ত্রের নিয়ম লই নৃপতি নন্দন।
সপ্তবার প্রদক্ষিলা বাপের চরণ ॥
নিয়মিত কর্ম মনে স্মরি যুবরাজ।
বিষাদিত অগ্নি দিলা চিতাকুণ্ড মাঝ ॥
হরিনামে সর্বলোক জোকার পুরিল।
দেখিতে দেখিতে অগ্নি উথলি উঠিল ॥
তিলে ত্রিয়জনে কাষ্ঠসংগে হইল নাশ।
নারী সংগে রত্নসেন বৈকুণ্ঠেত বাস ॥
তবে ইষ্ট মিত্র ছিল যত পাত্রগণ।
আশ্বাসিয়া ঘরে নিলা ভাই দুইজন ॥

শব্দার্থ টীকা : ক্ষেত্রি—রাজপুত জাতি বিশেষ
ত্রিযজন—তিনজন

মন্তব্য : মূলের চতুর্থ স্তবকটি বাদশাহ কর্তৃক গড় আক্রমণ এবং বাদলের শহীদ হবার সংগে সংগে চিতোরের পতন বর্ণনা। অনুবাদে এর পরিবর্তে বর্ণিত হয়েছে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী পুত্রকর্তৃক শ্মশানকর্ম। মূলের ঘটনা অনুবাদে অনুসৃত হয় নি। মূলে আছে যুদ্ধ এবং পতন, অনুবাদে আছে শ্মশানকর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও শোকাহত পুত্রদের প্রতি পরিজনদের আশ্বাসবাণী। মূলে বর্তমান খন্ডেই ঘটনার ট্রাজিক সমাপ্তি, অনুবাদে অতিরিক্ত একটি খন্ড জুড়ে দেখানো হবে রাজপুত্রদের মিলনান্তক পরিণাম।

খিল খণ্ড

শাস্ত্রনিতি মৃত্তুকম্ম করিয়া জত্তন।
দেসে মিলি দুই ভাই করিলা রাজন ॥
পীতাপাটে রাজশ্বর জদি শে হইলা[১]।
তুরমানে শাহা[২] আগে আদেশ করিলা[৩] ॥
প্রথমে প্রনামি বহু[৪] জোগল[৫] চবন।
তার পাছে নিবেদিএ[৬] দুঃক্ষের কথন ॥
সংসার ছারিয়া[৭] পীতা শঙ্গে মাত্রিগন[৮]।
আমি দুই ছারি কৈল শ্বর্গেত গমন ॥
মৃত্তুকালে[৯] বাপে[১০] মোরে তোমার চরন।
ভুমী চুম্পি শর্মপিলা[১১] করিয়া জত্তন ॥
জথেক কাহিলা পীতা তোমা পদজোগে[১২]।
মনগত কৃপাদৃষ্টী[১৩] কবি মোর আগে ॥*
আমাব রক্ষক শাহা[১৪] শংসারেত নাই।
সর্ব্বত্রে কল্পন কর্ত্তা[১৫] তুমি সে গোসাই ॥
রত্নসেন আগে জদি[১৬] কোপ[১৭] কর মন।
ক্ষেমা[১৮] ছারি আমা প্রতি করহ পালন ॥
এ বায্য শম্পদ ধন[১৯] তোমা ইশ্চাগত।
শ্বইশ্চা কবহ[২০] জেই রাখহ মোহত[২১] ॥

১ সে হইল ২ সাহা ৩ যাদেস কবিল ৪ দোহ ৫ যুগল ৬ নিবেদিঅ ৭ ছাবিল ৮ সঙ্গে মীত্রগন ৯ ম্রীত্তুকালে ১০ পীতা ১১ সমবপীল ১২ পদযুগে ১৩ মন দিস্টীগত কৃপা

* 'বা' পুথিতে অতিরিক্ত পংক্তি—

মাতা পীতা হিন দুই দুক্ষিত ন্নন্তর।
দুই সীঘ্র ঘরে আসী চিন্তি বহুতর ॥

১৪ যামার রক্ষিক সাহা ১৫ সর্ব্বত্রে কৈল্যান কৃথা ১৬ জেন ১৭ কৃপা ১৮ খেমা ১৯ এ রাজ্জ সম্পদ যুক ২০ সইশ্চা রাথহ ২১ মহত

শাস্ত্রনীতি মৃত্যুকর্ম করিয়া যতন।
দেশে মিলি দুই ভাই করিলা রাজন ॥
পিতা পাটে রাজ্যেশ্বর যদি সে হইলা।
তুরমানে সাহার আগে পত্র লেখিলা ॥
প্রথমে প্রণামী বহু যুগল চরণ।
তার পাছে নিবেদিয়ে দুঃখের কথন ॥
সংসার ছাড়িয়া পিতা সঙ্গে মাতৃগণ।
আমা দুই ছাড়ি কৈল স্বর্গেত গমন ॥
মৃত্যুকালে বাপ মোরে তোমার চরণ।
ভূমি চুম্বি সমর্পিলা করিয়া যতন ॥
যতেক কহিলা পিতা তোমা পদযুগে।
মনোগত কৃপাদৃষ্টি কর মোর আগে ॥
আমার রক্ষক সাহা সংসারেত নাই।
সর্বত্রে কল্যাণকর্তা তুমি সে গোসাই ॥
রত্নসেন আগে যদি কোপ কর মন।
ক্ষেমা ছাড়ি আমা প্রতি করহ পালন ॥
এ রাজ্যসম্পদ ধন তোমা ইচ্ছাগত।
স্বইচ্ছা করহ যেই রাখহ মহত ॥

মন্তব্য : খিল খন্ড অর্থাৎ পরিশিষ্ট খন্ডটি অনুবাদে অতিরিক্ত সংযোজন। মূলে এর কোনোই আভাস নেই। জায়সীর কাহিনী-পরিণাম ট্র্যাজিক। অপরদিকে অনুবাদের পরিণাম মেলোড্রামাটিক। জায়সীর পদ্মাবতে আছে বাদশাহী আক্রমণে বাদলের নিধন ও চিতোরগড়ের পতন। অনুবাদে বাদশাহের সঙ্গে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের মৈত্রী এবং সহাবস্থান মূলের থেকে এতই পৃথক যে এক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে তুলনা অবান্তর। বিশেষ করে পিতার মৃত্যুর পর রাজপুত্রদ্বয়ের সুলতানের কাছে আশ্রয়-প্রার্থনার ভিক্ষা নিয়ে প্রণত পত্রনিবেদন মূল থেকে পৃথক শুধু নয় মূলের পরিপন্থী। মূলে রত্নসেনের পুত্রদ্বয়ের পরিণাম দেখানো হয়নি, অনুবাদে তাদের পরিণাম দেখাতে গিয়ে মূলের রস পরিণামকে বিনষ্ট করা হয়েছে। মূলে আছে যুদ্ধ এবং ধ্বংস, অনুবাদে আছে প্রেম এবং মৈত্রী। বৈষ্ণবীয় আদর্শবাদের জন্য মূলের ট্র্যাজিক রসপরিণাম থেকে অনুবাদের রসপরিণতি অন্যদিকে সরে গেছে।

এইমতে আদেসেত করিয়া ভগতি[1] ।
শাহা আগে পত্র পাটাইলা সীগ্রগতি ॥
কুমার আদেশ জদি পত্র[2] লই গেল ।
শাহাএ ষুনিয়া পত্র[3] সমুকে আনিল ॥
ভালে ভুমি চুম্বি[4] পত্র দিলেক আদেশ[5] ।
হস্তে লই পড়ি পত্র[6] ছারিয়া নিশ্বাস[7] ॥
রত্নশেন মৃত্তু ষুনি[8] দিল্লি(র)* ইশ্বর ।
প্রেম ভাবি দুক্ষ গুনি কান্দিলা বিস্তর ॥
ষুনিলেক নৃপ রত্ন গেল পরলোক ।
ওমরা সহিতে কান্দে মনে ভাবি সোক ॥
তবে সাহা পাত্র স্থানে জথেক পুচিলা ।
আদি অন্ত নৃপর্তিরে সকল কহিলা ॥
জেই দিনে নৃপর্তিরে সাহা বন্দি কৈল ।
জেইমতে পদ্মাবতি কান্দিতে আছিল ॥
জেইমতে কম্বলের রাজা দেওপাল ।
কুমদিনি কুটনিরে তথাদি পাটাইল ॥
সেসব রোহাস্য পাত্রে রাজাতে কহিল ।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ বিসেস জন্মিল ॥
জেই মতে কোপ গুনি কম্বলে চলিলা ।
সে রাজ্জ জিনিআ দেওপাল সংগারিলা ॥
জেই মতে অংগে ঘাও তাহার হইল ।
কদাচিত্তো ভাল হৈতে নৃপ না পারিল ॥
কথদিন কাল গঞি সে বিস জরিল ।
মৃত্তু সমে পুত্র দুই তোমা সমর্পিল ॥
একে ২ জথ ইতে পাত্রে জানাইল ।
নৃপর্তির মৃত্তু মর্ম্ম সকল কহিল ॥

এই মতে আদেশেত করিয়া ভকতি ।
সাহা আগে পত্র পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥
কুমার আদেশ যদি পাত্র লই গেল ।
সাহায় শুনিয়া পাত্রে সমুখে আনিল ॥
ভালে ভুমি চুম্বি পাত্র দিলেক আদেশ ।
হস্তে লই পড়ি পত্র ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
রত্নসেন মৃত্যু শুনি দিল্লীর ঈশ্বর ।
প্রেম ভাবি দুঃখ গুণি কান্দিলা বিস্তর ॥
শুনিলেক নৃপ রত্ন গেল পরলোক ।
উমরা সহিতে কান্দে মনে ভাবি শোক ॥
তবে সাহা পাত্র স্থানে যতেক পুছিলা ।
আদি অন্ত নৃপতিরে সকল কহিলা ॥
যেই দিনে নৃপতিরে সাহা বন্দী কৈল ।
যেইমতে পদ্মাবতী কান্দিতে আছিল ॥
যেইমতে কুম্ভলের রাজা দেওপাল ।
কুমুদিনী কুটনীরে তথা পাঠাইল ॥
সে সব রহস্য রাণী রাজাকে কহিল ।
দুঃখের উপরে দুঃখ বিশেষ জন্মিল ॥
যেইমতে কোপ গুণি কুম্ভলে চলিলা ।
সে রাজ্য জিনিয়া দেওপাল সংহারিলা ॥
যেই মতে অংগে ঘাও তাহার হইল ।
কদাচিত ভাল হইতে নৃপ না পারিল ॥
কতদিন কাল গঞি সে বিষ জরিল ।
মৃত্যুকালে পুত্র দুই তোমা সমর্পিল ॥
একে একে যত ইথে পাত্রে জানাইল ।
নৃপতির মৃত্যুমর্ম সকল কহিল ॥

১ এই মতে নিবেদিআ লেখী দুক্ষ ভাতি ২ পাত্রে ৩ পাত্র ৪ চুম্পি ৫ আরম্বেস ৬ হস্তে লৈআ পরি বুজি ৭ ছারিল নিশ্বাস ৮ রত্নসেন ষুনি মৃত্তু

* এরপর থেকে 'ঢাকা' পুঁথি খণ্ডিত। অবশিষ্ট অংশের পাঠ 'বা' পুঁথির।

মন্তব্য : বাদশাহের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে রাজদূতের পত্রনিবেদন একেবারেই মূল-বহির্ভূত ব্যাপার। এগুলি সম্পূর্ণ অবান্তর কাহিনী। রত্নসেনের মৃত্যু কথা শুনে সুলতান ও ওমরাহদের ক্রন্দন যেমন শিশুসুলভ তেমনি অবাস্তব।

কৃপাল চরিত্র সাহা পাত্রের বচনে ।
আগ্যা দিলা সীষু দুই য়ানিতে তখনে ॥
দুই সত অশ্ববার দুই সত করি ।
আর বহু সৈন্য ছিলা পাত্র অনুসারি ॥
পাত্রেরে য়াশ্বোস করি তুসীআ প্রসাদ ।
রত্নসেন পুত্র প্রতি কৈল আসীর্ব্বাদ ॥
সীগ্রে আন দুই সীষু সাক্ষাতে আমার ।
খেমা দিলুম পীত্রি দোস দিলুম রাজ্জভার ।
ভুমী চুম্পি পাত্রবর সৈন্য সঙ্গে গেলা ।
সাহার জথেক বানি কুমারতে কৈলা ॥
ষুনিআ সাহার কৃপা হই হরসীত ।
সৈন্য সঙ্গে দুই ভাই চলিল তুরিত ॥
আপনার সৈন্যকুল লৈক্ষ অশ্ববার ।
সবারম্বে চলি আইল সাহা ভেটীবার ॥
জথাতে সাহার সৈন্য দুই সোহদ্দর ।
বাদিলা সঙ্গাতি করি চলিলা সত্তর ॥
সাহার সাক্ষাতে জদি দুই সীষু গেল ।
ভালে মহি চুম্পি দোহ ভুমীগত হৈল ॥
পদ্মিনির গন্ধজাত রত্নসেন যুত ।
ইন্দ্রচন্দ্র লৈজ্জাগত রূপে অদভুত ॥
সাহাএ দেখীলা জদি দুই সোহদর ।
প্রেমদির্ণ্টি হই গেল দোহান উপর ॥
নিকটে জাইতে সাহা আদেস করিল ।
পুনি ভুমী চুম্পি দোহ কথদুর গেল ॥
চৌক্ষোজলে পুনি সাহা করিল আদেস ।
আইস দুই সীষুবর আইস মোর পাস ॥
আজি তোমা প্রেম সব ক্রোধ পাসরিল ।
অদত সলিল সীঞ্চি নিবারন কৈল্ব ॥

কৃপাল চরিত্র সাহা পাত্রের বচনে ।
আজ্ঞা দিলা শিশু দুই আনিতে তখনে ॥
দুই শত অশ্ববার দুই শত করী ।
আর বহু সৈন্য দিলা পাত্র অনুসরি ॥
পাত্ররে আশ্বাস করি তুষিয়া প্রসাদ ।
রত্নসেন পুত্র প্রতি কৈল আশীর্বাদ ॥
শীঘ্রে আন দুই শিশু সাক্ষাতে আমার ।
ক্ষেমা দিলুঁ পিতৃদোষ ক্ষেমা দিব তার ॥
ভুমি চুম্বি পাত্রবর সৈন্য সংগে গেলা ।
সাহার যতেক বাণী কুমারে কহিলা ॥
শুনিয়া সাহার কৃপা হই হরষিত ।
সৈন্য সংগে দুই ভাই চলিল ত্বরিত ॥
আপনার সৈন্যকুল লক্ষ অশ্ববার ।
সর্বারম্ভে চলি আইল সাহা ভেটিবাব ॥
যথাতে সাহার সৈন্য দুই সহোদর ।
বাদিলা সঙ্গাতি করি চলিলা সত্বর ॥
সাহার সাক্ষাতে যদি দুই শিশু গেল ।
ভালে ভুমি চুম্বি দোহ ভুমিগত হইল ॥
পদ্মিনীর গর্ভজাত রত্নসেন সুত ।
ইন্দ্র চন্দ্র লজ্জাগত রূপে অদভুত ॥
সাহায় দেখিলা যদি দুই সহোদর ।
প্রেমদৃষ্টি হই গেল দোহান উপর ॥
নিকটে যাইতে সাহা আদেশ করিল ।
পুনি ভুমি চুম্বি দোহ কতদূর গেল ॥
চক্ষুজলে পুনি সাহা করিল আশ্বাস ।
আইস দুই শিশুবর আইস মোর পাশ ॥
আজি তোমা প্রেমে সব ক্রোধ পাসরিল ।
অগ্নিতে সলিল সিঞ্চি নিবারণ কৈল ॥

মন্তব্য : রত্নসেনের মৃত্যু-সংক্রান্ত আনুপূর্বিক কাহিনী শুনে সুলতানের শোক এবং সমস্ত কলহ-বিবাদের স্মৃতি মুছে ফেলে পদ্মাবতীর অনাথ পুত্রদ্বয়কে সমাদরসহ অভ্যর্থনার যে চিত্র এখানে আছে তাতে মূলকাহিনীর ট্রাজেডি অনুবাদে ট্রাজি-কমেডিতে পরিণত। পদ্মিনীকে না পাওয়ার ব্যর্থতা ভুলে অনুবাদের আলাউদ্দীন যেভাবে পদ্মিনীর পুত্রদের আহ্বান করে পাশে বসিয়ে পিতৃশোকের সান্ত্বনা দিয়েছেন তাতে সুলতানের প্রেমভাব প্রকাশ পেলেও কাহিনীর পরিণাম যতদূর সম্ভব মেলোড্রামাটিক হয়েছে।

এথ ষুনি পুনি ভুমী চুম্পি দুই ভাই ।
কান্দি ২ নিকটেতে বসীলেক জাই ॥
নিকটে বসীল জাই নৃপতি কুমার ।
সাহা আসী দোহ পীষ্টে বুলাইল কর ॥
দুই সীষু ধরে সাহা বিসাদ অন্তর ।
সোক গুনি সাহা পুনি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে সাহা দোহ স্থানে বহুল কহিলা ।
দৈবজোগে জেই ছিল সেই গঞি গেলা ॥
বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিঅ মনে ।
কে কারে বাঁদিতে পারে সেই স্ব্যামী বিনে ॥
এক মারে য়াব হএ প্রভু হেন রিত ।
এসব নিতাম আছে সংসার চরিত ॥
জে পুনি হইআ গেল না কর সোচন ।
নিয়মত রাজ্জভোগ জাবতে জিবন ॥
চন্দ্রআ মার রাজ্জ তোমা বস কৈলুম ।
দোস খেম বাপ তোমা বহু দুক্ষ দিলুম ॥
মোর ডরে মনক্লেস রাজা রত্নসেনে ।
কাল গঞি স্বর্গে গেল বিসাদিত মনে ॥
এ বুলিআ পুঞ্জে ২ আনি রত্নধন ।
নানাদেশী দিব্ব বস্ত্রো আনিআ তখন ॥
নিজ হস্তে রাজ তাজ সীরে তুলি দিলা ।
অভএ প্রসাদ দিআ দোহাকে তুসীলা ॥

এত শুনি পুনি ভূমি চুম্বি দুই ভাই ।
কান্দি কান্দি নিকটেতে বসিলেক যাই ॥
নিকটে বসিল যদি নৃপতি কুমার ।
সাহা আসি দোহ পৃষ্ঠে বুলাইল কর ॥
দুই শিশু ধরে সাহা বিষাদ অন্তর ।
শোক গুণি সাহা পুনি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে সাহা দোহ স্থানে বহুল কহিলা ।
দৈবযোগে যেই ছিল সেই গঞি গেলা ॥
বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিও মনে ।
কে কারে বাঁধিতে পারে সেই স্বামী বিনে ॥
এক মরে আর হয় প্রভু হেন রীত ।
এ সব নিয়ম আছে সংসার চরিত ॥
যে পুনি মরিয়া গেল না কর শোচন ।
নিয়মত রাজ্যভোগ যাবত জীবন ॥
চান্দেরী মারোয়া রাজ্য তোমা বশ কৈলুঁ ।
দোষ ক্ষেম বাপে তোমা বহু দুঃখ দিলুঁ ॥
মোর ডরে মন ক্লেশ রাজা রত্নসেনে ।
কাল গঞি স্বর্গে গেল বিষাদিত মনে ॥
এ বুলিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে আনি রত্নধন ।
নানাদেশী দিব্যবস্ত্র আনিয়া তখন ॥
নিজ হস্তে রাজতাজ শিরে তুলি দিলা ।
অভয় প্রসাদ দিয়া দোহাকে তুষিলা ॥

শব্দার্থ টীকা ঃ রাজ তাজ—রাজ মুকুট
নিদুষী —নির্দোষী

মন্তব্য ঃ সুলতানের সাদর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে রত্নসেনের পুত্রদ্বয় সমস্ত বৈরীভাব ভুলে যেভাবে কাঁদতে কাঁদতে সুলতানের পাশে গিয়ে উপবেশন করেছেন আর সুলতান আলাউদ্দীনও যেভাবে শত্রুপুত্রদের সিংহাসনের পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দার্শনিক উক্তিসহ পিতৃশোকের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সান্ত্বনাদানের শেষে রাজপুত্রদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে চান্দেরী ও মারোয়া রাজ্য উপহার দিয়েছেন তাতে সমস্ত কাহিনীটি যেন বাঙ্গালী পরিবারের পারিবারিক কলহশেষে ক্ষমা-প্রার্থনার অতিনাটকীয় ভাবাবেগচিত্রে পর্যবসিত হয়েছে । আলাউদ্দীনের সান্ত্বনাবাক্যে আলাওলের সুফীভাবনা লক্ষণীয় ।

আর নিঅমীত রাঙ্জ পাই আপনার।
ভুমী চুম্পি কহিলেক রাজার কুমার ॥
বাপ মোর পদ সীরে স্বর্গে চলি গেল।
আমী দুই যুগপদ্ধে সীরেতে আইল ॥
আমী সব দোসে তোমা ফল সমতুল।
নিদুসী আপনে সাহা বৃক্ষ সম মুল ॥
বৃক্ষকুলে ফলভার সহে অখণ্ডিত।
আমী সবে দোস কৈলে খেমীতে উচিত ॥
এ সব কহিআ দোহ ভুমীগত হৈল।
মায়্যা মহ সীরে ধরি দোহান তুলিল ॥
আসীর্ব্বাদ কৈল সাহা হরসীত মন।
ভোগ কর নিজ রাঙ্জ জাবতে জিবন ॥
তবে জেই রাজা বত গৈরাএ করিল।
সে দোহান রাঙ্জ সাহা বাদিলাকে দিল ॥
পুনি দুই সীষু সঙ্গে দিল্লিব ইশ্বর।
চিতাওরে গীবি পরে গেলেন্ত সত্বর ॥
নৃপতির গ্রিহ সব জথ খণ্ড ছিল।
পদ্মাবতি টঙ্গ আদি সব নিরক্ষিল ॥
চিতাওর দেসে আছে জথেক নগর।
হরসীতে ভ্রমী দেখে দিল্লির ইশ্বর ॥
এই মতে হরসীতে সাহাত আছিল।
জথ দেস রাঙ্জ আনি কুমারতে দিল ॥
সীষু সঙ্গে মন রঙ্গে নৃপতির ঘর।
দুই মাস আছিলেন্ত দিল্লির ইশ্বর ॥
আর দিন রত্নসেন দুই পুত্র আনি।
আশ্বাসীআ দেসে জাইতে মাগিল মেলান ॥

আর নিয়মিত রাজ্য পাই আপনার।
ভূমি চুম্বি কহিলেক রাজার কুমার ॥
বাপ তোমা পদ সেবি স্বর্গে চলি গেল।
আমি দুই পদযুগ সেবিতে ইচ্ছিল ॥
আমি সব দোষে তোমা ফল সমতুল।
নির্দোষ আপনে সাহা বৃক্ষ সম মুল ॥
বৃক্ষকুলে ফলভার সহে অখণ্ডিত।
আমি সবে দোষ কৈলে ক্ষেমিতে উচিত ॥
এসব কহিয়া দোহ ভূমিগত হৈল।
মাযা মোহ শিরে ধরি দোহান তুলিল ॥
আশীর্বাদ কৈল সাহা হরষিত মন।
ভোগ কর নিজ রাজ্য যাবতে জীবন ॥
তবে যেই রাজা বধ গোরায় করিল।
সে দোহান রাজ্য সাহা বাদিলাকে দিল ॥
পুনি দুই শিশু সঙ্গে দিল্লীর ঈশ্বর।
চিতউরে গৃহ পরে গেলেন্ত সত্বর ॥
নৃপতির গৃহ সব যত খণ্ড ছিল।
পদ্মাবতী টাঙ্গ আদি সব নিরক্ষিল ॥
চিতউর দেশে আছে যতেক নগর।
হরষিতে ভ্রমি দেখে দিল্লীর ঈশ্বর ॥
আর দিন রত্নসেন দুই পুত্র আনি।
আশ্বাসিয়া দেশে যাইতে মাগিল মেলানি ॥

শব্দার্থ টীকা : নির্দোষ—নির্দোষী
টাঙ্গ—প্রাসাদ
মেলানি—বিদায়

মন্তব্য : জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যে রত্নসেনের মৃত্যুর পর সুলতানের দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে দুর্গের তোরণদ্বারে যুদ্ধ করতে করতে বাদলের শহীদ হবার ঘটনা বর্ণিত। কিন্তু অনুবাদের বাদলকে আর মরতে হল না। সুলতানের সঙ্গে রাজপুত্রদের যোগাযোগ ঘটানোর দায়িত্ব ছিল বাদলের উপর। এর পুরস্কার স্বরূপ সুলতানের কাছ থেকে বাদল বেশ কিছু রাজ্য উপহার লাভ করল। গোরা যুদ্ধকালে সুলতানপক্ষের যে দুজন নৃপতিকে বধ করেছিল, সুলতান বাদলকে সেই সব রাজার রাজ্য দান করলেন। আহত রত্নসেন বিষাক্ত শরীরেও সন্তানের জনক হবার জন্য দীর্ঘকাল যেমন বেঁচে ছিলেন বাদলও রাজ্যভোগ করার জন্য শহীদের মহিমান্বিত মৃত্যু থেকে বঞ্চিত হল। অনুবাদক যথার্থই জীবনরসিক কবি বটে।

সাহা বলে হই গেল শ্বাদস বশ্চর।
রাঙ্গ তেজি গোমাইলন্ম তোমার নগর॥
এবে আমী দেসে জাই তুমী রহ এথা।
কিঞ্চিৎ বিসাদ মনে ন ভাব সৰ্ব্বথা॥
তা ষুনিআ দুই করে ধরি দোহ কর।
আমী সেবকেরে দয়্যা না ছার ঈশ্বর॥
আমা দুই সংগে লও জাই মনরংগে।
মাতা পীতা বিশ্চেদ রহিব কার সংগে॥
এথেক কহিআ দোহ বহুল কান্দএ।
দেখীআ দোহান মায়্যা হইল সদএ॥
তবে সাহা দুই জনা গলে হস্তো দিআ।
ধনে বস্ত্র তুসীল প্রসাদ বহু দিআ॥
আমী তোমা তুমী আমা জানিয সৰ্ব্বথা।
জেখনে মনেতে হএ চলি জাবে তথা॥
এখনে জাইতে জৈগ্য না হএ তোমার।
সপ্ত সহস্রেক রাজা তোমা আজ্ঞাকার॥
জাইতে শমএ নহে সংগতি আমার।
মনষুকে থাক বাপু দেসে আপনার॥
এ বুলিআ দুই ভাই সাহা প্রনামীলা[১]।
সৰ্ব্ব সৈন্য সংগে রাজা দেসেতে আইলা॥
ওথা রত্নসেন পুত্র রত্নসেন রাজ।
পীত্রিভূমী পুসাক্রমে করে রাজকাজ॥
অশ্বাপীহ তান বংশ্ব চিতাওব দেস।
রাজ্যপাল একে আর হৈলে প্রান সেস॥*

সাহা বলে হই গেল শ্বাদশ বৎসর।
রাজ্য তেজি গোঙাইলু তোমার নগর॥
এবে আমি দেশে যাই তুমি রহ এথা।
কিঞ্চিৎ বিষাদ মনে না ভাব সর্বথা॥
তা শুনিয়া দুই করে ধরি দোহ কর।
আমি সেবকেরে দয়া না ছাড় ঈশ্বর॥
আমা দুই সংগে লও যাই মনরংগে।
মাতা পিতা বিচ্ছেদ রহিব কার সংগে॥
এতেক কহিয়া দোহ বহুল কান্দয়।
দেখিয়া দোহান মায়া হইল সদয়॥
তবে সাহা দুই জনা গলে হস্ত দিয়া।
ধন বস্ত্র তুষিল প্রসাদ বহু দিয়া॥
আমি তোমা তুমি আমা জানিও সর্বথা।
যখনে মনেতে হয় চলি যাবে তথা॥
এখনে যাইতে যোগ্য না হয় তোমার।
সপ্ত সহস্রেক রাজা তোমা আজ্ঞাকার॥
যাইতে সময় নহে সংগতি আমার।
মনসুখে থাক বাপু দেশে আপনার॥
এ বুলিয়া ছোলতানে দুই সান্তবাইল।[১]
সর্ব সৈন্য সংগে সাহা দেশেত আইল॥
ওথা রত্নসেন পুত্র চন্দ্রসেন রাজ।
পিতৃভূমি পুর্যাক্রমে করে রাজকাজ॥
অদ্যাপিহ তান বংশ চিতউব দেশ।
রাজ্যপাল একে একে হৈল প্রাণ শেষ॥

১ এ বুলিয়া ছোলতানে দুই সান্ত্বাইল (হ)
* হবিবী সংস্করণে এরপর অতিরিক্ত দুই পংক্তি—
পদ্মাবতী নাগমতি সহমৃত গেল।
মাগনেতে আলাওল বিস্তারি কহিল॥

শব্দার্থ টীকা: পুর্যাক্রমে—পুরুষানুক্রমে

মন্তব্য: দিল্লী রাজ্য ছেড়ে দ্বাদশ বৎসর রাজপুত্রদের সংগে সুলতানের চিতোরে অবস্থান যেমন অসম্ভব তেমনি অবাস্তব। পুথিতে আগের পৃষ্ঠায় সুলতানের দুমাস অবস্থানের কথা আছে, সেটা তবুও সম্ভব। রাজ্যত্যাগ করে রাজপুত্রদ্বয়ের দিল্লীতে গিয়ে থাকার বায়নাও শিশুসুলভ। স্তবকশেষে অপ্রাসংগিকভাবে মাগন প্রসংগের উল্লেখ হবিবী সংস্করণে থাকলেও পুথিতে না থাকায় বর্জন করা হল।

কথা গেল গন্দ্রর্ব্বসেন সঙ্গে মীত্রগন।
কথা গেল চিতাওর গর রত্নসেন ॥
কথা গেল হিরামনি ষুক ষুপন্ডিত।
অধ্যাপীহ জার বাক্ষ আছে প্রিথিম্বিত ॥
কথা গেল দিল্লিশ্বর ওমরার গন।
একে ২ গরাসীল দারুনে সমন ॥
কথা গেল পদ্মাবতি ত্রিলোক মহনি।
কথা গেল অপচরি নাগমতি রানি ॥
দারুন সমনে কারে দয়া নাই করে।
ষুরূপ কুরূপ কেহ কাকে নাই এরে ॥
এথেক ছাহিয়া মনে ভাবি বুদ্ধিজন।
সে ষুক সম্পদ ষুক কি আছে এখন ॥
কিছু না রহিব রৈব কৃতিব কথন।
পরিনাম হেতু কিছু করহ জথন ॥
কুর্পার চরিত্র কেহ বুঝিবারে নারে।
একের মানস লাগী লৈক্ষ প্রানি হরে ॥
সুবুদ্ধি আছিল দেখী আলাওল কবি।
পদ্মাবতি বিবচিল নিজ মনে ভাবি ॥

কোথা গেল গন্ধর্বসেন সঙ্গে মিত্রগণ।
কোথা গেল চিতউর গড় রত্নসেন ॥
কোথা গেল হীরামণি শুক সুপণ্ডিত।
অদ্যাপিহ যার বাক্য আছে পৃথিবীত ॥
কোথা গেল দিল্লীশ্বর উমরার গণ।
একে একে গরাসিল দারুণ শমন ॥
কোথা গেল পদ্মাবতী ত্রিলোকমোহিনী।
কোথা গেল অপ্সরী নাগমতি রাণী ॥
দারুণ শমন কারে দয়া নাহি কবে।
সুরূপ কুরূপ কেহ কাকে নাহি এড়ে ॥
এতেক চাহিয়া মনে ভাবি বুদ্ধিজন।
সে সুখসম্পদ সুখ কি আছে এখন ॥
কিছু না রহিব রৈব কীর্তির কথন।
পরিণাম হেতু কিছু করহ যতন ॥
কুপাল চরিত্র কেহ বুঝিবারে নারে।
একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণী হরে ॥
সুবুদ্ধি আছিল দেখি আলাওল কবি।
পদ্মাবতী বিরচিল নিজ মনে ভাবি ॥

হবিবী সংস্করণে গ্রন্থের শেষাংশের পাঠ নিম্নরূপ—

কোথা গেল দিল্লীশ্বর কোথা কামভাব।
কোথা গেল পাত্র মিত্র বল ছত্র সব ॥
কোথা গেল গন্ধর্বসেন সঙ্গে মন্ত্রীগণ।
কোথা গেল রত্নসেন সঙ্গের রাজন ॥
কোথা গেল চিতাওর রত্ন চিত্রসেন।
কোথা গেল পদ্মাবতী ত্রৈলোক্যমোহন ॥
কোথা গেল হীরামণি শুক সে পণ্ডিত।
চিরদিন যার কীর্তি আছে পৃথিবীত ॥
কোথা গেল দিল্লীশ্বর উমরার গণ।
পরিণামে হেতু কিছু করহ যতন ॥
একে একে গরাসিল দারুণ শমনে।
এতেক ভাবিয়া চাহ বুদ্ধিমন্ত জনে ॥
সে সুখ সম্পদ কোথা গিয়াছে এখন।
কিছু না রহিবে রৈব কীর্তির কথন ॥
কুপাল চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণী হরে ॥
কহে কবি আলাওলে পুস্তক উপমা।
সমাপ্ত হইল পদ্মাবতী অনুপমা ॥
বহু কষ্টে বহু দুঃখে বহু পরিশ্রমে।
সমাপ্ত করিল পুঁথি লিখি জ্যৈষ্ঠ মাসে ॥

মন্তব্য : আলাওলের পদ্মাবতী অনুবাদের এই শেষ স্তবকটির সঙ্গে মূলের উপসংহার খণ্ডের দ্বিতীয় স্তবকের আংশিক মিল লক্ষণীয়। মূলে আছে নশ্বর জগতের প্রেক্ষাপটে কীর্তির অবিনশ্বরতার কথা। অনুবাদে সেই প্রসঙ্গটি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু মূলে স্তবকের প্রথমে ও দোহা অংশটিতে জায়সীর ব্যক্তিগত আবেদনগুলি অনুবাদে বর্জিত। পরিবর্তে অনুবাদ স্তবকের শেষে দেখা দিয়েছে অনুবাদকের ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা। হবিবী সংস্করণে পদ্মাবতী কাব্যের শেষে সালহীন মাস ও দিনের উল্লেখ আছে। পুঁথিতে অবশ্য এর কোনো চিহ্ন নেই। আবদুল করিম পদ্মাবতী রচনার কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি পেয়েছিলেন তা হল— যুগ ভুগ ভাব রস শব্দ নিত্য দশা।
যে জন তাহাতে বশ পুরিবেক আশা ॥

যুগ ভুগ ভাব রসের কালজ্ঞাপক অর্থ দুর্জ্ঞেয়। শব্দ নিত্য দশার কাল সংকেত হল ১০১৩ মঘীসন। অতএব ১০১৩ মঘীসন+৬৩৮=১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মাবতী কাব্য রচিত হয়েছে বলে অনুমান।

পরিশিষ্ট—১

বর্তমান গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠায় পদ্মাবতীর এই বিলাপ বিতান হবিবী সংস্করণে থাকলেও পুঁথিদ্বয়ে না থাকায় বর্জিত

আহারে সুন্দর অংগ কাম অবতার।
আহারে কমল হাসি মধুর সঞ্চার ।।
আহারে দারুণ বিধি কেন হৈলা বৈরি।
আহারে কি হবে পুণ্য নারী বধ করি ।।
আহারে কেমন শাস্ত্র নারী বধ ধর্ম।
আহারে কেমন জ্ঞানে করে হেন কর্ম ।।
আহা বিধি কেন হেন কৈলা বিড়ম্বন।
আহা কষ্টে কেন রহে দারুণ জীবন ।।
আহারে যৌবন মোর পূর্ণ অকুশল।
আহা কর্মফল মোর পূর্ণ অমংগল ।।
আহারে পরাণ মোর হবে কোন গতি।
আহারে দারুণ দুঃখ পাপিষ্ঠ দুর্মতি ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর প্রাণ কাড়ি নিয়া।
কি কল্লি কি কল্লি মোর সাগর হইয়া ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর প্রাণের দুর্লভ।
কি কল্লি কি কল্লি মোর প্রাণের বান্ধব ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর রত্ন হরি নিয়া।
কি কল্লি কি কল্লি দুষ্ট নিদারুণ হৈয়া ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর অমূল্য রতন।
কি কল্লি কি কল্লি মোর জীবের জীবন ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর জীবনের আশ।
কি কল্লি কি কল্লি মোর চিত্ত অভিলাষ ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর মদন রঞ্জক।
কি কল্লি কি কল্লি মোর আপদ নাশক ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর ক্ষুধার ভোজন।
কি কল্লি কি কল্লি মোর তৃষ্ণার জীবন ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর গ্রীষ্মের বাও।
কি কল্লি কি কল্লি মোর বরিষার নাও ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর শীতের দোসর।
কি কল্লি কি কল্লি মোর বসন্ত ঈশ্বর ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর তিমিরের শশী।
কি কল্লি কি কল্লি মোর কৌতুকের নিশি ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর দিনের দিনেশ।
কি কল্লি কি কল্লি মোর মনের আবেশ ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর কর্ণের কুন্ডলী।
কি কল্লি কি কল্লি মোর নয়ান পুতলি ।।
কি কল্লি কি কল্লি মোর জনম উল্লাস।
কি কল্লি কি কল্লি মোর হাস্য পরিহাস ।।
সমুদ্র কন্যার কাছে খেনে খেনে যায়।
বিলাপ করয়ে ধরি বলে হায় হায় ।।
পলে দন্ডে বুকে মুন্ডে হানে মুষ্ট ঘায়।
কোথা গেল কোথা গেল বলে সর্বথায় ।।
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণপতি।
কোথা গেল কোথা গেল কাহার সংগতি ।।
কোথা গেল কোথা গেল আমা উপেক্ষিয়া।
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণ লৈয়া ।।
কোথা গেল কোথা গেল কে জানে উদ্দেশ।
কোথা গেল কোথা গেল গেল কোন দেশ ।।
কোথা গেল কোথা গেল নিল কোন চোরে।
কোথা গেল কোথা গেল বিসর্জিয়া মোরে ।।
কোথা গেল কোথা গেল আমা পরিহরি।
কোথা গেল কোথা গেল কেবা নিল ধরি ।।
কোথা গেল কোথা গেল বলি কুটে হিয়া।
কোথা গেল কোথা গেল কে দিবে আনিয়া ।।
কোথা গেল কোথা গেল গেল কার পুরী।
কোথা গেল কোথা গেল নারী বধ করি ।।
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণধন।
কোথা গেল কোথা গেল জীবের জীবন ।।
কোথা গেল কোথা গেল কি হৈল না জানি।
কোথা গেল কোথা গেল বার্তা দাও আনি ।।

কোথা গেল কোথা গেল কেবা নিল তাকে।
কোথা গেল কোথা গেল কে কহিবে মোকে ॥
কোথা গেল কোথা গেল বার্তা জানে কোনে।
কোথা গেল কোথা গেল কিসের কারণে ॥
কোথা গেল কোথা গেল কে কহিবে কথা।
কোথা গেল কোথা গেল আমি যাব তথা ॥
কোথা গেল কোথা গেল কে দেখাই দিবে।
কোথা গেল কোথা গেল কে তথাতে নিবে ॥
কোথা গেল কোথা গেল কহ দেখি সই।
কোথা গেল কোথা গেল মোকে দেও কই ॥
কোথা গেল কোথা গেল দেও উদ্দেশিয়া।
কোথা গেল কোথা গেল মোকে দেও নিয়া ॥
কোথা গেল কোথা গেল দেও উপদেশ।
কোথা গেল কোথা গেল কোথা সেই দেশ ॥
কোথা গেল কোথা গেল কহ সত্য কথা।
কোথা গেল কোথা গেল খাও মোর মাথা ॥
কোথা গেল কোথা গেল কে মোকে কহিব।
কোথা গেল কোথা গেল তথাতে যাইব ॥
কি হৈল কি হৈল মোর প্রাণধন পতি।
কি হৈল কি হৈল মোর নয়নের জ্যোতি ॥
কি হৈল কি হৈল মোর কি হৈল প্রমাদ।
কি হৈল কি হৈল মোর মরমের সাধ ॥
কি হৈল কি হৈল মোর অন্নের ব্যঞ্জন।
কি হৈল কি হৈল মোর ব্যঞ্জন লবণ ॥
কি হৈল কি হৈল মোর সিঁথি স্থির ধারা।
কি হৈল কি হৈল মোর গৌরব শক্করা ॥
কি হৈল কি হৈল মোর আয়ুর সঞ্চিত।
কি হৈল কি হৈল মোর মনের বাঞ্ছিত ॥
কি হৈল কি হৈল মোর মরম ব্যথিত।
কি হৈল কি হৈল মোর বাঞ্ছা লোকহিত ॥
কি হৈল কি হৈল মোর দুই লোক স্বর্গ।
কি হৈল কি হৈল মোর বল বন্ধুবর্গ ॥
কি হৈল কি হৈল মোর চিত্ত অভিলাষ।
কি হৈল কি হৈল মোর চন্দ্রমুখ হাস ॥
কি হৈল কি হৈল মোর নাশার পবন।
কি হৈল কি হৈল মোর শ্রুতির শ্রবণ ॥
কি হৈল কি হৈল মোর দুই লোক বন্ধু।
কি হৈল কি হৈল মোব আনন্দের সিন্ধু ॥
কি হৈল কি হৈল মোর নষ্ট উদ্ধারক।
কি হৈল কি হৈল মোর কষ্ট সংসারক ॥
কি হৈল কি হৈল মোর মধু মাস ঋতু।
কি হৈল কি হৈল মোর মনপ্রভা হেতু ॥
কি হৈল কি হৈল মোর জীবনের প্রভা।
কি হৈল কি হৈল মোর যৌবনের শোভা ॥

বর্তমান গ্রন্থের ৩২০ পৃষ্ঠার শেষে বাংলা একাডেমী পুথিধৃত নিম্নলিখিত অংশ 'চা' পুথিতে না থাকায় বর্জিত

ছিরজোত মাগন রসীক নাগর।
সত্রুজিত মীত্রপাল রসীক সাগর ॥
দেখ এক নারি লাগী রাজা রত্নসেন।
সীংগলে চলিআ গেল প্রাণি করি পণ ॥
তথা তার নারি লাগী জথ দুক্ষ পাইল।
সংগে সোলসত নৃপ প্রাণ হারাইল ॥
সাগর সংগম দুক্ষ কতেক পাইল।
পুনি পদ্মাবতি পাই সব পাসরিল ॥
পাটত বৈসাইল আনি সবেতু ভাঞ্জন।
নবসত সখী দিলা সেবার কারণ ॥
নানামতে নানাভেসে নানা অবরন।
পদ্মাবতি বিনু নৃপ অন্য নাই মন ॥
আর দেখ দিল্লিশ্বর মাগী পাটাইল।
লোকচঞ্চা ধর্ম্মভিতে নারি নই দিল ॥
মাগী ন পাইআ সাহা সবল সংগতি।
সাজিআ মারিতে আইল চিতাওর পতি ॥
তথাপীহ রত্নসেন মনে ভএ নাই।
সাহা সংগে যুদ্ধ করে নৃপ কুল লই ॥
বুদ্ধিবলে সাংগ রাজা ঘরেতে য়ানিল।
রত্নদানে সত্রু তুসী পাটেতে ইস্থিল ॥
ন ভাবিল জার লাগী রাজ্জেতে বিবাদ।
কি লাগীআ হেন সত্রু চাহিএ সাক্ষাত ॥
প্রেমভাবে ভিন্যামুখ রমনি হেরিল।
তার সৈন্ত ভংগ হেতু নৃপ বন্দি হৈল ॥
প্রানেতু বান্ধব জান তাহার যুবতি।
পতি বিনে কেমতে বঞ্চিল পদ্মাবতি ॥
আলাওলে আসীর্বাদে তুসীআ মাগন।
কিঞ্চিত কহিল নারিজাতির কথন ॥
হস্তিনি সীংগিনি জাতি যুধির চিস্তিনি।
অতিকাম ভাবরস নারি পদ্মামীনি ॥
স্বামী প্রতি প্রেম কাম রসের কারণ।
কামরস মন সান্তি নহে কদাচন ॥
যুথেতে যুথিনি নারি দুক্ষে নহে সাঁতি।
জার হস্তে জার তার বসহ যুবতি ॥
রতি সাস্ত্রে কহিআছে নারির চরিত।
নাও বিরচিআ পদ কহিতু কিঞ্চিত ॥
আপনে পণ্ডিত তুমী জান সাস্ত্র মুল।
তোমার অগ্রেতে আমি কি কব বহুল ॥

মন্তব্য ঃ রত্নসেন-উদ্ধার প্রসংগে মাগনের প্রশ্নের উত্তরে অপ্রাসংগিকভাবে আলাওল কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি, বিশেষত অস্থানে নারীজাতির প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্ভব বিবেচনায় পুথিপ্রদত্ত এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানে সম্পাদিত পাঠে বর্জন করা হল।

বর্তমান গ্রন্থের ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর হবিবী সংস্করণে ধৃত অতিরিক্ত পংক্তিগুলি পুঁথিতে না থাকায় বর্জিত

সন্ধ্যা হৈল ছোলতান সৈন্যতে রাখিল।
প্রভাতে করিল যুদ্ধ বিশ্রাম রহিল ॥
বাদিলাও নিজগৃহে আনন্দিতে গেল।
পদ্মাবতী নাগমতি নৃপ প্রণামিল ॥
প্রভাতে সাজিয়া চলে অরুণ উগিতে।
রত্নসেন যুদ্ধস্থলে আইল আস্তে ব্যেস্তে ॥
পদ্মাবতী নাগমতি বহু আশ্বাসিয়া।
লক্ষ লক্ষ সৈন্য লই চলিল সাজিয়া ॥
একা ছোলতান সৈন্য অনন্ত অপার।
বাদিলা সংগতি যুদ্ধ বাজিল অপার ॥
তিন মাস পথ গেল সৈন্যের ছাউনি।
প্রলয়ের হুলুস্থুলি টলয় মেদনী ॥
আপনেও কোপে সাহা আইলেক সাজি।
লক্ষ লক্ষ হস্তী সংগে লক্ষ লক্ষ তাজি ॥
পদ্মাবতীর অন্তর্গত গণিয়া না পায়।
ইন্দ্র যেন সাজি আইল অপ্সরা অসায় ॥
চল্লিশ সহস্র গজ সপ্ত লাখ ঘোড়া।
রত্নসেন যুদ্ধে আইল সুবেশ ফাখেরা ॥
দুই নৃপ আজ্ঞা দিল শব্দ মার মার।
হইল বহুল যুদ্ধ ধূমে অন্ধকার ॥
শতে শতে গজ পড়ে শতে শতে ঘোড়া।
শতে শতে সৈন্য পড়ে ডাক সারা সারা ॥
যতেক পড়িল সৈন্য নাহি আগু পর।
রত্নসেন কাটে সৈন্য বিজলি প্রকার ॥
তুরঙ্গমে আরোহি সমুদ্র সৈন্য পশি।
সহস্র সহস্র কাটে হানি তীর অসি ॥
পঞ্চশত গজ অশ্ব করিল সংহার।
পঞ্চশত সহস্র পড়িল অশ্ববার ॥
নরপতিগণ আসি সহায় হইল।
বিজুলি ছটকে যেন সৈন্যেতে ভ্রমিল ॥
বাদিলায় কাটয় যে লক্ষ লক্ষ বীর।
শত অশ্ববার গজ মস্ত করে চির ॥
যেন মতে যুদ্ধ ছিল পান্ডব কৌরব।
সে সবে যুদ্ধ জিনি এ যুদ্ধের রব ॥
ধার্মিকের জয় হেন সর্বশাস্ত্রে কয়।
অধার্মিক ছোলতান সাহা রণেতে হারয় ॥
এই মতে তিনমাস মহাযুদ্ধ ছিল।
লজ্জা পাই দিল্লীশ্বর পালাইয়া গেল ॥
যত হিন্দু নৃপগণ হই এক ঠাঁই।
ছোলতান সাহাকে সবে দিলেন খেদাই ॥
সে সব সংগ্রাম কথা লেখি অন্ত নাই।
সহস্র পুস্তক হৈলে তবে অন্ত পাই ॥
দিল্লীশ্বর ঘরে যাই ভাবিলা অপার।
সতী নারী টলাইতে সাধ্য আছে কার ॥

মন্তব্য : রত্নসেনের সংগে যুদ্ধে সুলতান আলাউদ্দীনের এই পরাজয় ও পলায়নের কথা আইন-ঈ-আকবরীতে আছে। সাতক্রোশ পথ পলায়ন করে আলাউদ্দীন দ্বিতীয়বার সন্ধি প্রস্তাব জানালে যুদ্ধক্লান্ত রতন সী তাতে সম্মত হন কিন্তু সন্ধির সময় সুলতান আলাউদ্দীন রাণাকে হত্যা করে চিতোর অধিকার করলেন কিন্তু পদ্মাবতীকে পেলেন না। তিনি ইতিমধ্যে সতী হয়েছেন। আলাউদ্দীনের হাতে রত্নসেন-হত্যার কাহিনী অবশ্য এখানে নেই।

উদ্ধৃত অংশ যদি আলাওলের রচনা না হয় তা হলে সম্ভবত পরবর্তী কালের কোনো লেখক আইন-ঈ-আকবরীর অনুসরণে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখাবার জন্য সুলতানের এই পরাজয় বৃত্তান্তটি সংযোজন করেছেন। অংশটি আলাওলের লেখা হতে পারে তবে আমাদের পুথিদ্বয়ে না থাকায় যথাস্থানে না দিয়ে পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

পরিশিষ্ট—২

'বা' পুথির পুষ্পিকা

আমী অতি মুক্ত মতি বুদ্ধি নাই ভাল ।
বুজিবারে পদান্তরে সক্তি কি বিসাল ।।
লই রতি এ ভারতি লেখীলুম নিশ্চএ ।
হোসহারি পোতা ভারি না বুজি নিন্যাএ ।।
চরনেতে গুনরিতে পন্ডিত সোভারে ।
নাম মোর বুজ দড় এই পদান্তরে ।।
অই সষ্ট পদ কষ্ট কৈলুম বিরচন ।
আধ্বক্ষর একাক্ষর রাখ বোধজন ।।
জেই সন্দে নাম আইন্ধে লইবা বুজিআ ।
মুই হত এ ভারত লেখী না বুজিআ ।।
ভাই মোর দুই বর হএ এই নাম ।
জিন্যাত আলি স্নেহ ভাবি প্রেম অবিস্রাম ।।
আর এক অতি সেক ওয়াএজ খাঁ বুলিআ ।
চঞ্চলিত তার চিত বুদ্ধি আকুলিআ ।।
পীত্রি মোর ধৈর্জ্জ স্তির গোলাম হোচন ।
মোরে ভাবি স্নেহ করি করিল পালন ।।
অক্ষরেতে বাঙ্গালাতে গুরুজান মোর ।
মুন্সী কর্ম্মে মহাধর্ম্মে রমজান আলিবর ।।
পীর মোর জ্ঞান দড় হাকিম লানাম ।
ছৈদ বংশ্ব মহা ঢংশ্ব জৈন্ধে ছোলতান ।।
মুর্শিদ মোর ধৈর্জ্জ স্থির আবদুল কাদির ।
তালিব আনি মোর বানি করিলেক ধির ।।
কোরসীতো উতপীতো আছিল তাহান ।
পদারতি সেবি অতি হৈল বুদ্ধিজ্ঞান ।।
জতাঞ্জিত ও বুদ্ধিরিত জদি মোর হৈল ।
কষ্ট করি পোতা ভাবি তবে সে লেখীল ।।
টাম মোর অবিশ্রাম চক্রসালা গ্রাম ।
হুলাইন দিশ্ব শ্হান নগর উপাম ।।
সেই শ্হলে কুতুহলে থাকি বাস করি ।
মুছা খাঁর বংশ্ব তার মুই হতকারি ।।
গুনিনের শ্হানে মোর এই পরিহার ।
পোস্থকেতে ষুধিস্জতে আরতি আমার ।।
পদ রাষ্ট মহকষ্ট সতি পন্ধাবতি ।
আলাওলে বুদ্ধিবলে রচিল ভারতি ।।
হেন পোতা বুজি কথা আমী বুদ্ধিহিন ।
দোস খেমি বুলি য়ামী ষুদিঅ গুনিন ।।
মহামন্ত ধৈজ্জবন্ত ছিরি কামদর আলি ।
মোরে অতি তুসী মতি লেখাইল পঞ্চালি ।।
তান বংশ্ব ষুদ্ধ অংশ্ব মাহাম্মদ মুকিম ।
তপে মান হএ জ্ঞান দানেতে হাতিম ।।
আর বর গুন দর হাএদর আলি হএ ।
অত্যাদর পুতিবর লেখাইল নিশ্চএ ।।
হেন পোতা বুদ্ধিহতা লেখীবারে পারি ।
পন্ডিতেরে ষুদিবারে করিএ গোহারি ।।
তান টাম যুদ্ধগ্রাম গরদুআরা নাম ।
এই শ্হান দিশ্বমান বাস অবিগ্রাম ।।
জেই জন গুনমান হএ ষুপন্ডিতা ।
পাই দোস নাই রোস গুন প্রকটীতা ।।

মন্তব্য : 'বা' পুথির লিপিকরের নাম আবুল হোচন। পুষ্পিকায় লিপিকর আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন, তাঁর পিতার নাম গোলাম হোচন, ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম জিন্যাৎ আলি এবং শেখ ওয়াএজ খাঁ। তাঁর শিক্ষাগুরু মুন্সী রমজান আলি, ধর্মগুরু সৈয়দ বংশীয় যুদ্ধবীর জ্ঞানী লানাম হাকিম, দীক্ষাগুরু কোরেশী বংশীয় আবদুল কাদির। চক্রশালা গ্রামে লিপিকরের বাসস্থান। তিনি মুশা খাঁর বংশের অধম সন্তান। হুলাইন নামক নগর তুল্য স্থানে তিনি বাস করেন। তাঁকে পুথি লেখার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন শ্রীকামদর আলি এবং তাঁর বংশের মহম্মদ মুকিম এবং হায়দার আলি। শেষের জনের গরুদুয়ারা গ্রামে বাস।

খন্ডিত 'ঢা' পুথির পুষ্পিকা মেলে নি। তবে ভাণতা স্থলের পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে পুথিলেখকের নাম হায়দার আলি।

বর্ণানুক্রামক শব্দার্থপঞ্জী

অকূত—অপার, অসংখ্য
অর্ক—সূর্য
অগুণী—গুণহীন
অধারী—দণ্ডযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড (যাতে হেলান দিয়ে যোগীরা বিশ্রাম করে)
অনাদেহী—অঙ্গহীন
অনাহত—অতীন্দ্রিয় বাদ্যধ্বনি
অনাহত চক্র—হৃদয়স্থিত সাধন চক্র
অনুশোচে—পরিতাপ করে
অনুবন্ধ—আরম্ভ
অন্তঃপটে—অন্তরালে
অপত্য—পুত্র
অবলম্ব—অবলম্বন
অবিচার্যি—অগ্রাহ্য করে, না বিবেচনা করে
অমূল—অমূল্য
অম্বুজ—পদ্ম
অলক—কেশ
অসিত—কালো
অহের—শিকার

আ

আইস্তি—এয়োস্ত্রী
আউটিলে—মন্থন করলে
আকলিতে—আকুল করতে
আঁখি লোহে—চোখের জলে
আখেট—শিকার
আগর—অগুরু
আগলি—অগ্রগণ্য
আগি—অগ্নি
আগু বাড়ি—আগ বাড়িয়ে, এগিয়ে গিয়ে
আর্জি—প্রার্থনা
আটোপ—গর্ব, চেষ্টা
আথান্তর—অনর্থ
আর্দাস—নির্দেশ
আদিত্য—সূর্য
আনট—পদাঙ্গুরীয়
আলোপ—অবলুপ্ত
আবগুজো—এক জাতীয় গন্ধদ্রব্য
আবক্ষক—বর্ম
আরতি—কামনা
আপ্ত—আত্ম
আঙ্গুটি—আংটি
আজ্ঞা চক্র—ললাটস্থিত সাধনক্ষেত্র
আসোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য

ই

ইনাম—পুরস্কার
ইচ্ছবে—ইচ্ছা করে
ইচ্ছিল—ইচ্ছা করল

উ

উফায—উপায়
উগএ—উদিত হয়
উচ্চরায়—উচ্চস্বরে
উর্জ্জরিহ—উজ্জ্বল
উজাড়—শূন্য
উণ্ড—উচ্চ
উতারিয়া—খুলে নেওয়া
উন—কম
উনাইল—গরমে গলে গেল
উপসন—উপস্থিত
উপাঙ্গ—শুঁড়
উমরা—ওমরাহ
উরে—বক্ষে
উরজ—স্তন
উশাস—নিঃশ্বাস

ঋ

ঋণিয়া—উত্তমর্ণ

ও

ওড়—পুষ্পবিশেষ, জবাফুল
ওর—সীমা, শেষ

ক

কঙ্ক—হাড়গিলে পাখী
কচ—কেশ
কচালেন্ত—ঘর্ষণরত
কঞ্চুলি—কাঁচুলি, বক্ষাবরণ
কটক—সেনানি
কটোরা—বাটি
কণ্টিকা—কাঁটা
কথুক—কৌতুক
কবিলাস—কৈলাস
কম্বুরব—শঙ্খধ্বনি
করতার—কর্তা, ঈশ্বর
করতাল—খঞ্জনি
করবান—তালপাতা
কর্নাল—ভেরী
কর্ষাট—কষ্ঠিপাথর
কর্ষণি—কষি, কটিবন্ধন
করণ্ডক—উদরে চামড়ার থলি বিশিষ্ট প্রাণী
কাগত—কাগজ
কাঙ্গুরা—কাচ
কাচার—আছাড়
কাঠোয়াল—কাঠাল
কাচে—বেশে
কাণ্ডার—দাঁড়

কাফির—কাফের বা বিধর্মী
কাফুর—কর্পূর
কাবাই—জামা
কালকূট—বিষ
কিংগরী, কিঙ্গরী—সারেঙ্গ
কিরীচ—ছোরা
কুচ—স্তন
কুঞ্জি—চাবী
কুঞ্জর—হাতী
কুণ্ডলিনী—কুলকুণ্ডলিনী নাড়ী
কুরঙ্গ—হরিণ
কুরলিয়া—আঁচড়িয়ে
কুলিশ—বজ্র
কুসুম্ভ—কুসুম ফুল
কুহু—অমাবস্যা
কুহরিতে—আর্তধ্বনিতে
কূর্ম—কচ্ছপ
কৃত্তিকা—নক্ষত্রবিশেষ
কৃপীঠ—কাষ্ঠ
কেওটকুল—জেলে জাতি
কেচ্ছা—কাহিনী
কেমতে—কেমন করে
কেয়ার—ঝাড়
কোঠারি—কুড়াল
কোদণ্ড—ধনুক
কোরক—কুঁড়ি

খ

খগপতি—গরুড়
খণ্ডাইব—মস্ত করব
খদ্যোত—জোনাকী
খাপর—নর করোটি
খাপুরা—ক্ষেপণাস্ত্র
খিরিনী—ফল বিশেষ
খুম্ভী—অলংকার বিশেষ (কর্ণাভরণ)
খেউর কর্ম—ক্ষৌরকার্য
খেড়ুয়া—খেলুড়ে
খেপয়—ছুঁড়ে মারে
খোটলা—একজাতীয় কর্ণাভরণ
খোরা—থালা

গ

গাঞি—অতিবাহিত করে, কাটায়
গণ্ডক—গণ্ডার
গমনা—পতিগৃহে আগতা নবোঢ়া
গরগজ—কামান রাখার স্তম্ভ
গড়খাই—পরিখা
গাজে—গর্জন করে বা শব্দ করে
গাঁঠি—গাঁঠছড়া
গাম—গমন
গারি—গালি
গারুড়ি—ওঝা
গিরিসুতা—পার্বতী
গীম—গ্রীবা
গুঞ্জা—কুঁচফল
গুঁথিতে—গাঁথতে
গুলাল—আবীর
গুয়া—সুপারী
গৃধ্র, গৃধিনী—শকুনী
গেড়ুয়া—গোলাকৃতি খেলনা
গোঙাইলাম—কাটালাম
গোধিকা—গোসাপ
গোরখ—গোরক্ষনাথ
গোসাঞি—ঈশ্বর
গোহাব—আবেদন

ঘ

ঘন—তবলা ইত্যাদি তাল বাদ্য
ঘনাইতে—একত্র হতে
ঘাঁড়ি ঘাঁড়ি—ঘন্টায় ঘন্টায়
ঘাও—ক্ষত
ঘোঘট—ওড়না, ঘোমটা

চ

চকোঈ—চক্রবাকী
চকোয়া—চক্রবাক
চতুঃসম—চুয়া, চন্দন, অগুরু, কর্পূর ইত্যাদি চতুর্বিধ গন্ধদ্রব্য
চঞ্চু—ঠোঁট
চাচরী—চর্চরী বা হোলি উৎসবের গান
চিক্—যবনিকা, পর্দা
চিন্—চিহ্ন
চীনা—সিঁদুর
চেটক—ধূর্ত
চেতাও—জাগ্রত কর
চৌগান—পোলো খেলা
চৌযারী—বৈঠকখানা

ছ

ছাট—চাবুক
ছাপাঞি—লুকিয়ে
ছার—ভষ্ম, ধুলো
ছালাম—সেলাম
ছিপি—সিপী বা শুক্তি
ছোলংগ—লেবু

জ

জগজিন—জগজ্জয়ী
জরকসি—জরি বা স্বর্ণসূত্রমণ্ডিত বস্ত্র
জরতারি—রেশম বস্ত্র
জম্বুক—শৃগাল
জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ
জলদ—মেঘ
জলধি—সমুদ্র
জাগোয়াল—জাগ্রত প্রহরী
জাঙ্গাল—বাঁধ
জামির, জমিরা—ডালিম জাতীয় অম্ল ফল
জিউ—জীবন
জিরাই—বর্ম
জীমূত—মেঘ
জুয়ায়—উচিত
জোকার—জয়ধ্বনি

জোল—বিল

জোহার—অভিবাদন

ঝ

ঝকর—ঝগড়া

ঝাট—শীঘ্র

ঝামর—শুষ্ক

ঝিঙ্কুর—ঝিল্লি

ঝুমক—নূপুর

ঝুরিয়া—কেঁদে

ট

টাঙ্গ—প্রাসাদ শীর্ষ

টাটি জাল—পাখী ধবার ফাঁদ

টীটা—ঠেটা বা ধৃষ্ট

টোনা—বশীকরণ মন্ত্র

ঠ

ঠক লাড়ু—বিষ বা ঔষধ মিশ্রিত নাড়ু

ঠমবু—লাস্য, লীলাভঙ্গী

ঠাম—স্থান, ভঙ্গী

ড

ডুবারু—ডুবুরী

ডোলনে—দোলনে

ঢ

ঢেন্ডরা—ঢ্যাঁড়া

ত

তত—তার যন্ত্র

ততমাত্র—তৎক্ষণাৎ

ততৈক্ষণ—ইতিমধ্যে

তন—দেহ

তমিনাথ—চন্দ্র

তল্পে—শয্যায়

তাম্রচূড়—মোরগ

তাম্বুল—পান

তিতিল—ভিজল

তুখার—তুখোড়, দুরন্ত

তুরঙ্গ—অশ্ব

তুরমান—দ্রুত

তুম্বুর—বাদ্যযন্ত্র

তেওট—রাগের তাল বিশেষ

তেকারণে—সেইজন্যে

তেন মতে—সেই ভাবে

ত্রিদিব—স্বর্গ

থ

থুক—থুথু

দ

দশমী দশা—শেষ অবস্থা, মৃত্যু

দাদুরী—ব্যাঙ

দারুকা—কাষ্ঠখন্ড

দিয়টি—প্রদীপ

দ্বিজরাজ—চন্দ্র

দীপন—দীপমালা

দীপে—দীপ্তিতে

দুভাজ—দ্বিতল

দুআদশ—দ্বাদশ, বারো

দুতিয়ার—দ্বিতীয়ার

দোলাম—অশ্বের চাল

দোলাই—দোদুল্যমান, বিভোর, বিহ্বল

দোহাগ—দুর্ভাগ্য

দোহান—দুজন

ধ

ধানধা—ধনে

ধান্ধারী—গোরখধাঁধা বা একধরনের চক্র যা দিয়ে নাথযোগীরা কড়ি গণনা করে।

ধবাহর—ধবল গৃহ

ধাবায়—ধাবিত হয়

ধিক—অধিক

ধূপ—রৌদ্র

ধোলায়—ধৌত হয়

ধোবাহর—প্রাসাদ

ন

নর্ক—নরক

নখশিখ—আপাদমস্তক

নগ—রত্ন

নতু—নতুবা

নবখন্ড—নয়তোলা বা ন'মহলা

নারঙ্গ—লেবু

নারাচ—লৌহবাণ

নিকালিতে—বহিষ্কার করতে

নিগড়—শৃঙ্খল

নিছনি—অর্ঘ্য

নিছি—মুছে-নেওয়া

নিদাঘ—গ্রীষ্ম

নিদান—মৃত্যু লক্ষণ

নিদুষী—নির্দোষী

নিমায়া—নির্মম

নির্বন্ধ—নিয়ম, বিধান

নিবাহিত—সমাধা হল

নিশাকর—চন্দ্র

নিশিপাল—নৈশরক্ষী

নিসান—নিঃস্বন, শব্দ

নিসুদন—নিঃশত্রু

নিঃসরে—বের করে

নৃত্যকি—নর্ত্তকী

নেউটিয়া—নিবৃত্ত হওয়া

নেত—পট্টবস্ত্র

নেম—নেমী বা চক্র

নেপুর—নূপুর

প

পদবী—সম্মান

পদুত্তর—প্রত্যুত্তর

পরসন—প্রসন্ন

পরতেক—প্রত্যক্ষ

পরভৃত—কোকিল

পরাকলি—বিহ্বল

পরাঙ্গনা—পরনারী

পরার্থনে—প্রার্থনায়

পরিচার—পরিচারক, সেবক

পরিমল—পরমান্নের গন্ধ, সুগন্ধ

পরেওয়া—পায়রা
পলটিল—ফিরে এল
পাউরি—পাদুকা
পাকোয়ালা—রান্না করা খাবার
পাগে—পাগড়ীতে
পাছাড়ি—পিছন থেকে আছাড় মারা
পাট—সিংহাসন
পাটিয়াল—মজুর
পাঞ্জর—পিঞ্জর
পাতি—পত্র
পাতি পাতি—সারি সারি
পাতিয়ায়—প্রত্যয় হয়
পাবস—প্রাবৃষ বা বর্ষা
পার্থ—অর্জুন
পাসরয়—ভোলে
পায়রি—পায়জোড়
পিউ—প্রিয়
পিক—কোকিল
পিন্ধাইল—পরাল
পিযুষ—অমৃত
পুছার—প্রশ্ন
পুঞ্জি—পুঁজি
পুরন্দর—ইন্দ্র
পুরী—শঙ্করাচার্যের দশনামী শিষ্যসম্প্রদায়ের অন্যতম
পুরুষক্রমে—পুরুষানুক্রমে
পুষ্পাসার—আতর
পেটারি—প্যাঁটরা, বাক্স
পেল্যিয়া—ফেলে দিয়ে
পৈরণ—পরিধান
পৈছুয়—পরে
পোতলি—পুতুল
পোতা—ভূগর্ভস্থ কারাগার
পোথা—পুঁথি
পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা
প্যারীন্দ্র—সিংহ
প্রভারুণ—অরুণ কিরণ

ফ

ফাফর—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
ফুকার—ডাক
ফুলেল—গন্ধ তৈল

ব

বংকট—বঙ্কিম
বটুয়া—যোগে বসার কাষ্ঠাসন
বরাকা—ব্যাধ
বলনী—গড়ন
বলাহক—মেঘ
বড়হর—ফল বিশেষ
বড়াই—গৌরব
বসিঠ—দূত
বসুধারা—দেয়ালে অঙ্কিত ঘৃতধারা
বহিত্র—নৌকা
বহির—বধির বা কালা
বাজী—অশ্ব
বাট—পথ
বাটোয়ার—পথরক্ষী বা পথদস্যু
বাত—বায়ু
বানাচয়—চন্দ্রাতপ
বান্ধুলি—পুষ্প বিশেষ
বাসব—ইন্দ্র
বায়স—কাক
বাহে—বাজায়
বিগতি—প্রতিরোধ
বিঘটিত—বিপর্যয়
বিচারিয়া—বিবেচনা করে
বিচে—ব্যজন করে
বিছরি—বিস্মৃত হয়ে
বিজনী—পাখা
বিজু—বিদ্যুৎ
বিতত—বিনা তারের বাদ্য, মৃদঙ্গ
বিতপন—চত্বর
বিথুরিল—বিস্তৃত হল
বিদ্রুম—রক্তপ্রবাল, লতা
বিধু—চন্দ্র
বিধুন্তুদ—রাহু
বিপত্তিত—বিপদকালে
বিভূতি—ছাই
বিমম্বরী—বিচলিত বা অস্থির হয়ে
বিমর্ষি—বিবেচনা বা বিচার করে
বিরটন—প্রচার
বিশিখ—তীর
বিষম—কঠিন
বিসোয়াসে—বিশ্বাসে
বেগর—ভিন্ন
বেথনিত—অসম্বৃত
বেনা—খসখস বা সুগন্ধী
বেভার—যৌতুক
বেশর—নাকছাবি
বেসাতিয়া—ব্যাপারী
বৈবহার—ব্যবহার
বৈরাতি—বরযাত্রী
বৈরী—শত্রু
বোবে—বোবায়
বোহা—অশ্বের চাল
ব্যাজে—বিলম্বে

ভ

ভগদত্ত—হস্তী-বিশেষ
ভল্ল—বর্শা
ভাও—রীতি, মূল্য
ভাওর—আবর্ত
ভাজনি—আশ্রয়, ভাগ্যবতী
ভাণ্ডারী—গৃহরক্ষক
ভাণ—তুল্য
ভাবক—প্রেমিক, ভক্ত
ভালাই—মঙ্গল, ভালো
ভাস্কর—সূর্য
ভিন্দিপাল—ক্ষেপণাস্ত্র
ভীমসেনী—বৃক্ষজাত কর্পূর

ভুখিল—ক্ষুধার্ত
ভুগুতি—ভোগ্য দ্রব্যাদি
ভুঞ্জএ—ভোগ করে
ভুষণ্ডী—পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র
ভেটাএ—উপহার দেয়
ভোগত—ভোগের জন্য

ম

মকরন্দ—মধু
মগধ-পাগ—মগধদেশের পাগড়ী
মণ্ডিয়া—দলিয়া
মণ্ডূক—ব্যাঙ
মদগুব—মুগুর
মনুরা—মনোহরা
মনোভব—মদন
মর্জিয়া—ডুবুরী
মসী—কালি
ময়ংক—মৃগাঙ্ক বা চন্দ্র
ময়মস্ত—হস্তী
মহীগন্ধ—চন্দন
মাক্ষি—মাছি
মাঞ্জস—ভেলা
মাতঙ্গ—হস্তী
মানাইতে—মান বা শ্রদ্ধা জানাতে
মারু—রাগ বিশেষ
মারুত—পবন
মার্জার—বিড়াল
মার্তণ্ড—সূর্য
মিটিল—মুছে গেল
মিত্রপাল—বন্ধু পালক
মিহির—সূর্য
মুকলিত—মুক্ত
মুট—মুঠি
মুদ্রা—চিহ্ন
মুল—মূল্য
মৃগছালা—হরিণের চামড়া
মৃত্যুকেরে—মুমূর্ষুকে
মেখলি—ওড়না, কটিবসন
মেঘপতি—ইন্দ্র
মেট—উপেক্ষা
মেদিনী—পৃথিবী
মেলানী—বিদায়
মোকর্দক—মিছরি
মোক্তনাড়ু—মোতিচুর
মোহশ্চিত—মুচিহ্নিত
মোহর—আমার

য

যাচক—প্রার্থী
যাবক—আলতা
যুঝার—যোদ্ধা, যুদ্ধনিপুণ

র

রংক—দরিদ্র, ভিক্ষুক
রণ্ড—বিধবা
রম্ভা—কলা, অপ্সরী বিশেষ
রসনা—জিহ্বা
রসাল—আম্র
রসোদধি—রসসমুদ্র
রহট ঘড়ি—জল ঘড়ি
রাই—সরিষা
রাতুল—লাল
রায়—রাজা
রায়বার—রাজবার্তা, রাজদৌত্য
রিষ—ঈর্ষা

ল

লহরয়—ঢেউ ওঠে, কম্পিত হয়
লাটিকা—লাটিম
লুক—লুকাইত
লোবান—গুলগুল
লোর—অশ্রু
লোহ—লাগাম
লোহাকার—কামার

শ

শক্রাসন—ইন্দ্রের আসন
শিখিনী—ময়ূর
শীষ—শীর্ষ
শুতায়—শোয়ায়
শ্বশুবাল—শ্বশুরালয়
শ্রীফল—বেল

স

সদন—ভবন
সন্দেশ—সংবাদ
সফরী—পুঁটি মাছ
সবানের—সকলের
সভাক—সকলকে
সমসর—একত্রিত, সমানভাবে
সম্পাশ—কাছে, পাশে
সহস্রদলচক্র—শিরস্থিত সহস্র পদ্মদলের মধ্যবর্তী চক্র যেখানে শিব ও শক্তির মিলন হয়।
সাচান—শ্যেনপক্ষী
সাঞি—স্বামী
স্বাতী—নক্ষত্র বিশেষ
সান—স্বনন, শব্দ
সান্তায়—সান্ত্বনা দেয়
সামলি—পিঠে
সারী—পাশা
সিঙ্গার—সাজসজ্জা
সিপী—শুক্তি
সিন্ধুসুতা—সমুদ্রকন্যা, লক্ষ্মী
সুরগুরু—বৃহস্পতি
সুরপতি—ইন্দ্র
সুরসরীধার—গঙ্গা
সুসর—সমতুল্য
সুর—সূর্য
সুর্প—কুলো
সোহাগ—আদর, স্বর্ণশুদ্ধিকর রাসায়নিক দ্রব্য (সোহাগা)

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ
স্তম্ভিত—থমকানো, কিংকর্তব্যবিমূঢ়

হ

হঠ—হঠকারিতা
হনে—থেকে
হয়—ঘোড়া
হরিদ—হরিৎ, সবুজ
হাঙ্কারিয়া—চেঁচিয়ে ডাকা
হাবশী—কাফ্রী
হার্মাদ—পর্তুগীজ জলদস্যু
হিঙ্গুল—আলতা
হিমাংশু—চন্দ্র
হুতাশন—অগ্নি
হুলি—হোলির বসন্তোৎসব
হেটেত—নিম্নে
হেম কটোর—সোনার বাটি
হোন্তে—হতে